দ্বিজেন্দ্রলাল-রচনাসম্ভার

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

সূচীপত্র

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	...	।/০
নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল	...	১।৵০
সীতা	...	১
সাজাহান	....	৮৯
চন্দ্রগুপ্ত	...	১৮৭
মেবার পতন	...	২৮৫
রাণা প্রতাপ সিংহ	....	৩৮৫
মন্দ্র	...	৫০৭

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

১৮৬৩—১৯১৩

সাহিত্যে খ্যাতির ইতিহাস বড় বিচিত্র। আজিকার তুঙ্গস্পৃষ্ট খ্যাতি পরদিবস বিস্মৃতিগর্ভে বিলীন, আজিকার অখ্যাত গ্রন্থ পরদিবস মহোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত, এমন দৃষ্টান্ত অবিরল। আবার আজ যে ব্যক্তি বহুজনবন্দিত, দুদিন বাদে তাহার নামটিও কেহ উচ্চারণ করে না, এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। খ্যাতি-অখ্যাতির আর এক শ্রেণীর হেরফের দৃষ্ট হয় সাহিত্যের ইতিহাসে। একই লেখকের ভাগ্যে খ্যাতির বিচিত্র উদয়াস্ত ঘটিতে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ ভলতেয়ারের নাম করা যাইতে পারে। জীবনকালে তিনি এপিক বা মহাকাব্য এবং ট্রাজেডির লেখকরূপে হোমার ভার্জিল ও রাসিন কর্ণেইর সমান বা কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতর বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন। এখন আমরা সেই বিচিত্র হিসাব স্মরণ করিয়া বিস্মিত বোধ করি। অন্যপক্ষে Candide ও Zadig প্রভৃতি যেসব ব্যঙ্গরচনা ভলতেয়ারকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে, সেগুলিকে তখন তাঁহার প্রতিভার খুচরো পণ্য জ্ঞান করা হইত। কিন্তু রসবোধের নাগরদোলার আবর্তনে সেদিনের স্বীকৃতিতে হেরফের ঘটিয়া গিয়াছে। সমসাময়িক বিচারে অপেক্ষাকৃত অনাদৃত রচনাগুলির গৌরবেই আজ ভলতেয়ারের আদর।

নব্য বাংলা সাহিত্যের পরিধি ও ইতিহাস বিস্তারিত না হইলেও এমন হেরফেরের দৃষ্টান্ত বিস্তর পাওয়া যাইবে। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল এমন একটি দৃষ্টান্তস্থল। তাঁহার জীবনকালে ও পরবর্তীকালে (অদ্যাবধি বলিলে ভুল হইবে না) তিনি নাট্যকার ও হাসির গানের লেখক বলিয়া সুপরিচিত। এমন কি তাঁহার সাহিত্যিক খ্যাতি হাসির গান ও নাটকের উপরে নির্ভর করে, এমন একটা ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে। তিনি যে আর্যগাথা দ্বিতীয় ভাগ, আষাঢ়ে, মন্দ্র, আলেখ্য প্রভৃতি শক্তি ও সৌন্দর্যের আধার কাব্য লিখিয়াছেন, তাহা প্রায় স্মৃতি ও শ্রুতির পর্যায়ে গিয়া ঠেকিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সপ্রশংস অনুমোদন বৃহৎ পাঠকসমাজের বিচারের তলে চাপা পড়িয়াছে, দ্বিজেন্দ্রলালের কবিখ্যাতি আজ কিংবদন্তীপ্রায়।

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের রচনা সম্বন্ধে রুচি পরিবর্তনের হাওয়া বহিতে শুরু করিয়াছে, যদিচ এখন পর্যন্ত তাহা তাঁহার আনুকূল্য করিয়াছে বলিতে পারি না।

নাট্যকার হিসাবে তাঁহার যে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা ছিল, আজ আর তাহা নাই। মঞ্চীয় সাফল্যের উপরেই তাঁহার নাটকগুলির ভিত্তি। কিন্তু রঙ্গমঞ্চ আজ তাঁহার নাটক সম্বন্ধে তেমন উৎসাহী নহে, কখনও কখনও তাঁহার দু-একখানি নাটক দু-চারদিনের জন্য মাত্র অভিনীত হইয়া থাকে। এমন হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাঁহার জনপ্রিয় নাটকগুলির মূলধন "স্বদেশী আন্দোলনে"র সময়কার জাতীয়তাবোধের গৌরব। সে উত্তেজনা আজ অপসৃত, জাতীয়তাবোধ এখন নূতন আধার সন্ধান করিতেছে, এমন ক্ষেত্রে নাটকগুলির পূর্বতন খ্যাতি ম্লান না হইয়া পারে না। কিন্তু এখনও তাঁহার কাব্যগুলির প্রতি পাঠকসমাজের, রসিকসমাজের ও প্রকাশকগণের দৃষ্টি পড়িয়াছে বলা যায় না। অথচ যখন তাঁহার একদিকের খ্যাতির অস্ত ঘটিয়াছে, তখনই সুযোগ অন্যদিকের খ্যাতির উদয় ঘটিবার। সে সুযোগের সদ্ব্যবহার না ঘটিলে দ্বিজেন্দ্রলাল তথা বাংলা সাহিত্যের দুয়েরই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলির সমসাময়িক জনপ্রিয়তার কারণ অনুমান করিতে এখন আমাদের বেগ পাইতে হয়। ঘটনাবিন্যাস অস্বাভাবিক। চরিত্র-বিন্যাস সর্বদা সাধারণ মনস্তত্ত্বের অধীন নয়। বৃদ্ধ বন্দী শাজাহান আগ্রা দুর্গ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া সিংহাসন পুনরধিকার করিবেন। মৌর্য সাম্রাজ্যের কর্ণধার চাণক্য একটি আস্ত বর্বর। আর সর্বোপরি অতিনাটকীয় ভাষা। কিন্তু বোধ করি সে কালটাই অতিনাটকীয় ছিল। নতুবা রবীন্দ্রনাথের "অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া" গানটিকে "স্বদেশী গান" কল্পনা করিয়া লোকে নিজেদের উত্তেজিতবোধ করিত না। খুব সম্ভব প্রত্যেক যুগই অল্পবিস্তর অতিনাটকীয়তাগ্রস্ত, তবে উক্ত লক্ষণ নানা রকম থাকে। পরবর্তীকালে "ভীম ভাসমান মাইন" ছত্রকে উচ্চাঙ্গের কাব্য মনে করে কিরূপে? বর্তমান যুগের জনপ্রিয় রচনার বিশ্লেষণ করিলেও উক্ত ব্যাধির পরিচয় পাওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু রক্ষা এই যে, এক যুগ পূর্ববর্তী যুগের লক্ষণকে বর্জন করে। পরবর্তী যুগও দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলিকে বর্জন করিবার লক্ষণ দেখাইতেছে। কিন্তু নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের আসন পূর্বতন গৌরবচ্যুত হইলেও তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হইবে না। বরঞ্চ নূতন কাল তাঁহার অন্য শ্রেণীর রচনাকে নূতন গৌরবে প্রতিস্থাপিত করিবে। সে রচনা তাঁহার কাব্যের; আর্যগাথা দ্বিতীয় ভাগ, আষাঢ়ে, মন্দ্র, আলেখ্য ও ত্রিবেণী। প্রধানত এই কয়খানি গ্রন্থের উপরেই তাঁহার স্থায়ী খ্যাতির অটল আসন। আর সেই সঙ্গে তাঁহার হাসির গানগুলি। বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় পূর্বোক্ত কাব্যগ্রন্থগুলি। কিন্তু সে আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে কবির জীবনীর একটা

কাঠামো পাঠকের সম্মুখে ধরিতে ইচ্ছা করি। দু'য়ে মিলাইয়া পড়িলে দেখা যাইবে তাঁহার কাব্যে ও জীবনে কী অচ্ছেদ্য যোগ।

২

১৮৬৩ সনে দ্বিজেন্দ্রলাল কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র রায় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। ১৮৮৪ সনে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এম-এ পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন। এম-এ পরীক্ষা দিবার পরে স্বাস্থ্যান্বেষণে তিনি দেওঘরে যান। তৎকালে লিখিত শ্মশান-সঙ্গীত নামে কবিতাটি পরবর্তীকালে প্রকাশিত "ত্রিবেণী" গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে। এখানে রাজনারায়ণ বসুর সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী স্কলারশিপ পাইয়া তিনি কৃষিবিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিলাত যাত্রা করেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া তিনি ডেপুটিগিরিতে নিযুক্ত হন। এই সময়ে অর্থাৎ ১৮৮৭ সনে তিনি বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের কন্যা সুরবালা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তখনকার দিনে বিলাতপ্রত্যাগত হিন্দুকে অল্পবিস্তর সামাজিক নির্যাতন ভোগ করিতে হইত। দ্বিজেন্দ্রলালকেও হইয়াছিল। এই অভিজ্ঞতা এবং পত্নীর প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ তাঁহার জীবনে ও কাব্যে দুইটি স্থায়ী প্রভাব। আর এই দুইটি প্রভাবের ফলেই তাঁহার কাব্যগুলি এক বিচিত্র রূপ লাভ করিয়াছে। সেকথা পরে বিস্তারিত ব্যাখ্যার চেষ্টা করিব।

তৎকালীন হাকিম-সাহিত্যিকগণের জীবন যেমন হইত, দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনের ছকও প্রায় তেমনি। সামাজিক সম্মান, উপরওয়ালার খোঁচা ও শরীরের অকাল-অপটুতা সমস্তই পুরামাত্রায় তিনি পাইয়াছেন। শেষে ব্যাধিজনিত অপটুতার জন্য তিনি ১৯১৩ সনের ২২শে মার্চ চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহার দশ বৎসর আগে ১৯০৩ সনের ২৯শে নভেম্বর একটি পুত্র ও একটি কন্যা রাখিয়া সুরবালা দেবী লোকান্তর প্রয়াণ করেন। শেষ জীবনে দ্বিজেন্দ্রলাল "ভারতবর্ষ" পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ করেন। কিন্তু প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইবার আগেই ১৯১৩ সনের ১৭ই মে সন্ন্যাস রোগে অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু ঘটে। এই সময়ে তাঁহার বয়স পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইতে দুই মাস বাকী ছিল।

৩

দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যিক জীবনকে স্ত্রী-বিয়োগের আগে ও পরে দুই ভাগে সহজেই

ভাগ করা যায়। "তারাবাঈ" ব্যতীত তাঁহার যাবতীয় জনপ্রিয় ঐতিহাসিক নাটকের সৃষ্টি স্ত্রী-বিয়োগের পরে। নাটক পাঠে, নাটকের অভিনয় দেখায়, নাটক রচনায় তাঁহার ঝোঁক গোড়া হইতে ছিল। কিন্তু এই সময়কার নাটকগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে, এগুলি রঙ্গমঞ্চের চাহিদা অনুসারে লিখিত। এমন হইবার অনেক কারণ থাকা সম্ভব। প্রথম, অভিনয়যোগ্য নাটকের চাহিদা। দ্বিতীয়, বঙ্গভঙ্গ-জানত জাতীয়তাবোধের প্রসার। আরও একটি কারণ থাকা অসম্ভব নয়। স্ত্রী-বিয়োগের পরে সংসারের ও মনের হঠাৎ শূন্যতা পূরণ করিবার জন্য বাহিরের উত্তেজনার কিছু প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল তাঁহার পক্ষে। রঙ্গালয়ের ঘনিষ্ঠতা সেই শূন্যতা পূরণ করিতে পারে এই আশায় তিনি মঞ্চোপযোগী নাটক রচনায় উদ্যোগী হইয়া উঠিয়াছিলেন এমন খুবই সম্ভব। যে পত্নী-প্রভাবের আগে উল্লেখ করিয়াছি, এখানেও সেটি পুনরায় আসিয়া পড়িতেছে। বস্তুত বিষয়টি গুরুতর।

৪

সাহিত্যিক জীবনের সূচনাতেই দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বাঙালী সাহিত্যিকগণের ঘনিষ্ঠতা জন্মে। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ প্রথম দৃষ্টিতেই কবির শক্তি ও মৌলিকতা সম্বন্ধে সচেতন হন এবং "আর্যগাথা", "আষাঢ়ে" ও "মন্দ্র" কাব্যের গুণপনা বর্ণনা করিয়া প্রবন্ধ রচনা করেন। ইহাতে তাঁহার কবি-স্বীকৃতি লাভ ত্বরান্বিত হইয়াছিল। শেষের দিকে এই ঘনিষ্ঠতায় ছেদ পড়িয়াছিল। এটি তাঁহার পক্ষে দুর্ভাগ্য।

৫

"আর্যগাথা" (কবিতা ও গান) দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৯৩ সনে, তখন কবির বয়স ত্রিশ বৎসর।

"আর্যগাথা"র আলোচনা উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, বইখানাতে কবিতা ও গান দুই শ্রেণীর রচনাই আছে। এই প্রসঙ্গে কবিতা ও গানের স্বভাবগত পার্থক্য দেখাইয়া সমস্ত বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। কাজেই অধিক বলিবার নাই—রবীন্দ্রনাথের পরে অধিক বলিবার থাকে না। আমরা অন্য প্রসঙ্গ তুলিব।

কবিতা হউক বা গান হউক "আর্যগাথা"র প্রধান আকর্ষণ রচনাগুলির অকৃত্রিম গীতি-মাধুর্য। "আলেখ্য" ও "ত্রিবেণী"র কোন কোন কবিতা বাদে এমন

স্বতঃস্ফূর্ত গীতি-মাধুর্য আর তাঁহার কাব্যে দেখা যায় না। এমন কি তাঁহার জনপ্রিয় সঙ্গীতগুলিও, অধিকাংশস্থলে জনতার ও রঙ্গমঞ্চের তাগিদে রচিত বলিয়া এই সম্পদ হইতে বঞ্চিত। আগে বলিয়াছি যে, "আর্যগাথা" দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার একটি মৌলিক সূত্র। তাহা এই কারণে। প্রেমের মাধুর্য, মহিমা ও সৌন্দর্য স্বতঃস্ফূর্ত গীতি-উচ্ছ্বাসে নির্বিচারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথও মুখ্যত এই কথাটাই বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

এখন, এই গীতি-উচ্ছ্বাস কবি-চিত্তের অকৃত্রিম প্রকাশ হইলেও ইহাতে কবিপ্রতিভার যথার্থ বিশিষ্টতা তেমন প্রকাশ পায় নাই। অধিকাংশ গান-জাতীয় রচনা পড়িতে পড়িতে রবীন্দ্রনাথের "ছবি ও গান", "কড়ি ও কোমল" এবং "মায়ার খেলা"র অনেক রচনা মনে পড়িয়া যায়।

দ্বিজেন্দ্র-কাব্য-প্রতিভার বিশিষ্ট সৃষ্টি হিসাবে "আর্যগাথা" স্মরণীয় নয়, কাব্যখানা স্মরণীয় হইয়া থাকিবার অন্য কারণ আছে। যে দুটি মৌলিক সূত্রে তাঁহার বিশিষ্টতম কাব্য রচিত তাহার একটিকে পাইতেছি "আর্যগাথা"য়। সেটি লিরিসিজাম্ বা গীতি-উচ্ছ্বাস। অন্য সূত্রটির আলোচনা করিব "আষাঢ়ে" প্রসঙ্গে। আর এই স্বতঃস্ফূর্ত গীতি-উচ্ছ্বাসের মূল প্রেরণাদাত্রী যে কবি-পত্নী, তাহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কবি-পত্নীর প্রভাবের উল্লেখ আগে করিয়াছি। এখন আরও দু'-একটি কথা বলিবার সুযোগ আসিয়াছে। কবি-পত্নীর প্রভাবে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা নূতন বল ও স্ফূর্তি পাইয়াছে। আবার কবি-পত্নীর অভাবে তাঁহার প্রতিভা কেমন যেন তির্যক পথ অবলম্বন করিয়াছে। কবি-পত্নী জীবিত থাকিলে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা পরবর্তী পথ ধরিত কিনা সন্দেহ! আর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাহিত্যিক বিবাদে তিনি নামিতেন কিনা তাহাতেও সন্দেহ আছে।

"আষাঢ়ে" কাব্যের আলোচনা উপলক্ষ্যে কাব্যখানির কোন কোন স্থলে ভাষার ত্রুটি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, "পদ্যকে সমিল গদ্যরূপে চালাইবার কোন হেতু নাই। ইহাতে পদ্যের স্বাধীনতা বাড়ে না। বরঞ্চ কমিয়া যায়।"

মাঝে মাঝে পদ্যের গদ্যরূপ-ধারণ দ্বিজেন্দ্র-কাব্যের একটি প্রধান দোষ—আর ইহা যে কেবল তাঁহার "আষাঢ়ে" বা "মন্দ্র"র মত ভাষা ও ছন্দের নূতন পরীক্ষা ক্ষেত্রেই দৃষ্ট হয় এমন নয়। "আর্যগাথা"র বিশুদ্ধ লিরিক উচ্ছ্বাসের মধ্যেও গদ্যের উপলখণ্ড অবিরল।

কিন্তু আসিয়াছে সত্য ও সুন্দরতম ॥
তখন সৌন্দর্যে এসেছিল,
প্রেমে আস নাই ॥
সন্ধ্যাকাশ অকস্মাৎ একটি দিগন্তব্যাপী
ঝঙ্কার হইত ;
হইত আশ্চর্য তাহা।
কিন্তু হইত না অর্ধমধুর সঙ্গীত ও ॥

ছত্রগুলি ভাষাপ্রকৃতি ও ভাবপ্রকৃতিতে বিশুদ্ধ গদ্য।

কাব্যখানিতে দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার একটি প্রধান সূত্র ও একটি প্রধান দোষের সাক্ষাৎ পাইলাম—একথা মানিয়া লইলেও রবীন্দ্র-প্রভাব সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য-বিচারে "আর্যগাথা"র বিশেষ স্থান ও গুরুত্ব স্বীকার করিতে হয়।

৬

"আষাঢ়ে" (ব্যঙ্গ-কাব্য) প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ সনে, তখন কবির বয়স তেত্রিশ বৎসর। এখানা "আর্যগাথা" হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পর্যায়ের কাব্য। দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যে তথা বঙ্গসাহিত্যে অভিনব এই কাব্যে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার স্বকীয়তা প্রথম প্রকাশ পায়। "আর্যগাথা" রবীন্দ্র-প্রভাবিত, "আষাঢ়ে" অনন্যপ্রভাবিত।

ভূমিকায় কবি লিখিতেছেন, "এ কবিতাগুলির ভাষা অতীব অসংযত ও ছন্দোবন্ধ অতীব শিথিল। ইহাকে সমিল গদ্য নামেই অভিহিত করা সঙ্গত। কিন্তু যেরূপ বিষয় সেইরূপ ভাষা হওয়া বিধেয় মনে করি। হরিনাথের শ্বশুরবাড়ি যাত্রা করিতে মেঘনাদবধের দুন্দুভিনিনাদের ভাষা ব্যবহার করিলে চলিবে কেন?"

কাব্যখানাকে এইমাত্র অনন্যপ্রভাবিত বলিয়াছি, কিন্তু খুব সম্ভব কিছু প্রভাব বা প্রেরণা ইহার মূলে আছে। সেটি বায়রনের ডন জুয়ানের প্রভাব। কথাটা রবীন্দ্রনাথেরও মনে পড়িয়াছে। "আষাঢ়ে"র রচনারীতি আলোচনা উপলক্ষ্যে তিনি বলিতেছেন, "বায়রনের ডন জুয়ানে কবি অবলীলাক্রমে যথেচ্ছ কৌতুকের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু নির্দোষ ছন্দের সুকঠিন নিয়মের মধ্যেই সেই অনায়াস লীলাভঙ্গী পাঠককে এরূপ পদে পদে বিস্মিত করিয়া তোলে।"

দ্বিজেন্দ্রলাল বায়রনের বিশেষ ভক্ত ছিলেন—ইহাও আমাদের অনুমানের স্বপক্ষে একটি প্রমাণ। কিন্তু "আষাঢ়ে"র পরবর্তী "মন্দ্র" কাব্য ডন জুয়ানের প্রভাবের প্রশস্ততর ক্ষেত্র। ডন জুয়ান কাব্যে নব রসকে একসঙ্গে গুলিয়া বিতরণ করা

হইয়াছে, মহৎ ও তুচ্ছ পাশাপাশি দাঁড়াইয়া অভিনবত্ব প্রকাশ করিয়াছে—ইহাই তাহার বৈশিষ্ট্য। সে বৈশিষ্ট্য "আষাঢ়ে" কাব্যে নাই—আছে "মন্দ্র" কাব্যের কোন কোন কবিতায়।

আমরা আগে বলিয়াছি যে, দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার দ্বিতীয় সূত্রটির প্রথম নিঃসংশয় প্রকাশ "আষাঢ়ে" কাব্যে। সেটি কী? "আর্যগাথা"য় যেমন বিশুদ্ধ গীতিমাধুর্যের নিষ্কলঙ্ক প্রকাশ, এখানে তেমনি প্রকাশ নিদারুণ ব্যঙ্গরসের। একটি ব্যক্তিমনের প্রকাশ, অপরটি সামাজিক মনের। অনেক সময়ে এ দুই গুণ একই মানসে থাকে, অনেক সময়ে থাকে না। দ্বিজেন্দ্রলালে এই দুই গুণ যে কেবল প্রচুর পরিমাণে ছিল তাহা নহে, স্বাভাবিক অধিকারে ছিল। বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, গীতি-মাধুর্য ও ব্যঙ্গরস দুটিই তাঁহার প্রতিভার মৌলিক গুণ। মূলে দুইটিই ছিল এবং দুটি দুই উৎসমুখে নির্গত হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, দুটি স্বতোবিরুদ্ধ গুণ একই কবিমানসে থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাদের স্ফুরণের ও বিকাশের কি কোন নিয়ম আছে? থাকাই সম্ভব। দুটি স্বতোবিরুদ্ধ গুণের কখন কোন্‌টি কী উপলক্ষ্যে স্ফুরিত হইবে, তাহার কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই। জীবনের কোন বিশেষ অভিজ্ঞতা বা আঘাতের ফলে বিকাশ ত্বরান্বিত হয়, এই পর্যন্ত বলিতে পারা যায়। একটা উদাহরণ দিই। ভল্‌তেয়ার যৌবনে একবার রাজরোষে বাস্তিল কারাদুর্গে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। সেই হইতে তাঁহার চরিত্রে একটা বাস্তিল কমপ্লেক্স দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। ধর্মান্ধতা ও রাজতন্ত্রকে আক্রমণ করিয়া তিনি সারাজীবন যে সমস্ত রচনা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাদের মৌলিক প্রেরণা ঐ বাস্তিলবাসের আঘাত বা বাস্তিল কমপ্লেক্স! উহা হিসাবে গণ্য না করিলে ভল্‌তেয়ারের রচনার স্বরূপ বিচারে ভুল হইবে। এখন অনেক লেখকের জীবনেই এমন অভিজ্ঞতা ঘটিয়া থাকে—আর তাহার ফল ফলে তাঁহার সাহিত্য-শাখায়। বিলাতফেরত দ্বিজেন্দ্রলাল বিবাহের পরে সমাজ-কর্তৃক একঘরে হইয়াছিলেন। সমাজের এই অন্যায় অনুশাসনটি তিনি ক্ষমা করিতে পারেন নাই—প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন "একঘরে" নক্‌শা রচনা করিয়া। ব্যঙ্গরসের আভাস "একঘরে" গ্রন্থে, পূর্ণ বিকাশ "আষাঢ়ে" কাব্যে। দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার গীতি-উচ্ছ্বাসের মূলে পত্নীর প্রেম, আবার ব্যঙ্গরসের মূলে বিবাহ সম্পর্কে একঘরে হইবার অভিজ্ঞতা। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, পত্নী সুরবালা দেবীই প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে কবির প্রতিভার দুটি স্বতোবিরুদ্ধ সূত্রের মূলে বিরাজমানা। সেইজন্যেই প্রবন্ধারম্ভে তাঁহার বিবাহ ও পত্নীকে কবিজীবনে সমধিক

গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবময় উল্লেখ করিয়াছি। কবির বিচিত্র প্রতিভার ও তাহার বিকাশের বিচিত্র ইতিহাস আমি যেমন বুঝি বর্ণনা করিলাম।

৭

"আষাঢ়ে" সম্বন্ধে এতদধিক যাহা বক্তব্য রবীন্দ্রনাথ সে সমস্ত নিঃশেষে বলিয়াছেন। "আষাঢ়ে" কাব্যে দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার স্বকীয়তা প্রথমবার নিঃসংশয়রূপে দেখা দিয়াছে। ইহার চালচলন, ভাব-ভাষা সমস্তই নূতন ও দ্বিজেন্দ্রীয়। ইহার গতিবিধিতে পাল্কির তাল। নিরেট জোয়ান বেহারাগুলি নিছক গদ্য, কিন্তু তাহারা যখন তালে তালে পা মিলাইয়া সুর তুলিয়া চলিতে শুরু করে, তখন একপ্রকার অনির্বচনীয়তা ধ্বনিত হয়—সেইটুকুই পদ্য, সেইটুকুতেই কবিত্ব, সেইটুকুতেই কবির শিল্পের জাদু। ফলত, ইতিপূর্বে আর কোন কবি গদ্যকে দিয়া এমন স্বচ্ছন্দভাবে পদ্যের পাল্কি বহন করাইতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথ "আষাঢ়ে" ও "মন্দ্র" কাব্যের আলোচনায় এই বাহাদুরি স্মরণ করিয়া বারংবার সপ্রশংস বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন।

৮

সব দিক বিচার করিলে "মন্দ্র" কাব্যখানাকে দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ম্যাথ্যু আর্নল্ড যাহাকে "হাই সিরিয়াসনেস" বলিয়াছেন, সেই দৃষ্টি এখানে দেখিতে পাই। "আর্যগাথা"য় জীবনতরঙ্গের সূর্যকরোজ্জ্বল লাবণ্য ও সঙ্গীত; "আষাঢ়ে" কাব্যে অচল অটল তীরভূমিকে লক্ষ্য করিয়া প্রতিভার ব্যঙ্গজালা-অঙ্কিত শুক্তিদাম নিক্ষেপ; কোথাও জীবনসমুদ্রের গহনে প্রবেশের চেষ্টা নাই। সে চেষ্টা প্রথম দেখিলাম এই কাব্যখানিতে। জীবনসমুদ্রের অতলে কবি প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন কিনা কিংবা রত্নাকরের গর্ভ হইতে কী মণিমুক্তা আহরণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, সে বিচার প্রাসঙ্গিক হইলেও অপরিহার্য নয়। আসল কথা এই যে, "মন্দ্র" কাব্য পাঠে বুঝিতে পারা যায় যে, কবি কেবল আর জীবনাম্বুধির উপরিতলে থাকিয়া সন্তুষ্ট নন, তলাইয়া দেখিবার একটা ঝোঁক তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে। ইহাই ম্যাথ্যু আর্নল্ড বর্ণিত "হাই সিরিয়াসনেস"।

কিন্তু এই 'গহন গম্ভীর ভাবটি' সম্বন্ধে পাঠক যে সব সময়ে সচেতন হয় না, তাহার কারণ "মন্দ্র"র বিচিত্র শিল্পকলা দুইটি স্বতোবিরুদ্ধ শিল্পরীতির সমন্বয়ে গঠিত। "আর্যগাথা"র অকৃত্রিম গীতিমাধুর্য এবং "আষাঢ়ে"র অকৃত্রিম ব্যঙ্গ বিক্ষোভ,

এই দুই বস্তু স্বভাবত ভিন্ন জাতীয়। দ্বিজেন্দ্রলালের হাতের গুণে ইহারা আপন আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াও একটি অখণ্ড শিল্পকলায় পরিণত হইয়াছে। যে-পাঠক এই বৈশিষ্ট্য মনে না রাখিয়া "মন্দ্র" অধ্যয়ন করিবে, তাহার ভুল বুঝিবার আশঙ্কা। ঠিক কোন্ শ্রেণীর শিল্প আশা করিতে হইবে ধারণা না থাকিলে অভিনব শিল্পের রসগ্রহণে ভুল না হইয়া যায় না। সাহিত্যে লিরিসিজম্ ও স্যাটায়ার-এর সার্থক সংমিশ্রণের মত কঠিন কাজ অল্পই আছে। বায়রনের ডন জুয়ান ও হাইনের অনেক রচনা ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দ্বিজেন্দ্রলাল এই দুরূহ শিল্পে চূড়ান্ত সার্থকতা লাভ না করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু স্বীকার করিতেই হইবে যে, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি শ্রেষ্ঠ এবং খুব সম্ভব একক।

"মন্দ্র"র কতকগুলি বিশিষ্ট কবিতা লইয়া আলোচনা করিলে বিষয়টির আর একটু পরিষ্কার হইবার সম্ভাবনা। "হিমালয় দর্শনে", "নবদ্বীপ", "সমুদ্রের প্রতি", "বাইরনের উদ্দেশে", "তাজমহল" প্রভৃতি কবিতা স্বতোবিরুদ্ধের সংমিশ্রণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এগুলিতে লিরিকে স্যাটায়রে অপূর্ব মেশামেশি। এ যেন লিরিকের ক্ষিপ্রগতি অশ্বপৃষ্ঠে স্যাটায়ারের এর বর্শাধারী চেঙ্গিস খাঁ বা তৈমুর লং।

প্রত্যেকটি কবিতাতেই দেখা যাইবে, বস্তুর গহনে প্রবেশ করিবার জন্য কবি উৎসুক, কিছুদূর প্রবেশ করিতেও তিনি সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু প্রশ্ন, কতদূর? সে প্রশ্নের উত্তর কবি নিজেই অন্য একটি কবিতায় দিয়াছেন—

'ভূধর দুরধিগম্য, দূর হ'তে অতিরম্য,
ধূম্র নীল তুষারকিরীটি—
নিকটে বিকট শীর্ণ, বন্ধুর কঙ্কর কীর্ণ,
শুষ্ক—যেন উকিলের চিঠি।'

রবীন্দ্রনাথ 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় যদি মানবজীবনের সহিত প্রকৃতির আদিম সম্বন্ধকে আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন, 'তাজমহল' (শাজাহান) কবিতায় যদি মানবাত্মার মহৎ অপূর্ণতার দিব্য আশাবাদ ঘোষণা করিতে সক্ষম হন, আর দ্বিজেন্দ্রলাল যদি এতদধিক না পারেন, তবে তাহার কারণ এই যে, রবীন্দ্রনাথ গহন গম্ভীরের যে অতলে তলাইয়াছেন, সেখানে অকলঙ্ক মণিমুক্তার ভাণ্ডার, আর দ্বিজেন্দ্রলাল তত নীচে নামিতে পারেন নাই, যেখান হইতে মুক্তা সংগ্রহ করিয়াছেন, সেখানে মুক্তায় ও বালুতে মেশামেশি। দু'জনের প্রবণতা একই "হাই সিরিয়াসনেস"-এ প্রবেশের প্রবণতা, তবে একজনের ডুব দিবার ক্ষমতা বেশী, একজনের কম—তাহারই দরুন ফলের এই পার্থক্য।

আসল কথা, ডুবিবার ইচ্ছাই যথেষ্ট নয়, ডুবিবার ক্ষমতা বা একাগ্রতাও আবশ্যক। দ্বিজেন্দ্রলালের কল্পনায় এই একাগ্রতার ন্যূনতা আছে। রবীন্দ্রনাথ সিন্ধু ও পৃথিবীকে মাতা ও কন্যা কল্পনা করিয়া সমস্ত কবিতাটি একটি সম্বন্ধের উপরে গড়িয়া তুলিয়াছেন। কল্পনা এখানে একাগ্র, সম্বন্ধের ঐক্য ছাড়া দ্বিত্ব কবির চোখে পড়ে নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের হিমালয় কখনও যোগী, কখনও কুম্ভকর্ণ, কখনও কুঁড়ের বাদশাহ, কখনও জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ। কোন ধারণার সঙ্গে কোন ধারণার মিল আছে কি? যোগী বৃদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু কুঁড়ের বাদশাহ কেন হইতে যাইবে? আবার কুম্ভকর্ণের পক্ষে যোগী হওয়া বা জরদ্গব বৃদ্ধ হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। সমুদ্র সম্বন্ধেও কল্পনার এই অস্থিরচিত্ততা। সমুদ্র একবার পৃথিবীর স্বামী। তারপরে দুরন্ত দস্যু। তারপরে নিতান্তই নৈসর্গিক একটা জলনিধি। অবশেষে "কিংবা তুমি বুঝি কোন যোগিবর"। উপমার অস্থিরতার মূলে কল্পনার একাগ্রতার অভাব—অর্থাৎ ডুবিবার ক্ষমতার ন্যূনতা। যে গভীরে নামিলে অকলঙ্ক মুক্তা আহৃত হইত, সে গভীরে নামিবার শক্তি না থাকায় হাতে উঠিতেছে বালুমিশ্র মুক্তা। আবার এই একাগ্রতার অভাব হইতেও শিল্প ব্যাপারে ত্রুটি আসিয়া পড়িয়াছে। ধনুকে টঙ্কার বীররসের উদ্দীপনা দেয়, কিন্তু মনুষ্যদেহে ধনুষ্টঙ্কার ব্যাধি ছাড়া কিছু নয়। কবিতাগুলির ভাষায় কোন কোনখানে বিকারের আক্ষেপ লক্ষ্য হয়। ডন জুয়ানের ভাষা কেমন স্বচ্ছ, বিদ্যুদ্বৎ, স্বর্গ-মর্ত স্পর্শ করিয়াও কোথাও চেষ্টার লক্ষণ দেখায় না। "মন্দ্র"র কবিতায় চেষ্টার লক্ষণ চোখে পড়ে, কবি যেন বারে বারে নিজেকে খোঁচা মারিয়া সচেতন করিয়া তুলিয়াছেন, হয়তো এই ত্রুটির আনুষঙ্গিকরূপে পদ্য, মাঝে মাঝে "আষাঢ়ে"র চেয়ে অধিকতর ক্ষেত্রে, নিছক গদ্যে পরিণত হইয়াছে। কবির কলম যখন গদ্য লিখিয়া ফেলে, তখন বুঝিতে হইবে কলমে আর কেহ লিখিতে শুরু করিয়াছে।

তুমি চালাইয়াছিলে তব রশ্মিরথ,
তাহার উপর দিয়া,
করিয়া চকিত বিস্মিত জগৎ ॥

*　　*　　*　　*

ইহাতেই মনুষ্যত্ব, মহত্ত্ব ॥

*　　*　　*　　*

বিলাসের চরম করিয়া গেছে ভবে মোগল ॥

*　　*　　*　　*

আজি তুমি সম্রাজ্ঞীর
স্মৃতি সঞ্জীবিত করো এ বিশ্ব ভিতর ॥

*　　*　　*　　*

কেন পান করিয়াছিলাম
সেই আপাতমধুর বিষ
হইতে আমরণ সেই বিষে জরজর ॥

*　　*　　*　　*

নহে কিছু রাজত্ব ইহার ;
ইহার রাজত্ব নয় গণনায় ; নিত্য ব্যবসার
প্রেম হৃদয়ের সমতান, সঙ্গীত আত্মার।

"মন্দ্র" কাব্যে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে কবির একটি মিশ্র মনোভাব। এই মিশ্র ভাবের চূড়ান্ত ও সুষ্ঠুতম প্রকাশ সুখমৃত্যু কবিতায়। মৃত্যুকালীন আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন—

"আমি যবে মরিব, আমার নিজ খাটে গো
'আয়েসে' মরিতে যেন পারি ;
চাকরির জন্য যেন আমার নিকটে গো
কেহ নাহি করে উমেদারি ;"

আর অন্যান্য আকাঙ্ক্ষার মধ্যে—

"রূপসী শ্যালিকা পড়ে একটি কবিতা গো
যার শীঘ্র অর্থ হয় বোধ ;
গাহিতে হাসির গান যেন সে সময় গো
কেহ নাহি করে অনুরোধ।"

এমন অসম্ভব আকাঙ্ক্ষা শুনিয়া কবিপত্নী বলিলেন,

"সহজ ভাষায় বলো আসল কথাটি যাহা
মরিতে তোমার ইচ্ছা নাই।"

ধরা পড়িয়া কবি বলিলেন, সত্যই তাঁহার মরিতে ইচ্ছা নাই, কে বা মরিতে চায় ? তবে সত্য কথা বলিলে ক্ষতি কী ? কিছুই ক্ষতি নয়, তবু ঘুরাইয়া বলাই সামাজিক শিষ্টাচার। কেন ইচ্ছা নাই ? জগৎ এমন সুন্দর, জীবন এমন মধুর— এ ছাড়িয়া কে মরিতে চায় ?

তদুপরি—মরণের পাছে
কি জগৎ লুক্কায়িত আছে !
এই কৃষ্ণ জলধির পারে
কোন্ দেশ আছে ! অন্ধকারে
আচ্ছন্ন, যে দেশ হতে কেহ
ফিরে নাই আর নিজ গেহ ।

ইহাও না মরিবার একটা কারণ, বোধ হয় আসল কারণ।

দ্বিজেন্দ্রলালের জগৎ খর সূর্যোজ্জ্বল মধ্যাহ্ন-জগৎ। সেখানে সবই স্পষ্ট, সবই প্রত্যক্ষ, সমস্তই নিকট। মধ্যাহ্নে স্পষ্ট বৃক্ষটির সঙ্গে যে একটুখানি অস্পষ্ট ছায়া সংলগ্ন থাকে সেটুকুও বুঝি নাই তাঁহার জগতে। তাঁহার জগৎ স্পষ্ট, কাব্যও স্পষ্ট। এবারে বুঝিতে পারা যাইবে কেন তিনি রবীন্দ্রনাথের এক শ্রেণীর কাব্যকে অস্পষ্ট কাব্য অভিহিত করিয়া নিন্দা করিয়াছিলেন। জীবনের অস্পষ্ট দিকটা কখনও তাঁহার কল্পনায় প্রতিভাসিত হয় নাই, বিষয়টাই তাঁহার ধারণার অতীত।

৯

"মন্দ্র"কাব্য প্রকাশিত হইবার বৎসরাধিক কাল পরে ১৯০৩ সনের নভেম্বর মাসে সুরবালা দেবী লোকান্তর প্রয়াণ করেন। তারপরে বর্তমান প্রবন্ধের অধিকারভুক্ত দুইখানা কাব্য "আলেখ্য" (১৯০৭) ও "ত্রিবেণী" (১৯১২) প্রকাশিত হয়। "ত্রিবেণী" প্রকাশের কয়েক মাস পরেই দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যু ঘটে।

"আলেখ্য" ও "ত্রিবেণী" কাব্যে প্রতিভার কোন নূতন সূত্রপাত ঘটে নাই বা কোন নূতন সম্ভাবনা দেখা দেয় নাই—"মন্দ্র"র পরিণত কাব্য-রীতিতেই কাব্য দুইটি গঠিত। কাজেই বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কেবল উল্লেখযোগ্য এই যে, পত্নী-বিয়োগের আঘাতে কবি একটু স্থিতধী হইয়াছেন, জীবনের গহনে গম্ভীরে আর একটু তলাইয়াছেন। "মন্দ্র"র বিস্ময়চমক হয়তো কাব্য দুটির সর্বত্র নাই, কিন্তু এমন কিছু গুরুভার আছে যাহা "মন্দ্র" কাব্যে বিরল। "মন্দ্র"র পরে তাঁহার শিল্পকলার আর পরিণতি ঘটে নাই সত্য, কিন্তু কবির নিজের কিছু পরিণতি ঘটিয়াছে। সেই পরিণতির ফলটুকু পাই কাব্য দুইটিতে। আরও একটি কথা। "মন্দ্র"র ভাষায় মাঝে মাঝে যে বিকারের আক্ষেপ লক্ষ্য করিয়াছি এখানে তাহা বিরল, চমৎকার সৃষ্টির সচেতন প্রয়াসও নাই। সমস্তই কেমন স্থির ধীর গম্ভীর। "মন্দ্র" কাব্যে দেখি প্রতিভা-স্ফুরণের

নবযৌবন, "আলেখ্য" ও "ত্রিবেণী"তে প্রতিভার প্রৌঢ়ত্ব। "মন্দ্র" বসন্ত, "আলেখ্য" ও "ত্রিবেণী" বর্ষা।

মনে হ'ল—শুধু স্বার্থ নহে,
স্বার্থত্যাগও আছে এ সংসারে ;
পৃথিবীটা যত খারাপ ভাবি,
তত খারাপ না হতেও পারে।

এ কথা কবির মুখে নূতন বটে, বসন্তের উদ্দামতা প্রগাঢ় বর্ষণে স্নিগ্ধ হইয়া প্রৌঢ়তায় পরিণত হইয়াছে। এই পরিবর্তনের জন্য একটুখানি আঘাতের প্রয়োজন ছিল। পত্নীবিয়োগ সেই আঘাত। "আলেখ্য" ও "ত্রিবেণী"র শ্রেষ্ঠ সম্পদ বাৎসল্যরসের ও দাম্পত্যরসের কবিতাগুলি, কিংবা বলা উচিত যে, "মন্দ্র", "আলেখ্য" ও "ত্রিবেণী"র শুধু নয়, এই দুই রসের কবিতাই দ্বিজেন্দ্র-কাব্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এবারে আমরা তাহার আলোচনা করিব।

১০

বাংলা কাব্যে দাম্পত্যরসের কবিতার অভাব নাই। দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল প্রভৃতির কাব্য প্রধান দৃষ্টান্তস্থল। এই সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যও ধরা যাইতে পারে। তবে প্রভেদ এই যে, দেবেন্দ্র সেন অক্ষয় বড়াল দাম্পত্যরসের মধ্যেই প্রেমের পূর্ণ বিকাশ দেখিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সম্বন্ধে এ-কথা সর্বাংশে সত্য নহে। দাম্পত্যজীবনের বাহিরে ও ঊর্ধ্বে প্রেমের যে বিচিত্র ও ব্যাপক মূর্তি আছে, তার সঙ্গে তিনি পরিচিত। আর এই দুটি রূপের সমন্বয় সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার দাম্পত্যরসের কবিতা এমন জটিল ও বিচিত্র। আর এই দুটি কোটিতে পরিভ্রমণশীল বলিয়া তাঁহার এই শ্রেণীর কাব্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে শিথিলকেন্দ্র, কিঞ্চিৎ অস্থির, অনেক সময়ে একটি রসকেন্দ্রে স্থায়িত্ব না পাওয়ায় দণ্ড দুই টলমল করিয়া, হয় এদিকে, নয় ওদিকে গড়াইয়া পড়ে। প্রেমের দাম্পত্য বা প্রাত্যহিক মূর্তি আর প্রেমের রোমান্টিক বা শাশ্বত-মূর্তির মধ্যে কোন একটিকে বিশেষভাবে আঁকড়াইয়া ধরিতে তিনি পারেন নাই।

নিষ্ঠুর সংসার স্বার্থপর,
স্বার্থে নিমগ্ন থাকুক ;

তুমি দাও প্রেম, তুমি দাও
শান্তি স্নেহ এতটুক।
("দাঁড়াও"—"মন্দ্র")

ইহা দাম্পত্যরসের চিত্র—কিন্তু অধিকক্ষণ এ-ভাবটি স্থায়ী হয় নাই। ঐ কাব্যের "কুসুমে কণ্টক" কবিতায় তিনি বলিয়াছেন—

এই প্রেম এই ঈপ্সা
শুধু কাম শুধু লিপ্সা,
এ শুদ্ধ বিধির বিধি, ভবে
রাখিতে তাঁহার সৃষ্টি;
আর এই রূপ বৃষ্টি—
প্রলোভনে বাঁধিতে মানবে।

তিনি একবার বলেন—

এসেছিলে তুমি
বসন্তের মতো মনোহর
প্রাবৃটের নবস্নিগ্ধঘন সম প্রিয়।
এসেছিলে তুমি
শুধু উজলিতে, স্বর্গীয়
সুন্দর!
("উদ্বোধন"—"মন্দ্র")

কিন্তু মুহূর্ত পরেই—

বুঝিয়াছি এ আমার নির্বাসন;
বুঝিয়াছি এই শুদ্ধ সেই মাধ্য আকর্ষণ,
যাহা তুচ্ছ করি উচ্চে উঠিয়াছিলাম, মূঢ়
আমি; সেই আকর্ষণে আবার নিক্ষিপ্ত রূঢ়,
নিষ্করুণ মর্ত্যভূমে।

ইহাই কেন্দ্রচ্যুতির পরিণাম। এমন কেন হয়, সংক্ষেপে আগে বলিয়াছি প্রেমের দুই মূর্তিকে সমন্বিত করিতে না পারিয়া দুই কোটির মধ্যে অসহ মাকুর মত তিনি নিরন্তর নিক্ষিপ্ত প্রতিনিক্ষিপ্ত হইয়াছেন।

গৃহের বনিতা ছিলে টুটিয়া আলয়
বিশ্বের কবিতারূপে হয়েছ উদয়।

বলিতে ভাবমার্গের যে সমন্বয় বোঝায় (খুব সার্থক সমন্বয় নয়), সেখানেও তিনি পৌঁছিতে পারেন নাই।

পত্নীবিয়োগের পরে লিখিত দাম্পত্যরসের অনেক কবিতা "আলেখ্য" ও "ত্রিবেণী" কাব্যে মুদ্রিত হইয়াছে। এগুলির প্রকৃতি ভিন্ন। এতদিন কবির মনে একটি অসমন্বয় ছিল—প্রত্যহ ও শাশ্বতের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব। এবারে তাহা যেন দূর হইয়াছে। এমন হইবার কারণ সহজেই অনুমেয়। মৃত্যু প্রত্যহের যবনিকাখানি অপসারণ করিয়াছে—এখন আর দুটি মূর্তি নাই, আছে একটি, অপগত প্রত্যহের বিরাট আকাশে শাশ্বত। বলা যাইতে পারে যে, মৃত্যু বাম হাতে পত্নীকে অপহরণ করিয়া দক্ষিণ হাতে তাঁহার নিঃসপত্ন মূর্তি কবির কল্পনা-লোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছে। বিরহভাস্বর হইয়া উঠিয়া শূন্য মন্দিরে স্বর্ণসীতা স্থাপিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথেও অনুরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করি। পত্নীবিরহিত রবীন্দ্রনাথের "স্মরণ" কাব্য কলমের কর্তব্যপালনমাত্র। পরবর্তী "শিশু" কাব্যেই অন্তরায়িতা সহধর্মিণীর যথার্থ প্রতিষ্ঠা। পুত্রকন্যার মাতৃবিয়োগের অশ্রুতে পত্নীস্মৃতি নির্মলতর হইয়া কবিচিত্তকে উদ্বোধিত করিয়াছে। বাৎসল্যরসের উজানস্রোতে পত্নীপ্রেমের কালিন্দী নূতন সৌন্দর্যে তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছে। এমন হওয়াই স্বাভাবিক, কেননা, দাম্পত্যরস ও বাৎসল্যরসের মধ্যে একটি পদের মাত্র ব্যবধান।

১১

দ্বিজেন্দ্রলালের দাম্পত্যরসের কবিতাগুলি দ্বিজেন্দ্র-কাব্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদের অন্তর্গত। "আর্যগাথা" হইতে শুরু করিয়া "মন্দ্র" হইয়া "আলেখ্য" ও "ত্রিবেণী"তে আসিয়া পৌঁছিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহার এই শ্রেণীর কবিতাগুলি ও অন্যান্য শ্রেণীর কবিতার মতই একই নিয়মে বিবর্তিত হইয়াছে। "আর্যগাথা"য় নিষ্কলুষ নিষ্কলঙ্ক বাৎসল্যরস ; "মন্দ্র" কাব্যের বাৎসল্যরস আর নিষ্কলুষ নিষ্কলঙ্ক নয়—তন্মধ্যে জগতের শুভাশুভ অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে ; "আলেখ্য" ও "ত্রিবেণী"তে জগতের শুভাশুভ তেমন নাই, যেমন ব্যক্তিগত দুঃখের, পত্নীবিয়োগের, পুত্র-কন্যার মাতৃবিয়োগের দুঃখের জ্বালা। "মন্দ্র" কাব্য রচনাকালে তিনি জগতের শুভাশুভের সঙ্গে, নিত্যের সঙ্গে অনিত্যের যোগসাধনে এমন জড়িত ছিলেন যে, বস্তুর বা ঘটনার নিজস্ব রূপটি প্রায়শ দেখিতে অসমর্থ হইয়াছেন, আর তাহা কাব্যোৎকর্ষের পক্ষে সব সময়ে সুফলপ্রসূ হইয়াছে এমন নয়। তবুও উহা কবির একটি সাময়িক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী। এই দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা তাঁহার বাৎসল্যরসও রঞ্জিত। কাব্য হিসাবে "আর্যগাথা" ও

"মন্দ্র"র পরবর্তী কবিতাগুলিই শ্রেষ্ঠতর। কিন্তু কবির মননবিচারে "মন্দ্র" কবিতা কটিরও নিজস্ব মূল্য আছে—

"আর্যগাথা"র—

একি রে তোর ছেলেখেলা
বকি তায় কি সাধে—
যা দেখবে বলবে
'ওমা এনে দে ওমা দে।'
'নেবো নেবো' সদাই কি এ?
পেলে পরে ফেলে দিয়ে
কাঁদতে গিয়ে হেসে ফেলে
হাসতে গিয়ে কাঁদে।

"মন্দ্রে" পরিণত—

কি গো! কে তুমি আবার।
বলি কোথা হতে?
কি চাও? কি মনে ক'রে
এ বিশ্ব জগতে?
এই দ্বন্দ্ব, এই অন্ধ অর্থলোলুপতা,
এই স্বার্থ, এই শাঠ্য, এই মিথ্যা কথা,
এই ঈর্ষা দ্বেষ ভরা নীচ মর্ত্যভূমি
মাঝখানে, বলি, ওগো, কে আবার তুমি?

এগুলির সঙ্গে "আলেখ্য"র ঘুমন্ত শিশু, পুত্রকন্যার বিবাদ, নূতন মাতা, মাতৃহারা, বিপত্নীক প্রভৃতি কবিতা তুলনা করিয়া পড়িলে প্রভেদটা কোথায় ও কী বুঝিতে পারা যাইবে। ইতিমধ্যে কবির জীবনে একটা বৃহৎ পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে—পত্নী সুরবালা লোকান্তরিতা। এই ঘটনাটির গুরুত্ব বারংবার স্মরণ করাইয়া দিয়াছি—আবার স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

১২

বাংলা কাব্যে দ্বিজেন্দ্রলালের দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি যে কেবল অনেক-গুলি উৎকৃষ্ট কবিতা রাখিয়া গিয়াছেন তাহা নয়, একটি নূতন কাব্যরীতির প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। "মন্দ্র" কাব্যে সেই কাব্যরীতির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। ভাষায়, ছন্দে

ও স্বতোবিরুদ্ধ ভাবের সংমিশ্রণ-চাতুর্যে ইহার অভিনবত্ব। তিনি পদ্যকে গদ্যের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে টানিয়া নামাইয়াছেন, পদ্যের এই ব্যবহার আমাদের সাহিত্যে নূতন; সে নূতন অভাবিতবেশে দেখা দিয়া চমক লাগাইয়া দিয়াছে: এ যেন রাজরানী দ্রৌপদীর রাজদাসী সৈরিন্ধ্রীবেশ ধারণ। আর কোন কারণে না হইলেও (অন্য কারণও আছে) শুধু এই অভিনব কাব্যরীতির জন্যই তিনি বাংলা কাব্যে স্থায়িত্ব লাভ করিবেন। কিন্তু তবু যে লোকে কবি দ্বিজেন্দ্রলালকে ভুলিতে বসিয়াছে, তাহার অন্যতম কারণ এ রীতিটি পরবর্তী কাল এখনও গ্রহণ করে নাই। যে পথের তিনি ছিলেন পথিকৃৎ ও একমাত্র পথিক, চলাচলের অভাবে ঘাস গজাইয়া তাহা ঢাকিয়া গিয়াছে। হঠাৎ চোখে না পড়িলেও পথটা লোপ পায় নাই, নূতন পদপাতের অপেক্ষা করিয়া অজ্ঞাতবাস করিতেছে। অনুগামীর মধ্যে পুরোগামী স্থায়িত্ব লাভ করে। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার অনুগামী নাই।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল

দ্বিজেন্দ্রলাল পৌরাণিক সামাজিক ও ঐতিহাসিক নানাশ্রেণীর নাটক রচনা ক'রলেও ঐতিহাসিক নাটকের জন্যেই তাঁর প্রসিদ্ধি সমধিক। ঐতিহাসিক নাটক রচনা ক'রতে গিয়েই তিনি দেখলেন যে, রঙ্গমঞ্চের সাধারণ দর্শক ঐ বস্তুই চায়। তাদের মনস্তত্ত্বের এই রহস্য আবিষ্কার ক'রবার ফলে তিনি ঐতিহাসিক নাটক রচনাতেই আত্মনিয়োগ ক'রলেন। পৌরাণিক নাটকের ধারা পরিত্যক্ত হ'ল। অতঃপর গিরিশচন্দ্রের মতই তিনি রঙ্গমঞ্চের সাধারণ দর্শকের রুচিকে নাট্যরচনার লক্ষ্য ব'লে গ্রহণ ক'রলেন, গিরিশচন্দ্র যেমন সাধারণ দর্শকের রুচিকে অতিক্রম ক'রে যান নি, দ্বিজেন্দ্রলালও তেমনি তাদের রুচির সীমানার মধ্যেই অবস্থান ক'রলেন। এর ফলে দুজনেই সমকালে জনপ্রিয়তার শিখরে উঠেছেন, যদিচ কালাত্যয়ে সে জনপ্রিয়তা তাঁদের আর নেই। কাজেই তাঁদের নাট্যসাহিত্যের বিচার ক'রবার সময়ে, তৎকালীন রুচির মানদণ্ডের ব্যবহার না ক'রলে, তাঁদের প্রতি অবিচার করা হবে।

গিরিশচন্দ্রের নাট্যসাহিত্যের প্রধান প্রেরণা তৎকালীন হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের ভাব এবং পরমহংসদেবের প্রভাব। সেকালের দর্শক-সাধারণও এই দুটি প্রেরণাতে প্রভাবিত ছিল। কাজেই অতিসহজেই তিনি তৎকালীন দর্শক-সমাজের মুখপাত্র হয়ে উঠে, জনপ্রিয়তা লাভ ক'রতে সক্ষম হয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটক রচনার প্রধান প্রেরণা দেশপ্রেম। গিরিশ-চন্দ্রের ভক্তিমূলক নাটকরচনার পরে অনেকটা সময় চলে গিয়েছে, দেশের চিত্তে ধর্মোন্মাদনার স্থলে দেশপ্রেমোন্মাদনা প্রবল হ'য়ে উঠেছে, একদিকে বঙ্গভঙ্গজনিত বিক্ষোভ, আর একদিকে সন্ত্রাসবাদ, সবসুদ্ধ মিলে মানসিক পট-পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। জনসাধারণের কাছে এখন পৌরাণিক নাটকের চেয়ে প্রিয় হয়ে উঠেছে এমন সব ঐতিহাসিক নাটক যাতে দেশপ্রেমের কথা আছে। দ্বিজেন্দ্রলাল জনসাধারণের এই মনোভাবটির সুযোগ গ্রহণ ক'রে রঙ্গমঞ্চে তাদের মুখপাত্র হয়ে উঠলেন। এই প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের নাটকের জনপ্রিয়তার অভাবের কারণ তিনি কখনও দর্শক-

সাধারণের মুখপাত্রের পদটী দাবী করেননি। তাঁর নাটক জনসাধারণের রুচিকে অতিক্রম ক'রে এগিয়ে গিয়েছে, অথচ তার মধ্যে নাটকীয় শিল্প এমন প্রবল নয় যে, রুচির পার্থক্য সত্ত্বেও জনসাধারণ তার পিছুপিছু ছুটবে। রঙ্গমঞ্চের সার্থক নাট্যকারকে অবশ্যই দর্শকসমাজকে তোষণ ক'রতে হয়। কিন্তু তাই ব'লে দর্শকসাধারণের কাছে আত্মসমর্পণ করা চলে না। গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল দর্শকসাধারণের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন, তার বদলে পেয়েছেন রঙ্গমঞ্চের সাফল্য। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ দর্শকসাধারণকে লঙ্ঘন ক'রে গিয়েছেন, কাজেই রঙ্গমঞ্চের সাফল্য তাঁর ভাগ্যে ঘটেনি। এই দুই শ্রেণীর ভুলের দৃষ্টান্ত। দর্শকসাধারণের রুচিকে স্বীকার ক'রে নিয়েও তাকে লঙ্ঘন ক'রতে পারলে যে সাফল্য ঘটে, নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে তাকেই বলা চলে যথার্থ অমরত্ব। এমন দৃষ্টান্ত বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে এখনও দেখা দেয় নি। অন্য দেশের নাট্যসাহিত্যে অবশ্য আছে।

২

দ্বিজেন্দ্রলালের পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে খুব সম্ভব 'সীতা' শ্রেষ্ঠ। তখনও তিনি রঙ্গমঞ্চের আলোয় বিভ্রান্ত হন নি, স্বাধীনভাবে লিখবার ক্ষমতা তখনও তাঁর ছিল। তাছাড়া তাঁর বহুমুখী প্রতিভার মধ্যে যে কবিত্বগুণটি সর্বশ্রেষ্ঠ, 'সীতা' নাটকে তার পূর্ণ সুযোগ তিনি গ্রহণ করেছেন। একে ব'লেছেন নাট্যকাব্য। অর্থাৎ নাটকের চেয়ে কাব্যের গুণ এতে বেশী, নাট্যকারের কলমকে লঘুভাবে ধারণ করে কবির কলম এখানে সার্থক ভাবে সক্রিয়। কাজেই 'সীতার' আলোচনা ক'রতে হ'লে, কাব্যরূপেই আলোচনা ক'রতে হবে, যদিচ নাটক রূপটি একেবারে উপেক্ষা করা উচিত হবে না।

রামায়ণের 'উত্তরকাণ্ড' ও ভবভূতির 'উত্তরামচরিত' মিলিয়ে এর গল্পাংশ রচিত। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে কবির মৌলিকতাও বর্তমান। উদাহরণ-স্বরূপ পঞ্চমাঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে বাল্মীকির আশ্রমে রামচন্দ্র ও সীতার মিলন দৃশ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে কবি দেখিয়েছেন যে, সীতার পাতাল-প্রবেশের আসল কারণ অনৈসর্গিক কিছু নয়, নিতান্তই নৈসর্গিক ভূমিকম্প। এটি মৌলিক হওয়া সত্ত্বেও কাণ্ডজ্ঞানসম্মত মনে হয় না। কোথাও কিছু নেই হঠাৎ ভূমিকম্প আরম্ভ হ'ল, অন্যান্য পাত্রপাত্রীর কাজের কিছু ক্ষতি হ'ল না, কেবল সীতা ফাটল দিয়ে অতলে তলিয়ে গেল, এ নিতান্তই অবিশ্বাস্য ব্যাপার,

পাঠকের বিশ্বাসশক্তির উপরে অত্যন্ত বেশী চাপ পড়ে। পৌরাণিক ব্যাপারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ক'রতে গেলে এমন হওয়া অনিবার্য। সমস্ত ঘটনাটির মধ্যে যে হাস্যকরতা আছে, হাস্যরসিক দ্বিজেন্দ্রলালের চোখে তা এড়িয়ে গেছে। দেখে বিস্ময় বোধ হয়। এই একটি ঘটনা বাদ দিলে সম্ভাব্যতার দিক দিয়ে আপত্তিকর আর কিছু আছে মনে হয় না।

৩

নাটকটি মিত্রাক্ষরে রচিত। এতে আপত্তি করা চলে না, কিন্তু একাধিক দৃশ্যে, যেমন প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে লক্ষ্মণ ও ঊর্মিলার কথোপকথনে, ঐ অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে রাম ও সীতার কথোপকথনে যে মিত্রাক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে কথোপকথনের স্বাভাবিক ছন্দের চেয়ে গীতিস্পন্দ প্রবলতর। কিছুক্ষণ শুনবার পরেই দর্শকের মনে হয় যেন, সুরহীন গান শ্রবণ করছি। এতে নাটকের স্বাভাবিকতার হানি হয় বলে আশঙ্কা করি। মিত্রাক্ষর বা অমিত্রাক্ষর যাই হোক না কেন, সংলাপের স্বাভাবিকতা অত্যাবশ্যক। সেটি ক্ষুণ্ণ হ'লে রসহানি না ঘটে যায় না। আর প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে পৌরাণিক নরনারীর মুখে কোন কোন লৌকিক সম্বোধন যেমন, 'দাদা', 'বোন', কিংবা শ্রুতকীর্তির মুখে

"কেউ ভালবাসে লুচি
কেউ বাসে পরমান্ন"

প্রভৃতি উক্তি রসহানিকর। কারণ, পৌরাণিক নরনারী পাঠকের কল্পনায় যে রঙে ও যে তুলিতে অঙ্কিত হয়ে আছে, তার মধ্যে এসব লৌকিক উক্তির নিতান্তই স্থানাভাব।

তৃতীয় দৃশ্যের চতুর্থ অঙ্কে মহর্ষি বাল্মীকির মুখে,

"উত্তর তার শুনলে নিশ্চয়,
খাইতে আসিবে।"

কিংবা,

"এটা না বলিলে ছাই,
ছিল ভাল।"

এই একই কারণে আপত্তিকর।

দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যে মাঝেমাঝে গদ্যের টুকরো অকারণে এসে পড়ে, এই

নাটকখানিতেও এই দোষটি অবিরল। চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে বশিষ্ঠ কথিত, কিন্তু সপত্নীক হওয়া চাই।" কিংবা রামচন্দ্র কথিত, "দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিতে হইবে আজ," প্রভৃতি উক্তি, পদ্যময় সংলাপে গদ্যের স্বাভাবিকতা আনয়ন চেষ্টার অসার্থক ফল।

এই নাটকখানির শ্রেষ্ঠ সম্পদ সীতা চরিত্র, এবং সেই সঙ্গে সীতার প্রতি রামচন্দ্রের আচরণ। এই আচরণকে সমর্থন করাতে লেখককে প্রতিকূল সমালোচনা শুনতে হয়েছিল। কাজেই এ বিষয়ে কিছু বিস্তারিত আলোচনা আবশ্যক।

৪

রামচরিত্রে এ যুগের পাঠক যে কয়েকটি আপত্তিজনক আচরণ লক্ষ্য ক'রে থাকেন, তন্মধ্যে দুটি সীতা নাট্য-কাব্যে আছে। সীতা-নির্বাসন ও শূদ্রক-বধ এ যুগের পাঠকের চক্ষে রামচরিত্রের অনপনেয় কলঙ্ক। কিন্তু এজন্য দ্বিজেন্দ্রলাল বা অন্য কোন রামচরিত্র-চিত্রকরকে দোষ দেওয়া উচিত নয়। সমাজপতি হিসেবে সেকালে প্রচলিত বিধিবিধান মানতে রামচন্দ্র বাধ্য ছিলেন, দোষ দিতে হ'লে সেকালের সমাজকে কিংবা সমাজের হ'য়ে যাঁরা বিধিবিধান সৃষ্টি ক'রেছিলেন সেই বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুনিদের দোষ দিতে হয়। একালের দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি।

ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ইংলণ্ডের নরনারীর পক্ষে পালনীয় আইন প্রস্তুত ক'রে থাকেন। ইংলণ্ডের রাজা বা তাঁর নির্দিষ্ট প্রধানমন্ত্রী ঐ আইনের মর্যাদা যাতে রক্ষিত হয় তা দেখতে বাধ্য। এ বিষয়ে তাঁদের কোন স্বাধীনতা নেই। আইন যদি দূষণীয় হয় তবে সে দোষ পার্লামেণ্টের, রাজা বা প্রধানমন্ত্রীর নয়। বরঞ্চ তাঁদের হাতে আইনের অমর্যাদা ঘটলেই তাঁরা দূষণীয়। সেকালেও রূপান্তরে এইরকম প্রথা ছিল। ব্রাহ্মণগণ সমাজের পালনীয় আইন প্রণয়ন ক'রতেন, সমাজপতি বা চীফ্ এক্সিকিউটিভ হিসেবে রাজার কর্তব্য নিরপেক্ষভাবে ঐ আইনের প্রয়োগ। আইন দূষণীয় হ'লে দোষ রাজার নয়, দোষ আইন-প্রণেতা ব্রাহ্মণগণের, অর্থাৎ তৎকালীন সমাজমানসের। এই কথাটি মনে রাখলে সীতা-নির্বাসন ও শূদ্রক-বধের দায়িত্ব থেকে রামচন্দ্রকে অনায়াসে মুক্তি দেওয়া যায়। কাজ দুটি যে অন্যায় সে বিষয়ে নাট্যকারের কোন সন্দেহ ছিল না, তিনি যদি পুরাণ-বর্ণিত ঘটনার যথাযথ বর্ণনা ক'রে থাকেন, তবে অন্যায় তিনি করেনই নি, বরং শিল্পীর কর্তব্য পালন ক'রেছেন। এখানে নাট্যকার-লিখিত ভূমিকার প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধার ক'রে দিচ্ছি, যাতে এ

বিষয়ে তাঁর মনোভাব বিবৃত হয়েছে।

"আমি স্বীকার করি যে, রাম কর্তৃক শূদ্রকরাজার শিরশ্ছেদ আমার কাছে একটি গর্হিত কার্য বলিয়া প্রতীতি হয়। আমি সে অংশ চিত্রিত করিতে, সে দোষ ক্ষালন করিতে, বা তাহার কোন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করি নাই। অনেক হিন্দুত্বের পক্ষপাতীদের মতে, সে কালে হিন্দুজাতির যাহাই ছিল তাহাই জ্ঞানের ও নীতির চরম উৎকর্ষ ছিল। আমার সে ধারণা নহে। আমার মতে শূদ্রের প্রতি ব্রাহ্মণের শাস্ত্রীয় ব্যবহার অতি অন্যায় ছিল। গ্রীসে হেল্টগণ যেরূপ প্রপীড়িত হইত, আমাদের দেশে শূদ্রগণ প্রায় সেইরূপ প্রপীড়িত হইত। মন্বাদি বিধানে ইহার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। আমার বিবেচনায় শূদ্রকরাজার প্রতি রামের ব্যবহার অন্যতম নিদর্শন। কিন্তু আমি এ ব্যবহারের জন্য শ্রীরামচন্দ্রকে দোষী না করিয়া তাঁহার গুরুদেব বশিষ্ঠকে দোষী করিয়াছি, এবং মহর্ষি বাল্মীকির কাছে বশিষ্ঠের পরাজয়ে বশিষ্ঠের মত ভ্রান্ত এই মাত্র কল্পনা করিয়াছি। তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য ও উদার হৃদয়কে ক্ষুণ্ণ করিবার চেষ্টা করি নাই।"

আরও একটি কথা, রামচন্দ্রের চরিত্রে যে নিরপেক্ষভাবে আইন প্রয়োগের বলিষ্ঠতা ছিল, তা প্রমাণ ক'রবার উদ্দেশ্যেই মহর্ষি বাল্মীকির অনুসরণে দ্বিজেন্দ্রলাল সীতা-নির্বাসন ও শূদ্রক-বধ চিত্রিত ক'রেছেন। শুধু শূদ্রক-বধ চিত্রিত হ'লে আইন প্রয়োগে রামচন্দ্রের নিরপেক্ষতা প্রমাণ হোত না, তিনি যে কত নিরপেক্ষ ও মমত্বহীন ছিলেন তার প্রমাণ সীতা-নির্বাসন। এইজন্যই একালের লোক তাঁকে দোষ দিলেও সেকালের লোক তাঁকে দোষ দেয়নি, কারণ তিনি সমাজপতি হিসেবে আইন অনুসারে কাজ করেছেন।

৫

নাট্যকার গ্রন্থখানিকে কাব্যকলা বা নাট্যকাব্যরূপে দেখতে অনুরোধ ক'রেছেন, আমরাও সেইভাবে অর্থাৎ নাট্যরূপকে গৌণ ক'রে দিয়ে কাব্যরূপেই দেখতে চেষ্টা করেছি। তাই কাব্য হিসাবে যে সব ত্রুটি চোখে পড়েছে গোড়াতেই তার আলোচনা ক'রেছি। কেবল একটি কথার উল্লেখ আবশ্যক। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে সীতা, উর্মিলা, শান্তা প্রভৃতির সংলাপে, বিশেষভাবে সীতার বনবাস অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে মধুসূদন-অঙ্কিত সীতা ও সরমার উপাখ্যান মনে পড়ে যায়। আগে যা বলেছি তারই পুনরুক্তি করে সীতা-প্রসঙ্গ শেষ করা যেতে পারে। জনপ্রিয় নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের পরিচয় এই নাট্যকাব্যে নাই, এখানে তাঁর স্বল্পপরিচিত

কবিরূপটির প্রকাশ। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালকে সন্ধান ক'রতে হবে তার ঐতিহাসিক নাটকসমূহে।

৬

দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকের সংখ্যা সাতখানা। 'সোরাব-রুস্তম'কে ঠিক ঐতিহাসিক বলা চলে না, লেখক বলেছেন, অপেরা। এই সাতখানার মধ্যে 'তারাবাঈ' ঐতিহাসিক নাটক হ'লেও দেশপ্রেম তার প্রধান প্রেরণা নয়। কাজেই বাকী থাকল ছয়খানা, এদের মধ্যে 'প্রতাপ সিংহ' রচিত ১৯০৫ সালে, আর 'চন্দ্রগুপ্ত' ১৯১১ সালে। ১৯১৫ সালে প্রকাশিত 'সিংহল-বিজয়' নাটককে ঐতিহাসিক বলা উচিত নয়। 'সোরাব রুস্তম' ও 'সিংহল বিজয়'কে পৌরাণিক নাটক বলা উচিত। এখন এই সাতখানির মধ্যে সবগুলিতেই যে দেশপ্রেমের উন্মাদনা আছে এমন নয়। 'নূরজাহান' ও 'সাজাহান' মোগল বাদশাদের পারিবারিক অন্তর্দ্বন্দ্বের কাহিনী। 'প্রতাপসিংহ', 'দুর্গাদাস', 'মেবার পতন' ও 'চন্দ্রগুপ্ত' দেশপ্রেমে উদ্বোধিত ঐতিহাসিক নাটক। এই সাতখানির মধ্যে যে কোন একখানিকে অবলম্বন ক'রে দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটক রচনার রীতি ও পদ্ধতির ব্যাখ্যা করা সম্ভব, কারণ এ রীতি ও পদ্ধতি শেক্সপীয়ারের নাটকের ছাঁচে গঠিত। নাটকগুলির মধ্যে যদি 'সাজাহান'কে নির্বাচন করি, তবে তার কারণ এ নয় যে, অন্যগুলোর চেয়ে এ নাটকখানা শ্রেষ্ঠতর। ঐতিহাসিক নাটকের রচনা-পর্যায়ে 'সাজাহান'-এর স্থান মাঝামাঝি সময়ে। কাজেই এখানে কবির পরিণত কলমকে পাওয়া যাবে এ সম্ভাবনাতেই 'সাজাহান' নাটককে আলোচনার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করেছি। কিন্তু তার আগে আর একটি কথা বলা আবশ্যক।

বাঙালী লেখক দেশপ্রেমের চিত্র অঙ্কিত ক'রবার উদ্দেশ্যে গোড়া থেকেই রাজপুতানা বা মহারাষ্ট্রে গিয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেকের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রলালকেও পূর্বসূরীদের পথ গ্রহণ ক'রতে হয়েছে। রাজপুতবীরদের বাদশাহ্-বিরোধিতার মধ্যে বাঙালী লেখকগণ ইংরাজ-সরকার-বিরোধিতার তাৎপর্য আরোপিত করেছেন। এর দুটি কারণ। প্রথম, পরাধীন দেশে সব কথা খুলে বলা সম্ভব নয়। তাই ঐতিহাসিক নজীর দেখিয়ে পরোক্ষে বক্তব্য বলতে হোত। দ্বিতীয়, বাংলাদেশে অনুরূপ বীরত্বের দৃষ্টান্ত সহজলভ্য ছিল না। যদিচ, অনেকে ইতিহাসের যাথার্থ্য

২

সমালোচক সংযত ভাষা ব্যবহার করেছেন, অসহ্য বললে অন্যায় হোত না। সত্যবতী, কল্যাণী, মানসী এবং নবীনচন্দ্রের সুভদ্রা সকলেই অসহ্য। যাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের কল্যাণী, শান্তি ও প্রফুল্লমুখীকে আদর্শবাদিনী দোষে অসহ্য মনে করেন, পূর্বোক্ত চরিত্রগুলি দেখলে বুঝতে পারবেন সত্যকার অসহ্য চরিত্র কাকে বলে। বাংলা সাহিত্যে যে প্রথমশ্রেণীর নাটক রচিত হয় নি, তার কারণ আদর্শবাদের দিকে আমাদের স্বাভাবিক ঝোঁক। পূর্ণপ্রেক্ষাগৃহ দেখলেই বক্তৃতা ক'রবার লোভ আমাদের মজ্জাগত প্রবৃত্তি। এই দোষটি গিরিশচন্দ্রে ও দ্বিজেন্দ্রলালে খুব বেশী প্রকট, বাস্তবের উপাদানে তাঁদের নাটক গঠিত ব'লে স্থানচ্যুত আদর্শবাদ অধিকতর পীড়াদায়ক। এর একটি প্রধান কারণ পরাধীন জাত হিসেবে যে সব কথা খোলাখুলি মাঠে ময়দানে ব'লবার সুযোগ আমাদের ছিল না, রঙ্গমঞ্চে ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক পাত্রপাত্রীর মুখ দিয়ে সে সব কথা ব'লবার সুযোগ আমরা গ্রহণ করেছি। দর্শকের কাছে আত্মসমর্পণের যে প্রসঙ্গ আগে তুলেছি এগুলি সমস্তই তার দৃষ্টান্ত। 'মেবার পতন' নাটকে সত্যবতী ও চারণদলের দেশাত্মবোধক গান এইরূপ আর একটি দৃষ্টান্ত। বলা বাহুল্য দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যান্য অনেক দেশাত্মবোধক গান ও নাটকের মতো এগুলিতেও সাময়িক উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। কিন্তু নাট্যশিল্পের বিচার ক'রতে বসলে, এগুলিকে গুরুতর ত্রুটি ব'লে মনে হতে বাধ্য। দেশপ্রেমের চেয়ে বিশ্বপ্রেম বড় হওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু নাটকের মধ্যে সেটা শিল্পের নিয়ম মেনে প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। বলা বাহুল্য, সেভাবে প্রকাশিত হয় নি, এমন কি সেভাবে প্রকাশিত হওয়া যে উচিত এ ধারণাও বোধ করি লেখকের মনকে স্পর্শ করে নি।

'চন্দ্রগুপ্ত' বোধকরি দ্বিজেন্দ্রলালের সবচেয়ে জনপ্রিয় নাটক। এ নাটকখানিতে উগ্র দেশপ্রেম নেই সত্য, কিন্তু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সাম্রাজ্য স্থাপনের দৃষ্টান্ত দর্শককে নিশ্চয়ই উদ্বোধিত করে। প্রথম থেকে আজ অবধি চাণক্য চরিত্র কুশলী অভিনেতাকে আকর্ষণ ক'রেছে।

চাণক্য চরিত্রে আপাতদৃষ্টিতে একটা জটিলতা আছে। সে কূট রাজনীতিজ্ঞ, অভিমানী ব্রাহ্মণ এবং পারিবারিক জীবনে ভাগ্যহীন। এই তিনটির ঘাত প্রতিঘাতে তার চরিত্র গ'ড়ে উঠেছে। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া চরিত্রের মর্মে গিয়ে প্রবেশ ক'রেছে মনে হয় না। কাজেই জটিলতায় তার ব্যক্তিত্বের কোন পরিবর্তন এনে দেয় নি। চাণক্য যদি ঐতিহাসিক ব্যক্তি হন, যদি তাঁর

একক প্রচেষ্টায় মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, তবে নিঃসন্দেহে তিনি ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান। দ্বিজেন্দ্রলালের চাণক্যকে সেই ব্যক্তি ব'লে ধারণা ক'রতে মন উৎসাহ বোধ করে না। বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে দলাদলি-নিপুণ চক্রান্তকারী যে সব বৃদ্ধকে দেখা যায় দ্বিজেন্দ্রলালের চাণক্য তাদেরই আদর্শে গঠিত। বাংলা যাত্রাপালার শিবের সঙ্গে কালিদাসের শিবের যে সম্পর্ক, দ্বিজেন্দ্রলালের চাণক্যের সঙ্গে অর্থশাস্ত্র-প্রণেতা চাণক্যেরও প্রায় সেইরূপ সম্বন্ধ। এইরূপ একটি চরিত্র যে কুশলী অভিনেতাগণের ও দর্শকগণের প্রিয়, তার কারণ গ্রাম্য দলাদলি, ধোপানাপিত বন্ধ করার সামাজিক প্রথা, এবং চক্রী গ্রাম্য বৃদ্ধদের প্রতি আমাদের জাতিগত, মজ্জাগত টান। এখানেও দেখি যে, ঐতিহাসিক চরিত্রের বেনামদার রূপে একটি সুপরিচিত জনপ্রিয় চরিত্র সৃষ্টি ক'রে নাট্যকার দর্শকের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রেছেন।

১০

'প্রতাপসিংহ' ও 'দুর্গাদাস' নাটক দুখানিকে একত্রে বিচার করা যেতে পারে, কারণ দোষে-গুণে দুখানি-ই এক পর্যায়ের। কোনখানি-ই জীবনের নিয়মে সৃষ্ট হ'য়ে ওঠেনি, স্বদেশী আন্দোলনের উন্মাদনায় প্রেক্ষাগৃহ ও গোলদীঘির অশ্রান্ত করতালি এদের মধ্যে একপ্রকার যান্ত্রিক শক্তি সঞ্চারিত ক'রেছে। প্রাণের শক্তি ও যন্ত্রের শক্তিতে যে অনেক প্রভেদ তা বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন হয় না। এসব নাটকে যে সব পাত্র ভাল, যেমন প্রতাপসিংহ ও দুর্গাদাস, তারা সর্বগুণের আধার। যে মন্দ যেমন গুলমেয়ার, সে সর্বদোষের আধার। আর কতকগুলি চরিত্র, যেমন শক্তসিংহ ও ইরা, তারা এমন ঘোরতর আদর্শবাদী যে, তাদের রক্তমাংসের মানুষ ব'লে মনে ক'রবার কোন হেতু নেই। 'প্রতাপসিংহ' নাটকে দিলীর খাঁ বলছেন, "হিন্দু-মুসলমান একবার জাতিদ্বেষ ভুলে, পরস্পরকে ভাই বলে আলিঙ্গন করুক দেখি, সম্রাট! সেদিন হিমালয় হতে কুমারিকা পর্যন্ত এমন এক সাম্রাজ্য স্থাপিত হবে, যা সংসারে কেহ কখনও দেখে নাই।" এ ষোড়শ-শতাব্দীর মনোভাব নয়। স্বদেশী আন্দোলনের দিনে হিন্দু মুসলমান মিলনের তাগিদে এই মনোভাবের উদ্ভব। এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে করিয়ে দেওয়া আবশ্যক যে, দ্বিজেন্দ্রলাল ও তাঁর সমকালীন অনেক সাহিত্যিককে একটি কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয়েছে, কিন্তু কেউ সমাধান ক'রতে পেরেছেন মনে হয় না। প্রতাপসিংহ ও দুর্গাদাস দু'জনেই পরাক্রমশালী মোগল

বাদশাহের বিরুদ্ধে লড়ছে, অন্যদিকে আবার মুহুর্মুহু হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলনের আদর্শ প্রচার করছে। স্পষ্টই এ দুটি স্বতোবিরুদ্ধ, আর এই স্বতোবিরুদ্ধতার স্পষ্ট কারণ—প্রথমটি ঐতিহাসিক ঘটনা, দ্বিতীয়টি নাট্যকারের সমকালীন আকাঙ্ক্ষা। ঐতিহাসিক কাল ও নাট্যকারের কাল এই দুই বিভিন্ন সময়কে মিলিত করবার পন্থা এঁরা আবিষ্কার ক'রতে পারেন নি। ফলে ঘটনা ও ভাবনা সমান্তরাল ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। মিলিত হয়ে এক হ'তে পারে নি। নাট্যকারগণ এ ত্রুটি লক্ষ্য করেছেন কি না জানিনা, খুব সম্ভব করেন নি, কারণ দর্শক ও পাঠক এর বেশী প্রত্যাশা করেনি লেখকদের কাছে। নাট্যকারগণ সাময়িক প্রয়োজন মিটাতে গিয়ে ভবিষ্যৎ কালকে উপেক্ষা ক'রেছেন, এখন ভবিষ্যৎ কাল যদি তাঁদের উপেক্ষা করে, তবে তাকে দোষ দেওয়া চলে না।

১১

দ্বিজেন্দ্রলালের সমস্ত ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে 'নূরজাহান' নাটকখানি সবচেয়ে অবহেলিত। সমসাময়িক প্রয়োজনের তাগিদ একে সৃষ্টি ক'রে তোলেনি ব'লেই নাট্যকার একে স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করার সুযোগ পেয়েছেন। মাত্র এই একখানি নাটক অনেকখানি পরিমাণে জীবনের নিয়মাধীন। নূরজাহান চরিত্র অঙ্কনে লেখক সূক্ষ্ম, জটিল ও গভীর মনস্তত্ত্ব সৃষ্টি ক'রতে সমর্থ হয়েছেন। 'নূরজাহানে' ভালমন্দের মিশল ঘটেছে, অন্তর্দ্বন্দ্বের উত্তাল তরঙ্গমালায় উত্থান-পতন হয়েছে; এবং সবসুদ্ধ মিলে যে নারীচরিত্রটি সৃষ্ট হয়ে উঠেছে তাকে দেবী বা পিশাচী বলে ভুল হয় না, পাঠকের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার বিষয়ীভূত অথচ তদতিরিক্ত রক্তমাংসের জীব ব'লে মনে হয়। 'নূরজাহান' দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ নাটক, 'নূরজাহান' নাটক দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ কীর্তি, বাংলা সাহিত্যে নারী চিত্রশালাতেও প্রথম সারিতে তার স্থান।

১২

দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যশিল্পের প্রধান দোষ এর ছায়াতপের, পুরোভূমি ও পটভূমির অভাব। এ রাজ্যে সকলেই সমান, যে অসৎ সে অতিশয় অসৎ, যে সৎ সে অতিশয় সৎ, যে আদর্শবাদী সে একেবারে আদর্শবাদীর চূড়ান্ত। আর তারস্বরে চেঁচিয়ে কথা বলা সকলেরই মুদ্রাদোষ। তাঁর নাট্যজগৎ প্রখর সূর্যালোকে উদ্ভাসিত, কোথাও

এতটুকু ছায়া নেই। এমনকি সেই জগতে সঞ্চরণশীল পাত্রপাত্রীর ছায়াটুকুও মাটিতে পড়ে না। সেইজন্তেই তাদের আমাদের মতো ছায়াতপের অধীন মানুষ ব'লে বিশ্বাস ক'রতে মন চায় না। দ্বিজেন্দ্রলাল "স্পষ্ট কাব্যে"র পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর নাটকগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট তাতে সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথের "অস্পষ্ট কাব্যে"র কঠোর সমালোচক রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী, রাজা ও ডাকঘর প্রভৃতি স্পষ্ট নাটক পড়লে না জানি কী মন্তব্য করতেন! এমন হবার প্রধান কারণ স্বদেশী আন্দোলনে বাগ্মিতার উপাদানে এই নাটকগুলি গঠিত। পাত্রপাত্রীদের সকলেরই কণ্ঠে সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্রের নিখাদে ধ্বনিত কণ্ঠস্বর। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী সঙ্গীতের মতো তাঁর স্বদেশী নাটকগুলিও বক্তৃতাত্মক। সংলাপ-রচনায় গিরিশচন্দ্রের যে অসামান্য দক্ষতা ছিল, দ্বিজেন্দ্রলালের তার একান্ত অভাব। পরবর্তীকাল যদি স্বদেশী আমলে বক্তৃতার নমুনা সংগ্রহ ক'রতে চায় তবে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে ধনুষ্টংকারগ্রস্ত ভাষা থেকেই তা সংগ্রহ করা যেতে পারে। এ আর কিছুই নয় পাঠক ও শ্রোতার রুচির কাছে আত্মসমর্পণের ফল। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের দ্বিতীয় দোষ, নিতান্ত ব্যতিক্রম বাদ দিলে, তাঁর পাত্রপাত্রী হয় নাট্যকারের বা তৎকালীন দর্শকের প্রতিনিধি, কেউ-ই স্বাধীন, স্বতন্ত্র মানুষ নয়, জীবের বদলে যন্ত্রের অবতারণা ক'রলে সাময়িক সুবিধা মেলা অসম্ভব নয়, কিন্তু কালের নিয়মে যন্ত্রে মরচে পড়তে আরম্ভ করেছে; এখন ওগুলোকে ক্ষীয়মাণ যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। তৎসত্বেও স্বীকার ক'রতে হবে যে, গিরিশচন্দ্র যেমন পৌরাণিক ও সামাজিক নাটক রচনার একটি আদর্শ সৃষ্টি করে গিয়েছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল তেমনি সৃষ্টি ক'রে গিয়েছেন ঐতিহাসিক নাটক রচনার একটি আদর্শ। এ আদর্শ স্থূল ও রূঢ়, অজটিল ও অগভীর জীবনের নিয়ম বা ইতিহাসের মর্যাদা এতে উপেক্ষিত, তৎসত্বেও আশুফলপ্রসূ। স্বদেশী আন্দোলনের উন্মাদনার দিনে এমন একটি নাট্যধারার প্রয়োজন হ'য়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল সেই প্রয়োজন পূরণ ক'রতে সমর্থ হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর কোন ঐতিহাসিক নাটক সজীব সত্তায় বিরাজ ক'রবে জানি না, কিন্তু একথা নিঃসন্দেহ, বাংলা নাটকের ইতিহাসে তাঁর আসন কখনো স্থানচ্যুত হবে না।

—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

সীতা

কুশীলবগণ

পুরুষ

শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, লব, কুশ, মহর্ষি বাল্মীকি, মহর্ষি বশিষ্ঠ, রাজা শূদ্রক।

স্ত্রী

সীতাদেবী, ঊর্মিলা, মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্তি, বাসন্তী (বাল্মীকির পালিতা কন্যা), শূদ্রক-পত্নী।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন

রাম। কিশোর বয়সে বনবাসী, বনে রহিতাম ভাই ;
শিখি নাই রাজকার্য ; ধর্ম, রাজনীতি, শিখি নাই ;
মৃগয়ায় কাটায়েছি দিন ; রাত্রি বিশ্রব্ধ বিশ্রামে,
আশ্রম কুটীরে। প্রতিদিন সেই ঘন বনগ্রামে,
একই মুগ্ধকর দৃশ্য চিত্তহারী নিত্য দেখিতাম ;—
সেই গোদাবরীতীর, গিরিপথ, সেই অভিরাম
ক্ষেত্রগুলি, পরিচিত বৃক্ষ গুল্ম খর্ব শৈলশিরে।
শুনিতাম নিত্য একই ধ্বনি—সেই সুমন্দ সমীরে
আন্দোলিত বিকম্পিত পল্লবের অস্ফুট মর্মর,
সুদূরে মধুর স্নিগ্ধ নির্ঝরের প্রপাতের স্বর।
—এইরূপে, শাস্ত্রচর্চা, বিদ্যালাপ, সর্বকর্ম ভুলি',
অনন্ত আলস্যে স্বপ্নবৎ চলে' গেছে দিনগুলি,
নদীর স্রোতের মত। শিখি নাই কিছু। তিন ভাই—
তোমরাই আমার সুহৃৎ সখা মন্ত্রী তোমরাই।
দিও উপদেশ প্রিয় ভরত সতত, যাহে রাম
কল্যাণ সাধিতে পারে প্রজাদের ; পূর্ণ মনস্কাম
তা হ'লেই হব। কাছে রহিও লক্ষ্মণ প্রিয়বর
চিরদিন, যেইমত পঞ্চবটী বনে নিরন্তর
ছিলে ঘেরি' গাঢ় স্নেহ দিয়া। প্রিয় শত্রুঘ্ন, আমার
বিশাল সাম্রাজ্যে যেন অবিরাম শান্তি চারিধার
বিরাজে জ্যোৎস্নার মত।

ভরত। জাগে মাত্র ভরতের ধ্যানে
ভ্রাতার মঙ্গল চিন্তা।

লক্ষ্মণ। সুখে, দুঃখে, বিপদে, কল্যাণে,
চিরকাল লক্ষ্মণ রামের সঙ্গী।

শত্রুঘ্ন। অনুদিন নিত্য
শত্রুঘ্ন আবদ্ধ চির-আজ্ঞাবহ সম্রাটের ভৃত্য।

রাম। তাহাই হউক তবে ভ্রাতৃগণ—

ভরত। প্রিয়বর, শুনি,
আসিয়াছিলেন রাজ্যে সম্প্রতি কি অষ্টাবক্র মুনি ?

রাম। আসিয়াছিলেন সত্য।—দিলেন বিবিধ উপদেশ
বিবিধ মন্ত্রণা, প্রিয়বর!—আর তাঁর এই শেষ
আজ্ঞা—"মূল রাজধর্ম একমাত্র প্রজানুরঞ্জন;
তাহাই রাজ্যের ভিত্তি, তাহা ভিন্ন রাজার শাসন
প্রজার পীড়ন মাত্র, রাজা শুদ্ধ প্রজাদের ভৃত্য;
রাজকার্য প্রজা-সেবা; প্রজার সুখের জন্য নিত্য।
বিসর্জিতে হবে সর্বসুখ আপনার—যদি হয়
প্রয়োজন—ত্যাজ্য বন্ধু ভ্রাতা মাতা পত্নীও নিশ্চয়।"
—ভরত! আমারো তাই জীবনের সাধনা ও ধ্যান-
নিত্য কায়মনোবাক্যে প্রজাদের সাধিব কল্যাণ।
বল বৎস, জানিব কিরূপে রাজ্য-শাসনের দোষ?
বল ভাই, কি উপায়ে প্রজাদের সাধিব সন্তোষ?

ভরত। কঠিন সমস্যা, প্রিয়বর! মুক্ত মিথ্যানিন্দাবাণী
দারিদ্র্যের করে কর্ণভেদ; আর নিত্য যুক্তপাণি
মিথ্যাস্তুতি ঐশ্বর্যের চারিদিকে উঠে নিরবধি।
অক্ষমের ভ্রূভঙ্গও ক্ষমাতীত; পদাঘাত যদি
করে ক্ষমতা, সে তবু ক্ষমাযোগ্য! ক্ষমতার ত্রুটি
দেখায়ে কে মূঢ়জন, ভ্রাতঃ, তার সহিবে ভ্রূকুটী?

রাম। সত্য; তবে প্রজাদের কি অভাব কিবা অভিযোগ,
কিরূপে জানিব ভাই?—নির্ধারণ না হইলে রোগ,
চিকিৎসা সম্ভব নহে।

ভরত। আছে তবে একটি উপায়—
ছদ্মবেশী গুপ্তচরে বিনিযুক্ত কর অযোধ্যায়;
প্রজাদের অভিযোগ নিবেদিবে চরণে তোমার;
না বিকীর্ণ হ'তে ব্যাধি তবে হবে তার প্রতিকার।

রাম। উত্তম প্রস্তাব ইহা। বিনিযুক্ত কর গুপ্তচর
কল্য হ'তে ভরত; যাহাতে প্রজাদের নিরন্তর
না হইতে ব্যক্ত অভিলাষ, দিব তাহা পূর্ণ করি'।
—লক্ষ্মণ, কহিও ঊর্মিলারে ভাই, যেন রাজ্যেশ্বরী
রাজলক্ষ্মী সীতার কামনা নিত্য পূর্ণ হয় সব;
মণিমুক্তা হয় যেন জানকীর ইচ্ছায়, সুলভ
পথের ধূলার মত।

লক্ষ্মণ। অসম্ভব হইবে সম্ভব
দেবীর ইচ্ছায় সদা।

রাম। শত্রুঘ্ন! শুনিনু অদ্য, দূরে

করিছে লবণ দৈত্য অত্যাচার রাজ্যমধুপুরে,
তাহার বিপক্ষে তুমি সসৈন্যে প্রস্তুত হও ভাই।

শত্রুঘ্ন। শিরোধার্য রাজার আদেশ।

রাম। চল অন্তঃপুরে যাই।
আগত মধ্যাহ্ন। এবে যাই যথা জননী আমার।
দেখি তাঁর পূজা সাঙ্গ কিনা। আর রাজপরিবার—
সবার কুশলবার্তা শুধাইতে চল যাই ঘুরে'
এক দিক দিয়া। সভাভঙ্গ আজি, চল অন্তঃপুরে।

নিষ্ক্রান্ত

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—রাজ-অন্তঃপুর। কাল—সায়াহ্ন

সীতা, ঊর্মিলা, মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্তি ও শান্তা

সীতা। কি কহিব সে সব পুরানো কথা আর?
কতবার কহিয়াছি।

শান্তা। আর একবার
বল্। একবারো তুই বলিস্‌নি মোরে;
আর একবার বল্ বোন্, সাধি তোরে।

ঊর্মিলা। ততই শুনিতে চাই তাহা শুনি যত,
সবই যেন মায়াময় উপন্যাস মত।

মাণ্ডবী। হাঁ হাঁ—সেই জায়গাটি সবচেয়ে ভালো।
সেই যে—কি নাম তার?—সূর্পণখা—(ঊর্মিলাকে) না লো?
হ'য়েছিল মূর্ছিত যে লক্ষ্মণের রূপে—

শান্তা। সূর্পণখা রাক্ষসী?

মাণ্ডবী। হাঁ। এসে চুপে চুপে,
লক্ষ্মণে জানায় কত ভালো ভালো কথা
নিভৃতে, কত না গুপ্ত হৃদয়ের ব্যথা,
কত না বিনয় স্তুতি, অনুনয় আর।—
হবে না বা কেন?—সূর্পণখা কোন্ ছার!—
দেবরের রূপে রতি মূর্ছা যান নিজে;
কোথা লাগে সূর্পণখা।

ঊর্মিলা। রাখো ভাই। কি যে
তামাসা শিখেছ দিদি!—সদাই তামাসা।

শান্তা। তার পরে?

মাণ্ডবী। তার পরে যেই তার আসা,
অমনি দেবর তার কাটিলেন নাসা ;
জানালেন উক্তরূপে স্বীয় ভালোবাসা।

শান্তা। (সীতাকে) সত্য নাকি ?

সীতা। সত্য বোন্।

মাণ্ডবী। সব সত্য কথা।
প্রেম-জ্ঞাপনের এই অভিনব প্রথা
বোধ হয় জানোনাক বোন্ ?

শান্তা। তার পরে ?

মাণ্ডবী। বিপর্যয় কাণ্ড !—কেঁদে যায় নিজ ঘরে
নাসাহীন শূর্পণখা ; ধেয়ে আসে পরে
সৈন্যসহ তার দুই সোদর সমরে ;
শ্রীলক্ষ্মণ এক দৌড়ে শীঘ্র দেন পাড়ি,
"রক্ষা কর দাদা" বলি' ঘন ডাক ছাড়ি'।

শান্তা। না না মিথ্যা কথা—

মাণ্ডবী। সত্য।

শান্তা। বটে !—তার পরে ?

মাণ্ডবী। তার পরে শ্রীলক্ষ্মণ ফিরে এসে ঘরে
তবুও নিশ্চিন্ত ন'ন—কেঁপেই অস্থির।
রঘুবর জিজ্ঞাসেন "হয়েছে কি ?"—বীর
দূরে অনির্দিষ্ট স্থানে অঙ্গুলি বাড়ায়ে
বলে "দাদা তা'রা"—শেষে কোনমতে ভায়ে
শান্ত ক'রে—বাহিরিয়া গিয়া রঘুপতি
একা যুদ্ধে বধিলেন রাক্ষসসংহতি।
কুটীরে ফিরিয়া এসে দেখেন,—লক্ষ্মণ
মূর্ছিত, জানকী তারে করেন বীজন।
ডাকিলেন উচ্চৈঃস্বরে—শুনিয়া নিহত
সংগ্রামে রাঘবহস্তে রক্ষঃসেনা যত,
তখন বসেন উঠি' দেবর নিঃশ্বাসি',
অধরেতে বাক্য ফুটে, মুখে ফুটে হাসি ;
বলিলেন, "তা কি জানো ? আমিই একাকী
নিধন করিতে রক্ষঃ পারিতাম না কি ?
তবে কিনা তুমি হ'লে—কিনা—জ্যেষ্ঠ ভাই,
তাই বিনা অনুমতি যুদ্ধ করি নাই।"

সীতা। স্তব্ধ হ' মাণ্ডবী !—কেন মিথ্যা নিন্দা তার

শুনাস্ শাস্তারে বোন্ ?—যার শতধার
দয়া সর্বভূতে, অবারিত বরিষার
ধরাসম ;—নির্ঝরের সম স্নেহ যার
শরৎ প্রথমে, তার কূলে কূলে ভরা ;
বিনম্র চম্পক সম ভক্তি ; বসুন্ধরা
সম সহিষ্ণুতা ; বীর্য যার সূর্যোপম
অনিবার্য ; কোমলতা পদ্মপুষ্প সম ;
কৈশোরে যে প্রাসাদের সম্ভোগ বিলাস
তুচ্ছ করি', স্ব-ইচ্ছায় দীর্ঘ বনবাস
সহিল রাঘব সঙ্গে ; নিত্য পুত্র সম
অনিদ্রায় অনশনে করি' সেবা মম,
যে অচ্ছেদ্য ঋণপাশে বাঁধিল আমাকে,
তাহা হ'তে সাধ্য নাই মুক্ত হইবারে
আজীবন। চাহিনাও করিবারে দূর
সেই ঋণভার—এত—এত সে মধুর !
যত ভাবি মুগ্ধ হই,—রোমাঞ্চিত হর্ষে,
দেখি' সেই মহত্ত্বের চরম আদর্শে।
পরিহাস কর বোন্ কোন্ মুখে তার,
প্রশংসা করিলে নিত্য শত মুখে যার,
ফুরায় না শত বর্ষে ?

উর্মিলা (স্বগত) ভালোবাসা সতি !
বাড়িল এ বাক্যে শত গুণ তোমা প্রতি,
প্রিয়তমা ভগ্নি ! সত্য ধন্য মোর স্বামী ;
যাঁর পদ-অঙ্গুষ্ঠেরও যোগ্য নহি আমি !

শ্রুতকীর্তি। উনি সে ত পরিহাস করিবেনই জানি ;—
ছিলেন উত্তম দিব্য অযোধ্যায় রাণী,
রাজস্বামি-সহবাসে সুখে সর্বক্ষণ।
সহিতে হয় নি ওঁরে সীতার মতন
চৌদ্দবর্ষ বনবাস, উর্মিলার মত
চৌদ্দবর্ষ বিচ্ছেদের নিদারুণ ক্ষত।

মাণ্ডবী। (গম্ভীর ভাবে) সে আমার দোষ ? সত্য বলো সত্যবাণী—
চাহিয়াছিলাম আমি হইতে কি রাণী ?
যুবরাজ রাম সীতা সৌমিত্রির সনে
রাজ্য ত্যজি' যেই দিন চলিলেন বনে,
যদিও বালিকা আমি নিতান্ত তখন

তথাপি কি নিরুপায় শিশুর মতন
কাঁদিনি সে অন্ধকার অযোধ্যার সনে
গভীর আক্ষেপে?—পরে যখন যৌবনে
করিলাম পদার্পণ, বুঝিলাম হায়
নীতির বিপ্লব সেই, গভীর অন্যায় ;—
চাহিনি ত্যজিতে এই রাজ্য শতবার?
এই রাজ্যে এ প্রাসাদে দিইনি ধিক্কার
পুনঃ পুনঃ?' যবে কেহ মহারাণী কহি',
সম্ভাষিত, বলি নাই—"আমি রাণী নহি ;
যিনি রাজা, যিনি রাণী তাঁরা বনবাসী,
ভৃত্যমাত্র তাঁদের ভরত, আমি দাসী?"

সীতা। স্থির হ' মাণ্ডবি! সত্য ভাবিস্ কি বোন্
দুঃখিনী ছিলাম আমি এতদিন?—কোন্
সুভাগিনী শতবর্ষে ভুঞ্জিয়াছে আহা
সেই সুখ, আমি ভোগ করিয়াছি যাহা
নাথ সঙ্গে একদিনে?
—আজো পড়ে মনে—
সে দিব্য প্রভাতগুলি, কনক কিরণে
বহিয়া আসিত সেই নীল শূন্য দিয়া
নিঃশব্দে নামিয়া ধীরে,—পড়িত আসিয়া
নাথের চরণতলে প্রণমি',—অমনি
উঠিত মঙ্গলবাদ্য বিহঙ্গের ধ্বনি
শত শাখী হতে'; শত কুঞ্জে দিব্য হাসি'
ফুটিয়া উঠিত সঙ্গে পুষ্প রাশি রাশি।
নিত্য এই পূজা হ'ত নাথের প্রভাতে ;
নিত্য তার সঙ্গে আমি পূজা করি' নাথে
গরবিণী হইতাম।—মধ্যাহ্নে প্রাঙ্গণে
নিবিড় অশ্বত্থচ্ছায়ে বসি, নাথ সনে
দেখিতাম স্থির সৌম্য শ্যামবনচ্ছবি,—
রৌদ্রদীপ্ত সমুজ্জ্বল নিস্তব্ধ অটবী।
সন্ধ্যাকালে শিলাতলে গোদাবরী তটে
গিয়া বসিতাম, কভু নাথের নিকটে,
কভু একাকিনী ;—দূরে ঊর্ধ্বে দেখিতাম
অনন্ত বর্ণের স্রোত—নীল, পীত, শ্যাম,
লোহিত ; বর্ণের সেই রাগিণী সুন্দর ;

প্রেমের স্বপ্নের মত শান্ত, মনোহর।
ক্রমে ঘনাইলে তীরে নৈশ অন্ধকার,
ফিরিতাম বিশ্রাম কুটীরে।—আহা আর
দেখিব কি সেই দৃশ্য আমার জীবনে!
সত্য লো মাণ্ডবি! বড় সাধ হয় মনে।

মাণ্ডবী। একি চিন্তা দিদি? ছিলে বনদেবী তথা,
আজ গৃহলক্ষ্মী তুমি।—ওই সব কথা
ভুলে যাও; ও দুঃস্বপ্ন করো সবে দূর;
থাকো আলোকিত করি' রাজ-অন্তঃপুর।

সীতা। দুঃস্বপ্ন? দুঃস্বপ্ন তারে বলিস্ মাণ্ডবি?
দেখিস্‌নি গহনের সে মধুর ছবি—
তাই বোন্।—আহা সেই হেমন্তের স্থির
নির্মুক্ত আকাশ; সেই বসন্তসমীর,
আসিত যা জোয়ারের মত যেন কোন্
অজানিত সিন্ধুবক্ষ হ'তে। আহা বোন্!—
সেই নিদাঘের স্নিগ্ধঘনবনচ্ছায়;
শরতের চন্দ্রালোক, যাহার বন্যায়
ঢেকে যেত ক্ষেত্র গিরি উপত্যকা, আর
গোদাবরী বক্ষ এক সঙ্গে; বরিষার
ঘনমেঘগর্জন, সে সৌদামিনী খেলা,
শীতের মধুর রৌদ্রে, সে প্রভাত বেলা,
নিত্য গা ঢালিয়া স্নান।—দেখিস্ নি ভাই
সেই সব; দুঃস্বপ্ন বলিস্ তারে তাই।

শ্রুতকীর্তি। আমি যতদূর বুঝি আমাদেরি জিত;
এ প্রাসাদই ভালো।

শান্তা কেন?

শ্রুতকীর্তি। বনে ভারি শীত।

শান্তা। (সহাস্যে) সে যা হোক্, এ প্রাসাদ; এ উচ্চ প্রাচীর;
উত্তুঙ্গ মন্দির চূড়া; উচ্চ সৌধ শির;
দাস দাসী; সশস্ত্র প্রহরী সদা জাগে,
বলিস্ কি সীতা!—তোর ভালো নাহি লাগে?

সীতা। কি জানি—এ প্রাসাদের পাষাণ কঠিন
যেন চেপে ধরে বক্ষ। আসে যায় দিন
অপরিচিতের মত গৃহের বাহির
দিয়া। বসন্তের বায়ু আসে অতি ধীর

কম্পিত চরণক্ষেপে গবাক্ষে ; আমার
সহিত নিষিদ্ধ যেন বাক্যালাপ তার।
নীলাকাশ উঁকি মারে সভয়ে উপরে।
চন্দ্রালোক আসে দূরে সসঙ্কোচ ; পরে
চ'লে যায় রাণী কাছে হতাদর হ'য়ে'।—
পূর্ববন্ধু এরা সব আসে ভয়ে ভয়ে,
কি এক সঙ্কোচ যেন, আতঙ্ক সবার ;
প্রাণভয়ে কথা কেহ কহে নাক আর।
দাস দাসী পরিজন সবাই আমাকে
সম্রাজ্ঞী বলিয়া সসম্ভ্রমে দূরে থাকে ;
কহে সদা যুক্তকরে "রাণি, মহারাণি" !
নাথেরও সলজ্জভাব, কেমন কি জানি,
সশঙ্ক সংযত ভাষা, গুরুজনে দেখি';
বুঝিনা এ সব বোন্—এ কি—বোন্ এ কি !—
বুঝিনা, অন্তরে কিন্তু বড় ব্যথা পাই
দেখি' এই সব দৃশ্য। এ প্রাণ সদাই
তাই হুহু করে। সদা ছুটে যেতে চাই
আবার উন্মুক্ত ক্ষেত্রে প্রিয়তম সনে—
সেই গোদাবরীতীরে ; সেই কুঞ্জবনে
প্রস্ফুটিত পুষ্প ; সেই বিহঙ্গ হরিণ ;—
—গিয়াছে চলিয়া আহা কি সুখের দিন !

শ্রুতকীর্তি। তোর ভালো লাগিল না দিদি, এ প্রাসাদ,
আত্মীয় স্বজন, এত আমোদ আহ্লাদ,
আমাদের ভালোবাসা, এ সেবা শুশ্রূষা,
মিষ্টান্ন পায়স এত, এত বেশভূষা ?
পঞ্চবটী বন হ'ল ভালো এব কাছে ?—
দিদি তোর কপালে অনেক কষ্ট আছে।

মাণ্ডবী। চুপ কর্ শ্রুতিকীর্তি।

সীতা। সত্য বলিয়াছে।
আমার কপালে বুঝি বহু কষ্ট আছে।

নেপথ্যে কৌশল্যা। সীতা সীতা !

শান্তা। ডাকিছেন কৌশল্যা জননী—
শুনিতেছ বোন্ !

সীতা। (চমকিতভাবে) কই ? যাই মা।

প্রস্থান

শান্তা। এমনি—
সদা চিন্তাকুলা, সীতা, সদা অন্যমনা,
চাহে চারিদিকে মুগ্ধকুরঙ্গনয়না,
সপ্রশ্ন বিস্ময়ে; সদা আতঙ্ক-বিহ্বল;
মুহূর্তে পাণ্ডুরা; চক্ষু দুটি ছল ছল
ভরে' আসে জলে; হাসি মিলাইয়া যায়
গভীর বিষাদে। যেন পূর্ণিমা নিশায়
মরণের চিন্তা; যেন পুষ্পিত কাননে
ভুজঙ্গম; উৎসবমন্দিরে আর্তধ্বনি;
যেন মূর্চ্ছা সৌন্দর্যের; চিন্তার কালিমা
শিশুর ললাটে; যেন পাষাণ-প্রতিমা
হাস্যের; পদ্মের পত্রে নিশার নীহার;
অথবা তমিস্রাগর্ভে সুন্দরী সন্ধ্যার
আত্মহত্যা।—লো মাণ্ডবি! কী চিন্তা সীতার
বুঝিতে কি পার বোন্?

মাণ্ডবী। বুঝিব কি আর!
বনবিহঙ্গিনী কভু সোনার পিঞ্জরে
সুখে থাকে দিদি?

শ্রুতকীর্তি। না। সে গাছের উপরে
শীতে রৌদ্রে বর্ষায় পরম সুখে থাকে!
আমি বরাবর বলে' এসেছি সীতাকে
"তোমার বনের চেয়ে এ প্রাসাদ ভালো।"
এখানে বহেনা বায়ু? পূর্ণিমার আলো
ফোটেনা হেথায় দিদি? তাহার উপরে
এই নিত্য রাজভোগ; নিত্য সেবা করে
নিদ্রাহীন শুশ্রূষায় শত দাসদাসী।—
আমি ত সেটার চেয়ে এটা ভালোবাসি।

মাণ্ডবী সবার ত নয় বোন্ একরূপ রুচি!

শ্রুতকীর্তি। সেটা সত্য বটে। কেউ ভালোবাসে লুচি;
কেউ বাসে পরমান্ন।

শান্তা। এই—ঠিক এই!—
ঠিক ব'লেছিস্! তুই সব সময়েই
বলিস্‌লো সত্য কথা। আর ও মাণ্ডবী
উর্মিলা কি সীতা ওরা,—ওরা সব কবি।

উর্মিলা ভিন্ন সকলের প্রস্থান

উর্মিলা। সূর্য অস্ত যায়! দূরে, অনিমেষে চাহে
রঞ্জিত প্রান্তর। স্তব্ধ সরযূ প্রবাহে
রবির কনক-রশ্মি ঘুমাইছে আসি'।
হস্তে দীপ, আরক্তিম মুখে মৃদুহাসি,
আসিছে আনতনেত্রে, ধূসর বসনে,
অর্ধাবগুণ্ঠনবতী সন্ধ্যা, সঙ্গোপনে,
ধীর পদক্ষেপে, এ বিশ্ব মন্দিরে।—অয়ি
স্মিতা, সুমধুরা লজ্জানম্র, প্রেমময়ি
সন্ধ্যা, এস ধরাতলে,—নিয়ে এস আর
প্রাণেশ লক্ষ্মণে সখি বক্ষে উর্মিলার।

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

লক্ষ্মণ ও উর্মিলা

লক্ষ্মণ। কত দিন পরে?

উর্মিলা। নাথ! জানি না; নাথের সাথ
মিলেছি যে ক্ষণে,
অতীত দিনের কথা অতীত বিরহ ব্যথা
পড়ে না'কি মনে।
নাই দুঃখ এতটুকু; শুধু তৃপ্তি, শুধু সুখ,
শুধু দিব্যহাসি—
আলোকিত কুঞ্জভূমি; শুধু ভালোবাসো তুমি,
আমি ভালোবাসি।
চক্ষু হ'তে লুপ্ত সব; করি মাত্র অনুভব—
তুমি আছ কাছে;
তুমি বিনা, মনোদৃশ্যে দেখিতে পাই না বিশ্বে
আর কিছু আছে।

লক্ষ্মণ। চতুর্দশ বর্ষ পরে—

উর্মিলা। পাইয়াছি প্রাণেশ্বরে
আজ যদি প্রভু;
নাহি ছিল অধীরতা হৃদয়ে বিরহ-ব্যথা
পাই নাই কভু।
জানিতাম, উর্মিলার তুমি, আর সে তোমার,
এ বিশ্বভিতরে;

জানিতাম, এই ভবে আবার মিলন হবে,
কিংবা জন্মান্তরে।

লক্ষ্মণ। তুমি এ অযোধ্যাপুরে, আর আমি সেথা দূরে,
গোদাবরী তীরে ;
তবু কি আমারে প্রিয়ে, দুটি স্নেহ বাহু দিয়ে
থাকিতে না ঘিরে ?
এই চতুর্দশ বর্ষ তোমার চাহনি, স্পর্শ,
তব কণ্ঠরব,
তব মুখ অভিরাম, এ হৃদয়ে করিতাম
নিত্য অনুভব।

উর্মিলা। জানি নাথ ! তাহা জানি।

লক্ষ্মণ। আমার হৃদয়রাণী !
রহ জাগি' মনে
পূর্ণ করি' মম চিত্ত, জাগ্রতে, স্বপনে নিত্য,
বিরহে মিলনে।

উর্মিলা। দেখ কি মধুর দৃশ্য— আলোকিত শ্যাম বিশ্ব,
কি শান্তির ছবি !

লক্ষ্মণ। সত্য ; এ নদীর তট, এই ঘনচ্ছায় বট,
—মধুর অটবী।

উর্মিলা। শোনো ওই মৃদু ধীর, পল্লবিত অটবীর
পুষ্পিত অধরে,

আকাশের মুখখানি
দিব্য স্নেহ ভরে,
হাসে শুভ্র রাশি রাশি আশীর্বাদভরা হাসি ;
মধ্যাহ্ন কিরণে,
ঘনশ্যাম কুঞ্জশাখে, ওই শোনো পাখী ডাকে,
ঘন কুঞ্জবনে।
বনাবৃত শৈলগুলি, দূরে খর্ব শৃঙ্গ তুলি',
দাঁড়াইয়া আছে।
অপার আনন্দভরে, সমীরণ নৃত্য করে
ফুলে, ফলে, গাছে।—
কি দেখিছ একদৃষ্টি ?

লক্ষ্মণ। সৃষ্টির অতুল সৃষ্টি
তোমারে প্রেয়সী ;

উর্মিলা। (সলজ্জ) দেখ ওই মৃগী রঙ্গে খেলা করে সাথীসঙ্গে ;
ওই দূরে বসি',
কপোত কপোতী কিবা যাপন করিছে দিবা,
প্রচ্ছন্ন মিলনে ;
ওই নদীতট 'পরে দেখ কত গাভী চরে ;
ওই ঘন বনে
ময়ূর ময়ূরী ভ্রমে।
লক্ষ্মণ। দেখিতেছি প্রিয়তমে ;
কত নদী, কত হ্রদ, কত পুর, জনপদ,
অতিক্রম করি',
এসেছি অতিথি, প্রিয়ে, তোমার আশ্রম-গৃহে,
দাও প্রাণভরি',
তোমার প্রণয় সুধা, মিটাও প্রাণের ক্ষুধা,
—দাও ভালবাসা।
উর্মিলা। হায় নাথ! তাহা যদি দিই নিত্য নিরবধি
মিটে না এ আশা।

পরস্পর আলিঙ্গন-বদ্ধ

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—প্রাসাদ প্রান্তস্থ উপবন। কাল—জ্যোৎস্না রাত্রি।

রাম ও সীতা

রাম। সরযূর তীর ; অতি অতি ধীর শিশির শীতল সমীরণ ;
উড়িছে চকোর সুধাপানে ভোর ; মর্মরমুখর উপবন ;
ভরা পরিমলে নিকুঞ্জে, বিরলে, হেসে ফুল ঢলে ফুলগায় ;
যেন দিবাশেষে, পরীকুল এসে স্নান করে এই জ্যোৎস্নায় ;—
সুধার তরঙ্গে সুললিত অঙ্গে ঢালি', নানা রঙ্গে,—কথা কয়
সখী সনে সখী ;—প্রেয়সি নিরখি ধরণী আজ কি মধুময়!
সীতা। মনে পড়ে প্রিয় ?—ঢালিত অমিয় এমনি চন্দ্রমা সেই দিন!
গোদাবরী তীর, সে পর্ণকুটীর ;—সেই দিন আর এই দিন!
রাম। কোন্ দিন ভালো ?
সীতা। হৃদয়ের আলো! যখনই তুমি কাছে রও,
তখনই ভালো ; সেই পুরাকালো ভালো, ভালো নাথ এখনও।
যবে কাছে থাক, কিছু দেখি নাক' ; তোমাতেই রহি গো মগন ;
নাথ! তুমি ভরা আমার এ ধরা ; তুমি ভরা আজো ও-গগন।

—অহো কি কঠোর সে কদিন মোর, লঙ্কায় ছিলাম যতদিন।
বরষের মত মাস হ'ত গত, যাইত মাসের মত দিন।
তখনও ত নাথ! এমনিই চাঁদ মাথার উপরে উঠিত;
মলয় পরশে শিহরি', হরষে অশোকের কলি ফুটিত;—
তবে কেন নাথ! কি দিন কি রাত হুহু করে' জলে' যেত প্রাণ?
তবে কার লাগি' নিশিনিশি জাগি' হইত না যেন অবসান!
নয়নের জলে অবসান হ'লে কোন মতে নিশা, নীলিমায়
উঠিলে তপন, জাগিত এ মন নিত্যই নূতন নিরাশায়।
বরিষার ঘন-শীতল পবন বাড়াইত শুধু এ হুতাশ;
শরতের শশী, উঠিত যেন সে করিতে আমারে উপহাস;
বসন্তে এ প্রাণে কোকিলের গানে ঢালিত যেন সে হলাহল;
মলয়ে বায় বিঁধিত এ গায়, দূষিত ঠেকিত পরিমল!
শত শত চেড়ী সদা মোরে বেড়ি' রহিত, বসন্তে কি শীতে;
কাটাত দিবস হইয়া বিবশ উৎসব করিত নিশীথে;
বিকট হাসিত, কভুবা শাসিত, কভুবা করিত পরিহাস;
তারা বুঝিতনা এ তীক্ষ্ণ যাতনা, এ তীব্র বেদনা, বারো মাস।
শুধু নিরুপায় অনন্ত দয়ায় চাহিয়া রহিত নীলকাশ;
করিতই শুধু নিজমনে ধূধূ বারিধির নীল জলরাশ!
অহো কী কঠিন'—সেই কয়দিন! কী ঘোর যাতনা দিবারাত!
এখনো তা স্মরি', সভয়ে শিহরি; কেঁপে কেঁপে উঠি প্রাণনাথ!

রাম। কাছে এস, কি এ মিছা ভয় প্রিয়ে? কেন এখনও ভয় পাও?
আছো মোর কাছে! সে দিন গিয়াছে; প্রেয়সী সেসব ভুলে যাও।
কি হেতু আশঙ্কা? এ নহে ত লঙ্কা; নিহত রাবণ পাপে তার;
এ অযোধ্যা ধাম, এ তোমার রাম ঘেরিয়া তোমায় চারিধার
তার বাহু দিয়ে, নহে সেও প্রিয়ে তোমার রক্ষণে বলহীন।—
এনোনাক' মনে সেই দুঃস্বপনে। ভুলে যাও প্রিয়ে সেই দিন!

সীতা। না না না, জানিনা কেন তা পারিনা; কেন তবু চিত্ত সদা ধায়
সেইদিন পানে, বারণ না মানে; দেখি তবু সে বিভীষিকায়;—
বিকল হৃদয়ে যেন মুগ্ধ ভয়ে, ব্যাধবাণবিদ্ধ হরিণীর
ম'ত, আততায়ী পানে ফিরে চাহি, শুনি ধ্বনি তার মুরলীর।
অথবা যেমন পান্থ কোন জন ব্যাঘ্রের তাড়নে দ্রুত ধায়,
গৃহদ্বারে আসি', তবু অবিশ্বাসী, তবু ভয়ে ভয়ে ফিরে চায়।
দুর্দিন লঙ্কার হারাইয়া তার শিকার, খুঁজিয়া অযোধ্যার
দ্বারে আসি' ধেয়ে, যেন বাধা পেয়ে, ঘুরিছে ঘেরিয়া চারিধার
এ পুরীর, চায় শুদ্ধ সুবিধায়, সদাই আমাকে তোমার ও

হৃদয় হইতে ছিনিয়া লইতে ;—তাই যদি তুমি কভু হও
নেত্রঅন্তরাল ক্ষণমাত্রকাল, ভয় হয় পাছে পুনরায়
তোমাকে হারাই ; শিহরি সদাই কি দিবায় তাই কি নিশায় !
রহিলেই একা, ভাবি বুঝি দেখা পা'বনাক' আর প্রাণনাথ !

রাম। না না প্রাণেশ্বরি ! সদা বক্ষে ধরি' রাখিব তোমারে মোর সাথ
র'বে নিরবধি, পাইয়াছি যদি, প্রেয়সী !

সীতা। জানিনা পরমেশ !
কি কপালে আছে ! টেনে লও কাছে, আরো কাছে ; বুঝি এই শেষ,
শেষ দেখা নাথ !

রাম। একি অশ্রুপাত। একি বিকম্পিত কলেবর !
ভয়াকুল হেন এ চাহনি কেন ? কেন পাণ্ডুমুখ ?

সীতা। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস সহকারে) প্রাণেশ্বর !

রাম। চিত্ত প্রেয়সীর কি হেতু অধীর ? হেন পূর্বে তাহা দেখি নাই।
কে হানিল আজ সংশয়ের বাজ ও কোমল বক্ষে, বলো তাই।
এ গদ্গদ ভাষ, এই ঘনশ্বাস, কেন কাঁপে ঘন বক্ষঃস্থল ?
ক্রূর বাষ্প হেন নীলনেত্রে কেন, পড়ে গড়াইয়ে অশ্রুজল ?

সীতা। টেনে লও বুকে—

রাম। গৃহ অভিমুখে এখন প্রেয়সী চলো যাই।
রজনী গভীর ; সরযূর তীর ঢাকিয়া আসিছে কুয়াশায় ;
ওই দেখ ঘুমে ঢুলে পড়ে ভূমে সমীরণ ; চন্দ্র অস্ত যায়।
দূর কর তবে এ কল্পনা সবে।—শয়ন-মন্দিরে চল যাই।

নিষ্ক্রান্ত

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—প্রাসাদ কক্ষ। কাল—প্রভাত

রাম ও দুর্মুখ

রাম। কি কহিলি দুর্মুখ ?—আস্পর্ধা তোর অতি।
জানিস্ না কে সে, আর কে তুই দুর্মতি ?
পথের কুক্কুর হেয় ?

দুর্মুখ। মহারাজ জানি ;
আমি দীনতম ভৃত্য; তিনি মহারাণী।
রাজাজ্ঞায় রাজপদে প্রভু, মহারাজ,
নিবেদন করিয়াছি রূঢ় বার্তা আজ।

রাম। (চমকিত) সত্য বটে। ভৃত্যমাত্র দুর্মুখ আমার।

মূর্খ আমি, মূর্খ আমি, মূর্খ শতবার—
প্রতিশ্রুত করিয়াছি তোরে, দিতে আনি'
কুড়াইয়া প্রজাদের মিথ্যা কুৎসা গ্লানি,
প্রতিদিন! প্রত্যূষে প্রত্যহ সে নিন্দার
জলে যেন গঙ্গাস্নান করি' একবার,
আরম্ভ করিতে দিন!—
এই পুরস্কার?
যখন যা চাহে তারা দিয়াছি তা;—তার
এই পুরস্কার? দিয়া অর্থ, দিয়া শ্রম,
পুরায়েছি সব ইচ্ছা, করি' অতিক্রম
সব বাধা সব বিঘ্ন! নিত্য রাজকাজ—
প্রজাদের অনুজ্ঞা সাধন;—তা'র আজ
এই পুরস্কার? কিম্বা হায়রে মানব
এতই কৃতঘ্ন বুঝি, এত লোভী সব,
এতই অধম,—যত দাও তত চায়—
যেন খাদ্যে উদরটি বাড়ে শুদ্ধ হায়।
—পুণ্যময়ী গৃহলক্ষ্মী পতিপ্রাণা রাণী,
রাজলক্ষ্মী,—তারে এই বক্ষ হ'তে টানি'
ছিনিয়া লইতে চাস্ রে অযোধ্যাবাসী?
অলক্ষ্মী অসতী সীতা? হায় অবিশ্বাসী
পৌরজন! তারা জানে সীতার চরিত্র
আমার চেয়ে কি?—পবিত্র কি অপবিত্রা,
সতী কি অসতী সীতা আমার! সীতায়
দূর করি' দিব আজি তাদের ইচ্ছায়?
কখন না—উৎপাটিব এ অক্ষি-যুগলে,
তাহাদের মনোমত হয় নাই বলে'?
—কখন না। যাহা বলে প্রজা অযোধ্যার,
সীতা চির গৃহলক্ষ্মী রহিবে আমার।
—দুর্মুখ! এখনো পাপ, দাঁড়ায়ে?—হ, দূর,
দূর হ, প্রভুর অন্নে বর্ধিত কুক্কুর
কৃতঘ্ন!—না আমি বুঝি হতেছি উন্মত্ত,
কি করিবে ভৃত্য, শুদ্ধ করিয়াছে সত্য।
কেন সত্য কথা আজ কহিলি দুর্মুখ!
মিথ্যা কহিলি না কেন?—মিথ্যা এতটুক!
ধনরত্ন যাহা চাস্ নে তাহাই যাচি',

সব দিব। বল্ শুধু 'মিথ্যা বলিয়াছি'।

দুর্ম্মুখ। পারিনা দেখিতে আর। যাক্ ধর্ম। প্রভু,
মহারাজ! উঠ। যাহা বলিয়াছি কভু
সত্য নহে—সব মিথ্যা, সর্বৈব মিথ্যাই,
মিথ্যা মিথ্যা—প্রজাগণ কিছু কহে নাই।

রাম। না, যাও দুর্ম্মুখ—শুদ্ধ এ প্রলাপ বাণী।
উন্মত্তের। চিত্তহারা আমি—নাহি জানি
কি যে বলিতেছি—না, না এ বৃথা সান্ত্বনা,
আর তুষিব না, আর ভিক্ষা যাচিব না;
জানি স্থির, বল নাই একটি মিথ্যাও।—
আমারে আমার দুঃখে রেখে চলে' যাও।

দুর্ম্মুখ। (যাইতে যাইতে) হায়! কেন কহিলাম এ কথা, নির্বোধ
আমি! করিল না বাষ্প কেন কণ্ঠরোধ?
ইহা বলিবার পূর্বে কেন হইল না
দগ্ধ বিকুঞ্চিত ছিন্ন বিদীর্ণ রসনা?
ইহা কহিবার পূর্বে কেন হইল না
শিরে মোর বজ্রাঘাত!—অহো বিড়ম্বনা!

প্রস্থান

রাম। অত্যুত্তম!—এখন কি করিব না জানি।
শুনিব কি প্রজাদের এ প্রলাপবাণী?—
পরিত্যাগ করিব সীতারে? দিব দূর
করি' কুক্কুরের মত?—বশিষ্ঠ নিষ্ঠুর!
কিরূপে করিলে আজ্ঞা যে প্রজারঞ্জনে
ত্যাজ্য সীতা? তাহার উদ্ধারে কি কারণে
করিয়াছি লঙ্কার সমর তবে? তারে
দূর করে' দিতে পরে? রূঢ় অবিচারে
নিষ্কাশিতে গলে হস্ত দিয়া?

—সাধ্বী সতী
আকাশপবিত্র চিরমুগ্ধ পুণ্যবতী—
শৈশবসঙ্গিনী সীতা বিহ্বল বিশ্রব্ধ!
না—না। রাজ্য মিলাইয়া যাক্ স্বপ্নলব্ধ
ঐশ্বর্যের মত; চূর্ণ হোক্ পদতলে
এ প্রাসাদ; ভেসে যাক্, সরযূ জলে
এ অযোধ্যাপুরী। সূর্যবংশ ব্রহ্মশাপে

ভস্ম হ'য়ে যাক্।—আজ আমার এ পাপে
সৃষ্টি নাশ হোক্! তবু হৃদয়ে আসীন,
সীতা পতিপ্রাণা সীতা রবে চিরদিন
এই বক্ষে, ভস্মীভূত বিশ্ব চরাচরে,
ব্যোমব্যাপী ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংসের ভিতরে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—অন্তঃপুরের দালান। কাল—প্রভাত

পূজানিরতা একাকিনী কৌশল্যা

কৌশল্যা। রাত্রিকালে ঘন ঘন হয় উল্কাপাত
অগ্নিবৃষ্টি সম। চাহে কুপিত প্রভাত
রক্তবর্ণ। ডাকে শিবা মধ্যাহ্নে বিকট,
প্রাসাদ প্রাঙ্গণে; যেন কোনো সন্নিকট
বিপদে উচ্চারি'। নিত্য জানি না কি হেতু
নিশায় ঈশানে উঠে ধূম্র ধূমকেতু,
অকল্যাণ শিখাসম, কিম্বা দীর্ঘ ছায়া
সন্নিহিত অনর্থের। তাই মহামায়া
ঈশানী কল্যাণময়ী বরদা, তোমার
চরণে অর্পি মা এই পুষ্পাঞ্জলি; আর
করি মা প্রার্থনা আজ—যেন নাহি হয়
আমার রামের কোন বিপত্তি। অভয়
দাও মা অভয়া! এই আশঙ্কা উদ্বেগ
করো দূর; সহসা উদিত বজ্রমেঘ
পশ্চিম গগন হ'তে দাও অপসারি';
দেবি! চণ্ডি! ভগবতি! সংহর সংহারী
বিকট করাল মূর্তি; দেখা দাও ধরি'
দুর্গতিনাশিনীরূপ,—দুর্গে! ক্ষেমঙ্করি!
সীতা সীতা—

(নেপথ্যে) যাই মা!

কৌশল্যা। মা আসিছে আমার
তার চারি ধারে দূর করি' অন্ধকার,

সঞ্চারিণী পূর্ণজ্যোৎস্না সমা—

সীতা। কি মা?

কৌশল্যা একি

কাঁদিতেছিলে মা? সীতা একি!—চাহো দেখি:
একি পাণ্ডুমুখ? একি নয়নপল্লব
অশ্রু অভিষিক্ত? একি? কেন মা? নীরব
রহিলে যে?—বুঝিয়াছি। নাহি রাম কাছে
তাই এ আশঙ্কা।

সীতা না মা!

কৌশল্যা হাঁ মা বুঝিয়াছি।

বুঝিয়াছি অন্তরের নিভৃত সন্দেহ।
আমিও যে ভালোবাসি রামে। একই স্নেহ—
জননী দুহিতা জায়া অন্তরে বিরাজে
ভিন্নরূপ ধরি'। বৎসে, রাম রাজকাজে
গিয়াছে চম্পকারণ্যে বশিষ্ঠের কাছে;
বুঝি কোন মন্ত্রণার প্রয়োজন আছে।
হোয়োনো উদ্বেল বৎসে! নিশ্চিত কুশলে
তোমার আমার রাম আছে, সুমঙ্গলে!
অতি শীঘ্র রাম গৃহে ফিরিবে নিশ্চয়।
নিশ্চিন্ত হও মা বৎসে! নাই কোনো ভয়
রামের মঙ্গল হেতু। নিকটে কি দূরে,
প্রাসাদে প্রবাসে কিম্বা রাজ-অন্তঃপুরে,
শান্তি কি বিগ্রহে, রাম করে নিত্য বাস
আমার স্নেহের দুর্গে। অনর্থনিশ্বাস
স্পর্শে না তাহারে।—নাই বিপদের ছায়া,
আমি যার জননী ও তুমি যার জায়া;
সুখী হোক্ রাম। আর আসন্নজননী
তুমি সুখী হও বৎসে।

বজ্রধ্বনি

সীতা। একি?

কৌশল্যা। বজ্রধ্বনি।

সীতা। নির্মল আকাশে?

কৌশল্যা। (স্বগত) সত্য! কই মেঘ নাই;
(প্রকাশ্যে) উঠিবে ঝটিকা বুঝি! চলো কক্ষে যাই।
(যাইতে যাইতে) মা সর্বমঙ্গলে! দেবি! দেখিও মা সতি

করিও সতত রক্ষা রামে ভগবতি !

নিষ্ক্রান্ত

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—বশিষ্ঠাশ্রম। কাল—প্রভাত

রাম ও বশিষ্ঠ

রাম। গুরুদেব! একান্ত অসাধ্য এই কার্য।

বশিষ্ঠ তাহা মানি;
অতি গুরু নিষ্ঠুর দুষ্ক্রিয় ইহা, রঘুবর জানি;—
তথাপি করিতে হবে।—রাম, সর্ব কর্তব্য সবার
সহজ সুসাধ্য যদি, রহিত কী তার প্রশংসার?
তথাপি নিস্তব্ধ?

রাম। অতি তিক্ত এ পানীয় ভগবান্!

বশিষ্ঠ। জানি, অতি তিক্ত ইহা; তথাপি করিতে হবে পান।—
তথাপি নিস্তব্ধ? রাম ভুলেছ কি জন্ম কোন্ কুলে?
কে তুমি? কাহার পুত্র? কার পৌত্র? গিয়েছ কি ভুলে,
নরোত্তম? সূর্যবংশে জন্ম তব;—স্মরণ রাখিও—
পিতা তব দশরথ; যে তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়
সুবৃদ্ধ বয়সে বহু তপস্যার ফল, সুকুমার
পুত্রদ্বয়ে দিল বনবাস, বৎস, বলো কি তাহার
কর্তব্য-পালন সেই হ'য়েছিল অতীব মধুর?
দুঃসাধ্য কি পুত্রত্যাগ চেয়ে ত্যাগ রাজন্যবধূর।

রাম। দুঃসাধ্য নহে এ কাজ গুরুদেব—এ অসাধ্য কাজ!
কিরূপে সাধিব যাহা অসাধ্য? আদেশ করো, আজ
রাজ্যের মঙ্গলহেতু দিব আপনারে শতবার;
সহস্র জীবন চেয়ে প্রিয়তরা জানকী আমার।

বশিষ্ঠ। তাও জানি। কিন্তু আত্মহত্যা আর কর্তব্য পালন
একটি পদার্থ নহে। এই আত্মহত্যা—পলায়ন
কর্তব্যের যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে, ভীরু সৈনিকের মত।
কর্তব্যপালন সহ্য করা বক্ষে বাণাঘাত শত,
বীরসম সম্মুখ সমরে, দৃঢ় সংযত সাহসে।

রাম। আপনি সহিতে পারি;—কিন্তু ত্যাগ করিব কী দোষে
নিরপরাধিনী সীতা?

বশিষ্ঠ। তুমি ছিলে কিসে অপরাধী

যাহে হ'য়েছিলে বনবাসী ! কিসে কুম্ভকর্ণ আদি
দোষী ছিল, যাহাদের নিধন করিলে সেই রণে,
ভ্রাতৃ-পিতৃ-আজ্ঞাবহ স্বদেশ-বৎসল বীরগণে ?
কোন্ অপরাধে পুত্র পিতার ব্যাধির জন্য বহে
রোগের দুঃসহ দুঃখ ? বলো কোন্ অপরাধে সহে
ধনহীন অনশন যন্ত্রণা, ধনীর অন্তঃপুরে
যবে নিত্য স্বাদু অন্ন পুষ্ট করে বিড়াল কুক্কুরে ?
—এ বিশ্বে কে তুমি কেবা আমি ? কেহ নহে আপনার ;
সমাজরক্ষিত সম্পত্তি সে, সমাজের অধিকার।
ব্যক্তির সর্বৈব ইচ্ছা সম্পদ, ব্যক্তির সর্বসুখ,
বলি দিতে হবে সমাজের পদে ; নাইবা থাকুক
কোনো অপরাধ। ব্যাপি' এ ব্রহ্মাণ্ড, বিরাট প্রবাহে
চলিয়াছে অনন্ত নিয়মস্রোত অব্যাহত। তাহে
ভেসে যায় নরনারী ; নাহি সাধ্য রোধিতে তাহারে ;
যুদ্ধ করে তার সঙ্গে শুদ্ধ শীঘ্র মগ্ন হইবারে।
স্বর্গ ও নরক, পাপ পুণ্য—নহে সৃষ্ট বিধাতার ;
অপরাধ ? এ জগতে কে করিবে কাহার বিচার ?
কহিছে সমাজ 'নরহত্যা পাপ' ; সংগ্রামে বিগ্রহে
হয় যে সহস্র নরহত্যা,—পাপ তাহারে কে কহে ?
বিধাতা ?—তাঁহার স্বীয় শত হত্যা, শত অত্যাচার,
মুহূর্তে মুহূর্তে বিশ্বে,—কে গণিবে কে করে বিচার ?

রাম। তবে পাপ পুণ্য নাই ?

বশিষ্ঠ। নাই।—প্রশ্ন করো ঝটিকায়,
সে বলিবে 'নাই' ; প্রশ্ন করো ঘোর প্রবল বন্যায়,
সে বলিবে 'নাই' ; যাও প্রশ্ন করো অশনিসম্পাতে,
ভূমিকম্পে, দাবানলে, জরায়, দুর্ভিক্ষে, সর্পাঘাতে ;
সকলে বলিবে এক বাক্যে 'নাই, পাপ পুণ্য নাই'।
সমাজের অমঙ্গলকর কার্য যাহা সব, তাহাই
পাপ, রঘুবর। পাপ পুণ্য সমাজের দণ্ডবিধি ;
আর তুমি অধিষ্ঠিত সেই সমাজের প্রতিনিধি ;
সমাজের ভৃত্যমাত্র।

রাম। গুরুদেব ! বুঝি না এ বাণী !
তুমি আজ্ঞা কর আমি কার্য করি—এইমাত্র জানি।

বশিষ্ঠ। যাও রঘুবীর ! যাও স্বকর্তব্য সাধো মহারাজ !
বিপ্রজাতি এর চেয়ে ক'রেছিল তিক্ততর কাজ ;

ক'রেছিল পিতার আজ্ঞায় মাতৃসংহার ভার্গব।
—পত্নীত্যাগ হ'তে তিক্ত মাতৃবধ। অতীব সুলভ
নহে রাজধর্ম।

রাম। দাও পদধূলি দেব!

বশিষ্ঠ। যাও বীর—
ইক্ষ্যাকুলের দীপ। শিব হোক্ অযোধ্যাপতির।

নিষ্ক্রান্ত

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—উর্মিলার কক্ষ। কাল—রাত্রি

লক্ষ্মণ ও উর্মিলা

উর্মিলা। কে কহিল?
লক্ষ্মণ। আপনি রাঘব।
উর্মিলা। এ প্রলাপবাণী—অসম্ভব।
লক্ষ্মণ। উর্মিলা এ অতি সত্য বাণী।
উর্মিলা। সত্য?
লক্ষ্মণ। সত্য।
উর্মিলা। কেন?
লক্ষ্মণ। নাহি জানি
কেন? জানি এই মাত্র স্থির
প্রজাগণ চাহে জানকীর
নির্বাসন-দণ্ড।
উর্মিলা। (দীর্ঘনিঃশ্বাস সহ)
অভাগিনী!
সীতা মোর! প্রাণের ভগিনি!
—অটল-প্রতিজ্ঞ তিনি তবে?
লক্ষ্মণ। অস্থির-প্রতিজ্ঞ রাম কবে?
উর্মিলা। কোথা তিনি?
লক্ষ্মণ। রুদ্ধ স্বীয় কক্ষে,
নীরব আনত শুষ্ক চক্ষে,
ধূলাসনে! রাজ পরিবার
ভিন্ন তিনি অগম্য সবার।
—উর্মিলা একটি কথা আছে।
এই বার্তা মহিষীর কাছে

তোমায় কহিতে হবে।

উর্মিলা। (চমকিয়া) আমি!

লক্ষ্মণ। প্রিয়তমে! অযোধ্যার স্বামী
দিয়াছেন এ হস্তে আমার,
তার চেয়ে গুরুতর ভার—
সীতা-নির্বাসন-দণ্ড। গিয়া
সঙ্গে তাঁর, আমারি রাখিয়া
আসিতে হইবে প্রিয়তমে,
মহিষীকে, বাল্মীকি-আশ্রমে।

উর্মিলা। (ভাবিয়া) তবে যাই সীতা-সন্নিধানে।

লক্ষ্মণ। উর্মিলা! অতীব সাবধানে,
অতি সন্তর্পণে, অতি ধীরে,
কহিও এ বার্তা মহিষীরে।

উর্মিলা। নাহি জানি, কি কহিবে সীতা!
—সদা শঙ্কাকুলা, সদা ভীতা
পাছে সে হারায় নাথে; হায়
কি জানি ঝরিয়া বুঝি যায়
শুভ্র নম্র যূথিকার মত,
নিদাঘ মধ্যাহ্নে—

লক্ষ্মণ। তীব্রক্ষত
মুছাও তাহার ধীরে প্রিয়ে,
তোমার অসীম স্নেহ দিয়ে।

নিষ্ক্রান্ত

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—রাজসভা। কাল—প্রভাত

সভাভঙ্গান্তে সিংহাসনারূঢ় একাকী রাম

রাম। এইত রাজত্ব;—এ সোণালি-করা
লৌহের শৃঙ্খল; কালকূট ভরা
স্বর্ণ পাত্র; এই অন্তঃসারশূন্য
গৌরব; এ পাপ—পরি' শুধু পুণ্য-
ছদ্মবেশ; স্বর্ণ পিঞ্জরেতে বাস
বিহঙ্গের;—এই কদর্য বিলাস।
এই পদলাভ করিতে নরত

হত্যা, মিথ্যা, দ্বন্দ্ব, প্রতারণা শত,
করিছে মনুষ্য বিশ্বময় নিত্য ;
হইবারে শুদ্ধ অপরের ভৃত্য।
পরাতে ভরতে এ দৃঢ় শৃঙ্খল,
বিমাতা কৈকেয়ী কত না কৌশল
খেলিলেন হায়।—শুধু দূর হ'তে
দেখে সবে, হিংসে, উত্তুঙ্গ পর্বতে ;
কিন্তু দেখেনাক কেহ হায়, তার
নিঃসঙ্গিতা : শুষ্ক পাষাণের ভার—
নিদাঘ উত্তপ্ত, হিমাবৃত শীতে ;
শুনে না তাহার অন্তরে নিভৃতে
পাষাণ ফাটিয়া উঠিছে কি কথা ;
তথাপি সে শুষ্ক অন্তরের ব্যথা
অন্তরে মিলায়।

ক্লেশ, চিন্তা, শ্রান্তি,
ভরা এ জীবন!—অনন্ত অশান্তি।
বিসর্জিতে হবে দয়া মায়া স্নেহ ;
আমরণ শুদ্ধ আশঙ্কা, সন্দেহ।
সদা ভয় শুদ্ধ কোথা কোন্ ছিদ্র
দিয়া পশে মন্দ। অতীব দরিদ্র,
নীচাদপি নীচ প্রজা, এর চেয়ে
সুখী। নিত্য শ্রম করে, পুষ্টদেহে
শ্রমলব্ধ অন্নে। ফিরে নিজ ধামে ;
শ্রমলব্ধ তার বিশ্রব্ধ বিশ্রামে,
কাটায় রজনী নিশ্চিন্ত হৃদয়,
ক্লান্তিসুকোমল প্রেমপুষ্পময়
অনাবৃত ভূমে। শুধায় না কেহ
যোগ্যপাত্রে ন্যস্ত কি না তার স্নেহ।
অহো কি বাঞ্ছিত সেই স্বাধীনতা!
অহো কি নির্মল সুপবিত্র কথা
দীনতম কৃষকের ইতিহাস!
দুর্গন্ধময় এ গ্লানির নিশ্বাস
পশে না তাহার ক্ষুদ্র অন্তঃপুরে ;
হৃদয় হইতে, ছিঁড়ে ল'য়ে, দূরে,
ফেলে দিতে নাহি চায় কেহ তার

প্রাণ হ'তে প্রিয় প্রেমপূত হার।
অহো কি কঠিন!—কি অভাগা রাম!
হায় রাজ্য ছাড়ি', যদি পারিতাম
কোন দূর বনে গিয়া, শান্তিময়,
পবিত্র, অতুল, অনন্ত, অক্ষয়,
বিশ্রামবিভবে কাটাইতে দিন!
—নৃপতির কাজ অহো কি কঠিন।

ভরতের প্রবেশ

ভরত। এ কি শুনি মহারাজ!

রাম। কি এ কথা
ইতিমধ্যে রাষ্ট্র নগরে সর্বথা?

ভরত। না ভূপতি, শুদ্ধ প্রাসাদ ভিতর;—
তবে ইহা সত্য?

রাম। সত্য প্রিয়বর।

ভরত। করিয়াছ স্থির?

রাম। করিয়াছি স্থির।

ভরত। অসম্ভব ইহা।—তুমি রঘুবীর,
ধর্মনিষ্ঠ, ন্যায়পর, বুদ্ধিমান;
এ নিষ্ঠুরতা কি তোমার বিধান?
—ইহা অসম্ভব।

রাম। নহে অসম্ভব!
কি বলিব বৎস! তুমি জানো সব;
জানো, সীতাত্যাগ আজি চাহে সবে
অযোধ্যার প্রজা?

ভরত। মহারাজ! তবে
তারা যাহা চাহে তাই দিতে হবে?
অযোধ্যার প্রজা আজি যদি চাহে
করিতে নিরুদ্ধ সরযূপ্রবাহে;
ছিঁড়িয়া আনিতে কৈলাসশিখরে,
ফেলে দিতে পঙ্কে টানি' মহেশ্বরে;
কিম্বা ইচ্ছা যদি অযোধ্যাবাসীর
বিচূর্ণ করিতে প্রাসাদ, মন্দির,
হর্ম্ম্য, দেবালয়, নগরে নগরে;
জ্বালাইতে পল্লী, বিশ্ব চরাচরে
খুলে দিতে অরাজক হাহাকার;

বিশৃঙ্খল নীতি করিতে প্রচার
রাজ্যময় ; তারা চায় যদি শির
বন্ধু, মন্ত্রী, ভ্রাতা, জায়া, জননীর ;
তাও দিতে হবে ?—আজি এই রীতি
অযোধ্যার রাজ্যে এই রাজনীতি !
—কোথা সীতা দেবী, কোথায় কুক্কুর
অযোধ্যার প্রজা ! কোথায় সুদূর
নীলাকাশে শুভ্র নক্ষত্রের ভাতি ;
কোথায় কর্দমে ঘৃণ্য কীটজাতি !

রাম। কি বলিব প্রাণাধিক ! অন্যপথ
বাছিবার নাহি। শুনিবে ভরত,
—ইহা কুলগুরু বশিষ্ঠ-আদেশ।

ভরত। বুঝিয়াছি তবে।—সেই শুক্লকেশ,
দীর্ঘশ্মশ্রু, রুক্ষ, শীর্ণকৃশকায়,
শুষ্কপ্রেমস্নেহ দীর্ঘ তপস্যায়,
বশিষ্ঠের এই আদেশ কঠিন !
কি বুঝিবে সেই দয়ামায়া হীন,
নির্লিপ্ত সে বিপ্র চিন্তাকূপে অন্ধ,
—সংসারে প্রেমের পবিত্র সম্বন্ধ ?
রমণীর প্রেম কি সান্ত্বনাময়,
সতীর গভীর কোমল হৃদয় ?
সে বিপ্রবশিষ্ঠ-আদেশে অযত্নে
ছুঁড়ে ফেলে দিবে এ অমূল্য রত্নে
দূর পঙ্কে ?—যদি ভূপতি তোমার
সতী সাধ্বী প্রতি এই ব্যবহার,
কে করিবে আর নারীর সম্মান ?
দুর্বল সহিষ্ণু রমণীর প্রাণ
হবে তাহা হ'লে পুরুষের ক্রীড়া,
বিশ্বে ঘরে ঘরে। তার মনঃপীড়া
হইবে পতির উপহাসদ্রব্য ;
শিথিল হইবে পতির কর্তব্য
অবলার প্রতি, প্রতি ঘরে ঘরে,
দেশ দেশ জুড়ি' ভারত ভিতরে।

রাম। ভরত এ সব বৃথা যুক্তি আর—
অটল স্থির এ সংকল্প আমার।

ভরত। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া)
যদি এই স্থির, তবে অযোধ্যার
অতীব দুর্দিন।—কি কহিব আর।
যদি এই স্থির, অযোধ্যাপতির
সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা, তবে এও স্থির,
আমি রহিব না এ অযোধ্যাধামে ;
যাব কোন দূর পুণ্য বন গ্রামে,
যেখানে নাহি এ নিষ্ঠুর বিধান ;
সতীর সাধ্বীর এই অপমান ;
ন্যায়ের নীতির এ বিপ্লব, আর
এ অরাজকতা, এই অবিচার।
ছেড়ে যাব এই রাজ্য এই পুর—
রাম। ভরত—ভরত তুমিও নিষ্ঠুর!

শান্তার প্রবেশ

শান্তা। মহারাজ! ক্ষমা কর এ আমার
প্রবেশ এস্থানে, এ অনধিকার
চর্চা রমণীর। কিন্তু যেই কথা
শুনিতেছি আমি, মনে বড় ব্যথা
পাইয়াছি, তাই ছাড়ি' অন্তঃপুর
রমণীর লজ্জাভয় করি' দূর,
এসেছি এখানে।—ক্ষম মহারাজ!
কিন্তু অন্তঃপুরে একি শুনি আজ?
একি সত্য?
রাম। সত্য।
শান্তা। সত্য এ বারতা?
কি আশ্চর্য! রাম! কহিতে এ কথা
বিকম্পিত হইল না কণ্ঠস্বর?
আসিল না অশ্রু নেত্রে রঘুবর?
রাম। শুনিবে ভগিনী? সীতা-নির্বাসন
রাজ্যে শান্তিহেতু আজি প্রয়োজন।
শান্তা। রাজ্যে শান্তিহেতু সীতা-বনবাস!
—একি ব্যঙ্গ রাম? একি উপহাস?
সীতা-নির্বাসন শান্তিরক্ষাতরে!
কে বলিল? কে ও শ্রবণ কুহরে
ঢালিল এ বিষ? তব বাম পাশে

কারে বসাইতে গুপ্ত অভিলাষে
করিল মন্ত্রণা? একি প্রহেলিকা?
মহারাজ্ঞী রাজ্যে অশান্তির শিখা?
তবে বুঝি সীতা দূরাদপি দূরে
নিভৃতে বসিয়া রাজঅন্তঃপুরে
ষড়যন্ত্র করি' তবে বিদ্রোহ কি
গোপনে লালন করিছে জানকী?
বলো বলো রাম, আমি মূর্খ নারী
রাজ-নীতি বড় বুঝিতে না পারি।

রাম। ছাড়ো ব্যঙ্গ। শুন, প্রজা অযোধ্যার,
আজি একবাক্যে চাহিছে সীতার
নির্বাসন-দণ্ড।

শান্তা। এই মাত্র? তাই?
—কোন্ অপরাধে শুনিতে কি পাই?

রাম। জানি না ভগিনী—আমি কোন্ মুখে
উচ্চারিব তাহা তোমার সম্মুখে।
সেই কুৎসাবাণী অশ্রাব্য তোমার।

শান্তা। তথাপি শুনিব—কি দোষ সীতার
দেখিল তাহারা; এই ভিক্ষা মাগি
শুনে তাহা আমি কলঙ্কের ভাগী
হই হব।—বল, করি এ মিনতি!

রাম। বলিছে প্রজারা জানকী অসতী।

শান্তা। জানকী অসতী!!! মহারাজ! সত্য!
বলিছে তাহারা?—বাতুল।—উন্মত্ত!
—রটাইল কোন্ সুনিপুণ গুণী?
—জানি না হাসিব কি কাঁদিব শুনি'
এই কথা আজি! ক্ষমা কর মোরে,
একি পরিহাস? একি ঘুম ঘোরে
এ কোনো দুঃস্বপ্ন দেখিতেছি নাকি?
জানকী অসতী? আরো কিছু বাকি
আছে বলিবার? শুনিয়াছি ঠিক?
বল তবে "সূর্য বুঝি পূর্বদিক
অস্ত যায়, উঠে পশ্চিমে; তড়িৎ
জন্মে ভূমিতলে; কমল কুৎসিত;
দাহময় চন্দ্র; স্নিগ্ধ হুতাশন।"

বলে' যাও তবে—"স্থির সমীরণ ;
চঞ্চল পর্বত ; কঠিন সলিল।"
ব'লে যাও "শুভ্র শুভ্র নহে ; নীল
তবে নীল নহে।"—সতীত্বেরই নাম
সীতা,—মহারাজ!—আমি জানিতাম।
নির্মল প্রভাতযূথিকার মত,
নক্ষত্রের মত পবিত্র ; নিয়ত
পতি মাত্র ধ্যান—সে সীতা অসতী!!!
জানি না কি ভ্রমে তুমি রঘুপতি
পড়িয়াছ আজি। এই কুৎসাবাণী,
ক'রেছ বিশ্বাস?—মহারাজ জানি,
রাজ-নীতি নহে কার্য রমণীর ;
প্রশ্ন করা তর্ক করা নহে।—ধীর
নীরব সহিষ্ণু সম বসুন্ধরা,
রমণীর কার্য শুদ্ধ সহ্য করা।
মিথ্যা গ্লানি নিত্য বিপক্ষে তাহার
এই বিশ্বময় হ'তেছে প্রচার।
তার কার্য নহে তাহে কর্ণপাত।
তাহার কর্তব্য বিপক্ষ আঘাত
বক্ষ পেতে লওয়া। সে শুদ্ধ করিবে
সেবা স্নেহ ভক্তি ; অকাতরে দিবে—
পায় কিম্বা নাহি পায় প্রতিদান,
লক্ষ্য নহে তার। রমণীর প্রাণ
অনেক সহিতে পারে বটে, তবু
তারো সীমা আছে, শেষ আছে কভু।
যদি পায় পদে উৎসর্গিয়া প্রাণে
বক্ষে পদাঘাত, প্রেম প্রতিদানে
নির্বাসন, দয়াপ্রতিদানে পৃষ্ঠে
ছুরিকা আঘাত তাহার অদৃষ্টে ;
সারল্যের বিনিময়ে কপটতা,
বিশ্বাসের বিনিময়ে কৃতঘ্নতা ;
তাহাও সহিতে হইবে নীরবে,
নিত্য, বিশ্বময়, মহীপতি!—তবে
এই দণ্ডে রাজনীতি এ জগতে
লুপ্ত হ'য়ে যাক বিশ্বপৃষ্ঠ হ'তে।

কৌশল্যার প্রবেশ

কৌশল্যা। বাছা রাম!

রাম। মা মা তুমি যে এখানে?

কৌশল্যা। যে দারুণ কথা শুনিলাম কানে
কেমনে রহিব স্থির অন্তঃপুরে
প্রাণাধিক! তুই কি রাজবধূরে
রাজ্যের লক্ষ্মীরে দিবি বনবাস
এ কি সত্য বাছা?

রাম। সত্য মা।

কৌশল্যা। বিশ্বাস
করিব এ কথা? তুই ন্যায়বান্,
সে যে তোরে জানি আপনার প্রাণ
হ'তে ভালবাসে। রাজার দুহিতা
রাজার গৃহিণী, অভাগিনী সীতা;
মোর ঘরে এসে পায় নাই সুখ;
তার প্রতি শেষে তুইও বিমুখ?
শোন্ বাছা রাম!

রাম। জননি তুমিও—?

কৌশল্যা। রাম কথা রাখ্। প্রাণাধিক প্রিয়
বৎস, কথা রাখ্। নহিস্ অবোধ,
ছাড়্ এ সংকল্প, রাখ্ অনুরোধ।

রাম। তুমিও করোনা অনুনয় মাতা
পারিব না তাহা রাখিতে।

কৌশল্যা। বিধাতা
সাক্ষী, আমি ইহা করিতে দিব না।
জীবিত থাকিতে।

রাম। হায় বিড়ম্বনা!

কৌশল্যা। তুই ন্যায়বান্ তুই ধর্মনিষ্ঠ—

রাম। জানোনা মা ইহা মহর্ষি বশিষ্ঠ-
আদেশ—

কৌশল্যা। হউক বশিষ্ঠ আদেশ
ইহার পালনে নাহি ধর্মলেশ।
এ নহে উত্তম, ন্যায়পর কাজ।
এ কার্য হইতে দিব নাক আজ।

রাম। সত্য করিয়াছি—

কৌশল্যা। আমিও কি সত্য
করি নাই তোরে এ পাপ উন্মত্ত
আত্মঘাতী কাজ করিতে দিব না ?
রাম। মা মা, স্থির হও, কর বিবেচনা।
কৌশল্যা। করিয়াছি। ইহা দিব না করিতে।
—মাতৃআজ্ঞা চেয়ে তোর কি নীতিতে
গুরু-আজ্ঞা বড় ?—কে তোরে জঠরে
ধ'রেছিল রাম ? কে তোর অধরে
দিয়াছিল কথা ? স্নেহে বক্ষে ধরি'
কে পালিয়াছিল দিবস শর্বরী ?
গুরু না জননী ?—একবার তবে
গুরুর আজ্ঞাটি উল্লঙ্ঘিতে হবে
মায়ের আজ্ঞায়। প্রথম ও শেষ
এ আমার ভিক্ষা—গুরুর আদেশ
এর চেয়ে বড় ?—দেখ্ সীতা লাগি'
মাতা তোর আমি আজ ভিক্ষা মাগি—
—দিবিনে ?
রাম। মা মা মা কি করিলে আজ !
তুমি ভূমে, আর আমি মহারাজ
হ'য়ে বসে' আছি নিজ সিংহাসনে ?
হারায়েছি জ্ঞান ?—সজল নয়নে,
তুমি ভিক্ষা চাও, আমি দিব না তা ?
হউক তোমার ইচ্ছা পূর্ণ, মাতা।
তুমি পূজ্য মাতা, তুমি পদতলে,
মলিন, ধূসর, নয়নের জলে,
ভিক্ষা মাগো, আমি উচ্চে বসি' আর
বলিব "দিব না ?"—জননী আমার !
সত্য ভঙ্গ হোক্, ভস্ম হোক্ রাম ;
মা তোমার হোক্ পূর্ণ মনস্কাম।
কৌশল্যা। দীর্ঘজীবী হও প্রাণাধিক ! আর
কি বলিব বৎস ! বৃদ্ধ কৌশল্যার
এই আশীর্বাদ—এ অমূল্য রত্নে
রাখিস্ হৃদয়ে চিরদিন যত্নে।

প্রস্থান

শান্তা। আমি যাই এই—শুভ সমাচার

অন্তঃপুরে লয়ে'   ঘুচিল সবার
সকল আশঙ্কা।

প্রস্থান

রাম। পূর্ণ মনস্কামে
চলে' যাও সব, ছেড়ে যাও রামে।

সকলের প্রস্থান

রাম কি ক'রেছি আমি দেখি, বুঝি দেখি।
ভাঙ্গিয়াছি সত্য।—দেখি দেখি, একি!
করিয়াছি ভঙ্গ স্বীয় অঙ্গীকার।
অচিরে এ কথা জানিবে সংসার।
'সত্য ভাঙ্গিয়াছে রাম নরপতি!'
দূর ভবিষ্যতে অজাত সন্ততি
সূর্যবংশে—দিবে সহস্র ধিক্কার—
'ভেঙ্গেছিল রাম সত্য আপনার'
—যে সত্যরক্ষায় রাজা দশরথ
ত্যজিল জীবন—হাসিবে জগৎ।
স্বর্গে দেবগণ দেখি' এই পণ্ড
লজ্জায় রক্তিম ফিরাইছে গণ্ড।
রক্ষা কর স্বর্গে দেবগণ সবে
সত্যভঙ্গকারী দুর্ভাগ্য রাঘবে।
জানু পাতিয়া প্রার্থনা

সীতার প্রবেশ

সীতা। প্রাণেশ্বর!
রাম। প্রিয়তমে!
সীতা। একি? তুমি
পরিপাণ্ডু বিকম্পিতদেহ ভূমি-
বিলুণ্ঠিত প্রিয়তম! উঠ
রাম সতি!
স্পর্শ করিও না। তুমি পুণ্যবতী,
আমি পাপী। নাহি এ পাপের সীমা।
আমি আনিয়াছি কলঙ্ককালিমা
ইক্ষাকুর বংশে।
সীতা শুনিয়াছি সব।
উঠ প্রাণেশ্বর!—জীবনবল্লভ!
সর্বস্ব আমার! সম্ভব কি তাও?

সীতার কারণে তুমি ব্যথা পাও,
প্রাণাধিক ?—উঠ তব যশ পুণ্য
রহিবে অটুট, রহিবে অক্ষুণ্ণ ;
পিতৃসত্য তুমি রেখেছিলে প্রভু ;
আমিও রাখিব পতিসত্য। কভু
মলিন না হবে তব পুণ্যরশ্মি
সীতার কারণে। উঠ হে যশস্বী!
এই বক্ষ পাতি' দিব হাসি মুখে,
তুমি দলি' তাহে চলে' যাও সুখে
যশের মন্দিরে। তোমারে উদ্বিগ্ন
দেখিবে বসিয়া সীতা! সীতা বিঘ্ন
তোমার সুখের!—চিন্তা কর দূর ;
ছেড়ে যাব আমি এ অযোধ্যাপুর।

রাম। এখনো বাহির হয় নাই প্রাণ ?
আমি কি পিশাচ ? আমি কি পাষাণ ?

সীতা। উঠ নাথ তবে, তব হাসিমুখ
দেখে যাই—ইচ্ছা শুধু এই টুক।—

রাম। একি ঘোর বাত্যা ?—নয়নের পাশে
একি অন্ধকার ঘনাইয়ে আসে।
কল্লোলে সমুদ্র বক্ষের ভিতর।
সীতা কোথা তুমি ? সীতা!—

সীতা। (রামকে বক্ষে করিয়া) প্রাণেশ্বর।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—বাল্মীকির তপোবন। কাল—অপরাহ্ন

সীতা ও বাসন্তী

(দূরে তাপস বালক-বালিকাদিগের গীত)

এই সব—হে অসীম হে ব্যোমবিহারী
দেবব্রহ্ম!—এ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তোমারি
খণ্ডরূপ। মহাশূন্য অব্যয় অক্ষয়
তোমারি জ্যোতিতে কাঁপে।—মহাশক্তিময়!—
তোমারি শক্তিতে ঘুরে প্রদীপ্ত আকাশে

বিক্ষিপ্ত বিপুল পৃথ্বী। তোমারি নিঃশ্বাসে
প্রশ্বসে অসীম বিশ্ব। নিত্য নিভে জলে
কোটি সূর্য কোটি চন্দ্র তব পদতলে।
আসে যায় রাত্রি দিবা নিত্য। নৃত্য করি
আবর্তে বসন্ত বর্ষা ধরণী উপরি।
গভীর গর্জনে বজ্র তোমারি মহিমা
নির্ঘোষে। * তোমারি সৌম্য নম্র মধুরিমা
সুগন্ধ কুসুমে হাসে। তুঙ্গ শৈলশির,
উচ্চ সানু, ঘন নীল জলধি গম্ভীর,
নির্মল নির্ঝরকান্তি, ভূকম্প, ঝটিকা,
ধীর স্নিগ্ধ মলয়, মাধুরী মাধবিকা,
দুর্ভিক্ষ উলঙ্গ, শস্যশ্যামলতাছবি,
মনুষ্য, পতঙ্গ, কীট, নগর, অটবী,
ক্রোধ, স্নেহ, সুখ, দুঃখ ;—এ নিখিল ভূমি—
সর্ববিশ্বে সর্বভূতে—বিরাজিত তুমি।

সীতা। কি মধুর! স্তম্ভিত জলদমন্দ্র সম
শান্ত গীতধ্বনি। স্নিগ্ধ তপ্তপ্রাণ মম
আকণ্ঠ করিয়া পান এ স্বর্গীয় সুধা,
যায় ক্লেশ, ক্লান্তি, সর্ব তৃষ্ণা, ক্ষুধা;
বল পাই দুর্বল হৃদয়ে—

বাসন্তী। অভিরাম
সৌম্য মধুময় দিদি এই বনগ্রাম ;—
স্নিগ্ধ কান্ত অতি শান্ত চির পুণ্যভরা ;
এর জন্য শুষ্ক রাজ্যভোগ ত্যাগ করা
নহে সুকঠিন।

সীতা। —হায় পঞ্চবটী বনে
থাকিতাম যবে কোন্ প্রিয়তম সনে—

বাসন্তী। সে কথা স্মরিয়া কাজ নাই—যাও ভুলি'।
এই দেখ কুরঙ্গিণী গর্বে শৃঙ্গ তুলি'
খেলা করে বৎসসনে—আহা কি সুন্দর!
শুনিছ না অবিশ্রান্ত নদীকুলুস্বর
ওই দূরে?—আশ্চর্য, ও বটশাখামূল
চুম্বে ধরা। কি সুন্দর ও বিহঙ্গকুল!
এই পল্লবিত কুঞ্জ দেখ কি সুন্দর ;

ওই খর্ব গিরিশৃঙ্গ বড় মুগ্ধকর,
ও তরঙ্গায়িত ক্ষেত্রে।

সীতা। কি দেখিব সখি!
কি দেখিব লো বাসন্তী,—যে দিকে নিরখি,
নিরখি সে একই দৃশ্য—রাঘবের মুখ;
মনে জাগে শুধু সখি সে অতীত সুখ,
তাঁর চিন্তা তাঁর ছবি রহে চক্ষে ভাসি;
জানিস্ কি লো বাসন্তী, কত ভালোবাসি
নাথে মোর?—রাখিয়াছি চাপি' এই ক্ষুদ্র
বক্ষে মোর ক্ষুব্ধ এক উত্তাল সমুদ্র;
শৃঙ্খলিত করিয়াছি মোর সব সাধ
শুষ্ক তপস্যায়; তবু ভেঙে যায় বাঁধ
অসতর্ক মুহূর্তে কখনো;—জেগে ওঠে
ঘুমন্ত সে প্রেম; রুদ্ধ অশ্রুবারি ছোটে,
উন্মত্ত উচ্ছ্বাসে। বোন্ তোর নিদ্রাহীন
ব্যগ্রতা, আগ্রহ, মোরে ঘিরে নিশি দিন
আছে লো—এ দুঃখ বক্ষে শেল সম বাজে—
আমি নিজে অভাগিনী, যাহাদের মাঝে
এসেছি তাদেরও লই টানিয়া আমার
দুঃখের আবর্তে।

বাসন্তী। দিদি হাসে কি সংসার
যবে মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্র?—হাসে কি যামিনী?
ভুলে যাও—সেই সব কথা সুহাসিনী!
আমরা তাপসী দিদি, প্রণয়ের কথা
—অলীক দুঃস্বপ্ন বাতুলের বাতুলতা।
দেখি কোথা কুশীলব।

প্রস্থান

সীতা। কম্র সন্ধ্যা আসে;
জগৎ রঞ্জিত স্বর্ণবর্ণে; নীলাকাশে
মেঘখণ্ড নাই; স্তব্ধ মুগ্ধ অরণ্যানী
চাহে অনিমেষনেত্রে, তুলি' মুখখানি
আকাশের পানে; বিশ্ব-নিষ্কম্প, নীরব,
মগ্ন অর্চনায়—সেই সব, সেই সব,
যেরূপ সুন্দর শান্ত পঞ্চবটী বন।
কোথা তুমি কোথা তুমি হৃদয়ের ধন,

প্রিয়তম ?—কোথা তুমি ?—পারিনা যে আর
নিরুদ্ধ করিতে অশ্রু নয়নে আমার।

প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—রাজসভা। কাল—প্রাহ্ণ

রাম ও লক্ষ্মণ

রাম। গিয়াছে ভরত রাজ্য ছাড়ি' আজি প্রিয়বর!—দূরে
গিয়াছে মাণ্ডবী সঙ্গে। গিয়াছে শত্রুঘ্ন মধুপুরে।
শূন্য রাজ্য! শূন্য এ প্রাসাদ।—শুদ্ধ দেবতার মত
সৌমিত্রি!—প্রগাঢ় প্রেমে আছো রামে ঘেরিয়া সতত।

কতিপয় ঋষি সহ বশিষ্ঠের প্রবেশ

বশিষ্ঠ। দাক্ষিণাত্য হ'তে মহারাজ, এই ঋষি কয়জন
আসিয়াছে অভিযোগ করিতে তোমারে নিবেদন।

রাম। ভাগ্যবান্ আমি দেব!—পবিত্র অযোধ্যা আজি তায়;
পুণ্য এ প্রাসাদ আজি ঋষিদের চরণ ধূলায়।—
ঋষিগণ! আজি কোন্ গরিষ্ঠ আদেশে রামে আজ
করিবেন ধন্য?

বশিষ্ঠ! কি বক্তব্য ঋষিগণ?

১ম ঋষি। মহারাজ!
মৃত পুত্ররত্ন মোর।—

রাম। তারে বাঁচাইতে হবে মুনি?
সঞ্জীবনীমন্ত্র নাহি জানি ঋষি!

বশিষ্ঠ। মহারাজ! শুনি
দক্ষিণে শৈবলপতি শূদ্ররাজ শম্বূক সম্প্রতি
করিছে তপস্যা, বেদপাঠ, ধর্মকর্ম, নরপতি,
—অশাস্ত্রীয় কাজ। তাই এই দুর্ঘটনা, অত্যাচার।

রাম। কি করিব গুরুদেব?

বশিষ্ঠ। প্রাণদণ্ড বিধান তাহার।

লক্ষ্মণ। শাস্ত্রচর্চা অশাস্ত্রীয়?

বশিষ্ঠ। হাঁ, শূদ্রের।

লক্ষ্মণ। অশাস্ত্রীয় যাগ?

বশিষ্ঠ। হাঁ, শূদ্রের।

রাম। যথা আজ্ঞা তাহাই করিব মহাভাগ।

যাইব দণ্ডকে নিজে সসৈন্যে।

ঋষিগণ। ভূপতি জয় হোক্,
দূরে যাক্ অকল্যাণ। দূরে যাক্ সর্ব দুঃখ শোক।

ঋষিগণের সহিত বশিষ্ঠের প্রস্থান

রাম। দাক্ষিণাত্যে! সেইখানে পঞ্চবটীবন। সেইখানে
যাপিয়াছি জীবনের প্রভাত। জীবন অবসানে
একবার সেইস্থান দেখিতে বাসনা প্রিয়বর!
মনে পড়ে সেই পঞ্চবটী?

লক্ষ্মণ। জাগে নিত্য, নিরন্তর,
অন্তরে সে কথা আর্য! স্মরণে জাগিবে আজীবন

রাম। পুণ্যস্মৃতিময় স্থান বৎস, সেই পঞ্চবটীবন;
আমি যাব তীর্থস্থানে। যাবে বৎস?

লক্ষ্মণ। সেই অভিলাষ
আমারও অন্তরে জাগে নিয়ত।

রাম। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) লক্ষ্মণ! অবকাশ
হইল না দেখাইতে কৃতজ্ঞতা কভু প্রিয়বর,
দেখাইতে অন্তরের স্নেহ। বন্ধু তোমার অমর
অক্ষয় অনন্ত কীর্তি—চিরদিন ঘোষিবে জগৎ;—
তোমার পবিত্র প্রীতি,—তোমার বিশাল সুমহৎ
চরিত্র, তোমার অনুপম স্বার্থত্যাগ—যেইদিন
শক্তিশেল বাজিল তোমার বক্ষে; প্রবাহিল ক্ষীণ,
ক্ষত হতে রক্তস্রোত, দেখিয়াছিলাম অন্ধকার
চক্ষে মোর। সেইদিন তুমি ভাই, বুঝেছি আমার
প্রাণাধিক:—সেইদিন বুঝেছি আমরা অবিচ্ছেদ;
সেইদিন জেনেছি সংসারসিন্ধুহৃদয়ে, অভেদ
আমরা যুগলযাত্রী একতরীক্রোড়ে আজীবন।
চল বৎস—এইক্ষণে অন্তঃপুরভবনে লক্ষ্মণ!

নিষ্ক্রান্ত

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—ভরতের মাতুলালয়। কাল—সায়াহ্ন

ভরত ও মাণ্ডবী

মাণ্ডবী। পঞ্চবটীবনে? কেন পুনর্বার?

ভরত। যুদ্ধ করিবারে।—এই মাত্র তাঁর

আসিয়াছে দূত। করিয়া মিনতি
লিখেছেন এক পত্র রঘুপতি,
আহ্বান করিয়া আমারে অচিরে
যাইতে আবার অযোধ্যায় ফিরে।
—কি করি মাণ্ডবী, বল।

মাণ্ডবী দেখি পত্র।

ভরত। এই দেখ। এই কতিপয় ছত্র।
কতিপয় ছত্র পত্রে—বটে সত্য,
কিন্তু বিকাশ কি চরিত্র মহত্ত্ব,
কি কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, কি নিগূঢ় ব্যথা,
কি সংযম, ধৈর্য্য, স্তব্ধ বিশালতা,
এই ক্ষুদ্র পত্রে। এই পত্রে কভু
সীতার উল্লেখ মাত্র নাই। তবু
দেখিছ এ ক্ষুদ্র লিপির ভিতরে
প্রতিছত্রে সীতা; প্রত্যেক অক্ষরে
সীতা; অক্ষরের প্রতি ব্যবধানে
সীতা।

মাণ্ডবী। (পাঠ সমাপ্ত করিয়া) তবু তাঁরি নিষ্ঠুর বিধানে
নির্ব্বাসিতা সীতা।

ভরত। জানি!—মনে পড়ে
সেই দিন। সেই দিবা দ্বিপ্রহরে
সেদিন বৈদেহী—সঙ্গে ম্লান, মৌন
সৌমিত্রি—অযোধ্যা ছাড়ি' অতি গৌণ
নিঃশব্দ সশঙ্কগতি পুষ্পরথে,
চড়ি' চলিলেন বনে। রাজপথে
জনারণ্য। রাণী উপরেতে হেন
লক্ষ কৌতুহলদৃষ্টি—হায় কেন
পড়িল না ভাঙি' শতধা বিদীর্ণ
ধূসর আকাশ সেই জনাকীর্ণ
রাজপথে, পুষ্পরথের উপরে,—
রক্তিম লজ্জায়? প্রিয়ে! মনে পড়ে
ঘন সমুত্থিত মেঘমন্দ্রে রব—
"ধন্য ধন্য প্রজারঞ্জক রাঘব,"
যেন উপহাসচ্ছলে। জানকীর
মুখে দিব্যভাতি, সমুন্নত শির

শান্ত সৌম্য গর্বে, স্ফীত বক্ষঃস্থল
আত্মোৎসর্গসুখে।

মাণ্ডবী। হায় কি বিরল
অসীম গভীর প্রেমের সমুদ্র ;
অনন্ত অটল নির্ভর ;—সে ক্ষুদ্র
অমূল্য অতুল হৃদয় ভিতরে—
কে বলিবে ?—আর্যপুত্র ! মনে পড়ে।
হেন অত্যাচার হেন অবিচার
হেন নিষ্ঠুরতা কখন কাহার
ভাগ্যে ঘটে নাই।—অভাগিনী সতী—

ভরত। কোন মহাভ্রমে ভ্রান্ত রঘুপতি
প্রধান ভ্রম যে অভ্রান্ত বশিষ্ঠ।
দ্বিতীয় ভ্রমটি—এ কর্তব্যনিষ্ঠ
মূঢ় নিশ্চিন্ততা। আমি জানি প্রিয়ে !
তাঁর হৃদয়ের বিশালতা ; কি এ
ক্ষতযন্ত্রণার অসীম অব্যক্ত
তীক্ষ্ণ ব্যথা। প্রিয়ে হৃদয়ের রক্ত
দিয়ে লেখা এই পত্র।

মাণ্ডবী। অযোধ্যায়
যাবে আর্যপুত্র ?

ভরত। তাহাই তোমায়
জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।

মাণ্ডবী। যাও,
আমি যাইব না। আমি বুঝিনা ও
রামের মহত্ত্ব, রামের করুণা,
রামের যন্ত্রণা। শেষ দেখা শুনা
হ'য়ে গেছে মোর সেই পত্নীঘাতী
রাঘবের সঙ্গে।—হায় নারী জাতি !

ভরত। তুমি যাইবে না যদি—অনুগামী
স্বতঃই তোমার এ সম্বন্ধে আমি।
লিখে দেই তবে অযোধ্যাপতিরে,
যাইব না মোরা অযোধ্যায় ফিরে।

নিষ্ক্রান্ত

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—পঞ্চবটীবন। কাল—সায়াহ্ন

রাম ও লক্ষ্মণ

রাম। এই সেই স্থান ; সেই নিত্য অভিরাম
অক্ষয় স্মৃতির মঠ ; সেই পুণ্যধাম
পঞ্চবটী।—ওই সেই কল-হাস্যময়ী
স্নিগ্ধ গোদাবরী। দূরে মেঘসম ওই
ধূম্র শুভ্র নীলাচল। তার পদতলে
সেই ঘন শ্যামল অটবী।

লক্ষ্মণ। এই স্থলে
ছিল সে কুটীর।

রাম। সত্য। এই পল্লবিত
পঞ্চবট তলে। তারে ঘেরিয়া থাকিত।
বন স্নিগ্ধঘনচ্ছায়। এই পঞ্চবট
ছিল নদীতীরে ; কিন্তু আজি নদীতট
সরিয়া গিয়াছে। চল অগ্রসর হই—
(অগ্রসর হইয়া) এই স্থান, ঠিক এই স্থান বটে।—ওই
সেই দীর্ঘ তালকুঞ্জ। বৎস! মনে পড়ে
প্রথমতঃ ওই তালকুঞ্জের ভিতরে
দেখি স্বর্ণমৃগে ? মৃগে নিহত করিয়া
ফিরিতেছিলাম ওই বৃক্ষ শ্রেণী দিয়া,
তোমার সাক্ষাৎ ঠিক এই স্থানে পাই।

লক্ষ্মণ। সত্য আর্য! মূঢ় আমি, একাকিনী তাই
আসিলাম রাখিয়া দেবীরে অসহায়া ;—

রাম। কি করিবে তুমি! সব রাক্ষসের মায়া ;
বৃথা ক্ষোভ। কে খণ্ডিবে নির্বন্ধ বিধির।
চল অগ্রসর হই।—(অগ্রসর হইয়া) এই নদীতীর,
এই সেই পুণ্যবতী নদী গোদাবরী
তেমনি মধুর কল্লোলিনী, মুগ্ধকরী
নীল স্বচ্ছবারি!—মুগ্ধে সুন্দরি তটিনি!—
চিরহাস্যময়ি, স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ অভ্র জিনি'
উজ্জ্বলচঞ্চলনীলাপাঙ্গি!—ব'য়ে যাও
এমতি হরষে চিরদিন। গাও, গাও,
এমতি মধুর, ক্রীড়াময়ি! যেন কভু
নাহি ভঙ্গ হয় ওই সুখগীতি।—তবু

সুখী হই বৎসে, দেখি' তোমারে সুখিনী,
একদিন তোমার কল্লোলে, কল্লোলিনি !
মিশিত আমার গীত। হায় একদিন
উভয়ের সুখস্বপ্ন হ'য়েছিল লীন
বিজড়িত এক সঙ্গে। ভেঙেছে আমার
সে স্বপ্ন। তোমার নাহি ভাঙ্গে যেন।
আর
তুমি নীলগিরি! মৌন নিত্য মনোরম
অভ্রভেদী শৈলবর! আছ কালসম
ঘটনার স্রোত পার্শ্বে তুঙ্গি' তুঙ্গ শির,—
অটল নির্মম দৃঢ়। থাক দৃঢ় স্থির
এই মত। তবু পাই সান্ত্বনা অন্তরে,
তবু দেখি আছে কিছু বিশ্ব চরাচরে,
জীবনের উত্থান ও ধ্বংসের উপরি,
সত্য, মিথ্যা, সুখ, দুঃখ সব তুচ্ছ করি,'
দাঁড়াইয়া এক ভাবে।
অগ্রসর হই,
চল বৎস! বেতসীসংলগ্ন দেখ ওই
শুভ্র সুশীতল রম্য সেই শিলাতল
তরঙ্গবিধৌতপদ সেই রম্য স্থল,
নির্মেঘ উষায় নিত্য সীতা যাহে গিয়া,
অবতীর্ণ উষা সম থাকিত বসিয়া,
দেখিত দাঁড়ায়ে ধূম্র নীলাচল সীমা-
পতিতবিভগ্নসূর্যউচ্ছ্বাসগরিমা।
—চল অগ্রসর হই। কে গায় না দূর
বনান্তরে? কি, রমণী-কণ্ঠ সুমধুর!

নেপথ্যে গীত

কি গভীর, কি করুণ, মর্মস্পর্শী কিবা!
শিবিরে ফিরিয়া চল। অবসান দিবা।

নিষ্ক্রান্ত

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—শৈবল রাজের আশ্রম। কাল—প্রভাত

বৃক্ষতলে শম্বূক ও শম্বূক-পত্নী, দূরে রাম লক্ষ্মণ ও সৈন্যত্রয়

রাম। সৌম্যগৌরমূর্তি, দিব্য, শুভ্রকেশ, উন্নতললাট,

দীর্ঘশ্মশ্রু, কে ও বটবৃক্ষতলে, করিতেছে পাঠ
সুগম্ভীর সামগান ?—মুগ্ধা শ্যামা পদপ্রান্তে পড়ি'
চাহিয়া বিস্ময়ভক্তিভরে, ও কে তরুণী সুন্দরী,
শুনিছে স্বর্গীয় গাথা ?—চল বৎস ! অগ্রসর হই !
দাঁড়াও এখানে !—দেখি। কি সুন্দর দৃশ্য ! দেখ ওই
ঋষির পবিত্র মূর্তি, মুগ্ধ মগ্নদৃষ্টি তাপসীর
নিবিষ্ট তাপস মুখে, অটল নির্ভর ভরা, স্থির
গভীর বিশ্বাসভরে।

শূদ্রক। (চাহিয়া)
কে ? পান্থ ?

লক্ষ্মণ। আমরা পান্থ বট।

শূদ্রক। পরিশ্রান্ত ?

লক্ষ্মণ। সত্য ঋষি পরিশ্রান্ত

শূদ্রক। ওই নদী-তটে
আমার আশ্রম। প্রিয়ে লয়ে' যাও আশ্রম ভিতরে
এ অতিথিদ্বয়ে। আমি যাইতেছি ক্ষণকাল পরে।

রাম। কাহার অতিথ্যগ্রাহী ভাগ্যবান্ আমরা হে ঋষি ?

শূদ্রক। আমি ঋষি নহি ; রাজা শূদ্রক ; ও আমার মহিষী
এ রমণী রত্ন।

রাম। তুমি শূদ্রক ?

শূদ্রক। হাঁ।

রাম। তুমি তপোরত
শূদ্ররাজ ? ক্ষমা কর। তোমার আতিথ্য আপাতত,
গ্রহণ করিতে নহি সমর্থ ভূপতি।—

শূদ্রক কেন ?

রাম। আমি
—কি বলিব, শূদ্ররাজ ! রামচন্দ্র, অযোধ্যার স্বামী।—
শুনিয়াছ নাম ?

শূদ্রক। শুনিয়াছি—

রাম। আমি রামচন্দ্র। আজ
আসিয়াছি দণ্ডকে তোমার অন্বেষণে।

শূদ্রক। মহারাজ !
ধন্য হইলাম আমি। চল যথাসাধ্য, যথারীতি,
করিব আতিথ্য। চল মদাশ্রমে হে রাজ-অতিথি।

রাম আসি নাই, শূদ্ররাজ ! প্রিয়কার্যে, আজি তব দ্বারে,

মিত্রভাবে। আসিয়াছি শত্রুভাবে, যুদ্ধ করিবারে।

শূদ্রক। কি হেতু? কি অপরাধে অপরাধী আমি রাজপদে,
জানিতে কি পারি?

রাম। এই অপরাধ—মত্ত মোহমদে
করিয়াছ শাস্ত্র অপমান।

শূদ্রক। অপমান! পরিহরি'
রাজ্যভোগ, করিয়াছি শাস্ত্র চর্চা এতদিন ধরি'
তার অপমান কভু করি নাই মহারাজ।

রাম। জানি,
কিন্তু শাস্ত্রে শূদ্রের অনধিকার জানো নাকি?

শূদ্রক। মানি,
বিপ্রের বিধানে বটে, বিপ্রাধীন রাজাদেশে বটে।
শুনিবে নব বিধান তবে রাম আমার নিকটে?—
কার সৃষ্টি বিপ্রক্ষত্রবৈশ্যশূদ্রভেদ নরোত্তম!
কার সৃষ্টি মনুষ্য ও পশুভেদ?—কোন্‌টি প্রথম?
কোন্ সৃষ্টিকর্তা বড়?—ব্রহ্মা না ব্রহ্মার সৃষ্ট নর?
—দেবকর্তা বিপ্র? না বিপ্রের কর্তা অনাদি ঈশ্বর?
করো যদি জাতিভেদ করো ঐশ নীতি অনুসরি'।
সিংহও হয় না বৃষ, বৃষভও হয় না কেশরী;
কুক্কুর হউক বুদ্ধিমান্, তবু সে ঘৃণ্য কুক্কুর।
উন্মাদ মনুষ্যে কিন্তু নাহি হয় মনুষ্যত্ব দূর!
শূদ্রের সম্ভব সমবিদ্যাবুদ্ধিন্যায়ধর্মমতি;
ব্রাহ্মণ হইতে পারে শূদ্রের অধম হেয় অতি।
তথাপি সে শূদ্র শূদ্র, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ আজীবন—
আজীবন কেন? বংশপরম্পরা।—মহাত্মন!
এ নিয়ম স্বাভাবিক?—এ নিয়ম লাঞ্ছনা বিধির,
মহারাজ! রচিয়াছে যে ক্ষমতা বিপ্র, প্রকৃতির
বিধি তুচ্ছ করি', তাহা হ'য়ে যাবে ধূলায় বিলীন,
ঊর্ধ্বভিত্তি নিম্নচূড় মন্দিরের মত এক দিন।

রাম। শূদ্ররাজ! সত্য হোক্, মিথ্যা হোক্, কি একান্ত ভ্রম
হোক্, ভাঙ্গিয়াছ তুমি পালনীয় রাজার নিয়ম;
দণ্ডযোগ্য তুমি।—

শূদ্রক। যদি দণ্ডযোগ্য আমি মহারাজ!
ভাঙ্গিয়াছি যদি রাজবিধি, তবে দণ্ড দাও আজ!
ভারতসম্রাট্ তুমি, ক্ষুদ্র নরপতি মাত্র আমি!

কিন্তু ভেবে দেখ চিত্তে, অপরাধ, অযোধ্যার স্বামী !
ব্রহ্ম হত্যা করি নাই, করি নাই চৌর্য, ব্যভিচার।
সংসারকলুষচিন্তাজর জর অন্তর আমার
ফিরায়েছি অনন্তের পানে, সেই পরব্রহ্ম পানে—
সে অনাদি, সে গম্ভীর, সে অসীম নিত্য ভগবানে
ফিরায়েছি চিত্ত ; যিনি ভগবান তোমার, আমার,
ব্রহ্মাণ্ডের ;—সকলের তাঁহাতে না সম অধিকার ?
শুদ্ধ বুঝি বিপ্রচিত্ত জীবনের অসারতা বুঝে ?
শুদ্ধ বুঝি তার চিত্ত বিশ্বময় ভ্রমে সত্য খুঁজে
শূদ্রের মস্তিষ্ক নাই ? শুদ্ধ কেন হস্ত পদ তবে
দেননি ঈশ্বর তার, দাসত্ব করিতে শুদ্ধ যবে
জন্ম তার ?

রাম বৃথা যুক্তি শূদ্ররাজ ! নিয়ম রাজার
ভাঙিয়াছ ; শাস্তি লও, বৈধ শাস্তি প্রাণদণ্ড তার।
আত্ম-সমর্পণ করো, কিম্বা যুদ্ধ কর নরপতি,
নিয়ে এস বর্ম অসি, কিম্বা শরাসন ; কিম্বা যদি
সসৈন্যে যুঝিতে চাও, আসিও সন্ধ্যায় রণস্থলে,
আমার সৈন্যশিবির ওই দূরে ঘন বৃক্ষতলে।

শূদ্রক। যুদ্ধ রাম ? ছাড়িয়াছি বহুদিন হত্যা ব্যবসা ও
নিরস্ত্র প্রস্তুত আমি। দাও প্রাণ-দণ্ড।

লক্ষ্মণ। ছেড়ে দাও,
ক্ষমা করো মহারাজ ! বৃদ্ধ ঋষিবরে নরোত্তম !

রাম। লক্ষ্মণ ! বশিষ্ঠবিধি অলঙ্ঘ্য। কি করিব।

তরবারি বাহির করিলেন

শূদ্রকপত্নী। নির্মম,
নিষ্ঠুর, কঠিন, কাপুরুষ ! তুমি রাবণ-বিজয়ী
বীর ? তুমি ধর্মপরায়ণ ? রাম ধিক্ ! তুমি ওই
নিরস্ত্র শরীরে অস্ত্রাঘাত তবু করিতে উদ্যত !
তবে পূর্বে বীরবর কর তার পত্নীরে নিহত।
পত্নীর সমক্ষে তার লুণ্ঠিতে ও শ্বেত বৃদ্ধ শির
উঠিছে দক্ষিণ বাহু ? দেখ ওই শান্ত সৌম্য স্থির
পবিত্র আনন ! পরে পার যদি করিতে ও শিরে
আঘাত, মনুষ্য তবে নও ; ওই মানব শরীরে
রাক্ষসের প্রাণ।

রাম সত্য, আমি অতি নির্মম কঠিন,

আমার হৃদয় নাই। রাজার বিচার মায়াহীন।
অনুভব করিবার নৃপতির নাহি অধিকার,—
নীরস কর্তব্য সার। স্নেহ মিথ্যা স্বপ্ন মাত্র তার।

শূদ্রকপত্নী মহারাজ! রাজার বিচার মায়াহীন ক্ষমাহীন?
কে বলিল মহারাজ! নহে এই বিশ্ব ক্ষমাধীন!
কে পাইতে পারে মুক্তি শুদ্ধ নিজ পুণ্যবলে প্রভু!
বিচার পীড়ন—যদি ক্ষমা তাহে নাহি হাসে কভু।
তুমি মহীপতি, তুমি ক্ষত্রকুল শ্রেষ্ঠ, তুমি বীর;
ক্ষমা কর পতিরে! এ অনুরোধ রাখ রমণীর!

পদতলে পতন

রাম। উঠ বীরজায়া! আমি দিতে অপারগ, যাহা চাও!

শূদ্রকপত্নী তবুও কঠিন! হায় কত প্রাণী হত্যা করিয়াও
রাজক্ষমা লভে; আর পতি মোর এতই পাতকী
যে ক্ষমার যোগ্য নহে, নৃপবর! ইহা বুঝিব কি!

শূদ্রক। মহিষী চলিয়া যাও! তোমার কি সাজে বীর-জায়া!
এ কাকুতি এ মিনতি? এ জীবনে এতই কি মায়া?
এত দিনে প্রিয় শিষ্যা এই কি পাইলে শিক্ষা তবে?
যাও; নহে এই শেষ—জানিও আবার দেখা হবে।

স্ত্রী। কখন না। এই বক্ষ কর পূর্বে দীর্ণ অস্ত্রাঘাতে
তার পর বধ করো, হত্যা করো; মোর প্রাণনাথে,
নিষ্ঠুর!

রাম। শূদ্রক মহিষীরে কেহ দূরে ল'য়ে যাও।

শূদ্রকপত্নী সাবধান! স্পর্শ করিও না! তাই হোক্—তবে দাও
প্রাণদণ্ড! তাই হোক্! নিভে যাক্ সঙ্গীত আলোক
নিস্তব্ধ তিমিরে তবে সমক্ষে আমার! তাই হোক্!

রাম। প্রস্তুত শূদ্রক-রাজ!

শূদ্রক। প্রস্তুত শূদ্রক মহারাজ!

রাম কর্তৃক শূদ্রকের শিরচ্ছেদ: অদূরে শূদ্রকপত্নী
নীরবে দণ্ডায়মান

শূদ্রক-পত্নী। এ উত্তম। এ উত্তম। যাও যাও প্রভো! প্রাণেশ্বর!—
তব পুণ্যার্জিত স্বর্গধামে। আর তুমি নৃপবর
রাবণবিজয়ী বীর ভুঞ্জ চির নরকযন্ত্রণা,
নাহি পাও যেন তুমি কভু বিধাতার এক কণা
অনুকম্পা ও তপ্ত ললাটে। যাও অযোধ্যায় ফিরে—

অখ্যাতির অশান্তির, অসুখের অনন্ত তিমিরে।
তোমার প্রাসাদ হোক্ সর্পের বিবর চিরদিন,
তোমার কোমল শুভ্র পুষ্প-শয্যা—শান্তি-সুপ্তি-হীন
কণ্টকের শয্যা হোক্। যেই অগ্নি জ্বালিয়াছ আজ,
চিরদিন সে অগ্নিতে যেন দগ্ধ হও মহারাজ।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—অন্তঃপুর। কাল—মধ্যরাত্রি

রাম ও কৌশল্যা

কৌশল্যা। শান্ত হ' শান্ত হ' বৎস! এই উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস;
এই দীন শুষ্ক আঁখি; এই রুক্ষ কেশপাশ;
এই পরিপাণ্ডু মুখ এই শীর্ণ দেহ তোর;—
বড় বাজে প্রাণে বৎস! বড় বাজে প্রাণে মোর,
প্রাণাধিক;—এই দীন ধূলিধূসরিত সাজ
একি তোরে সাজে বৎস রাম!—তুই মহারাজ।

রাম। আমি মহারাজ বটে।

কৌশল্যা। বল্ কি বলিবে লোকে;
এমনি অধীর হস্ তুই যদি পত্নীশোকে,
তারা কি করিবে বৎস? তুই যদি এতটুক
ধৈর্য ধরে' না থাকিস্।

রাম। কি করিবে?—যা করুক,
কিন্তু কায়মনোবাক্যে আশীর্বাদ করি হেন—
রামের সদৃশ কার্য করিতে হয় না যেন।
কি বলিবে?— বলুক না, যাহা হয় অভিলাষ,
শুধু দিনান্তেও, প্রমাদেও, কিংবা উপহাস
করিতেও, যেন তারা নাহি করে রামনাম!

কৌশল্যা। কেন এই অনুতাপে নিত্য দগ্ধ হস্ রাম?—
বিধির নির্বন্ধ এই।

রাম। বিধির নির্বন্ধ!

কৌশল্যা। তবে
ওঠ্ বৎস, ঘুমা রাম। কয়দিন দেহ রবে

নিত্য রাত্রিজাগরণে।

রাম। এখনো যে বেঁচে আছি,
এই মা আশ্চর্য। এই দেহপাত হ'লে বাঁচি।
জাননা মা কি যন্ত্রণা, কি যে চিন্তা, জাগরূক
নিত্য বক্ষে, পারি না মা আর—ফেটে যায় বুক।
অনন্ত নির্ভর তার, অনন্ত বিশ্বাস তার,
অনন্ত সে প্রেমের কি করিয়াছি অবিচার।
বুঝি নাই—নির্বাসনক্ষণে মাতা, সে সতীর
প্রতি সে কি নৃশংসতা ; বুঝি নাই—কি গভীর
প্রেমের সে অপমান। বুঝাইয়াছিল তাই,
ভগ্নীসহ, পড়ি' পদতলে ; তবু বুঝি নাই।
আপনি জননী তুমি, আসি' ভিক্ষা সম মাগি',
কেঁদেছিল মোর কাছে পদতলে তার লাগি';
তবু বুঝি নাই। যবে হাস্যমুখে প্রাণেশ্বরী
সেই দ্বন্দ্বদ্বিধামাঝে স্নেহে দুটি হাত ধরি',
ব'লেছিল হাস্য মুখে—ধরি' এই দুটি হাত—
'উঠ—আমি বনে যাই, তুমি সুখী হও নাথ',
তবু বুঝি নাই। মা মা, জানি না কাহার শাপে
বেঁচে আছি এ চিন্তায়, এই তীব্র মনস্তাপে।

কৌশল্যা। উপায় ত নাই বৎস, কি করিবি?

রাম। স্নেহময়ি!
যাওগে, ঘুমাও মাতা ; নিজ পাপে দগ্ধ হই—
মা তুমি কী করিবে বলো?

কৌশল্যা। আয় ঘুমাইবি রাম।

রাম। রহিতাম জাগি' যদি ঘুমাইতে পারিতাম?
ঘুমাইতে চাই ; ঘুম নাহি আসে, তন্দ্রা আসে ;
অমনি সীতার মূর্তি আসিয়া দাঁড়ায় পাশে,
স্থিরশুষ্কহাস্যময়ী নীরবভৎর্সনাসমা
পাষাণ-প্রতিমা।—বিধিনির্বন্ধ ; কি করিব মা?
তুমি যাও ঘুমাওগে।—দেহ অবসন্ন ; ভারী
নেত্রে তন্দ্রা আসে ; দেখি যদি ঘুমাইতে পারি।

নিদ্রাবস্থাপন্ন

কৌশল্যা। ঘুমায়েছে বাছা, থাক্ ; নিদ্রার শিশির পাতে
স্নিগ্ধ হোক্ শুষ্ক আঁখি। আমি যাই শেষ রাতে
পূজাদির আয়োজনে। আমি যদি বৎস রাম,

তোর দুঃখ নিজবক্ষ পেতে নিতে পারিতাম ! প্রস্থান

রাম। না। তপ্ত নয়নে নিদ্রা আসিল না। মরুভূমে
বহে কি শীকরসিক্ত সমীর ? অলস ঘুমে
চক্ষু ঢুলে আসে ; দেহ অবসন্ন হ'য়ে আসে ;
ঘুমাইতে যাই ;—কিন্তু অকস্মাৎ কি হুতাশে
হুহু করে' উঠে প্রাণ, মর্মে তীক্ষ্ণ ছুরি বিঁধে
বৃশ্চিকদংশনযন্ত্রণায়। ঘুমাইব ?—হৃদে
জেগে ওঠে সীতামূর্তি, অমনি, বিশুষ্ক হিম
নিষ্করুণ ভৎর্সনায় ;—গভীর অপরিসীম
বিষাদের কুজ্ঝটিকা অন্তস্থল হ'তে উঠে
অনুতপ্ত হতাশায়। তপ্ত রক্তস্রোত ছুটে
স্ফীত ধমনীতে।—
ক্ষমা চেয়ে ন্যায় শ্রেষ্ঠতর ?
শাস্তি চেয়ে চিন্তা বড় ? মুক্তি চেয়ে যুক্তি বড়।
কি উচিত অনুচিত, আপনি মধুর মন্ত্রে
কহে না বিবেক ?—
হায় কি তর্কের ষড়যন্ত্রে
দিয়াছি সীতারে নির্বাসন—ভ্রম ! ভ্রম ! ভ্রম !
যার জন্য এত যুদ্ধ, এত চিন্তা, পরিশ্রম,
দিয়াছি তাহারে এত শীঘ্র অনায়াসে ছিঁড়ে
বক্ষ হ'তে।—
হয়ত বা তাহারে পাইব ফিরে।
—মূঢ় আশা ! হারায়েছি জাগ্রত দিবস যারে,
তাহারে কি পাব খুঁজে সুষুপ্তির অন্ধকারে ?
মনে পড়ে আজি শূদ্রমহিষীর তিক্ত বাণী
"শয্যা মম হবে কণ্টকের"।—হায় নাহি জানি
কোন্ অপরাধে শূদ্রনরপতি সাধুশিষ্ট,
সংযত, নিরীহ ঋষি, নির্বিরোধী, ধর্মনিষ্ঠ ;—
কোন্ অপরাধে শাস্তি নিষ্ঠুর দিয়াছি তার ?
ধর্মের, পুণ্যের, শেষে প্রাণদণ্ড পুরস্কার ?
কর্তব্য কি অকর্তব্য আজি, ন্যায় কি অন্যায়,
সত্য মিথ্যা, ধর্মাধর্ম সব চূর্ণ হ'য়ে যায়,
সন্দেহের পদাঘাতে।—তন্দ্রায় আবার একি
চক্ষু ঢুলে আসে। যদি ঘুমাইতে পারি দেখি।

পুনরায় নিদ্রাবস্থাপন্ন

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—রাজসভা। কাল—প্রভাত

রাম ও বশিষ্ঠ

বশিষ্ঠ প্রতাড়িত রক্ষঃ ; প্রসারিত রাজ্য ; আসমুদ্র হিমালয়,
উত্তরে দক্ষিণে পূরব পশ্চিমে, "জয় রাঘবের জয়"
গাইছে গম্ভীর সর্বজন, করি' বিকম্পিত দশ দিক্ ;
তাপস নির্বিঘ্নে করে তপ ; শাস্ত্রী শাস্ত্র চর্চা ; রাজসিক
কার্য করে ক্ষত্র ; দস্যুভয়হীন বৈশ্য—বাণিজ্য ও কৃষি।
শূদ্র—দ্বিজ-সেবা। তুষ্ট, নিরাপদ—ভৃত্য, গৃহী, যোদ্ধা, ঋষি।
থেমে গেছে বাত্যা, মত্ত উচ্ছ্বসিত আলোড়িত সিন্ধু—স্থির।
এই যোগ্যকাল,—অশ্বমেধ যজ্ঞ করো তবে রঘুবীর।

রাম। দেব বশিষ্ঠের আজ্ঞা শিরধার্য।

বশিষ্ঠ তবে করো আয়োজন,
বিস্তৃত বিপুল, হে ধরণীপতি!—তুষ্ট হন দেবগণ,
স্বর্গে সব, আর আশীর্বাদ করি, হাস্থক বিশাল ধরা—
যেমতি সুন্দর, তেমনি প্রচুরধনধান্যশস্যভরা ;
দূরে চলে' যাক্ সব অমঙ্গল, দূরে যাক্ রোগ শোক;
দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি যদেশ হ'তে চির নির্বাসিত হোক্।

রাম। যথা আজ্ঞা প্রভু!

বশিষ্ঠ। তিথি লগ্ন তবে—কিন্তু বৎস এক কথা—
এই যজ্ঞে হইবে কে সহধর্মিণী?—এ যজ্ঞে শাস্ত্রীয় প্রথা
—স-সহধর্মিণী চাই অনুষ্ঠান ; নহিলে নিষ্ফল যাগ ;
এ যজ্ঞে তোমার অঙ্কশায়িনী কে? কে লবে সে পুণ্যভাগ?

রাম। মহর্ষি আমি ত বিপত্নীক।

বশিষ্ঠ। কিন্তু সপত্নীক হওয়া চাই।

রাম। তবে অসম্ভব যজ্ঞঅনুষ্ঠান ;—আমার ত পত্নী নাই।

বশিষ্ঠ। তবে কি স্থগিত রবে এই যজ্ঞ?

রাম। হাঁ যজ্ঞ স্থগিত রবে ;
—কি উপায় আর?

বশিষ্ঠ। কিন্তু রঘুবর! দেবগণ রুষ্ট হবে।

রাম। নিরুপায়!

বশিষ্ঠ। রাজ্য হবে শস্যহীন।

রাম। নিরুপায়!

বশিষ্ঠ। প্রজাগণ

মরিবে দুর্ভিক্ষে।

রাম। কি করিব?—আমি বিপত্নীক তপোধন।

বশিষ্ঠ। রাজার দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ শাস্ত্রসিদ্ধ মহারাজ।

রাম। কি দেব! দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিতে হইবে আজ?
মহর্ষি! দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিব না।

বশিষ্ঠ। রাম! কেন?

রাম। কেন? দিতে হবে উত্তর? মহর্ষি! বলিতে পারি না। কেন
কে আসিয়া চেপে ধরে বক্ষ। বাষ্পে কণ্ঠরুদ্ধ হ'য়ে আসে;
চক্ষে অন্ধকার দেখি।—ভগবান্ শুধায়োনা "কেন" দাসে;—
রক্ষা কর প্রভু—করিতে সে নাম দগ্ধশুষ্কপর্ণমত,
পাপজিহ্বা বিকুঞ্চিত হ'য়ে যায়। সেই পুরাতন ক্ষত
ছিঁড়িও না টানি'। পারিব না আর। রক্ষা কর ঋষি—পাছে
অন্ধ মত্ত আমি, কি করিয়া ফেলি;—সহ্যতারও সীমা আছে।

বশিষ্ঠ। স্থির হও বৎস! হয়োনা অধীর।

রাম। 'অধীর' কাহারে বলে?—
জানোনা ত তুমি, কি যে নরকাগ্নি জ্বলে এই বক্ষঃস্থলে,
অহর্নিশ নিত্য এই দশবর্ষ। দেখ এই শীর্ণ কায়;—
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে, জ্বলিয়াছি গুপ্ত তুষানল প্রায়,
সেই বহ্নিজ্বালা—প্রভাতে সায়াহ্নে; রাত্রে নিদ্রাহীন চক্ষে
বেড়ায়েছি মত্তসম সে জ্বালায় একা, কক্ষ হ'তে কক্ষে,
প্রাসাদ-শিখরে,—যতক্ষণ দূরে পূরবে যায়নি দেখা
রঞ্জিত মেঘের উপরে প্রথম অরুণকিরণলেখা।
নিশীথের পরে নিশীথ, এমনি, দিনের উপরে দিন,
চলিয়া গিয়াছে এ দ্বাদশবর্ষ—শান্তিহীন, সুপ্তিহীন,
তীব্র যন্ত্রণায়। তবু বলো ঋষি 'হয়োনা অধীর'! তবু
বলো 'স্থির হও'!—তুমি কি জানিবে, তুমি কি জানিবে প্রভু!
মোরে আজ্ঞা কর তুমি উচ্চে বসি' ভৃত্যে প্রভুসম মোর;
সে আজ্ঞাপালন তুমি ত ভাবোনা জানো না, যে কি কঠোর।

বশিষ্ঠ। তবে কি বুঝিব করিতে এ যাগ অসম্মত নরেশ্বর?

রাম। অসম্মত,—যদি দারপরিগ্রহ প্রয়োজন ঋষিবর!

বশিষ্ঠ। বুঝিব কি তবে বশিষ্ঠ আদেশ অবহেলী আজ রাম—

রাম। তাই তাই হয়!—আরো চাও ঋষি? পূরে নাই মনস্কাম?
হৃৎপিণ্ড উপাড়ি' ফেলে দিতে চাও?—আনো ছুরি, করো তাই;
সীতারে, নিরপরাধিনী সীতারে দিয়াছি—আরো কি চাই
ছিঁড়ে লও তবে দেহ হ'তে বক্ষ—আর পারিবে না রাম।

ভস্ম করো, রুদ্ধ করো স্বর্গদ্বার—তাই যদি পরিণাম,
তাই যদি শাস্তি তাহার ;—তথাপি জেনো ঋষিবর স্থির,
শত ঋষি বাক্য হ'তে রক্ষণীয় পুণ্য স্মৃতি জানকীর।

বশিষ্ঠ। নিতান্ত উত্ত্যক্ত তুমি আজি রাম! তাই এ উষ্ণ বাণী
উচ্চারে তোমার উত্তপ্ত রসনা। বুঝি, রঘুবর, জানি।
নহিলে আরম্ভ ক'রেছিলে সেই প্রজানুরঞ্জন কাজ,
সীতা নির্বাসনে, রাখিতে না তাহা অসম্পূর্ণ মহারাজ!
প্রজানুরঞ্জনে দিয়েছিলে সীতা, যে সীতা তোমার প্রাণ ;
প্রজার মঙ্গলে তার স্মৃতিটুকু করিতে পারোনা দান—
এও কি সম্ভব ?—শুন রঘুপতি দূর কর এই খেদ ;
পূর্ণ কর যাগ। প্রজার মঙ্গলে কর এই অশ্বমেধ।

রাম। গুরুদেব করো যজ্ঞ ; পারিব না বর্জিতে সীতার স্মৃতি ;
হোক্ তবে সহধর্মিণী—সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—দণ্ডকারণ্য। কাল—সন্ধ্যা

সীতা, বাসন্তী, লব ও কুশ

সীতা। দিব আত্মপরিচয় কুশ! আজি নয়।
জানিস্ এখন, তোরা রাজার তনয় ;
আর আমি অভাগিনী পতিনির্বাসিতা,
রাজার গৃহিণী, আমি রাজার দুহিতা।

কুশ। রাজার গৃহিণী তুমি, রাজার তনয়
মোরা, বনে কেন ?

লব। বড় কৌতূহল হয়।

সীতা। অভাগিনী আমি, বৎস! এই মাত্র জেনো।

কুশ। রাজ্ঞী তুমি, আর বনবাসিনী মা হেন!

লব। আর কিছু নয়, বড় কৌতূহল হয়।

বাসন্তী। সমধিক পরিচয় দিবার সময়
আসে নাই।—যাও কুশ, যাও বৎস লব,
এখন ; অচিরে ইহা জানিবেই সব।

কুশ ও লবের প্রস্থান

সীতা। আর যে সহে না বোন্! 'লো বাসন্তি! শির
হেঁট হয় পরিচয় দিতে!

বাসন্তী। ভগ্নি! স্থির

হও! আজো ধর্ম আছে। আজো বসুন্ধরা
একেবারে দিদি! হয় নাই পাপে ভরা।
শুন নাই রঘুবর অনন্যপত্নীক
পঞ্চদশ বর্ষ ধরি'—ইহার অধিক
আমি ত জানি না সুখ। সেই পতিস্নেহ
থাকে নিরবধি, নিঃসঙ্কোচ, নিঃসন্দেহ,
তুচ্ছ করি' বিয়োগ, নিরাশা দুঃখ শত,
—অচল অটল স্থির পর্বতের মত;
সে পতিস্নেহ তোমার; বড় ভগ্যবতী
তুমি দিদি!

সীতা। সত্য কথা। আমি হীনমতি!
বড় সুভাগিনী। কিন্তু – কিন্তু কুশী-লব,
ভেবে দেখ্‌লো বাসন্তী। অতুল বিভব
সম্পদে রহিবে কোথা প্রাসাদে. ভূষিত
রাজ-পরিচ্ছদে; কোথা তারা পরিহিত
বল্কলে, কুটীরে, দীন নির্জনে, এখানে!
উহাদের ভাগ্য, উহাদের প্রশ্ন, প্রাণে
বড় বাজেলো বাসন্তি! নিত্য নিরবধি।
আজ আমি মাতা নাহি হইতাম যদি,
যদি গর্ভে না জন্মিত লব কুশ, তবে
থাকিত না দুঃখ। পতি-সোহাগ-গৌরবে
গরবিণী আমি ভাগ্যবতী বড় সুখে
মরিতে লো পারিতাম, আজি হাস্যমুখে।

বাল্মীকির প্রবেশ

সীতা ও বাসন্তী। ভগবন্ প্রণামি চরণে!

বাল্মীকি। আয়ুষ্মতী
হও সীতা, কল্যাণী বাসন্তী!

বাসন্তী। মহামতি!
এ বেশে?—অজিন পৃষ্ঠে; কমণ্ডলু করে;
যষ্টি কক্ষে,—আপনারে আশ্রম ভিতরে
এ বেশে ত দেখি নাই।

বাল্মীকি। আজ এক কথা
বলিতে এসেছি।

বাসন্তী। ঋষি। শুনি কি বারতা।

বাল্মীকি। বলি কথাটা কি জানো? বেশী কিছু নয়—

তবে যদি বলি, বড় মনে ভয় হয়
আশ্চর্য হইবে।

বাসন্তী। কেন?

বাল্মীকি। শুন। যেতে চাই
প্রবাসে দুদিন জন্য।

উভয়ে। প্রবাসে?—কোথায়?

বাল্মীকি। কোথায়?—উত্তর তার শুনিলে নিশ্চয়,
খাইতে আসিবে।—বড় বেশী দূর নয়
—এই অযোধ্যায়—

উভয়ে। অযোধ্যায়?

বাল্মীকি। বলি নাই,
খাইতে আসিবে? এটা না বলিলে ছাই,
ছিল ভালো।

সীতা। অযোধ্যায় কেন?

বাল্মীকি। পুনরায় "কেন"?
আঃ মনে হয় না;—বৃদ্ধ বয়সের হেন
বহুদোষ। অযোধ্যায়—হাঁ হাঁ—নিমন্ত্রণ

সীতা। নিমন্ত্রণ কিসের?

বাল্মীকি। ভোজের, এ ব্রাহ্মণ
যার ভারি ভক্ত। রাম রঘুপতি—তিনি
করিছেন অশ্বমেধ।

বাসন্তী। (চিন্তা করিয়া) হায় অভাগিনী!
সীতা!

বাল্মীকি। অভাগিনী কিসে?

বাসন্তী। মহর্ষি এ যাগে
কে সহধর্মিণী?—ঋষি, শুনিয়াছি আগে,
স-সহধর্মিণী যাগ অনুষ্ঠান চাই।

বাল্মীকি। (স্বগত) মূর্খ আমি। এ কথা ত পূর্বে ভাবি নাই;
কেন বলিলাম? (প্রকাশ্যে) বৎস! নাহি জানিতাম
যাগপ্রথা অবগত তুমি।—শুনি, রাম
অশ্বমেধ অনুষ্ঠানে উদ্যত।—না জানি
কে সহধর্মিণী তাঁর। শুনিতে সে বাণী,
আর নিবেদিতে তাঁরে লবকুশকথা,
যাই আমি অযোধ্যায়। বিহিত সর্বথা
করিব, যাহাতে তারা রাজ্যস্বত্ব লভে,

নব পরিণীত রাম শুনিয়া নীরবে
থাকিব কিরূপে ? ধৈর্য ধরো, বৎসে ! যাগ
হয়নি আরম্ভ।

সীতা যাও। করো, মহাভাগ,
বৎসদের বিহিত যা। কিন্তু রঘুবরে
কহিও না মোর কথা। মহর্ষি ! কাতরে
চাহি ভিক্ষা। হও প্রতিশ্রুত।

বাল্মীকি। সত্য করিলাম।
—অসম্ভব যে, সীতাকে বিস্মৃত সে রাম।
জানি রামে। রামায়ণ লিখিনাই বৃথা।
যদি দেখি অন্যরূপ, যে বিস্মৃতা সীতা ;
শত শত খণ্ডে ছিন্ন করি' গ্রন্থ খানি,
ভাসাইয়া দিব জলে। কহি সত্য বাণী
থাকিও কুশলে সীতা বাসন্তী , সত্বর
ফিরিয়া আসিব আমি।

বাসন্তী। তবে ঋষিবর !
কুশীলবে নিয়ে যাবে ?

সীতা। যাইবে তারাও—
জীবনের শেষ অবলম্বন ?—না, যাও,
নিয়ে যাও—অনেক সহেছে এ হৃদয়।
ইহাও সহিবে।—তারা পাবে তবু সুখ—
আমার হৃদয় ভাঙে, না হয় ভাঙুক।

বাল্মীকি না তাহারা থাক্ আপাততঃ—এসে ফিরে
নিয়ে যাব আশা করি পুত্রজননীরে।—
যাই তবে—

। প্রণমি চরণে তবে পিতা।

উভয়কে আশীর্বাদ করিয়া বাল্মীকির প্রস্থান

সীতা। (বাষ্পরুদ্ধ স্বরে) বাসন্তি ! বাসন্তি !

বাসন্তী। বোন্—অভাগিনী ! সীতা !—

সীতাকে বক্ষে ধারণ

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—কাননের অভ্যন্তর। কাল—প্রভাত

লব ও কুশ

লব। দাদা ধরিয়াছি এক শ্বেত অশ্ব।

কুশ। কই ?

লব। ওই তালবৃক্ষতলে। দেখিছ না ?—ওই—
বাঁধিয়াছি বেতসীতলায়।

কুশ। অশ্ব কার ?

লব। কার অশ্ব তা কি জানি !

কুশ। নিকটে তাহার
গিয়া দেখি এস। (নিকটে আসিয়া) এ ত বন্য অশ্ব নয়,
কোনো সৈনিকের হবে।

লব। সম্ভব।

কুশ। নিশ্চয়।
শুনিয়াছি কোলাহল যেন সেনানীর,—
জলধি-কল্লোল সম, বিপুল গম্ভীর
গুণগুণায়িত শব্দ। দেখেছি আকাশে
দ্বিপ্রহরে উত্থিত ধূসর ধূলিরাশি।
এই পথে সৈন্য কভু আসে নাই। আজ
আসে কেন ?

লব। তা কি জানি ?

কুশ। তর্কে নাহি কাজ।
নিরাপদে থাকা ভালো। একান্ত সম্ভব—
যায় দিগ্বিজয়ে সৈন্য এই পথে। লব
অশ্ব ছেড়ে দাও।

লব। কেন দিব কুশ ?

কুশ। আরে
এ যে অপরের অশ্ব।

লব। অপরে তাহারে
কেন ছেড়ে দেয় এই আশ্রম ভিতরে ?

কুশ। কথা শুনিবে না ?—বিভ্রাট ঘটাবে পরে
এই অশ্ব নিয়ে। মাকে ডেকে আনি ;
তুমি কথা শুনিবে না বহুদিন জানি।

কুশের প্রস্থান

লব। (অশ্বের নিকটে গিয়া) সুন্দর এ অশ্ব। চক্ষু আয়ত উজ্জ্বল ;
ক্ষুদ্র মুখ ; উচ্চ কর্ণ ; লোম সুকোমল,
সুচিক্কণ ; উচ্চ কর্ণ ; উন্নত ললাট ;
উদ্‌গ্রীব ; মাংসল স্কন্ধ ; বিস্তৃত বিরাট

বক্ষ ; দীর্ঘদৃঢ় পদ ; সুবৃহৎ ক্ষুর ;
উচ্চ পুচ্ছ ; সুভার পশ্চাৎ ; সুপ্রচুর
ঘন কেশগুচ্ছ স্কন্ধে ; সৌম্য, শান্ত, শিষ্ট,
অথচ অস্থির, ব্যগ্র ; তেজস্বী বলিষ্ঠ ;—
সুন্দর এ পশু।—আসে বুঝি এর স্বামী।

সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। তুমি অশ্ব ধরিয়াছ ?—
লব। ধরিয়াছি আমি !
সৈনিক। ছেড়ে দাও রাজ-অশ্বে।
লব। কাহার এ অশ্ব ?
সৈনিক। অযোধ্যাপতির।
লব। (সাশ্চর্য্যে) রামচন্দ্রের ?
সৈনিক! অবশ্য।
লব। উত্তম !
সৈনিক। উত্তম !—তবে ছেড়ে দাও তারে ?
লব। কেন দিব ? কেন আসে আশ্রম-কান্তারে
রামের ঘোটক ?
সৈনিক। কেন আসে ? শুন নাই
অশ্বমেধ করিছেন রাম অযোধ্যায় ?
লব। না, সে অশ্বমেধ বার্ত্তা শুনি নাই। তা সে
শুনিলেই এমন কি তাহে যায় আসে ?
সৈনিক। যে ধরিবে এই অশ্ব সে বিদ্রোহী।
লব। সত্য ?
তবে আমি সে বিদ্রোহী।
সৈনিক কি তুমি ?—উন্মত্ত !
তুমি বিদ্রোহী !
লব। হাঁ !
সৈনিক। (সহাস্যে) করিবে সমর তাই
রামচন্দ্র সনে ?
লব। যুদ্ধ করিব।
সৈনিক। কোথায়
সৈন্য ?
লব। প্রয়োজন ?
সৈনিক। যুদ্ধ করিবে একাকী
তার অনীকিনী সহ ?

লব। হাঁ।—আশ্চর্যটা কি
দেখিলে তাহার মধ্যে?
সৈনিক। যুদ্ধ বলে কারে
কিছু জানো শিশু?
লব। দেখ জানি কি না।
সৈনিক (সবিস্ময়ে) আরে!—
—তাপস-বালক তুমি।
লব। না আমি ক্ষত্রিয়।
সৈনিক? ক্ষত্রিয়?—তথাপি শিশু।
লব। শিশু নহি!
সৈনিক। কি ও!
শিশু নহ? যুবা নাকি!—সত্য? যুদ্ধ বিনা
দিবে না কি তুমি রাজঅশ্বে—
লব। কদাপি না।
সৈনিক। তবে যুদ্ধ করো।
লব। কার সঙ্গে?
সৈনিক। উপস্থিত—
ধর না আমারি সঙ্গে।
লব। তোমার সহিত?
তুমি রামচন্দ্র?
সৈনিক। না, তিনি আমার স্বামী।
লব। রাজপুত্র নও।
সৈনিক। নহি রাজপুত্র।
লব। আমি
রাজপুত্র। রাজপুত্র সঙ্গে বিনা কভু
যুদ্ধ করিব না।—ডেকে আন তব প্রভু
রাজা রামচন্দ্রে।
সৈনিক। রামচন্দ্র সঙ্গে রণ
উদ্ধত বালক। মূঢ়! তুমি সে রাবণ-
বিজয়ী রামের সঙ্গে করিবে সমর,
দুগ্ধপোষ্য শিশু?—বটে আস্পর্দ্ধা বিস্তর!
লব। রামচন্দ্র রাবণজয়ী বীর সত্য?
নারীবধে বটে তাঁর অদ্ভুত বীরত্ব!
অন্তরালে থাকি' যুদ্ধ কিষ্কিন্ধ্যাসঙ্কটে,
অত্যাশ্চর্য বালীবধ?—রাম বীর বটে

যত হীন যত হেয় মর্কট কপির
সাহায্যে রাবণবধ—রাম বড় বীর!
যাহা হোক্ রামচন্দ্র রাজপুত্র; আর
যুদ্ধ কিছু জানে ব'লে আছে অহঙ্কার।
ডেকে আন রামচন্দ্রে।

সৈনিক। অযোধ্যায় রাম।
উপস্থিত সেনাপতি তাঁর।

লব। তাঁর নাম?

সৈনিক। শত্রুঘ্ন।

লব। (সহর্ষে) শত্রুঘ্ন? এ ত উত্তম কৌতুক।

সৈনিক। কৌতুক!

লব। আশ্চর্য! সেই সেনাপতি টুকু
কভু যুদ্ধ করিয়াছে? শুনি নাই কভু।
তব ডেকে আনো। সে ত রাজপুত্র তবু।
রাম আসিবে না?

সৈনিক। রামে প্রয়োজন?

লব। নাম
শুনিয়াছি; একবার তাঁরে দেখিতাম।

সৈনিক। দিবে না এ অশ্ব! ডাকি সৈন্যাধ্যক্ষে তবে।

লব। নহিলে বাতাস সঙ্গে যুদ্ধ কি সম্ভবে?
সামান্য সৈনিক সঙ্গে না করে সমর
রাজপুত্র লব।

সৈনিক। এ ত ভারি হাস্যকর
ব্যাপার হইল আজি।

লব। কিছু চিন্তা নাই
ক্রমে গুরুতর হবে।

সৈনিক। হোক্ তবে তাই।

প্রস্থান

লব। দেখি যুদ্ধ কি প্রকার করে অযোধ্যার
বীরগণ। উষ্ণ রক্তপ্রবাহ আমার
প্রত্যেক প্রত্যঙ্গে বহে। আজ রণরঙ্গে
মাতিব। প্রথম দিন সমর-তরঙ্গে
দিব সন্তরণ। দেখি অস্ত্রবিদ্যা হেন
কি প্রকার শিখিয়াছি!

সীতা। লব!

লব। কি মা!

সীতা। কেন

ধরিয়াছ অশ্ব?

লব। মা, সে আশ্রম-কান্তারে

আসিয়াছিল যে, তাই ধরিয়াছি তারে।

সীতা। কি করিবে অশ্ব নিয়ে?

লব। চড়িব।

সীতা। এক্ষণে

আসিবে যখন কেহ অশ্ব-অন্বেষণে?

লব। এখনি আসিয়াছিল; বলিয়াছি তারে,

বিনা যুদ্ধে ছাড়িব না।

ব্যস্তভাবে কুশ ও অপর বালকগণের প্রবেশ

কুশ। মা! মা! চারিধারে

ঘেরিয়াছে অনীকিনী আসি' এ আশ্রম!

জানি লব ঘটাইবে বিভ্রাট বিষম

এই অশ্ব নিয়ে।

লব। তুমি নিশ্চিন্ত হৃদয়

ব'সে থাক কুশ, আমি আছি। নাহি ভয়।

কুশ। তুমি একা কি করিবে? সৈন্য অগণন।

শুনিছ না কোলাহল?—লব এইক্ষণ

অশ্ব ছেড়ে দেও।

লব। না মা! আমি বলিয়াছি,

বিনা যুদ্ধে দিব না এ অশ্বে, মরি বাঁচি;

ভঙ্গ হবে ক্ষত্রবাক্য? তুমি কি তা চাও

মাতা? (কুশকে) যাও। হোক্ যুদ্ধ (সীতাকে) যাও মাতা, যাও।

হোক্ সেনা অগণন। আমি ক্ষত্রবীর।

একা লব সমকক্ষ শত সেনানীর।

সীতা। যুদ্ধ করিবে কি এক অশ্বের কারণে

লব?

লব। যুদ্ধ করিব।

সীতা। এ অক্ষৌহিণী সনে?

লব। অক্ষৌহিণী সনে।

সীতা। একা?

লব। একা।

কুশ। বিমূঢ়তা!

সীতা। (স্বগত) সেই রাঘবের তেজ। সেই দৃঢ় কথা!
সেই দর্প! সে ভঙ্গিমা! গর্ববিস্ফারিত
সেই নাসা। সেই দৃঢ় শৌর্য-প্রসারিত
রাম-বক্ষ। চক্ষে জ্যোতিঃ। অটল ও স্থির
সে আত্মনির্ভর মুখে। (প্রকাশ্যে) তুমি ক্ষত্রবীর,
রাজপুত্র তুমি। যাও যুদ্ধ করো, যাও।
ক্ষত্রিয় রমণী আমি, বাধা দিব না ও
যুদ্ধ পিপাসায়।—লও মাতৃপদধূলি,
মাতৃ-আশীর্বাদ সহ শিরে লও তুলি'।—
যদি সাধ্বী হই, যদি পতিপ্রাণা হই,
মম আশীর্বাদে তুমি ভুবন-বিজয়ী।

নিষ্ক্রান্ত

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—কাননের অপরাংশ। কাল—মধ্যাহ্ন

সমর-বেশে লব ও শত্রুঘ্ন। দূরে চতুঃসৈনিক

শত্রুঘ্ন। বালক—উদ্ধত শিশু—অস্ত্র রাখো।
বোধ হয় শিশু, আজো জানো নাক
যুদ্ধ খেলা নয়?

লব। যুদ্ধ খেলা নয়?
আমি জানি সেনাপতি মহাশয়,
যুদ্ধ খেলা মাত্র—আমার অন্ততঃ।

শত্রুঘ্ন। জানো?—অস্ত্রাঘাতে দেহে হয় ক্ষত,
ক্ষত হ'তে হয় রক্তপাত?—রক্ত
দেখিয়াছ কভু? কৃপাণ বিভক্ত
দেখিয়াছ স্কন্ধ হ'তে ছিন্ন শির?

লব। আপনার ছিন্ন শির, কভু, বীর
দেখি নাই—যদি কহি সত্যকথা;
সত্য, আপনার দেহে ক্ষত ব্যথা
কভু পাই নাই।

শত্রুঘ্ন। তবে ক্ষান্ত হও।
তুমি শিশু; অস্ত্রাঘাত-যোগ্য নও;
ক্রোড়ে ধরিবার; প্রিয় সম্ভাষণ
করিবার; স্নেহে বক্ষে আলিঙ্গন

করিবার !—ওই কৈশোরকোমল
দেহে অস্ত্রাঘাত !—ওই ঢল ঢল
মুখখানি চুম্বিবার।—ফিরে দাও
রাজ-অশ্ব ; নির্ভয়ে ফিরিয়া যাও,
মাতৃক্রোড়ে সুকুমার !

লব। বিনা যুদ্ধ
দিব না ঘোটকে !—বুঝিলে ? প্রবুদ্ধ
নহ কি শত্রুঘ্ন ? অথবা বধির ?
শুন তবে (উচ্চৈঃস্বরে) বিনা যুদ্ধ, বুঝ স্থির,
দিব না ঘোটকে ?—শুনিয়াছ ?

শত্রুঘ্ন। (সহাস্যে) হবে
যুদ্ধ নিতান্তই। খোল অসি তবে।

উভয়ের অসি লইয়া যুদ্ধ। শত্রুঘ্ন কেবল শরীর রক্ষণে নিযুক্ত

শত্রুঘ্ন ধন্য শিশু। ধন্য অস্ত্র শিক্ষা। লব
ক্ষান্ত হও।

লব। (ক্ষান্ত হইয়া) তুমি তবে পরাভব
করিলে স্বীকার ?

শত্রুঘ্ন। উত্তম। স্বীকার
করি পরাভব। যুদ্ধ পরিহার
করো বীর। তবে অশ্ব ফিরে দাও।

লব। না হাসিছ তুমি।—পার নিয়ে যাও ;
আমারে পরাস্ত না করিয়া রণে,
পাবে না তাহারে ফিরায়ে। এক্ষণে
যুদ্ধ কর।

শত্রুঘ্ন। হোক্ তাহাই। উত্তম
তুমি শিশু বটে, সিংহপরাক্রম
ধরো দেহে ; করিয়াছ অস্ত্র-শিক্ষা ;
লজ্জা নাই শিশু কৌশলপরীক্ষা
তোমার সহিত।—লও অস্ত্র লও।

লব। তুমি বীর। তবে অগ্রসর হও।

আবার যুদ্ধ ও শত্রুঘ্ন ভূপতিত, সৈন্যগণ লবকে আক্রমণ করিল।
লব তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে নিষ্ক্রান্ত

কতকগুলি সৈনিকের পুনঃ প্রবেশ

১ম সৈনিক। একি !—আহত কি সেনাপতি শিরে ?

শত্রুঘ্ন। আহত ? বিষম আহত।

১ম সৈনিক। শিবিরে
ল'য়ে চল ওকি—ওকি কোলাহল।

বহু সৈনিকের প্রবেশ

২য় সৈনিক। সর্বনাশ প্রভু আতঙ্ক বিহ্বল
পলাইছে সব সেনা অযোধ্যা'র,
শুনিয়া শত্রুঘ্ন নিহত। তাহার
পশ্চাতে ধাইছে বীরকুলশ্রেয়
লব, যেন অবতীর্ণ কার্তিকেয়,
একাকী নির্ভয়ে!

অন্যান্য সৈন্য। ধন্য ধন্য লব!

শত্রুঘ্ন। তবে সেনা, উহা ভয় কলরব
পলায়িত অযোধ্যার বাহিনীর?
—ধিক্! ধিক্! কাপুরুষ ক্ষত্রবীর
অযোধ্যার সব। একা শিশু লব
খেদাইল আজ মেষসম সব
রামের ক্ষত্রিয় সেনায়—হা ধিক।

১ম সৈনিক। শিবিরে লইয়া চল! অত্যধিক
আহত শত্রুঘ্ন!

শত্রুঘ্ন বাহিত ভাবে সৈন্য চতুষ্টয়ের সহিত নিষ্ক্রান্ত

২য় সৈনিক। চল! শিক্ষা ধন্য!
ধন্য বাহুবল! বীর অগ্রগণ্য
এ ক্ষত্র তাপস।

নিষ্ক্রান্ত

লবের প্রবেশ

লব। পলায়িত সব
প্রতাড়িত রাজসৈন্য—অসম্ভব!
একে যুদ্ধ বলে!—এ ত ছেলে খেলা।
গৃহে যাই, শেষ হ'য়ে আসে বেলা।

প্রস্থান

স্থান—প্রাসাদশিখর। কাল—মধ্যরাত্রি

রাম একাকী

রাম। অস্তে গেছে চন্দ্র! দূরে সপ্তর্ষিমণ্ডল

পড়েছে ঢলিয়া। স্থির, নিস্তব্ধ, নির্মল,
মসীময় দিগন্ত আকাশ।—লক্ষ লক্ষ
নিশ্চল নক্ষত্রপুঞ্জ নীলিমার বক্ষ
ছেয়ে আছে; অন্ধকার প্রগাঢ় অম্বরে
অন্তরে আলোকরাজ্য!—মৃত্যুর উপরে
বিজয়ী প্রেমের মত।
স্তব্ধ এ সংসার।
শুধু দূরে সরযূর অশ্রান্ত ঝঙ্কার,
অনন্ত বিলাপ সম, অস্ফুট কারুণ্যে,
জাগাইছে প্রতিধ্বনি দূর স্তব্ধ শূন্যে।
জনশূন্য রাজপথ, চিত্রার্পিত প্রায়
হর্ম্যগুলি বদ্ধদ্বার। সুখে নিদ্রা যায়
পৌরজন। শুধু তার রাজার নয়নে
নাহি সুপ্তি।—চক্ষু ঢুলে আসে এইক্ষণে,
প্রগাঢ় আলস্যে।—সীতা! সীতা! এস নেমে;
আমার এ জাগ্রত তন্দ্রায়!—নহে প্রেমে,
এস করুণায়। আজি মৃতা কি জীবিতা—
নেমে এস। নেমে এস। (উচ্চৈঃস্বরে) সীতা! সীতা! সীতা!

স্বপ্নে সীতার প্রবেশ

সেই মূর্তি!—সেই নিষ্করুণ, সেই স্থির
পাষাণ-প্রতিমা! যেন নহে পৃথিবীর,
যেন নহে জীবিত জাগ্রত; সেই হিম
বিশুষ্ক হাস্যের রেখা অধরে, অসীম
ঔদাস্যে; নয়নে, সেই নিষ্প্রভ, নিষ্পন্দ
দৃষ্টি নিরাসক্তি, নির্বিরাগ, নিরানন্দ,—
স্থাপিত সুদূর শূন্যে। (জানু পাতিয়া) সীতা! প্রাণেশ্বরি।
যদি আসিয়াছ, আজি অনুকম্পা করি',
কথা কও প্রিয়ে।—আমি নিত্য নিরবধি
দগ্ধ হই তীক্ষ্ণ অনুতাপে—ক্ষমা করো
অপরাধ, কথা কও! এই ঘোরতর
অন্তর্দাহে এই অষ্টাদশ বর্ষ ধরি'
দগ্ধ হইয়াছি!—দেবী! প্রিয়ে! প্রাণেশ্বরি!
কোথায় চাহিয়া আছো দিগন্তের সীমা
লক্ষ্য করি' এক দৃষ্টে?—পাষাণ-প্রতিমা!
—চেয়ে দেখো! দেখো এই কৃশ, অস্থিসার

শীর্ণ দেহ।—কথা কও! শুদ্ধ একবার
বলো "ক্ষমা করিয়াছি"—একবার শুধু—

সীতার অপসার

—কোথা যাও—যাইও না—নিরন্তর ধূ ধূ
করিছে এ দীর্ঘকাল রাবণের চিতা
এই বক্ষে!—কও, কথা কও,—সীতা
যাইও না—

সীতার অন্তর্ধান

ভাঙ্গিয়াছে স্বপ্ন! উঃ কী দাহ!
কি বেদনা শিরে। রক্তে অনল-প্রবাহ
ব'য়ে যায়।—একি? বহে ঝটিকার মত
আর্দ্র বায়ু অকস্মাৎ। দিগন্ত বিতত
মেঘরাশি ঘনীভূত সহসা অম্বরে?
খেলিছে বিদ্যুৎ। ঘন ঘন কড়কড়ে
বজ্রধ্বনি! গাঢ় গাঢ়তম অন্ধকার
ঢাকিয়াছে সৃষ্টি! বিশ্ব জুড়ি' চারিধার
উঠিয়াছে মরণ-কল্লোল।

—ভয়ঙ্করি
নিশীথিনি! এই ঠিক। অয়ি সহচরি!
ভীষণ প্রলয়ঙ্করি রাত্রি! অয়ি ভীমা
সঙ্গিনী! আমার বক্ষে যেরূপ অসীমা
অতৃপ্তি, অশান্তি, চিন্তা, অনন্ত তমসা,
ভীম হাহাকারপূর্ণ—তোরো সেই দশা।
দুজনে মিলেছি ভালো। আজি তোর সঙ্গে,
ঝাঁপ দিব ঝটিকার ভীষণ তরঙ্গে,
নৈরাশ্যের অন্ধকারে।

—কি গম্ভীর নিশি!
নামে জলধারা ব্যাপ্ত করি' দশদিশি।
মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎবিদীর্ণ ঘনঘটা।
বৃষ্টির প্রপাত মাঝে সে বিদ্যুৎ ছটা
নেমে আসে পৃথিবীতে পিঙ্গল নিশীথে,
প্রলয়-দীপ্তির মত। প্রান্তর হইতে
প্রান্তরে দিতেছে লম্ফ বজ্র, হুহুঙ্কারি'
মৃত্যুর বিকট আর্তনাদ।—বলিহারি!

নাচরে ভৈরবী রাত্রি প্রলয়ের ছন্দে
ভৈরব হুঙ্কারে ভীমা, উলঙ্গ আনন্দে

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—দণ্ডকাশ্রম। কাল—অপরাহ্ণ

সীতা, বাসন্তী, লব ও কুশ

সীতা। বৎস বৎস! আজি সর্বনাশ করিয়াছ; কেন বলো নাই—
রাঘবের সৈন্য এই সব? নায়ক শত্রুঘ্ন তার ভাই?

বাসন্তী। রামচন্দ্র যে তোদের পিতা; শত্রুঘ্ন তোদের খুল্লতাত।

লব। রামচন্দ্র আমাদের পিতা, এত দিন বল নাই মা ত!

সীতা। টেনে আনি আমি সর্বনাশী, অমঙ্গল, অকল্যাণ যত,
আপনার ঘরে চিরদিন; কে অভাগী হায় মোর মত!

কুশ। রামচন্দ্র অযোধ্যা-ঈশ্বর, রামচন্দ্র—আমাদের পিতা;
তাঁর নিবাসিতা পত্নী তুমি—তুমি তবে অভাগিনী সীতা।

সীতা। সত্য কুশ! আমি অভাগিনী, সর্বনাশী পাতকিনী আমি,
তাঁর নির্বাসিতা পত্নী, কুশ!—রঘুবীর অভাগীর স্বামী।
হা বিধাতা!—এ কথা বলিতে, কেন বজ্র পড়িল না শিরে!
—বাছা কুশ। এই কথা শুনি', ঘৃণা কি করিস্ জননীরে?
আমি আনিয়াছি, রঘুকুলে, অকল্যাণ কালিমা বিগ্রহ;
আমি আনিয়াছি রাশি রাশি অশান্তি বিচ্ছেদ অহরহ;
মোর জন্য বালিবধ পাপ; মোর জন্য লঙ্কার সমর;
মোর জন্য শত্রুঘ্ন আহত; মোর জন্য ইক্ষাকুর ঘর
ছারখার; দুর্ভিক্ষ, মড়ক, হাহাকার, সর্বনাশ হেতু
আমি; আমি পাপ অভিশাপ; আমি অযোধ্যার ধূমকেতু;—
ঘৃণা কি করিস্ মোরে? আমি গৃহপ্রতাড়িতা, নির্বাসিতা,
দেবোপম আমার পতির পরিত্যক্তা, নিক্ষিপ্তা, বর্জিতা,
পুরাতন ছিন্ন বস্ত্র সম;—আজি আমি অবনত শিরে
সকলি স্বীকার করি;—বৎস! ঘৃণা কি করিস্ জননীরে?
বল্ বাছা কুশ, বাছা লব!—তথাপি নীরব বৎসগণ?
না না, ঘৃণা করিস্ না তোরা;—তোরা মোর হৃদয়ের ধন;
আমি দুর্ভাগিনী, আমি তবু তোদের জননী;—দীন হীন—
বুকের শোণিত দিয়া বাছা, করেছি লালন এত দিন।

বলিস্ না—যে করিস্ ঘৃণা ;—বুক ফেটে যাবে রে এখনি।
তবু নিরুত্তর কুশ !—লব !—

কুশ। অভাগিনা দুঃখিনী জননী।

প্রস্থান

সীতা। বাসন্তী ! বাসন্তী ! এই শেষ—এই মোর দুঃখের অবধি।
আর কি হইতে পারে পরে ?—করিয়া দারুণ ঘৃণা যদি
পুত্র গেল অনুকম্পাভরে ; বাড়া কিবা আছে এর চেয়ে ?
বাসন্তী ! পাষাণ চেপে ধরে বক্ষ ; চক্ষে অন্ধকার ছেয়ে
আসে ; ধর্ মোরে—(মূর্ছা)

বাসন্তী লব !

লব। মা! মা!

বাসন্তী লব ! শীঘ্র নিয়ে আয় বারি ;
মূর্ছিত জননী তোর !

লবের প্রস্থান ও জল লইয়া পুনঃ প্রবেশ ও জল সিঞ্চন

বাসন্তী দিদি ! কি সান্ত্বনা দিতে আর পারি !
কি সান্ত্বনা দিব !

লব। মা মা ওঠ ; আমি লব ডাকিতেছি তোরে।
আমি ত করিনি ঘৃণা, তবে, উত্তর না দিস্ কেন মোরে ?
মা পূর্বে অন্তরে রাখিতাম, আজি হ'তে তোরে শিরে তুলি'
রাখিব মা। চিরারাধ্যা তুই—দে মা মোর শিরে পদ ধূলি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—রাজসভা। কাল—প্রভাত

রাম, লক্ষ্মণ, বশিষ্ঠ, অষ্টাবক্র ও অন্যান্য ঋষিগণ

অষ্টাবক্র। হইয়াছে এ যজ্ঞের বিপুল বিরাট আয়োজন।
আসিয়াছে নিমন্ত্রিত শত শত নরপতিগণ
রাজদরশনে মহারাজ !

রাম। ধন্য হইলাম আমি।

অষ্টাবক্র। আসমুদ্র ক্ষিতি সমস্বরে—"জয় অযোধ্যার স্বামী"
গাইছে গম্ভীর।

রাম। অশ্ব কোথায় ?

লক্ষ্মণ দণ্ডকারণ্যে বীর

রাম। কেহ রুদ্ধ করিয়াছে।

অষ্টাবক্র। আছে কে অযোধ্যা ভূপতির

প্রতিপক্ষ ? বিনা যুদ্ধে দাক্ষিণাত্য অবনত শিরে,
মানে রাঘবের একচ্ছত্র অধিকার।

দৌবারিকের প্রবেশ

দৌবারিক। ভূপতিরে
আশীর্বাদ করিতে আগত ঋষি বাল্মীকি।

রাম। (শশব্যস্তে) কোথায় ?
নিয়ে এস সসম্মানে।—বলো আছি তাঁর প্রতীক্ষায়।
না আমি নিজেই যাই।

লক্ষ্মণ। না না, আমি আনিতেছি তাঁরে,
বিশ্রান্ত করিয়া পূর্বে যথাবিধি অতিথি সৎকারে
মহারাজ রহ স্থির।

রাম। সত্য বৎস! ছিল নাক মনে
অতিথি সৎকার কথা। যাও বৎস শীঘ্র—এইক্ষণে—

লক্ষ্মণের প্রস্থান

ভরত। মনে ত হয় না বাল্মীকিরে হ'য়েছিল নিমন্ত্রণ।
কি ভ্রম! অনিমন্ত্রিত এতদূর তাঁর আগমন ?

রাম। (স্বগত) তাঁহারি আশ্রমে—গৃহ-প্রতাড়িতা নির্বাসিতা সীতা
আশ্রয় মাগিয়াছিল। তাঁহারি আশ্রমে আরোপিতা
পরিম্লানা লতিকা শুকায়েছিল।—হায় অভাগিনী!
সীতার স্মৃতিতে পূর্ণ ঋষিবর—চিরপূজ্য তিনি।

লক্ষ্মণের সঙ্গে বাল্মীকির প্রবেশ

রাম। ভগবান প্রণত চরণে রাম।

বাল্মীকি। মহারাজ! আয়ুষ্মান্ হও—
ব্রাহ্মণেরে নমস্কার।

ব্রাহ্মণগণ প্রতি-নমস্কার করিলেন

বাল্মীকি। (বশিষ্ঠকে) তুমি ঋষি বশিষ্ঠ কি নও ?

বশিষ্ঠ। সত্য।

রাম। আজি মহর্ষির এতদূর পদব্রজে গতি!

বাল্মীকি। তপোবলে দূরত্ব ত অতিক্রম হয় না ভূপতি!
তাজেই এ পদব্রজে!

রাম। কৃতার্থ হইনু মহাভাগ!
আমি আজি।

বাল্মীকি। শুনিলাম রামচন্দ্র করিছেন যাগ;
রাজদরশন কভু, মহারাজ! ভাগ্যে ঘটে নাই;

আসিলাম অযাচিত ও অনিমন্ত্রিত আজ তাই,
এতদূর।

রাম। গুরু বশিষ্ঠের ছিল নিমন্ত্রণ ভার।
—ক্ষমা কর ঋষিবর!

বাল্মীকি। না না নিমন্ত্রণ অপেক্ষার
ধার বড় ধারিনাক। বিপ্রজাতি ভিক্ষা করে' খাই।
নিমন্ত্রণ হ'লে ভাল; তা বিনা নিমন্ত্রণেও যাই।
—ভালো, অশ্বমেধ যজ্ঞ।—উত্তম।—বিরাট আয়োজন।
—সুন্দর।—তা কুলগুরু বশিষ্ঠই আছেন যখন
তবে এই যজ্ঞে সহধর্ম্মিণী কে? কোন্ ভাগ্যবতী?

রাম। হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি সীতার।

বাল্মীকি। কে? কি বলিলে?—আর
বৃদ্ধ হইলাম; কর্ণে শুনিতে পাই না। কে?

রাম। সীতার
হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি।

বাল্মীকি। সত্য?

রাম। সত্য।

বাল্মীকি। ধন্য তুমি রাম।
আমি—প্রিয়তম বৎস! আমি শুদ্ধ ধন্য হইলাম।

রাম। ধন্য আমি। ভগবান্ রক্ষা করো, রক্ষা করো। আর
দিও না গঞ্জনা। সবচেয়ে তব এই তিরস্কার
বজ্র সম বাজে বক্ষে, ঋষিবর! ধন্য আমি তবে,
পত্নীদ্বেষী? ঋষিবর! এ জগতে পাতকী কে তবে!

দৌবারিকের প্রবেশ

দৌবারিক। দণ্ডক অরণ্য হ'তে উপনীত রাজ-ভগ্নদূত।

রাম। ভগ্নদূত! নিয়ে এস শীঘ্র। আমি রয়েছি প্রস্তুত
শুনিতে কি বার্ত্তা তার।

দৌবারিকের প্রস্থান

রাম। লক্ষ্মণ! নিশ্চয় আমি জানি—
শুনিব নিশ্চয় কিছু দূতমুখে অত্যদ্ভুত বাণী।

দৌবারিক সহ ভগ্নদূতের প্রবেশ ও দৌবারিকের প্রস্থান

রাম। কি বার্ত্তা, তোমার ভগ্নদূত?

ভগ্নদূত। মহারাজ! (নিস্তব্ধ)

রাম। ব'লে যাও।

ভগ্নদূত। মহারাজ।—

রাম। শুদ্ধ ওই বার্তা? আর কি বলিতে চাও?
তথাপি দাঁড়ায়ে মূক? আর কিছু বক্তব্য কি আছে?

ভগ্নদূত। নৃপতি অভয় দি'ন।

রাম। কহ বক্তব্য আমার কাছে,
নির্ভয়ে।—নিস্তব্ধ তবু! আমি তবে করিব আরম্ভ?
দণ্ডকে ঘোটক কোথা পলায়েছে।—তথাপি বিলম্ব?
বল কি ব্যাপার শুনি। মূক সম রয়েছ হাঁ করে'।

ভগ্নদূত। মহারাজ! অশ্ব ধ'রেছিল এক শিশু।

রাম। তার পরে?

ভগ্নদূত। উদ্ধার করিতে তারে শত্রুঘ্ন—

রাম। শত্রুঘ্ন।—তারপর?

ভগ্নদূত। শত্রুঘ্ন আহত—বন্দী।

সকলে। বাতুল—বাতুল—হাস্যকর!

রাম। বলিয়াছিলাম নাকি শুনিবে অত্যদ্ভুত সংবাদ।
(দূতকে) তুমি দিনে স্বপ্ন দেখ? চলে' যাও বাতুল উন্মাদ?

বাল্মীকি। শিশুর কি নাম?

ভগ্নদূত। লব।

বাল্মীকি। কি? দণ্ডক-অরণ্যনিকটে!

ভগ্নদূত। সত্য।

বাল্মীকি। শিশু সপ্তদশ বর্ষীয়?

ভগ্নদূত। সে ওইরূপ বটে।

বাল্মীকি। মহারাজ সম্ভবতঃ সত্য, কিংবা অর্ধসত্য বাণী,
এ ভগ্নদূতের। এই ক্ষুদ্র শিশু লবে আমি জানি!

রাম। কি মহর্ষি! দেখিতেছি মহর্ষিও করেন বিশ্বাস—
দুগ্ধপোষ্য শিশু জিনে শত্রুঘ্নে?—উত্তম পরিহাস!

বাল্মীকি। পরিহাস নহে বৎস।—সামান্য বালক নহে লব।

রাম। কোন্ কুলে জন্ম?

বাল্মীকি। রামচন্দ্রসম মহাকুলোদ্ভব।

রাম। সূর্যবংশ সমবংশ?—তাঁর পিতা তবে, ঋষিবর,
কে তা শুনি।

বাল্মীকি। তার পিতা রামচন্দ্র অযোধ্যা-ঈশ্বর।

রাম। বুঝিব কি ভগবান্, এই লব সীতার তনয়?

বাল্মীকি। সত্য ইহা। সাক্ষী জনার্দন। লবকুশ পুত্রদ্বয়।
জন্মে জানকীর গর্ভে আশ্রমে আমার, মহারাজ!

রাম। কোথায় তাহারা তবে?

বাল্মীকি। মাতৃসহ মদাশ্রমে আজ।
আমি আসিয়াছি এতদূর সমর্পিতে কুশীলবে
তাহাদের রাজ্যস্বত্ব।—রাজআজ্ঞা যদি পাই, তবে,
নিয়ে আমি তাহাদের সমর্পণ করি পিতৃকরে,
তাহাদের মাতৃসহ।

রাম। না মহর্ষি! এ বিশ্ব ভিতরে,
সবারই কলত্রপুত্রে আছে স্বত্ব, আছে অধিকার;
কেবল রাজার নাই।

বাল্মীকি। কে কহিল?

বশিষ্ঠ। শাস্ত্রের বিচার—
রাজার কলত্র—রাজ্য; রাজার সন্তান—প্রজা; আর,
রাজার কর্তব্য কর্ম—প্রজানুরঞ্জন মাত্র সার।
রাজার জীবন এক কঠোর সাধনা। তাহা নহে
কুসুমের শয্যা ঋষিবর—সনাতন শাস্ত্রে কহে।

বাল্মীকি। বশিষ্ঠ কি বলিতেছ? আমি বৃদ্ধ ঋষি, মূর্খ আমি;
ছিলাম ঘাতক দস্যু। তথাপি জানেন অন্তর্যামী—
এ হেন কঠোর বিধি, এ হেন নির্মম রাজনীতি,
শুনি নাই। দয়া, মায়া, ভক্তি, স্নেহ, অনুরাগ, প্রীতি,
বিশ্বের সম্পত্তি—শুদ্ধ নৃপতির প্রাপ্য নহে? হায়
তুমি গৃহী ঋষিবর!—এই বাক্য শোভা নাহি পায়।
বিবাহ করিবে রাজা, অথচ কলত্রপুত্রে নাহি অধিকার?
কেন করো নাই বিধি তার চেয়ে "বিবাহ রাজার
অশাস্ত্রীয়?" হইত না এত সে নির্মম নীতি।

বশিষ্ঠ। তবে,
মহারাজ! গ্রহণ করিতে পারো কুশ আর লবে;
অনন্যপুত্রক তুমি! নিতে পারো নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে,
মহর্ষি বাল্মীকি যবে দেন সাক্ষ্য তব পুত্রদ্বয়ে।

বাল্মীকি। আর সীতা!

রাম। (অন্যমনে) সীতা সীতা আজি স্বপ্নবৎ মনে হয়।

বশিষ্ঠ। সীতা? ঋষিবর!—ধর্মমতে সীতা গ্রহণীয় নয়।

বাল্মীকি। কি হেতু বশিষ্ঠ? আমি মূর্খ ঋষি, বনমধ্যে থাকি,
আজীবন মহাভাগ! ধর্মাদির সংবাদ না রাখি।

বশিষ্ঠ। যে কারণে সীতা নির্বাসিত, সেই হেতু বিদ্যমান,
অদ্যাপি মহর্ষি!

বাল্মীকি। জানি জানি। রক্ষা করো ভগবান্!
করিও না কলুষিত এই সভা, এই কর্ণ মম.
এই বায়ু, সে নিন্দা উচ্চারি'; যাহা, অপমান সম,
সুকঠিন অত্যাচারে, বিষসম গুপ্ত ছুরিকায়,
—যে কলঙ্ক, যেই অপবাদ, যেই গভীর অন্যায়,
বাজিয়াছে তীক্ষ্ণতম—সাক্ষী হরি—সেই বক্ষঃস্থলে;—
রাম! আমি জানি তুমি অবতীর্ণ ধর্ম ধরাতলে;
কিন্তু নাহি জানি, তুমি কি তর্কের ঘোর ষড় যন্ত্রে,
হইয়াছ কার্যতঃ স্বকীয় সাধ্বীপ্রিয়পত্নীহন্তা?

বশিষ্ঠ। কর্তব্যের জন্য; রাজধর্মরক্ষাহেতু মহামতি!
প্রেম না কর্তব্য বড়?

বাল্মীকি। কর্তব্য কি নাহি স্ত্রীর প্রতি,
মহাভাগ?—মহারাজ! শোন তবে—নহে শাস্ত্র নব,
যদি অবজ্ঞাত আজি।—তুমি পতি—সীতা পত্নী তব;
পতির কর্তব্য নহে, তাহারে আশ্রয়দান তবে?
মেষ সম পত্নী নহে পতির সম্পত্তি মাত্র, যবে
বাসনা, রাখিবে; যবে বাসনা, করিবে পরিহাস;
যেরূপ সুবিধা, রুচি, ইচ্ছা, কিংবা প্রবৃত্তি তোমার!
শোনো তবে, তোমার যতই, হায়, বক্ষের ভিতরে
তাহারও হৃদয়খানি, মহারাজ, অনুভব করে।
সীতা পত্নী ভুলে যাও—তুমি রাজা, 'তব প্রজা সীতা,
অপবাদ-অপমান-বিদ্ধা! যদি বিশ্বপ্রতাড়িতা,
নিরপরাধিনী আসি' মাগে তব শুদ্ধ সুবিচার,
তাহারে বিচারদান ন্যায়মতে কর্তব্য রাজার!
তাহাও কি দিতে অস্বীকৃত রাম আজি?

রাম। অপারগ।—
অস্বীকৃত নহি।

বাল্মীকি। অপরাগ? রাম! তুমি বিচারক;
তুমি মূর্তিমান ন্যায়; তুমি রাজা; রাজ-সিংহাসনে
বসিয়া নিঃশব্দে, অবলীলাক্রমে, অম্লান বদনে,
কহিলে এ কথা?—শুষ্ক কৃপাহীন শুষ্ক সুবিচার
দিতে অপারগ?—যদি সত্য এই; তবে কেন আর
বসি' রাম সিংহাসনে? কেন এই রাজদণ্ড?—শিরে
কেন এই উজ্জ্বল মুকুট? আর কেন এ বাহিরে
বিচারের ব্যজ অভিনয়? নেমে এস; চ'লে যাও

বনগ্রামে ; দূর করো মাল্য ; রাজদণ্ড ফেলে দাও,
মুছে ফেল রাজটিকা অক্ষম ললাটে ।—কেন আর
সিংহাসনে, দিতে অপারগ যদি শুদ্ধ সুবিচার ?
কাহার বিশ্বাস ধর্মমাহাত্ম্যে রহিবে, কহ রাম !
যদি তার এই পুরস্কার, এই পরিণাম ?

(বশিষ্ঠকে) করিয়াছ প্রশ্ন তুমি ঋষি !—কর্তব্য কি প্রেম বড় ?
আমি মূর্খ, আমি বুঝি, প্রেম উচ্চ, প্রেম শ্রেষ্ঠতর ।
প্রেম পথ দেখায়, কর্তব্য চলে সেই পথ বাহি' ;
প্রেম দেয় বিধি, নিত্য কর্তব্য পালন করে তাহে ।
প্রেম নহে ভ্রম, মহাভাগ ! বাতুলের স্বপ্ন নহে ;
প্রেম সত্য, প্রেম পুণ্য, প্রেম কভু, মিথ্যা নাহি কহে ।
যেথা ধর্ম, সেথা প্রেম ; যেথা পাপ, প্রেম নাহি রহে ।
প্রেম, প্রভু ; কর্তব্য, তাহার ভৃত্য । বিশ্বচরাচর
প্রেমের রাজত্ব নহে ? বিশ্বস্রষ্টা নিয়ন্তা ঈশ্বর
নহে প্রেমময় ?—প্রেমে সুগঠিত বিধি ও সমাজ ।
প্রেমবদ্ধ পরিণয়ে নিত্য নব সৃষ্টি মহারাজ ।
কর্তব্য, নির্জীব, মূক, হিম, অবসন্ন, নিরাকার
কঠিন পাষাণস্তূপ । তাহে শিল্পী ভাস্করের মত
প্রেম দেয় মূর্তি । শুষ্ক কর্তব্যকঙ্কালখানি ঘিরে
প্রেম দেয় মাংস পরিচ্ছদ । শুষ্ক তরুবরশিরে
প্রেম দেয় কুসুমপল্লব । রৌদ্রতপ্ত ধরাতলে
প্রেম আসে রাত্রিসম পবিত্রশিশিরস্নিগ্ধজলে
সুমন্দ পবনে । ধীরে, চিন্তার ললাটখানি ছেয়ে,
প্রেম আসে সুপ্তিসম ।—কর্তব্য কি উচ্চ প্রেম চেয়ে ?
—চেয়ে দেখ মহারাজ, চেয়ে দেখ ঋষি, এ সুন্দর
বিশ্ব মুঞ্জরিত প্রেমে । দিগন্ত বিতত নীলাম্বর
প্রেমে উদ্ভাসিত । প্রেমে সূর্য উঠে, প্রেমে নীলাকাশে
পুঞ্জে পুঞ্জে জাগে লক্ষ নক্ষত্র ; চন্দ্রমা প্রেমে হাসে
প্রেমে বহে বারিধারা ; প্রেমে বিশ্বে নির্ঝরিণী ছুটে ।
প্রেমে বিকশিত কুঞ্জে, প্রেমে রাশি রাশি পুষ্প ফুটে ।
অন্ধকারে প্রেম দেয় আলো, বিশ্ব হাহাকার মাঝে
স্বর্গীয় সঙ্গীতে নিত্য নিয়ত প্রেমের বীণা বাজে ।

বশিষ্ঠ । বাল্মীকি ! বাল্মীকি ! তুমি জয়ী । অবনত করি শির ।
তোমার আদেশ শিরোধার্য । যাও রাম, বাল্মীকির
আজ্ঞামত কর কার্য । লও জানকীরে, মহীপতি !

রাম। অদ্য সুপ্রভাত মম এত দিনে।—কল্য সসংহতি
যাইব দণ্ডকে।—ত্বরা হউক প্রস্তুত পুষ্পরথ।—
যতদিন নাহি ফিরি, প্রতিনিধি রহিবে ভরত।—
সম্পূর্ণ হউক যজ্ঞ।—(বশিষ্ঠকে) গুরুদেব অতি শুভক্ষণে,
হ'য়েছিল অশ্বমেধমন্ত্রণা এ, মহর্ষির মনে।
—হৃদয়ের ধন্যবাদ লও দেব ; সর্ব অপরাধ
ক্ষমা কর। আজ এই শুভদিনে, দাও আশীর্বাদ,
যেন পাই কুশলে কলত্র পুত্রে।—পূর্ণ কর যাগ।
অকার্পণ্যেবিতর কাঞ্চনসবে।—আর (বাল্মীকিকে) মহাভাগ।
লও হৃদয়ের শ্রদ্ধা, অন্তরের ভক্তি, কৃতজ্ঞতা ;
দাও শান্তিবারি শিরে। দূরে যাক্ সর্ব ক্ষত ব্যথা,
অশান্তি ও দুঃখ।—করো আশীর্বাদ দুই জনে আজ।

বাল্মীকি। পূর্ণকাম হও বৎস!

বশিষ্ঠ। পূর্ণকাম হও মহারাজ!

রাম। লক্ষ্মণ! আদেশ করো—প্রতি গৃহচূড়ে, সৌধ-শিরে,
উড়ুক পতাকা বিরঞ্জিত, এই সুন্দর সমীরে,
বসন্তের। গাউক মঙ্গলগীতি, মনোহর ছন্দে
পুর ব্যাপ্ত করি'। নভ দীর্ণ করি' উন্মত্ত আনন্দে,
বাজুক মঙ্গল-বাদ্য। গৃহে গৃহে হোক্ শঙ্খধ্বনি।
আমি এবে যাই অন্তঃপুরে তবে, যথায় জননী।

প্রস্থান

বাল্মীকি। সীতা সীতা সুভাগিনী দুহিতা আমার! তুই ধন্য।
কেঁদেছিস সপ্তদশ বর্ষ ধরি' নিত্য যার জন্য,
দিবানিশি জানকি!—সে ভুলে নাই তোরে, ভুলে নাই।
দেখে যা দেখে যা বৎসে! কাঁদিস্‌নে বৃথা ; সর্বদাই
পরিপাণ্ডু মুখে তোর, দেখি নাই হাসি এতদিন ;
এবার দেখিব। সেই চক্ষুদুটি বিষাদে মলিন,
—দেখিব উজ্জ্বল।—হরি! আজ তুমি ধন্যবাদ লও,
অন্তরের অন্তর হইতে।—ধর্ম! তুমি মিথ্যা নও
আছে বিশ্বে প্রেম, দয়া, ভক্তি, স্নেহ, চরিত্রমহত্ত্ব।
—হরি! দয়াময় হরি! আজি জানিলাম তুমি সত্য।

নিষ্ক্রান্ত

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—দণ্ডকাশ্রম। কাল—শেষ-রাত্র

সীতা ও বাসন্তী

সীতা। কত রাত্রি বাসন্তী ?

বাসন্তী। রজনী
অবসান প্রায়, মনে গণি।

সীতা। কাক ডাকিল না ?

বাসন্তী। কই !—হবে !

সীতা। কুটিরের দ্বারগুলি তবে
খুলে দে বাসন্তী !—ধীর—ধীর,
প্রভাতের সুস্নিগ্ধ সমীর,
প্রিয় বাল্যবন্ধু সম এসে,
জড়ায়ে ধরুক গলদেশে।

বাসন্তী। না দিদি, তোমার তপ্ত কায়ে,
প্রভাতশিশিরস্পৃক্ত বায়ে,
বাড়িবে জ্বরের বেগ ; জ্বর
কমেনি ত।

সীতা। বিশুষ্ক অধর—
জল দে বাসন্তী ! উঃ কী দাহ !
শিরায় কী অনল প্রবাহ
বহে' যায় !

বাসন্তী। বেদনা কি শিরে
কমে নাই দিদি ?

সীতা। কই ?—ফিরে
আসেন নি, আজিও বাল্মীকি
ঋষিবর ?

বাসন্তী। অযোধ্যা দিদি কি
দুদিনের পথ ? ত্বরা তিনি
আসিবেন মঙ্গলকাহিনী
ল'য়ে ; ধৈর্য ধরো দিদি—

সীতা। বোন্ !
ধৈর্য !—ধৈর্য কারে বলে ?—কোন্
রাজকন্যা, রাজার গৃহিণী,
বীরমাতা, হেন অভাগিনী !—

পরিত্যক্ত, প্রতাড়িত যেন
পথের কুক্কুর। তবু হেন
কার পিতা, কার পতি, কার
পুত্র ?—সান্ত্বনার বাক্য আর
বলিস্ না।—শোন্ ওই ডাকে
বিহঙ্গম কুঞ্জে, শত শাখে।
খুলে দে কুটীর দ্বার (কথাবৎ বাসন্তীর কার্য) ওই
নেমে আসে উষা জ্যোতির্ময়ী;
কনকচরণক্ষেপে ধীরে,
সুদূর উত্তুঙ্গ শৈলশিরে,
নীরবে।—বাসন্তী, আজি কেন
মনে হয়—এ প্রভাত যেন
রচিয়াছে কনক কিরণে,
আমার অন্তিম শয্যা! মনে
হয়—এই নির্মেঘপ্রসার—
এই শেষ প্রভাত আমার।
—তাই হোক্—এই শ্যাম ছবি,
বিহঙ্গমমুখর অটবী,
থাকুক আমারে আজি ঘিরে।
পুণ্যময়ী জাহ্নবীর তীরে,
ভুলে গিয়ে সর্ব দুঃখ শোক,
আজ মোর সুখ মৃত্যু হোক্।

বাসন্তী ও কি কহ অকল্যাণ বাণী!
রোগ সারে না কি দিদি ?

সীতা। জানি,
রোগ সারে। সব রোগ সারে।
অগ্নিতপ্ত জ্বরের বিকারে
বাঁচে জীব, প্রবল যক্ষ্মায়
রক্ষা পায় রোগী।—কিন্তু হায়,
যে রোগ পতির নিষ্করুণ
কঠিন তাচ্ছিল্য; শতগুণ
কঠিন—পুত্রের অশ্রুহীনা
হিম শুষ্ক সকরুণ ঘৃণা—
সে রোগ সারে না বোন্!

বাসন্তী। (স্বগত) আর

কী দিব সান্ত্বনা ?—সান্ত্বনার
অতীত এ ব্যথা। বৃথা সব
প্রবোধ—

সীতা। বাসন্তী! কোথা লব ?

বাসন্তী। ঘুমায়ে শিয়রে।

সীতা। (ফিরিয়া দেখিয়া) মোর লাগি',
আহা, বৎস, সারারাত্রি জাগি',
পড়েছে ঘুমায়ে—
প্রিয় বোন্!
দুটি হাত ধরে' বলি শোন্—
পুনঃ পুনঃ নিশা অবসানে,
কে যেন বলিছে মোর কানে,
আজ মোর শেষ দিন। বেশ
বুঝিতেছি আজ সব শেষ।
রে বাসন্তী! তাই হয় যদি,
আজ মোর দুঃখের অবধি।
ভাবিস্ না কাঁদিস্ না; স্থির
শ্যামল পুষ্পিত অটবীর
ক্রোড়ে, বিশ্ব জাগরণ মাঝে,
আমি ঘুমাইয়ে যাই আজি।
এ আমার সুখ মৃত্যু তবে;
আজি ভগ্নি, অবসান হবে—
এ পদদলিত, এ অসার
ব্যর্থ, শূন্য জীবন আমার।
—যন্ত্রণার শেষ, দুঃখহীন,
শান্তিভরা, এ সুখের দিন।
যদি তাই হয়—ভগ্নি, তবে
দেখিস্ আমার কুশীলবে।
অযোধ্যায় ফিরে যাস্, গিয়ে
বলিস্ রাঘবে, সঁপে' দিয়ে
লব কুশে, বলিস্ লো "সীতা
সুখে মরিয়াছে; তুমি পিতা
এ যুগ্ম শিশুর; পৃথিবীর
তুমি রাজা; ন্যায়নিষ্ঠ, বীর
তুমি; সীতার এ শেষ কথা;—

সীতার অন্তিম ভিক্ষা—যথা-
বিহিত করিও পুত্রদ্বয়ে ;—
সুখী হ'ও নব পরিণয়ে"।
—জগদীশ ! নয়নের পাশে
এ কী অন্ধকার ছেয়ে আসে।
এলাইয়া আসে ধীরে ধীরে ;
প্রতি অঙ্গ, শিথিল শরীরে ;—
এ কী লো বাসন্তী ?

বাসন্তী। বুঝি তবে
জর ছেড়ে আসে দিদি।

সীতা। হবে।—
(চমকিয়া) ও কি ?
ওই—দূরে বিনিস্তব্ধ
অরণ্যানী মাঝে কোন শব্দ
শুনিতেছ না কি ? মনে গণি,
শুনিতেছি অশ্বপদধ্বনি
দূরে যেন।

বাসন্তী। কই ?

সীতা। ওই শোনো—
ক্রমে স্পষ্টতর—যেন কোনো
সবাহন যুগ্ম অশ্ব।

বাসন্তী। বটে ;—
মিলাইয়া গেল নদীতটে।

সীতা। দেখে আয়।

বাসন্তী। বেশ। দেখে আসি—
স্থির রহ।

প্রস্থান

সীতা। (উঠিয়া শ্রবণানন্তর) হা মূঢ়, বিশ্বাসী
ভ্রান্ত মোর দুর্বল হৃদয় !
তাহা নয়—মূঢ় ! তাহা নয়। (শয়ন)
কেন আসিবেন তিনি, প্রভু,
রাজেন্দ্র, কুটীরে মোর। তবু
অস্থির হৃদয় কেন ? হেন
কেন বিকম্পিত দেহ ? কেন
রুদ্ধকণ্ঠ ? কেন অশ্রুবারি

চক্ষে আর রাখিতে না পারি ?
—আসিবেন তিনি ? মহারাজ
তিনি, বিশ্বপতি,—তিনি আজ—
ছাড়ি' তাঁর উচ্চ সৌধশিরে,
আসিবেন দরিদ্র কুটীরে ?
(সগর্বে) কেন হন ?—হাঁ অভাগী আমি ;
তবু মোর তিনি ন'ন স্বামী ?
হো'ন তিনি সম্রাট্,—আমি না
সম্রাজ্ঞী তাঁহার ?—বিমলিনা,
পরিত্যক্তা, ধূলিধূসরিতা
আজ ;—তবু ধর্মপরিণীতা
পত্নী নহি তাঁর ?—এ দুরাশা !
—হায় অন্ধ মুগ্ধ ভালোবাসা !
ন'ন অভাগীর তিনি ;—তিনি
অন্যের ;—সে কোন্ সুভাগিনী ;
কোন্ পূর্বজন্মপুণ্যফলে
লভিল যে তাঁরে।—অশ্রুজলে
কেন বক্ষ ভেসে যায় ?—তিনি
সুখী হোন্—আমি অভাগিনী,
সমুদ্রের জলবিম্ব প্রায়,
অতল সে জলে মিশে যাই ।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—দণ্ডকারণ্যের প্রান্তভাগ। কাল—প্রভাত

রাম ও লক্ষ্মণ

রাম। কোথায় বাল্মীকি ?
লক্ষ্মণ। তিনি গিয়াছেন দেবী জানকীরে
দিতে তব আগমন-বার্তা।
রাম। (পরিক্রমণ) কই এখন ত ফিরে
আসেন না কেন ?—আমি যাই দেখি।
লক্ষ্মণ। ক্ষান্ত হও ভাই,
মহর্ষির নিষেধ। অতীব ক্ষীণদেহা দেবী—তাই
আসেন মহর্ষি ওই।
রাম। (অগ্রসর হইয়া) কি মহর্ষি! কোথা মম সীতা ?

বাল্মীকির প্রবেশ

বাল্মীকি। এখন সময় নহে রাম। সীতা এখন নিদ্রিতা।
এত বৃদ্ধ হইয়াছি, আশ্চর্য এ হেন বিবর্তন
কভু দেখি নাই। মম বার্তা শুনি' দেহে তার যেন
জাগিল নবীন স্ফূর্তি। পরিপাণ্ডু দুটি গণ্ডস্থলে
ফুটিল দুইটি রক্তজবা। মৃদুহাস্য অশ্রুজলে
রচিল মধুর সৃষ্টি; ধীরে আসি' পড়িল শিশিরে,
স্নিগ্ধ সূর্যরশ্মি যেন। বাহু দুটি প্রসারিয়া ধীরে
কহিল জানকী 'কোথা তিনি', অশ্রুগদ্গদ ভাষায়;
উঠিল দাঁড়ায়ে সীতা, পড়িল সে অমনি মূর্ছায়
ছিন্নমূললতাসম ভূমে। ধরিল বাসন্তী তারে,
তখনি উঠায়ে বুকে; আনি' লব পূর্ণকুম্ভবারি
দিল তার মুখে, সংজ্ঞা লভিল জানকী। পরিশেষে,
পরিশ্রান্ত সীতা, বিশ্রামের তরে, আমার আদেশে,
জড়াইয়া বাসন্তীর গলে, তার স্নেহময় বুকে,
ঘুমায়ে পড়িল ধীরে, শান্ত স্নিগ্ধ সুগভীর সুখে।
এখন ঘুমায় সীতা; ঘুমাক সে; সমস্ত যামিনী
মুদে নাই আঁখি; ক্লান্ত, অতি ক্লান্ত এবে সুভাগিনী।

রাম। কোথা পুত্র? কোথা লব কুশ?

বাল্মীকি তাদের মায়ের কাছে;
যাই ডেকে আনি গিয়া—এই আপনিই আসিয়াছে
কুশ। কুশ, লব কোথা?—

কুশের প্রবেশ

কুশ লব আছে মাতার সকাশে,
করে পরিচর্যা তাঁর, জাগিয়া এখন তাঁর পাশে।

বাল্মীকি। কুশ—এই পিতা রামচন্দ্র—এই পিতৃব্য লক্ষ্মণ
তোমার। প্রণম কুশ এঁদের চরণে।

কুশ। (যথাদেশ করিয়া রামকে পর্যবেক্ষণ সহ স্বগত) এই রাম!
অযোধ্যার অধীশ্বর এই!—যাঁর গাথা, যাঁর নাম
আসমুদ্রপরিখ্যাত, যাঁর কীর্তি অক্ষয় অমর,
ঘোষিত সহস্র মুখে; জিনিল যে লঙ্কার সমর,
স্থাপিল যে সুমহান্ বিধি;—ধন্য ভাগ্যবান্ আমি
পুত্র, পিতা যার হেন রামচন্দ্র—অযোধ্যার স্বামী।

লবের প্রবেশ

বাল্মীকি। লব! এই পিতা রামচন্দ্র—এ পিতৃব্য লক্ষ্মণ
তোমার। প্রণম পদে।

লব (লক্ষ্মণের চরণে প্রণাম করিয়া) ভাগ্যবান্ আমি, তপোধন,
এ হেন পিতৃব্য যার—পদে প্রণমি পিতৃব্য মম!

গমনোদ্যত

বাল্মীকি। পিতারে প্রণম, লব!

লব। (সাভিমানে ফিরিয়া) মহর্ষি! কৈশোরে, ছায়াসম,
যে পত্নী, সাম্রাজ্য ছাড়ি', রামানুবর্তিনী বনবাসে;
লঙ্কায় যে তার জন্য যাপে নাই, সুদীর্ঘ প্রবাসে,
দিন অশ্রুপাত বিনা; নিন্দাভয়ে তারে অনায়াসে,
দেয় নির্বাসনদণ্ড যেই রাম—ক্ষমা করো দাসে—
ভগবান্, সেই রামে প্রণাম না করে লব। তার
অটল বিশ্বাসে তিনি করেছেন রূঢ় অবিচার
অগাধ সে প্রেমে হানি' শেল—তাঁর অনন্ত নির্ভর
দলি পদতলে।—দেব! হোন্ তিনি অযোধ্যা-ঈশ্বর;
হোন্ তিনি নিখিলের পতি; তিনি তুচ্ছ তিনি ছার।
হোন্ তিনি রাবণবিজয়ী;—তিনি ভীরু শতবার।—
(রামচন্দ্রকে) পিতা! রামচন্দ্র! পৃথিবীর পতি তুমি? নরোত্তম
তুমি? বীর তুমি? ধর্মপরায়ণ?—নিষ্ঠুর নির্মম!
ধিক্! কাপুরুষ! ধিক্! তোমার পাপের নাই সীমা;
ও উচ্চ ললাটে প্রভু, এই কৃষ্ণ কলঙ্ক কালিমা
রবে লেপি' চিরদিন রাজেন্দ্র! জানিও যশোগীতে
বাজিবে বিকটধ্বনি চিরদিন এ অন্যায় পিতা!

রাম। (বাষ্পগদগদ স্বরে) পুত্রযুগ্মমাঝে তুই শ্রেষ্ঠতর লব! পৃথিবীর
অধীশ্বর, মাগে ভিক্ষা আজ, তোর কাছে, নতশির
গর্বিত লজ্জায়—আয় বক্ষে—ক্ষমা করিবি না লব?

হস্ত প্রসারণ

বাল্মীকি। বৃদ্ধ চক্ষুর্দ্বয়ে অশ্রু আসে। লব! তথাপি নীরব?
পুত্র কাছে চাহিছে মার্জনা পিতা! তথাপি কঠিন!
পেয়েছিস্ বাল্মীকির কাছে কি এ শিক্ষা এত দিন!

লব। (রামকে) চাহো ক্ষমা পিতা, নিজ পত্নী কাছে!—অযোধ্যা-ঈশ্বর
ক্ষমাময়ী সাধ্বী সতী ক্ষমা যদি করে, রঘুবর!
বড় ভাগ্যবান্ তুমি! অনুকম্পা চাহো বিধাতার,—
যদি পাও বড় ভাগ্যবান্ তুমি।—কী বলিব আর—

পিতা! রামচন্দ্র! তুমি পিতা, আমি পুত্র; কিন্তু হায়—
সেই পরিচয় দিতে হুয়ে পড়ি রক্তিম লজ্জায়।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—দণ্ডকাশ্রম। কাল—অপরাহ্ণ

বাল্মীকি ও রাম

বাল্মীকি। আপনি আসিছে সীতা। আমি বলিলাম
"উঠ স্বভাগিনী আসিছে কুটিরে রাম।"
কহিল সীতা "না প্রভু! এসেছেন স্বামী
এতদূর মোর লাগি', নিজে যাব আমি
এক্ষণে সমীপে তাঁর; করো অনুমতি;
ভাবিও না ভগবান্, আমি ক্ষীণ অতি;
পাইয়াছি দেহে বল, হৃদয়ে বিশ্বাস,
নিরাশায় আশা আজ। চিত্তে অভিলাষ—
আপনি যাইয়া নাথে দিব অভ্যর্থনা;
আপনি যাইয়া পদ করিব বন্দনা।"
এখানে অপেক্ষা করো। আমি যাই তবে,
নিয়ে আসি সীতারে।

বাল্মীকির প্রস্থান

রাম আবার দেখা হবে।
কি কহিব? দীর্ঘ সপ্তদশ বর্ষ পরে
দেখা হবে। কি কহিব?—বক্ষের ভিতরে
উঠিছে ঝটিকা; চক্ষে আসে বাষ্প ভরি';
কত কথা বলিবার আছে।—হাত ধরি'
চাহিব মার্জনা? বলিব কি—কি বলিয়া
চাহিব মার্জনা? কী উত্তর দিবে প্রিয়া?
আকর্ণ-বিশ্রান্ত তার নীল চক্ষু দুটি
ভরিয়া যাইবে জলে; তার ওষ্ঠপুটে
জাগিবে সে হাসি; তার কম্পিত অধরে
কহিবে সে সেই চির পরিচিত স্বরে
সে মধুর কণ্ঠে—"আর্যপুত্র! প্রাণেশ্বর!
জীবন বল্লভ!"—আমি কী দিব উত্তর?
—ওই আসে সীতা।—এ কি! এত শীর্ণ!—নত
দেহযষ্টি; পরিপাণ্ডু তুষারের মত

গণ্ডস্থল ; অতি ধীর অনিশ্চিত গতি ;
তথাপি অধরে জাগে স্নিগ্ধ মিষ্ট অতি
সেই হাস্য , ললাটে গরিমা ; মুখে ক্ষমা ;
চক্ষে জল ; মূর্তিমতী অনুকম্পা সমা।

সীতার প্রবেশ

রাম। সীতা!

সীতা। মহারাজ!

রাম। সীতা!—এই সম্বোধন
এতদিন পরে! এই শুষ্ক সম্বোধন—
—"মহারাজ!"—প্রাণেশ্বরি! অথবা আমার
পুরাতন সম্বন্ধে কি আছে অধিকার।
তোমার আমার মধ্যে মহা ব্যবধান;—
স্বর্গের দেবতা তুমি, আমি ক্ষুদ্রপ্রাণ
মর্ত্যের মনুষ্য মাত্র ; তুমি প্রপীড়িতা
আমি তব অত্যাচারী।—সীতা! সীতা! সীতা!
ক্ষমা করো।

সীতার সমক্ষে জানু পাতিয়া উপবেশন

সীতা। কি করো ভূপতি! মহারাজে
এ ভূমির, এ ধূলার আসন কি সাজে।

রাম। মহারাজ নহি আজ!—এই রাজবেশে
বলো, দূরে ফেলে দেই, তোমার আদেশে।
ফেলে দেই মণিময় এ-স্বর্ণমুকুটে ;—
আমার সাজে না ইহা। যুক্ত করপুটে,
মুক্ত শির, নত জানু, ভিক্ষুক সমান,
চাহি ক্ষমা। ভুলে যাও ক্ষুদ্র বর্তমান,
সীতা!—আমি রাজা, তুমি রাজার দুহিতা
ভুলে যাও। শুদ্ধ মনে কর তুমি সীতা,
আমি রাম—এই মাত্র। শুদ্ধ কর মনে
সেই পুরাতন দিন ; পঞ্চবটী বনে
তাপস তাপসী মোরা; গোদাবরী নদী,
সেই গিরিপদতলে ; নিরবধি
বিহঙ্গমুখর কুঞ্জ ; মনে করো প্রিয়ে,
জীবনের সে প্রভাত ; সেই পর্ণগৃহে
শৈশবের সে প্রথম প্রণয়-কাহিনী—

সরল, সুন্দর, স্বচ্ছ গিরিনির্ঝরিণী
সম ; মুক্ত, অসীম, উদার, অনিয়ত,
হেমন্তের ঘন নীল আকাশের মত।
আচ্ছন্ন করিয়াছিল ঘনঘটা আসি'
সে সুন্দর প্রেম,—সেই গাঢ় স্নেহরাশি ;
বাঁধিয়াছিল এ চিত্ত সংসারনিয়ম
নিগড়ের মত ;—আজি বুঝিয়াছি ভ্রম !—
ক্ষমা কর সীতা ! তব পুণ্যবারি দিয়ে
আবিলতা মম ধৌত করে' দাও প্রিয়ে—

সীতা। বিকলাঙ্গ, চক্ষুর্দ্বয় দৃষ্টিহীন জলে,
বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠ আমি। তুমি পদতলে
এতক্ষণ, তথাপি নিস্তব্ধা তাই আমি।
উঠ আর্যপুত্র, উঠ নাথ, উঠ স্বামী—

রাম। উঠিব না যতক্ষণ তুমি নাহি কহ
'ক্ষমা করিয়াছি।'

সীতা নাথ ! নিত্য অহরহ
করিয়াছি যার আরাধনা হায় ; যার
দর্শনমাত্রই সিদ্ধি সর্ব সাধনার,
চরম মোক্ষের হেতু ; বিপদে কল্যাণে
ছিল যে আমার সঙ্গী ; জ্ঞানে ও অজ্ঞানে
যে আমার ধ্যান ; তারে ক্ষমিব কি আমি
আমি দাসী চিরদিন, তুমি মোর স্বামী ;
তুমি গুরু, আমি শিষ্য ; যাহা কহ, ধরি
শিরে বেদবাক্য সম—প্রশ্ন নাহি করি'।
আমার দেবতা তুমি, আমি ভক্ত তব ,
যাহা করো, রূঢ় হয়, বক্ষ পাতি' ল'ব,
ঈশ্বরের বিধান বলিয়া। এই জানি—
তোমারে আমার দেবদেব বলে' মানি।
সত্য ও অসত্য, ন্যায় ও অন্যায়, বিচার
করিবার আমার কি আছে অধিকার ?
তোমারে পেয়েছি নাথ, আজি পুনরায়,
সপ্তদশ বর্ষপরে ! ভুলিয়াছি তায়
সর্ব দুঃখ, সর্ব ব্যথা ! আজি পূর্ণ সুখ।
শোক তাপ ক্ষোভ দুঃখ নাহি এত টুক।

রাম। বুঝিয়াছি প্রাণেশ্বরী ! আজিও আমার

তুমি সেই সীতা ; সেই চিরপ্রেমাধার
মৃদু, দিব্য, চির জ্যোৎস্না, চিরস্নেহময়ী—
চিরক্ষমাময়ী প্রিয়ে !

সীতা। আসিছেন ওই
মহর্ষি, লইয়া কুশীলবে।

লবকুশ সমভিব্যাহারে বাল্মীকির প্রবেশ

বাল্মীকি। মহারাজ !
এখানে সমাপ্ত তবে বাল্মীকির কাজ !
মিলিত দম্পতি ; মম পূর্ণ মনস্কাম ;
আজি হ'তে গাও বিশ্ব "জয় সীতারাম !"
এক্ষণি সমাপ্ত করি' রামায়ণ গান,
কুশীলব করে আজি করিয়াছি দান।

রাম। মহর্ষি মার্জনা করো সর্ব অপরাধ।

বাল্মীকি। সুখে থাক রাম সীতা, করি আশীর্বাদ।

রাম। সপ্তদশ বর্ষ পরে পাইয়াছি ফিরে
পত্নী পুত্রে। বহ বহ সমীরণ ধীরে
সায়াহ্নের। প্রস্ফুটিত, সুগন্ধ, প্রচুর
পুষ্পে সাজো বনদেবী ; নিকুঞ্জে, মধুর
গাওরে বিহঙ্গ ; আর সায়াহ্নের রবি
স্বর্ণরশ্মিরাশি দিয়ে সাজাও অটবী।
পাইয়াছি পত্নী পুত্রে। সর্ব দুঃখ লীন
অসীম সৌভাগ্যে,—আজি কি সুখের দিন।

ভূমিকম্প

বাল্মীকি। একি ! অকস্মাৎ ঘন বিকম্পিত পৃথ্বী,
আন্দোলিত ভূধরের দৃঢ়স্থির ভিত্তি,
সমুদ্র বক্ষের মত।···বিশাল শাল্মলী
ভেঙ্গে পড়ে ; তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ পড়ে ঢলি',
বালুকার স্তূপ সম—শতধা বিখণ্ড,
বিক্ষিপ্ত, বিচূর্ণ নিম্নে। প্রবল প্রচণ্ড
আর্তনাদে, মুক্তকেশী, আছাড়িয়া পড়ে
দুই প্রান্তে, গঙ্গা উন্মাদিনী—কড়কড়ে
বিরাট গম্ভীর মন্দ্র ক্ষুদ্র পৃথিবীর
অন্তস্থল হ'তে।—একি অন্তিম সৃষ্টির ?
বিশ্বব্যাপী ধ্বংস ?—একি—একি—দীর্ণভূমি !

সীতার পদতলে ভূমি দ্বিধা বিভক্ত ও সীতার তন্মধ্যে প্রবেশ

সীতা। ধরো নাথ—
রাম। কোথা তুমি?
সীতা। নাথ! কোথা তুমি?
রাম। (উচ্চৈঃস্বরে) সীতা!
সীতা। (ভূগর্ভ হইতে) নাথ!
রাম। কোথা তুমি?
সীতা। (ক্ষীণস্বর নির্গত হইল) কোথা তুমি!

বিভক্ত ভূখণ্ড যুক্ত হইল

রাম। একি!
অকস্মাৎ একি, ঘন অন্ধকার দেখি
মহর্ষি! কোথায় সীতা?
বাল্মীকি। —গর্ভে ধরণীর।
হইয়াছে এতক্ষণে সে রাক্ষসী, স্থির,
সীতারে ভক্ষণ করি'—
রাম। বুঝিয়াছি হবে,
আমার দুঃখের এই পূর্ণ মাত্রা তবে।
বুঝিয়াছি নিয়তি কঠিন, ছলভরে,
পূর্ণ সুধাপাত্র মম ধরিয়া অধরে,
পান করিবার কালে, ছিনিয়া সবলে,
সহসা ছুড়িয়া দিল কঠিন ভূতলে।
একি কোন কুস্বপ্ন বা ইন্দ্রজাল হায়।
মহর্ষি বলিয়া দাও জানকী কোথায়!
বাল্মীকি। জানিনা কোথায়! স্বর্গের সুধার প্রায়
মর্ত্যের মৃন্ময়পাত্রে পড়েছিল আসি,'
গিয়াছে উড়িয়া! সন্ধ্যার কিরণরাশি
পড়িয়া জলদে বর্ণধনু-সে গড়ায়ে,
গিয়াছে মিলায়ে সেই বারিদের গায়ে!
বংশীধ্বনি উঠি' স্তব্ধ দ্বিপ্রহর নিশি'
বিকম্পিত মূর্ছনায় গিয়াছে সে মিশি'
নৈশ নীলিমায়। ছিন্নবৃন্ত পদ্মপুটে
সৌরভ শুকায়ে গেছে। পড়িয়াছে লুটি'
নিদাঘের দীর্ঘশ্বাস বেণু কুঞ্জে উঠি'
বুঝিয়া এ মর্তভূমি নহে যোগ্য তার
ধরিতে চরণযুগ। বুঝিবা সংসার

হইয়াছে রূঢ়, তাই আপনার স্থানে
গিয়াছে চলিয়া দেবী বড় অভিমানে।
আসিয়াছিল এ বিশ্বে, অথবা বুঝি মা,
দেখাইতে নারীর মহত্ব, মধুরিমা,
গৌরব ; সে কার্য তার হ'য়ে গেছে শেষ,
চলিয়া গিয়াছে দেবী আপনার দেশ।
তাই এই বিশ্ব হ'তে দেবী অন্তর্হিতা—
ওই ভূমিগর্ভে।

রাম। (উন্মত্তবৎ) সীতা! সীতা!

প্রতিধ্বনি সীতা! সীতা!

যবনিকা পতন

সাজাহান

কুশীলবগণ

পুরুষ

সাজাহান	...	ভারতবর্ষের সম্রাট্
দারা সুজা ঔরংজীব মোরাদ	...	সাজাহানের পুত্র চতুষ্টয়
সোলেমান সিপার	...	দারার পুত্রদ্বয়
মহম্মদ সুলতান	...	ঔরংজীবের পুত্র
জয়সিংহ	...	জয়পুরপতি
যশোবন্ত সিংহ	...	যোধপুরপতি
দিলদার	...	ছদ্মবেশী জ্ঞানী (দানেশমন্দ)

স্ত্রী

জাহানারা	...	সাজাহানের কন্যা
নাদিরা	...	দারার স্ত্রী
পিয়ারা	...	সুজার স্ত্রী
জহরৎ উন্নিসা	...	দারার কন্যা
মহামায়া	...	যশোবন্ত সিংহের স্ত্রী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—আগ্রার দুর্গপ্রাসাদ; সাজাহানের কক্ষ। কাল—অপরাহ্ণ

সাজাহান শয্যার উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় কর্ণমূল করতলে ন্যস্ত করিয়া অধোমুখে ভাবিতেছিলেন ও মধ্যে মধ্যে একটি আলবোলা টানিতেছিলেন। সম্মুখে দারা দণ্ডায়মান

সাজাহান্। তাই তো। এ বড়—দুঃসংবাদ দারা!

দারা। সুজা বঙ্গদেশে বিদ্রোহ করেছে বটে কিন্তু সে এখনও সম্রাট্ নাম নেয় নি; কিন্তু মোরাদ, গুর্জ্জরে সম্রাট্ নাম নিয়ে বসেছে, আর দাক্ষিণাত্য থেকে ঔরংজীব তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

সাজাহান। ঔরংজীব তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে—দেখি, ভেবে দেখি—এ রকম কখনও ভাবিনি, অভ্যস্ত নই; তাই ঠিক ধারণা কর্ত্তে পাচ্ছি না—তাই ত! (ধূমপান)

দারা। আমি কিছু বুঝতে পার্চ্ছি না।

সাজাহান। আমিও পার্চ্ছি না। (ধূমপান)

দারা। আমি এলাহাবাদে আমার পুত্র সোলেমানকে সুজার বিরুদ্ধে যাত্রা কর্ব্বার জন্য লিখছি, আর তার সঙ্গে বিকানীরের মহারাজ জয়সিংহ আর সৈন্যাধ্যক্ষ দিল্লীর খাঁকে পাঠাচ্ছি।

সাজাহান আনতচক্ষে ধূমপান করিতে লাগিলেন

দারা। আর মোরাদের বিরুদ্ধে আমি মহারাজ যশোবন্ত সিংহকে পাঠাচ্ছি।

সাজাহান। পাঠাচ্ছ! তাই ত! (ধূমপান)

দারা। পিতা, আপনি চিন্তিত হবেন না। এ বিদ্রোহ দমন কর্ত্তে আমি জানি।

সাজাহান। না, আমি তার জন্য ভাব্‌ছি না দারা; তবে এই—ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ—তাই ভাব্‌ছি। (ধূমপান; পরে সহসা) না—দারা, কাজ নেই। আমি তাদের বুঝিয়ে বলবো। কাজ নেই। তাদের নির্ব্বিরোধে রাজধানীতে আস্‌তে দাও।

বেগে জাহানারার প্রবেশ

জাহানারা। কখন না। এ হ'তে পারে না পিতা। প্রজা রাজার উপর খড়্গ তুলেছে, সে খড়্গ তার নিজের স্কন্ধে পড়ুক।

সাজাহান। সে কি জাহানারা! তা'রা আমার পুত্র।

জাহানারা। হোক পুত্র। কি যায় আসে। পুত্র কি কেবল পিতার স্নেহের অধিকারী? পুত্রকে পিতার শাসনও কর্ত্তে হবে।

সাজাহান। আমার হৃদয় এক শাসন জানে। সে শুধু স্নেহের শাসন!

ভয়ানক।

জাহানারা। দারা, এ কি! তুমি ভাবছো! এত তরল তুমি! এত স্ত্রৈণ! পিতার সম্মতি পেয়ে এখন স্ত্রীর সম্মতি নিতে হবে না কি! মনে রেখো দারা, কঠোর কর্ত্তব্য সম্মুখে! আর ভাব্‌বার সময় নাই।

দারা। সত্য নাদিরা! এ যুদ্ধ অনিবার্য্য, আমি যাই। যথাযথ আজ্ঞা দেই গে যাই।

প্রস্থান

নাদিরা। এত নিষ্ঠুর তুমি দিদি—এসো সিপার—

সিপারের সহিত নাদিরার প্রস্থান

জাহানারা। এত ভয়াকুল! কি কারণ বুঝি না।

সাজাহানের পুনঃ প্রবেশ

সাজাহান। দারা গিয়েছে জাহানারা?

জাহানারা। হাঁ বাবা!

সাজাহান। (ক্ষণিক নিস্তব্ধ থাকিয়া) জাহানারা—

জাহানারা। হাঁ বাবা!

সাজাহান। তুইও এর মধ্যে?

জাহানারা। কিসের মধ্যে?

সাজাহান। এই ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের?

জাহানারা। না বাবা—

সাজাহান। শোন্ জাহানারা। এ বড় নির্ম্মম কাজ! কি কর্ব্ব—আজ তার প্রয়োজন হয়েছে! উপায় নাই; কিন্তু তুইও এর মধ্যে যাস্ নে। তো'র কাজ—স্নেহ—ভক্তি—অনুকম্পা। এ আবর্জ্জনায় তুইও নামিস্ নে। তুইও অন্ততঃ পবিত্র থাক্।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—নর্ম্মদাতীরে মোরাদের শিবির। কাল—রাত্রি

দিলদার একাকী

দিলদার। আমি মুখে মোরাদের বিদূষক। আমি হাস্য পরিহাস কর্ত্তে যাই, সে ব্যঙ্গের ধূম হ'য়ে ওঠে। মূর্খ তা বুঝতে পারে না। আমার উক্তি অসংলগ্ন মনে করে' হাসে।—মোরাদ একদিকে যুদ্ধোন্মাদ, আর একদিকে সম্ভোগ-মজ্জিত। মনোরাজ্য ওর কাছে একটা অনাবিষ্কৃত দেশ—এই যে বর্ব্বর এখানে আস্‌ছে।

মোরাদের প্রবেশ

মোরাদ। দিলদার! আমাদের যুদ্ধে জয় হয়েছে। আনন্দ কর, স্ফূর্ত্তি কর।

অচিরে পিতাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে আমি সেখানে বস্‌ছি!—কি ভাব্‌ছো দিলদার? ঘাড় নাড়ছো যে!

দিলদার। জাঁহাপনা, আমি আজ একটা তথ্য আবিষ্কার করেছি।

মোরাদ। কি? শুনি।

দিলদার। আমি শুনেছি যে, হিংস্র জন্তুদের মধ্যে একটা দস্তুর আছে যে, পিতা সন্তান খায়। আছে কি না?

মোরাদ। হাঁ আছে। তাই কি?

দিলদার। কিন্তু সন্তান পিতা খায়, এ প্রথাটা তাদের মধ্যে নেই বোধ হয়।

মোরাদ। না।

দিলদার। হুঁ। সে প্রথাটা ঈশ্বর কেবল মানুষের মধ্যেই দিয়েছেন। দু' রকমই চাই ত। খুব বুদ্ধি!

মোরাদ। খুব বুদ্ধি। হাঃ হাঃ হাঃ। বড় মজার কথা বলেছো দিলদার।

দিলদার। কিন্তু মানুষের যে বুদ্ধি, তার কাছে ঈশ্বরের বুদ্ধি কিছুই নয়। মানুষ ঈশ্বরের উপর চাল চেলেছে।

মোরাদ। কি রকম?

দিলদার। এই দেখুন জাঁহাপনা, দয়াময় মানুষকে দাঁত দিয়েছিলেন কি জন্য? চর্ব্বণ কর্ব্বার জন্য নিশ্চয়, বাহির কর্ব্বার জন্য নয়; কিন্তু মানুষ সে দাঁত দিয়ে চর্ব্বণ ত করেই, তার উপর সেই দাঁত দিয়েই হাসে। ঈশ্বরের উপর চাল চেলেছে বল্‌তে হবে।

মোরাদ। তা বল্‌তে হবে বৈ কি—

দিলদার। শুধু হাসে না, হাসবার জন্য অনেকে যেন বিশেষ চিন্তিত বলে' বোধ হয়, এমন কি—তার জন্য পয়সা খরচ করে।

মোরাদ। হাঃ হাঃ হাঃ।

দিলদার। ঈশ্বর মানুষের জিভ দিয়েছিলেন—বেশ দেখা যাচ্ছে চাখ্‌বার জন্য; কিন্তু মানুষ তার দ্বারা ভাষার সৃষ্টি করে ফেল্লে। ঈশ্বর নাক দিয়েছিলেন কেন? নিশ্বাস ফেল্‌বার জন্য ত?

মোরাদ। হাঁ, আর শুঁকবার জন্যও বোধ হয়।

দিলদার। কিন্তু মানুষ তার উপর—বাহাদুরী করেছে। সে আবার সেই নাকের উপর চশমা পরে। দয়াময়ের নিশ্চয়ই সে উদ্দেশ্য ছিল না।—আবার অনেকের নাক ঘুমের ঘোরে বেশ একটু ডাকেও।

মোরাদ। তা ডাকে। আমার কিন্তু ডাকে না।

দিলদার। আজ্ঞে, জাঁহাপনার শুধু যে ডাকে তা নয়, সে দিনে দুপুরে ডাকে।

মোরাদ। আচ্ছা, এবার যখন ডাকুবে তখন দেখিয়ে দিও।

দিলদার। ঐ একটা জিনিষ জাঁহাপনা, যা নিরাকার ঈশ্বরের মত—ঠিক

দেখানো যায় না। কারণ, দেখিয়ে দেবার অবস্থা যখন হয়, তখন সে আর ডাকে না।

মোরাদ। আচ্ছা দিলদার, ঈশ্বর মানুষকে যে কান দিয়েছেন, তার উপর মানুষ কি বাহাদুরী করতে পেরেছে ?

দিলদার। ও বাবা! তাই দিয়ে একটা দার্শনিক তথ্যই আবিষ্কার করে' ফেল্লে যে, কান টান্‌লে মাথা আসে—অবশ্য তার পেছনে যদি একটা মাথা থাকে ; অনেকের তা নেই কি না!

মোরাদ। নেই নাকি! হাঃ হাঃ—ঐ দাদা আসছেন। তুমি এখন যাও।

দিলদার। যে আজ্ঞে।

দিলদারের প্রস্থান। অপর দিক দিয়া ঔরংজীবের প্রবেশ

মোরাদ। এসো দাদা, তোমায় আলিঙ্গন করি। তোমার বুদ্ধিবলেই আমাদের এই যুদ্ধ জয় হয়েছে। (আলিঙ্গন)

ঔরংজীব। আমার বুদ্ধিবলে না তোমার শৌর্য্যবলে ? কি অদ্ভুত শৌর্য্য তোমার! মৃত্যুকে একেবারে ভয় কর না।

মোরাদ। আসফ খাঁ একটা কথা বল্‌তেন মনে আছে যে, যা'রা মৃত্যুকে ভয় করে, তা'রা জীবন ধারণ করবার যোগ্য নয়। সে যা হোক তুমি যশোবন্ত সিংহের ৪০,০০০ মোগল সৈন্য কি মন্ত্রবলে বশ কর্লে! তা'রা শেষে যশোবন্ত সিংহেরই রাজপুত সৈন্যের বিপক্ষে বন্দুক লক্ষ্য করে' ফিরে দাঁড়াল! যেন একটা ভৌতিক ব্যাপার!

ঔরংজীব। যুদ্ধের পূর্ব্বদিন আমি জনকতক সৈন্যকে মোল্লা সাজিয়ে এপারে পাঠিয়েছিলাম। তারা মোগলদের বুঝিয়ে গেল যে কাফেরের অধীনে, কাফেরের সঙ্গে দারার পক্ষে যুদ্ধ করা বড় হেয় কাজ ; আর সেটা কোরাণে নিষিদ্ধ। তা'রা তাই ঠিক বিশ্বাস করেছে।

মোরাদ। আশ্চর্য্য তোমার কৌশল!

ঔরংজীব। কার্য্যসিদ্ধির জন্য শুদ্ধ একটা উপায়ের উপর নির্ভর করা উচিত নয়। যত রকম উপায় আছে ভাবতে হবে।

মহম্মদের প্রবেশ

ঔরংজীব। কি সংবাদ মহম্মদ ?

মহম্মদ। পিতা! মহারাজ যশোবন্ত সিংহ তাঁর শকটে চড়ে' সসৈন্যে আমাদের সৈন্যশিবির প্রদক্ষিণ কর্চ্ছেন। আমরা আক্রমণ কর্ব্ব ?

ঔরংজীব। না।

মহম্মদ। এর উদ্দেশ্য কি ?

ঔরংজীব। রাজপুত দর্প। এই দর্প-ই মহারাজের পরাজয়। আমি সসৈন্যে নর্ম্মদাতীরে উপস্থিত হওয়া মাত্রই যদি তিনি আমায় আক্রমণ কর্ত্তেন ত আমার

পরাজয় অনিবার্য্য ছিল। কারণ তুমি তখন এসে উপস্থিত হও নি, আর আমার সৈন্যরাও পথশ্রান্ত ছিল; কিন্তু শুনলাম এরূপ আক্রমণ করা বীরোচিত নয় বলে' মহারাজ তোমার আগমনের অপেক্ষা কর্চ্ছিলেন। অতি দর্পে পতন হবেই।

মহম্মদ। আমরা তবে তাঁকে আক্রমণ কর্ব্ব না?

ঔরংজীব। না মহম্মদ! আমার সৈন্যশিবির প্রদক্ষিণ করে' যদি মহারাজের কিছু সান্ত্বনা হয় ত একবার কেন, তিনি দশবার প্রদক্ষিণ করুন না। যাও।

মহম্মদের প্রস্থান

ঔরংজীব। পুত্র যুদ্ধ পেলে হয়।—সরল, উদার, নির্ভীক পুত্র। আমি তবে এখন যাই, তুমি বিশ্রাম কর।

মোরাদ। আচ্ছা; দৌবারিক! সিরাজি আর বাইজি!

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—কাশীতে সুজার সৈন্য শিবির। কাল—রাত্রি

সুজা ও পিয়ারা

সুজা। শুনেছো পিয়ারা, দারার পুত্র—বালক সোলেমান এই যুদ্ধে আমার বিপক্ষে এসেছে।

পিয়ারা। তোমার বড় ভাই দারার পুত্র দিল্লী থেকে এসেছেন? সত্য নাকি! তা হ'লে নিশ্চয়ই দিল্লীর লাড্ডু এনেছেন। তুমি শীঘ্র সেখানে লোক পাঠাও। হাঁ করে' চেয়ে রয়েছো কি! লোক পাঠাও।

সুজা। লাড্ডু কি! যুদ্ধ—তা'র সঙ্গে—

পিয়ারা। তা'র সঙ্গে যদি বেলের মোরব্বা থাকে ত আরও ভালো। তাতেও আমার অরুচি নাই; কিন্তু দিল্লীর লাড্ডু শুস্তে পাই, যো খায়া উয়োবি পাস্তায়া—আর যো নেই খায়া উয়োবি পাস্তায়া। তু'রকমেই যখন পস্তাতে হচ্ছে, তখন না খেয়ে পস্তানোর চেয়ে খেয়ে পস্তানোই ভালো—লোক পাঠাও।

সুজা। তুমি এক নিশ্বাসে এতখানি বলে' গেলে যে, আমি বাকিটুকু বলবার ফুর্‌সৎ পেলাম না।

পিয়ারা। তুমি আবার বলবে কি! তুমি তো কেবল যুদ্ধ কর্ব্বে।

সুজা। আর যা কিছু বল্‌তে হবে, তা বলবে বুঝি তুমি?

পিয়ারা। তা বৈ কি। আমরা যেমন গুছিয়ে বল্‌তে পারি, তোমরা তা পারো? তোমরা কিন্তু বল্‌তে গেলেই এমন বিষয়গুলো জড়িয়ে ফেল, আর এমন ব্যাকরণ ভুল কর যে—

সুজা। যে কি?

পিয়ারা। আর অভিধানের অর্দ্ধেক শব্দই তোমরা জানো না। কথা বলেছ,

কি ভুল করে' বসে' আছ। বোবা শব্দ অন্ধ ব্যাকরণ মিশিয়ে, এমন এক খোঁড়া ভাষা প্রায়োগ কর, যে তার অন্তত কুঁজো হয়ে চলতে হবেই।

সুজা। তোমার নিজের প্রয়োগগুলি খুব সাধু বলে' বোধ হচ্ছে না!

পিয়ারা। ঐ ত! আমাদের ভাষা বুঝবার ক্ষমতাটুকুও তোমাদের নাই? হা ঈশ্বর! এমন একটা বুদ্ধিমান স্ত্রীজাতিকে এমন নির্ব্বোধ পুরুষজাতির হাতে সঁপে দিয়েছো, যে তার চেয়ে তাদের যদি গরম তেলের কড়ায় চড়িয়ে দিতে, তা হ'লে বোধ হয় তা'রা সুখে থাকতো!

সুজা। যাক্—তুমি বলে' যাও।

পিয়ারা। সিংহের বল দাঁতে, হাতীর বল শুঁড়ে, মহিষের বল শিঙে, ঘোড়ার বল পিছনকার পায়ে, বাঙ্গালীর বল পিঠে আর নারীর বল জিভে।

সুজা। না, নারীর বল অপাঙ্গে।

পিয়ারা। উঁহুঃ—অপাঙ্গ প্রথম প্রথম কিছু কাজ করে' থাকতে পারে বটে, কিন্তু পরে সমস্ত জীবনটা স্বামীকে শাসিয়ে রাখে ঐ জিভে।

সুজা। না, তুমি আমাকে কথা কইবার অবকাশ দেবে না দেখতে পাচ্ছি। শোন কি বলতে যাচ্ছিলাম—

পিয়ারা। ঐ ত তোমাদের দোষ। এতখানি ভূমিকা কর, যে সেই অবকাশে তোমাদের বক্তব্যটা ভুলে ব'সে থাকো।

সুজা। তুমি আর খানিক যদি ঐ রকম বকে' যাও ত আমার বক্তব্যটা আমি সত্যই ভুলে যাবো।

পিয়ারা। তবে চট্ করে' বল! আর দেরী কোরো না।

সুজা। তবে শোন—

পিয়ারা। বল; কিন্তু সংক্ষেপে! মনে থাকে যেন—এক নিশ্বাসে।

সুজা। এখন আমার বিরুদ্ধে এসেছে দারার পুত্র সোলেমান। আর তা'র সঙ্গে বিকানীরের মহারাজ জয়সিংহ আর সৈন্যাধ্যক্ষ দিলীর খাঁ।

পিয়ারা। বেশ, একদিন নিমন্ত্রণ করে' খাইয়ে দাও!

সুজা। না। তুমি ছেলেমানুষই কর্ব্বে! এমন একটা গাঢ় ব্যাপার যুদ্ধ, তা তোমার কাছে—

পিয়ারা। তার জন্যই ত তাকে একটু-হ্যাঁ—তরল করে নিচ্ছি। নৈলে হজম হবে কেন! বলে' যাও।

সুজা। এখনই মহারাজ জয়সিংহ আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি বলেন যে সম্রাট্ সাজাহান মরেন নি। এমন কি তিনি সম্রাটের দস্তখতি পত্র আমায় দিলেন। সে পত্রে কি আছে জানো?

পিয়ারা। শীঘ্র বলে' ফেল আর আমার ধৈর্য্য থাক্‌ছে না।

সুজা। সে পত্রে তিনি লিখেছেন যে আমি যদি এখনও বঙ্গদেশে ফিরে যাই, তা হ'লে তিনি আমায় এই সুবা থেকে চ্যুত কর্ব্বেন না। নৈলে—

পিয়ারা। নৈলে চ্যুত কর্ব্বেন! এই ত। যাক্! তার পরে আর কিছু ত বল্‌বার নেই? আমি এখন গান গাই?

সুজা। আমি কি লিখে দিলাম জানো? আমি লিখে দিলাম—বেশ, আমি বিনা যুদ্ধে বঙ্গদেশে ফিরে যাচ্ছি। পিতার প্রভুত্ব আমি মাথা পেতে নিতে সম্মত আছি; কিন্তু দারার প্রভুত্ব আমি কোন মতেই মান্‌বো না।

পিয়ারা। তুমি আমায় গাইতে দেবে না। নিজেই বকে' যাচ্ছ, আমি গাইব না।

সুজা। না, গাও! আমি চুপ কর্‌লাম!

পিয়ারা। দেখ, প্রতিজ্ঞা মনে রেখো। কি গাইব?

সুজা। যা ইচ্ছা।—না। একটা প্রেমের গান গাও—এমন একটা গান গাও, যার ভাষায় প্রেম, ভাবে প্রেম, ভঙ্গিমায় প্রেম, মূর্চ্ছনায় প্রেম, সমে প্রেম।—গাও আমি শুনি।

পিয়ারা গীত আরম্ভ করিলেন

সুজা। দূরে একটা শব্দ শুনছো না পিয়ারা—যেন বারিদবর্ষণের শব্দ।—ঐ যে।

পিয়ারা না, তুমি গাইতে দেবে না। আমি চল্লাম।

সুজা। না, ও কিছু নয়, গাও।

পিয়ারার গীত

এ জীবনে পূরিল না সাধ ভালোবাসি'।
ক্ষুদ্র এ হৃদয় হায় ধরে না ধরে না তায়—
আকুল অসীম প্রেমরাশি।
তোমার হৃদয়খানি আমার হৃদয়ে আনি'
রাখি না কেনই যত কাছে,
যুগল হৃদয় মাঝে কি যেন বিরহ বাজে,
কি যেন অভাবই রহিয়াছে।
এ ক্ষুদ্র জীবন মোর এ ক্ষুদ্র ভুবন মোর,
হেথা কি দিব এ ভালোবাসা।
যত ভালোবাসি তাই আরও বাসিতে চাই—
দিয়ে প্রেম মিটেনাক আশা।
হউক অসীম স্থান হউক অমর প্রাণ
ঘুচে যাক সব অবরোধ;
তখন মিটাব আশা দিব ঢালি' ভালোবাসা
জন্ম ঋণ করি পরিশোধ।

সুজা। এ জীবন একটা সুষুপ্তি। মাঝে মাঝে স্বপ্নের মত স্বর্গ থেকে একটা

ভঙ্গিমা, একটা সঙ্কেত নেমে আসে, যাতে বুঝিয়ে দেয়, এ সুপ্তির জাগরণ কি মধুর—সঙ্গীত সেই স্বর্গের একটা ঝঙ্কার। নৈলে এত মধুর হয়!

নেপথ্যে কামানের শব্দ

সুজা। (চমকিয়া উঠিয়া) ও কি!

পিয়ারা। তাই ত! প্রিয়তম! এত রাত্রে কামানের শব্দ—এত কাছে! শত্রু ত ওপারে!

সুজা। এ কি! ঐ আবার! আমি দেখে আসি। প্রস্থান

পিয়ারা। তাই ত! বারবার ঐ কামানের ধ্বনি। ঐ সৈন্যদলের নিনাদ, অস্ত্রের ঝনৎকার—রাত্রির এই গভীর শান্তি হঠাৎ যেন শেলবিদ্ধ হ'য়ে একটা মহা কোলাহলে আর্ত্তনাদ করে' উঠলো।—এ সব কি!

বেগে সুজার প্রবেশ

সুজা। পিয়ারা! সম্রাট্ সৈন্য শিবির আক্রমণ করেছে।

পিয়ারা। আক্রমণ করেছে! সে কি!

সুজা। হাঁ! বিশ্বাসঘাতক এই মহারাজ!—আমি যুদ্ধে যাচ্ছি। তুমি শিবিরে যাও। কোন ভয় নাই পিয়ারা—

প্রস্থান

পিয়ারা। কোলাহল ক্রমে বাড়্‌তে চলল। উঃ, এ কি—

প্রস্থান

নেপথ্যে কোলাহল

সোলেমান ও দিলীর খাঁর বিপরীত দিক হইতে প্রবেশ

সোলেমান। সুবাদার কৈ!

দিলীর। তিনি নদীর দিকে পালিয়েছেন!

সোলেমান। পালিয়েছেন? তাঁর পশ্চাদ্ধাবন কর দিলীর খাঁ।

দিলীর খাঁর প্রস্থান ও জয়সিংহের প্রবেশ

সোলেমান। মহারাজ! আমরা জয়লাভ করেছি।

জয়সিংহ। আপনি রাত্রেই নদী পার হ'য়ে শত্রুশিবির আক্রমণ করেছেন?

সোলেমান। কর্ব্ব যে, তা'রা কিন্তু তা ভাবেনি—তবু এত শীঘ্র জয় লাভ কর্ব্ব কখন মনে করিনি।

জয়সিংহ। সুলতান সুজার সৈন্য একেবারে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। যখন অর্দ্ধেক সৈন্য নিহত হয়েছে, তখনও তা'দের সম্পূর্ণ ঘুম ভাঙ্গে নি।

সোলেমান। তার কারণ, কাকা প্রকৃত যোদ্ধা। তিনি নৈশ আক্রমণের সম্ভাবনা জান্তেন না?

জয়সিংহ। আমি সম্রাটের পক্ষ হতে তাঁ'র সঙ্গে সন্ধি করেছিলাম। তিনি বিনাযুদ্ধে বঙ্গদেশে ফিরে যেতে সম্মত হয়েছিলেন, এমন কি যাবার জন্য নৌকা প্রস্তুত কর্ত্তে আজ্ঞা দিয়েছিলেন।

দিলীর খাঁর প্রবেশ

দিলীর। সাহাজাদা! সুলতান সুজা সপরিবারে নৌকাযোগে পালিয়েছেন।

জয়সিংহ। ঐ—তবে সেই সজ্জিত নৌকায়।

সোলেমান। পশ্চাদ্ধাবন কর—যাও সৈন্যদের আজ্ঞা দাও।

দিলীর খাঁর প্রস্থান

সোলেমান। আপনি কার আজ্ঞায় এ সন্ধি করেছিলেন মহারাজ?

জয়সিংহ। সম্রাটের আজ্ঞায়।

সোলেমান। পিতা ত আমাকে এ কথা কিছু লেখেন নি? তা আপনিও আমায় বলেন নি!

জয়সিংহ। সম্রাটের নিষেধ ছিল।

সোলেমান। তার উপরে মিথ্যা কথা!—যান!

জয়সিংহের প্রস্থান

সোলেমান। সম্রাটের এক আজ্ঞা আর আমার পিতার অন্যরূপ আজ্ঞা! এ কি সম্ভব?—যদি তাই হয়! মহারাজকে হয় ত অন্যায় ভৎ‍র্সনা করেছি। যদি সম্রাটের এরূপই আজ্ঞা হয়!—এ দিকে পিতা লিখেছেন যে "সুজাকে সপরিবারে বন্দী করে' নিয়ে আসবে পুত্র।" না, আমি পিতার আজ্ঞা পালন কর্ব্ব! তাঁর আজ্ঞা আমার কাছে ঈশ্বরের আজ্ঞা।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—যোধপুরের দুর্গ। কাল—প্রভাত

মহামায়া ও চারণীগণ

মহামায়া। গাও আবার চারণীগণ!

সেথা গিয়াছেন তিনি সমরে, আনিতে জয়গৌরব জিনি
সেথা গিয়াছেন তিনি মহা আহ্বানে—
মানের চরণে প্রাণ বলিদানে,
মথিতে অমর মরণসিন্ধু আজি গিয়াছেন তিনি।
সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চ শির;
উঠ বীরজায়া, বাঁধো কুন্তল, মুছ এ অশ্রুনীর।
সেথা গিয়াছেন তিনি করিতে রক্ষা শত্রুর নিমন্ত্রণে।
সেথা বর্ম্মে বর্ম্মে কোলাকুলি হয়,
খড়্গে খড়্গে ভীম পরিচয়,
ভ্রূকুটির সহ গর্জ্জন মিশে রক্ত রক্ত সনে।
সধবা অথবা—ইত্যাদি।
সেথা নাহি অনুনয় নাহি পলায়ন—সে ভীম সমর মাঝে;

সেথা রুধিরসিক্ত অসিত অঙ্গে,
মৃত্যু নৃত্য করিছে রঙ্গে
গভীর আর্ত্তনাদের সঙ্গে বিজয় বাদ্য বাজে ।
সধবা অথবা—ইত্যাদি
সেথা গিয়াছেন তিনি সে মহা আহবে জুড়াইতে সব জ্বালা,
হেথা হয়ত ফিরিতে জিনিয়া সমর ;
হয়ত মরিয়া হইতে অমর ;
সে মহিমা ক্রোড়ে ধরিয়া হাসিয়া তুমিও মরিবে বালা।
সধবা অথবা—ইত্যাদি ।

দুর্গপ্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। মহারাণী !

মহামায়া। কি সংবাদ সৈনিক !

প্রহরী। মহারাজ ফিরে এসেছেন ।

মহামায়া। এসেছেন ? যুদ্ধে জয়লাভ করে' এসেছেন ?

প্রহরী। না মহারাণী ! তিনি এ যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে ফিরে এসেছেন ।

মহামায়া। পরাজিত হ'য়ে ফিরে এসেছেন ? কি বলছ তুমি সৈনিক ! কে পরাজিত হ'য়ে ফিরে এসেছেন ?

প্রহরী। মহারাজ।

মহামায়া। কি ! মহারাজ যশোবন্ত সিংহ পরাজিত হ'য়ে ফিরে এসেছেন ? এ কি শুনছি ঠিক ! যোধপুরের মহারাজ—আমার স্বামী—যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছেন ! ক্ষত্রিয় শৌর্যের কি এতদূর অধোগতি হয়েছে ! অসম্ভব ! ক্ষত্রবীর যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে ফেরে না। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ ক্ষত্রচূড়ামণি । যুদ্ধে পরাজয় হয়েছে ; হ'তে পারে। তা হ'য়ে থাকে ত আমার স্বামী যুদ্ধক্ষেত্রে মরে' পড়ে আছেন। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে কখন ফিরে আসেন নি। যে এসেছে সে মহারাজ যশোবন্ত সিংহ নয়। সে তাঁর আকারধারী কোন ছদ্মবেশী। তাকে প্রবেশ কর্ত্তে দিও না ! দুর্গদ্বার রুদ্ধ কর।—গাও চারণীগণ আবার গাও।

চারণীগণের গীত

সেথা গিয়াছেন তিনি সে মহা আহবে জুড়াইতে সব জ্বালা, ইত্যাদি ।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—পরিত্যক্ত প্রান্তর। কাল—রাত্রি

ঔরংজীব একাকী

ঔরংজীব। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ঝড় উঠবে। একটা নদী পার হয়েছি, এ

আর এক নদী—ভীষণ কল্লোলিত তরঙ্গসঙ্কুল। এত প্রশস্ত যে তার ও-পার দেখতে পাচ্ছি না। তবু পার হ'তে হবে—এই নৌকা নিয়েই।

মোরাদের প্রবেশ

ঔরংজীব। কি মোরাদ! কি সংবাদ!

মোরাদ। দাদার সঙ্গে এক লক্ষ ঘোড়সোয়ার আর এক শত কামান!

ঔরংজীব। তবে সংবাদ ঠিক!

মোরাদ। ঠিক; প্রত্যেক চরের ঐ একইরূপ অনুমান।

ঔরংজীব। (পাদচারণা করিতে করিতে) এযে—না—তাই ত!

মোরাদ। দারা ঐ পাহাড়ের পরপারে সেনানিবেশ করেছেন।

ঔরংজীব। ঐ পাহাড়?

মোরাদ। হাঁ দাদা!

ঔরংজীব তাই ত! এক লক্ষ অশ্বারোহী—আর—

মোরাদ। আমরা কাল প্রভাতেই—

ঔরংজীব। চুপ! কথা কোয়ো না! আমাকে ভাবতে দাও! এত সৈন্য দারা পেলেন কোথা থেকে। আর এক শত কামান।—আচ্ছা তুমি এখন যাও মোরাদ। আমায় ভাব্‌তে দাও।

মোরাদের প্রস্থান

ঔরংজীব। তাই ত। এখন পিছোলে সর্ব্বনাশ, আক্রমণ কর্‌লে ধ্বংস। এক শত কামান। যদি—না—তাই বা হবে কেমন করে'। হুঁ (দীর্ঘনিশ্বাস)—ঔরংজীব। এবার তোমার উত্থান না পতন? পতন? অসম্ভব। উত্থান? কিন্তু কি উপায়ে? বুঝতে পার্চ্ছি না।

মোরাদের প্রবেশ

ঔরংজীব। তুমি আবার কেন?

মোরাদ। দাদা, বিপক্ষ পক্ষ থেকে শায়েস্তা খাঁ তোমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এসেছেন।

ঔরংজীব। এসেছেন? উত্তম, সসম্মানে নিয়ে এসো। না—আমি স্বয়ং যাচ্ছি।

প্রস্থান

মোরাদ। তাই ত। শায়েস্তা খাঁ আমাদের শিবিরে কি জন্য। দাদা ভিতরে ভিতরে কি মতলব আঁটছেন বুঝ্‌ছি না। শায়েস্তা খাঁ কি দারার প্রতি বিশ্বাসহন্তা হবে, দেখা যাক্‌। (পরিক্রমণ)

ঔরংজীবের প্রবেশ

ঔরংজীব। ভাই মোরাদ! এই মুহূর্ত্তে আগ্রায় যাবার জন্যে সসৈন্যে রওনা হতে হবে। প্রস্তুত হও।

মোরাদ। সে কি ! এই রাত্রে !

ঔরংজীব। হাঁ, এই রাত্রে। শিবির যেমন আছে তেমনি থাকুক। দারার সৈন্য আমরা আক্রমণ কর্ব্ব'না। ঐ পাহাড়ের অপর পার দিয়ে আগ্রায় যাবার একটি রাস্তা আছে। সেখান দিয়ে চ'লে যাবে। দারা সন্দেহ কর্বেন না। তাঁ'র আগে আমাদের আগ্রায় যেতে হবে। প্রস্তুত হও।

মোরাদ। এই রাত্রে !

ঔরংজীব। তর্কের সময় নাই। সিংহাসন চাও ত দ্বিরুক্তি কোরো না। নৈলে সর্ব্বনাশ—নিশ্চিত জেনো।

উভয়ে নিষ্ক্রান্ত

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—এলাহাবাদে সোলেমানের শিবির। কাল—প্রাহ্ন

জয়সিংহ ও দিলীর খাঁ

দিলীর। ঔরংজীব শেষ যুদ্ধেও জয়ী হয়েছেন। শুনেছেন মহারাজ ?

জয়সিংহ। আমি আগেই জান্তাম।

দিলীর। শায়েস্তা খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা করে। আগ্রার কাছে তুমুল যুদ্ধ হয়। দারা তাতে পরাস্ত হয়ে দোয়াবের দিকে পালিয়েছেন। সঙ্গে মোটে একশ সঙ্গী আর ত্রিশ লক্ষ মুদ্রা।

জয়সিংহ। পালাতেই হবে—আমি আগেই জান্তাম।

দিলীর। আপনি ত সবই জান্তেন।—দারা পালাবার সময় তাড়াতাড়িতে বেশী অর্থ নিয়ে যেতে পারেন নি ; কিন্তু তার পরেই শুনছি—বৃদ্ধ সম্রাট সাতান্নটা অশ্ব বোঝাই করে' স্বর্ণমুদ্রা দারার উদ্দেশে পাঠান। পথে জাঠরা তাও ডাকাতি করে' নিয়েছে।

জয়সিংহ। আহা বেচারী ! কিন্তু আমি আগেই জান্তাম।

দিলীর। ঔরংজীব ও মোরাদ বিজয়গর্ব্বে আগ্রায় প্রবেশ করেছেন। এখন ফলতঃ ঔরংজীব সম্রাট।

জয়সিংহ। এ সব আগেই জান্তাম।

দিলীর। ঔরংজীব আমাকে পত্রে লিখেছেন যে, আমি যদি সসৈন্যে সোলেমানকে পরিত্যাগ করে' যাই, তা হ'লে তিনি আমায় পুরস্কার দেবেন। আপনাকেও বোধ হয় তাই লিখেছেন মহারাজ ?

জয়সিংহ। হাঁ।

দিলীর। যুদ্ধের ভবিষ্যৎ ফল সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা মহারাজ ?

জয়সিংহ। আমি কাল এক জ্যোতিষীকে দিয়ে এই যুদ্ধের ফলাফল নির্ণয়

করেছিলাম। তিনি বলেন, ভাগ্যের আকাশে এখন ঔরংজীবের তারা উঠছে, আর দারার তারা নেমে যাচ্ছে!

দিলীর। তবে আমাদের এখন কর্ত্তব্য কি মহারাজ?

জয়সিংহ। আমি যা করি তাই দেখে যাও।

দিলীর। বেশ—এসব বিষয়ে আমার বুদ্ধিটা ঠিক খেলে না; কিন্তু একটা কথা—

জয়সিংহ। চুপ্! সোলেমান আসছেন।

সোলেমানের প্রবেশ

জয়সিংহ ও দিলীর। বন্দেগি সাহাজাদা!

সোলেমান। মহারাজ! পিতা পরাজিত, পলায়িত!—এই সম্রাট সাজাহানের পত্র। (পত্র দিলেন)

জয়সিংহ। (পত্রপাঠ পূর্ব্বক) তাই ত কুমার!

সোলেমান। সম্রাট্ আমাকে পিতার সাহায্যে সসৈন্যে অবিলম্বে যাত্রা কর্ত্তে লিখেছেন। আমি এক্ষণেই যাবো। তাঁবু ভাঙ্গুন আর সৈন্যদের আদেশ দিউন যে—

জয়সিংহ। আমার বিবেচনায় কুমার আরও ঠিক খবরের জন্য অপেক্ষা করা উচিত। কি বল খাঁ সাহেব?

দিলীর। আমারও সেই মত।

সোলেমান। এর চেয়ে ঠিক খবর আর কি হ'তে পারে? স্বয়ং সম্রাটের হস্তাক্ষর।

জয়সিংহ। আমার বোধ হয় ও জাল। বিশেষ সম্রাট অথর্ব্ব! তাঁ'র আজ্ঞা আজ্ঞাই নয়। আপনার পিতার আজ্ঞা ব্যতীত এখান থেকে এক পাও নড়্তে পারি না। কি বল দিলীর খাঁ?

দিলীর। সে ঠিক কথা।

সোলেমান। কিন্তু পিতা ত পলায়িত। আজ্ঞা দেবেন কেমন করে'?

জয়সিংহ। তবে আমাদের এখন তাঁর পদস্থ ঔরংজীবের আজ্ঞার জন্য অপেক্ষা কর্ত্তে হবে। অবশ্য যদি এই সংবাদ সত্য হয়।

সোলেমান। কি! ঔরংজীবের আজ্ঞার জন্য—আমার পিতার শত্রুর আজ্ঞার জন্য—আমি অপেক্ষা কর্ব্ব?

জয়সিংহ। আপনি না করেন, আমাদের তাই কর্ত্তে হবে বৈকি—কি বল দিলীর খাঁ?

দিলীর। তা—কথাটা ঐ রকমই দাঁড়ায় বটে।

সোলেমান। জয়সিংহ! দিলীর খাঁ—আপনারা দু'জনে তা হ'লে ষড়যন্ত্র করেছেন?

জয়সিংহ। আমাদের দোষ কি—বিনা সমুচিত আজ্ঞায় কি করে' কোনো কাজ করি! লাহোরে যুবরাজ দারার উদ্দেশে যাওয়ার সমুচিত আজ্ঞা এখনও পাই নি।

সোলেমান। আমি আজ্ঞা দিচ্ছি!

জয়সিংহ। আপনার আজ্ঞায় আমরা আপনার পিতার আজ্ঞা অবহেলা কর্ত্তে পারি না। পারি খাঁ সাহেব?

দিলীর। তা কি পারি!

সোলেমান। বুঝেছি। আপনারা একটা চক্রান্ত করেছেন। আচ্ছা, আমি স্বয়ং সৈন্যদের আজ্ঞা দিচ্ছি।

দিলীর। কি বলেন মহারাজ?

জয়সিংহ। কোন ভয়ের কারণ নাই খাঁ সাহেব। আমি সৈন্যদের সব বশ করে' রেখেছি!

দিলীর। আপনার মত বিচক্ষণ কর্ম্মঠ ব্যক্তি আমি কখনও দেখি নাই; কিন্তু এ কাজটা কি উচিত হচ্ছে?

জয়সিংহ। চুপ! এখন আমাদের কাজ হচ্ছে একটুখানি দাঁড়িয়ে দেখা। এখনও ঔরংজীবের পক্ষে একেবারে হেল্‌ছি না। একটু অপেক্ষা কর্ত্তে হবে। কি জানি—

সোলেমানের পুনঃ প্রবেশ

সোলেমান। সৈন্যরাও এ চক্রান্তে যোগ দিয়েছে। আপনাদের বিনা আজ্ঞায় এক পাও নড়্‌তে চায় না।

জয়সিংহ। তাই দস্তুর বটে।

সোলেমান। মহারাজ! সম্রাট আমার পিতার সাহায্যে আমায় যেতে লিখেছেন। পিতার কাছে যাবার জন্য আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে। আমি আপনাদের মিনতি কর্চ্ছি দিলীর খাঁ। দারার পুত্র আমি করযোড়ে আপনাদের কাছে এই ভিক্ষা চাচ্ছি—যে আপনারা না যান—আমার সৈন্যদের আজ্ঞা দেন—আমার সঙ্গে পিতার কাছে লাহোরে যেতে। আমি দেখি এই রাজ্যাপহারী ঔরংজীবের কতখানি শৌর্য্য। আমার এই দিগ্বিজয়ী সৈন্য নিয়ে যদি এখনো কর্ম্মক্ষেত্রে গিয়ে পড়তে পারি—মহারাজ!—দিলীর খাঁ! আজ্ঞা দেন। এই কৃপার জন্য আপনাদের কাছে আমি আমরণ বিক্রীত হয়ে থাক্‌বো।

জয়সিংহ। সম্রাটের আজ্ঞা ভিন্ন আমরা এখান থেকে এক পাও নড়তে পারি না।

সোলেমান। দিলীর খাঁ—আমি জানু পেতে—যুবরাজ দারার পুত্র আমি জানু পেতে—ভিক্ষা চাচ্ছি (জানু পাতিলেন)

দিলীর। উঠুন সাহাজাদা। মহারাজ আজ্ঞা না দেন আমি দিচ্ছি। আমি

দারার নিমক খেয়েছি। মুসলমান জাত, নেমকহারামের জাত নয়। আসুন সাহাজাদা, আমি আমার অধীন সমস্ত সৈন্য নিয়ে—আপনার সঙ্গে লাহোর যাচ্ছি। আর শপথ করছি যে, যদি সাহাজাদা আমায় ত্যাগ না করেন আমি সাহাজাদাকে ত্যাগ কর্ব্ব না। আমি যুবরাজ দারার পুত্রের জন্যে প্রয়োজন হয় ত প্রাণ দেবো। আসুন সাহাজাদা! আমি এই মুহূর্ত্তেই আজ্ঞা দিচ্ছি।

সোলেমান ও দিলীরের প্রস্থান

জয়সিংহ। তাই ত! এক ফোঁটা চোখের জলে গলে গেলে খাঁ সাহেব! তোমার মঙ্গল তুমি বুঝলে না। আমি কি কর্ব্ব; আমার অধীন সৈন্য নিয়ে তবে আমি আগ্রা যাত্রা করি।

সপ্তম দৃশ্য

সাজাহান ও জাহনারা

সাজাহান। জাহানারা! আমি সাগ্রহে ঔরংজীবের অপেক্ষা কর্চ্ছি। সে আমার পুত্র, আমার উদ্ধত পুত্র; আমার লজ্জা—আমার গৌরব!

জাহানারা। গৌরব পিতা! এত শঠ, এত মিথ্যাবাদী সে! সেদিন যখন আমি তা'র শিবিরে গেলাম, সে আপনার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি দেখালে; বল্লে যে, মহা-পাপ করেছে; আর সঙ্গে দু' এক ফোঁটা চোখের জলও ফেল্লে; বল্লে যে দারার পক্ষে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের নাম জান্তে পার্লে সে নিঃশঙ্কচিত্তে পিতার আজ্ঞামত মোরাদকে ছেড়ে দারার পক্ষ নেবে। আমি সরলভাবে তা'র সে কথায় বিশ্বাস করে' তা'কে অভাগা দারার হিতৈষীদের নাম দিয়েছিলাম। পথে সে-পত্র সে হস্তগত করেছে। এত কপট! এত ধূর্ত্ত!

সাজাহান। না জাহানারা, তা সে কর্ত্তে পারে না। না না না! আমি এ কথা বিশ্বাস কর্ব্ব না।

জাহানারা। আসুক সে একবার এই দুর্গে। আমি কৌশলে তা'কে আপনার চক্ষের সম্মুখে বন্দী কর্ব্ব।

সাজাহান। সে কি জাহানারা! সে আমার পুত্র, তোমার ভাই। জাহা-নারা, কাজ নাই। আসুক সে। আমি তাকে স্নেহে বশ কর্ব্ব। তা'তেও যদি সে বশ না হয়—তাহ'লে তা'র কাছে, পিতা আমি—তা'র সম্মুখে নতজানু হ'য়ে আমাদের প্রাণভিক্ষা মেগে নেবো! বল্‌বো আমরা আর কিছুই চাই না, আমাদের বাঁচতে দাও, আমাদের পরস্পরকে ভালোবাসার অবকাশ দাও।

জাহানারা। সে অপমান থেকে আমি আপনাকে রক্ষা কর্ব্ব বাবা!

সাজাহান। পুত্রের কাছে ভিক্ষায় অপমান নাই।

মহম্মদের প্রবেশ

সাজাহান। এই হে মহম্মদ! তোমার পিতা কৈ!

নিয়ে যাও। আমি ওর চেয়ে অনেক ভালো সংসর্গ পেয়েছি।

দিলদারের সহিত ঔরংজীবের প্রস্থান

মোরাদ। নাচো, গাও।

নৃত্য-গীত

আজি এসেছি—আজি এসেছি, এসেছি বঁধু হে
নিয়ে এই হাসি, রূপ গান।
আজি, আমার যা কিছু আছে, এনেছি তোমার কাছে,
তোমায় করিতে সব দান!
আজি তোমার চরণতলে রাখি এ কুসুমভার,
এ হার তোমার গলে দিই বঁধু উপহার,
সুধার আধার ভরি, তোমার অধরে ধরি—কর বঁধু কর তায় পান।
আজি হৃদয়ের সব আশা, সব সুখ ভালবাসা,
তোমাতে হউক অবসান।
ঐ ভেসে আসে কুসুমিত উপবন সৌরভ,
ভেসে আসে উচ্ছল জলদল-কলরব,
ভেসে আসে রাশি রাশি জ্যোৎস্নার মৃদুহাসি, ভেসে আসে পাপিয়ার তান;
আজি এমন চাঁদের আলো—মরি যদি সেও ভাল,
সে মরণ স্বরগ সমান।
আজি তোমার চরণতলে লুটায়ে পড়িতে চাই,
তোমার জীবনতলে ডুবিয়ে মরিতে চাই,
তোমার নয়নতলে শয়ন লভিব বলে' আসিয়াছি তোমার নিধান।
আজি সব-ভাষা সব বাক্—নীরব হইয়া যাক্;
প্রাণে শুধু মিশে থাক্—প্রাণ।

মোরাদ শুনিতে শুনিতে সুরাপান করিতে লাগিলেন ও ক্রমে নিদ্রিত হইলেন

নর্ত্তকীগণের প্রস্থান ও প্রহরিগণসহ ঔরংজীবের প্রবেশ

ঔরংজীব। বাঁধো।

মোরাদ। কে দাদা! একি! বিশ্বাসঘাতকতা?—(উঠিলেন)

ঔরংজীব। যদি বাধা দেয়—তবে বধ কর্ত্তে দ্বিধা ক'রো না।

প্রহরিগণ মোরাদকে বন্দী করিল

ঔরংজীব। আগ্রায় নিয়ে যাও। আমার পুত্র সুলতান আর শায়েস্তা খাঁর জিম্মায় রাখ্‌বে, আমি পত্র লিখে দিচ্ছি।

মোরাদ। এর প্রতিফল পাবে—আমি তোমায় একবার দেখ্‌বো।

ঔরংজীব। নিয়ে যাও।

সপ্রহরী মোরাদের প্রস্থান

ঔরংজীব। আমার হাত ধরে' কোথায় নিয়ে যাচ্ছ খোদা! আমি এ

সিংহাসন চাই নি। তুমি আমার হাত ধরে এ সিংহাসনে বসালে! কেন—তুমিই জান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—আগ্রার দুর্গ-প্রাসাদ। কাল—প্রভাত।

সাজাহান একাকী

সাজাহান। সূর্য্য উঠেছে। যেমন সেই প্রথম দিন উঠেছিল, সেই রকম উজ্জ্বল, রক্তবর্ণ! আকাশ তেমনি নীল; ঐ যমুনা তেমনি ক্রীড়াময়ী কলস্বরা; যমুনার পরপারে বৃক্ষরাজি তেমনি পত্রশ্যাম, পুষ্পোজ্জ্বল; যেমন আমি আশৈশব দেখে এসেছি। সবই সেই। কেবল আমিই বদলিছি—(গাঢ়স্বরে) আমি আজ আমার পুত্রের হস্তে বন্দী—নারীর মত অসহায়, শিশুর মত দুর্ব্বল। মাঝে মাঝে ক্রোধে গর্জ্জন করে' উঠি, কিন্তু সে শরতের মেঘের গর্জ্জন—একটা নিষ্ফল হাহাকার মাত্র। আমার নির্বিষ আস্ফালনে আমি নিজেই ক্ষয় হ'য়ে যাই। উঃ! ভারত-সম্রাট সাজাহানের আজ—এ কি অবস্থা! (একটি স্তম্ভের উপর বাহু রাখিয়া দূরে যমুনার দিকে চাহিয়া রহিলেন)—ওকি শব্দ! ঐ! আবার! আবার! —এই যে জাহানারা!

জাহানারার প্রবেশ

সাজাহান। ও কি শব্দ জাহানারা? ঐ আবার!—শুন্‌ছিস? (সৌৎসুক্যে) দারা কি সৈন্য কামান নিয়ে বিজয়গর্ব্বে আগ্রায় ফিরে এলো? এসো পুত্র! এই অন্যায় অবিচার নৃশংসতার প্রতিশোধ নাও।—কি জাহানারা! চোখ ঢাক্‌ছিস যে! বুঝিছি মা—এ দারার বিজয় ঘোষণা নয়—এ নূতন এক দুঃসংবাদ। তাই কি?

জাহানারা। হাঁ বাবা।

সাজাহান। জানি, দুর্ভাগ্য একা আসে না। যখন আরম্ভ হয়েছে, সে তার পালা শেষ না করে' যাবে না। বল কি দুঃসংবাদ কন্যা! ও কিসের শব্দ!

জাহানারা। ঔরংজীব আজ সম্রাট হ'য়ে দিল্লীর সিংহাসনে বসেছে। আগ্রায় এ তারই উৎসবধ্বনি।

সাজাহান। (যেন শুনিতে পান নাই এই ভাবে) কি! ঔরংজীব—কি করেছে?

জাহানারা। আজ, দিল্লীর সিংহাসনে বসেছে। *

সাজাহান। জাহানারা কি বল্‌ছো! আমি জীবিত আছি, না মরে' গিয়েছি? ঔরংজীব—না—অসম্ভব! জাহানারা তুমি শুন্‌তে ভুলেছো! এ কি হ'তে পারে!

ঔরংজীব—ঔরংজীব এ কাজ কর্ত্তে পারে না তা'র পিতা এখনও জীবিত—একটা ত বিবেক আছে, চক্ষুলজ্জা আছে!

জাহানারা। (কম্পিত স্বরে) যে ব্যক্তি বৃদ্ধ পিতাকে ছলে বন্দী করে' জীবন্তে এই গোর দিতে পারে, সে আর কি না কর্ত্তে পারে বাবা!

সাজাহান। তবুও—না।—হবে।—আশ্চর্য্য কি! আশ্চর্য্য কি! এ কি! মাটি থেকে একটা কাল ধোঁয়া আকাশে উঠছে। আকাশ কালীবর্ণ হয়ে গেল! সংসার উল্টে গেল বুঝি।—ঐ—ঐ—না আমি পাগল হ'য়ে যাচ্ছি নাকি!—ঐ ত সেই নীল আকাশ, সেই উজ্জ্বল প্রভাত—হাস্‌ছে! কিছু হয় নি ত।—আশ্চর্য্য! (কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া) জাহানারা!

জাহানারা। বাবা!

সাজাহান। (গদগদস্বরে) তুই বাইরে কি দেখে এলি!—সংসার কি ঠিক সেই রকমই চল্‌ছে! জননী সন্তানকে স্তন দিচ্ছে? স্ত্রী স্বামীর ঘর কর্চ্ছে? ভৃত্য প্রভুর সেবা কর্চ্ছে? গৃহস্থ ভিখারীকে ভিক্ষা দিচ্ছে? দেখে এলি—যে বাড়ীগুলো সেই রকম খাড়া আছে! রাস্তায় লোক চল্‌ছে! মানুষে মানুষ খাচ্ছে না! দেখে এলি! দেখে এলি।

জাহানারা। নীচ সংসার সেই রকমই চল্‌ছে বাবা। বন্দী সাজাহানকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না।

সাজাহান। না?—সত্য কথা?—তা'রা বল্‌ছে না যে, 'এ ঘোরতর অত্যাচার?' বলছে না—'আমাদের প্রিয় দয়ালু প্রজাবৎসল সাজাহানকে কার সাধ্য বন্দী করে' রাখে?'—চেঁচাচ্ছে না যে—'আমরা বিদ্রোহ কর্ব্ব, ঔরংজীবকে কারারুদ্ধ কর্ব্ব, আগ্রার দুর্গপ্রাকার ভেঙে আমাদের সাজাহানকে নিয়ে এসে আবার সিংহাসনে বসাবো?'—বল্‌ছে না? বল্‌ছে না?

জাহানারা। না বাবা। সংসার কাউকে নিয়ে ভাবে না। সবাই নিজের নিজের নিয়ে ব্যস্ত। তা'রা এত আত্মমগ্ন যে, কাল যদি এই সূর্য্য না উঠে, একটা প্রচণ্ড অগ্নিদাহ আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায়, ত তারই রক্তবর্ণ আলোকে তা'রা পূর্ব্ববৎ নিজের নিজের কাজ করে' যাবে।

সাজাহান। যদি একবার দুর্গের বাইরে যেতে পার্ত্তাম—একবার সুযোগ পাই না জাহানারা! একবার আমাকে চুরি করে' দুর্গের বাইরে নিয়ে যেতে পারিস্‌?

জাহানারা। না বাবা। বাইরে সহস্র সতর্ক প্রহরী।

সাজাহান। তবু তা'রা একদিন আমাকে সম্রাট বলে' মানতো। আমি তা'দের সঙ্গে কখনও শত্রুতা করি নি। হয় ত তাদের মধ্যে অনেককে অনাহার থেকে বাঁচিয়েছি, কারাগার থেকে মুক্ত করে' দিয়েছি, বিপদ থেকে রক্ষা করেছি। বিনিময়ে—

জাহানারা। না বাবা।—মানুষ খোসামুদে—কুকুরের মত খোসামুদে—

যে একখণ্ড মাংস দিতে পারে, তারই পায়ের তলায় সে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ে।—এত নীচ! এত হেয়!

সাজাহান। তবু আমি যদি তা'দের কাছে গিয়ে একবার দাঁড়াই? এই শুভ্রশির মুক্ত করে', যষ্টির উপর এই রোগবিকম্পিত দেহখানির ভার রেখে যদি আমি তা'দের সমুখে দাঁড়াই? তা'দের দয়া হবে না? দয়া হবে না?

জাহানারা। বাবা সংসারে দয়া মায়া নাই। সব ভয়ে চলেছে। সাজাহানের সম্পৎকালে যারাই "জয় সম্রাট সাজাহানের জয়" বলে চীৎকারে আকাশ দীর্ণ করে' দিত, তা'রাই যদি আজ আপনার এই স্থবির অথর্ব্ব মূর্ত্তি দেখে, ত ঐ মুখে ঘৃণায় থুৎকার দেবে—আর যদি কৃপাভরে থুৎকার না দেয়, ত ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে' যাবে।

সাজাহান। এতদূর! এতদূর!—(গম্ভীর-স্বরে) যদি এই আজ সংসারের অবস্থা, তবে আজ এক মহাব্যাধি তা'র সর্ব্বস্ব ছেয়েছে; তবে আর কেন? ঈশ্বর আর তাকে রেখো না। এক্ষণেই তাকে গলা টিপে মেরে ফেলো। যদি তাই হয়, তবে এখনও আকাশ—তুমি নীলবর্ণ কেন! সূর্য্য! তুমি এখনো আকাশের উপরে কেন? নির্লজ্জ! নেমে এসো। একটা মহা সংঘাতে তুমি চূর্ণ হ'য়ে যাও। ভূমিকম্প! তুমি ভৈরব হুঙ্কারে জেগে উঠে এ পৃথিবীর বক্ষ ভেঙ্গে খান খান করে' ফেল। একটা প্রকাণ্ড দাবানল জ্বলে' উঠে সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে' দিয়ে চলে' যাও। আর একটা বিরাট ঘূর্ণী-ঝঞ্ঝা এসে সেই ভস্ম-রাশি ঈশ্বরের মুখে ছড়িয়ে দাও।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—রাজপুতানার মরুভূমির প্রান্তদেশ। কাল—দ্বিপ্রহর দিবা

বৃক্ষতলে দারা, নাদিরা ও সিপার—একপার্শ্বে নিদ্রিত জহরৎউন্নিস।

নাদিরা। আর পারি না প্রভু!—এইখানেই খানিক বিশ্রাম কর।

সিপার। হাঁ বাবা—উঃ কি পিপাসা!

দারা। বিশ্রাম নাদিরা! এ সংসারে আমাদের বিশ্রাম নাই! ঐ মরুভূমি দেখ্‌ছো—যা আমরা পার হ'য়ে এলাম? দেখ্‌ছো নাদিরা!

নাদিরা। দেখ্‌ছি—ওঃ—

দারা। আমাদের পেছনে যেমন মরুভূমি, আমাদের সমুখে সেইরূপ মরুভূমি। জল নাই, ছায়া নাই, শেষ নাই—ধূ ধূ কর্চ্ছে।

সিপার। বাবা! বড় পিপাসা—একটু জল!

দারা। জল আর নেই সিপার!

সিপার। বাবা! জল! জল না খেলে আমি বাঁচবো না!

দারা। (রুদ্রভাবে) হুঁ!

সিপার। উঃ! জল! জল!

নাদিরা। দেখ প্রভু, কোনখানে যদি একটু জল পাও, দেখ! বাছা মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম হয়েছে। আমারও তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে—

দারা। কেবল তোমাদেরই বুঝি যাচ্ছে নাদিরা! আমার যাচ্ছে না? কেবল নিজের কথাই ভাব্‌ছো!

নাদিরা। আমার জন্য বল্‌ছি না নাথ!—এই বেচারী—আহা—

দারা। আমারও ভিতরে একটা দাহ! ভীষণ! আগুন ছুটছে। তার উপর বেচারীর শুষ্ক তালু দেখ্‌ছি—কথা সরছে না—দেখ্‌ছি—আর ভাবছো কি নাদিরা—সে আমার পরম সুখ হচ্ছে! কিন্তু কি কর্ব্ব—জল নাই। এক ক্রোশের মধ্যে জলের দেখা নাই, চিহ্ন নাই। উঃ! কি অবস্থায়ই আমাকে ফেলেছো দয়াময়! আর যে পারি না।

সিপার। আর পারি না বাবা!

নাদিরা। আহা বাছা—আমিও মরি—আর সহ্য হয় না—

দারা। মর—তাই মর—তোমরা মর—আমিও মরি—আজ এইখানে আমাদের সব শেষ হ'য়ে যাক্—তাই যাক্!

সিপার। মা—ওঃ আর কথা সরে না! কি যন্ত্রণা মা!

নাদিরা। উঃ কি যন্ত্রণা!

দারা। না. আর দেখতে পারি না। আমি আজ ঈশ্বরের উপর প্রতিশোধ নেবো! আর তাঁ'র এই পচা অন্তঃসারশূন্য সৃষ্টি কেটে ফেলে তাঁ'র প্রকাণ্ড জোচ্চোরি বের ক'রে দেখাবো। আমি মর্ব্ব; কিন্তু তার আগে নিজের হাতে তোদের শেষ কর্ব্ব! তোদের মেরে মর্ব্ব!

ছুরিকা বাহির করিলেন

সিপার। মাকে মেরো না—আমায় মারো!

নাদিরা। না না—আমায় আগে মারো—আমার চক্ষের সম্মুখে বাছার বুকে ছুরি দিতে পাবে না—আমায় আগে মারো।

সিপার। না, আমায় আগে মারো বাবা!

দারা। একি দয়াময়!—এ আবার—মাঝে মাঝে কি দেখাও! অন্ধকারের মাঝখানে মাঝে মাঝে এ কি আলোকের উচ্ছ্বাস! ঈশ্বর! দয়াময়! তোমার রচনা এমন সুন্দর অথচ এমন নিষ্ঠুর! এই মায়ের আর ছেলের পরস্পরকে রক্ষা কর্ব্বার জন্য এই কান্না—অথচ কেউ কাউকে রক্ষা কর্ত্তে পার্চ্ছে না। এত প্রবল, কিন্তু এত দুর্ব্বল। এত উচ্চ, কিন্তু এত নীচে পড়ে'। এ যে আকাশের একখানা মাণিক মাটিতে ছটকে এসে পড়েছে। এ যে স্বর্গ আর নরক এক সঙ্গে! এ কি প্রহেলিকা দয়াময়!

সিপার। বাবা বাবা—উঃ! (পড়িয়া গেল)

নাদিরা। বাছা আমার ! (তাহাকে গিয়া ক্রোড়ে লইলেন)

দারা। এই আবার সেই নরক! না—না—না—এ আলোকভ্রান্তি, এ শয়তানী! এ ছল! অন্ধকার কত গাঢ় তাই দেখাবার জন্য এ এক জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ড। কিছু না। আমি তোমাদের বধ করে' মর্ব্ব! (জহরতের দিকে চাহিয়া) ও ঘুমোচ্ছে। ওটাকেও মার্ব্ব। তার পরে—তোমাদের মৃতদেহগুলি জড়িয়ে আমি মর্ব্ব।—এসো একে একে।

নাদিরাকে মারিবার জন্য ছুরিকা উত্তোলন

সিপার। মেরো না, মেরো না।

দারা। (সিপারকে এক হাতে ধরিয়া দূরে রাখিয়া নাদিরাকে ছুরি মারিতে উদ্যত) তবে!

নাদিরা। মর্ব্বার আগে আমাদের একবার প্রার্থনা কর্ত্তে দাও।

দারা। প্রার্থনা!—কার কাছে? ঈশ্বরের কাছে? ঈশ্বর নাই। সব ভণ্ডামি! ধাপ্পাবাজি! ঈশ্বর নাই। কৈ কৈ! কে বল্লে ঈশ্বর আছেন? আছেন? ভালো! কর প্রার্থনা।

নাদিরা। আয় বাছা, মর্ব্বার আগে প্রার্থনা করি।

উভয়ে জানু পাতিয়া বসিলেন। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন

নাদিরা। দয়াময়! বড় দুঃখে আজ তোমায় ডাকছি। প্রভু! দুঃখ দিয়েছো, দিয়েছো! তুমি যা দাও মাথা পেতে নেবো! তবু—তবু—মর্ব্বার সময় যদি পুত্রকন্যাকে আর স্বামীকে সুখী দেখে মর্ত্তে পার্ত্তাম!

দারা। (দেখিতে দেখিতে সহসা জানু পাতিয়া বসিলেন) ঈশ্বর রাজাধিরাজ! তুমি আছো! তুমি না থাকো ত এমন একটা বিশ্ব-জগৎকে চালাচ্ছে কে! কোথা থেকে সে নিয়ম এলো, যার বলে এমন পবিত্র জিনিস দু'টি জগতে প্রস্ফুটিত হয়েছে—মা আর ছেলে! ঈশ্বর তোমাকে অনেকবার স্মরণ করেছি; কিন্তু এমন দুঃখে, এমন দীন ভাবে, এমন কাতর হৃদয়ে আর কখন ডাকি নি। দয়াময়! রক্ষা কর!

গোরক্ষক ও গোরক্ষক-রমণীর প্রবেশ

গোরক্ষক। কে তোমরা?

দারা। এ কার স্বর (চক্ষু খুলিয়া) কে তোমরা! একটু জল দাও, একটু জল দাও!—আমায় না দাও—এই নারী আর—এই বালককে দাও—

গোরক্ষক-রমণী। আহা বেচারীরা। আমি জল আন্‌ছি এখনি! একটু সবুর কর বাবা!

প্রস্থান

গোরক্ষক। আহা! বাছা ধুঁক্‌চে!

দারা। জহরৎ! জহরৎ মরে' গিয়েছে!

গোরক্ষক। না মরে নি। বাছা আমার!

দারা। জহরৎ!

জহরৎ। (ক্ষীণস্বরে) বাবা!

রমণীর প্রবেশ ও জলদান এবং সকলের জলপান

গোরক্ষক-রমণী। এসো বাবা, আমাদের বাড়ী এসো।

গোরক্ষক। এসো বাবা!

দারা। কে তোমরা? তোমরা কি স্বর্গের দেবতা! ঈশ্বর পাঠিয়েছেন?

গোরক্ষক। না বাবা, আমি একজন রাখাল!—এ আমার স্ত্রী!

দারা। তা'দের এত দয়া! মানুষের এত দয়া! এও কি সম্ভব!

গোরক্ষক। কেন বাবা! তোমরা কি কখন মানুষ দেখ নি? শয়তানই দেখে এসেছো?

দারা। তাই কি ঠিক? তা'রা কি সব শয়তান?

গোরক্ষক-রমণী। এ ত মানুষেরই কাজ বাবা। অনাথকে আশ্রয় দেওয়া, যে খেতে পায় নি তাকে খেতে দেওয়া, যে জল পায় নি তাকে জল দেওয়া—এ ত মানুষেরই কাজ বাবা। কেবল শয়তানই করে না। যদিও তারও যে তা মাঝে মাঝে কর্ত্তে ইচ্ছা হয় না, তা বিশ্বাস করি না, এসো বাবা—

নিষ্ক্রান্ত

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—মুঙ্গেরের দুর্গ-প্রাসাদমঞ্চ। কাল—জ্যোৎস্না রাত্রি

পিয়ারা বেড়াইয়া বেড়াইয়া গাহিতেছেন

গীত

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।
সখি রে, কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু।
ভানুর কিরণ দেখি!

সুজার প্রবেশ

সুজা। তুমি এখানে! এদিকে আমি খুঁজে খুঁজে সারা।

(পিয়ারার গীত চলিল) নিচল ছাড়িয়া উঁচলে উঠিতে
পড়িনু অগাধ জলে।

সুজা। তারপরে তোমার স্বর শুনে বুঝলাম যে তুমি এখানে।

(পিয়ারার গীত চলিল) লছমি চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল
মাণিক হারায়ু হেলে।

সুজা। শোন কথা—আঃ—

(পিয়ারার গীত চলিল) পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।

সুজা। শুন্‌বে না? আমি চল্লাম!

(পিয়ারার গীত চলিল) জ্ঞানদাস কহে, কানুর পীরিতি,
মরণ অধিক শেল।

সুজা। আঃ জ্বালাতন কর্লে! কেউ যেন দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ না করে। স্বামীগুলোকে পেয়ে বসে। প্রথম পক্ষের হ'লে তোমাকে কি একটা কথা শোন্‌বার জন্য এত সাধতাম!

পিয়ারা। আঃ আমার এমন কীর্ত্তনটা মাটি করে' দিলে! সংসারে কেউ যেন না দোজবরে বিয়ে করে। নৈলে কেউ এমন কীর্ত্তনটা মাটি করে! আঃ জ্বালাতন কর্লে! দিবারাত্রি যুদ্ধের সংবাদ শুন্তে হবে! তার উপর না জানো ব্যাকরণ, না বোঝ গান। জ্বালাতন।

সুজা। গান বুঝিনে কি রকম!

পিয়ারা। এমন কীর্ত্তনটা! আহা হা হা!

সুজা। তুমি যে নিজে গেয়ে নিজেই মোহিত!

পিয়ারা। কি করি, তুমি ত বুঝবে না! তাই আমি নিজেই গায়িকা নিজেই শ্রোতা।

সুজা। ব্যাকরণ ভুল।

পিয়ারা। কি রকম?

সুজা। শ্রোতা হবে না—শ্রোত্রী।

পিয়ারা। (থতমত খাইয়া) তবেই ত মাটি করেছে।

সুজা। এখন কথা হচ্ছে এই যে সোলেমান মুঙ্গের দুর্গ ছেড়ে চলে' গিয়েছে কেন তা জানো?

পিয়ারা। তাই ত!

সুজা। তা'র বাপ দারা তা'কে ডেকে পাঠিয়েছেন। অথচ এ দিকে—

পিয়ারা। তা ও রকম হয়! অশুদ্ধ হয় নি!

সুজা। দারা দুইবারই যুদ্ধে ঔরংজীবের দ্বারা পরাজিত হয়েছেন।

পিয়ারা। ব্যাকরণ ভুল হয়নি।

সুজা। তুমি কথাটা শুন্‌বে না?

পিয়ারা। আগে স্বীকার কর যে আমার ব্যাকরণ ভুল হয় নি।

সুজা। আলবৎ হয়েছে।

পিয়ারা। আলবৎ হয়নি।

সুজা। চল—কাকে জিজ্ঞাসা কর্ব্বে কর।

পিয়ারা। দেখ, আপোষে মেটাও বল্‌ছি, নৈলে আমি এই নিয়ে রসাতল কর্ব্ব। সারারাত এমনি চেঁচাব যে, দেখি তুমি কেমন ঘুমাও। আপোষে মেটাও!

সুজা। তা হলে আমার বক্তব্যটা শুন্‌বে?

পিয়ারা। শুন্‌বো।

সুজা। তবে তোমার ব্যাকরণ ভুল হয়নি। বিশেষ যখন তুমি দ্বিতীয় পক্ষ। এখন শোন, বিশেষ কথা আছে। গুরুতর! তোমার কাছে পরামর্শ চাই।

পিয়ারা। চাও নাকি? তবে রোস, আমি প্রস্তুত হ'য়ে নেই। (চেহারা ও পোষাক ঠিক করিয়া লইয়া) এখানে একটা উঁচু আসনও নেই ছাই। যাক্—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুন্‌বো। বল। আমি প্রস্তুত।

সুজা। আমার বিশ্বাস যে পিতা মৃত।

পিয়ারা। আমারও তাই বিশ্বাস।

সুজা। জয়সিংহ আমাকে সম্রাটের যে দস্তখৎ দেখিয়েছিলেন—সে দস্তখৎ দারার জাল।

পিয়ারা। নিশ্চয়ই—

সুজা। স্বীকার কর্‌ছ?

পিয়ারা। স্বীকার আমি কিছু কর্চ্ছি না। ব'লে যাও।

সুজা। দ্বিতীয় যুদ্ধেও ঔরংজীবের হাতে দারার পরাজয় হয়েছে, শুনেছ?

পিয়ারা। শুনেছি।

সুজা। কার কাছে শুন্‌লে?

পিয়ারা। তোমার কাছে।

সুজা। কখন?

পিয়ারা। এখনই!

সুজা। দারা আগ্রা ছেড়ে পালিয়েছে! আর ঔরংজীব বিজয় গর্ব্বে আগ্রায় প্রবেশ করে' পিতাকে বন্দী করেছে, আর মোরাদকেও কারারুদ্ধ করেছে।

পিয়ারা। বটে!

সুজা। ঔরংজীব এখন আমার সঙ্গে যুদ্ধে নাম্‌বে।

পিয়ারা। খুব সম্ভব।

সুজা। আর ঔরংজীবের সঙ্গে যদি আমার যুদ্ধ হয়—ত সে বেশ একটু শক্ত রকম যুদ্ধ হবে।

পিয়ারা। শক্ত বলে' শক্ত!

সুজা। আমার তার জন্যে এখন থেকেই প্রস্তুত হ'তে হয়।

পিয়ারা। তা হয় বৈকি!

সুজা। কিন্তু—

পিয়ারা। আমারও ঠিক ঐ মত—ঐ কিন্তু—

সুজা। তুমি যে কি বল্‌ছো তা আমি বুঝতে পার্চ্ছি নে।

পিয়ারা। সত্যি কথা বল্‌তে কি সেটা আমিও বড় একটা পার্চ্ছি নে।

সুজা। দূর্—তোমার কাছে পরামর্শ চাওয়াই বৃথা।

পিয়ারা। সম্পূর্ণ।

সুজা। যুদ্ধের বিষয় তুমি কি বুঝবে?

পিয়ারা। আমি কি বুঝবো?

সুজা। কিন্তু এদিকে আবার একটা মুস্কিল হয়েছে।

পিয়ারা সে মুস্কিলটা কি রকম?

সুজা। মহম্মদ ত আমায় স্পষ্ট লিখেছে যে সে আমার কন্যাকে বিবাহ কর্ব্বে না।

পিয়ারা তা কি করে' কর্ব্বে?

সুজা। কেন কর্ব্বে না? আমার কন্যার সঙ্গে তার বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক হয়েছে। এখন কথা ফিরিয়ে নিলে কি চলে?

পিয়ারা। ওমা তা কি চলে?

সুজা। কিন্তু সে এখন বিবাহ কর্ত্তে চায় না।

পিয়ারা। তা ত চাইবেই না।

সুজা। লিখেছে যে তা'র পিতৃশত্রুর কন্যাকে সে বিবাহ কর্ব্বে না।

পিয়ারা। তা কি করে' কর্ব্বে!

সুজা। কিন্তু তাতে আমার মেয়ে যে এদিকে বিষম দুঃখিত হবে।

পিয়ারা। তা হবে বৈ কি! তা আর হবে না!

সুজা। আমি যে কি করি—কিছুই বুঝতে পার্চ্ছি নে!

পিয়ারা। আমিও পার্চ্ছি নে!

সুজা। এখন কি করা যায়!

পিয়ারা। তাই ত!

সুজা। তোমার কাছে কোন বিষয়ে উপদেশ চাওয়া বৃথা।

পিয়ারা। বুঝেছো? কেমন করে' বুঝলে? হ্যাঁগা কেমন করে' বুঝলে? কি বুদ্ধি!

সুজা। এখন কি করি! ঔরংজীবের সঙ্গে যুদ্ধ তা'র সঙ্গে তা'র বীর পুত্র মহম্মদ। মহা সমস্যার কথা। তাই ভাব্‌ছি। তুমি কি উপদেশ দাও?

পিয়ারা। প্রিয়তম! আমার উপদেশ শুনবে? শোন ত বলি।

সুজা। বল, শুনি।

পিয়ারা। তবে শোন, আমি উপদেশ দেই, যুদ্ধে কাজ নাই।

সুজা। কেন?

পিয়ারা। কি হবে সাম্রাজ্যে নাথ? আমাদের কিসের অভাব? চেয়ে দেখ এই শস্যশ্যামলা, পুষ্পভূষিতা, সহস্র-নির্ঝরঝঙ্কৃত অমরাবতী—এই বঙ্গভূমি! কিসের সাম্রাজ্য! আর আমার হৃদয়-সিংহাসনে তোমায় বসিয়ে রেখেছি, তার কাছে কিসের সেই ময়ূর-সিংহাসন? যখন আমরা এই প্রাসাদশিখরে দাঁড়িয়ে—করে কর, বক্ষে বক্ষ—বিহঙ্গমের ঝঙ্কার শুনি, ঐ গঙ্গার দিগন্ত প্রসারিত ধূসর বক্ষ দেখি, ঐ অনন্ত নীল-আকাশের উপর দিয়ে আমাদের মিলিত মুগ্ধ-দৃষ্টির নৌকা ভাসিয়ে দিয়ে চলে' যাই—সেই নীলিমার এক নিভৃত প্রান্তে কল্পনা দিয়ে একটি মোহময়শান্তিময় দ্বীপ সৃষ্টি করি, আর তার মধ্যে এক স্বপ্নময় কুঞ্জে বসে' পরস্পরের দিকে চেয়ে পরস্পরের প্রাণ পান করি—তখন মনে হয় না নাথ, যে কিসের ঐ সাম্রাজ্য? নাথ! এ যুদ্ধে কাজ নাই! হয় ত যা আমাদের নাই তা পাবো না; যা আছে তা হারাবো।

সুজা। তবেই ত তুমি ভাবিয়ে দিলে! একেই ভেবে ভেবে আমার মাথা গরম হয়েছে, তার উপর—না, দারার প্রভুত্ব বরং মান্‌তে পার্ত্তাম। ঔরংজীবের—আমার ছোট ভাইএর প্রভুত্ব—কখন স্বীকার কর্ব্ব না—না কখন না।

প্রস্থান

পিয়ারা। তোমায় উপদেশ দেওয়া বৃথা! বীর তুমি! সাম্রাজ্যের জন্য তুমি যদিও যুদ্ধ না কর্ত্তে, যুদ্ধ কর্ব্বার জন্য তুমি যুদ্ধ কর্ব্বে। তোমায় আমি বেশ চিনি—যুদ্ধের নামে তুমি নাচো।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—দিল্লীতে দরবার-কক্ষ। কাল—প্রাহ্ন

সিংহাসনারূঢ় ঔরংজীব। পার্শ্বে মীরজুমলা, শায়েস্তা খাঁ ইত্যাদি।
সৈন্যাধ্যক্ষগণ, অমাত্যবর্গ, জয়সিংহ ও দেহরক্ষী,
সম্মুখে যশোবন্ত সিংহ

যশোবন্ত। জাঁহাপানা! আমি এসেছিলাম—সুলতান সুজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জাঁহাপানাকে আমার সৈন্যসাহায্য দিতে; কিন্তু এখানে এসে আমার আর সে প্রবৃত্তি নাই। আমি আজ যোধপুরে যাচ্ছি।

ঔরংজীব। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ! আপনি নর্ম্মদাযুদ্ধে দারার পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন বলে' আমার অপ্রীতিভাজন নহেন। মহারাজের রাজ-ভক্তির নিদর্শন পেলে আমরা মহারাজকে আত্মীয় বলে' গণ্য কর্ব্ব।

যশোবন্ত। যশোবন্ত সিংহ জাঁহাপনার অপ্রীতিভাজন হোক্ কি প্রীতি-

ভাজন হোক্, তাতে তা'র কিছুমাত্র যায় আসে না। আর আমি আজ এ সভায় জাঁহাপনার দয়ার ভিখারী হ'য়ে আসি নাই।

ঔরংজীব। তবে এখানে আসা মহারাজের উদ্দেশ্য ?

যশোবন্ত। উদ্দেশ্য একবার আপনাকে জিজ্ঞাসা করা যে, কি অপরাধে আমাদের দয়ালু সম্রাট সাজাহান আজ বন্দী ; আর কি স্বত্বে আপনি পিতা বর্ত্তমানে তাঁর সিংহাসনে বসেছেন।

ঔরংজীব। তার কৈফিয়ৎ কি আমায় এখন মহারাজকে দিতে হবে ?

যশোবন্ত। দেওয়া না দেওয়া আপনার ইচ্ছে! আমি জিজ্ঞাসা কর্ত্তে এসেছি মাত্র।

ঔরংজীব। কি উদ্দেশ্যে ?

যশোবন্ত। জাঁহাপানার উত্তরের উপর আমার ভবিষ্যৎ আচরণ নির্ভর কর্চ্ছে।

ঔরংজীব কিরূপ ? কৈফিয়ৎ যদি না দিই ?

যশোবন্ত। তা হ'লে বুঝ্‌বো জাঁহাপনার দেওয়ার মত কৈফিয়ৎ কিছু নাই।

ঔরংজীব। আপনার যেরূপ ইচ্ছা বুঝুন ; তাতে ঔরংজীবের কিছু যায় আসে না। ঔরংজীব তার কার্য্যাবলীর জন্য এক খোদার কাছে ভিন্ন আর কারো কাছে কৈফিয়ৎ দেয় না।

যশোবন্ত। উত্তম! তবে খোদার কাছেই কৈফিয়ৎ দিবেন।

গমনোদ্যত

ঔরংজীব। দাঁড়ান মহারাজ! আমার কৈফিয়ৎ না পেলে আপনি কি কর্ব্বেন ?

যশোবন্ত। সাধ্যমত চেষ্টা কর্ব্ব—সম্রাট্ সাজাহানকে মুক্ত কর্ত্তে—এই মাত্র। পারি, না পারি, সে স্বতন্ত্র কথা ; কিন্তু আমার কর্ত্তব্য আমি কর্ব্ব।

ঔরংজীব। বিদ্রোহ কর্ব্বেন ?

যশোবন্ত। বিদ্রোহ! সম্রাটের পক্ষে যুদ্ধ করার নাম বিদ্রোহ নয়। বিদ্রোহ করেছেন আপনি। আমি সেই বিদ্রোহীর শাসন কর্ব্ব—যদি পারি।

ঔরংজীব। মহারাজ, এতক্ষণ ধ'রে পরীক্ষা কর্চ্ছিলাম যে আপনার স্পর্দ্ধা কতদূর উঠে। পূর্ব্বে শুনেছিলাম, এখন দেখ্‌ছি—আপনি নির্ভীক। মহারাজ! ভারতসম্রাট্ ঔরংজীব যোধপুরাধিপতি যশোবন্ত সিংহের শত্রুতাকে ভয় করে না। সমরক্ষেত্রে আর একবার ঔরংজীবের পরিচয় চান, পাবেন।—বুঝেছি, নর্ম্মদাযুদ্ধে ঔরংজীবের সঙ্গে মহারাজের সম্যক্ পরিচয় হয় নাই।

যশোবন্ত। নর্ম্মদার যুদ্ধ জাঁহাপনা! আপনি সেই জয়ের গৌরব করেন ? যশোবন্ত সিংহ অনুকম্পাভরে আপনার পথশ্রান্ত হীনবল সৈন্য আক্রমণ করে নাই। নইলে আমার সৈন্যের শুদ্ধ মিলিত নিশ্বাসে ঔরংজীব সসৈন্যে উড়ে

যেতেন। এতখানি অনুকম্পার বিনিময়ে যশোবন্ত সিংহ ঔরংজীবের শাঠ্যের জন্য প্রস্তুত ছিল না। এই তার অপরাধ। সেই জয়ের গৌরব কর্চ্ছেন জাঁহাপনা!

ঔরংজীব। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ! সাবধান! ঔরংজীবেরও ধৈর্য্যের সীমা আছে। সাবধান!

যশোবন্ত। সম্রাট! চোখ রাঙাচ্ছেন কাকে? চোখ রাঙিয়ে জয়সিংহের মত ব্যক্তিকে শাসন করে' রাখ্‌তে পারেন! যশোবন্ত সিংহের প্রকৃতি অন্য ধাতু দিয়ে গড়া জান্‌বেন! যশোবন্ত সিংহ জাঁহাপনার রক্তবর্ণ চক্ষু আর অগ্নিময় গোলাকে সমানই তুচ্ছ জ্ঞান করে।

মীরজুমলা। মহারাজ! এ কি স্পর্দ্ধা!

যশোবন্ত। স্তব্ধ হও মীরজুমলা! যখন রাজায় রাজায় যুদ্ধ, তখন বন্য-শৃগাল তাদের মধ্যে এসে দাঁড়ায় কি হিসাবে? আমরা এখনও কেউ মরি নি। তোমাদের সময় যুদ্ধের পরে—তুমি আর এই শায়েস্তা খাঁ—

শায়েস্তা খাঁ ও মীরজুমলা তরবারি বাহির করিলেন ও কহিলেন—

সাবধান কাফের!

শায়েস্তা। আজ্ঞা দিউন জাঁহাপনা!

ঔরংজীব ইঙ্গিতে নিষেধ করিলেন

যশোবন্ত। বেশ জুড়ি মিলেছে—মীরজুমলা আর এই শায়েস্তা খাঁ—উজীর আর সেনাপতি। দুই নেমকহারাম্‌। যেমন প্রভু তেমনি ভৃত্য।

শায়েস্তা। আস্পর্দ্ধা এই কাফেরের জাঁহাপনা—যে ভারতসম্রাটের সম্মুখে—

যশোবন্ত। কে ভারতের সম্রাট?

শায়েস্তা। ভারতের সম্রাট—বাদশাহ্‌ গাজী আলমগীর!

অবগুণ্ঠিতা জাহানারার প্রবেশ

জাহানারা। মিথ্যা কথা। ভারতের সম্রাট্‌ ঔরংজীব নয়। ভারতের সম্রাট্‌ শাহনশাহ্‌ সাজাহান।

মীরজুমলা। কে এ নারী!

জাহানারা। কে এ নারী? এ নারী সম্রাট্‌ সাজাহানের কন্যা জাহানারা। (মুখ উন্মুক্ত করিলেন)—কি ঔরংজীব! তোমার মুখ সহসা ছাইয়ের মত শাদা হয়ে গেল যে!

ঔরংজীব। তুমি এখানে ভগ্নী!

জাহানারা। আমি এখানে কেন—একথা ঔরংজীব, আজ ঐ সিংহাসনে ধীরভাবে বসে' মানুষের স্বরে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পার্চ্ছ? আমি এখানে এসেছি ঔরংজীব, তোমাকে মহারাজদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত কর্ত্তে।

ঔরংজীব। কার কাছে?

জাহানারা। ঈশ্বরের কাছে। ঈশ্বর নাই ভেবেছো ঔরংজীব? শয়তানের চাকরি করে' ভেবেছো যে ঈশ্বর নাই? ঈশ্বর আছেন।

ঔরংজীব। আমি এখানে বসে' সেই খোদারই ফকিরি কর্চ্ছি—

জাহানারা। স্তব্ধ হও ভণ্ড! খোদার পবিত্র নাম তোমার জিহ্বায় উচ্চারণ কোরো না। জিহ্বা পুড়ে যাবে। বজ্র ও ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প ও জলোচ্ছ্বাস, অগ্নিদাহ ও মড়ক—তোমরা ত লক্ষ লক্ষ নিরীহ নরনারীর ঘর উড়িয়ে পুড়িয়ে ভাসিয়ে ভেঙ্গে চুরে চলে যাও। শুধু এদেরই কিছু কর্ত্তে পার না।

ঔরংজীব। মহম্মদ! এ উন্মাদিনী নারীকে এখান থেকে নিয়ে যাও! এ—রাজসভা, উন্মাদাগার নয়—মহম্মদ।

জাহানারা। দেখি, এই সভাস্থলে কার সাধ্য আছে যে সম্রাট্ সাজাহানের কন্যাকে স্পর্শ করে। সে ঔরংজীবের পুত্রই হোক্, আর স্বয়ং শয়তানই হোক্।

ঔরংজীব। মহম্মদ! নিয়ে যাও!

মহম্মদ। মার্জ্জনা কর্ব্বেন পিতা। সে স্পর্দ্ধা আমার নেই।

যশোবন্ত। বাদশাহজাদীর প্রতি রূঢ় আচরণ আমরা সহ্য কর্ব্বো না!

অন্য সককে। কখনই না।

ঔরংজীব। সত্য বটে! আমি ক্রোধে কি জ্ঞান হারিয়েছি। নিজের ভগ্নীর—সম্রাট সাজাহানের কন্যার প্রতি এই রূঢ় ব্যবহার কর্ব্বার আজ্ঞা দিচ্ছি! ভগ্নি অন্তঃপুরে যাও! এ প্রকাশ্য দরবারে, শত কুৎসিত দৃষ্টির সম্মুখে এসে দাঁড়ানো সম্রাট সাজাহানের কন্যার শোভা পায় না। তোমার স্থান অন্তঃপুর।

জাহানারা। তা জানি ঔরংজীব; কিন্তু যখন একটা প্রকাণ্ড ভূমিকম্পে হর্ম্ম্যরাজি ভেঙে পড়ে, তখন অসূর্য্যম্পশ্যরূপা মহিলা যে—সেও নিঃশঙ্কোচে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। আজ ভারতবর্ষের সেই অবস্থা। আজ একটা বিরাট অত্যাচারে একটা সাম্রাজ্য ভেঙে পড়েছে। এখন আর সে নিয়ম খাটে না। আজ সে অন্যায়-নীতির মহাবিপ্লব, যে দুর্ব্বিষহ অত্যাচার—ভারতবর্ষের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়ে' যাচ্ছে, তা এর পূর্ব্বে বুঝি কুত্রাপি হয় নাই। এত বড় পাপ, এত বড় শাঠ্য আজ ধর্ম্মের নামে চলে' যাচ্ছে! আর মেষশাবকগণ শুদ্ধ অনিমেষ নেত্রে তার পানে চেয়ে আছে! ভারতবর্ষের মানুষগুলো কি আজ শুদ্ধ চাবুকে চলেচে? দুর্নীতির প্লাবনে কি ন্যায়, বিবেক, মনুষ্যত্ব—মানুষের যা কিছু উচ্চ প্রবৃত্তির সব ভেসে গিয়েছে? এখন নীচ স্বার্থসিদ্ধিই কি মানুষের ধর্ম্মনীতি? সৈন্যাধ্যক্ষ-গণ! অমাত্যগণ! সভাসদগণ! তোমাদের সম্রাট সাজাহান জীবিত থাকতে তোমরা কি স্পর্দ্ধায় তাঁর সিংহাসনে তাঁর পুত্র ঔরংজীবকে বসিয়েছো আমি জান্তে চাই।

ঔরংজীব। আমার ভগ্নী যদি এখান থেকে যেতে অস্বীকৃত হন, সভাসদগণ, আপনারা বাইরে যান! সম্রাটের কন্যার মর্য্যাদা রক্ষা করুন।

সকলে বাহিরে যাইতে উদ্যত

জাহানারা। দাঁড়াও। আমার আজ্ঞা—দাঁড়াও! আমি এখানে তোমাদের কাছে নিষ্ফল ক্রন্দন কর্ত্তে আসি নি। আমি নিজের কোন দুঃখও তোমাদের কাছে নিবেদন কর্ত্তে আসি নি! আমি নারীর লজ্জা, সঙ্কোচ, সম্ভ্রম ত্যাগ করে' এসেছি—আমার বৃদ্ধ পিতার জন্য। শোন।

সকলে। আজ্ঞা করুন।

জাহানারা। আমি একবার মুখোমুখি তোমাদের জিজ্ঞাসা কর্ত্তে এসেছি, যে তোমরা তোমাদের সেই বীর, দয়ালু, প্রজাবৎসল সম্রাট সাজাহানকে চাও? না, এই ভণ্ড পিতৃদ্রোহী, পরস্বাপহারী ঔরংজীবকে চাও? জেনো, এখনও ধর্ম্ম লুপ্ত হয় নি। এখনও চন্দ্র সূর্য্য উঠছে! এখনও পিতা পুত্রের সম্বন্ধ আছে। আজ কি একদিনে একজনের পাপে তা উল্টে যাবে? তা হয় না। ক্ষমতা কি এত দৃপ্ত হয়েছে যে তার বিজয়-দুন্দুভি তপোবনের পবিত্র শান্তি লুটে নেবে? অধর্ম্মের আস্পর্দ্ধা এত বেশী হয়েছে যে, সে নির্ব্বিরোধে স্নেহ দয়া ভক্তির বক্ষের উপর দিয়ে তার রক্তাক্ত শকট চালিয়ে যাবে?—বলো! তোমরা ঔরংজীবের ভয় কর্চ্ছ? কে ঔরংজীব? তার দুই ভুজে কত শক্তি? তোমরাই তার বল। তোমরা ইচ্ছে কর্লে তাকে ওখানে রাখতে পারো; ইচ্ছা কর্লে তাকে ওখান থেকে টেনে এনে পঙ্কে নিক্ষেপ কর্ত্তে পারো। তোমরা যদি সম্রাট সাজাহানকে এখনও ভালো বাসো, সিংহ স্থবির বলে' তাকে পদাঘাত কর্ত্তে না চাও, তোমরা যদি মানুষ হও ত বলো সমস্বরে "জয় সম্রাট সাজাহানের জয়।" দেখবে ঔরংজীবের হাত থেকে রাজদণ্ড খসে পড়ে যাবে!

সকলে। জয় সম্রাট্ সাজাহানের জয়—

জাহানারা। উত্তম, তবে—

ঔরংজীব। (সিংহাসন হইতে নামিয়া) উত্তম! তবে এই মুহূর্ত্তে আমি সিংহাসন ত্যাগ কর্লাম! সভাসদ্‌গণ! পিতা সাজাহান রুগ্ন, শাসনে অক্ষম। তিনি যদি শাসনক্ষম হতেন, তা হ'লে আমার দাক্ষিণাত্য ছেড়ে এখানে আসার প্রয়োজন ছিল না। আমি রাজ্যের রশ্মি সাজাহানের হাত থেকে নিই নাই—দারার হাত থেকে নিয়েছি। পিতা পূর্ব্ববৎই সুখে স্বচ্ছন্দে আগ্রার প্রাসাদে আছেন। আপনাদের যদি এই ইচ্ছা হয়, যে দারা সম্রাট্ হোন্, বলুন আমি তাঁকে ডেকে পাঠাচ্ছি। দারা কেন? যদি মহারাজ যশোবন্ত সিংহ এই সিংহাসনে বস্‌তে চান, যদি তিনি বা মহারাজ জয়সিংহ বা আর কেউ শাসনের মহাদায়িত্ব নিতে প্রস্তুত থাকেন—আমার আপত্তি নাই। একদিকে দারা, অন্যদিকে সুজা, আর একদিকে মোরাদ, এই শত্রু ঘাড়ে করে' সিংহাসনে বস্‌তে চান, বসুন। আমার বিশ্বাস ছিল যে, আপনাদের সম্মতিক্রমে ও অনুরোধে আমি এখানে বসেছি। মনে কর্ব্বেন না যে, এ সিংহাসন আমার পুরস্কার। এ আমার শাস্তি! আমি আজ সিংহাসনের উপর বসে' নাই,

বারুদের স্তূপের উপর বসে আছি। তার উপর এর জন্য আমি মক্কায় যাবার সুখ থেকে বঞ্চিত আছি। আপনাদের যদি ইচ্ছা হয়, যে দারা সিংহাসনে বসুন, হিন্দুস্থান আবার অরাজক ধর্ম্মহীন হোক, আমি আজই মক্কায় যাচ্ছি। সে ত আমার পরম সুখ! বলুন—

সকলে নিস্তব্ধ রহিল

ঔরংজীব। এই আমি আমার রাজমুকুট সিংহাসনের পদতলে রাখ্‌লাম। আমি এ সিংহাসনে বসেচি আজ—সম্রাটের নামে—কিন্তু তাও বেশী দিনের জন্য নয়! সাম্রাজ্যে শান্তি স্থাপন করে দারার বিশৃঙ্খল রাজত্বে শৃঙ্খলা এনে, পরে আপনারা যার হাতে বলেন, তার হাতে রাজ্য ছেড়ে দিয়ে, আমি সেই মক্কায়ই যেতে চাই। আমি এখানে বসেও সেই দিকেই চেয়ে আছি—আমার জাগ্রতে চিন্তা, নিদ্রায় স্বপ্ন, জীবনের ধ্যান—সেই মহাতীর্থের দিকেই চেয়ে আছি! আপনাদের যদি এই ইচ্ছা হয়, আমি আজই রাজ্যের রশ্মি ছেড়ে দিয়ে মক্কায় চলে' যাই। সে ত আমার পরম সৌভাগ্য। আমার জন্য ভাববেন না। আপনারা নিজেদের দিকে চেয়ে বলুন যে পীড়ন চান, না শাসন চান? বলুন আমি আপনাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শাসনদণ্ড গ্রহণ কর্ত্তে পার্ব্ব না, আর আপনাদের ইচ্ছাক্রমেও এখানে দাঁড়িয়ে দারার উচ্ছৃঙ্খল অত্যাচার দেখতে পার্ব্ব না! বলুন, আপনাদের কি ইচ্ছা!—চল মহম্মদ! মক্কায় যাবার জন্য প্রস্তুত হও—বলুন, আপনাদের কি অভিপ্রায়!

সকলে। জয় সম্রাট্ ঔরংজীবের জয়—

ঔরংজীব। উত্তম! আপনাদের অভিমত জান্‌লাম। এখন আপনারা বাইরে যান। আমার ভগ্নীর—সাজাহানের কন্যার অমর্য্যাদা কর্ব্বেন না

ঔরংজীব ও জাহানারা ভিন্ন সকলের প্রস্থান

জাহানারা। ঔরংজীব।

ঔরংজীব! ভগ্নী!

জাহানারা। চমৎকার! আমি প্রশংসা না করে' থাকতে পার্চ্ছি না। এতক্ষণ আমি বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে' ছিলাম; তোমার ভেল্কি দেখ্‌ছিলাম। যখন চমক ভাঙ্‌লো তখন সব হারিয়ে বসে' আছি! চমৎকার!

ঔরংজীব। আমি প্রতিজ্ঞা কর্চ্ছি, আল্লার নামে শপথ কর্চ্ছি, যে আমি যতদিন সম্রাট্ আছি, তোমার আর পিতার কোন অভাব হবে না।

জাহানারা। আবার বলি—চমৎকার!

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—খিজুয়ায় ঔরংজীবের শিবির। কাল—রাত্রি

ঔরংজীব একখণ্ড পত্রিকা হস্তে লইয়া দেখিতেছিলেন

ঔরংজীব। কিস্তি। না গজ দিয়ে ঢেকে দেবে। আচ্ছা—না। ওঠসাই কিস্তিতে আমার দাবা যাবে! কিন্তু—দেখি—উহুঃ! আচ্ছা এই গজের কিস্তি—চেপে দেবে। তার পর—এই কিস্তি। এই পদ। তার পর এই কিস্তি! কোথায় যাবে! মাৎ (সোৎসাহে) মাৎ (পরিক্রমণ)

মীরজুমলার প্রবেশ

ঔরংজীব। আমরা এ যুদ্ধে জিতেছি উজীর সাহেব!

মীরজুমলা। সে কি জাঁহাপনা!

ঔরংজীব। প্রথম, কামান চালাবেন আপনি। ত র পরে, আমি হাতী নিয়ে সেই চকিত সৈন্যের উপর পড়বো। তার পরে মহম্মদের অশ্বারোহী। এই তিন কিস্তিতে মাৎ।

মীরজুমলা। আর যশোবন্ত সিংহ?

ঔরংজীব। তার উপর এবার তত নির্ভর করি না। তাকে চোখে চোখে রাখ্‌তে হবে—আমাদের আর সুজার সৈন্যের মধ্যে; অনিষ্ট না কর্ত্তে পারে! তার পশ্চাতে থাকবে তোমার কামান! আমি আর মহম্মদ তার দুই পাশে থাক্‌বো। বিপক্ষের আক্রমণ হবে প্রধানতঃ যশোবন্তের রাজপুত সৈন্যের উপর। তা'রা যুদ্ধ করে ভালো; নৈলে পিছনে তোমার কামান রৈল। তা যায়—দাবা যাক্‌। আমরা জয়লাভ কর্ব্ব। তবে কাল প্রত্যূষে প্রস্তুত থাক্‌বেন—এখন যেতে পারেন।

প্রস্থান

মীরজুমলা। যে আজ্ঞে।

ঔরংজীব। যশোবন্ত সিংহ! এটা শুদ্ধ পরীক্ষা।

মহম্মদের প্রবেশ

ঔরংজীব। মহম্মদ! তোমার স্থান হচ্ছে সম্মুখে, যশোবন্ত সিংহের দক্ষিণে। তুমি সব শেষে আক্রমণ কর্ব্বে। শুদ্ধ প্রস্তুত থাক্‌বে। এই দেখ নক্সা। (মহম্মদ দেখিলেন)

ঔরংজীব। বুঝলে?

মহম্মদ। হাঁ পিতা।

ঔরংজীব। আচ্ছা যাও। কাল প্রত্যূষে।

মহম্মদের প্রস্থান

ঔরংজীব। সুজার লক্ষ সৈন্য অশিক্ষিত। বেশী কষ্ট পেতে হবে না বোধ

হয়। একবার ছত্রভঙ্গ কর্ত্তে পার্লে হয়।—এই যে মহারাজ!

দিলদারের সহিত যশোবন্ত সিংহ প্রবেশ করিয়া কুর্নিশ করিলেন

ঔরংজীব। মহারাজ! আপনাকে একবার ডেকে পাঠিয়েছিলাম। আমি অনেক ভেবে সমস্ত সৈন্যের পুরোভাগে আপনাকে দিলাম।

যশোবন্ত। আমাকে?

ঔরংজীব। তাতে আপত্তি আছে?

যশোবন্ত। না, আপত্তি নাই।

ঔরংজীব। আপনি যে ইতস্ততঃ কর্চ্ছেন!

যশোবন্ত। কুমার মহম্মদ সৈন্যের পুরোভাগে থাক্‌বে কথা ছিল।

ঔরংজীব। আমি মত বদ্‌লেছি। তিনি থাক্‌বেন আপনার দক্ষিণ পাশে।

যশোবন্ত। আর মীরজুমলা?

ঔরংজীব। আপনার পশ্চাতে। আমি আপনার বাম পাশে থাক্‌বো।

যশোবন্ত। ও! বুঝেচি! জাঁহাপনা আমায় সন্দেহ করেন।

ঔরংজীব। মহারাজ চতুর। মহারাজের সঙ্গে চাতুরী নিষ্ফল। মহারাজকে সঙ্গে এনেছি, তার কারণ এ নয়, যে মহারাজকে আমরা পরমাত্মীয় জ্ঞান করি। সঙ্গে এনেছি এই কারণে যে আমার অনুপস্থিতিতে মহারাজ আগ্রায় বিভ্রাট না বাধান—সেটা বেশ জানেন বোধ হয়।

যশোবন্ত। না অতদূর ভাবি নি। জাঁহাপনা! আমি চতুর বলে আমার একটা অহঙ্কার ছিল; কিন্তু দেখলাম যে সে বিষয়ে জাঁহাপনার কাছে আমি শিশু।

ঔরংজীব। এখন মহারাজের অভিপ্রায় কি?

যশোবন্ত। জাঁহাপনা! রাজপুত জাতি বিশ্বাসঘাতকের জাতি নয়। কিন্তু আপনারা—অন্ততঃ আপনি তাদের বিশ্বাসঘাতক করে' তুল্‌ছেন, কিন্তু সাবধান জাঁহাপনা। এই রাজপুত জাতিকে ক্ষিপ্ত কর্ব্বেন না। বন্ধুত্বে রাজপুতের মত মিত্র কেউ নেই! আবার শত্রুতায় রাজপুতের মত ভয়ঙ্কর শত্রু কেউ নেই। সাবধান।

ঔরংজীব। মহারাজ! ঔরংজীবের সম্মুখে ভ্রূকুটি করে' কোন লাভ নাই। যান। আমার এই আজ্ঞা। পালন কর্ব্বেন। নৈলে জানেন ঔরংজীবকে!

যশোবন্ত। জানি। আর আপনিও জানেন যশোবন্ত সিংহকে। আমি কারো ভৃত্য নই। আমি ও আজ্ঞা পালন কর্ব্ব না।

ঔরংজীব। মহারাজ! নিশ্চিত জানবেন ঔরংজীব কখন কাউকে ক্ষমা করে না! বুঝে কাজ কর্ব্বেন।

যশোবন্ত। আর আপনিও নিশ্চিত জানবেন যে, যশোবন্ত সিংহ কাউকে ভয় করে না। বুঝে কাজ কর্ব্বেন।

ঔরংজীব। এও কি সম্ভব!

যশোবন্ত। ঔরংজীব!

ঔরংজীব। যদি তোমায় এই মুহূর্ত্তে আমি বন্দী করি, তোমায় কে রক্ষা করে?

যশোবন্ত। এই তরবারি! জেনো ঔরংজীব, এই দুর্দ্দিনেও মহারাজ যশোবন্ত সিংহের এক ইঙ্গিতে বিশ সহস্র রাজপুত-তরবারি এক সঙ্গে সূর্য্যকিরণে ঝল্‌সে উঠে! আর এ দুর্দ্দিনেও রাজপুত—রাজপুত!

প্রস্থান

ঔরংজীব। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছি। একটু বেশী গিয়েছি। এই রাজপুত জাতটাকে আমি সম্যক্ চিনলাম না। এত তার দর্প! এত অভিমান!—চিনলাম না।

দিলদার। চিনবেন কেমন করে জাঁহাপনা! আপনার শাঠ্যের রাজ্যেই বাস। আপনি দেখে আসছেন শুধু জোচ্চোরি, খোসামুদি, নেমকহারামি! তাদের বশ কর্ত্তে আপনি পটু, কিন্তু এ আলাদা রকমের রাজ্য। এ রাজ্যের প্রজাদের কাছে প্রাণের চেয়ে মান বড়।

ঔরংজীব। হুঁ—দেখি এখনও যদি প্রতিকার কর্ত্তে পারি; কিন্তু বোধ হচ্ছে—রোগ এখন হাকিমির বাইরে।

প্রস্থান

দিলদার। দিলদার! তুমি সেঁধিয়েছিলে ছুঁচ হ'য়ে—এখন ফাল হ'য়ে না বেরোও! আমার সেই ভয়। প্রথমে পাঠক! তার পরে বিদূষক! তার পর রাজনৈতিক! তার পরে বোধ হয় দার্শনিক! তার পরে?

কথা কহিতে কহিতে ঔরংজীব ও মীরজুমলার পুনঃ প্রবেশ

ঔরংজীব। কেবল দেখবেন অনিষ্ট না কর্ত্তে পারে।

মীরজুমলা। যে আজ্ঞা।

ঔরংজীব। তার চক্ষে একটা বড় বেশী রক্তবর্ণ দীপ্তি দেখেছি। আর একেবারে প্রাণের ভয় নেই। সমস্ত রাজপুত জাতটাই তাই।

মীরজুমলা। আমি দেখেছি জাঁহাপনা, যে একটা কামানের চেয়েও একটা রাজপুত ভয়ঙ্কর!

ঔরংজীব। দেখবেন খুব সাবধান!

মীরজুমলা। যে আজ্ঞা।

ঔরংজীব। একবার মহম্মদকে পাঠান—না, আমিই তার শিবিরে যাচ্চি।

প্রস্থান

মীরজুমলা। এই যুদ্ধে ঔরংজীব যেরূপ বিচলিত হয়েছেন, এর পূর্ব্বে আমি তাঁকে এরকম বিচলিত হ'তে কখন দেখি নি!—ভা'য়ে ভা'য়ে যুদ্ধ—তাই বোধহয়।—ওঃ ভা'য়ে ভা'য়ে বিবাদ কি অস্বাভাবিক! কি ভয়ঙ্কর!

দিলদার। আর কি উত্তেজক! এ নেশা সব নেশার চরম। উজীর-সাহেব!

আমি এইটে কোন রকমেই বুঝতে পারি না যে শক্রতা বাড়াবার জন্য মানুষ কেন এতগুলো ধর্ম্মের সৃষ্টি করেছিল—যখন ঘরে এত বড় শক্র! কারণ ভাইয়ের মত শক্র আর কেউ নয়।

মীরজুমলা। কেন?

দিলদার। এই দেখুন উজীরসাহেব, হিন্দু আর মুসলমান, এদের কি মেলে? প্রথমতঃ ভগবানের দান যে এ চেহারাখানা, টেনে-বুনে যতখানি আলাদা করা যায় তা তা'রা করেছে। এরা রাখে দাড়ি সম্মুখে—ওরা রাখে টিকি পিছনে (তাও সম্মুখে রাখবে না)। এরা পশ্চিমে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াজ পড়ে, ওরা পূর্বদিকে মুখ ফিরিয়ে প্রার্থনা করে। এরা কাছা দেয় না, ওরা দেয়। এরা লেখে ডান দিক থেকে বাঁয়ে, ওরা লেখে বাঁয়ে থেকে ডাইনে—লেখে না!

মীরজুমলা। হাঁ, তাই কি?

দিলদার। তবু হিন্দুরা মুসলমানের অধীনে এক রকম সুখে আছে বল্‌তে হবে; কিন্তু ভাই ভাইয়ের প্রভুত্ব স্বীকার কর্ব্বে না।

মীরজুমলা হাসিলেন

দিলদার। (যাইতে যাইতে) কেমন ঠিক কি না?

মীরজুমলা। (যাইতে যাইতে) হাঁ ঠিক।

নিষ্ক্রান্ত

স্থান—খিজুয়ায় সুজার শিবির। কাল—সন্ধ্যা

সুজা একখানি মানচিত্র দেখিতেছিলেন। পুষ্পমালা হস্তে পিয়ারা গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিলেন

পিয়ারার গীত

আমি সারা সকালটি বসে' বসে' এই সাধের মালাটি গেঁথেছি।
আমি, পরাব বলিয়ে তোমারি গলায় মালাটি আমার গেঁথেছি।
আমি সারা সকালটি করি নাই কিছু, করি নাই কিছু বঁধু আর;
শুধু বকুলের তলে বসিয়ে বিরলে মালাটি আমার গেঁথেছি।
তখন গাহিতেছিল সে তরুশাখা পরে সুললিত স্বরে পাপিয়া,
তখন দুলিতেছিল সে তরুশাখা ধীরে প্রভাত-সমীরে কাঁপিয়া।
তখন প্রভাতের হাসি, পড়েছিল আসি কুসুমকুঞ্জভবনে;
আমি তারি মাঝখানে, বসিয়া বিজনে মালাটি আমার গেঁথেছি।
বঁধু মালাটি আমার গাঁথা নহে শুধু বকুল কুসুম কুড়ায়ে;
আছে প্রভাতের প্রীতি সমীরণ গীতি কুসুমে কুসুমে জড়ায়ে;
আছে, সবার উপরে মাখা তায় বঁধু তব মধুময় হাসি গো;
ধর, গলে ফুলহার, মালাটি তোমার, তোমারই কারণে গেঁথেছি।

পিয়ারা মালাটি সুজার গলায় দিলেন

সুজা। (হাসিয়া) এ কি আমার বরমাল্য পিয়ারা? আমি ত যুদ্ধে এখনও জয়লাভ করি নি!

পিয়ারা। কি যায় আসে। আমার কাছে তুমি চিরজয়ী। তোমার প্রেমের কারাগারে আমি বন্দিনী। তুমি আমার প্রভু, আমি তোমার ক্রীতদাস—কি আজ্ঞা হয়? (জানু পাতিলেন)

সুজা। এ একটা বেশ নূতন রকমের ঢং করেছো ত পিয়ারা। আচ্ছা যাও বন্দিনী, আমি তোমায় মুক্ত করে' দিলাম।

পিয়ারা। আমি মুক্তি চাই না। আমার এ মধুর দাসত্ব!

সুজা। শোনো। আমি একটা ভাবনায় পড়েছি।

পিয়ারা। সে ভাবনাটা হচ্ছে কি?—দেখি আমি যদি কোন উপায় কর্ত্তে পারি।

সুজা। (মানচিত্র দেখাইয়া) দেখ পিয়ারা—এইখানে মীরজুমলার কামান, এইখানে মহম্মদের পাঁচ হাজার অশ্বারোহী, আর এইখানে ঔরংজীব।

পিয়ারা। কৈ আমি ত শুধু একখানা কাগজ দেখছি। আর ত কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

সুজা। এখন এইরকম ভাবে আছে, কিন্তু কাল যুদ্ধের সময় কে কোথায় থাকবে বলা যাচ্ছে না।

পিয়ারা। কিছু বলা যাচ্ছে না।

সুজা। ঔরংজীবের দস্তুর এই যে যখন তার পক্ষে কামানের গোলা বর্ষণ হয়, তার ঠিক পরেই সে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে আক্রমণ করে।

পিয়ারা। বটে! তা হ'লে ত বড় সহজ কথা নয়।

সুজা। তুমি কিছু বোঝ না!

পিয়ারা। ধরে ফেলেছো।—কেমন করে জানলে? হাঁ গা—বল না কেমন করে জানলে? আশ্চর্য্য! একেবারে ঠিক ধরেছো!

সুজা। আমার সৈন্য অশিক্ষিত। আমি যশোবন্ত সিংহকে ভজাতে পারি—একবার লিখে দেখবো। কিন্তু—আচ্ছা, তুমি কি উপদেশ দেও?

পিয়ারা। আমি তোমাকে উপদেশ দেওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

সুজা। কেন?

পিয়ারা। কেন! তোমায় উপদেশ দিলে ত তুমি তা কখন শোনো না। আমি তোমায় বেশ জানি। তুমি বিষম একগুঁয়ে। আমাকে আমার মত জিজ্ঞাসা কর বটে, কিন্তু তোমার বিপরীত মত দিলেই চটে যাও।

সুজা। তা—হাঁ—তা—যাই বটে।

পিয়ারা। তাই সেই থেকে, স্বামী যা বলেন তাতেই আমি পতিব্রতা হিন্দু স্ত্রীর মত হুঁ হাঁ দিয়ে সেরে দিই।

সুজা। তাই ত! দোষ আমারই বটে। পরামর্শ চাই বটে, কিন্তু অনুকূল পরামর্শ না দিলেই চটে যাই।—ঠিক বলেছো! কিন্তু শোধরাবারও উপায় নাই।

পিয়ারা। না। তোমার উদ্ধারের উপায় থাকলে আমি তোমায় উদ্ধার কর্ত্তাম। তাই আমি আর সে চেষ্টাও করি নে। আপন মনে গান গাই।

সুজা। তাই গাও। তোমার গান যেন সুরা। শত দুঃখে শত যন্ত্রণা ভুলিয়ে দেয়। কঠিন ঘটনার রাজ্য থেকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। তখন আমার বোধ হয় যেন একটা ঝঙ্কার আমায় ঘিরে রয়েছে। আকাশ, মর্ত্ত্য—আর কিছুই দেখতে পাই না। গাও—কাল যুদ্ধ। সে অনেক দেরি! যা হবার তাই হবে। গেয়ে যাও।

পিয়ারা। তবে তা শুনবার আগে এই পূর্ণজ্যোৎস্নালোকে তোমার মনকে স্নান করিয়ে নাও। তোমার বাসনাপুষ্পগুলিকে প্রেমচন্দন মাখিয়ে নাও—তার পরে আমি গান গাই—আর তুমি তোমার সেই পুষ্পগুলি আমার চরণে দান কর!

সুজা। হাঃ! হাঃ! হাঃ! তুমি বেশ বলেছো—যদিও আমি তোমার উপমার ঠিক রসগ্রহণ কর্ত্তে পার্লাম না।

পিয়ারা। চুপ্! আমি গান গাই, তুমি শোনো। প্রথমতঃ এই জায়গাটায় হেলান দিয়ে—এই রকম করে' বোসো! তার পরে হাতটা এই জায়গায় এই রকম ভাবে রাখো! তারপরে চোখ বোজো—যেমন খৃষ্টানেরা প্রার্থনা করবার সময় চোখ বোজে—মুখে যদিও বলে অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যাও—কিন্তু কার্য্যতঃ যেটুকু ঈশ্বরের আলো পাচ্ছিল, চোখ বুজে তাও অন্ধকার করে' ফেলে।

সুজা। হাঃ! হাঃ! হাঃ! তুমি অনেক কথা বলো বটে, কিন্তু যখন এই বক ধার্ম্মিকদের ঠাট্টা কর, তখন যেমন মিষ্টি লাগে—কারণ আমি কোন ধর্ম্মই মানি নে।

পিয়ারা। ব্যাকরণ ভুল। যেমন বল্লেই তেমন বলা চাই—

সুজা। দারা হিন্দুধর্ম্মের পক্ষপাতী—ভণ্ড। ঔরংজীব গোঁড়া মুসলমান—ভণ্ড। মোরাদও মুসলমান—গোঁড়া নয়—ভণ্ড।

পিয়ারা। আর তুমি কোন ধর্ম্মই মানো না—ভণ্ড।

সুজা। কিসে?—আমি কোন ধর্ম্মেরই ভান করি নে। আমি সোজাসুজি বলি যে, আমি সম্রাট্ হতে চাই।

পিয়ারা এইটেই ভণ্ডামি।

সুজা। ভণ্ডামি কিসে! আমি দারার প্রভুত্ব স্বীকার কর্ত্তে রাজি ছিলাম; কিন্তু আমি ঔরংজীব আর মোরাদের প্রভুত্ব মানতে পারি নে। আমি তাদের বড় ভাই।

পিয়ারা। ভণ্ডামি—বড় ভাই হওয়া ভণ্ডামি।

সুজা। কিসে? আমি আগে জন্মেছিলাম।

পিয়ারা। আগে জন্মানো ভণ্ডামি। আর আগে জন্মানোতে তোমার নিজের কোন বাহাদুরী নেই। তার দরুণ তুমি সিংহাসন বেশী দাবী কর্ত্তে পারো না।

সুজা। কেন?

পিয়ারা। আমাদের বাবুর্চ্চি ঐ রহমৎউল্লা তোমার অনেক আগে জন্মেছে। তবে তোমার চেয়ে সিংহাসনের উপর তার দাবী বেশী।

সুজা। সে ত আর সম্রাটের পুত্র নয়।

পিয়ারা। হতে কতক্ষণ।

সুজা। হাঃ! হাঃ! হাঃ! তুমি ঐ রকম তর্ক কর্ব্বে? না তুমি গান গাও—যা পারো!

পিয়ারার গীত

তুমি বাঁধিয়া কি দিয়ে রেখেছ হৃদি এ,
(আমি) পারি না যেতে ছাড়ায়ে,
এ যে বিচিত্র নিগূঢ় নিগড় মধুর—
(কি) প্রিয় বাঞ্ছিত কারা এ।
এ যে যেতে বাজে চরণে এ যে বিরহ বাজে স্মরণে
কোথা যায় মিলিয়া সে মিলনের হাসে
চুম্বনের পাশে হারায়ে।

সুজা। পিয়ারা! ঈশ্বর তোমাকে তৈরি করেছিলেন কেন? ঐ রূপ, ঐ রসিকতা, ঐ সঙ্গীত! এমন একটা ব্যাপার ঈশ্বর এই কঠিন মর্ত্ত্যভূমে তৈরি করেছিলেন কেন?

পিয়ারা। তোমারি জন্য প্রিয়তম!

স্থান—আমেদাবাদ। দারার শিবির। কাল—রাত্রি

দারা। আশ্চর্য্য! যে দারা একদিন সেনাপতি নরপতির উপরে হুকুম চালাত, সে নগর হ'তে নগরে প্রতাড়িত হ'য়ে আজ পরের দুয়ারে ভিখারী, আর তার দুয়ারে ভিক্ষারী, যে ঔরংজীবের আর মোরাদের শ্বশুর। এত নীচে নেমে যেতে হবে তা ভাবি নি।

নাদিরা। পুত্র সোলেমানের খবর পেয়েছ কিছু?

দারা। তার খবর সেই এক। মহারাজ জয়সিংহ তাকে পরিত্যাগ করে' সসৈন্যে ঔরংজীবের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। বেচারী পুত্র জনকতক অবশিষ্ট সঙ্গীমাত্র নিয়ে, (তাকে আর সৈন্য বলা যায় না) হরিদ্বারের পথে লাহোরে আমার উদ্দেশ্যে আসছিল! পথে ঔরংজীবের এক সৈন্যদল তাকে শ্রীনগরের প্রান্তে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। সোলেমান এখন শ্রীনগরের রাজা পৃথ্বীসিংহের দ্বারে

ভিখারী। কি নাদিরা- -কাঁদ্‌ছ ?

নাদিরা। না প্রভু!

দারা। না কাঁদো। সান্ত্বনা পাবে।—যদি কাঁদ্‌তেও পার্ত্তাম!

নাদিরা। আবার ঔরংজীবের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ব্বে ?

দারা। কর্ব্ব। যতদিন এ দেহে প্রাণ আছে, ঔরংজীবের প্রভুত্ব স্বীকার কর্ব্ব না। যুদ্ধ কর্ব্ব। সে আমার বৃদ্ধ পিতাকে কারারুদ্ধ করে' তাঁর সিংহাসন অধিকার করেছে; আমি যতদিন না পিতাকে কারামুক্ত কর্ত্তে পারি, যুদ্ধ কর্ব্ব। কি নাদিরা! মাথা হেঁট কর্লে যে! আমার এ সঙ্কল্প তোমার পছন্দ হচ্ছে না!—কি কর্ব্ব!

নাদিরা। না নাথ! তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা, তবে—

দারা। তবে ?

নাদিরা। নাথ! নিত্য এই আতঙ্ক, এই প্রয়াস, এই পলায়ন কেন ?

দারা। কি কর্ব্বে বল, যখন আমার হাতে পড়েছো তখন সৈতে হবে বৈকি ?

নাদিরা। আমি আমার জন্য বলছি না প্রভু! আমি তোমারই জন্য বল্‌ছি। একবার আয়নায় নিজের চেহারাখানি দেখ দেখি নাথ—এই অস্থিসার দেহ, এই নিষ্প্রভ দৃষ্টি, এই শুভ্রায়িত কেশ—

দারা। আজ যদি আমার এ চেহারা তোমার পছন্দ না হয়—কি কর্ব্ব।

নাদিরা। আমি কি তাই বল্‌ছি!

দারা। তোমাদের জাতির স্বভাব। তোমাদের কি! তোমরা কেবল অনুযোগ কর্ত্তে পারো। তোমরা আমাদের সুখে বিঘ্ন, দুঃখে বোঝা!

নাদিরা। (ভগ্নস্বরে) নাথ! সত্যই কি তাই! (হস্তধারণ)

দারা। যাও! এ সময়ে আর নাকি-সুর ভালো লাগে না।

হাত ছাড়াইয়া প্রস্থান

নাদিরা। (কিছুক্ষণ চক্ষে বস্ত্র দিয়া রহিলেন। পরে গাঢ়স্বরে কহিলেন) দয়াময় আর কেন!—এইখানে যবনিকা ফেলে দাও! সাম্রাজ্য হারিয়েছি, প্রাসাদ সম্ভোগ ছেড়ে এসেছি, পথে—রৌদ্রে, শীতে, অনশনে, অনিদ্রায় কতদিন কাটিয়েছি; সব হেসে সহ্য করেছি, কারণ স্বামীর সোহাগ হারাই নাই।—কিন্তু আজ—(কণ্ঠরুদ্ধ হইল) তবে আর কেন! আর কেন! সব সইতে পারি, শুধু, এইটে সইতে পারি নে। (ক্রন্দন)

সিপারের প্রবেশ

সিপার। মা—এ কি ? তুমি কাঁদ্‌ছ মা!

নাদিরা। না বাবা আমি কাঁদ্‌ছি না—ওঃ, সিপার! সিপার! (ক্রন্দন)

সিপার কাছে আসিয়া নাদিরার গলদেশে হাত দিয়া চক্ষের বস্ত্র সরাইতে গেল

সিপার। মা কাঁদছো কেন ? কে তোমার হৃদয়ে আঘাত দিয়েছে ? আমি

তাকে কখনও ক্ষমা করবো না—আমি—তাকে—

এই বলিয়া সিপার নাদিরার গলদেশ জড়াইয়া তাঁহার বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। নাদিরা তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন

জহরৎ উন্নিসার প্রবেশ

জহরৎ। এ কি!—মা কাঁদ্‌ছে কেন, সিপার?

নাদিরা। না জহরৎ! আমি কাঁদ্‌ছি না।

জহরৎ। মা! তোমার চক্ষে জল ত কখন দেখি নাই। জ্যোৎস্নার মত—রাত্রি যত গভীর, তোমার হাসিটি তত উজ্জ্বল দেখেছি! অনশনে অনিদ্রায় চেয়ে দেখেছি, যে তোমার অধরে সে হাসিটি দুর্দ্দিনের বন্ধুর মত লেগেই আছে—আজ এ কি মা?

নাদিরা। যন্ত্রণা বাক্যের অতীত জহরৎ। আজ আমার দেবতা বিমুখ হয়েছেন!

দারার পুনঃপ্রবেশ

দারা। নাদিরা! আমায় ক্ষমা কর! আমার অপরাধ হয়েছে। বাহিরে গিয়েই বুঝতে পেরেছি।

নাদিরা প্রবলতর বেগে কাঁদিতে লাগিলেন

দারা। নাদিরা! আমি অপরাধ স্বীকার কর্চ্ছি! ক্ষমা চাচ্ছি। তবু—ছিঃ! নাদিরা যদি জাস্তে, যদি বুঝতে যে এ অন্তরে কি জ্বালা দিবারাত্র জ্বল্‌ছে—তা হ'লে আমার এই অপরাধ নিতে না।

নাদিরা। আর তুমি যদি জাস্তে প্রিয়তম, যে আমি তোমায় কত ভালোবাসি, তা হ'লে এত কঠিন হ'তে পার্ত্তে না!

সিপার। (অস্ফুটস্বরে) তোমায় যে আমি দেবতার মত ভক্তি করি বাবা!

নাদিরা। বৎস! তোমার বাবা আমায় কিছু বলেন নি! আমি বড় বেশী অভিমানিনী—আমারই দোষ।

বাঁদীর প্রবেশ

বাঁদী। বাহিরে একজন লোক ডাকছেন, খোদাবন্দ!

দারা। কে তিনি?

বাঁদী। শুনলাম তিনি গুজরাটের সুবাদার।

দারা। সুবাদার এসেছেন?

নাদিরা। আমি ভিতরে যাই।

প্রস্থান

দারা। তাঁকে এইখানেই নিয়ে এসো সিপার।

বাঁদীর সহিত সিপারের প্রস্থান

দেখা যাক্—যদি আশ্রয় পাই।

শাহা নাবাজ ও সিপারের প্রবেশ

সাহা নাবাজ। বন্দেগি যুবরাজ!

দারা। বন্দেগি সুলতানসাহেব!

সাহা নাবাজ। জাঁহাপনা আমায় স্মরণ করেছেন?

দারা। হাঁ সুলতানসাহেব! আমি একবার আপনার সাক্ষাৎ চেয়েছিলাম!

সাহা নাবাজ। আজ্ঞা করুন!

দারা। আজ্ঞা কর্ব্ব! সে দিন গিয়েছে সুলতানসাহেব; আজ ভিক্ষা কর্ত্তে এসেছি। আজ্ঞা কর্ব্বে এখন—ঔরংজীব।

সাহা নাবাজ। ঔরংজীব! তার আজ্ঞা আমার জন্য নয়।

দারা। কেন সুলতানসাহেব! আজ ঔরংজীব ভারতের সম্রাট্।

সাহা নাবাজ। ভারতের সম্রাট্ ঔরংজীব? সে স্বার্থত্যাগের মুখোস প'রে বৃদ্ধ পিতার বিপক্ষে যুদ্ধ করে, স্নেহের মুখোস পরে' ভাইকে বন্দী করে, ধর্ম্মের মুখোস পরে' সিংহাসন অধিকার করে—সে সম্রাট্? আমি বরং এক অন্ধ পঙ্গুকে সেই সিংহাসনে বসিয়ে তাকে সম্রাট্ বলে' অভি বাদন কর্ত্তে রাজি আছি; কিন্তু ঔরংজীবকে নয়।

দারা। সে কি সুলতানসাহেব! ঔরংজীব আপনার জামাতা।

সাহা নাবাজ। ঔরংজীব যদি আপনার জামাতা না হ'য়ে আমার পুত্র হোত, আর সেই পুত্র আমার একমাত্র সন্তান হোত ত আমি তা'র সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ কর্ত্তাম! অধর্ম্মকে কখনো বরণ কর্ত্তে পারি না—আমার জীবন থাকতে না।

দারা। কি কর্ব্বেন স্থির করেছেন?

সাহা নাবাজ। যুবরাজ দারার পক্ষে যুদ্ধ কর্ব্ব। পূর্ব্ব থেকেই তার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি! আমার এই সামান্য সৈন্য দিয়ে ঔরংজীবের সঙ্গে যুদ্ধ করা অসম্ভব। তাই আমি সৈন্য সংগ্রহ কর্চ্ছি।

দারা। কি রকমে?

সাহা নাবাজ। মহারাজ যশোবন্ত সিংহের কাছে সাহায্য ভিক্ষা ক'রে পাঠিয়েছি।

দারা। তিনি সাহায্য কর্ত্তে স্বীকৃত হয়েছেন?

সাহ নাবাজ। হয়েছেন।—কোন ভয় নাই সাহজাদা। আসুন —আপনি আজ আমার অতিথি—সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র। আপনি তাঁর মনোনীত সম্রাট্। আমি একজন বৃদ্ধ রাজভক্ত প্রজা। বৃদ্ধ সম্রাটের জন্য যুদ্ধ কর্ব্ব। জয়লাভ না কর্ত্তে পারি, প্রাণ দিতে পার্ব্ব! বৃদ্ধ হয়েছি, একটা পুণ্য করে, পাথেয় কিছু সংগ্রহ করে' নিয়ে যাই।

দারা। তবে আপনি আমায় আশ্রয় দিচ্ছেন?

সাহা নাবাজ। আশ্রয় যুবরাজ! আজ থেকে আমার বাড়ী আপনার বাড়ী। আমি যুবরাজের ভৃত্য।

দারা। আপনি অতি মহৎ ব্যক্তি।

সাহা নাবাজ। সাহাজাদা! অমি মহৎ নই—আমি একজন মানুষ। আর আমি আজ যা কর্চ্ছি একটা মহা স্বার্থত্যাগ কর্চ্ছি যে তা মানি না। সাহাজাদা! আজ আমি এত বৃদ্ধ হয়েছি—তবু সাহস করে' বলতে পারি যে, জেনে অধর্ম করি নি; কিন্তু ভালো কাজও বড় একটা করি নি। আজ যদি সুযোগ পেয়েছি—ছাড়বো কেন? উভয়ে নিষ্ক্রান্ত

জহরৎ উন্নিসার পুনঃ প্রবেশ

জহরৎ। এত তুচ্ছ অসার অকর্ম্মণ্য আমি! পিতার কোন কাজেই লাগি না। শুধু একটা বোঝা!—হা রে অধম নারীজাতি! পিতামাতার এই অবস্থা দেখছি, কিছু করতে পাচ্ছি না। মাঝে মাঝে কেবল উষ্ণ অশ্রুপাত।—কিন্তু আমি যাহোক একটা কিছু কর্ব্ব, একটা কিছু—যা পর্ব্বত শিখর হ'তে ঝম্পের মত অসমসাহসিক—তার মত ভয়ঙ্কর। —দেখি।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—কাশ্মীরের মহারাজা পৃথ্বীসিংহের প্রমোদোদ্যান। কাল—সন্ধ্যা

সোলেমান একাকী

সোলেমান। এলাহাবাদ থেকে পালিয়ে শেষে এই দুর পার্ব্বত্য কাশ্মীরে আস্‌তে হ'লো। পিতার সাহায্যে বেরিয়েছিলাম। নিষ্ফল হয়েছি।—সুন্দর এই দেশ! যেন একটা কুসুমিত সঙ্গীত, একটা চিত্রিত স্বপ্ন, একটা অলস সৌন্দর্য্য স্বর্গের একটি অপ্সরা যেন মর্ত্ত্যে নেমে এসে, ভ্রমণে শ্রান্ত হ'য়ে, পা ছড়িয়ে হিমালয়ের গায়ে হেলে, বাম করতলে কপোল রেখে, নীল-আকাশের দিকে চেয়ে আছে! এ কি সঙ্গীত!

দুরে সঙ্গীত

এ যে ক্রমেই কাছে আস্‌ছে। ঐ যে একখানি সজ্জিত নৌকায় কয়টি সজ্জিতা নারী নিজেরাই নৌকা বেয়ে গাইতে গাইতে আস্‌ছে।—কি সুন্দর! কি মধুর!

একখানি সজ্জিত তরণীর উপর সজ্জিতা রমণীদিগের প্রবেশ ও গীত

বেলা ব'য়ে যায়—
ছোট্ট মোদের পান্‌সীতরী সঙ্গেতে কে যাবি আয়।
দোলে হার—বকুল যুঁথি দিয়ে গাঁথা সে,
রেশমী পাল উড়ছে মধুর মধুর বাতাসে;
হেল্‌ছে তরী দুলছে তরী—ভেসে যাচ্ছে দরিয়ায়।
যাত্রী সব নূতন প্রেমিক, নূতন প্রেমে ভোর,
মুখে সব হাসির রেখা, চোখে ঘুমের ঘোর,
বাঁশীর ধ্বনি, হাসির ধ্বনি উঠছে ছুটে ফোয়ারায়॥

পশ্চিমে জলছে আকাশ সাঁঝের তপনে,
পূর্ব্বে ঐ বুনছে চন্দ্র মধুর স্বপনে ;
কর্চ্ছে নদী কুলুধ্বনি, বইছে মৃদু মধুর বায় ॥

১ম নারী। সুন্দর যুবা! কে আপনি ?

সোলেমান। আমি দারা সেকোর পুত্র সোলেমান।

১ম নারী। সম্রাট্ সাজাহানের পুত্র দারা সেকো! তাঁর পুত্র আপনি!

সোলেমান। হাঁ আমি তাঁর পুত্র।

১ম নারী। আর আমি কে, তা যে জিজ্ঞাসা কর্চ্ছ না সোলেমান ? আমি কাশ্মীরের প্রধানা নর্ত্তকী—রাজার প্রেয়সী গণিকা। এরা আমার সহচরী!—এসো আমাদের সঙ্গে নৌকায়।

সোলেমান। তোমার সঙ্গে ? হায় হতভাগিনী নারী! কি জন্য ?

১ম নারী। সোলেমান! তুমি এত শিশু নও কিছু! তুমি আমাদের ব্যবসাবৃত্তি ত জানো।

সোলেমান। জানি! জানি বলেই ত আমার এত অনুকম্পা। এ রূপ, এ যৌবন কি ব্যবসার সামগ্রী ? রূপ—শরীর, ভালোবাসা তার প্রাণ। প্রাণহীন শরীর নিয়ে কি কর্ব্ব নারী ?

১ম নারী। কেন! আমরা কি ভালোবাসতে জানি না ?

সোলেমান। শিখবে কোথা থেকে বল দেখি! যারা রূপকে পণ্য করেছে, যারা হাসিটি পর্য্যন্ত বিক্রয় করে,—তা'রা ভালোবাসবে কেমন করে' ? ভালোবাসা যে কেবল দিতে চায়—সে যে ত্যাগীর সুখ—সে সুখ তোমরা কি করে' বুঝবে মা!

১ম নারী। তবে আমরা কি কখন ভালোবাসি না ?

সোলেমান। বাসো—তোমরা ভালোবাসো কিংখাবের পাগড়ি, হীরার অংটি, কার্পেটের জুতো, হাতীর দাঁতের ছড়ি। তোমরা হদ্দমদ্দ ভালোবাসতে পারো—কোঁকড়া চুল, পটলচেরা চোখ, সরল নাসা, সরস অধর। আমার এই গৌরবর্ণ চেহারাখানি দেখেছো, কিংবা আমি সম্রাটের পৌত্র শুনেছো, বুঝি তাই মুগ্ধ হয়েছো। এ ত ভালোবাসা নয়। ভালোবাসা হয় আত্মায় আত্মায়।—যাও মা!

২য় নারী। ঐ রাজা আসছেন।

১ম নারী। আজ এ হেন অসময়ে ?—চল।—যুবক! এর প্রতিফল পাবে।

সোলেমান। কেন ক্রুদ্ধ হও মা ? তোমাদের প্রতি আমার কোন ঘৃণা বিদ্বেষ নেই! কেবল একটা অনুকম্পা—অসীম—অতলস্পর্শ।

গাইতে গাইতে নারীগণের প্রস্থান

সোলেমান। কি আশ্চর্য—ঐ অপার্থিব রূপ, নয়নের ঐ জ্যোতি, অপ্সরা-

সম্ভব গঠন, ঐ কিন্নর কণ্ঠ—এত সুন্দর—কিন্তু এত কুৎসিত!

পরিক্রমণ

শ্রীনগরের রাজা পৃথ্বীসিংহের প্রবেশ

রাজা। ছিঃ কুমার!

সোলেমান। কি মহারাজ?

রাজা। আমি তোমাকে নিরাশ্রয় দেখে আশ্রয় দিয়েছিলাম, আর যথাসম্ভব সুখেও রেখেছিলাম। তোমার জন্য ঔরংজীবের সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি।

সোলেমান। আমি ত কখনও অস্বীকার করি নাই মহারাজ!

রাজা। এখনও শায়েস্তা খাঁ তোমাকে ধরিয়ে দেবার জন্যে সম্রাটের পক্ষ হ'য়ে অনেক অনুনয় কর্চ্ছিলেন, প্রলোভন দেখাচ্ছিলেন। আমি তবু স্বীকৃত হই নি।

সোলেমান। আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

রাজা। কিন্তু তুমি এত অনুদার, লঘুচিত্ত, উচ্ছৃঙ্খল তা জান্তাম না।

সোলেমান। সে কি মহারাজ!

রাজা। আমি তোমাকে আমার বহিরুদ্যান বেড়াবার জন্য ছেড়ে দিয়েছি; কিন্তু তুমি যে তা ছেড়ে আমার প্রমোদ-উদ্যানে প্রবেশ করে' আমার রক্ষিতাদের সঙ্গে হাস্যালাপ কর্ব্বে, তা কখন ভাবি নাই।

সোলেমান। মহারাজ আপনি ভুল বুঝেছেন—

রাজা। তুমি সুন্দর, যুবা রাজপুত্র; কিন্তু তাই বলে'—

সোলেমান। মহারাজ! মহারাজ—আমি—

রাজা। যাও, যুবরাজ! কোন দোষক্ষালনের চেষ্টা নিষ্ফল।

উভয়ে বিপরীত দিকে নিষ্ক্রান্ত

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—এলাহাবাদে ঔরংজীবের শিবির। কাল—রাত্রি

ঔরংজীব একাকী

ঔরংজীব। কি অসমসাহসিক এই মহারাজ যশোবন্ত সিংহ! খিজুয়া যুদ্ধক্ষেত্রে শেষ রাত্রে আমার মহিলাশিবির পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করে' একটা জলোচ্ছ্বাসের মত আমার সৈন্যের উপর দিয়ে চ'লে গেল!—অদ্ভুত! যা হোক, সুজার সঙ্গে এ যুদ্ধে জয়ী হয়েছি!—কিন্তু ওদিকে আবার মেঘ করে' আসছে। আর একটা ঝড় উঠ্‌বে। সাহা নাবাজ আর দারা—সঙ্গে যশোবন্ত সিংহ। ভয়ের কারণ আছে। যদি—না তা কর্ব্ব না। এই জয়সিংহকে দিয়েই কর্ত্তে হবে।—এই যে মহারাজ!

মহারাজ জয়সিংহের প্রবেশ

জয়সিংহ। জাঁহাপনা আমাকে স্মরণ করেছিলেন?

ঔরংজীব। হাঁ, আমি এতক্ষণ ধরে' আপনার প্রতীক্ষা কর্চ্ছিলাম। আসুন—উঃ বিষম গরম পড়েছে।

জয়সিংহ। বিষম গরম! কি রকম একটা ভাপ্ উঠ্ছে যেন!

ঔরংজীব। আমার সর্ব্বাঙ্গে আগুনের ফুল্কি উড়ে যাচ্ছে! আপনার শরীর ভালো আছে?

জয়সিংহ। জাঁহাপনার মেহেরবানে—বান্দা ভালো আছে।

ঔরংজীব। দেখুন মহারাজ! আমি কাল প্রত্যুষে দিল্লী ফিরে যাচ্ছি, আপনিও আমার সঙ্গে ফিরে যাচ্ছেন কি?

জয়সিংহ। যেরূপ আজ্ঞা হয়—

ঔরংজীব। আমার ইচ্ছা যে আপনি আমার সঙ্গে যান।

জয়সিংহ। যে আজ্ঞে, আমি অষ্টপ্রহরই প্রস্তুত। জাঁহাপনার আজ্ঞা পালন করাই আনন্দ।

ঔরংজীব। তা জানি মহারাজ! আপনার মত বন্ধু সংসারে বিরল। আর আপনি আমার দক্ষিণ হস্ত।

জয়সিংহ সেলাম করিলেন

ঔরংজীব। মহারাজ! অতি দুঃখের বিষয়, যে মহারাজ যশোবন্ত সিংহ আমার ভাণ্ডার শিবির লুট করে'ই ক্ষান্ত নহেন। তিনি বিদ্রোহী সাহা নাবাজ আর দারার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন।

জয়সিংহ। তাঁর বিমূঢ়তা।

ঔরংজীব। আমি নিজের জন্য দুঃখিত নহি। মহারাজই নিজের সর্ব্বনাশকে নিজের ঘরে টেনে আন্ছেন।

জয়সিংহ। অতি দুঃখের বিষয়!

ঔরংজীব। বিশেষ, আপনি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। আপনার খাতিরে তাঁর অনেক উদ্ধত ব্যবহার মার্জ্জনা করেছি। এমন কি তাঁর শিবির লুণ্ঠনব্যাপারও মার্জ্জনা কর্ত্তে প্রস্তুত আছি—শুদ্ধ আপনার খাতিরে—যদি তিনি এখনও নিরস্ত হ'ন।

জয়সিংহ। আমি কি একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে' বল্‌বো?

ঔরংজীব। বল্লে ভাল হয়। আমি আপনার জন্য চিন্তিত। তিনি আপনার বন্ধু বলে' আমি তাঁকে আমার বন্ধু কর্ত্তে চাই! তাঁকে শাস্তি দিতে আমার বড় কষ্ট হবে।

জয়সিংহ। আচ্ছা, আমি একবার বুঝিয়ে বল্‌ছি!

ঔরংজীব। হাঁ বল্‌বেন। আর এ কথাও জানাবেন যে, তিনি এ যুদ্ধে যদি কোন পক্ষই না নেন ত আপনার খাতিরে তাঁর সব অপরাধ মার্জ্জনা কর্ব্ব, আর তাঁকে গুর্জ্জর সুবা দান কর্ত্তে প্রস্তুত আছি—শুদ্ধ আপনার খাতিরে জান্‌বেন।

জয়সিংহ। জাঁহাপনা উদার!—আমি তাঁকে নিশ্চিত রাজি কর্ত্তে পার্ব্বো।

ঔরংজীব। দেখুন—তিনি আপনার বন্ধু! আপনার উচিত তাঁকে রক্ষা করা!

জয়সিংহ। নিশ্চয়ই।

ঔরংজীব। তবে আপনি এখন আসুন মহারাজ! দিল্লি যাত্রা কর্ব্বার জন্য প্রস্তুত হৌন!

জয়সিংহ। যে আজ্ঞা।

প্রস্থান

ঔরংজীব। "শুধু আপনার খাতিরে।" অভিনয় মন্দ করি নাই! এই রাজপুত জাতি বড় সরল, আর ঔদার্য্যের বশ! আমি সে বিদ্যাটাও অভ্যাস কর্চ্ছি। বড় ভয়ঙ্কর এ যোগ! সাহা নাবাজ আর যশোবন্ত সিংহ।—আমি কিন্তু প্রধান আশঙ্কা কর্চ্ছি এই মহম্মদকে। তার চেহারা—(ঘাড় নাড়িলেন) কম কথা কয়। আমার প্রতি একটা অবিশ্বাসের বীজ তার মনে কে বপন করে' দিয়েছে। জাহানারা কি?—এই যে মহম্মদ!

মহম্মদের প্রবেশ

মহম্মদ। পিতা আমায় ডেকেছিলেন?

ঔরংজীব। হাঁ, আমি কাল রাজধানীতে ফিরে যাচ্ছি, তুমি সুজার অনুসরণ কর্ব্বে। মীরজুমলাকে তোমার সাহায্যে রেখে গেলাম।

মহম্মদ। যে আজ্ঞে পিতা।

ঔরংজীব। আচ্ছা যাও। দাঁড়িয়ে রৈলে যে? সে বিষয়ে কিছু বলবার আছে?

মহম্মদ। না পিতা। আপনার আজ্ঞাই যথেষ্ট।

ঔরংজীব। তবে?

মহম্মদ। আমার একটা আর্জ্জি আছে পিতা!

ঔরংজীব। কী!—চুপ করে' রৈলে যে। বল পুত্র!

মহম্মদ। কথাটা অনেক দিন থেকে জিজ্ঞাসা কর্ব্ব মনে কর্চ্ছি; কিন্তু এ সংশয় আর বক্ষে চেপে রাখ্‌তে পারি না। ঔদ্ধত্য মার্জ্জনা কর্ব্বেন।

ঔরংজীব। বল।

মহম্মদ। পিতা! সম্রাট সাজাহান কি বন্দী?

ঔরংজীব। না! কে বলেছে?

মহম্মদ। তবে তাঁকে প্রাসাদে রুদ্ধ করে' রাখা হয়েছে কেন?

ঔরংজীব। সেরূপ প্রয়োজন হয়েছে।

মহম্মদ। আর ছোট কাকা—তাঁকে এরূপে বন্দী করে' রাখা কি প্রয়োজন?

ঔরংজীব। হাঁ।

মহম্মদ। আর আপনার এই সিংহাসনে বসা—পিতামহ বর্ত্তমানে?

ঔরংজীব। হাঁ পুত্র!

মহম্মদ। পিতা! (বলিয়াই মুখ নত করিলেন)

ঔরংজীব। পুত্র! রাজনীতি বড় কূট। এ বয়সে তা বুঝতে পার্ব্বে না। সে চেষ্টা করো না।

মহম্মদ। পিতা! ছলে সরল ভ্রাতাকে বন্দী করা, স্নেহময় পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করা, আর ধর্ম্মের নামে এসে সেই সিংহাসনে বসা—এর নাম যদি রাজনীতি হয়, তা হ'লে সে রাজনীতি আমার জন্য নয়।

ঔরংজীব। মহম্মদ! তোমার কি কিছু অসুখ করেছে? নিশ্চয়!

মহম্মদ। (কম্পিতস্বরে) না পিতা! আপাততঃ আমার চেয়ে সুস্থকায় ব্যক্তি বোধ হয় ভারতবর্ষে আর কেহই নাই।

ঔরংজীব। তবে!

মহম্মদ নীরব রহিলেন

আমার প্রতি তোমার অটল বিশ্বাস কে বিচলিত করেছে পুত্র?

মহম্মদ। আপনি স্বয়ং।—পিতা! যতদিন সম্ভব আপনাকে আমি বিশ্বাস করে' এসেছি, কিন্তু আর সম্ভব নয়। অবিশ্বাসের বিষে জর্জ্জরিত হয়েছি।

ঔরংজীব। এই তোমার পিতৃভক্তি!—তা হবে। প্রদীপের নীচেই সর্ব্বাপেক্ষা অন্ধকার!

মহম্মদ। পিতৃভক্তি!—পিতা! পিতৃভক্তি কি আজ আমায় আপনার কাছে শিখ্‌তে হবে! পিতৃভক্তি!—আপনি আপনার বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করে, তাঁর যে সিংহাসন কেড়ে নিয়েছেন, আমি পিতৃভক্তির খাতিরে সেই সিংহাসন পায় ঠেলে দিয়েছি। পিতৃভক্তি! আমি যদি পিতৃভক্ত না হতাম, ত দিল্লীর সিংহাসনে আজ ঔরংজীব বসতেন না, বসতো এই মহম্মদ!

ঔরংজীব। তা জানি পুত্র! তাই আশ্চর্য্য হচ্ছি।—পিতৃভক্তি হারিও না বৎস।

মহম্মদ। না আর সম্ভব নয় পিতা! পিতৃভক্তির বড় মহৎ, বড় পবিত্র জিনিস, কিন্তু পিতৃভক্তির উপরেও এমন একটা কিছু আছে, যার কাছে পিতা মাতা ভ্রাতা, সব খর্ব্ব হ'য়ে যায়।

ঔরংজীব। তোমার পিতৃভক্তি হারিও না বলছি পুত্র! জেনো ভবিষ্যতে এই রাজ্য তোমার!

মহম্মদ। আমায় রাজ্যের লোভ দেখাচ্ছেন পিতা? বলি নাই যে, কর্ত্তব্যের জন্য ভারত সাম্রাজ্যটা আমি লোষ্ট্রখণ্ডের মত দূরে নিক্ষেপ করেছি? পিতামহ সেদিন এই রাজ্যের লোভ দেখাচ্ছিলেন, আপনি আজ আবার এই রাজ্যের লোভ দেখাচ্ছেন? হায়! পৃথিবীতে সাম্রাজ্য কি এতই মহার্ঘ? আর বিবেক কি এতই সুলভ? সাম্রাজ্যের জন্য বিবেক খোয়াবো? পিতা! আপনি বিবেক বর্জ্জন করে' সাম্রাজ্য লাভ করেছেন, সে সাম্রাজ্য কি পরকালে নিয়ে যেতে পার্ব্বেন? কিন্তু এই বিবেকটুকু বর্জ্জন না কলে' সঙ্গে যেত।

ঔরংজীব। মহম্মদ!

মহম্মদ। পিতা!

ঔরংজীব। এর অর্থ কি?

মহম্মদ। এর অর্থ এই যে, আমি যে আপনার জন্য সব হারিয়ে বসে আছি, সেই আপনাকেও আজ আর হৃদয়ের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি না—বুঝি তাও হারালাম। আজ আমার মত দরিদ্র কে! আর আপনি—আপনি এই ভারত-সাম্রাজ্য পেয়েছেন বটে! কিন্তু তার চেয়ে বড় সাম্রাজ্য আজ হারালেন।

ঔরংজীব। সে সাম্রাজ্য কি?

মহম্মদ। আমার পিতৃভক্তি! সে যে কি রত্ন, সে যে কি সম্পদ—কি যে হারালেন—আজ আর বুঝতে পাচ্ছে'ন না। একদিন পার্ব্বেন বোধ হয়।

প্রস্থান

ঔরংজীব ধীরে ধীরে অপর দিকে প্রস্থান করিলেন

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—যোধপুরের প্রাসাদ-কক্ষ। কাল—মধ্যাহ্ন

যশোবন্ত সিংহ ও জয়সিংহ

জয়সিংহ। কিন্তু এই রক্তপাতে লাভ?

যশোবন্ত। লাভ? লাভ কিছু নাই।

জয়সিংহ। তবে কেন বৃথা রক্তপাত! যখন ঔরংজীবের এ যুদ্ধে জয় হবেই!

যশোবন্ত। কে জানে!

জয়সিংহ। ঔরংজীবকে কখন কোন যুদ্ধে পরাজিত হ'তে দেখেছেন কি?

যশোবন্ত। না ঔরংজীব বীর বটে! সেদিন আমি তাকে নর্ম্মদা যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বারূঢ় দেখেছিলাম মনে আছে—সে দৃশ্য আমি জীবনে কখন ভুলবো না—মৌন তীক্ষ্ণদৃষ্টি, ভ্রূকুটিকুটিল—তার চারিদিক দিয়ে তার গোলাগুলি ছুটে যাচ্ছে, তার দিকে দৃকপাত নাই। আমি তখন বিদ্বেষে ফেটে মরে' যাচ্ছি কিন্তু অন্তরে তাকে সাধুবাদ না দিয়ে থাকতে পার্ল'াম না।—ঔরংজীব বীর বটে!

জয়সিংহ। তবে?

যশোবন্ত। তবে আমি খিজুয়ার আপমানের প্রতিশোধ চাই।

জয়সিংহ। সে প্রতিশোধ ত আপনি তাঁর শিবির লুট করে' নিয়েছেন।

যশোবন্ত। না সম্পূর্ণ হয় নি! কারণ, ঔরংজীবের সেই শূন্য ভাণ্ডার পূর্ণ কর্ত্তে কতক্ষণ! যদি লুট করে' চলে' না এসে সুজার সঙ্গে যোগ দিতাম তাহ'লে খিজুয়া-যুদ্ধে সুজার পরাজয় হত না। কিংবা যদি আগ্রায় এসে সম্রাট সাজাহানকে মুক্ত করে দিতাম!—কি ভ্রমই হয়ে গিয়েছিল!

জয়সিংহ। কিন্তু তা'তে আপনার কি লাভ হোত? সম্রাট্ দারা হৌন, সুজা হৌন বা ঔরংজীব হৌন—আপনার কি?

যশোবন্ত। প্রতিশোধ!—আমি তাদের সব বিষচক্ষে দেখি; কিন্তু সব চেয়ে বিষচক্ষে দেখি—এই খল ঔরংজীবকে।

জয়সিংহ। তবে আপনি খিজুয়া-যুদ্ধে তাঁ'র সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন কেন?

যশোবন্ত। সেদিন দিল্লীর রাজসভায় তা'র সমস্ত কথায় বিশ্বাস করেছিলাম। হঠাৎ এমন মহত্ত্বের ভাণ কর্লে, এমন ত্যাগের অভিনয় কর্লে, এমন আন্তরিক দৈন্য আবৃত্তি কর্লে যে আমি চমৎকৃত হ'য়ে গেলাম! ভাবলাম—'এ কি! আমার আজন্ম ধারণা, আমার প্রকৃতিগত বিশ্বাস কি সব ভুল! এমন ত্যাগী, মহৎ, উদার, ধার্ম্মিক মানুষকে আমি পাপী কল্পনা করেছিলাম!' এমন ভোজ-বাজী খেল্লে—যে সর্ব্বপ্রথম আমিই চেঁচিয়ে উঠলাম, "জয় ঔরংজীবের জয়!" তা'র সেসিনকার জয় নর্ম্মদা কি খিজুয়া-যুদ্ধ জয়ের চেয়েও অদ্ভুত; কিন্তু সেদিন খিজুয়া-যুদ্ধক্ষেত্রে আবার আসল মানুষটা দেখলাম—সেই কূট, খল, চক্রী, ঔরংজীব।

জয়সিংহ। মহারাজ! খিজুয়া-ক্ষেত্রে আপনার প্রতি রূঢ় আচরণের জন্য সম্রাট্ পরে যথার্থ-ই অনুতপ্ত হয়েছিলেন!

যশোবন্ত। এই কথা আমায় বিশ্বাস কর্ত্তে বলেন মহারাজ!

জয়সিংহ। কিন্তু সে কথা যাক্; সম্রাট্ তা'র জন্য আপনার কাছে ক্ষমাও চান না, ভিক্ষাও চান না। তিনি বিবেচনা করেন যে, আপনার আচরণে সে অন্যায়ের শোধ হয়ে গিয়েছে। তিনি আপনার সাহায্য চান না। তিনি চান যে, আপনি দারার পক্ষও নেবেন না, ঔরংজীবের পক্ষও নেবেন না। বিনিময়ে তিনি আপনাকে গুর্জ্জর রাজ্য দিবেন—এইমাত্র। আপনি একটা কল্পিত অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে নিজের শক্তি ক্ষয় করে' ক্রয় কর্ব্বেন—ঔরংজীবের বিদ্বেষ। আর হাত গুটিয়ে বসে' দেখার বিনিময়ে পাবেন, একটা প্রকাণ্ড উর্ব্বর সুবা—গুর্জ্জর। বেছে নেন। আপনার সর্ব্বস্ব দিয়ে যদি প্রতিহিংসা নিতে চান—নেন। এ সহজ ব্যবসার কথা, শুদ্ধ কেনা বেচা—দেখুন!

যশোবন্ত। কিন্তু দারা—

জয়সিংহ। দারা আপনার কে? সেও মুসলমান; ঔরংজীবও মুসলমান। আপনি যদি নিজের দেশের জন্য যুদ্ধে যেতেন ত আমি কথাটি কইতাম না! কিন্তু দারা আপনার কে? আপনি কার জন্য রাজপুত রক্তপাত কর্ত্তে যাচ্ছেন? দারাই যদি জয়ী হয়—তাতে আপনারই বা কি লাভ, আপনার জন্মভূমিরই বা কি লাভ!

যশোবন্ত। তবে আসুন, আমরা দেশের জন্য যুদ্ধ করি! মেবারের রাণা রাজসিংহ, বিকানীরের মহারাজ আপনি, আর আমি যদি মিলিত হই ত এই তিন জনেই মোগল সাম্রাজ্য ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারি—আসুন।

জয়সিংহ। তারপরে সম্রাট্ হবেন কে?

যশোবন্ত। কে! রাণা রাজসিংহ।

জয়সিংহ। আমি ঔরংজীবের প্রভুত্ব মান্‌তে পারি, কিন্তু রাজসিংহের প্রভুত্ব স্বীকার কর্ত্তে পারি না।

যশোবন্ত। কেন মহারাজ? তিনি স্বজা'তি বলে?

জয়সিংহ। তা বৈকি। জ্ঞাতির দুর্ব্বাক্য সইব না! আমি কোন উচ্চ প্রবৃত্তির ভাণ করি না! সংসার আমার কাছে একটা হাট। যেখানে কম দামে বেশী পাবো, সেইখানেই যাবো। ঔরংজীব কম দামে বেশী দিচ্ছে! এই ধ্রুব সম্পৎ ত্যাগ করে' অনিশ্চিতের মধ্যে যেতে চাই না।

যশোবন্ত। হুঁ!—আচ্ছা মহারাজ আপনি বিশ্রাম করুন গে। আমি ভেবে কাল উত্তর দিব।

জয়সিংহ। সে উত্তম কথা। ভেবে দেখ্‌বেন—এ শুদ্ধ সাংসারিক কেনা বেচা! আজ আমরা স্বাধীন রাজা না হ'তে পারি, রাজভক্ত প্রজা ত হ'তে পারি। রাজভক্তিও ধর্ম্ম।

প্রস্থান

যশোবন্ত। হিন্দুর সাম্রাজ্য কবির স্বপ্ন। হিন্দুর প্রাণ বড়ই শুষ্ক, বড়ই হিম হ'য়ে গিয়েছে। আর পরস্পর জোড়া লাগে না। "স্বাধীন রাজা না হ'তে পারি, রাজভক্ত প্রজা ত হ'তে পারি।" ঠিক বলেছো জয়সিংহ! কার জন্য যুদ্ধ কর্ত্তে যাবো। দারা আমার কে?—নর্ম্মদার প্রতিশোধ খিজুয়ায় নিয়েছি।

মহামায়ার প্রবেশ

মহামায়া। একে প্রতিশোধ বল মহারাজ! আমি এতক্ষণ অন্তরালে দাঁড়িয়ে তোমার এই অপৌরুষ—সমভার নিক্তির আধারের মত এই আন্দোলন দেখছি!—খাসা! চমৎকার! বেশ বু'ঝে গেলে যে প্রতিশোধ নিয়েছো। একে প্রতিশোধ বল মহারাজ? ঔরংজীবের পক্ষ হ'য়ে তা'র শিবির লুঠ করে' পালানোর নাম প্রতিশোধ? এর চেয়ে যে পরাজয় ছিল ভালো। এ যে পরাজয়ের উপর পাপের ভার। রাজপুতজাতি যে বিশ্বাসঘাতক হ'তে পারে তা তুমিই এই প্রথম দেখালে!

যশোবন্ত। লুঠ কর্‌বার আগে আমি ঔরংজীবের পক্ষ পরিত্যাগ করেছি মহামায়া।

মহামায়া। আর তা'র পশ্চাতে তা'র সম্পত্তি লুঠ করেছো।

যশোবন্ত। যুদ্ধ করে' লুঠ করেছি, অপহরণ করি নাই।

মহামায়া। একে যুদ্ধ বল?—ধিক্!

যশোবন্ত। মহামায়া! তোমার এই ছাড়া কি আর কথা নাই? দিবারাত্র তোমার তিক্ত ভৎর্সনা শুন্‌বার জন্যই কি তোমায় বিবাহ করেছিলাম?

মহামায়া। নহিলে বিবাহ করেছিলে কেন মহারাজ?

যশোবন্ত। কেন! আশ্চর্য্য প্রশ্ন!—লোকে বিবাহ করে আবার কেন?

মহামায়া। হাঁ, কেন? সম্ভোগের জন্য? বিলাস-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য? তাই কি?—তাই কি?

যশোবন্ত। (ঈষৎ ইতস্ততঃ করিয়া) হাঁ—এক রকম তাই বলতে হবে বৈকি।

মহামায়া। তবে একজন গণিকা রাখো না কেন?

যশোবন্ত। ঝড় উঠছে বুঝি!

মহামায়া। মহারাজ! যদি তোমার পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ কর্ত্তে চাও, যদি কামের সেবা করতে চাও ত তার স্থান কুলাঙ্গনার পবিত্র অন্তঃপুর নয়—তার স্থান বারাঙ্গনার সজ্জিত নরক। সেইখানে যাও। তুমি রৌপ্য দিবে সে রূপ দিবে। তুমি তার কাছে যাবে লালসার তাড়নায় আর সে তোমার কাছে আসবে জঠরের জ্বালায়। স্বামী-স্ত্রীর সে সম্বন্ধ নয়।

যশোবন্ত। তবে?

মহামায়া। স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ ভালোবাসার সম্বন্ধ। সে যেমন তেমন ভালোবাসা নয়। সে ভালোবাসা প্রিয়জনকে দিন দিন হেয় করে না, দিন দিন প্রিয়তম করে, সে ভালোবাসা নিজের চিন্তা ভুলে যায়, আর তা'র দেবতার চরণে আপনাকে বলি দেয়, সে ভালোবাসা প্রভাত সূর্য্যরশ্মির মত যার উপরে পড়ে তাকেই স্বর্ণ-বর্ণ করে' দেয়, ভাগীরথীর বারিরাশির মত যার উপরে পড়ে তাকেই পবিত্র করে' দেয়, দেবতার বরের মত যার উপরে পড়ে তাকেই ভাগ্যবান করে—এ সেই ভালোবাসা; অচঞ্চল, অনুদ্বিগ্ন, আনন্দময়—কারণ, উৎসর্গময়।

যশোবন্ত। তুমি আমাকে কি রকম ভালোবাসো মহামায়া?

মহামায়া। বাসি! তোমার গৌরব কোলে করে' আমি মর্ত্তে পারি—তা'র জন্য আমার এত চিন্তা, এত আগ্রহ যে, সে গৌরব ম্লান হ'য়ে গেছে দেখবার আগে আমার ইচ্ছা হয় যেন আমি অন্ধ হ'য়ে যাই! রাজপুত-জাতির গৌরব—মাড়বারের গৌরব তোমার হাতে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে দেখবার আগে আমি মর্ত্তে চাই! আমি তোমায় এত ভালোবাসি।

যশোবন্ত। মহামায়া!

মহামায়া। চেয়ে দেখ—ঐ রৌদ্রদীপ্ত গিরিশ্রেণী—দূরে ঐ ধূসর বালু-স্তূপ। চেয়ে দেখ—ঐ পর্ব্বতস্রোতস্বতী—যেন সৌন্দর্য্যে কাঁপ্‌ছে। চেয়ে দেখ—ঐ নীল আকাশ যেন সে নীলিমা নিংড়ে বার কর্চ্ছে! ঐ ঘুঘুর ডাক শোন; আর সঙ্গে সঙ্গে ভাবো যে এই স্থানে একদিন দেবতারা বাস কর্ত্তেন। মাড়বার আর মেবার বীরত্বের যমজপুত্র; মহত্ত্বের নৈশাকাশে বৃহস্পতি ও শুক্র তারা। ধীরে ধীরে সে মহিমার সমারোহ আমার সম্মুখ দিয়ে চলে' যাচ্ছে। এসো চারণ-বালকগণ। গাও সেই গান।

যশোবন্ত। মহামায়া!

মহামায়া। কথা কয়ো না। ঐ ইচ্ছা যখন আমার মনে আসে আমার মনে হয় যে তখন আমার পূজার সময়! শঙ্খ ঘণ্টা বাজাও; কথা কয়ো না।

যশোবন্ত। নিশ্চয় মস্তিষ্কের কোন রোগ আছে!

ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন

মহামায়া। কে তুমি সুন্দর, সৌম্য, শান্ত, আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালে! (চারণবালকগণের প্রবেশ) গাও বালকগণ! সেই গান গাও—আমার জন্মভূমি।

বালকদিগের প্রবেশ ও গীত—

ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা;
তাহার মাঝে আছে দেশ এক—সকল দেশের সেরা;
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা,
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা, কোথায় উজল এমন ধারা!
কোথায় এমন খেলে তড়িত এমন কালো মেঘে!
তার পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠি, পাখীর ডাকে জেগে—
এমন দেশটি—ইত্যাদি—
এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়।
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে।
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে।
এমন দেশটি—ইত্যাদি—
পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী; কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী,
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে—
তা'রা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে!
ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ?
—ওমা তোমার চরণ দু'টি বক্ষে আমার ধরি'
আমার এই দেশেতে জন্ম—যেন এই দেশেতে মরি—
এমন দেশটি—ইত্যাদি—

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—টাণ্ডায় সুজার প্রাসাদ-কক্ষ। কাল—সন্ধ্যা।

পিয়ারা গাহিতেছিলেন—

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম!
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে।

সুজার প্রবেশ

সুজা। শুনেছ পিয়ারা, যে দারা ঔরংজীবের কাছে শেষ যুদ্ধেও পরাজিত হয়েছেন?

পিয়ারা। হয়েছেন নাকি!

সুজা। ঔরংজীবের শ্বশুর তরোয়াল হাতে দারার পক্ষে লড়ে' মারা গিয়েছে—খুব জমকালো রকম না?

পিয়ারা। বিশেষ এমন কি!

সুজা। নয়? বৃদ্ধ যোদ্ধা নিজের জামাইএর বিপক্ষে লড়ে' মারা গেল—শুদ্ধ ধর্ম্মের খাতিরে। সোভানাল্লা!

পিয়ারা। এতে আমি 'কেয়াবৎ' পর্য্যন্ত বল্‌তে রাজি আছি। তা'র উপরে উঠ্‌তে রাজি নই।

সুজা। যশোবন্ত সিংহ যদি এবার দারার সঙ্গে সসৈন্যে যোগ দিত—তা দিলে না। দারাকে সাহায্য কর্ত্তে স্বীকৃত হ'য়ে শেষে কিনা পিছু হটলে।

পিয়ারা। আশ্চর্য্য ত!

সুজা। এতে আশ্চর্য্য হচ্ছ কি পিয়ারা? এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নাই।

পিয়ারা। নেই নাকি? আমি ভাবলাম বুঝি আছে; তাই আশ্চর্য্য হচ্ছিলাম।

সুজা। মহারাজ যেমন এই খিজুয়া-যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, এবার দারাকে ঠিক সেই রকম প্রতারণা করেছে। এর মধ্যে আবার আশ্চর্য্য কি!

পিয়ারা। তা আর কি—আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি—

সুজা। আবার আশ্চর্য্য!

পিয়ারা। না না! তা নয়। আগে শেষ পর্য্যন্ত শোনই।

সুজা। কি?

পিয়ারা। আমি এই ভেবে আশ্চর্য্য হচ্ছি—যে আগে আশ্চর্য্য হচ্ছিলাম কি ভেবে?

সুজা। আশ্চর্য্য যদি বল তবে আশ্চর্য্য হবার ব্যাপার একটা হয়েছে।

পিয়ারা। সেটা হচ্ছে কি?

সুজা। সেটা হচ্ছে এই যে, ঔরংজীবের পুত্র মহম্মদ, আমার মেয়ের জন্য তা'র বাপের পক্ষ ছেড়ে আমার পক্ষে যোগ দিল কি ভেবে।

পিয়ারা। তা'র মধ্যে আশ্চর্য্য কি! প্রেমের জন্য লোকে এর চেয়ে অনেক বেশী শক্ত কাজ করেছে। প্রেমের জন্য লোক পাঁচিল টপ্‌কেছে, ছাদ থেকে লাফিয়েছে, সাঁতারে নদী পার হয়েছে, আগুনে ঝাঁপ দিয়েছে, বিষ খেয়ে মরেছে! এটা ত একটা তুচ্ছ ব্যাপার! বাপকে ছেড়েছে। ভারি কাজ করেছে। ও ত সবাই করে। আমি এতে আশ্চর্য্য হ'তে রাজি নই।

সুজা। কিন্তু—না—এ বেশ একটু আশ্চর্য্য! সে যাহোক্ কিন্তু মহম্মদ আর আমি মিলে এবারে ঔরংজীবের সৈন্যকে বঙ্গদেশ থেকে তাড়িয়েছি।

পিয়ারা। তোমার কি যুদ্ধ ভিন্ন কথা নাই? আমি যত তোমায় ভুলিয়ে রাখতে চাই, তুমি ততই শিষ্‌পা তোলো। রাশ মান্‌তে চাও না।

সুজা। যুদ্ধে একটা বিরাট আনন্দ আছে। তার উপরে—

বাঁদীর প্রবেশ

বাঁদী। এক ফকির দেখা কর্ত্তে চায় জাঁহাপনা।

পিয়ারা। কি রকম ফকির—লম্বা দাড়ি?

বাঁদী। হাঁ মা! যে বলে যে বড় দরকার, এক্ষণই!

সুজা। আচ্ছা এখানেই নিয়ে এসো।—পিয়ারা তুমি ভেতরে যাও।

পিয়ারা। বেশ, তুমি আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছ! বেশ। আমি যাচ্ছি!

প্রস্থান

সুজা। যাও এখানে তাকে পাঠিয়ে দাও।

বাঁদীর প্রস্থান

সুজা। পিয়ারা এক হাস্যের ফোয়ারা—একটা অর্থশূন্য বাক্যের নদী। এই রকম করে' সে আমাকে যুদ্ধের চিন্তা থেকে ভুলিয়ে রাখে।

দিলদারের প্রবেশ

দিলদার। বন্দেগি সাহাজাদা! সাহাজাদার একখানি চিঠি!

পত্র প্রদান

সুজা। (পত্র লইয়া খুলিয়া পাঠ) এ কি! তুমি কোথা থেকে এসেছো?

দিলদার। পত্রে দস্তখত নেই কি সাহাজাদা!—চেহারা দেখলেই সাহাজাদার বুদ্ধি টের পাওয়া যায়! খুব চাল চেলেছেন।

সুজা। কি চাল?

দিলদার। সাহাজাদা যে সুজার মেয়ে বিয়ে করে'—উঃ—খুব ফিকির করেছেন। সম্মুখ থেকে তীর মারার চেয়ে পিছন দিক্ থেকে—উঃ! বাপ্‌কা বেটা কি না।

সুজা। পিছন থেকে তীর মাচ্ছে' কে?

দিলদার। ভয় কি—আমি কি এ কথা সুজা সুলতানকে বল্‌তে যাচ্ছি। চিঠিটা যেন তাঁকে ভুলে দেখিয়ে ফেল্‌বেন না সাহাজাদা!

সুজা। আরে ছাই আমিই যে সুলতান সুজা; মহম্মদ ত আমার জামাই।

দিলদার। বটে! চেহারা ত বেশ যুবা পুরুষের মত রেখেছেন। শুনুন—বেশী চালাকী কর্ব্বেন না। আপনি যদি মহম্মদ হন যা' বল্‌ছি ঠিক বুঝতে পারছেন। আর—যদি সুলতান সুজা হন, ত' যা' বলছি তা'র এক বর্ণও সত্য নয়।

সুজা। আচ্ছা, তুমি এখন যাও। এর বিহিত আমি এখনই কর্চ্ছি—তুমি বিশ্রাম করগে যাও।

দিলদার। যে

দিলদারের প্রস্থান

সুজা। এ ত মহাসমস্যায় পড়্‌লাম! বাহিরের শত্রুর জ্বালায়ই অস্থির। তার উপর ঔরংজীব আবার ঘরে শত্রু লাগিয়েছে, কিন্তু যাবে কোথায়! হাতে হাতে ব্যবস্থা কর্চ্ছি। ভাগ্যিস এই পত্র আমার হাতে পড়েছিল—এই যে মহম্মদ!

মহম্মদের প্রবেশ

সুজা। মহম্মদ! পড় এই পত্র।

মহম্মদ। (পড়িয়া) এ কি! এ কার পত্র?

সুজা। তোমার পিতার! স্বাক্ষর দেখছো না? তুমি ঈশ্বরকে সাক্ষী করে' তাঁকে পত্র লিখেছিলে যে, তুমি যে তোমার পিতার বিরুদ্ধাচরণ করছো, সে অন্যায় তোমার শ্বশুরের অর্থাৎ আমার প্রতি শাঠ্য দিয়ে পরিশোধ কর্ব্বে।

মহম্মদ। আমি তাঁকে কোন পত্রই লিখি নি। এ কপট পত্র।

সুজা। বিশ্বাস কর্ত্তে পার্লাম না! তুমি আজই এই দণ্ডে আমার বাড়ি পরিত্যাগ কর।

মহম্মদ। সে কি! কোথায় যাবো?

সুজা। তোমার পিতার কাছে।

মহম্মদ। কিন্তু আমি শপথ কর্চ্ছি—

সুজা। না, ঢের হয়েছে—আমি সম্মুখ যুদ্ধে পারি কি হারি—সে স্বতন্ত্র কথা। ঘরে শত্রু পুষতে পারি না।

মহম্মদ। আমি—

সুজা। কোন কথা শুন্‌তে চাই না। যাও, এখনি যাও।

মহম্মদের প্রস্থান

সুজা। হাতে হাতে ব্যবস্থা করেছি। ভারি বুদ্ধি করেছিলে দাদা; কিন্তু যাবে কোথায়! তুমি বেড়াও ডালে ডালে, আর আমি বেড়াই পাতায় পাতায়!—এই যে পিয়ারা।

পিয়ারার প্রবেশ

সুজা। পিয়ারা! ধরে' ফেলেছি।

পিয়ারা। কাকে?

সুজা। মহম্মদকে। বেটা মতলব ফেঁদে এসেছিল। তোমাকে এখনি বল্‌ছিলাম না যে, এ বেশ একটু খটকা! এখন সেটা বোঝা যাচ্ছে। জলের মত সাফ হ'য়ে গিয়েছে। তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি!

পিয়ারা। কাকে?

সুজা। মহম্মদকে।

পিয়ারা। সে কি!

সুজা। বাইরে শত্রু, ঘরে শত্রু—ধন্য ভায়া—বুদ্ধি করেছিলে বটে! কিন্তু পার্লে না। ভারি ধরেছি!—এই দেখ পত্র!

পিয়ারা। (পত্র পড়িয়া) তোমার মাথা খারাপ হয়েছে! হাকিম দেখাও।

সুজা। কেন?

পিয়ারা। এ ছল—কপট পত্র বুঝতে পার্চ্ছ না? ঔরংজীবের ছল। এইটে বুঝতে পাচ্ছ' না?

সুজা। না, সেটা ঠিক বুঝতে পার্চ্ছি নে।

পিয়ারা। এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি গিয়েছো—ঔরংজীবের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে! ছেলে ধর্ত্তে পার না, কেউটে ধর্ত্তে যাও। তা' আমাকে একবার জিজ্ঞাসাও কর্লে না; জামাইকে দিলে তাড়িয়ে! চল, এখন মেয়ে জামাইকে বোঝাইগে।

সুজা। পত্র কপট? তাই নাকি? কৈ তা ত তুমি বল্লে না—তা সাবধান হওয়া ভাল।

পিয়ারা। তাই জামাইকে দিলে তাড়িয়ে!

সুজা। তাই ত! তা হ'লে ভারি ভুল হ'য়ে গিয়েছে বল্‌তে হবে। যা' হোক্ শোন এক ফিকির করেছি। মেয়েকে তার সঙ্গে দিচ্ছি! আর যথারীতি যৌতুক দিচ্ছি! দিয়ে মেয়েকে তার সঙ্গে শ্বশুরবাড়ী পাঠাচ্ছি, এতে দোষ নাই। ভয় কি—চল জামাইকে তাই বুঝিয়ে বলি। তাই বলে' তাকে বিদায় দেই।

পিয়ারা। কিন্তু বিদায় দেবে কেন?

সুজা। সময় খারাপ। সাবধান হওয়া ভাল। বোঝ না—চল বোঝাইগে।

উভয়ে নিষ্ক্রান্ত

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—জিহন খাঁর গৃহে দরবার-কক্ষ। কাল—রাত্রি

সিপার ও জহরৎ দণ্ডায়মান

জহরৎ। সিপার!

সিপার। কি জহর!

জহরৎ। দেখ্‌ছো!

সিপার। কি!

জহরৎ। যে আমরা এই রকম বন্য জন্তুর মত বন হ'তে বনান্তরে প্রতাড়িত; হত্যাকারীর মত এক গহ্বর থেকে পালিয়ে আর এক গহ্বরে গিয়ে মাথা লুকোচ্ছি; পথের ভিখারীর মত এক গৃহস্থের দ্বারে পদাহত হ'য়ে আর এক গৃহস্থের দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা কুড়িয়ে বেড়াচ্ছি।—দেখ্‌ছো?

সিপার। দেখ্‌ছি; কিন্তু উপায় কি?

জহরৎ। উপায় কি? পুরুষ তুমি—স্থির স্বরে বল্‌ছো "উপায় কি?" আমি যদি পুরুষ হতাম, ত এর উপায় কর্ত্তাম।

সিপার। কি উপায় কর্ত্তে?

জহরৎ। (ছোরা বাহির করিয়া) এই ছোরা নিয়ে গিয়ে দস্যু ঔরংজীবের বুকে বসিয়ে দিতাম।

সিপার। হত্যা!

জহরৎ। হঁ্যা হত্যা; চম্‌কে উঠলে যে?—হত্যা। নাও এই ছোরা, দিল্লী যাও। তুমি বালক, তোমায় কেউ সন্দেহ কর্ব্বে না—যাও!

সিপার। কখন না। হত্যা কর্ব্ব না।

জহরৎ। ভীরু! দেখছো—মা মর্চ্ছেন! দেখ্‌ছো—বাবা উন্মাদের মত হ'য়ে গিয়েছেন। বসে' বসে' দেখ্‌ছো!

সিপার। কি কর্ব্ব!

জহরৎ। কাপুরুষ!

সিপার। আমি কাপুরুষ নই জহরৎ! আমি যুদ্ধক্ষেত্রে পিতার পার্শ্বে হস্তিপৃষ্ঠে বসে' যুদ্ধ করেছি। প্রাণের ভয় করি না; কিন্তু হত্যা কর্ব্ব না।

জহরৎ। উত্তম!

প্রস্থান

সিপার। এ নিষ্ফল ক্রোধ ভগ্নি! কোন উপায় নাই!

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—নাদিরার কক্ষ। কাল—রাত্রি

খট্টাঙ্গের উপর নাদিরা শয়ানা। পার্শ্বে দারা—অন্য পার্শ্বে সিপার ও জহরৎ

দারা। নাদিরা! সংসার আমাকে পরিত্যাগ করেছে—ঈশ্বর আমায়

পরিত্যাগ করেছেন। এক তুমি আমায় এতদিন পরিত্যাগ কর নাই। তুমিও আমায় ছেড়ে চল্লে!

নাদিরা। আমার জন্য অনেক সহ্য করেছ নাথ! আর—

দারা। নাদিরা! দুঃখের জ্বালায় ক্ষিপ্ত হ'য়ে তোমায় অনেক কুবাক্য বলেছি—

নাদিরা। নাথ! তোমার দুঃখের সঙ্গিনী হওয়াই আমার পরম গৌরব। সে গৌরবের স্মৃতি নিয়ে আমি পরলোকে চল্লাম—সিপার—বাবা! মা-জহরৎ! আমি যাচ্ছি—

সিপার। তুমি কোথায় যাচ্ছ মা?

নাদিরা। কোথায় যাচ্ছি তা আমি জানি না। তবে যেখানে যাচ্ছি সেখানে বোধ হয় কোন দুঃখ নাই—ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা নাই, রোগ তাপ নাই, দ্বেষ দ্বন্দ্ব নাই।

সিপার। তবে আমরাও সেখানে যাবো মা—চল বাবা! আর সহ্য হয় না।

নাদিরা। আর কষ্ট পেতে হবে না বাছা। তোমরা জিহন খাঁর আশ্রয়ে এসেছো! আর দুঃখ নাই।

সিপার। এই জিহন খাঁ কে বাবা?

দারা। আমার একজন পুরাতন বন্ধু।

নাদিরা। তাঁকে তোমার বাবা দু'বার মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছিলেন। তিনি তোমাদের আদর যত্ন কর্ব্বেন।

সিপার। কিন্তু আম তাকে কখনও ভালোবাসবো না।

দারা। কেন সিপার?

সিপার। তা'র চেহারা ভাল নয়। এখনই সে তা'র এক চাকরকে ফিস্-ফিস্ করে কি বল্‌ছিল—আর আমার দিকে এ রকম চোরা চাহনি চাচ্ছিল—যে আমার বড় ভয় কর্ল্ল মা। আমি ছুটে তোমার কাছে পালিয়ে এলাম।

দারা। সিপার সত্য বলেছে নাদিরা! জিহনের মুখে একটা কুটিল হাসি দেখেছি, তা'র চক্ষে একটা হিংস্র দীপ্তি দেখেছি, তা'র নিম্নস্বরে বোধ হচ্ছিল যেন সে একখানা ছোরা শানাচ্ছে। সেদিন যখন সে আমার পদতলে পড়ে' তার প্রাণভিক্ষা চেয়েছিল, তখন সে চেহারা এক রকমের; আর এ আর এক রকমের চেহারা। এ চাহনি, এ স্বর, এ ভঙ্গিমা—আমার অপরিচিত।

নাদিরা। তবু ত তাকে তুমি দু'বার বাঁচিয়েছিলে। সে মানুষ ত, সর্প ত নয়।

দারা। মানুষকে আর বিশ্বাস নেই নাদিরা! দেখছি সে সর্পের চেয়েও খল হয়। তবে মাঝে মাঝে—কি নাদিরা! বড় যন্ত্রণা হচ্ছে!

নাদিরা। না, কিছু না! আমি তোমার কাছে আছি। তোমার স্নেহ দৃষ্টির অমৃতে সব যন্ত্রণা গলে যাচ্ছে; কিন্তু আমার আর সময় নেই—তোমার

হাতে সিপারকে সঁপে দিয়ে গেলাম—দেখো !—পুত্র সোলেমানের সঙ্গে—আর দেখা হ'লো না—ঈশ্বর ! (মৃত্যু)

দারা। নাদিরা ! নাদিরা !—না। সব হিম স্তব্ধ !

সিপার। মা ! মা !

দারা। দীপ নির্ব্বাণ হয়েছে।

জহরৎ নিজের বক্ষ সবলে চাপিয়া ঊর্দ্ধদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।
চারিজন সৈনিক সহ জিহন খাঁর প্রবেশ

দারা। কে তোমরা ; এ সময় এ স্থানে এসে কলুষিত কর ?

জিহন। বন্দী কর।

দারা। কি ! আমায় বন্দী কর্ব্বে জিহন খাঁ !

সিপার। (দেওয়াল হইতে তরবারি লইয়া) কার সাধ্য ?

দারা। সিপার তরবারি রাখো !—এ বড় পবিত্র মুহূর্ত্ত ; এ মহাপুণ্য তীর্থ ! এখনও নাদিরার আত্মা এখানে পক্ষ গুটিয়ে আছে—পৃথিবীর সুখদুঃখ থেকে বিদায় নেবার পূর্ব্বে একবার চারিদিকে চেয়ে শেষ দেখা দেখে নিচ্ছে। এখনও স্বর্গ থেকে দেবীরা তা'কে সেখানে নিয়ে যাবার জন্যে এসে পৌঁছে নি ! তা'কে ত্যক্ত কোরো না—আমায় বন্দী কর্ত্তে চাও জিহন খাঁ ?

জিহন। হাঁ সাহাজাদা।

দারা। ঔরংজীবের আজ্ঞায় বোধ হয় !

জিহন। হাঁ সাহাজাদা।

দারা। নাদিরা ! তুমি শুন্তে পাচ্ছ না তা ! তা হ'লে ঘৃণায় তোমার মৃতদেহ নড়ে উঠ্‌বে, তুমি নাকি ঈশ্বরকে বড় বিশ্বাস কর্ত্তে !

জিহন। এঁকে শৃঙ্খল দিয়ে বাঁধো। যদি কোন বাধা দেন ত তরবারি ব্যবহার কর্ত্তে দ্বিধা কর্ব্বে না।

দারা। আমি বাধা দিচ্ছি না। আমায় বাঁধো। আমি কিছু আশ্চর্য্য হচ্ছি না। আমি এইরূপই একটা কিছু প্রত্যাশা করে' আস্‌ছিলাম। অন্যে হয়ত অন্যরূপ আশা কর্ত্ত। অন্যে হয়ত ভাব্‌তো যে এ কত বড় কৃতঘ্নতা যে, যাকে আমি দু'বার বাঁচিয়েছি, সে আমায় কপট আশ্রয় দিয়ে বন্দী করে—এ কত বড় নৃশংসতা। আমি তা ভাবি না। আমি জানি জগতে সব—সব উচ্চ প্রবৃত্তি সাপের ভয়ে মাটির মধ্যে মাথা লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে—উপর দিকে চোখ তুলে চাইতেও সাহস কর্চ্ছে না। আমি জানি পৃথিবীতে ধর্ম্ম এখন স্বার্থসিদ্ধি, নীতি—শাঠ্য, পূজা—খোসামোদ, কর্ত্তব্য—জোচ্চোরি। উচ্চ প্রবৃত্তিগুলো এখন বড় পুরাতন হ'য়ে গিয়েছে। সভ্যতার আলোকে ধর্ম্মের অন্ধকার সরে গিয়েছে ! সে ধর্ম্ম যা কিছু আছে এখন বোধ হয় কৃষকের কুটিরে, ভীল কোল মুণ্ডাদের অসভ্যতার মধ্যে—কর জিহন খাঁ, আমায় বন্দী কর।

সিপার। তবে আমায়ও বন্দী কর।

জিহন। তোমায়ও ছাড়্‌চি না সাহাজাদা! সম্রাটের কাছে প্রচুর পুরস্কার পাব।

দারা। পাবে বৈকি! এত বড় কৃতঘ্নতার দাম পাবে না? তাও কখনও হয়? প্রচুর অর্থ পাবে। আমি কল্পনায় তোমার সেই দীপ্ত মুখখানি দেখ্‌তে পাচ্ছি। কি আনন্দ!—প্রচুর অর্থ পাবে! সঙ্গে করে' পরকালে নিয়ে যেও।

জিহন। তবে আর কি—বন্দী কর!

দারা। কর।—না এখানে না! বাইরে চল! এ স্বর্গে নরকের অভিনয় কেন! এত বড় অভিনয় এখানে! মা বসুন্ধরা! এতখানি বহন কর্চ্ছ! নীরবে সহ্য কর্চ্ছ ঈশ্বর! হাত দু'খানি গুটিয়ে বেশ এই সব দেখ্‌ছো—চল জিহন খাঁ, বাইরে চল।

সকলে যাইতে উদ্যত

দারা। দাঁড়াও, একটা অনুরোধ করে' যাই জিহন খাঁ! রাখ্‌বে কি? জিহন খাঁ, এই দেবীর মৃতদেহ লাহোরে পাঠিয়ে দিও! সেখানে সম্রাট্ পরিবারের কবর ভূমিতে যেন তাকে গোর দেওয়া হয়। দেবে কি? আমি তোমাকে দু'বার বাঁচিয়েছি বলেই এ দান ভিক্ষা চাইছি। নৈলে এতটুকুও তোমার কাছে চাইতে পার্ত্তাম না—দেবে কি?

জিহন। যে আজ্ঞে যুবরাজ! এ কাজ না কর্লে আমার প্রভু ঔরংজীব যে ক্রুদ্ধ হবেন!

দারা। তোমার প্রভু ঔরংজীব! হুঁ—আমার আর কোন ক্ষোভ নাই! চল—(ফিরিয়া) নাদিরা!

এই বলিয়া দারা ফিরিয়া আসিয়া সহসা নাদিরার শয্যাপার্শ্বে জানু পাতিয়া বসিয়া হস্তদ্বয়ের উপর মুখ ঢাকিলেন, পরে উঠিয়া জিহন খাঁকে কহিলেন—

চল জিহন খাঁ!

সকলে বাহিরে চলিলেন। সিপার নাদিরার মৃতদেহের প্রতি চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিল

দারা (রুক্ষভাবে) সিপার!

সিপারের রোদন ভয়ে থামিয়া গেল। সকলে নীরবে বাহিরে চলিয়া গেলেন

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—যোধপুরের প্রাসাদ। কাল—সায়াহ্ন

যশোবন্ত সিংহ ও মহামায়া দণ্ডায়মান

মহামায়া। হতভাগ্য দারার প্রতি কৃতঘ্নতার পুরস্কার স্বরূপ গুর্জ্জর প্রদেশ পেয়ে সন্তুষ্ট আছো ত মহারাজ?

যশোবন্ত। তাতে আমার অপরাধ কি মহামায়া?

মহামায়া। না অপরাধ কি? এ তোমার মহৎ সম্মান, পরম গৌরব।

যশোবন্ত। গৌরব না হ'তে পারে, তবে, তার মধ্যে অন্যায় আমি কিছু দেখি নি। দারার সঙ্গে যোগ দেওয়া না দেওয়া আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা। দারা আমার কে?

মহামায়া। আর কেউ নয়—প্রভু মাত্র!

যশোবন্ত। প্রভু! এককালে ছিলেন বটে; আর কেউ নয়।

মহামায়া। সত্যই ত! দারা আজ নিয়তিচক্রের নীচে, ভাগ্যের লাঞ্ছিত, মানবের ধিক্কৃত। আর তাঁ'র সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি? দারা তোমার প্রভু ছিলেন—যখন তিনি পুরস্কার দিতে পার্ত্তেন, বেত্রাঘাত কর্ত্তে পার্ত্তেন।

যশোবন্ত। আমাকে!

মহামায়া। হায় মহারাজ! 'ছিলেন' এর কি কোন মূল্য নাই? অতীতকে কি একেবারে লুপ্ত করে' দিতে পারো? বর্ত্তমান থেকে একেবারে কি তাকে বিচ্ছিন্ন করে' দিতে পারো? একদিন যিনি তোমার দয়াল প্রভু ছিলেন, আজ তোমার কাছে কি তাঁ'র কোন মূল্য নাই? ধিক্!

যশোবন্ত। মহামায়া! তোমার সঙ্গে আমার তর্ক কর্ব্বার সম্বন্ধ নয়। আমি যা উচিত বিবেচনা কচ্ছি তাই করে' যাচ্ছি। তোমার কাছে উপদেশ চাই না।

মহামায়া। তা চাইবে কেন? যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে ফিরে এসে, বিশ্বাসঘাতক হয়ে ফিরে এসে, কৃতঘ্ন হয়ে ফিরে এসে—তুমি চাও, আমার ভক্তি! না?

যশোবন্ত। সে কি বড় বেশী প্রত্যাশা মহামায়া!

মহামায়া। না সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ক্ষত্রিয় বীর তুমি—ক্ষত্রকুলের অবমাননা করেছো! জানো সমস্ত রাজপুতনা তোমায় ধিক্কার দিচ্ছে। বল্‌ছে যে ঔরংজীবের শ্বশুর সাহ নাবাজ দারার পক্ষ হ'য়ে তা'র জামাতার বিপক্ষে যুদ্ধ করে' মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর্ল, আর তুমি দারাকে আশা দিয়ে শেষে কাপুরুষের মত সরে দাঁড়ালে।—হায় স্বামী! কি বলবো, তোমার এই অপমানে আমার শিরায় অগ্নিস্রোত ব'য়ে যাচ্ছে, কিন্তু সে অপমান তোমাকে স্পর্শও কর্চ্ছে না! আশ্চর্য্য বটে!

যশোবন্ত। মহামায়া—

মহামায়া। আর কেন! যাও তোমার নূতন প্রভু ঔরংজীবের কাছে যাও।

সরোষে প্রস্থান

যশোবন্ত। উত্তম! তাই হবে। এতদূর অবজ্ঞা! বেশ তাই হবে।

প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—আগ্রার প্রাসাদে সাজাহানের কক্ষ। কাল—রাত্রি

সাজাহান ও জাহানারা

সাজাহান। আবার কি দুঃসংবাদ কন্যা। আর কি বাকি আছে? দারা

আবার পরাজিত হয়ে বাখরের দিকে পালিয়েছে। সুজা বন্য আরাকানের রাজার গৃহে সপরিবারে ভিক্ষুক! মোরাদ গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী। আর কি দুঃসংবাদ দিতে পারো কন্যা?

জাহানারা। বাবা! এ আমারই দুর্ভাগ্য যে আমিই আপনার নিকট রোজ দুঃসংবাদের বস্তা বহে' আনি; কিন্তু কি কর্ব্ব বাবা! দুর্ভাগ্য একা আসে না!

সাজাহান। বল। আর কি?

জাহানারা। বাবা, ভাই দারা ধরা পড়েছে।

সাজাহান। ধরা পড়েছে?—কি রকমে ধরা পড়লো?

জাহানারা। জিহন খাঁ তাকে ধরিয়ে দিয়েছে।

সাজাহান। জিহন খাঁ! জিহন খাঁ! কি বল্‌ছিস্ জাহানারা? জিহন খাঁ!

জাহানারা। হাঁ বাবা।

সাজাহান। পৃথিবীর কি অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে!

জাহানারা। শুনলাম, পরশু দারা আর তা'র পুত্র সিপারকে এক কঙ্কালসার হাতীর পিঠে বসিয়ে দিল্লীনগর প্রদক্ষিণ করিয়ে আনা হয়েছে! তা'দের পরিধানে ময়লা শাদা কাপড়। তা'দের এই অবস্থা দেখে সেই রাজপুরীর একটি লোক নেই যে কাঁদেনি।

সাজাহান। তবু তা'দের মধ্যে কেউ দারাকে উদ্ধার কর্ত্তে ছুটলো না? কেবল শশকের মত ঘাড় উঁচু করে' দেখলে? তা'রা কি পাষাণ?

জাহানারা। না বাবা! পাষাণও উত্তপ্ত হয়। তা'রা পাঁক। ঔরংজীবের ভাড়া করা বন্দুকগুলি দেখে তা'রা সব ত্রস্ত; যেন একটা যাদুকরের মন্ত্রমুগ্ধ; কেউ মাথা তুল্‌তে সাহস কর্চ্ছে না। কাঁদছে—তাও মুখ লুকিয়ে—পাছে ঔরংজীব দেখতে পায়।

সাজাহান। তার পর।

জাহানারা। তার পরে ঔরংজীব দারাকে খিজিরাবাদে একটা জঘন্য গৃহে বন্দী করে' রেখেছে।

সাজাহান। আর সিপার আর জহরৎ?

জাহানারা। সিপার তা'র পিতার সঙ্গ ছাড়ে নি। জহরৎ এখন ঔরংজীবের অন্তঃপুরে।

সাজাহান। ঔরংজীব এখন দারাকে নিয়ে কি কর্ব্বে জানিস্?

জাহানারা। কি কর্ব্বে তা জানি না—কিন্তু—কিন্তু—

সাজাহান। কি জাহানারা!

জাহানারা। যদি তাই করে বাবা!

সাজাহান। কি! কি জাহানারা? মুখ ঢাকছিস্ যে! তা—কি সম্ভব!—ভাই কি ভাইকে হত্যা কর্ব্বে?

জাহানারা। চুপ্। ও কার পদশব্দ। শুন্তে পেয়েছে!—বাবা আপনি কি

কর্লেন! কি কর্লেন!

সাজাহান। কি করেছি?

জাহানারা। ও কথা উচ্চারণ করলেন!—আর রক্ষা নাই।

সাজাহান। কেন?

জাহানারা। হয়ত ঔরংজীব দারাকে হত্যা কর্ত্ত না। হয়ত এত বড় পাতক তারও মনে আস্তো না; কিন্তু আপনি সে কথা তা'র মনে করিয়ে দিলেন! কি করলেন! কি করলেন! সর্ব্বনাশ করেছেন!

সাজাহান। ঔরংজীব ত এখানে নাই। কে শুনেছে?

জাহানারা। সে নাই, কিন্তু এই দেওয়াল ত আছে, বাতাস ত আছে, এই প্রদীপ ত আছে। আজ সব যে তা'র সঙ্গে যোগ দিয়েছে? আপনি ভাব্ছেন যে এ আপনার প্রাসাদ?—না, ঔরংজীবের পাষাণ হৃদয়! ভাব্ছেন এ বাতাস? তা নয়, এ ঔরংজীবের বিষাক্ত নিশ্বাস! এ প্রদীপ নয়—এ তা'র চক্ষের জল্লাদ দৃষ্টি! এ প্রাসাদে, এ রাজপুরে, এ সাম্রাজ্যে, আপনার আমার একজন বন্ধু আছে ভেবেছেন বাবা? না নেই! সব তা'র সঙ্গে যোগ দিয়েছে। সব খোসামুদের দল! জোচ্চোরের দল!—এ কার ছায়া?

সাজাহান। কে?

জাহানারা। না কেউ নয়। ওদিকে কি দেখছেন বাবা!

সাজাহান। দেব লাফ?

জাহানারা। সে কি বাবা!

সাজাহান। দেখি যদি দারাকে রক্ষা কর্ত্তে পারি।—তাকে তা'রা হত্যা কর্ত্তে যাচ্ছে। আর আমি এখানে নারীর মত, শিশুর মত নিরুপায়। চোখের উপরে এই দেখ্ছি অথচ খাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, বেঁচে রয়েচি, কিছু কর্চ্ছি না!—দেই লাফ।

জাহানারা। সে কি বাবা! এখান থেকে লাফ দিলে যে নিশ্চিত মৃত্যু!

সাজাহান। হ'লেই বা! দেখি যদি বাঁচাতে পারি।—যদি পারি।

জাহানারা। বাবা! আপনি জ্ঞান হারিয়েছেন? মরে' গেলে আর দারাকে রক্ষা কর্ব্বেন কি করে'?

সাজাহান। তা বটে! তা বটে! আমি মরে' গেলে দারাকে বাঁচাবো কি করে'? ঠিক বলেছিস্! তবে—তবে—আচ্ছা একবার ঔরংজীবকে এখানে নিয়ে আস্তে পারিস্ নে জাহানারা?

জাহানারা। না বাবা, সে আস্বে না। নইলে আমি যে নারী—আমি তার সঙ্গে হাতে হাতে লড়ে' দেখ্তাম। সেদিন মুখোমুখি হ'য়ে পড়েছিলাম, কিছু কর্ত্তে পারি নি; সেই জন্য আমার পর্য্যন্ত আর বাইরে যাবার হুকুম নেই। নৈলে একবার হাতে হাতে লড়ে' দেখ্তাম।

সাজাহান। দিই লাফ! দেবো লাফ? লম্ফ প্রদানে উদ্যত

জাহানারা। বাবা, উন্মত্ত হবেন না।

সাজাহান। সত্যই ত আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি নাকি! না না না। আমি পাগল হব না! ঈশ্বর! এই শীর্ণ দুর্ব্বল জরাজীর্ণ নেহাতই অসহায় সাজাহানকে দেখ ঈশ্বর! তোমার দয়া হচ্ছে না? দয়া হচ্ছে না? পুত্র পিতাকে বন্দী করে' রেখেছে—যে পুত্র তার ভয়ে একদিন কাঁপতো—এতখানি অবিচার, এতখানি অত্যাচার, এতখানি অস্বাভাবিক ব্যাপার তোমার নিয়মে সৈছে! সৈতে পার্চ্ছে! আমি এমন কি পাপ করেছিলাম খোদা—যে আমার নিজের পুত্র—ওঃ!

জাহানারা। একবার যদি এখন তাকে মুখোমুখি পাই তা হ'লে—

দন্তঘর্ষণ

সাজাহান। মমতাজ! বড় ভাগ্যবতী তুমি, যে এ মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য তোমায় দেখতে হচ্ছে না। বড় পুণ্যবতী তুমি, তাই আগেই মরে' গিয়েছো।—জাহনারা!

জাহানারা। বাবা!

সাজাহান। তোকে আশীর্ব্বাদ করি—

জাহানারা। কি বাবা?

সাজাহান। যেন তোর পুত্র না হয়, শত্রুরও যেন পুত্র না হয়।

এই বলিয়া সাজাহান চলিয়া গেলেন। জাহানারা বিপরীত দিকে চলিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য

ঔরংজীব একখানি পত্রিকা হস্তে বেড়াইতেছিলেন

ঔরংজীব। এই দারার মৃত্যুদণ্ড!—এ কাজীর বিচার!—আমার অপরাধ কি!—আমি কিন্তু—না, কেন—এ বিচার! বিচারকে কলুষিত কর্ব্ব কেন! এ বিচার।

দিলদারের প্রবেশ

দিলদার। এ হত্যা!

ঔরংজীব। (চমকিয়া) কে!—দিলদার!—তুমি এখানে?

দিলদার। আমি ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় আছি জাঁহাপনা। দেখে নেবেন। আর আমি যদি এখানে না থাকতাম, তা হ'লেও এ হত্যা—

ঔরংজীব। (কম্পিত স্বরে) হত্যা!—না দিলদার এ কাজীর বিচার!

দিলদার। সম্রাট স্পষ্ট কথা বল্‌বো?

ঔরংজীব। বল।

দিলদার। সম্রাট্! আপনি হঠাৎ কেঁপে উঠ্‌লেন যে! আপনার স্বর যেন শুষ্ক বাতাসের উচ্ছ্বাসের মত বেরিয়ে এলো। কেন জাঁহাপনা! সত্য কথা বলবো?

ঔরংজীব। দিলদার!

দিলদার। সত্য কথা—আপনি দারার মৃত্যু চান।

ঔরংজীব। আমি?

দিলদার। হাঁ—আপনি।

ঔরংজীব। কিন্তু এ কাজীর বিচার।

দিলদার। বিচার! জাঁহাপনা, সে কাজীরা যখন দারার মৃত্যুদণ্ড উচ্চারণ কর্চ্ছিল, তখন তা'রা ঈশ্বরের মুখের দিকে চেয়ে ছিল না। তখন তা'রা জাঁহাপনার সহাস্য মুখখানি কল্পনা কর্চ্ছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে তাদের গৃহিণীদের নূতন অলঙ্কারের ফর্দ্দ কর্চ্ছিল। বিচার! যেখানে মাথার উপর প্রভুর আরক্ত চক্ষু চেয়ে আছে, সেখানে আবার বিচার! জাঁহাপনা ভাব্‌ছেন যে সংসারকে খুব ধাপ্পা দিলেন। সংসার কিন্তু মনে মনে খুব বুঝলো; কেবল ভয়ে কথাটি কইল না! জোর করে' মানুষের বাক্‌রোধ কর্ত্তে পারেন, তাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে পারেন; কিন্তু কালোকে সাদা কর্ত্তে পারেন না। সংসার জান্‌বে, ভবিষ্যৎ জান্‌বে যে বিচারের ছল করে, আপনি দারাকে হত্যা করিয়েছেন—আপনার সিংহাসনকে নিরাপদ কর্ব্বার জন্য।

ঔরংজীব। সত্য না কি!—দিলদার তুমি সত্য কথা বলেছো! তুমি আজ দারাকে বাঁচালে। তুমি আমার পুত্র মহম্মদকে ফিরিয়ে দিয়েছো। আজ আমার ভাই দারাকে বাঁচালে! যাও শায়েস্তা খাঁকে ডেকে দাও।

দিলদারের প্রস্থান

দারা বাঁচুন, আমায় যদি তা'র জন্য সিংহাসন দিতে হয় দেব! এতখানি পাপ—যাক্, এ মৃত্যুদণ্ড ছিঁড়ে ফেলি—(ছিঁড়িতে উদ্যত) না, এখন না। শায়েস্তা খাঁর সম্মুখে এটা ছিঁড়ে এ মহত্বটুকু কাজে লাগাবো—এই যে শায়েস্তা খাঁ।

শায়েস্তা খাঁ ও জিহন খাঁর প্রবেশ ও অভিবাদন

সেনাপতি। বিচারে ভাই দারার প্রাণদণ্ড হয়েছে।

জিহন। ঐ বুঝি সেই দণ্ডাজ্ঞা? আমাকে দেন খোদাবন্দ, আমি নিজে কাজ হাসিল করে' আস্‌ছি! কাফেরের প্রাণদণ্ড নিজে হাতে দেবার জন্য আমার হাত সুড়সুড় করছে। আমায় দেন।

ঔরংজীব। কিন্তু তাঁ'কে মার্জ্জনা করেছি।

শায়েস্তা। সে কি জাঁহাপনা—এমন শত্রুকে মার্জ্জনা!—আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী।

ঔরংজীব। তা জানি। তার জন্যই ত তাঁকে মার্জ্জনা কর্ব্বার পরম গৌরব অনুভব কর্চ্ছি।

শায়েস্তা। জাঁহাপনা! এ গৌরব ক্রয় কর্ত্তে আপনার সিংহাসনখানি বিক্রয় কর্ত্তে হবে।

ঔরংজীব। যে বাহুবলে এ সিংহাসন অধিকার করেছি, সেই বাহুবলেই তা রক্ষা কর্ব্ব।

শায়েস্তা। জাঁহাপনা! একটা মহাবিপদকে ঘাড়ে করে, সমস্ত জীবন রাজ্য শাসন কর্ত্তে হবে! জানেন সমস্ত প্রজা, সৈন্য, দারার দিকে? সেদিন দারার জন্য তা'রা বালকের মত কেঁদেছে; আর জাঁহাপনাকে অভিশাপ দিয়েছে। তা'রা যদি একবার সুযোগ পায়—

ঔরংজীব। কি রকমে?

শায়েস্তা। জাঁহাপনা দারাকে অষ্ট প্রহর পাহারা দিতে পার্ব্বেন না। জাঁহাপনা সফরে গেলে সৈন্যগণ যদি কোন দিন কোন সুযোগে দারাকে মুক্ত ক'রে দেয়—তা হ'লে জাঁহাপনা—বুঝ্‌ছেন?

ঔরংজীব। বুঝ্‌ছি।

শায়েস্তা। তার উপর বৃদ্ধ সম্রাট্‌ও দারার পক্ষে। আর তাঁকে সৈন্যেরা মানে তাদের গুরুর মত, ভালবাসে পিতার মত।

ঔরংজীব। হুঁ, (পরিক্রমণ) না হয় সিংহাসন দেবো।

শায়েস্তা। তবে এত শ্রম করে' তা অধিকার করার প্রয়োজন কি ছিল? পিতাকে সিংহাসনচ্যুত, ভ্রাতাকে বন্দী—বড় বেশী দূর এগিয়েছেন জাঁহাপনা।

ঔরংজীব। কিন্তু—

জিহন। খোদাবন্দ! দারা কাফের! কাফেরকে ক্ষমা কর্ব্বেন আপনি খোদাবন্দ! এই ইস্‌লাম ধর্ম্মের রক্ষার জন্য আপনি আজ ঐ সিংহাসনে বসেছেন—মনে রাখ্‌বেন। ধর্ম্মের মর্য্যাদা রাখ্‌বেন।

ঔরংজীব। সত্য কথা জিহন খাঁ! আমি নিজের প্রতি সব অন্যায় অবিচার ঘাড় পেতে নিতে পারি, কিন্তু ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রতি অবমাননা সৈব না। শপথ করেছি—হাঁ, দারার মৃত্যুই তার যোগ্য দণ্ড। জিহন আলি খাঁ, নেও মৃত্যুদণ্ড!—রোসো দস্তখৎ করে' দিই। (দস্তখৎ)

জিহন। দিউন জাঁহাপনা! আজ রাত্রেই দারার ছিন্নমুণ্ড জাঁহাপনাকে এনে দেখাবো—বাহিরে আমার অশ্ব প্রস্তুত।

ঔরংজীব। আজই!

শায়েস্তা। (মৃত্যুদণ্ড ঔরংজীবের হস্ত হইতে লইয়া) আপদ যত শীঘ্র যায় তত ভালো।

জিহনকে দণ্ডাজ্ঞা দিলেন

জিহন। বন্দেগি জাঁহাপনা।

প্রস্থানোদ্যত

ঔরংজীব। রোস দেখি। (দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ, পাঠ ও প্রত্যর্পণ) আচ্ছা—যাও।

জিহন গমনোদ্যত হইলে, ঔরংজীব আবার তাহাকে ডাকিলেন

ঔরংজীব। রোস দেখি! (দণ্ডাজ্ঞা পুনরায় গ্রহণ ও পুনরায় প্রত্যর্পণ)

আচ্ছা—যাও।

জিহন আলির প্রস্থান

ঔরংজীব। (আবার জিহনের দিকে গেলেন ; আবার ফিরিলেন, তারপরে ক্ষণেক ভাবিলেন ; পরে কহিলেন) না কাজ নেই!—জিহন আলি! জিহন আলি! না চলে গেছে। শায়েস্তা খাঁ!

শায়েস্তা। খোদাবন্দ!

ঔরংজীব। কি কর্লাম!

শায়েস্তা। জাঁহাপনা বুদ্ধিমানের কার্য্যই করেছেন।

ঔরংজীব। কিন্তু যাক—

ধীরে ধীরে প্রস্থান

শায়েস্তা। ঔরংজীব! তবে তোমারও বিবেক আছে?

প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—খিজিরবাদের কুটীর। কাল—রাত্রি

সিপার একটি শয্যার উপরে নিদ্রিত, দারা একাকী জাগিয়া তাহার পানে চাহিয়া ছিলেন

দারা। ঘুমাচ্ছে—সিপার ঘুমাচ্ছে। নিদ্রা! সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রা! আমার সিপারকে সর্ব্ব দুঃখ ভুলিয়ে রেখো—বৎস প্রবাসে আমার সঙ্গে হিমে উত্তাপে বড় কষ্ট পেয়েছে, তাকে তোমার যথাসাধ্য সান্ত্বনা দাও! আমি অক্ষম। সন্তানকে রক্ষা করা, খাদ্য দেওয়া, বস্ত্র দেওয়া—পিতার কাজ! তা আমি পারি নি—বৎস! তুই ক্ষুধায় অবশ হয়েছিস্, আমি খাদ্য দিতে পারি নি। শীতে গাত্রবস্ত্র দিতে পারি নি—আমি নিজে খেতে পাই নি, শুতে পাই নি—সে দুঃখ আমার বক্ষে সে রকম কখন বাজে নি বৎস, যেমন তোর দুঃখ তোর দৈন্য অবমাননা আমার বক্ষে বেজেছে! বৎস! প্রাণাধিক আমার, তোর পানে আজ চেয়ে দেখ্‌ছি, আর আমার মনে হচ্ছে আজ যে সংসারে আর কেউ নেই—কেবল তুই আর আমি আছি। আমার এত দুঃখ, আজ আমি কারাগারে বন্দী, তবু তোর মুখখানির পানে চাইলে সব দুঃখ ভুলে যাই।

দিলদারের প্রবেশ

দারা। কে তুমি?

দিলদার। আমি—এ—কি দৃশ্য!

দারা। কে তুমি?

দিলদার। আমি ছিলাম পূর্ব্বে সুলতান মোরাদের বিদূষক। এখন আমি সম্রাট ঔরংজীবের সভাসদ্।

দারা। এখানে কি প্রয়োজন?

দিলদার। প্রয়োজন কিছুই নাই। একবার দেখা কর্ত্তে এসেছি।

দারা। কেন যুবক ? আমাকে ব্যঙ্গ কর্ত্তে ? কর।

দিলদার। না যুবরাজ! আমি ব্যঙ্গ কর্ত্তে আসি নি। আর যদিই ব্যঙ্গ কর্ত্তে আসতাম, ত এ দৃশ্য দেখে সে ব্যঙ্গ গলে' অশ্রু হ'য়ে টস্ টস্ করে' মাটিতে পড়তো—এই দৃশ্য! সেই যুবরাজ দারা আজ এই! (ভগ্নস্বরে) ভগবান্!

দারা। এ কি যুবক! তোমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে যে—কাঁদ্‌ছো! কাঁদো!

দিলদার। না কাঁদ্‌বো না! এ বড় মহিমময় দৃশ্য!—একটা পর্ব্বত ভেঙে পড়ে' রয়েছে, একটা সমুদ্র শুকিয়ে গিয়েছে, একটা সূর্য্য মলিন হ'য়ে' গিয়েছে। ব্রহ্মাণ্ডের একদিকে সৃষ্টি আর একদিকে ধ্বংস হ'য়ে যাচ্ছে। সংসারেও তাই। এ একটা ধ্বংস—বিরাট, পবিত্র, মহিমময়!

দারা। তুমি একজন দার্শনিক দেখছি যুবক!

দিলদার। না যুবরাজ, আমি দার্শনিক নই, আমি বিদূষক, পারিষদ-পদে উঠেছি, দার্শনিক-পদে এখনও উঠি নি। তবে ঘাস খেতে খেতে মাঝে মাঝে এক একবার মুখ তুলে চাওয়ার নাম যদি দর্শন হয়, তা হ'লে আমি দার্শনিক! সাহাজাদা, মূর্খে ভাবে যে প্রদীপ জ্বলাই স্বাভাবিক, প্রদীপ নেভা অন্যায়; যে গাছ গজিয়ে ওঠাই উচিত, মরে' যাওয়া উচিত নয়; যে মানুষের সুখটি ঈশ্বরের কাছে প্রাপ্য, দুঃখটি তাঁর অত্যাচার; কিন্তু তা'রা একই নিয়মের দুইটি দিক্!

দারা। যুবক আমি তা ভাবি না—তবু—দুঃখে হাস্‌তে পারে কে? মর্ত্তে' চায় কে? আমি মর্ত্তে' চাই না!

দিলদার। যুবরাজ! আপনার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা আমি আজ রহিত করে' এসেছি। আপনি কারাগার হ'তে মুক্ত হ'তে চান যদি, আসুন তবে। আমার বস্ত্র পরিধান করুন—চলে' যান। কেউ সন্দেহ কর্ব্বে না। আসুন, দু'জনে বেশ পরিবর্ত্তন করি।

দারা। তার পরে তুমি!

দিলদার। আমি মর্ত্তে' চাই। মর্ত্তে আমার বড় আনন্দ! এ সংসারে কেউ নেই যে আমার জন্য শোক কর্ব্বে!

দারা। তুমি মর্ত্তে' চাও!!!

দিলদার। হাঁ, আমি মর্ব্বার একটা সুযোগ খুঁজছিলাম সাহাজাদা। মর্ত্তে' আমি বড় ভালবাসি। আপনার কাছে যে আজ কি কৃতজ্ঞ হ'লাম তা আর কি বলবো।

দারা। কেন?

দিলদার। মর্ব্বার একটা সুযোগ দেওয়ার জন্য। আসুন।

দারা। দয়াময়! এই-ই স্বর্গ! আবার কি!—না যুবক! আমি যাবো না।

দিলদার। কেন? মর্ব্বার এমন সুযোগও ভিক্ষা করে' পাবো না,

সাহাজাদা? পদধারণ

দারা। আমি তোমায় মর্ত্তে' দিতে পারি না। আর বিশেষতঃ এই বালককে ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না।

জিহন খাঁর প্রবেশ

জিহন। আর কোথাও যেতে হবে না। এই দারার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা।

দিলদার। সে কি!

জিহন। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হউন সাহাজাদা! ঘাতক উপস্থিত।

দিলদার। তবে সম্রাট্ মত বদলেছেন?

জিহন। হাঁ দিলদার! তুমি এখন অনুগ্রহ করে' বাহিরে যাও। আমাদের কার্য্য—আমরা করি।

দারা। ঔরংজীব তার প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যে নিশ্বাস ফেল্বার জন্য আমাকে আধকাঠা জমিও দিতে পারে না? আমি এই অধম কুঁড়ে ঘরে আছি, গায়ে এই ছেঁড়া ময়লা কাপড়, খাদ্য খান দুই পোড়া রুটি। তাও সে দিতে পারে না?

দিলদার। তুমি একটু অপেক্ষা কর জিহন আলি! আমি সম্রাটের আদেশ নিয়ে আসি।

জিহন। না দিলদার! সম্রাটের এই আজ্ঞা যে, আজই রাত্রিকালে সাহাজাদার ছিন্নমুণ্ড তাকে গিয়ে দেখাতে হবে।

দারা। আজই রাত্রে! এত শীঘ্র!—এ মুণ্ড তার চাই-ই! নৈলে তার নিদ্রায় ব্যাঘাত হচ্ছে—এ মুণ্ডের এত দাম আগে জান্তাম না।

জিহন। আজই রাত্রে আপনার মুণ্ড না নিয়ে যেতে পার্লে আমাদের প্রাণ যাবে।

দারা। ওঃ! তবে আর তুমি কি কর্ব্বে জিহন খাঁ। উত্তম! তবে আমায় বধ কর! যখন সম্রাটের আজ্ঞা।—আজ কে সম্রাট্, কে প্রজা!—হাসছো? —হাসো।

জিহন। আপনি প্রস্তুত?

দারা। প্রস্তুত বৈ কি! আর প্রস্তুত না হ'লেই বা তোমাদের কি যায় আসে। (দিলদারকে) একদিন এই জিহন আলি খাঁ-ই আমার কাছে করযোড়ে প্রাণভিক্ষা চেয়েছিল। আমি তা দিয়েছিলাম। আজ—বিধি!—তোমার রচনা-কৌশল—চমৎকার!

জিহন। সম্রাটের আজ্ঞা! কাজীর বিচার! আমি কি কর্ব্ব সাহাজাদা?

দারা। সম্রাটের আজ্ঞা! কাজীর বিচার! তা বটে! তুমি কি কর্ব্বে! যাও বন্ধু তোমার সঙ্গে আমার এই প্রথম আর এই শেষ দেখা।

দিলদার। পার্লাম না। রক্ষা কর্ত্তে পার্লাম না যুবরাজ! তবে এই বুঝি দয়াময়ের ইচ্ছা! বুঝ্‌তে পাচ্ছি না; কিন্তু বুঝি, এর একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে, এর একটা মহৎ পরিণাম আছে। নইলে এতখানি নির্ম্মমতা এতখানি পাপ কি

বৃথাই যাবে? জেনো যুবরাজ! তোমার মত বলির একটা প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। কি সে প্রয়োজন আমি তা বুঝ্‌ছি না; কিন্তু আছেই প্রয়োজন! হৃষ্টমনে প্রাণ বলি দাও।

দারা। নিশ্চয়ই, কিসের দুঃখ! একদিন ত যেতে হবেই! তবে দু'দিন আগে দু'দিন পিছে! আমি প্রস্তুত। আমায় বিদায় দাও বন্ধু! তোমার সঙ্গে এই ক্ষণমাত্রের দেখা; তুমি কে তা জানি না, তবু বোধ হচ্ছে যেন তুমি বহুদিনের পুরাতন বন্ধু।

দিলদার। তবে যান যুবরাজ! এখানে আমাদের শেষ দেখা।

প্রস্থান

দারা। এখন আমায় বধ কর—জিহন আলি!

জিহন। নাজীর!

দুইজন ঘাতকের প্রবেশ

জিহন সঙ্কেত করিল

দারা। একটু রোস। একবার—সিপার! সিপার!—না! কেন ডাকলাম!

সিপার। (উঠিয়া) বাবা!—একি! এরা কা'রা বাবা!—আমার ভয় কর্চ্ছে।

দারা। এরা আমায় বধ কর্ত্তে এসেছে। তোমার কাছে বিদায় নেবার জন্য তোমাকে জাগিইছি। আমাকে বিদায় দাও বৎস! (আলিঙ্গন) এখন যাও। জিহন খাঁ, তুমি বোধ হয় এত বড় পিশাচ নও যে আমার পুত্রের সম্মুখে আমায় বধ কর্ব্বে! একে অন্য ঘরে নিয়ে যাও।

জিহন। (একজন ঘাতককে) একে ঐ ঘরে নিয়ে যাও।

সিপার। (একজন ঘাতকের দ্বারা ধৃত হইয়া) না, আমি যাবো না। আমার বাবাকে বধ কর্ব্বে! কেন বধ কর্ব্বে! (ঘাতকের হাত ছাড়াইয়া আসিল) বাবা—আমি তোমায় ছেড়ে যাবো না।

এই বলিয়া সিপার সজোরে দারার পা জড়াইয়া ধরিল

দারা। আমায় জড়িয়ে ধরে কি কর্ব্বে বৎস। আঁকড়ে ধরে' কি আমাকে রক্ষা কর্ত্তে পার্ব্বে? যাও বৎস! এরা আমায় বধ কর্ব্বে। তুমি সে দৃশ্য দেখতে পার্ব্বে না।

ঘাতকদ্বয় চক্ষু মুছিতে লাগিল

জিহন। নিয়ে যাও।

ঘাতক পুনর্ব্বার সিপারকে হেঁচড়াইয়া লইয়া যাইতে আসিল

সিপার। (চীৎকার করিয়া) না, আমি যাবো না। আমি যাবো না—

এই বলিয়া সিপার সেই ঘাতকের হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল

দারা। দাঁড়াও। আমি ওকে বুঝিয়ে বল্‌ছি। তার পরে ও আর কোন আপত্তি কর্ব্বে না—ছেড়ে দাও।

ঘাতক তাহাকে ছাড়িয়া দিল। সিপার দারার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল

দারা। (সপারের হাত ধরিয়া) সিপার!

সিপার। বাবা!

দারা। সিপার—প্রিয়তম বৎস আমার! আমাকে বিদায় দে। তুই এতদিন এত দুঃখেও আমাকে ছাড়িস্ নি—হিমে, রৌদ্রে, অনশনে, অনিদ্রায় আমার সঙ্গে অরণ্যে, মরুভূমে বেড়িয়েছিস্—তবু আমাকে ছাড়িস্ নি। আমি যন্ত্রণায় অন্ধ হ'য়ে তোর বুকে ছুরি মার্ত্তে' গিয়েছিলাম, তবু আমায় ছাড়িস্ নি। আমায় প্রবাসে, যুদ্ধে, কারাগারে, প্রাণের মত বুকের মধ্যে শোণিতের সঙ্গে মিশে ছিলি, আমায় ছাড়িস্ নি! আজ তোর নিষ্ঠুর পিতা—(বলিতে বলিতে দারার স্বর ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার পরে বহুকষ্টে আত্মদমন করিয়া দারা কহিলেন)—তোর নিরষ্ঠুর পিতা আজ তোকে ছেড়ে যাচ্ছে।

সিপার। বাবা! মা গিয়েছেন—তুমিও—

ক্রন্দন

দারা। কি কর্ব্ব! উপায় নাই বৎস! আমার আজ মর্ত্তে' হবে। আমার দেহ ছেড়ে যেতে আজ আমার তত কষ্ট হচ্ছে না বৎস, তোকে ছেড়ে যেতে আজ আমার যে কষ্ট হচ্ছে। (চক্ষু মুছিলেন) যাও বৎস! এরা আমার বধ কর্ব্বে। সে বড় ভীষণ দৃশ্য। সে দৃশ্য তুমি দেখ্‌তে পার্ব্বে না!

সিপার। বাবা! আমি তোমাকে ছেড়ে যাবো—আমি যাবো না!

দারা। সিপার! কখনও তুমি আমার কথা অবাধ্য হও নি! কখনও ত—(চক্ষু মুছিলেন) যাও বৎস! আমার শেষ আজ্ঞা—আমার এই শেষ অনুরোধ রাখো। যাও—আমার কথা শুন্‌বে না? সিপার, বৎস! যাও।

সিপার নতমুখে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে দারা ডাকিলেন—'সিপার!' সিপার ফিরিল

দারা। একবার—শেষবার বুকে ধ'রে নেই। (বক্ষে আলিঙ্গন) ওঃ—এখন যাও বৎস!

সিপার মন্ত্রমুগ্ধবৎ নতমুখে একজন ঘাতকের সহিত কক্ষান্তরে চলিয়া গেল

দারা। (ঊর্দ্ধমুখে বক্ষে হাত দিয়া) ঈশ্বর! পূর্ব্বজন্মে কি মহাপাপ করেছিলাম! ওঃ যাক্, হয়ে'গিয়েছে। নাজীর তোমার কার্য্য কর।

জিহন। ঐ ঘরে নিয়ে গিয়ে কাজ শেষ করে' নিয়ে এসো, এখানে দরকার নাই।

ঘাতকদ্বয়ের সহিত দারা প্রস্থান করিলেন

জিহন। আমার প্রাণদাতার হত্যাটা সম্মুখে নাই দেখলাম।—ঐ কুঠারের শব্দ; ঐ মৃত্যুর আর্ত্তনাদ।

নেপথ্যে। ও! ও! ও!

জিহন। যাক্ সব শেষ!

সিপার! (কক্ষান্তর হইতে) বাবা! বাবা! (দরজা ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিতে লাগিল)

ঘাতক দারার ছিন্নমুণ্ড লইয়া পুনঃ প্রবেশ করিল

জিহন। দাও, মুণ্ড আমায় দাও। আমি সম্রাটের কাছে নিয়ে যাবো।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—দিল্লীর দরবার গৃহ। কাল—প্রাহ্ন

ময়ূর সিংহাসনে ঔরংজীব। সম্মুখে মীরজুমলা, শায়েস্তা খাঁ, যশোবন্ত সিংহ,
জয়সিংহ, দিলীর খাঁ ইত্যাদি

ঔরংজীব। আমি প্রতিজ্ঞামত মহারাজকে গুর্জ্জর প্রদেশ দিয়েছি।

যশোবন্ত। তার বিনিময়ে জাঁহাপনাকে আমি আমার সেনা-সাহায্য স্বেচ্ছায় দিতে এসেছি।

ঔরংজীব। মহারাজ যশোবন্ত সিংহ! ঔরংজীব দু'বার কাউকে বিশ্বাস করে না। তথাপি আমরা মহারাজ জয়সিংহের খাতিরে মাড়বার-রাজকে সম্রাটের রাজভক্ত প্রজা হ'বার দ্বিতীয় সুযোগ দিব।

জয়সিংহ। জাঁহাপনার অনুগ্রহ।

যশোবন্ত। জাঁহাপনা! আমি বুঝেছি; যে ছলেই হোক্ বা শক্তি-বলেই হোক, জাঁহাপনা যখন সিংহাসন অধিকার করে' সাম্রাজ্যে একটা শান্তিস্থাপন করেছেন, তখন কোনরূপে সে শান্তিভঙ্গ কর্ত্তে যাওয়া পাপ।

ঔরংজীব। আমি এ কথা মহারাজের মুখে শুনে সুখী হ'লাম। মহারাজকে এখন তবে আমাদের বন্ধুবর্গের মধ্যে গণ্য কর্ত্তে পারি বোধ হয়?

যশোবন্ত। নিশ্চয়।

ঔরংজীব। উত্তম মহারাজ!—উজীরসাহেব! সুলতান সুজা এখন আরাকানরাজার আশ্রয়ে?

মীরজুমলা। গোলাম তাঁকে আরাকানের সীমা পর্য্যন্ত প্রতাড়িত করে। রেখে এসেছে।

ঔরংজীব। উজীরসাহেব, আমরা আপনার বাহুবলের প্রশংসা করি।—সেনাপতি! কুমার মহম্মদকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করে' রেখে এসেছেন?

শায়েস্তা। খোদাবন্দ!

ঔরংজীব। বেচারী পুত্র! কিন্তু জহরৎ জানুক যে আমাদের কাছে এক নীতি। পুত্রমিত্র বিচার নাই।

জয়সিংহ। নিঃসন্দেহে জাঁহাপনা!

ঔরংজীব। হতভাগ্য দারার মৃত্যু আমাদের সমস্ত জয়কে ম্লান করে' দিয়েছে; কিন্তু ভাই, পুত্র যাউক, ধর্ম্ম প্রবল হউক।—ভাই মোরাদ গোয়ালিয়র দুর্গে কুশলে আছেন, সেনাপতি?

শায়েস্তা। খোদাবন্দ।

ঔরংজীব। মূঢ় ভাই! নিজের দোষে সাম্রাজ্য হারালে! আর আমি মক্কাযাত্রার মহাসুখে বঞ্চিত হলাম!—খোদার ইচ্ছা। দিলীর খাঁ! আপনি

কুমার সোলেমানকে কি রকমে বন্দী কর্লেন ?

দিলীর। জাঁহাপনা! শ্রীনগরের রাজা পৃথ্বীসিংহ কুমারকে সসৈন্যে আশ্রয় দিতে অস্বীকৃত হন। তা'তে কুমার আমাদের পরিত্যাগ কর্ত্তে বাধ্য হলেন। আমি তারপরেই জাঁহাপনার পত্র পেয়ে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে' জাঁহাপনার আদেশ মত বল্লাম যে, "কুমার সম্রাটের ভ্রাতষ্পুত্র, সম্রাট্ তাঁ'কে পুত্রবৎ স্নেহ করেন, তাঁ'কে সম্রাটের হস্তে সমর্পণ করায় ক্ষাত্রধর্ম্মের অন্যথা হবে না।" শ্রীনগরের রাজা প্রথমে কুমারকে আমার হস্তে অর্পণ করতে অস্বীকৃত হ'লেন। পরদিনই তিনি কুমারকে রাজ্য থেকে বিদায় দিলেন। কারণ বুঝ্লাম না।

ঔরংজীব। অভাগা কুমার! তার পর!

দিলীর। কুমার তিব্বত যাবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন; কিন্তু পথ না জানার দরুণ সমস্ত রাত্রি ঘুরে প্রভাতে আবার শ্রীনগরের প্রান্তে এসে উপস্থিত হন। তার পর আমি সসৈন্যে গিয়ে—তাঁ'কে বন্দী করি—এতে আমার যদি কোন অপরাধ হয়ে, থাকে, খোদা আমায় রক্ষা করুন! আমি ব্যক্তি বিশেষের ভৃত্য নহি। আমি সম্রাটের সৈন্যাধ্যক্ষ। সম্রাটের আজ্ঞাপালন কর্ত্তে আমি বাধ্য!

ঔরংজীব। তা'কে এখানে নিয়ে আসুন খাঁ সাহেব!

দিলীর। যে আজ্ঞে! প্রস্থান

ঔরংজীব। জিহন আলি খাঁকে নাগরিকগণ হত্যা করেছে মহারাজ?

জয়সিংহ। হাঁ খোদাবন্দ! শুন্লাম জিহন খাঁরই প্রজারা তা'কে হত্যা করেছে!

ঔরংজীব। পাপাত্মার সমুচিত দণ্ড খোদা দিয়েছেন!—এই যে কুমার!

সোলেমান সমভিব্যাহারে দিলীর খাঁর প্রবেশ

এই যে কুমার—কুমার সোলেমান!—কি কুমার! শির নত করে' রয়েছো যে?

সোলেমান। সম্রাট্—(বলিতে বলিতে স্তব্ধ হইলেন)

ঔরংজীব। বল, কি বল্ছিলে বল বৎস!—তোমার কোন ভয় নাই। তোমার পিতার মৃত্যুর আবশ্যক হয়েছিল। নহিলে—

সোলেমান। জাঁহাপনা, আমি আপনার কৈফিয়ৎ চাহি নাই। আর দিগ্বিজয়ী ঔরংজীবের আর কারো কাছে কৈফিয়ৎ দেবারও প্রয়োজন নাই। কে বিচার কর্ব্বে! আমাকে বধ করুন। জাঁহাপনার ছুরিতে যথেষ্ট ধার আছে, তা'তে বিষ মেশানোর প্রয়োজন কি!

ঔরংজীব। সোলেমান! আমরা তোমাকে বধ কর্ব্ব না। তবে—

সোলেমান। ও 'তবে' অর্থ জানি সম্রাট! মৃত্যুর চেয়ে ভীষণ একটা কিছু কর্ত্তে চান। সম্রাটের মনে যদি একটা নিষ্ঠুর কার্য্য কর্ব্বার প্রবৃত্তি জাগে, ত শত্রুর তার বাড়া আর কোন ভয় নেই; কিন্তু যদি দু'টো নিষ্ঠুর কার্য তাঁ'র মনে পড়ে, তবে যেটি বেশী নিষ্ঠুর সেইটেই ঔরংজীব কর্ব্বেন তা জানি। তাঁ'র প্রতিহিংসার চেয়ে তাঁর দয়া ভয়ঙ্কর। আদেশ করুন সম্রাট্—তবে—

ঔরংজীব। ক্রুদ্ধ হয়ো না কুমার।

সোলেমান। না! আর কেন—ওঃ। মানুষ এমন মৃদু কথা কৈতে পারে আর এত বড় দুরাত্মা হ'তে পারে!

ঔরংজীব। সোলেমান, তোমায় আমরা পীড়ন কর্ত্তে চাই না। তোমার কোন ইচ্ছা থাকে যদি ত বল। আমি অনুগ্রহ কর্ব্ব।

সোলেমান। আমার এক ইচ্ছা যে জাঁহাপনা, আমাকে যথাসাধ্য পীড়ন করুন। আমার পিতৃহন্তার কাছে আমি করুণার এক কণাও চাই না। সম্রাট্! মনে করে' দেখুন দেখি যে কি করেছেন? নিজের ভাইকে—একই মায়ের গর্ভের সন্তান, একই পিতার স্নেহসিক্ত নয়নের তলে লালিত, শিরায় একই রক্ত—যার চেয়ে সংসারে আপন আর কেউ নেই—সেই ভাইকে আপনি হত্যা করেছেন। যে শৈশবে ক্রীড়ার সঙ্গী, যৌবনে স্নেহময় সহপাঠী; যার প্রতি কেউ রোষকটাক্ষ কর্লে সে কটাক্ষ নিজের বক্ষে বজ্রসম বাজা উচিত; যাকে আঘাত থেকে রক্ষা কর্ব্বার জন্য নিজের বুক এগিয়ে দেওয়া উচিত; তাকে—তাকে আপনি হত্যা করেছেন। আর এ এমন ভাই! আপনি চাইলে এ সাম্রাজ্য আপনাকে যিনি এক মুঠো ধূলার মত ফেলে দিতে পার্ত্তেন, যিনি আপনার কোন অনিষ্ট করেন নি, যাঁর একমাত্র অপরাধ যে তিনি সর্ব্বজনপ্রিয়—এমন ভাইকে আপনি হত্যা করেছেন। পরকালে যখন তাঁ'র সঙ্গে দেখা হবে, তাঁ'র মুখপানে চাইতে পার্ব্বেন?—হিংস্র! পিশাচ! শয়তান!—তোমার অনুগ্রহে আমি পদাঘাত করি!

ঔরংজীব। তবে তাই হোক্। আমি তোমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলাম!—নিয়ে যাও। (অবতরণ) আল্লার নাম কর সোলেমান!

বালকবেশিনী জহরৎ উন্নিসার প্রবেশ

জহরৎ। আল্লার নাম কর ঔরংজীব!

সোলেমান তাহার হাত ধরিলেন

সোলেমান। এ কে? জহরৎ উন্নিসা!!!

জহরৎ। ছেড়ে দাও। কে তুমি? পাপাত্মাকে আমি বধ কর্ব্বো। ছেড়ে দাও—দাও!!

সোলেমান। সে কি জহরৎ! ক্ষান্ত হও—হত্যার প্রতিশোধ হত্যা নয়। পাপে পুণ্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। আমি পার্ত্তাম ত সম্মুখ যুদ্ধে এর শির নিতাম; কিন্তু হত্যা— মহাপাপ।

জহরৎ। ভীরু সব! পিতার কুলাঙ্গার পুত্রগণ! চলে' যাও! আমি আমার পিতার বধের প্রতিশোধ নেবো! ছেড়ে দাও, ঐ—ভণ্ড দস্যু, ঘাতক—

মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন

ঔরংজীব। মহৎ উদার যুবক!—যাও তোমায় আমি বধ কর্ব্ব না। শায়েস্তা

খাঁ একে গোয়ালিয়র দুর্গে নিয়ে যাও।—আর দারার কন্যাকে আমার পিতার নিকটে আগ্রার প্রাসাদ দুর্গে নিয়ে যাও।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—আরাকান-রাজপ্রাসাদ। কাল—রাত্রি

সুজা ও পিয়ারা

সুজা। নিয়তি আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে এসে শেষে যে এই বন্য আরাকানের রাজার আশ্রয়ে এনে ফেল্‌বে তা কে জান্‌তো!

পিয়ারা। আবার কোথায় যে নিয়ে যাবে তাই বা কে জানে?

সুজা। বন্য রাজা কি রটিয়েছে জানো?

পিয়ারা। কি! খুব জাঁকালো রকম কিছু একটা নিশ্চয়। শীঘ্র বল কি রটিয়েছে? শুনবার জন্য হাঁপিয়ে ম'রে যাচ্ছি!

সুজা। বর্ব্বর রটিয়েছে যে আমি চল্লিশ জন অশ্বারহী নিয়ে এসেছি—আরাকান জয় কর্ত্তে।

পিয়ারা। বিশ্বাস কি!—শুনেছি ব্যক্তিয়ার খিলিজি সতের জন অশ্বারোহী নিয়ে বাঙ্গালা দেশ জয় করেছিলেন।

সুজা। অসম্ভব! ওটা কেউ বিদ্বেষবশে রটিয়েছে নিশ্চয়। আমি বিশ্বাস করি না।

পিয়ারা। তাতে ভারি যায় আসে।

সুজা। পিয়ারা! রাজা কি আজ্ঞা দিয়েছে জানো? রাজা আমাদের কাল প্রভাতে এখান থেকে চলে' যেতে আজ্ঞা দিয়েছে।

পিয়ারা। কোথায়? নিশ্চয় তিনি আমাদের খুব একটা ভাল স্বাস্থ্যকর জায়গার বন্দোবস্ত করেছেন?

সুজা। পিয়ারা তুমি কি কঠিন ঘটনার রাজ্যে একবার ভুলেও এসে নাম্‌বে না! এতেও পরিহাস!

পিয়ারা। এতে পরিহাস কর্ত্তে নেই বুঝি? আগে বল্‌তে হয়। আচ্ছা, এই নেও গম্ভীর হচ্ছি।

সুজা। হাঁ গম্ভীর হ'য়ে শোনো! আর এক কথা শুন্‌বে? শোনো যদি, চোখ ঠিক্‌রে বেরিয়ে আস্‌বে, ক্রোধে কণ্ঠরোধ হবে, সর্ব্বাঙ্গে আগুন ছুট্‌বে।

পিয়ারা। ও বাবা!

সুজা। তবে বলি শোনো!—দুরাত্মা আমাদের আশ্রয়দানের মূল্য স্বরূপ কি চায় জানো? সে তোমাকে চায়!—কি, স্তব্ধ হয়ে' রৈলে যে, কর পরিহাস।

পিয়ারা। নিশ্চয়। আমার রাজার প্রতি ভক্তি বেড়ে গেল। এই রাজা সমজদার বটে।

সুজা। পিয়ারা! ও রকম ক'রো না। আমি ক্ষেপে যাবো। এটা তোমার কাছে পরিহাস হ'তে পারে, কিন্তু এ আমার কাছে মর্ম্মশেল।—পিয়ারা! তুমি আমার কে তা জানো?

পিয়ারা। স্ত্রী বোধ হয়!

সুজা। না। তুমি আমার রাজ্য, সম্পৎ, সর্ব্বস্ব—ইহকাল পরকাল! আমি রাজ্য হারিয়েছি—কিন্তু এতদিন তার অভাব অনুভব করি নি— আজ কর্‌লাম।

পিয়ারা। কেন?

সুজা। যা আমার কাছে জীবন-মরণের কথা, তাই নিয়ে তুমি পরিহাস কর্চ্ছ!

পিয়ারা। না, এ বড় বাড়াবাড়ি; দোজপক্ষে অনেকে বিয়ে করে; কিন্তু তোমার মত কেউ উচ্ছন্ন যায় নি।

সুজা। না। আমি বুঝেছি! তুমি শুধু মুখে পরিহাস কর্চ্ছ; কিন্তু অন্তরে অন্তরে গুম্‌রে মরে' যাচ্ছো! তোমার মুখে হাসি চোখে জল।

পিয়ারা। ধরেছ! না! কে বল্লে আমার চোখে জল! এই নাও, (চক্ষু মুছিলেন) আর নাই।

সুজা। এখন কি কর্ব্বে ভেবেছো?

পিয়ারা। আমায় বেচে দাও।

সুজা। পিয়ারা! যদি আমাকে ভালোবাসো ত ও মারাত্মক পরিহাস রেখে দাও। শোন—আমি কি কর্ব্ব জানো?

পিয়ারা। না।

সুজা। আমিও জানি না! ঔরংজীবের দ্বারস্থ হব?—না। তার চেয়ে মৃত্যু ভালো। কি! কথা কচ্ছ না যে পিয়ারা!

পিয়ারা। ভাব্‌ছি!

সুজা। ভাবো।

পিয়ারা। (ক্ষণেক ভাবিয়া) কিন্তু পুত্র কন্যারা?

সুজা। কি?

পিয়ারা। কিছু না।

সুজা। আমি কি কর্ব্ব জানো?

পিয়ারা। না।

সুজা। বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না! আত্মহত্যা কর্ত্তে ইচ্ছা হয়—তবে তোমাকে ছেড়ে যেতে পারি না।

পিয়ারা। আর আমি যদি সঙ্গে যাই?

সুজা। সুখে মর্ত্তে' পারি।—না, আমার জন্য তুমি মর্ত্তে' যাবে কেন!

পিয়ারা। না তাই হোক্।—কাল প্রভাতে আমাদের নির্ব্বাসন নয়। কাল যুদ্ধ হবে। এই চল্লিশজন অশ্বারোহী নিয়েই এই রাজ্য আক্রমণ কর; করে'

বীরের মত মর। আমি তোমার পাশে দাঁড়িয়ে মর্ব্ব! আর পুত্র কন্যারা—তা'রা নিজের মর্য্যাদা নিজে রক্ষা কর্ব্বে আশা করি।—কি বল?

সুজা। বেশ; কিন্তু তাতে কি লাভ হবে?

পিয়ারা। তদ্ভিন্ন উপায় কি! তুমি মরে' গেলে আমাকে কে রক্ষা কর্ব্বে! আজ তুমি এতদিন বীরের মত জীবন ধারণ করেছো, বীরের মত মর। এই বন্য রাজাকে এই ঘৃণ্য প্রস্তাব করার যোগ্য প্রতিফল দাও।

সুজা। সেই ভালো। কাল তবে দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মর্ব্ব।

পিয়ারা। তবে আমাদের ইহ জীবনের এই শেষ মিলন রাত্রি?

সুজা। আজ তবে হাসো, কথা কও, গাও—যা দিয়ে আমাকে এতদিন ছেয়ে দিতে, ঘিরে বসে' থাকতে! একবার শেষবার দেখে নেই, শুনে নেই। তোমার বীণাটি পাড়ো! গাও—স্বর্গ মর্ত্ত্যে নেমে আসুক! ঝঙ্কারে আকাশ ছেয়ে দাও। তোমার সৌন্দর্য্যে একবার এ অন্ধকারকে ধাঁধিয়ে দাও দেখি। তোমার প্রেমে আমাকে আবৃত করে' দাও। রোস, আমি আমার অশ্বারোহীদের বলে' আসি। আজ সারা রাত্রি ঘুমাবো না।

প্রস্থান

পিয়ারা। মৃত্যু! তাই হোক্! মৃত্যু—যেখানে সব ঐহিক আশার শেষ, সুখ-দুঃখের সমাধি; মৃত্যু—যে গাঢ় নিদ্রা আর এখানে জাগে না, যে অন্ধকার এখানে আর প্রভাত হয় না; যে স্তব্ধতা এখানে আর ভাঙ্গে না। মৃত্যু—মন্দ কি! একদিন তো আছেই। তবে দিন থাক্‌তে মরা ভালো। আজ তবে এই রূপ নির্ব্বাণোন্মুখ শিখার মত উজ্জ্বলতম প্রভায় জ্বলে' উঠুক; এই গান তারস্বরে আকাশে উঠে নক্ষত্ররাজ্য লুঠে নিক; আজিকার সুখ বিপদের মত কেঁপে উঠুক, আনন্দ দুঃখের মত কেঁপে উঠুক, সমস্ত জীবন একটি চুম্বনে মরে' যাক্! আজ আমাদের শেষ মিলন-রাত্রি।

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—আগ্রার সাজাহানের প্রাসাদ-কক্ষ। কাল—রাত্রি

বাহিরে ঝটিকা বৃষ্টি বজ্র ও বিদ্যুৎ

সাজাহান ও জহরৎ উন্নিসা

সাজাহান। কা'র সাধ্য দারাকে হত্যা করে? আমি সম্রাট্‌ সাজাহান, স্বয়ং তা'কে পাহারা দিচ্ছি! কা'র সাধ্য!—ঔরংজীব?—তুচ্ছ! আমি যদি চোখ রাঙাই, ঔরংজীব ভয়ে কাঁপবে। আমি যদি বলি ঝড় উঠুক; ত ঝড় ওঠে; যদি বলি যে বাজ পড়ুক, ত বাজ পড়ে।

মেঘগর্জ্জন

জহর। উঃ কি গর্জ্জন! বাহিরে পঞ্চভূতের যুদ্ধ বেধে গিয়েছে। আর ভিতরে এই অর্দ্ধোন্মাদ পিতামহের মনের মধ্যে সেই যুদ্ধ চলেছে। (মেঘগর্জ্জন) ঐ আবার!

সাজাহান। অস্ত্র নাও, অস্ত্র নাও! অসি, ভল্ল, তীর, কামান নিয়ে ছোটো। তা'রা আস্‌ছে।—তা'রা আস্‌ছে।—যুদ্ধ কর্ব্ব! রণবাদ্য বাজাও! নিশান উড়াও!—ঐ তা'রা আস্‌ছে। দূর হ, রক্তলোলুপ শয়তানের দূত! আমায় চিনিস্ না। আমি সম্রাট্ সাজাহান। সরে দাঁড়া।

জহরৎ। ঠাকুর্দ্দা, উত্তেজিত হবেন না। চলুন, আপনাকে শুইয়ে রেখে আসি।

সাজাহান। না! আমি সরে' গেলেই তা'রা দারাকে বধ কর্ব্বে।—কাছে আসিস্ না খবর্দ্দার!

জহরৎ। ঠাকুর্দ্দা—

সাজাহান। কাছে আসিস্ না। তোদের নিশ্বাসে বিষ আছে, সে নিশ্বাস বদ্ধ জলার বাতাসের চেয়ে বিষাক্ত, পচা হাড়ের চেয়ে দুর্গন্ধ! আর এক পা এগোস্‌নে বলছি।

জহরৎ। ঠাকুর্দ্দা! রাত্রি গভীর। শোবেন আসুন।

জাহানারার প্রবেশ

জাহানারা। কি করুণ দৃশ্য! পিতৃহারা বালিকা পুত্রহারা বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। অথচ তা'র নিজের বুকের মধ্যে ধুধু করে' আগুন জলে যাচ্ছে। কি করুণ! দেখে যাও ঔরংজীব! তোমার কীর্ত্তি দেখে যাও!

জহরৎ। পিসীমা! তুমি উঠে এলে যে?

জাহানারা। মেঘের গর্জ্জনে ঘুম ভেঙ্গে গেল!—বাবা আবার উন্মাদের মত বক্‌ছেন?

জহরৎ। হাঁ পিসীমা।

জাহানারা। ঔষধ দিয়েছ?

জহরৎ। দিয়েছি; কিন্তু এবার জ্ঞান হ'তে বিলম্ব হচ্ছে কেন জানি না।

সাজাহান। কে কর্লে! কে কর্লে!

জহরৎ। কি ঠাকুর্দ্দা!

সাজাহান। মেরেছে! মেরেছে! ঐ রক্ত ছুটে বেরোচ্ছে! ঘর ভেসে গেল!—দেখি! (ছুটিয়া গিয়া দারার কল্পিত-রক্তে হস্ত দু'খানি মাখিয়া) এখনও গরম—ধোঁয়া উঠ্‌ছে!

জাহানারা। বাবা! এত রাত্রি হয়েছে, এখনও শো'ন্ নি?

সাজাহান। ঔরংজীব! আমার পানে তাকিয়ে হাস্‌ছো! হাস্‌ছো!—না দুরাত্মা! তোমায় শাস্তি দিব। দাঁড়া ঘাতক! হাত যোড় করে' দাঁড়া! কি! ক্ষমা চাচ্ছিস্?—ক্ষমা! ক্ষমা নাই। আমার পুত্র বলে' ক্ষমা কর্ব্ব ভেবেছিস?—না! তোকে তুষানলে দগ্ধ কর্ব্বার আজ্ঞা দিলাম! যাও, নিয়ে যাও।

জাহানারা। বাবা, শো'ন্ গে যান্!

জহরৎ। আসুন দাদা আমার!

হাত ধরিলেন

সাজাহান। কি মমতাজ! তুমি ওর হ'য়ে ক্ষমা চাচ্ছ! না আমি ক্ষমা কর্ব্ব না। বিচার করেছি। দারাকে মেরেছে।

জাহানারা। না বাবা, মারে নি। ঘুমোন্ গে যান্!

সাজাহান। মারে নি? মারে নি—সত্য, মারে নি? তবে এ কি দেখ্‌লাম! স্বপ্ন?

জাহানারা। হাঁ বাবা স্বপ্ন।

সাজাহান। তবু ভালো; কিন্তু বড় দুঃস্বপ্ন! যদি সত্য হয়!—কি জহরৎ! কাঁদছিস্ যে!—তবে এ স্বপ্ন নয়? স্বপ্ন নয়!—ও হো—হো—হো—হো!

মেঘগর্জ্জন

জহরৎ। একি হচ্ছে বাইরে! আজ রাত্রিই কি পৃথিবীর শেষ রাত্রি!—সব ক্ষেপে গিয়েছে, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মাটি—সব ক্ষেপে গিয়েছে!—উঃ কি ভয়ঙ্কর রাত্রি!

সাজাহান। এ সব কি জাহানারা?

জাহানারা। বাবা! রাত্রি গভীর! ঘুমোন্! আপনি ত উন্মাদ নন।

সাজাহান। না, আমি উন্মাদ নই। বুঝ্‌তে পেরেছি, বুঝ্‌তে পেরেছি!—বাইরে ও সব কি হচ্ছে জাহানারা?

জাহানারা। বাইরে একটা প্রলয় বহে' যাচ্ছে। ঐ—শুনুন বাবা—মেঘের গর্জ্জন! ঐ শুনুন—বৃষ্টির শব্দ। ঐ শুনুন বাতাসের হুঙ্কার! মুহুর্ম্মুহুঃ বজ্রধ্বনি হচ্ছে। বৃষ্টি জলপ্রপাতের মত নেমে আস্‌ছে। আর ঝঞ্ঝা সেই বৃষ্টির ধারা মুখে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

সাজাহান। দে বেটারা! খুব দে, খুব দে! পৃথিবী নীরব হয়ে' সব সহ্য কর্ব্বে। ও তোদের জন্ম দিয়েছিল কেন!—ও তোদের বুকে করে' মানুষ করেছিল কেন! তোরা বড় হয়েছিস্! আর মান্‌বি কেন!—ওর যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। দে বেটারা। কি কর্ব্বে ও? রাশি রাশি গৈরিক জ্বালা উদ্বমন কর্ব্বে? করুক, সে গৈরিক জ্বালা আকাশে উঠে দ্বিগুণ জোরে তারই বুকে এসে লাগবে। সে সমুদ্র তরঙ্গ তুলে ক্রোধে ফুলে উঠ্‌বে! উঠুক, সে তরঙ্গ তার নিজের বক্ষের উপরেই দীর্ঘশ্বাসে ছড়িয়ে পড়বে; তার অন্তর্নিরুদ্ধ বাষ্পে সে ভূমিকম্পে কেঁপে উঠ্‌বে? কিছু ভয় নেই! তাতে সে নিজেই ফেটে যাবে। তোদের কিছু কর্ত্তে পার্ব্বে না—অথর্ব্ব বুড়ী বেটী! ও বেটী কেবল শস্য দিতে পারে, বারি দিতে পারে, পুষ্প দিতে পারে। আর কিছু পারে না। দে, ওর বুকের উপর দিয়ে দলে' দলে' চষে' দিয়ে যা! ও কিছু কর্ত্তে পার্ব্বে না—দে

বেটারা!—মা, একবার গর্জ্জে' উঠ্‌তে পারো মা? প্রলয়ের ডাকে ডেকে, শত সূর্য্যের প্রভায় জ্বলে উঠে, ফেটে চৌচির হয়ে—মহাশূন্যের মধ্যে দিয়ে একবার ছুটকে যেতে পারো মা—দেখি, ওরা কোথায় থাকে?

দন্তঘর্ষণ

জাহানারা। বাবা! বৃথা এই ক্রোধে কি হবে! শোবেন আসুন।

সাজাহান। সত্য মা—বৃথা! বৃথা! বৃথা!

মেঘগর্জ্জন

জহরৎ। উঃ! কি রাত্রি পিসীমা! উঃ কি ভয়ঙ্কর!

সাজাহান। ইচ্ছা কর্চ্ছে জাহানারা, যে এই রাত্রির ঝড় বৃষ্টি অন্ধকারের মাঝখান দিয়ে একবার ছুটে বেরোই। আর এই সাদা চুল ছিঁড়ে, এই বাতাসে উড়িয়ে এই বৃষ্টিতে ভাসিয়ে দিই। ইচ্ছা কর্চ্ছে যে আমার বুকখানা খুলে বজ্রের সম্মুখে পেতে দিই। ইচ্ছা কর্চ্ছে যে এখান থেকে আমার আত্মাকে টেনে ছিঁড়ে বা'র করে' তা ঈশ্বরকে দেখাই! ঐ আবার গর্জ্জন!—মেঘ! বার বার কি নিষ্ফল গর্জ্জন কর্চ্ছ? তোমার আঘাতে পৃথিবীর বক্ষ খান খান করে' দিতে পারো? অন্ধকার? কি অন্ধকার হয়েছো! তোমার পিছনে ঐ সূর্য্য, নক্ষত্র-গুলোকে একেবারে গিলে খেয়ে ফেল্‌তে পারো?

মেঘগর্জ্জন

জাহানারা। ঐ আবার!

তিনজনে একত্রে। উঃ কি রাত্রি!

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—গোয়ালিয়র দুর্গ। কাল—প্রভাত

সোলেমান ও মহম্মদ

সোলেমান। শুনেছো মহম্মদ! বিচারে কাকার প্রাণদণ্ড হয়েছে।

মহম্মদ। বিচারে নয় দাদা, বিচারের নামে। এক ব্যক্তি ছিলেন এই কাকা! আজ তাঁ'রও শেষ হ'লো!

সোলেমান। মহম্মদ! তোমার শ্বশুরের কিসে মৃত্যু হয়?

মহম্মদ। ঠিক জানি না। কেউ বলে তিনি সস্ত্রীক জলমগ্ন হ'ন। কেউ বলে তিনি সস্ত্রীক যুদ্ধে নিহত হ'ন। পুত্রকন্যারা আত্মহত্যা করে।

সোলেমান। তা হ'লে তাঁর পরিবারের আর কেউ রৈল না।

মহম্মদ। না।

সোলেমান। তোমার স্ত্রী শুনেছে?

মহম্মদ। শুনেছে। কাল সারারাত্রি কেঁদেছে; ঘুমায় নি।

সোলেমান। মহম্মদ! তোমার এত বড় দুঃখ! সৈতে পাচ্ছ´?

মহম্মদ। আর তোমার এ বড় সুখ! পিতামাতার উদ্দেশে বেরিয়েছিলে; আর দেখা হ'লো না।

সোলেমান। আবার সে কথা মনে করিয়ে দিচ্ছ! মহম্মদ, তুমি এত নিষ্ঠুর!—তোমার পিতা কি তোমাকে এখানে পাঠিয়েছেন, আমাকে নিত্য এই রকম দগ্ধ কর্ত্তে। কোথায় আমায় সান্ত্বনা দেবে—

মহম্মদ। দাদা! যদি এই বক্ষের রক্ত দিলে তোমার কিছুমাত্র সান্ত্বনা হয় ত বল আমি ছুরি এনে এইক্ষণেই আমার বুকে বসিয়ে দিই।

সোলেমান। সত্য বলেছো মহম্মদ! এ দুঃখে সান্ত্বনা নাই। যদি সম্পূর্ণ বিস্মৃতি এনে দিতে পারো, যদি অতীত একেবারে লুপ্ত করে' দিতে পারো—দাও।

মহম্মদ। এমন কোন এক ঔষধ নাই কি দাদা! এমন একটা বিষ নাই যে—

সোলেমান। ঐ দেখ মহম্মদ! সিপারকে দেখ!

সেতুর উপর সিপারের প্রবেশ

সোলেমান। ঐ দেখ বালককে—আমার ছোট ভাই সিপারকে দেখ। দেখ ঐ মূক স্থিরমূর্ত্তি। বুকের উপর বাহু বদ্ধ করে' এক দৃষ্টে দূর শূন্যের দিকে চেয়ে আছে—নির্ব্বাক্! এমন ভয়ানক করুণ দৃশ্য কখনো দেখেছো মহম্মদ?—এর পরে আর নিজের দুঃখের কথা ভাব্‌তে পারো?

মহম্মদ। উঃ কি ভয়ানক!—সত্য বলেছো! আমাদের দুঃখ উচ্চারণ করা যায়; কিন্তু এ দুঃখ বাক্যের অতীত। বালক যখন কাঁদে তখন যদি কাছে একটা ভীষণ আর্ত্তনাদ উঠে, অমনি বালকের ক্রন্দন ভয়ে থেমে যায়। তেমনই আমাদের দুঃখ এর কাছে ভয়ে নীরব হ'য়ে যায়।

সোলেমান। ঐ দেখ চক্ষু দু'টি মুদ্রিত করে' দুই হস্ত মর্দ্দন কর্চ্ছে! যেন যন্ত্রণায় হাহাকার কর্ত্তে চাচ্ছে, তবু বাক্‌স্ফূর্ত্তি হচ্ছে না—সিপার! সিপার! ভাই!

সিপার একবার সোলেমানের দিকে চাহিয়া পরে চলিয়া গেল

মহম্মদ। দাদা!

সোলেমান। মহম্মদ!

মহম্মদ। আমায় ক্ষমা কর।

সোলেমান। তোমার দোষ কি!

মহম্মদ। না দাদা, আমায় ক্ষমা কর! এত পাপের ভার পিতা সৈতে পার্ব্বে না। তাই তার অর্দ্ধেক ভার আমি নিজের ঘাড়ে নিলাম! আমি ঘোরতর পাপী! আমায় ক্ষমা কর।

জানু পাতিলেন

সোলেমান। ওঠো ভাই! মহৎ, উদার, বীর! তোমায় ক্ষমা কর্ব্ব আমি! তুমি যা সইছ, স্বেচ্ছায় ধর্ম্মের জন্য সইছ! আমি শুধু হতভাগ্য।

মহম্মদ। তবে বল আমার প্রতি তোমার কোনও বিদ্বেষ নাই। ভাই বলে' আমায় আলিঙ্গন কর।

সোলেমান। ভাই আমার!

আলিঙ্গন

মহম্মদ। ঐ দেখ তা'রা কাকাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে!

সোলেমান সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন—সেতুর উপরে প্রহরীগণ-বেষ্টিত মোরাদ প্রবেশ করিলেন

মোরাদ। (উচ্চৈঃস্বরে) আল্লা! আমার পাপের শাস্তি আমি পাচ্ছি। দুঃখ নাই; কিন্তু ঔরংজীব বাদ যায় কেন?

নেপথ্যে। কেউ বাদ যাবে না! নিক্তির ওজনে ফিরে যাবে!

সোলেমান। ও কা'র স্বর?

মহম্মদ। আমার স্ত্রীর।

নেপথ্যে। তা'র যে শাস্তি আস্‌ছে, তা'র কাছে তোমার এ শাস্তি ত পুরস্কার।—কেউ বাদ যাবে না। কেউ বাদ যায় না।

মোরাদ। (সোল্লাসে) তা'রও শাস্তি হবে! তবে আমায় বধ্যভূমিতে নিয়ে চল! আর দুঃখ নাই—

সপ্রহরী মোরাদ চলিয়া গেলেন

সোলেমান। মহম্মদ! এ কি! তুমি যে একদৃষ্টে ওদিকে চেয়ে রয়েছো? কি দেখ্‌ছো?

মহম্মদ। নরক। এ ছাড়া কি আরো একটা নরক আছে? সে কি রকম খোদা?

স্থান—ঔরংজীবের বহিঃকক্ষ। কাল—দ্বিপ্রহর রাত্রি

ঔরংজীব একাকী

ঔরংজীব। যা করেছি ধর্ম্মের জন্য। যদি অন্য উপায়ে সম্ভব হোত— (বাহিরের দিকে চাহিয়া) উঃ কি অন্ধকার!—কে দায়ী? আমি! এ বিচার, ও কি শব্দ? না বাতাসের শব্দ!—এ কি! কোন মতেই এ চিন্তাকে মন থেকে দূর কর্ত্তে পার্চ্ছি না। রাত্রে তন্দ্রায় ঢুলে পড়ি, কিন্তু নিদ্রা আসে না, (দীর্ঘনিশ্বাস) উঃ কি স্তব্ধ! এত স্তব্ধ কেন! (পরিক্রমণ; পরে সহসা দাঁড়াইয়া) ও কি! আবার সেই দারার ছিন্ন শির?—সুজার রক্তাক্ত দেহ!

মোরাদের কবন্ধ! যাও সব। আমি বিশ্বাস করি না। ঐ তা'রা আবার আমায় ঘিরে নাচ্‌ছে!—কে তোমরা? জ্যোতির্ম্ময়ী ধূমশিখার মত মাঝে মাঝে আমার জাগ্রত তন্দ্রায় এসে দেখা দিয়ে যাও।—চলে যাও—ঐ মোরাদের কবন্ধ আমায় ডাকছে; দারারও মুণ্ড আমার পানে একদৃষ্টে চেয়ে আছে; সুজা হাস্‌ছে—এ কি সব—ওঃ! (চক্ষু ঢাকিলেন; পরে চাহিয়া) যাক্! চলে গিয়েছে!—উঃ—দেহে দ্রুত রক্তস্রোত বইছে! মাথার উপর যেন পর্ব্বতের ভার।

দিলদারের প্রবেশ

ঔরংজীব। (চমকিয়া) দিলদার?

দিলদার। জাঁহাপনা!

ঔরংজীব এ সব কি দেখলাম?—জানো?

দিলদার। বিবেকের যবনিকার উপর উত্তপ্ত চিন্তার প্রতিচ্ছবি।—তবে আরম্ভ হয়েছে?

ঔরংজীব। কি?

দিলদার। অনুতাপ! জানতাম, হতেই হবে! এত বড় অস্বাভাবিক আচরণ—নিয়মের এত বড় ব্যতিক্রম—প্রকৃতির কি বেশী দিন সয়? সয় না?

ঔরংজীব। নিয়মের কি ব্যতিক্রম দিলদার?

দিলদার। এই বৃদ্ধ পিতাকে কারারুদ্ধ করে' রাখা! জানেন জাঁহাপনা, আপনার পিতা আপনার নির্ম্মমতায় আজ উন্মাদ!—তার উপর উপর্য্যুপরি এই ভ্রাতৃহত্যা! এত বড় পাপ কি অমনি যাবে?

ঔরংজীব। কে বলে আমি ভ্রাতৃহত্যা করেছি? এ কাজীর বিচার!

দিলদার। চিরকালটা পরকে ছলনা করে' কি জাঁহাপনার বিশ্বাস জন্মেছে যে নিজেকে ছলনা কর্ত্তে পারেন? সেইটেই সকলের চেয়ে শক্ত! ভাইকে টুঁটি টিপে মেরে ফেলতে পারেন, কিন্তু বিবেককে শীঘ্র টুঁটি টিপে মার্‌তে পারেন না! হাজার তার গলা চেপে ধরুন, তবু তার নিম্ন, গভীর আচ্ছাদিত ভগ্নধ্বনি—হৃদয়ের মধ্যে থেকে থেকে বেজে উঠ্‌বে—এখন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুন।

ঔরংজীব। যাও তুমি এখান থেকে! কে তুমি দিলদার যে ঔরংজীবকে উপদেশ দিতে এসেছো?

দিলদার। কে আমি ঔরংজীব? আমি মির্জ্জা মহম্মদ নিয়ামৎ খাঁ!

ঔরংজীব। নিয়ামৎ খাঁ হাজী!—এসিয়ার বিজ্ঞতম সুধী নিয়ামৎ খাঁ!

দিলদার। হাঁ ঔরংজীব। আমি সেই নিয়ামৎ খাঁ; শোনো, আমি রাজনীতিক অভিজ্ঞতা লাভের জন্য এসে ঘটনাচক্রে এই পারিবারিক বিগ্রহের আবর্ত্তের মধ্যে পড়েছিলাম। সেই অভিজ্ঞতা লাভের জন্য জঘন্য বিদূষক সেজেছি, একবার একটা সামান্য চাকুরীতেও নেমেছি; কিন্তু যে অভিজ্ঞতা নিয়ে আজ এখান থেকে বেরোচ্ছি—মনে হয় যে সেটুকু না নিয়ে গেলে ছিল ভালো।

ঔরংজীব! ভেবেছিলে যে আমি তোমার রৌপ্যের জন্য এতদিন তোমার দাসত্ব কর্চ্ছিলাম? বিদ্যার এখনও এ তেজ আছে যে সে ঐশ্বর্য্যের মস্তকে পদাঘাত করে। আমি চল্লাম সম্রাট্!

গমনোদ্যত

ঔরংজীব। জনাব!

দিলদার। না, আমায় ফেরাতে পার্ব্বে না ঔরংজীব!—আমি চল্লাম। তবে একটা কথা বলে যাই। মনে ভাব্‌ছো যে এই জীবন-সংগ্রামে তোমার জয় হয়েছে? না, এ তোমার জয় নয় ঔরংজীব! এ তোমার পরাজয়। বড় পাপের বড় শাস্তি!—অধঃপতন। তুমি যত ভাব্‌ছো উঠ্‌ছো সত্যসত্য তুমি ততই পড়ছো। তারপর যখন তোমার যৌবনের নেশা ছুটে যাবে, যখন সাদা চোখে দেখবে, যে নিজের আর স্বর্গের মধ্যে কি মহা ব্যবধান খনন করেছো, তখন তার পানে চেয়ে তুমি শিউরে উঠ্‌বে। মনে রেখো।

প্রস্থান

ঔরংজীব নতশিরে বিপরীত দিকে চলিয়া গেলেন

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—আগ্রার প্রাসাদ-অলিন্দ। কাল—অপরাহ্ন

জাহানারা, জহরৎ উন্নিসা বসিয়া গল্প করিতেছিলেন

জাহানারা। জহরৎ উন্নিসা! ঔরংজীবের মত এমন সৌম্য, সহাস্য, মনোহর পাষণ্ড দেখেছো কি মা!

জহরৎ। না। আমার একটা ভয় হয় পিসীমা! ভিতরে এত ক্রূর, বাহিরে এত সরল; ভিতরে এত প্রবল, বাহিরে এত স্থির, ভিতরে এত বিষাক্ত, আর বাহিরে এত মধুর!—এও কি সম্ভব! আমার ভয় হয়!

জাহানারা। আমার কিন্তু একটা ভক্তি হয়। বিস্ময়ে নির্ব্বাক হ'য়ে যাই যে, মানুষ এমন হাস্‌তে পারে—আর সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঘ্রের লোলুপ চাহনি চাইতে পারে; এমন মৃদু কথা কইতে পারে—যখন সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে বিদ্বেষের জ্বালায় জ্বলে যাচ্ছে; ঈশ্বরের কাছে এমন হাত জোড় কর্ত্তে পারে—যখন ভিতরে নূতন শয়তানী মতলব কর্চ্ছে।—বলিহারি!

জহরৎ। ঠাকুর্দ্দাকে এই রকম বন্দী করে' রেখেছেন অথচ রাজকার্য্যে তাঁ'র উপদেশ চেয়ে পাঠাচ্ছেন। তাঁ'র সম্মুখে তার পুত্রদের একে একে হত্যা কর্চ্ছেন—অথচ প্রতিবারই তাঁ'র ক্ষমা চেয়ে পাঠাচ্ছেন। যেন কত লজ্জা, কত সঙ্কোচ!—অদ্ভুত! ঐ যে ঠাকুর্দ্দা আস্‌ছেন।

সাজাহানের প্রবেশ

সাজাহান। দেখ কেমন সেজেছি জাহানারা, দেখ জহরৎ উন্নিসা! ঔরংজীব এ রত্ন সব পাছে চুরি ক'রে নেয়—তাই আমি পরে' পরে' বেড়াচ্ছি। কেমন দেখাচ্ছে! (জহরৎকে) আমাকে তোর বিয়ে কর্ত্তে ইচ্ছে হচ্ছে না?

জহরৎ। আবার জ্ঞান হারিয়েছেন! উন্মত্ততা মাঝে মাঝে চন্দ্রের উপর শরতের মেঘের মত এসে চলে' যাচ্ছে।

সাজাহান। (সহসা গম্ভীর হইয়া) কিন্তু খবর্দ্দার! বিয়ে করিস্ নি। (নিম্নস্বরে) ছেলে হ'লে তোকে কয়েদ করে' রেখে দেবে, তোর গহনা কেড়ে নেবে! বিয়ে করিস্ না।

জাহানারা। দেখছো মা! এ উন্মত্ততা নয়। এর সঙ্গে জ্ঞান জড়ানো রয়েছে। এ যেন একটা ছন্দে বিলাপ।

জহরৎ। জগতে যত রকম করুণ দৃশ্য আছে জ্ঞানী উন্মাদের মত করুণ দৃশ্য বুঝি আর নাই! একটা সুন্দর প্রতিমা যেন ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে' র'য়েছে! —উঃ বড় করুণ!

চক্ষে বস্ত্র দিয়া প্রস্থান

সাজাহান। আমি উন্মাদ হই নাই জাহানারা! গুছিয়ে বলতে পারি— চেষ্টা কর্লে গুছিয়ে বল্‌তে পারি!

জাহানারা। তা জানি বাবা।

সাজাহান। কিন্তু আমার হৃদয় ভেঙ্গে গিয়েছে। এত বড় দুঃখ ঘাড়ে করে' যে বেঁচে আছি, তাই আশ্চর্য! দারা, সুজা, মোরাদ—সবাইকে মার্লে? আর তাদের একটা ছেলেও রৈল না প্রতিহিংসা নিতে!—সব মার্লে!

ঔরংজীবের প্রবেশ

সাজাহান। এ কে? (সভীত বিস্ময়ে) এ—যে সম্রাট্!

জাহানারা। (আশ্চর্য্যে) তাই ত, ঔরংজীব!

ঔরংজীব। পিতা!

সাজাহান। আমার মণিমুক্তা নিতে এসেছ! দেবো না, দেবো না! এক্ষণই সব লোহার মুগুর দিয়ে গুঁড়ো করে' ফেল্‌বো।

গমনোদ্যত

ঔরংজীব। (সম্মুখে আসিয়া) না পিতা আমি মণিমুক্তা নিতে আসি নি।

জাহানারা। তবে বোধ হয় পিতাকে বধ কর্ত্তে এসেছো! পিতৃহত্যাটা আর বাকি থাকে কেন! হ'য়ে যাক।

সাজাহান। বধ কর্ব্বে! আমায় হত্যা কর্ব্বে! কর ঔরংজীব! আমাকে হত্যা কর! তার বিনিময়ে এই সব মণিমুক্তা তোমায় দেবো; আর—সর্ব্বার

সময় তোমায় এই অনুগ্রহের জন্য আশীর্ব্বাদ করে' মর্ব্ব। এই লোল বক্ষ খুলে দিচ্ছি। তোমার ছুরি বসিয়ে দেও।

ঔরংজীব। (সহসা জানু পাতিয়া) আমাকে এর চেয়ে আরও অপরাধী কর্ব্বেন না পিতা! আমি পাপী! ঘোরতর পাপী! সেই পাপের প্রদাহে জ্বলে' পুড়ে যাচ্ছি। দেখুন পিতা—এই শীর্ণ দেহ, এই কোটরগত চক্ষু, এই শুষ্ক পাণ্ডুর মুখ তা'র সাক্ষ্য দিবে।

সাজাহান। শীর্ণ হ'য়ে গিয়েছ! সত্য, শীর্ণ হয়ে গিয়েছ!

জাহানারা। ঔরংজীব! ভূমিকার প্রয়োজন নাই। এখানে একজন আছে সে তোমায় বেশ জানে। নূতন কি শয়তানী মতলব করে' এসেছো বল! কি চাও এখানে?

ঔরংজীব। পিতার মার্জ্জনা।

জাহানারা। মার্জ্জনা! এটা ত খুব নূতন রকম করেছো ঔরংজীব!

ঔরংজীব। আমি জানি ভগ্নী—

জাহানারা। স্তব্ধ হও।

সাজাহান। বলতে দেও জাহানারা। বল। কি বল্‌তে চাও ঔরংজীব?

ঔরংজীব। কিছু বলতে চাই না। শুধু আপনার মার্জ্জনা চাই।

জাহানারা ব্যঙ্গ হাসি হাসিলেন

ঔরংজীব। (একবার জাহানারার পানে চাহিয়া পরে সাজাহানকে কহিলেন) যদি এ প্রার্থনা কপট বিবেচনা করেন, ত পিতা আসুন আমার সঙ্গে; আমি এই দণ্ডে প্রাসাদ দুর্গের দ্বার খুলে দিচ্ছি; আর আপনাকে আগ্রার সিংহাসনে সর্ব্বজনসমক্ষে বসিয়ে সম্রাট্ ব'লে অভিবাদন কচ্ছি। এই আমার রাজমুকুট আপনার পদতলে রাখ্‌লাম।

এই বলিয়া ঔরংজীব মুকুট খুলিয়া সাজাহানের পদতলে রাখিলেন

সাজাহান। আমার হৃদয় গলে' যাচ্ছে, গলে' যাচ্ছে!

ঔরংজীব। আমায় ক্ষমা করুন পিতা।

চরণদ্বয় জড়াইয়া ধরিলেন

সাজাহান। পুত্র!

ঔরংজীবকে ধরিয়া উঠাইয়া পরে নিজের চক্ষু মুছিলেন

জাহানারা। এ উত্তম অভিনয় ঔরংজীব!

সাজাহান। কথা কস্ নে জাহানারা! পুত্র আমার পা জড়িয়ে আমার ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছে। আমি কি তা না দিয়ে থাকতে পারি? হা রে বাপের মন! এতদিন ধরে' তোর হৃদয়ের নিভৃতে বসে' এইটুকুর জন্য আরাধনা কর্চ্ছিলি! এক মুহূর্ত্তে এই ক্রোধ গলে' জল হ'য়ে গেল!

ঔরংজীব। আসুন পিতা—আপনাকে আবার আগ্রার সিংহাসনে বসাই। বসিয়ে মক্কায় গিয়ে আমার মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করি।

সাজাহান। না, আমি আর সম্রাট্ হ'য়ে বস্‌তে চাই না। আমার সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে—এ সাম্রাজ্য তুমি ভোগ কর পুত্র! এ মণিমুক্তা মুকুট তোমার! আর মার্জ্জনা! ঔরংজীব—ঔরংজীব! না সে সব মনে কর্ব্ব না! ঔরংজীব! তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করলাম।

চক্ষু ঢাকিলেন

জাহানারা। পিতা! দারার হত্যাকারীকে ক্ষমা!

সাজাহান। চুপ! জাহানারা! এ সময়ে আমার সুখে আর ঘা দিস্ নে। তাদের তো আর ফিরে পাবো না। সাত বৎসর দুঃখে কেটেছে, এতদিন বড় জ্বালায় জ্বলেছি। শোকে উন্মাদ হ'য়ে গিয়েছি। দেখেছিস্ ত—একদিন সুখী হ'তে দে! তুইও ঔরংজীবকে ক্ষমা কর মা।

ঔরংজীব। আমাকে ক্ষমা কর ভগ্নী!

জাহানারা। চাইতে পার্চ্ছ? পিতার মত আমার স্থবিরত্ব হয় নি। রাজদস্যু! ঘাতক! শঠ!

সাজাহান। তোর মত মাতৃহারা জাহানারা—তোরই মত বেচারী! ক্ষমা কর্। ওর মা যদি এখন বেঁচে থাকতো, সে কি কর্ত্ত জাহানারা?—তাই সেই মায়ের ব্যথা যে সে আমার কাছে জমা রেখে গিয়েছে। কি জাহানারা? তবু নিস্তব্ধ! চেয়ে দেখ্ এই সন্ধ্যাকালে ঐ যমুনার দিকে—দেখ্ সে কি স্বচ্ছ! চেয়ে দেখ্ ঐ আকাশের দিকে—দেখ্ সে কি গাঢ়! চেয়ে দেখ্ ঐ কুঞ্জবনের দিকে—দেখ্ সে কি সুন্দর! আর চেয়ে দেখ্ ঐ প্রস্তরীভূত প্রেমাশ্রু, ঐ অনন্ত আক্ষেপের আপ্লুত বিয়োগের অমর-কাহিনী—ঐ স্থির মৌন নিষ্কলঙ্ক শুভ্র মন্দির, ঐ তাজমহলের দিকে চেয়ে দেখ্—সে কি করুণ! তাদের দিকে চেয়ে ঔরংজীবকে ক্ষমা কর—আর ভাব্‌তে চেষ্টা কর্ যে—এ সংসারকে যত খারাপ ভাবিস্—সে তত খারাপ নয়। জাহানারা!

জাহানারা। ঔরংজীব! এখানে তোমার জয় সম্পূর্ণ হলো। ঔরংজীব—আমার এই জীর্ণ মুমূর্ষু পিতার অনুরোধে আমি তোমায় ক্ষমা কর্লাম।

মুখ ঢাকিলেন

বেগে জহরৎ উন্নিসার প্রবেশ

জহরৎ। কিন্তু আমি ক্ষমা করি নাই ঘাতক! পৃথিবী শুদ্ধ যদি তোমায় ক্ষমা করে, আমি কর্ব্ব না। আমি তোমায় অভিশাপ দিচ্ছি; ক্রুদ্ধ ফণিনীর উষ্ণ নিঃশ্বাসে আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি। সে অভিশাপের ভৈরব ছায়া যেন একটা আতঙ্কের মত তোমার আহারে বিহারে—তোমার পিছনে পিছনে

ফিরে। নিদ্রায় সেই অভিশাপের পর্ব্বতভার যেন তোমার বক্ষে চেপে ধরে। সেই অভিশাপের বিকট ধ্বনি যেন তোমার সকল বিজয়বাদ্যে বেসুরো বেজে উঠে। তুমি আমার পিতাকে হত্যা করে' যে সাম্রাজ্য অধিকার করেছো, আমি অভিশাপ দেই, যেন তুমি দীর্ঘকাল বাঁচো, আর সেই সাম্রাজ্য ভোগ কর ; যেন সেই সাম্রাজ্য তোমার কালস্বরূপ হয় ; যেন সে পাপ থেকে কেবল গাঢ়তর পাপে তোমায় নিক্ষেপ করে, যাতে মর্ব্বার সময় তোমার ঐ উত্তপ্তললাটে ঈশ্বরের করুণার এক কণাও না পাও।

সাজাহান, ঔরংজীব ও জাহানারা তিনজনেই শির অবনত করিলেন

যবনিকা

চন্দ্রগুপ্ত

কুশীলবগণ

পুরুষ

নন্দ	...	মগধের রাজা
চন্দ্রগুপ্ত	...	নন্দের বৈমাত্রেয় ভাই, পরে ভারত-সম্রাট্
বাচাল	...	নন্দের শ্যালক
চাণক্য	...	জনৈক ব্রাহ্মণ, পরে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী
কাত্যায়ন	...	নন্দের মন্ত্রী
চন্দ্রকেতু	...	মলয়াধিপতি
সেকেন্দার	...	গ্রীক-সম্রাট্
সেলুকস	...	গ্রীক-সৈন্যাধ্যক্ষ, পরে গ্রীক-সম্রাট্
আন্টিগোনস্	...	জনৈক গ্রীক-সৈন্যাধ্যক্ষ

স্ত্রী

হেলেন	...	সেলুকসের কন্যা, পরে ভারত-সম্রাজ্ঞী
ছায়া	...	চন্দ্রকেতুর ভগ্নী
মুরা	...	চন্দ্রগুপ্তের মাতা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—সিন্ধু-নদতট ; দূরে গ্রীক্ জাহাজ-শ্রেণী। কাল—সন্ধ্যা

নদতটে শিবির-সম্মুখে সেকেন্দার ও সেলুকস অস্তগামী সূর্য্যের দিকে চাহিয়া ছিলেন। হেলেন সেলুকসের হস্ত ধরিয়া তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা। সূর্য্যরশ্মি তাঁহার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল

সেকেন্দার। সত্য সেলুকস! কি বিচিত্র এই দেশ! দিনে প্রচণ্ড সূর্য্য এর গাঢ় নীল আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায় ; আর রাত্রিকালে শুভ্র চন্দ্রমা এসে তাকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় স্নান করিয়ে দেয়। তামসী রাত্রে অগণ্য উজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জে যখন এর আকাশ ঝলমল করে, আমি বিস্মিত আতঙ্কে চেয়ে থাকি। প্রাবৃটে ঘন-কৃষ্ণ মেঘরাশি গুরু-গম্ভীর গর্জ্জনে প্রকাণ্ড দৈত্যসৈন্যের মত এর আকাশ ছেয়ে আসে ; আমি নির্ব্বাক্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে দেখি। এর অভ্রভেদী-তুষার-মৌলি নীল হিমাদ্রি স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এর বিশাল নদ নদী ফেনিল উচ্ছ্বাসে উদ্দাম বেগে ছুটেছে। এর মরুভূমি স্বেচ্ছাচারের মত তপ্ত-বালুরাশি নিয়ে খেলা কর্চ্ছে।

সেলুকস। সত্য সম্রাট্।

সেকেন্দার। কোথাও দেখি, তালীবন গর্ব্বভরে মাথা উঁচু করে' দাঁড়িয়ে আছে ; কোথাও বিরাট্ বট স্নেহছায়ায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কোথাও মদমত্ত মাতঙ্গ জঙ্গমপর্ব্বতসম মন্থর গমনে চলেছে ; কোথাও মহাভুজঙ্গম অলস হিংসার মত বক্র রেখায় পড়ে' আছে ; কোথাও বা মহাশৃঙ্গ কুরঙ্গম মুগ্ধ বিস্ময়ের মত নির্জ্জন বনমধ্যে শূন্য-প্রেক্ষণে চেয়ে আছে। আর সবার উপরে এক সৌম্য, গৌর, দীর্ঘ-কান্তি জাতি এই দেশ শাসন কর্চ্ছে। তাদের মুখে শিশুর সারল্য, দেহে বজ্রের শক্তি, চক্ষে সূর্য্যের দীপ্তি, বক্ষে বাত্যার সাহস। এ শৌর্য্য পরাজয় করে' আনন্দ আছে। পুরুকে বন্দী করে' আনি যখন—সে কি বল্লে জানো?

সেলুকস। কি সম্রাট্?

সেকেন্দার। আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, 'আমার কাছে কিরূপ আচরণ প্রত্যাশা কর?"—সে নির্ভীক নিষ্কম্পস্বরে উত্তর দিল, 'রাজার প্রতি রাজার আচরণ!' চমকিত হ'লাম! ভাবলাম—এ একটা জাতি বটে! আমি তৎক্ষণাৎ তাকে তার রাজ্য প্রত্যর্পণ কর্‌লাম।

সেলুকস। সম্রাট্ মহানুভব।

সেকেন্দার। মহানুভব! তার পরে তার সঙ্গে অন্যরূপ ব্যবহার সম্ভব? মহৎ কিছু দেখলেই একটা উল্লাস আসে। আর আমি এখানে সাম্রাজ্য স্থাপন

কর্ত্তে আসি নাই। আমি এসেছি সৌখীন দিগ্বিজয়ে। জগতে একটা কীর্ত্তি রেখে যেতে চাই।

সেলুকস। তবে এ দিগ্বিজয় অসম্পূর্ণ রেখে যাচ্ছেন কেন সম্রাট্?

সেকেন্দার। সে দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ কর্ত্তে হ'লে নূতন গ্রীক সৈন্য চাই।—কি আশ্চর্য্য সেনাপতি! দূর মাসিডন থেকে রাজ্য, জনপদ তৃণসম পদতলে দলিত করে' চলে এসেছি! ঝঞ্ঝার মত এসে মহাশক্র সৈন্য ধূমরাশির মত উড়িয়ে দিয়েছি। অর্দ্ধেক এসিয়া মাসিডনের বিজয়বাহিনীর বীরপদভরে কম্পিত হ'য়েছে। নিয়তির মত দুর্ব্বার, হত্যার মত করাল, দুর্ভিক্ষের মত নিষ্ঠুর আমি অর্দ্ধেক এসিয়ার বক্ষের উপর দিয়ে আমার রুধিরাক্ত বিজয়-শকট অবাধে চালিয়ে গিয়েছি। কিন্তু বাধা পেলাম প্রথম—সেই শতদ্রুতীরে।

চন্দ্রগুপ্তকে ধরিয়া আণ্টিগোনসের প্রবেশ

সেকেন্দার। কি সংবাদ আণ্টিগোনস্? ও কে?

আণ্টিগোনস্। গুপ্তচর।

সেলুকস। সে কি!

সেকেন্দার। গুপ্তচর!

আণ্টিগোনস্। আমি দেখ্‌লাম যে এক শিবিরের পাশে বসে' নির্জ্জনে শুষ্ক তালপত্রে কি লিখছিল। আমি দেখতে চাইলাম। পত্রখানি দেখাল। পড়তে পার্‌লাম না।—তাই সম্রাটের কাছে নিয়ে এসেছি।

সেকেন্দার। কি লিখছিলে যুবক! সত্য বল?

চন্দ্রগুপ্ত। সত্য বল্‌ব। রাজাধিরাজ! ভারতবাসী মিথ্যা কথা বল্‌তে এখনও শিখে নাই।

সেকেন্দার একবার সেলুকসের প্রতি চাহিলেন, পরে চন্দ্রগুপ্তকে কহিলেন

সেকেন্দার। উত্তম। বল কি লিখছিলে

চন্দ্রগুপ্ত। আমি সম্রাটের বাহিনী-চালনা, ব্যূহ রচনা-প্রণালী, সামরিক নিয়ম, এই সব মাসাবধি কাল ধ'রে শিখছিলাম।

সেকেন্দার। কার কাছে?

চন্দ্রগুপ্ত। এই সেনাপতির কাছে।

সেকেন্দার। সত্য সেলুকস?

সেলুকস। সত্য।

সেকেন্দার। (চন্দ্রগুপ্তকে) তার পর?

চন্দ্রগুপ্ত। তারপর গ্রীক সৈন্য কাল এ স্থান পরিত্যাগ করে' যাবে শুনে, আমি যা শিখেছি, তা এই পত্রে লিখে নিচ্ছিলাম।

সেকেন্দার। কি অভিপ্রায়ে?

চন্দ্রগুপ্ত। সেকেন্দার সাহার সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য নহে।

সেকেন্দার। তবে—

চন্দ্রগুপ্ত। তবে শুনুন সম্রাট্। আমি মগধের রাজপুত্র চন্দ্রগুপ্ত। আমার পিতার নাম মহাপদ্ম! আমার বৈমাত্র ভাই নন্দ সিংহাসন অধিকার ক'রে আমায় নির্ব্বাসিত ক'রেছে। আমি তারই প্রতিশোধ নিতে বেরিয়েছি।

সেকেন্দার। তার পর!

চন্দ্রগুপ্ত। তারপর শুন্‌লাম মাসিডন ভূপতির অদ্ভুত বিজয়বার্ত্তা। অর্দ্ধেক এসিয়া পদতলে দলিত করে', নদনদীগিরি দুর্ব্বার বিক্রমে অতিক্রম করে', শুন্‌লাম তিনি ভারতবর্ষে এসে আর্য্যকুলরবি পুরুকে পরাজিত ক'রেছেন। হে সম্রাট্ আমার ইচ্ছা হ'ল যে দেখে আসি—কি সে পরাক্রম, যার ভ্রূকুটি দেখে, সমস্ত এসিয়া তার পদতলে লুটিয়ে পড়ে; কোথায় সে শক্তি লুক্কায়িত আছে, আর্য্যের মহাবীর্য্যও যার সংঘাতে বিচলিত হ'য়েছে। তাই এখানে এসে সেনাপতির কাছে শিক্ষা কর্চ্ছিলাম। আমার ইচ্ছা শুদ্ধ আমার হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করা। এই মাত্র।

সেকেন্দার সেলুকসের পানে চাহিলেন

সেলুকস। আমি এরূপ বুঝি নাই। যুবকের চেহারা, কথাবার্ত্তা আমার মিষ্ট লাগত। আমি সরলভাবে গ্রীক সামরিক প্রথা সম্বন্ধে যুবকের সঙ্গে আলোচনা কর্ত্তাম। বুঝি নাই যে এ বিশ্বাসঘাতক।

আন্টিগোনস্। কে বিশ্বাসঘাতক?

সেলুকস। এই যুবক।

আন্টিগোনস্। এই যুবক, না তুমি?

সেলুকস। আন্টিগোনস্! আমার বয়স না মানো, পদবী মেনে চ'লো।

আন্টিগোনস্। জানি তুমি গ্রীক্‌সেনাপতি, তা সত্ত্বেও তুমি বিশ্বাসঘাতক।

সেলুকস। আন্টিগোনস্!

তরবারি বাহির করিলেন

আণ্টিগোনস্ ক্ষিপ্রতর হস্তে তরবারি বাহির করিয়া সেলুকসের শির লক্ষ্য করিয়া তরবারি ক্ষেপণ করিলেন। ততোধিক ক্ষিপ্রহস্তে চন্দ্রগুপ্ত নিজ তরবারি বাহির করিয়া সে আঘাত নিবারণ করিলেন। আণ্টিগোনস্ তাঁহাকে ছাড়িয়া চন্দ্রগুপ্তকে আক্রমণ করিলেন।

সেকেন্দার। নিরস্ত হও।

সেই মুহূর্ত্তেই আণ্টিগোনসের তরবারি চন্দ্রগুপ্তের তরবারির আঘাতে ভূপতিত হইল

সেকেন্দার। আন্টিগোনস্!

আণ্টিগোনস্ লজ্জায় শির অবনত করিলেন

সেকেন্দার। আন্টিগোনস্! তোমার এই ঔদ্ধত্যের জন্য তোমায় আমার সাম্রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত কর্‌লা'ম। একজন সামান্য সৈন্যাধ্যক্ষের এতদূর স্পর্দ্ধা!—আমি এতক্ষণ বিস্ময়ে অবাক হ'য়ে চেয়েছিলাম। তোমার এতদূর স্পর্দ্ধা হ'তে

পারে, তা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল -যাও, এই মুহূর্ত্তেই তোমায় নির্ব্বাসিত কর্‌লাম!

আণ্টিগোনসের প্রস্থান

সেকেন্দার। আর সেলুকস! তোমার অপরাধ তত নয়। কিন্তু ভবিষ্যতে স্মরণ রেখো, যে গ্রীক সম্রাটের সম্মুখে চক্ষু রক্তবর্ণ করা গ্রীক সেনাপতির শোভা পায় না—আর যুবক!

চন্দ্রগুপ্ত। সম্রাট্!

সেকেন্দার। তোমায় যদি বন্দী করি?

চন্দ্রগুপ্ত। কি অপরাধে সম্রাট্?

সেকেন্দার। আমার শিবিরে তুমি শত্রুর গুপ্তচর হয়ে প্রবেশ ক'রেছো, এই অপরাধে।

চন্দ্রগুপ্ত। এই অপরাধে!—ভেবেছিলাম যে সেকেন্দার সাহা বীর, দেখছি যে তিনি ভীরু। এক গৃহহীন নিরাশ্রয় হিন্দু রাজপুত্র ছাত্রহিসাবে তাঁর কাছে উপস্থিত, তাতেই তিনি ত্রস্ত। সেকেন্দার সাহা এত কাপুরুষ তা ভাবি নাই।

সেকেন্দার। সেলুকস! বন্দী কর।

চন্দ্রগুপ্ত। সম্রাট্ আমায় বধ না করে' বন্দী কর্ত্তে পার্ব্বেন না।

তরবারি বাহির করিলেন

সেকেন্দার। (সোল্লাসে) চমৎকার!—যাও বীর! তোমায় বন্দী কর্ব্ব না। আমি পরীক্ষা কর্চ্ছিলাম মাত্র। নির্ভয়ে তুমি তোমার রাজ্যে ফিরে যাও। আর আমি এক ভবিষ্যদ্বাণী করি, মনে রেখো। তুমি হৃতরাজ্য উদ্ধার কর্ব্বে। তুমি দুর্জ্জয় দিগ্বিজয়ী হবে। যাও বীর! মুক্ত তুমি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—শ্মশানপ্রান্ত। কাল—প্রত্যুষ

চাণক্য একাকী সেইখানে দাঁড়াইয়াছিলেন

চাণক্য। ঐ বদ্ধ জলার উপরে একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে। পচা হাড়ের দুর্গন্ধে বাতাসের যেন নিজেরই নিশ্বাস আটকে আস্‌ছে। ঘেয়ো কুকুরের বিকট 'ঘেউ ঘেউ' শব্দ পরিত্যক্ত প্রান্তরের স্তব্ধতা ভঙ্গ কর্চ্ছে।—প্রভাতের সর্ব্বাঙ্গে ঘা! পুঁয পড়ছে।—হে সুন্দরী বীভৎসতা! তুমি এত সুন্দরী! তাই আমি গ্রাম পরিত্যাগ করে' নিত্য প্রত্যূষে তোমার কদর্য্যতায় স্নান কর্ত্তে ধেয়ে আসি; তুমি আমায় অনেক শিখিয়েছো প্রেয়সী আমার! তুমি আমাকে শিখিয়েছো—সংসারকে ঘৃণা কর্ত্তে, ক্ষমতাকে তুচ্ছ কর্ত্তে, ঈশ্বরের অত্যাচারের বিপক্ষে সোজা হ'য়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে।—হে সুন্দরী! আমায় সংসার হ'তে আরও দূরে

টেনে নিয়ে যাও—যতদূর পারো। নরকে হয় তাও ভালো; শুদ্ধ সংসার থেকে যত দূরে হয়।

দুইজন ব্যক্তি গল্প করিতে করিতে আসিতেছিল

১ম ব্যক্তি। নূতন মন্ত্রী হ'লেন তবে কাত্যায়ন?

২য় ব্যক্তি। কাত্যায়ন কি রকম! শাকতাল।

১ম ব্যক্তি। তারই নাম কাত্যায়ন। শাকতাল কখন নাম হয়? শাক আর তাল দুটোই খাদ্য। আমি কিন্তু ভাব্‌ছি—

২য় ব্যক্তি। কি?

১ম ব্যক্তি। মহারাজ তাকে কারাগার থেকে শেষে মুক্ত করে' দিলেন—এই যথেষ্ট আশ্চর্য্য, তার উপর আবার তাকে কর্লেন মন্ত্রী! তার সাত সাতটা পুত্রকে হত্যা করে—চরম!

২য় ব্যক্তি। রাজার খেয়াল।

দূরে চাণক্য। বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ।

১ম ব্যক্তি। ও কে?

২য় ব্যক্তি। চাণক্য ব্রাহ্মণ।

১ম ব্যক্তি। মানুষ?

২য় ব্যক্তি। শুন্তে পাই; কিন্তু বিশ্বাস হয় না।

১ম ব্যক্তি। চল এখান থেকে—অযাত্রা।

২য় ব্যক্তি। চল। ওকে দেখ্‌লে আমার ভয় করে।

উভয়ে দ্রুত চলিয়া গেল

চাণক্য। নীচের আজ স্পর্দ্ধা!—ব্রাহ্মণকে দেখে একটা শুষ্ক প্রণামও কর্ত্তে তার হাত উঠে না! অথচ একদিন ছিল—যাক্।—যাও। আমার ছায়া মাড়িও না।—আমার নিশ্বাসে বিষ আছে। আমি দুর্ভিক্ষ। আমি মড়ক।

কাত্যায়নের প্রবেশ

চাণক্য। এঃ! আমায় নিঃসহায় দরিদ্র ব্রাহ্মণ পেয়ে এই নীচ কুশাঙ্কুর পর্য্যন্ত মাথা উঁচু করে' দাঁড়িয়েছে। রোসো, আমি এ কুশগুচ্ছ নির্ম্মূল কর্ব্ব!—(কুশ উপড়াইতে উপড়াইতে বাতাসে উড়াইয়া দিতে লাগিলেন)—এই নাও, এই নাও, এই নাও—কেমন আর ব্রাহ্মণের নগ্ন পদে বিঁধবে?

কাত্যায়ন। (অগ্রসর হইয়া) নমস্কার।

চাণক্য। কে তুমি!

কাত্যায়ন। আমি মহারাজ নন্দের মন্ত্রী।

চাণক্য। মহারাজ নন্দের মন্ত্রী! সরে দাঁড়াও।

কাত্যায়ন। কেন? আমি কি অপরাধ ক'রেছি!

চাণক্য। না, তুমি অপরাধ কর্ব্বে কেন! তুমি কোন অপরাধ কর নাই। রাজা কোন অপরাধ করে নাই। ঈশ্বর কোন অপরাধ করে নাই। যত

অপরাধ—আমার। মহারাজ আমার ব্রহ্মোত্তর বাজেয়াপ্ত কর্লেন—সে আমার অপরাধ। ঈশ্বর আমার গৃহ শূন্য করে' আমার গৃহলক্ষ্মীকে সবলে ছিনিয়ে কেড়ে নিলেন—আমার অপরাধ! দস্যু আমার কন্যাকে অপহরণ কর্ল—সে আমার অপরাধ! আমায় দীনদরিদ্র পেয়ে এই কুশাঙ্কুর আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে! (কুশাঙ্কুরের প্রতি চাহিয়া) কেমন—আর বিঁধবে পায়ে? বেঁধো!

কাত্যায়ন। চাণক্য! আমি আজ তোমার কাছে এসেছি।

চাণক্য। কেন মন্ত্রী মহাশয়! আমার ত আর কিছু নাই। ঐ কুঁড়েখানি আছে—শূন্য কুঁড়েঘর। দাও, পুড়িয়ে দিয়ে যাও—ওঃ ব্রাহ্মণের সে প্রতাপ যদি আজ থাকতো!

কাত্যায়ন। নাই কেন ব্রাহ্মণ? পাণিনি বলেন—

চাণক্য। (আপন মনে) তার নিজের দোষ। জাতির সমস্ত বিদ্যা, যশ, ক্ষমতা আত্মসাৎ করে' নিজে বাড়্‌বে। শরীরকে অনশনে রেখে, মস্তিষ্ক বড় হবে? তা কি সয়? সয় না! তাই এই পতন।—না, সুন্দরী? আচ্ছা তুমি বলত! তা কি সয়? এত অধঃপতন নৈলে হবে কেন?

কাত্যায়ন। এ আবার কি! কার সঙ্গে কথা কইছে!

চাণক্য। ওঃ, কি অধঃপতন! একেবারে পর্ব্বতের শিখর হ'তে গভীর গহ্বরে! আজ ব্রাহ্মণ তাই মুষিকের মত গৃহের এক অন্ধকার গর্ত্ত থেকে অন্য অন্ধকার গর্ত্তে সেঁধোবার জন্য মাথা নীচু করে' চলেছে; অন্যের পরিত্যক্ত চারিটি তণ্ডুলকণা খুঁটে বেড়াচ্ছে। লজ্জাও নাই। একদিন যার তিনগাছি সুতা দেখে দেবরাজ ঐরাবত থেকে নেমে আসতেন, একদিন যার পদাঘাতচিহ্ন স্বয়ং নারায়ণ সগর্ব্বে বক্ষে ধারণ কর্ত্তেন—আজ সে উপবীতসার ব্রাহ্মণ মুষ্টিভিক্ষার জন্য লালায়িত। ওঃ কি অধঃপতন!

কাত্যায়ন। আবার উঠ্‌তে পারে।

চাণক্য। অসম্ভব। তার সে ক্ষমতা গিয়াছে; যায় নি প্রেয়সী?

কাত্যায়ন। কেন? এখনও মন্ত্রী হ'তে ব্রাহ্মণ, পৌরোহিত্য কর্ত্তে ব্রাহ্মণ, বিদূষক হ'তে ব্রাহ্মণ, বিধান দিতে ব্রাহ্মণ। এই গৌরবর্ণ জাতি এখনও স্বর্ণ-সূত্রের মত সমস্ত সমাজকে গেঁথে রেখেছে।

চাণক্য। কিন্তু রাত্রি সন্নিকট। ঐ দেখ।

দূরে দেখাইলেন

কাত্যায়ন। কেন চাণক্য। এই ব্রাহ্মণই নিজের প্রভুত্ব খুইয়েছে, আবার এই ব্রাহ্মণই তাকে উদ্ধার কর্ব্বে। আমি আজ সেই উদ্দেশ্যে তোমার কাছে এসেছি, ব্রাহ্মণ।

চাণক্য। কি রকম?

কাত্যায়ন। তোমায় মহারাজের মাতামহের শ্রাদ্ধে পৌরোহিত্য কর্ত্তে হবে।

চাণক্য। (সহসা) মন্ত্রী মহাশয়! আমি দীন দরিদ্র অসহায় ব্রাহ্মণ বটে। কোন দিন খেতে পাই, কোন দিন পাই না—সত্য; তথাপি মহারাজের পৌরোহিত্য কর্ব্ব না। মরে গেলেও না। আমি ক্ষত্রিয়ের দাসত্ব কর্ব্ব না।

কাত্যায়ন। শোন ব্রাহ্মণ—

চাণক্য। না—এ কি অত্যাচার! আমি নিজের কুঁড়ে ঘরে বসে কাঁদতে পাবো না?

কাত্যায়ন। পুরুষদের ক্রন্দন শোভা পায় না।

চাণক্য। তা পায় না বটে। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) কিন্তু কি কর্ব্ব মন্ত্রী মহাশয়। উপর্য্যুপরি ভাগ্য বিপর্যয়ে আমার কিছু করতে পারে নি। কিন্তু কন্যার অপহরণে আমার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে।

কাত্যায়ন। (অর্দ্ধ স্বগত:) আবার এত কোমল প্রকৃতি!

চাণক্য। মন্ত্রী মহাশয়! আমি কার্য্যান্তর থেকে রাত্রিকালে ফিরে এসে যখন দেখলাম যে আমার ভৃত্য ভূমিতলে অজ্ঞান, আর আমার কন্যার শয্যা শূন্য, তখন আমার ধমনীতে উষ্ণ রক্তস্রোত বইল; চক্ষে অন্ধকার দেখলাম; মাটি থেকে একটা তপ্ত বাষ্প আকাশে উঠতে লাগল। তারপর উন্মত্তবৎ রাস্তা দিয়ে 'মা' 'মা' বলে চীৎকার কর্ত্তে কর্ত্তে ছুটলাম। পার্শ্ববর্ত্তী বনের মধ্যে পাখীরা কলরব করে উঠলো। নদীর ধারে গিয়ে ওপারে ডাক্‌তে লাগলাম। সেই অন্ধকারে দুপারের মধ্যে কেবল কৃষ্ণা নদী গর্জ্জন করে' চলে গেল। আমি মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ে গেলাম।

কাত্যায়ন। তুমি বিচক্ষণ—তুমি এত অধীর হচ্ছ?

চাণক্য। অধীর! ইচ্ছা করে কাঁদি, চীৎকার করে' কাঁদি,—আমার অশ্রুজলে পৃথিবী ডুবিয়ে ভেঙ্গে চুরে ভাসিয়ে দিই। কিন্তু অশ্রুর উৎস শুকিয়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে মনে হয় যে, ভিতরে অশ্রু জমাট হয়ে গিয়েছে। অবিচারে অত্যাচারে, ঈশ্বরকেও মেঘে ছেয়ে ফেলেছে—দেখ্‌তে পাই না।

কাত্যায়ন। আবার পাবে। মেঘ কেটে যাবে। একাকী বসে' নিষ্ফল অনুশোচনা না করে' নূতন উদ্যমে বুক বাঁধো; কর্ম্মস্রোতে গা ঢেলে দাও। এ কার্য্যময় সংসারে বসে থাকা চলে না।

চাণক্য। তা চলে না বটে।

কাত্যায়ন। সুখে দুঃখে মানুষের জীবন। আলোকে অন্ধকারে কালের বিকাশ। শুদ্ধ কি তুমিই দুঃখ পাচ্ছ ব্রাহ্মণ! আমার কি দুঃখ জানো? এই রাজারই আজ্ঞায় অন্ধকার কারাগৃহে আমার সাত সাতটা পুত্রকে চক্ষুর সম্মুখে অনাহারে মরে যেত দেখেছি।

চাণক্য। সে কি! তবু তুমি তাঁর মন্ত্রী!

কাত্যায়ন। হাঁ চাণক্য—প্রতিশোধ নেবার জন্য আমিই বেঁচে—রৈলাম—অনাহারে ম'লাম না! প্রতিশোধ নেবার জন্য মন্ত্রিত্ব নিয়েছি—চাণক্য তুমি

আমার সহায় হও।

চাণক্য। ব্রাহ্মণের উপরে যত অত্যাচার!—তুমি এত তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ কর্চ্ছ কেন সুন্দরী? কি আজ্ঞা কর?

কাত্যায়ন। সেই ব্রাহ্মণের লুপ্ত তেজ—এসো আমরা পুনরুদ্ধার করি। আমি রাজার মন্ত্রী আছি, তুমি হও রাজার পুরোহিত। আজ আমরা দুই ব্রাহ্মণই মিলিত হই। আমাদের প্রতি অন্যায়ের প্রতিশোধ নেই। যতদিন ভারত, ততদিন ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ!—এসো ত ভাই।

চাণক্য। (যেন কান পাতিয়া কি শুনিলেন) উত্তম!—আমি পৌরোহিত্য স্বীকার কর্লাম—যখন তোমার আজ্ঞা! মন্ত্রী মহাশয়! জানি সব যাবে! এই অবিশ্বাসী বৌদ্ধযুগ ধ'রে ফেলেছে;—ব্রাহ্মণের শাঠ্য, জোচ্চুরি, ধাপ্পাবাজী—ধরে' ফেলেছে; গলা টিপে ধ'রেছে! ঐ বন্যা আস্‌ছে! যাবে···ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব যেতে বসেছে—যাবে! রক্ষা কর্ত্তে পার্ব্ব না। তবু প্রলয়ের পূর্ব্বে এই কলির ব্রাহ্মণ একবার দ্বাদশ সূর্য্যের মত আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে চলে' যাবে চল যাচ্ছি।

উভয়ে নিষ্ক্রান্ত

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—মহারাজ নন্দের প্রমোদোদ্যান। কাল—রাত্রি

মহারাজ নন্দ, পারিষদগণ ও নর্ত্তকীগণ

নর্ত্তকীদের নৃত্যগীত

গীত

তুমি হে প্রাণের বঁধু—আমরা তোমায় ভালবাসি
তোমার প্রেমে মাতোয়ারা তাই তোমার কাছে ছুটে আসি,
তুমি শুধু দিয়ো হাসি, আমরা দিব অশ্রুরাশি,
তুমি শুধু চেয়ে দেখ বঁধু আমরা কেমন ভালবাসি।
গাঁথি মালা শতদলে, দিব নব পদতলে,
তুমি হেসে ধর গলে—আমরা দেখবো তোমার মধুর হাসি,
তুমি কভু দয়া করে' বাজিও তোমার মোহন বাঁশী,
শুন্‌তে তোমার বাঁশীর ধ্বনি, বঁধু! আমরা বড় ভালবাসি।
তুমি মোদের হয়ো প্রভু, আমরা তোমার হব দাসী,
তুমি যে হে ব্রজের বঁধু আর আমরা যে গো ব্রজবাসী।
ভালোবাসো নাহিক বাসো, নহি ত তার অভিলাষী—
আমরা শুধু ভালবাসি—ভালবাসি—ভালবাসি।

চাণক্যের প্রবেশ

চাণক্য। মহারাজ!

১ম পারিষদ। এ আবার কে!

২য় পারিষদ। তুমি কোন্ গগন থেকে নেমে এলে চাঁদ!

৩য় পারিষদ। নাচতে জানো?

নন্দ। কে তুমি?

চাণক্য। আমি ব্রাহ্মণ।

১ম পারিষদ। যাও এখানে কিছু হবে না।

২য় পারিষদ। স্ত্রী, গো, ব্রাহ্মণ—এদের আমরা কিছু বলিনে, সরে' পড়—

৩য় পারিষদ। নিরীহ জাতি!

নন্দ। তুমি এখানে এ সময়ে কিসের জন্য?

চাণক্য। মহারাজ! আমি তোমার মাতামহের শ্রাদ্ধের পৌরোহিত্য কর্ত্তে এসেছিলাম—যেচে আসি নি—

নন্দ। তোমাকেই বা কে যেচে আস্তে গিয়েছিল ঠাকুর?

চাণক্য। তোমার মন্ত্রী।

নন্দ। মন্ত্রী ডেকে এনেছে তার কাছে যাও।

চাণক্য। তোমার শ্যালক আমার অপমান ক'রেছে—

১ম পারিষদ। তা ত কর্ব্বেই!

২য় পারিষদ। শ্যালক মাত্রেই অপমান ক'রে থাকে।

৩য় পারিষদ। শ্যালকের সাত খুন মাফ। ধোরো না বাবা!

চাণক্য। (সপদদাপে) চুপ কর্ কুক্কুরের দল!

পারিষদগণ ভীত হইয়া স্তব্ধ রহিল

নন্দ। অপমান ক'রেছে তাই হয়েছে কি ঠাকুর!·· মগধের মহারাজের শ্যালক।

বাচালের প্রবেশ

বাচাল। আমায় তুমি সহজ লোক ঠাওরাও? আমি মহারাজের শ্যালক; মহারাজের বাপ আমার বাপের বেহাই; মহারাজ আমার ভগ্নীপতি; মহারাজের ছেলে আমার ভাগিনেয়! তুমি আমায় সহজ লোক ঠাওরাও ঠাকুর!

নন্দ। যাও এখান থেকে, এখানে আমরা ব্রাহ্মণের অনুযোগ শুস্তে আসি নি।

চাণক্য। না, তা শুন্‌বে কেন।—ব্রাহ্মণ আজ আর সে ব্রাহ্মণ নাই। তাই এক্ষণে ক্ষত্রিয় অনায়াসে তার সম্পত্তি লুণ্ঠন করে' নির্ভয়ে তার উপরে চোখ রাঙায়! সে তেজ যদি ব্রাহ্মণের থাক্‌তো, ত তাকে তোমার সম্মুখে রোষরক্তিম দেখে তুমি ঐখানে সিংহাসন শুদ্ধ মাটির নীচে বসে' যেতে। কিন্তু সে প্রতাপ একেবারে লুপ্ত হয় নাই জেনো।

বাচাল। দেখি ব্রাহ্মণের প্রতাপটা একবার—আর তুমি মহারাজের শ্যালকের প্রতাপটা কি রকম দেখ।

চাণক্য। দেখব—মহারাজ! তুমিও দেখবে—যদি এর প্রতিবিধান না কর।

নন্দ। কি! তুমি ঐখানে দাঁড়িয়ে আমার উপর চোখ রাঙাবে, ভিক্ষুক! বেরোও এখান থেকে।

চাণক্য। কলির ব্রাহ্মণ! কান পেতে শোন। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে বল্‌ছে—"বেরিয়ে যাও এখান থেকে" তথাপি ঝড় উঠছে না, অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে না, পৃথিবী কেঁপে উঠ্‌ছে না! সব স্থির!—কি আশ্চর্য্য!

নন্দ। গলায় হাত দিয়ে বের ক'রে দাও ত।

চাণক্য। ভগবতী বসুন্ধরে! দ্বিধা হও!—ব্রাহ্মণ! জড়ের মত খাড়া হ'য়ে আর দাঁড়িয়ে দেখছ কি! জগতের বিদ্রূপ হ'য়ে ঐশ্বর্য্যের দ্বারে ভিক্ষা মেগে বেড়াতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না! পার তো ওঠো। কপিলের তেজে স্ফুলিঙ্গবৃষ্টি করে' নীচের দর্প ভস্ম করে' দাও। আর তা যদি না পারো, তা হ'লে···ওরে ক্ষুদ্র, ওরে ঘৃণিত, ওরে পদদলিত, ওরে মহত্ত্বের কঙ্কাল, আর আলোকে মুখ দেখিও না। রসাতলে যাও।

নন্দ। আমরা কি এখানে এক উন্মাদের প্রলাপ শুন্তে এসেছি।—বাচাল একে বা'র ক'রে দাও।

বাচাল। (চাণক্যের শিখা ধরিয়া টানিয়া) বেরিয়ে যা ভিক্ষুক!

চাণক্য। কি!—হাঁ যাচ্ছ—যাচ্ছি। তবে যাবার আগে ব'লে যাই। মহারাজ নন্দ! তবে একবার এই কলিযুগের এই বিশীর্ণ ধ্বংসাবশেষ ব্রাহ্মণের প্রতাপ দেখবে! এই নন্দবংশ ধ্বংস না করি ত আমি চণকের সন্তান নই। তোমার রক্তে রঞ্জিত হস্তে এই শিখা বাঁধবো, এই প্রতিজ্ঞা করে' গেলাম, মনে থাকে যেন মহারাজ! আর ভবিষ্যদ্বাণী করে' যাই—একদিন এই ভিক্ষুকের পদতলে তোমায় জানু পেতে প্রাণভিক্ষা চাইতে হবে! আমি সে ভিক্ষা দিব না। সেইদিন দেখ্‌বে আবার—এই ব্রাহ্মণের তপস্যার শক্তি, ব্রাহ্মণের প্রতিভার প্রভাব, ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞার বল, ব্রাহ্মণের অভিশাপের তেজ, ব্রাহ্মণের ক্রুদ্ধ বিক্রম, ব্রাহ্মণের দুর্জ্জয় প্রতাপ।

প্রস্থান

নন্দ। কে এ! হয়েছিল কি!

বাচাল। হবে আবার কি! অপোগণ্ড জানোয়ারটা পুরুতগিরি কর্ত্তে এসেছিল। এদিকে আমি পুরোহিত এনেছি। ওকে উঠতে বল্লাম, উঠবে না। তখন আমি গলায় ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছি। আমার অপরাধের মধ্যে এই!

নন্দ। ব্রাহ্মণকে গলা ধাক্কা দিতে গেলে কেন?

বাচাল। আমি মহারাজের শ্যালক—

১ম পারিষদ। তার উপরে মহারাজ ওঁর ভগ্নীপতি—

২য় পারিষদ। ওর বাপ মহারাজের শ্বশুর।

৩য় পারিষদ। বেশ ক'রেছো—

নন্দ। আমোদটা মাটি করে' দিলে।—যাক।

১ম পারিষদ। মন্দ কি!—একটা নতুন হ'ল।

২য় পারিষদ। গেয়ে গেল বেশ!

১ম পারিষদ। যা হোক্ শ্রাদ্ধে এত মজা কখনও দেখি নি। মেয়ের বিয়েতে এ রকম নাচ গান হয় বটে।

২য় পারিষদ। সেও এক রকম শ্রাদ্ধ!

১ম পারিষদ। কি রকম!

২য় পারিষদ। শ্রাদ্ধ তিন রকম। যথা, বাপের শ্রাদ্ধ—ত [illegible] ম শ্রাদ্ধ, মেয়ের শ্রাদ্ধ—তার নাম বিয়ে; টাকার শ্রাদ্ধ—তার নাম মোকদ্দমা।

৩য় পারিষদ। আর ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ—তার নাম?

৪র্থ পারিষদ। যা গড়াচ্ছে।

মুরাকে সঙ্গে লইয়া কাত্যায়নের প্রবেশ

নন্দ। এ আবার কে!—ও!—তা এখানে কেন?

কাত্যায়ন। মহারাজ যে আজ্ঞা ক'র্লে'ন অবিলম্বে—

নন্দ। তাই বলে' এখানে—প্রমোদোদ্যানে! একটা ত ভদ্রতা আছে—

মুরা। তোমার মুখে একথা শুনে প্রীত হ'লাম বৎস।

[illegible] র মত কোন কাজ কর্ব্বার জন্য তোমায় এখানে নিয়ে আসতে [illegible] নি। কিন্তু—রাজকার্য্য এখানে কেন মন্ত্রী! তুমি বড় অবিবেচক।

কাত্যায়ন। আজ্ঞা হয় ত আবার রেখে আসি।

২য় পারিষদ। ওহে মন্ত্রী মহাশয়, তুমি যে সেই রকম কর্লে'—

১ম পারিষদ। কি রকম!

২য় পারিষদ। একজন পাল্কী চ'ড়ে' গিয়ে দেখে যে ট্যাঁকে পয়সা নেই। ভাড়া দিতে পারে না! শেষে বেহারাদের ব'ল্লে, 'আমার কাছে পয়সা নেই কিন্তু তোমরা গরীব লোক, তোমাদের লোকসান কর্ব্ব কেন—আমাকে যেথান থেকে এনেছিলে সেখানেই রেখে এসো—আমি না হয় হেঁটেই আস্‌বো।'

৩য় পারিষদ। একজন সত্যই তাই করেছিল। কুয়ো কাটিয়ে দরে বন্‌লো না বলে' মজুরদের ব'ল্লে—"আচ্ছা দে বাপু তোদের কুয়ো তোরা বুজিয়ে দে; আমি অন্য মজুর দিয়ে আমার কুয়ো কাটিয়ে নেবো।"

কাত্যায়ন। বলুন মহারাজ, এঁকে গিয়ে রেখে আসি।

নন্দ। না, যখন এনেছো—শোন মা! তোমার পুত্র চন্দ্রগুপ্ত জীবিত আছে।

মুরা। আছে? কোথায় সে? কোথায় সে?

নন্দ। তাই জান্‌বার জন্য তোমায় ডেকেছি। সে কোথায় তুমি জানো?

মুরা। আমি জানি না বৎস।

নন্দ। তুমি জানো। বল, সে কোথায়? নহিলে,—নন্দকে জানো?

মুরা। জানি। নন্দকে জানি না? আমি তাকে কোলে করে' মানুষ করেছি; বুকে করে' ঘুম পাড়িয়েছি।

নন্দ। সে গৌরব তুমি কর্ত্তে পার।—এখন চন্দ্রগুপ্ত কোথায়?

মুরা। আমি জানি না।

নন্দ। জানো। বল'। নহিলে—

মুরা। আমায় বধ কর্ব্বে? কর কিন্তু এখন নয়। আমি মর্ব্বার আগে একবার চন্দ্রগুপ্তকে দেখতে চাই।—একবার—একবার—

নন্দ। না, তোমায় বধ কর্ব্ব না। অত শীঘ্র শেষ কর্লে চল্‌বে না। তোমায় আজীবন কারারুদ্ধ করে' রেখে দেবো। অনাহারের জ্বালায় তিলে তিলে দগ্ধ কর্ব্ব।

মুরা। না, এত নিষ্ঠুর তুমি হবে না। আমি তোমার মা।

নন্দ। হাঁ, শূদ্রাণী মা বটে। পিতার দাসী হয়ে স্পর্দ্ধা—যে মহারাজের মা হ'তে চাও!

মুরা। ওঃ!

শির নত করিলেন

২য় পারিষদ। একটা গল্প মনে পড়ল—এক—

নন্দ। চুপ কর।—মহারাজের মা হ'তে চাও—শূদ্রাণী মা!

মুরা। না, আমি মহারাজের মা হ'তে চাই না। মহারাজ, তুমি চিরদিন মহারাজ হয়ে থাকো। আমার চন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষুক হোক। শুধু সে বেঁচে থাকুক। আমি শুধু তাকে একবার দেখতে চাই। একবার বুকে ধরে' চেঁচিয়ে কাঁদতে চাই। আমি চন্দ্রগুপ্তের মা, এই আমার পরম গৌরব। তার বাড়া গৌরব চাই না। আমি মহারাজের মা হ'তে চাই না।

নন্দ। চন্দ্রগুপ্ত কোথায়—এখনও বল'। তুমি জানো।

মুরা। যদি জান্তামও তবু বলতাম না। ভাবো কি মহারাজ নন্দ, যে মা নিজের প্রাণরক্ষার জন্য তার ছেলেকে বাঘের মুখে ছেড়ে দেবে!—হারে মূঢ়! 'মা' চিন্‌লিনে!

নন্দ। বল্‌বে না! বটে। আমি শুনেছি—সে আমার বিপক্ষে বিদ্রোহের সূচনা কর্চ্ছে। সৈন্য সংগ্রহ কর্চ্ছে।

মুরা। ভগবান্। এই কথা সত্য হোক। চন্দ্রগুপ্ত যেন তার মাতার অপমানের প্রতিশোধ নেয়।

নন্দ। নিয়ে যাও কারাগারে—

বাচাল। এসো বাছাধন।

কেশ ধরিয়া টানিল

পারিষদবর্গ হাসিল, সঙ্গে সঙ্গে নন্দও হাসিলেন

মুরা। এতদূর!—মহারাজ নন্দ! তোমার মাতার এই অপমান তুমি উপভোগ কচ্ছ'! তুমিও হাস্‌ছো!—না, আমি তোমার মাতা নই, আমি তোমায় স্তন্য দিই নাই। কোন রাক্ষসী তোমায় রক্ত খাইয়ে মানুষ করেছে। নইলে ক্ষত্রিয় মহারাজ তুমি—না! আজ যদি ক্ষত্রিয়ের এই আচরণ হয়, তবে আমি যেন জন্ম জন্ম শূদ্রাণী হ'য়েই জন্মগ্রহণ করি।

১ম পারিষদ। বাঃ, বল্‌ছে বেশ!

২য় পারিষদ। সুন্দর! বল্‌তে দাও।

৩য় পারিষদ। কি মহারাজ, মাথা হেঁট কচ্ছে'ন যে।

মুরা। মহারাজ নন্দ! আমি তোমার মাতা নই। কিন্তু আমি নারী—দীনা, দুর্ব্বলা, নিঃসহায়া নারী। নারীর লাঞ্ছনা,—দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার;—নারী সৈতে পারে, কিন্তু ধর্ম্ম সয় না জেনো।

বাচাল। এসো, এখানে আমরা ধর্ম্মের কাহিনী শুন্তে আসিনি, এসো।

এই বলিয়া বাচাল তাহার গলদেশ ধরিল

নন্দ। এখনও বল চন্দ্রগুপ্ত কোথায়। নইলে—

মুক্ত তরবারি হস্তে চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশ

চন্দ্রগুপ্ত। এই চন্দ্রগুপ্ত তোমার সম্মুখে। অধম! (বাচালকে পদাঘাতে ভূপাতিত করিয়া) মা, তোমার এই অপমান—চন্দ্রগুপ্ত জীবিত থাকতে! মা আমার!

মুরা। বৎস আমার!

চন্দ্রগুপ্তের গলদেশ জড়াইলেন

চন্দ্রগুপ্ত। ভীরু! পাষণ্ড! কাপুরুষ! এর প্রতিফল পাবে।—এসো মা।

মুরার সহিত প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—মলয়রাজ্যে চন্দ্রকেতুর প্রাসাদ। কাল—সায়াহ্ন

চন্দ্রগুপ্ত ও চন্দ্রকেতু

চন্দ্রকেতু। এ গৃহ আপনার গৃহ। আমি আপনার অনুগত বন্ধু। মহারাজ আমায় বিশ্বাস করুন। মহারাজের জন্য আমার এই পার্ব্বত্য সৈন্য প্রাণ দিবে।

চন্দ্রগুপ্ত। আমি এই অশিক্ষিত সৈন্য গ্রীক-প্রথায় শিক্ষিত করে' তুল্‌বো। এই পার্ব্বত্য সাহস গলিয়ে বিজ্ঞানের কারখানায় পিটিয়ে এমন করে' গড়ে তুল্‌বো যার কাছে—মগধ ত ছার—সমস্ত ভারতবর্ষ মাথা হেঁট কর্ব্বে।

চন্দ্রকেতু। কিন্তু নন্দের মন্ত্রী, শুনেছি—অতি কুট, অতি বুদ্ধিমান্।

চন্দ্রগুপ্ত। জানি চন্দ্রকেতু! আমার পক্ষেও নন্দের পুরাতন মন্ত্রী কাত্যায়ন

আছেন। আর আমি তাঁকে পাঠিয়েছি কৌশলী বিচক্ষণ চাণক্যকে ডেকে আন্‌বার জন্য।

চন্দ্রকেতু। এই চাণক্য কে?

চন্দ্রগুপ্ত। শুনেছি তিনি একজন অতি বুদ্ধিমান একনিষ্ঠ বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ। নন্দের প্রতি তাঁর ক্রোধ অনেক দিন থেকে ধোঁয়াচ্ছিল; এখন বাতাস পেয়ে জলে' উঠেচে,—তিনি না কি যাদু জানেন।

চন্দ্রকেতু। কি রকম!—

চন্দ্রগুপ্ত। তিনি শুনেছি বাতাসের সঙ্গে কথা ক'ন্। অগ্নির সঙ্গে মন্ত্রণা করেন। তাঁর ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তৃণ জলে' উঠে ভস্ম হ'য়ে যায়। তিনি একাকী থাকেন। তাঁর বন্ধু জগতে কেউ নাই।

চন্দ্রকেতু। এরূপ লোক কিন্তু ভয়ানক।

চন্দ্রগুপ্ত। এখন ভয়ানক লোকই চাই চন্দ্রকেতু।—তোমার উপর নির্ভর করতে পারি?

চন্দ্রকেতু। মহারাজ! আমি আপনাকে যখন একবার মগধের ন্যায্য মহারাজ বলে ডেকেছি, যখন একবার ভাই বলে' আলিঙ্গন করেছি, তখন মহারাজ, রাজভক্ত চন্দ্রকেতু চিরদিন আপনার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত জানবেন।

চন্দ্রগুপ্ত। ভাই! (আলিঙ্গন) তবে আর কোন চিন্তা নাই!

নেপথ্যে। চন্দ্রগুপ্ত!

চন্দ্রগুপ্ত। আস্‌ছি মা! চল চন্দ্রকেতু মাতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করি।

উভয়ের প্রস্থান

ছায়ার প্রবেশ

ছায়া। ইনি কি অবতীর্ণ দেবরাজ! এঁর দর্শন পূর্ণচন্দ্রের উদয়। এঁর স্বর রণবাদ্য। দাদাকে যখন ইনি আলিঙ্গন কর্লেন, মনে হ'ল যেন শরতের মেঘকে সূর্য্যকিরণ এসে ঘিরেছে। চলে' গেলেন—যেন একটি মলয়োচ্ছ্বাস!

ছায়ার গীত

আয় রে বসন্ত ও তোর কিরণমাখা পাখা তুলে।
নিয়ে আয় তোর নূতন গানে, নূতন পাতায়, নূতন ফুলে।
শুনি, পড়ে' প্রেমফাঁদে, তা'রা সব হাসে কাঁদে,
আমি শুধু কুড়োই হাসি সুখ-নদীর উপকূলে।
জানি না ত প্রেম কি সে, চাহি না সে মধুবিষে;
আমি শুধু বেড়িয়ে বেড়াই, নেচে গেয়ে প্রাণ খুলে।
নিয়ে আয় তোর কুসুমরাশি
তারার কিরণ, চাঁদের হাসি,
মলয়ের ঢেউ নিয়ে আয়, উড়িয়ে দে এই এলোচুলে।

গাহিতে গাহিতে প্রস্থান

কথা কহিতে কহিতে চন্দ্রগুপ্ত ও মুরার প্রবেশ

চন্দ্রগুপ্ত। মা, আমি অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে বেরিয়েছি। আগুন জ্বালিয়েছি। তোমার অপমান তা'তে আজ আহুতি দিল। যদি কখনো স্নেহের দৌর্ব্বল্যে ভাই নন্দকে ক্ষমা কর্ত্তে চেয়েছিলাম, আজ হতে সে চিন্তা মন থেকে নির্ব্বাসিত কর্‌লাম। আমার স্নেহাশ্রুবিন্দু আজ তোমার জন্য অগ্নির স্ফুলিঙ্গে পরিণত হোক।

মুরা। যখন নন্দ আমায় শূদ্রাণী মা বলে সম্বোধন কর্‌ল, তখন আমার মনে হ'ল বৎস, যে অগ্নির লেলিহান শিখার মধ্যে আমি দাঁড়িয়ে আছি। তার পর যখন তার আজ্ঞায় বাচাল আমার কেশ আকর্ষণ কর্‌ল—

কাঁদিয়া উঠিলেন

চন্দ্রগুপ্ত। মা! যদি জয় সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ছিল,—আর তার রেখামাত্র নাই। প্রপীড়িতা সীতার অশ্রুজলে লঙ্কা ভেসে গেল, লাঞ্ছিতা দ্রৌপদীর ক্রোধে কুরুবংশ ভস্ম হয়ে গেল, অবলার উপর অত্যাচারে একটা জাতি উচ্ছন্ন যায়, নন্দবংশ ত ছার! আমি এর যোগ্য প্রতিশোধ নেবো!

মুরা। সে আশায় জীবনধারণ করে' রৈলাম।

প্রস্থান

চন্দ্রগুপ্ত। শূদ্রাণী!—শূদ্র মানুষ নহে? তার কি ক্ষত্রিয়ের মত হস্তপদ নাই? মস্তিষ্ক নাই? হৃদয় নাই? এত ঘৃণা!—উত্তম! দেখাবো একবা[illegible] শূদ্রের কত শক্তি। দেখাবো যে সে মা[illegible] সাহা! তোমার ভবিষ্যদ্বাণী সফল করা আমার জীবনের চরম লক্ষ[illegible]।

কাত্যায়নের প্রবেশ

চন্দ্রগুপ্ত। কে?

কাত্যায়ন। আমি কাত্যায়ন—

চন্দ্রগুপ্ত। কৈ? চাণক্য কৈ?

কাত্যায়ন। আসছেন, পূজা সাঙ্গ করে' আসছেন।

চন্দ্রগুপ্ত। কি রকম দেখলেন?

কাত্যায়ন। মথিত সমুদ্রের মত! জানি না গরল ওঠে কি অমৃত ওঠে। তাঁর চেহারাটা এবার আমার কিন্তু বড় ভালো লাগ্‌লো না।

চন্দ্রগুপ্ত। কেন?

কাত্যায়ন। আমি এ সংবাদ দেওয়া মাত্র তাঁর গম্ভীর মুখখানি সহসা প্রত্যুষের মত দীপ্ত হ'য়ে উঠলো, আবার তৎক্ষণাৎ গোধূলির মত ম্লান হ'য়ে গেল। শীর্ণ দেহখানি প্রদীপশিখার মত কেঁপেই আবার স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রৈল। ওষ্ঠপ্রান্তে এক ব্যঙ্গহাস্য জেগে ধীরে ধীরে নিবে গেল। শেষে এক অদ্ভুত মূর্তি—ওষ্ঠাধর সম্বদ্ধ, মুখ পাংশু, ললাটে গভীর রেখা, কৃষ্ণাপাঙ্গ চক্ষু দুইটির তীক্ষ্ণ স্থির দৃষ্টি দূর শূন্যে চেয়ে রৈল।

চন্দ্রগুপ্ত। অদ্ভুত। (পাদচারণা করিতে করিতে) কখন আসবেন?

কাত্যায়ন। ঐ যে।

চন্দ্রগুপ্ত। এ কে?

কাত্যায়ন। ঐ চাণক্য পণ্ডিত।

চন্দ্রগুপ্ত। ইনি?

চাণক্যের প্রবেশ

চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্য উভয়ে সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইয়া পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। শেষে চন্দ্রগুপ্ত নতজানু হইয়া প্রণাম করিলেন

চাণক্য। তুমি চন্দ্রগুপ্ত?

চন্দ্রগুপ্ত আপনার দাস!

চাণক্য। (আপাদমস্তক চন্দ্রগুপ্তকে নিরীক্ষণ করিয়া) তুমি পার্ব্বে।

চন্দ্রগুপ্ত যদি আপনার কৃপা থাকে।

চাণক্য। আমি কে? কেউ না! তুমি একাই পার্ব্বে। আমি কে? দীন ব্রাহ্মণ। অতি দীন!

চন্দ্রগুপ্ত। দীন ব্রাহ্মণ!

চাণক্য। আজ ব্রাহ্মণের মত দীন কে? তার শাপে সগরবংশ ভস্ম হওয়া দূরে থাকুক, প্রদীপটি পর্য্যন্ত জ্বলে না। তার উপবীত আজ ভিক্ষুকের চিহ্ন। তাকে ক্ষত্রিয় আজ পদাঘাত করে' চলে' যায়।

চন্দ্রগুপ্ত স্তব্ধ রহিলেন

মাঝে মাঝে সমুদ্রের তরঙ্গ তুলে ধেয়ে আসি, কিন্তু তীরে বাধা পেয়ে গভীর হতাশ্বাসে ফিরে যাই। কোন শক্তি নাই! কোন শক্তি নাই!

চন্দ্রগুপ্ত। সে কি! শুনেছি চাণক্য পণ্ডিত—

চাণক্য। বিচক্ষণ, বিদ্বান, কূট। না?—ঠিক শুনেছিলে। কেবল একটা কথা শোন নাই। শোন নাই যে, তার হৃদয় নাই। আমার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গিয়েছে।—এ বক্ষ—(সহসা চন্দ্রগুপ্তের হস্ত টানিয়া নিজের বক্ষের উপর রাখিয়া) এই বক্ষে হাত দিয়ে দেখ! কি দেখছ?

চন্দ্রগুপ্ত। ক্ষীণ রক্তস্রোত বৈছে।

চাণক্য। কিসের স্রোত?

চন্দ্রগুপ্ত। রক্তস্রোত।

চাণক্য। মূর্খ! রক্ত নাই—এ দেহে রক্ত নাই! এ হিমানী প্রবাহ। রক্ত যা ছিল জমাট হয়ে গিয়েছে।

চন্দ্রগুপ্ত। গুরুদেব! আমি সব শুনেছি। আমায় শুদ্ধ আজ্ঞা দিউন। আমায় শুদ্ধ আশীর্ব্বাদ করুন। আমায় শুদ্ধ বলুন—চন্দ্রগুপ্ত! তুমি অগ্রসর হও, আর কিছু চাই না। আর সব আমি কর্ব্ব।

চাণক্য। পার্ব্বে?

চন্দ্রগুপ্ত। পার্ব্ব। গুরুদেব! সেকেন্দার সাহার এই ভবিষ্যদ্বাণী যে আমি দিগ্বিজয়ী বীর হব। সেই আশ্বাসবাণী নিদ্রায় ও জাগরণে আমার কর্ণে এখনও বাজছে। আমি পার্ব্ব। শুদ্ধ আপনি আমার এই মহাযজ্ঞের পুরোহিত হৌন আমায় আপনি এই ব্রতে দীক্ষিত করুন।

চাণক্য। কি? তুমি কি আজ্ঞা কর্চ্ছ প্রাণেশ্বরি!

চন্দ্রগুপ্ত। এ কি আবার!

চাণক্য। তোমার আজ্ঞা! উত্তম!—(চন্দ্রগুপ্তকে) তবে পা ছুঁয়ে শপথ কর যে, এই ব্রাহ্মণের আদেশ তুমি সর্ব্বথা পালন করবে।

চন্দ্রগুপ্ত। (চাণক্যের চরণ স্পর্শ করিয়া) শপথ কর্চ্ছি গুরুদেব! আপনি আমায় দীক্ষা দিউন।

চাণক্য। হাঁ, তুমি পার্ব্বে। তোমার মুখ, তোমার দৃষ্টি, তোমার ভঙ্গিমা সমস্বরে বল্‌ছে যে তুমি পার্ব্বে। হাঁ, আমি তোমায় দীক্ষা দিব। তোমায় মগধের সিংহাসনে বসাব। তোমায় ভারতের অধীশ্বর কর্ব্ব। তবে ইন্ধন প্রস্তুত কর চন্দ্রগুপ্ত। আমি তাকে ব্রহ্মতেজে প্রজ্জ্বলিত কর্ব্ব। সেই অগ্নি দাবানলের ন্যায় ব্যাপ্ত হবে! সমস্ত ভারতবর্ষ জ্বলে' উঠ্‌বে!—চন্দ্রগুপ্ত!

চন্দ্রগুপ্ত। গুরুদেব!

চাণক্য। ঊর্দ্ধে চাও দেখি।—কি দেখ্‌ছো?

চন্দ্রগুপ্ত। আকাশ।

চাণক্য। কি বর্ণ?

চন্দ্রগুপ্ত। পাংশুরক্তবর্ণ।

চাণক্য। কি বুঝ্‌ছো?

চন্দ্রগুপ্ত। ঝড় উঠ্‌বে।

চাণক্য। ঠিক! ঝড় উঠ্‌বে। আর সম্মুখ ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে দেখ দেখি! কিছু দেখতে পাচ্ছ না?

চন্দ্রগুপ্ত। না।

চাণক্য। অন্ধ! সেখানেও একটা ঝড় উঠবে!—এ কপিলের অভিশাপ নয়, বিশ্বামিত্রের তপোবল নয়, পরশুরামের শৌর্য্য নয়, বামনের ছলনা নয়। এ ব্রাহ্মণের বুদ্ধি আর শূদ্রের নিষ্ঠা, ব্রাহ্মণের সাধনা আর শূদ্রের প্রতিহিংসা, ব্রাহ্মণের তেজ আর শূদ্রের শক্তি! স্বর্গমর্ত্ত্য এক সঙ্গে! আর ভয় নাই চন্দ্রগুপ্ত! ওঠো—আমি আমার চক্ষুর সম্মুখে কি দেখ্‌ছি জানো?

চন্দ্রগুপ্ত। কি গুরুদেব!

চাণক্য। এই প্রধূমিতা প্রজ্জ্বলিতা প্রবাহিতা রক্ত স্রোতস্বতী ভৈরবী ভারতভূমির পরিবর্ত্তে এক রত্নালঙ্কারা, পুষ্পোজ্জ্বলা, সঙ্গীতমুখরা হাস্যময়ী জননী। জলধি হ'তে জলধি পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ এক মহাসাম্রাজ্য! সে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা তুমি, আর তার পুরোহিত এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ চাণক্য!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—হিরাটের প্রাসাদ। কাল—রাত্রি।

সেলুকস ও হেলেন

সেলুকস। হেলেন! বীরবর সেকেন্দার সাহার মৃত্যু হ'য়েছে।

হেলেন। সে কি! কি ক'রে জানলেন?

সেলুকস। সূর্য্য অস্ত গেলে পৃথিবী জান্তে পারে না?

হেলেন। তারপর!

সেলুকস। তারপর আবার কি। তিনি আমায় এসিয়ার সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী ক'রে গিয়েছেন।

হেলেন। এক মহতী আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় অর্দ্ধেক এসিয়া জয় ক'রে পরে নিজের দেশেও মর্ত্তে পেলেন না!

সেলুকস। হেলেন—সেকেন্দার সাহা যা সাধন কর্ত্তে ব্যর্থকাম হ'য়েছিলেন, আমি তা সম্পূর্ণ কর্ব্ব।

হেলেন। কি?

সেলুকস। ভারতবর্ষ জয়।

হেলেন। তাতে কি লাভ হবে?

সেলুকস। কীর্ত্তি।

হেলেন। না অকীর্ত্তি!—আশ্চর্য্য পুরুষের উচ্চাশা! কিছুতেই পূর্ণ হয় না। আশ্চর্য্য পুরুষের জিঘাংসা! মানুষ যেন বন্য শিকার! বধ কর্ত্তেই হবে! তবু মানুষ মানুষের মাংস খায় না!—খায় না কেন বাবা? ভাল লাগে না?

সেলুকস। প্রথা নাই।

হেলেন। সৃষ্টি করুন না—নাম থেকে যাবে।—বাবা, আপনারা পুরুষ জাতি এত রক্তপিপাসু? হৃদয়ের মধ্যে কি আর কোন প্রবৃত্তি নাই?

সেলুকস। কি প্রবৃত্তি?

হেলেন। দুঃখীর দুঃখ দূর করা, রোগীর সেবা করা, ক্ষুধার্ত্তকে খেতে দেওয়া, অজ্ঞানকে জ্ঞান দেওয়া—এ সব কি কিছুই নাই?—কেবল স্বার্থের প্রসার, বেদনার বৃদ্ধি, অত্যাচার, অবিচার, পীড়ন।

সেলুকস। ডিমস্থিনিস্ বলেছেন, বিজিগীষা মানুষের একটা মহৎ প্রবৃত্তি।

হেলেন। কোথাও তিনি একথা বলেন নি! নিয়ে আস্‌ছি ডিমস্থিনিস্।

প্রস্থানোদ্যত

সেলুকস। না না, নিয়ে আস্‌তে হবে না। তুমি ডিমস্থিনিস্‌ও পড়েছো?

হেলেন। পড়েছি।

সেলুকস। তুমি অত পড় কেন? পড়ে' পড়ে' তোমার মৌলিকত্ব নষ্ট কর্চ্ছ।

হেলেন। মৌলিকতা নষ্ট হয় প'ড়লে? আর না প'ড়লেই মৌলিক হয়?—বাবা, তা হ'লে সবার চেয়ে মৌলিক হচ্ছে—ঐ—ঐ গাধাটা।

সেলুকস। কেন?

হেলেন। কারণ—সে কিছুই পড়ে নি।

সেলুকস। তুমি আমায় অপমান কর্চ্ছ।

হেলেন। না বাবা!

সেলুকস। তুমি আমার সঙ্গে গাধার তুলনা কর্চ্ছ।

হেলেন। না বাবা, আমি করি নি।

সেলুকস। করছো।

হেলেন। আমার অন্যায় হ'য়েছে। (করজোড়ে) ক্ষমা চাচ্ছি।

সেলুকস। না আমি ক্ষমা কর্ব্ব না, আমি রেগেছি। তুমি প্রায়ই আমাকে অপমান কর।

হেলেন। বাবা—

হাত ধরিলেন

সেলুকস। যাও।

হাত ছাড়াইয়া লইলেন

হেলেন। (গদ্গদ স্বরে) বাবা—

নতজানু হইলেন

সেলুকস। ওকি! না না ওঠ্—তোর কিছু অন্যায় হয় নি। আমার অন্যায়! আমি ক্রোধবশে "যাও!" ব'লেছি। আমি তোর উপর এত রূঢ় যে কখন হ'তে পারি—তা ভাবি নি। ওঠ্—(হস্ত ধরিয়া উঠাইয়া) আমায় ক্ষমা কর্ হেলেন।

হেলেন। সে কি বাবা!

তাঁহার গলদেশ জড়াইয়া ধরিলেন

সেলুকস। (হেলেনকে বাহুবেষ্টন করিয়া) মাতৃহারা কন্যা আমার!

হেলেন। কে বলে আমি মাতৃহারা। এই যে আমার মা! শুধু বাপ হ'লে কি এত আব্দার কর্ত্তে পার্ত্তাম!

সেলুকস। কৈ তুমি আব্দার কর।

হেলেন। আব্দার করি না?—ও বাবা!

সেলুকস। তুমি ত আমার কাছে কিছু চাও না—কেন চাও না হেলেন?

হেলেন। না চাইতেই ত সব পেয়েছি। আমার কিসের অভাব বাবা?

সেলুকস। মহার্ঘ পরিচ্ছদ—অমূল্য অলঙ্কার—

হেলেন। আছে ত সবই।

সেলুকস। তবে পর না কেন?

হেলেন। প'র্লে আপনি সন্তুষ্ট হন? আচ্ছা, এখন থেকে প'র্ব্ব।

সেলুকস। হাঁ প'রো!—আমি দেখব।—আমি এখন একেবার সৈন্যাধ্যক্ষের শিবিরে যাবো। তুমি ঘুমোওগে যাও।—ধাত্রী!—

হেলেন। যাচ্ছি বাবা। আমি আর এখন খুকিটি নই, যে সন্ধ্যা না হ'তেই ধাত্রী এসে আমায় ঘুম পাড়াবে।

সেলুকস। কিন্তু তুমি অত্যন্ত রাত্রি জেগে পড়। পড়ে' পড়ে' তোমার রং মলিন হয়ে যাচ্ছে। অত প'ড়ো না।

হেলেন। (সহাস্যে) আচ্ছা বাবা—এখন থেকে একটু মৌলিক হব।

সেলুকস চলিয়া গেলেন। হেলেন ক্ষণেক পদচারণ করিয়া একখানি পুস্তক লইয়া বসিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন, পরে পুস্তক রাখিয়া কহিলেন—

হেলেন। সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে! আজ সিন্ধুনদ তীরে সেদিনকার সেই গরিমাময় সূর্য্যাস্ত মনে পড়ে। কোথায় সেই রবিকরোজ্জ্বল ভারত, কোথায় এই কুজ্মটিকাবৃত আফগানিস্থান! [পুনরায় পাঠ]—সেই মগধের রাজপুত্র! আমি সংস্কৃত শিখ্‌বো। শুনেছি সংস্কৃত ভাষা ভাবুকতা, কবিত্ব, জ্ঞানের খনি! [পাঠ]—কে? [ফিরিয়া চাহিয়া] ও! আণ্টিগোনস্‌।

আণ্টিগোনসের প্রবেশ

আণ্টিগোনস্‌। হাঁ আমি হেলেন।

হেলেন। (উঠিয়া) পিতা গৃহে নাই।

আণ্টিগোনস্‌। তা জানি।

হেলেন। তবে তুমি এখানে—অকস্মাৎ?

আণ্টিগোনস্‌। আমার আগমন কি তোমার কাছে এতই অপ্রীতিকর?

হেলেন। আমি তা ত বলি নাই।

আণ্টিগোনস্‌। কি কপট জাতি। মনের কথা এখনও, এত দিনেও জান্তে পার্লাম না। 'আমি তা ত বলি নাই'—কি সুন্দর উত্তর! 'বলি নাই' বটে—কিন্তু আমার আগমন প্রীতিকর কি অপ্রীতিকর তা বলতে কোন বাধা আছে কি?

হেলেন। বলে' লাভ কি?

আণ্টিগোনস্‌। লোকসানই বা কি?—বলে' তোমার লাভ না থাকতে পারে,—শুনে আমার লাভ আছে!

হেলেন। কি লাভ?

আণ্টিগোনস্‌। লাভ এই যে, ঐ উত্তরের উপর আমার ভবিষ্যৎ নির্ভর কর্চ্ছে।—শোন হেলেন, আমি শেষবার জিজ্ঞাসা কর্ত্তে এসেছি।

হেলেন। কি?

আণ্টিগোনস্‌। আমি অশ্রুজলে জানু পেতে ভিক্ষা চেয়েছি—পাই নাই।

ক্রোধ-কম্পিত স্বরে দাবী ক'রেছি—পাই নাই। আজ সহজ সরল, শুষ্ক ভাষায়, একবার জিজ্ঞাসা কর্ত্তে এসেছি—এর মধ্যে ক্রোধ নাই, কাকুতি নাই।—তুমি আমায় বিবাহ কর্ব্বে কি না?

হেলেন। আমার পিতার স্কন্ধের উপর যে খড়্গ তোলে তাকে আমি বিবাহ কর্ত্তে পারি না।

আন্টিগোনস্। সেই এক কথা!—তার কারণ তুমিই না হেলেন? তার পূর্ব্বে তোমার কাছে আমি এ প্রস্তাব করি, তুমি ব'লেছিলে—পিতার মতেই তোমার মত! পরে তোমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করি। তিনি ব্যঙ্গভরে বল্লেন যে, যার জন্মের ঠিক নাই, তার সঙ্গে সেলুকসের কন্যার বিবাহ অসম্ভব।

হেলেন। তিনি সেনাপতি, আর তুমি একজন সামান্য সৈন্যাধ্যক্ষ।

আন্টিগোনস্। তার জন্য নয় হেলেন। তিনি আমার জন্ম নিয়ে ব্যঙ্গ ক'রেছিলেন। সেই ব্যঙ্গের জ্বালায়, আমি ক্ষিপ্ত হ'য়ে তাঁর উপর খড়্গ তুলেছিলাম—আমায় ক্ষমা কর হেলেন।

হেলেন। যদি বা ক্ষমা করতে পারি, বিবাহ করতে পারি না।

আন্টিগোনস্। কেন?

হেলেন। রাজকন্যা কোন প্রজার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নয়।

আন্টিগোনস্। এত গর্ব্ব!

হেলেন। না, আমি এ কথা প্রত্যাহার কর্চ্ছি। তার পরিবর্ত্তে এই কথা ব'ললেই যথেষ্ট হবে বোধ হয় যে, কোন কুমারী বিবাহ সম্বন্ধে তার মতামতের কোন কারণ ব্যক্ত কর্ত্তে বাধ্য নয়।

আন্টিগোনস্। আমি কারণ চাহি না, আমি উত্তর চাই!—তুমি আমায় বিবাহ কর্ব্বে কি না?

হেলেন। এ কি হঠাৎ এত রুক্ষ স্বর?

আন্টিগোনস্। উত্তর চাই। বিবাহ কর্ব্বে কি না?—বল'?

হাত ধরিলেন

হেলেন। আন্টিগোনস্!—হাত ছাড় কাপুরুষ! গ্রীক তুমি!

আন্টিগোনস্। আমি প্রণয়ী।—সহজ সরল উত্তর দাও—বিবাহ কর্ব্বে কি না?

হেলেন। তোমাকে বিবাহ করার চেয়ে এক দুর্গন্ধ গলিত কুষ্ঠ রোগীকে বিবাহ কর্ত্তে প্রস্তুত আছি। অধম! [সজোরে হাত ছাড়াইয়া লইলেন] চলে' যাও এখান থেকে।

আন্টিগোনস্। উত্তম!—যাচ্ছি। [তাহার পর চলিয়া যাইতে যাইতে ফিরিলেন] যাবার সময় এক কথা বলে যাই, হেলেন!

হেলেন। বল, "রাজকন্যা"। আমার নাম ধরে' ডাকবার তোমার অধিকার নাই। একজন সামান্য সৈনিক—যাকে ইচ্ছা কর্লে কীটের মত চরণে দলিত

কর্ত্তে পারি—করি না, কারণ সে নীচ, অধম,—সে এসিয়ার সম্রাট সেলুকসের কন্যার অঙ্গ স্পর্শ করে!—এতদূর স্পর্দ্ধা!

আণ্টিগোনস্। উত্তম! এর উত্তর আর একদিন দিব!—দেখি চাকা ঘোরে কি না।

এই বলিয়া আণ্টিগোনস্ চলিয়া যাইতেছিলেন এমন সময়
দেখিলেন যে তাঁহার সম্মুখে সেলুকস দণ্ডায়মান

সেলুকস। আবার নিভৃতে সাক্ষাৎ!

হেলেন। [কম্পিত স্বরে] পিতা!—আপনার কন্যার গায়ে হস্তক্ষেপ করে এমন বর্ব্বর কাপুরুষ গ্রীক আপনার সৈন্যাধ্যক্ষ?

সেলুকস। সে কি? সত্য কথা আণ্টিগোনস্?

আণ্টিগোনস্। সত্য কথা।—আমার অপরাধ হয়েছে।

সেলুকস। হুঁ।—আণ্টিগোনস্! সেকেন্দার সাহার আজ্ঞায় তুমি নির্ব্বাসিত হয়েছিলে। আমি তা সত্ত্বেও তোমাকে আমার সৈন্যাধ্যক্ষ ক'রেছিলাম। তার এই প্রতিদান!—সৈনিকগণ!

দুইজন সৈনিকের প্রবেশ

সেলুকস। বন্দী কর।

সৈনিকগণ আণ্টিগোনস্‌কে বন্দী করিল

সেলুকস। তোমার শাস্তি মৃত্যু—নিয়ে যাও বধ্যভূমিতে। এই মুহূর্ত্তে!

সৈনিকগণ আণ্টিগোনস্‌কে লইয়া যাইতে উদ্যত হইল, হেলেন সৈনিকগণকে
কহিলেন—"দাঁড়াও", পরে সেলুকসকে কহিলেন

হেলেন। পিতা!—এবার এঁকে ছেড়ে দিন।—

সেলুকস। না। এতদূর স্পর্দ্ধা!

হেলেন। পদচ্যুত করুন।

সেলুকস। সে শাস্তি যথেষ্ট নয়।

হেলেন। রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত করুন। মৃত্যুদণ্ড দিবেন না।

সেলুকস। না হেলেন—অসম্ভব।

হেলেন। আণ্টিগোনস্ বীর! তিনি অপরাধ স্বীকার কর্চ্ছেন। এইবার—এই শেষবার তাঁকে ক্ষমা করুন। তাঁকে নির্ব্বাসিত করুন।

আণ্টিগোনস্। আমি সেলুকসের ক্ষমার প্রার্থী নই।—সেলুকস! আমার অপরাধ হয়েছে, স্বীকার কর্চ্ছি। অপরাধের দণ্ড দাও। আমি তোমার মার্জ্জনা চাই না।

হেলেন। আমি যাচ্ছি, বাবা!—

সেলুকস। না হেলেন—

হেলেন। (জানু পাতিয়া বসিয়া যুক্তকরে) বাবা!

সেলুকস। আচ্ছা, এবার তোমায় মার্জ্জনা কর্‌লাম, আণ্টিগোনস্‌—যাও। কিন্তু আমার সাম্রাজ্যে আর যদি কখন পদার্পণ কর ত, তোমার শাস্তি মৃত্যু। মুক্ত কর।

সৈনিকগণ তাঁহাকে মুক্ত করিল। আণ্টিগোনস্‌ ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন

হেলেন। জানি বাবা, আপনি মুক্ত করে' দেবেন।

সেলুকস। তোর যুক্ত-করের কাছে যে সকল যুক্তি হার মানে হেলেন। আমার বুড়োবয়সের মা হ'য়ে খুব হুকুমটা চালিয়ে নিলি যা হোক্‌।

হেলেন। (সহাস্যে) এ বিষয়ে থেমিষ্টক্লিস কি বলেন বাবা?

সেলুকস। কিছু বলেন না। তুমি অত্যন্ত অবাধ্য!—যাও।

প্রস্থান

হেলেন দ্রুত পাদচারণ করিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন

হেলেন। পিতা! আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা—আপনার অগাধ স্নেহের বিনিময়ে আর কি দিতে পারি!—আপনার স্কন্ধের উপর যে খড়্গ তোলে, তাকে আপনার কন্যা কখন বিবাহ কর্ব্বে না। না, আণ্টিগোনস্‌কেও নয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—যুদ্ধক্ষেত্রে চাণক্যের শিবির। কাল—রাত্রি

মুরা ও চাণক্য

মুরা। কাল যুদ্ধ?

চাণক্য। কাল যুদ্ধ।

মুরা। চন্দ্রগুপ্ত আক্রমণ কর্ব্বে?

চাণক্য। হাঁ মুরা। তা ত সমস্ত দিনে একশ' একবার ব'লেছি। আবার সেই কথা এত রাত্রে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে এসেছো কেন?

মুরা। স্থির হ'তে পার্চ্ছি না গুরুদেব।—গুরুদেব, এ যুদ্ধে কাজ নাই।

চাণক্য। (সাশ্চর্য্যে) মুরা!

মুরা। চন্দ্রগুপ্ত আমার পুত্র; আর নন্দ—সেও আমার পুত্র। চন্দ্রগুপ্ত আর নন্দ—এক বৃন্তে দুটি ফুল! আমার হৃদয়-আকাশের সূর্য্য-চন্দ্র। তাদের সংঘাতে যে আকাশ চূর্ণ হ'য়ে যাবে।—না গুরুদেব, কাজ নাই। চন্দ্রগুপ্ত আমার পথের ভিখারী হোক। বিবাদে কাজ নাই।

চাণক্য। নারী! সম্মুখে কালের সংহারমূর্ত্তি! দেখ্‌ছ না আকাশ কি স্থির! রুদ্ধশ্বাসে সে যেন এক ঝটিকার অপেক্ষা কর্চ্ছে। সব প্রস্তুত। এখন নারীর কাকুতি শোন্‌বার সময় নয়। শিবিরে যাও।

মুরা। নারীর কাকুতি! এতই অবজ্ঞেয় নারী! গুরুদেব, আপনি কি

বুঝবেন এ বক্ষে কি ঝড় বৈছে ;—আমি কতখানি সহ্য কৰ্চ্ছি, তা আপনি কি বুঝ্‌বেন গুরুদেব ?

চাণক্য। আর তুমি কি বুঝ্‌বে নারী,—লুপ্ত গৌরবের দীন মহিমা—যার রুদ্ধ আবেগ কারাগারের লৌহদ্বারে মাথা খুঁড়ে, নিজেই রক্তাক্ত হ'য়ে ভূলুণ্ঠিত হয়। তুমি কি বুঝ্‌বে নারী—এ প্রতিহিংসার জ্বালা, এ মর্ম্মদাহ—যাও, বিরক্ত করো না! শিবিরে যাও।—এ যুদ্ধ অনিবার্য্য।

মুরা। কিন্তু গুরুদেব!—

চাণক্য। (কঠোর স্বরে) যাও।

সভয়ে মুরার প্রস্থান

চাণক্য একাকী পাদচরণ করিতে লাগিলেন

চাণক্য। শূকরের মুখ, ঊর্ণনাভের ত্বক, শবদাহের গন্ধ, এরণ্ডের আস্বাদ, আর গর্দ্দভের চীৎকার—একসঙ্গে কড়ায় চড়িয়েছি। দেখি কি দাঁড়ায়। নূতন রকম ব্যঞ্জন একটা কিছু তৈরী হবেই নিশ্চয়!—হে অদৃশ্য মহাশক্তি! কি মধুর পূতিগন্ধময় ভাগাড়ের মাঝখান দিয়ে আমার হাত ধ'রে নিয়ে চলেছ! বলিহারি! (বাহিরের দিকে চাহিয়া) উঃ! বাহিরে শিশির-বিন্দুগুলো জ্বল্‌ছে দেখ, যেন এক একটা স্ফুলিঙ্গ! আকাশ দাউ দাউ করে' পুড়ে যাচ্ছে! আর আমি এই অগ্নির প্রবাহে গা ঢেলে দিয়েছি। পুড়ে যাচ্ছি না—শুদ্ধ ব্রহ্মতেজে বোধ হয়! (হাস্য) না, এই কলিযুগেতেও একবার ব্রাহ্মণের প্রতাপ দেখাতে হবে। —না প্রেয়সী? ঐ দীর্ঘ দন্তে হেসে, রুক্ষ মাথা নেড়ে ব'ল্‌ছে "হাঁ"।—শুনেছি। কি কদর্য্য তুমি, হে সুন্দরি! তোমার প্রেমে শেষে পাগল না হ'য়ে যাই?—কে! কাত্যায়ন?

কাত্যায়নের প্রবেশ

কাত্যায়ন। হাঁ আমি, চাণক্য।

চাণক্য। এত রাত্রে?

কাত্যায়ন। সংবাদ আছে।

চাণক্য। কি!—

কাত্যায়ন। নন্দের বৃদ্ধ মন্ত্রী এসেছিলেন।

চাণক্য। (সাগ্রহে) এসেছিলেন না কি!—তার পর!

কাত্যায়ন। তিনি সন্ধির কথা ব'ল্লেন।

চাণক্য। কি ব'ল্লেন?

কাত্যায়ন। অনেক বাজে কথার পর, তিনি ব'ল্লেন, এই ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ কেন! রাজ্য সমান ভাগ করে' নিলেই ত হয়। নন্দ অবোধ ছোট ভাই। যা করে' ফেলেছে, বড় ভাইয়ের কাছে তার কি মার্জ্জনা নাই?

চাণক্য। (সকৌতুহলে) বটে! বটে!—চন্দ্রগুপ্ত সেখানে ছিল?

কাত্যায়ন। ছিল।

চাণক্য। বিচক্ষণ এই মন্ত্রী!—চন্দ্রগুপ্ত কিছু ব'লেছিল?

কাত্যায়ন। না।

চাণক্য। তুমি কিছু বলেছিলে?

কাত্যায়ন। আমি ব'লেছিলাম যে তোমার পরামর্শ নিয়ে তার পরে বলে' পাঠাবো।

চাণক্য। তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এলে না কেন?

কাত্যায়ন। তিনি স্বীকৃত হ'লেন না।

চাণক্য। খাসা চাল চেলেছে। পরাজয় অনিবার্য্য দেখে—হুঁ।

চিন্তা

কাত্যায়ন। তুমি কি বল?

চাণক্য। কিছু না।—

"মনসা চিন্তিতং কর্ম্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ।"

কাত্যায়ন। কিন্তু আমি তোমার মিত্র!

চাণক্য। পণ্ডিত চাণক্য বলেন—"ন মিত্রেপ্যতি বিশ্বসেৎ।" তোমাকে এখনও বলবার সময় হয় নি।—তবে সন্ধি হবে না।

কাত্যায়ন। কেন?

চাণক্য। তুমি এখন শিবিরে যাও। আমি একবার প্রেয়সীর সঙ্গে পরামর্শ কর্ত্তে চাই।

কাত্যায়ন। প্রেয়সী কে?

চাণক্য। জান না? (হাস্য) আমার একজন গণিকা আছে।

কাত্যায়ন। তোমার গণিকা!

চাণক্য উচ্চহাস্য করিলেন। কাত্যায়ন মুখ ব্যাদন করিয়া
তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলেন

চাণক্য। তুমি নন্দের এই মন্ত্রীকে জান?

কাত্যায়ন। জানি বৈকি। শৈশবে তিনি আর আমি একত্র শাস্ত্রপাঠ করেছিলাম। মনোবিজ্ঞানে তাঁর অসীম মেধা ছিল। তিনি কেবল দিবারাত্র সাংখ্য পড়্তেন।

চাণক্য। আর তুমি বুঝি পাণিনি মুখস্থ কর্ত্তে?

কাত্যায়ন। কি! তুমি হাস্‌ছো যে! পাণিনি ব্যাকরণের এক একটি সূত্র এক একটি গূঢ়তত্ত্বকথা। এই ধর—

চাণক্য। এই মাটি ক'রেছে।—থামো। পাণিনি শুন্‌বার আমার অবকাশ নাই। ব্যাকরণে হবে না।

কাত্যায়ন। পাণিনিকে তুমি তুচ্ছ কর্চ্ছ? তুমি জান যে—

চাণক্য। নন্দ তোমায় কারারুদ্ধ ক'রেছিলেন কেন, তা আমি এখন কতক বুঝতে পার্চ্ছি।

কাত্যায়ন। কেন?

চাণক্য। তোমার এই পাণিনির জ্বালায়। তুমি বসে' বসে' পাণিনি আওড়াচ্ছই, আওড়াচ্ছই। রাজ্যে মড়ক এলো—পাণিনি। যুদ্ধ হ'ল—পাণিনি। অতিবৃষ্টি হ'ল—পাণিনি। অনাবৃষ্টি—পাণিনি। মহারাণীর সঙ্গে মহারাজের কলহ—পাণিনি। আমি শুনেছি রাজা নন্দ শেষে তোমার পাণিনির জ্বালায় অস্থির।

কাত্যায়ন। অস্থির কি রকম?

চাণক্য। শুনেছি যে তোমার পাণিনির জ্বালায় রাজার শেষে শূল বেদনা ধর্ল্ল; মাথা ঘুরতে স্বরু কর্ল্ল; খেয়ে ঢেকুর উঠতে লাগলো। তিনি শেষে নিরুপায় হ'য়ে তোমায় কারারুদ্ধ কর্ত্তে বাধ্য হ'লেন।—পাণিনি ঐ ভুল ক'রেছিলেন।

কাত্যায়ন। কি ভুল?

চাণক্য। অতবড় একখানা ব্যাকরণ লেখা, যা কোন ভদ্রলোকে মুখস্থ কর্ত্তে পারে না।

কাত্যায়ন। দুঃখের বিষয় তুমি কিছু জান না। পাণিনির সূত্রগুলি—

চাণক্য। চমৎকার! তুমি শিবিরে যাও। দেখ চন্দ্রকেতু কোথায়?

কাত্যায়ন। চন্দ্রগুপ্তের শিবিরে।

চাণক্য। বেশ সোজা কথা। তোমার পাণিনির কোন সূত্রে এ কথা বাহির করে' দিতে পার্ত্ত!

কাত্যায়ন। পাণিনি অমন তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মাথা ঘামান নি।

চাণক্য। যাও, একবার চন্দ্রকেতুকে আমার শিবিরে পাঠিয়ে দাও।

কাত্যায়ন। দিচ্ছি। কিন্তু পাণিনি—

চাণক্য। আবার পাণিনি! যুদ্ধক্ষেত্রে এসে দুপুর রাত্রে পাণিনি শুনবার সময় নয়। তাকে পাঠিয়ে দাও। বিশেষ দরকার।

কাত্যায়ন। পাণিনির সূত্র কিন্তু—

চাণক্য। নরকে যাক পাণিনি ও তার সূত্র। যাও—

কাত্যায়ন। পাণিনি শুদ্ধ ব্যাকরণ লোকের এই-ই বিশ্বাস—মূর্খ জগৎ!—পাণিনির মধ্যে বেদান্তসার—

চাণক্য। যাও কাত্যায়ন। ক্ষেপিও না! যাও বলছি!

কাত্যায়ন। যাচ্ছি। (যাইতে যাইতে) কিন্তু তুমি পাণিনির অপমান কর্ল্লে।

দুঃখিতভাবে প্রস্থান

চাণক্য। নেহাৎই গোবেচারি। কেবল প্রবৃত্তির উপর কাজ করে' যায়। কিছু বোঝে না।—প্রেয়সী! কি বল! নন্দের মন্ত্রী একটা চাল চেলেছে, না?

পরাজয় অনিবার্য্য দেখে—খাসা চাল। নৈলে আর কি চাল্‌বে। আমি লক্ষ্য ক'রেছি—তুমিও জান দেখছি। ঠিক ঝোপ বুঝে কোপ মেরেছে।—কিন্তু মন্ত্রী! চাণক্যের সঙ্গে পার্ব্বে না। তুমি আমায় কিঞ্চিৎ সতর্ক করে দিলে এই মাত্র।

চন্দ্রকেতুর প্রবেশ ও প্রণাম

চাণক্য। জয়োস্তু।—তোমায় একবার ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

চন্দ্রকেতু। আজ্ঞা করুন।

চাণক্য। কাল যুদ্ধ। যুদ্ধে আমাদের জয় নিশ্চিত, যদি তোমরা প্রাণ তুচ্ছ করে' যুদ্ধ কর।

চন্দ্রকেতু। যদি প্রাণ তুচ্ছ করে' যুদ্ধ করি—একথা আপনি বলছেন কেন গুরুদেব? আমায় অবিশ্বাস করেন?

চাণক্য। না।

চন্দ্রকেতু। তবে?

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্তকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না।

চন্দ্রকেতু। সে কি গুরুদেব!

চাণক্য। আমি লক্ষ্য ক'রেচি যে, উচ্চাশার চেয়ে বলবতী একটা প্রবৃত্তি তার পিছনে উঁকি মার্চ্ছে। আমি দেখেছি, দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার দীপ্ত মুখখানি সহসা মেঘে আচ্ছন্ন হ'য়ে যায়; দুই এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে যায়। তার শৌর্য দুর্জ্জয়, যদি এই প্রবৃত্তির সঙ্গে তার সংঘাত না হয়।—সাবধান।

চন্দ্রকেতু। কি আজ্ঞা করেন?

চাণক্য। কাল যুদ্ধ। সে পর্য্যন্ত সর্ব্বদা তার পার্শ্বে থেকে তাকে ব্যাপৃত রাখ্‌বে। একাকী থাকৃতে দেবে না। আর যুদ্ধের সময়েও তার পার্শ্ব ত্যাগ ক'রো না।

চন্দ্রকেতু। যে আজ্ঞা।

চাণক্য। আমি আর মুরা ঐ পর্ব্বতের নীচে সেতুপার্শ্বে তোমাদের বিজয়-বার্ত্তার প্রতীক্ষা কর্ব্ব।

চন্দ্রকেতু। যে আজ্ঞা।

চাণক্য। যাও।—(চন্দ্রকেতু যাইতে উদ্যত) আর দেখ—

চন্দ্রকেতু ফিরিলেন

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্ত ঘুমিয়েছে?

চন্দ্রগুপ্ত। হাঁ গুরুদেব।

চাণক্য। একবার—না জাগিও না। ঘুমোক্। তবে মুরাকে—না আজ রাত্রে কোন প্রয়োজন নাই। কাল তুমি প্রত্যূষে উঠবে। চন্দ্রগুপ্তকে ওঠাবে। মুরা জাগ্রত হবার পূর্ব্বে যুদ্ধযাত্রা কর্ব্বে—তুমি আর চন্দ্রগুপ্ত।

চন্দ্রকেতু। যে আজ্ঞা।

চাণক্য। যাও।

চন্দ্রকেতু চলিয়া গেলেন

চাণক্য। উদার যুবক! আবার!—না প্রেয়সী! হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল।—নির্ব্বোধ যুবক! পরের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করে' বসে' আছে। চন্দ্রগুপ্ত তোমার কে!—মূর্খ!

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—হিরাটের প্রাসাদ। কাল—প্রভাত

আণ্টিগোনস্ ও বন্দী অবস্থায় সেলুকস দণ্ডায়মান

আণ্টিগোনস্। সেলুকস! তুমি আজ আমার বন্দী।

সেলুকস। জানি আণ্টিগোনস্।

আণ্টিগোনস্। আজ তোমার সে দম্ভ কোথায় সম্রাট্?

সেলুকস। দম্ভ কখন করি নাই। যুদ্ধে জয় পরাজয় আছেই। অনেক যুদ্ধে জয়ী হ'য়েছি। আজ তোমার হস্তে পরাজিত হ'য়েছি। আবার যদি যুদ্ধ হয়—

আণ্টিগোনস্। আর যুদ্ধ হবে না সেলুকস। এই শেষ যুদ্ধ!

সেলুকস। শেষ যুদ্ধ!—তুমি আমায় হত্যা কর্ব্বে, না?

আণ্টিগোনস্। না, হত্যা কর্ব্ব না।

সেলুকস। তবে কি কর্ত্তে চাও!—আণ্টিগোনস্! এ কি! তোমার চক্ষে একটা হিংস্র জ্বালা দেখ্‌ছি। মুখ পাংশুবর্ণ হ'য়ে গিয়েছে। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ কর্চ্ছ। তুমি যেন মনে মনে একটা পৈশাচিক সঙ্কল্প আঁটছো। আবার তারই ভীষণ আকার দেখে নিজেই শিউরে উঠছো।

আণ্টিগোনস্। না, আমি তোমায় হত্যা কর্ব্ব না।

সেলুকস। বার বার সে কথা উচ্চারণ কর্চ্ছ কেন আণ্টিগোনস্।

আণ্টিগোনস্। আমরা সুসভ্য গ্রীকজাতি। যুদ্ধে পরস্পরের বক্ষে ছুরি বসাই, হিংস্র ব্যাঘ্রের মত পরস্পরের টুঁটি কামড়ে ধরি। যুদ্ধের পর শত্রুকে চিরান্ধ কারাগৃহে আজীবন বদ্ধ করে' রাখি; কিন্তু হত্যা করি না। তোমায় সেই চিরান্ধকার কারাগারে রেখে দেবো। হত্যা কর্ব্ব না, ভয় নাই।

সেলুকস। না আণ্টিগোনস্। বরং আমায় একেবারে হত্যা কর। তিলে তিলে বধ করো না।

আণ্টিগোনস্। না, আমরা যে সভ্য গ্রীক। তোমায় আজীবন বন্দী করে' রাখবো। এমন কক্ষে বদ্ধ করে' রাখবো যেখানে সূর্য্যের আলোক ভয়ে প্রবেশ করে না, বাতাস প্রত্যাহত হ'য়ে ফিরে আসে।—হত্যা কর্ব্ব না—

সেলুকস! আমি শৈশবে পিতৃহীন। দাক্ষিণ্যের দ্বারে ভিক্ষুক করে' ঈশ্বর আমাকে বিশ্বে ছেড়ে দিয়েছিলেন। দারিদ্র্যের কঠোর বাধা ঠেলে নিজের শৌর্য্য ও দক্ষতায় সৈন্যাধ্যক্ষ হ'য়েছিলাম—সে কি আমার লজ্জার কথা?

সেলুকস। আমি তা কখন বলি নাই।

আন্টিগোনস্। না—তথাপি সংসারের এরূপ অবিচার যে আমার পিতা কে আমি তার সংবাদ তাকে দিতে পারি নাই বলে' সে আমাকে জারজ বলে' ঘৃণা করে' দূরে দূরে রাখে। আমার পিতা কে তা আমি জানি না; কিন্তু বোধ হয় তোমারই মত তাঁ'র মানুষেরই চেহারা ছিল।—জারজ! আমার জন্মের জন্য আমি দায়ী নহি, আমার কার্য্যের জন্য আমি দায়ী। আমাকে কখন একটা নীচ কাজ কর্ত্তে দেখেছো?

সেলুকস। না।

আন্টিগোনস্। তবে!—না, এখন আর তোমার প্রশংসার মূল্য কি? এখন তোমাকে অধম টিয়াপাখীটির মত যা বলাবো তাই বল্‌বে—এই যে সেলুকসের কন্যা!

বন্দীভাবে সপ্রহরী হেলেনের প্রবেশ

হেলেন। এই যে বাবা!—বাবা!—বাবা!

সেলুকসের বক্ষে গিয়া মুখ লুকাইলেন

সেলুকস। হেলেন! কন্যা আমার!

তাঁহার গলদেশ জড়াইয়া ধরিলেন

আন্টিগোনস্। সাদর সম্ভাষণ শেষ হয়েছে সম্রাট?—না হ'য়ে থাকে শেষ করে' নাও। আমি অপেক্ষা কর্চ্ছি। এত নিষ্ঠুর আমি নই।—এই তোমাদের শেষ সাক্ষাৎ।

হেলেন। শেষ সাক্ষাৎ?

আন্টিগোনস্। হাঁ রাজকন্যা! তোমার পিতাকে দণ্ড দিয়েছি—আজীবন চিরান্ধ কারাগারে বাস।

হেলেন। যে আজ্ঞা বিচারকর্ত্তা!

আন্টিগোনস্। তোমার কিছু ব'লবার আছে?

হেলেন। আমার?—কিছু না। বীরের প্রতি বীরের আচরণ—বীরের বিচার্য্য। বন্দীর প্রতি জয়ীর ব্যবহার—জয়ীর অভিরুচি। আমার কি! অনধিকার-চর্চ্চা আমি করি না।

আন্টিগোনস্। এইমাত্র!—সেলুকস! তোমার কন্যা অতি পিতৃভক্ত দেখ্‌তে পাচ্ছি।

হেলেন। আন্টিগোনস্! তোমার রাজ্য সম্বন্ধে তুমি কথা কও। পিতার প্রতি কন্যার স্নেহ—কন্যার বিচার্য্য। তোমার নয়।

আন্টিগোনস্। এখনও গর্ব্ব!

হেলেন। জানি আন্টিগোনস্ তুমি আমায় এখানে কেন এনেছো। কিন্তু এ বামনের চাঁদে হাত। পাবে না। তুমি এখন জয়ী; একটা রাজ্যের অধিপতি। সেখানে তুমি যা ইচ্ছে তাই কর্ত্তে পারো। কিন্তু আমারও একটা রাজ্য আছে। সে রাজ্যের অধিশ্বরী আমি। সে রাজ্যে তোমার প্রবেশের অধিকার নাই!—যান পিতা, আপনি বীর! যদি বীরের প্রতি বীরের এই যোগ্য ব্যবহার হয়, যান আপনি অন্ধকার কারাগৃহে। আমিও যাই। আমাদের এই জন্মের মত বিচ্ছেদ। পিতা! বিদায় দেন!—একি বাবা! মাথা হেঁট করে' রৈলেন যে!

সেলুকস। হেলেন! না—তাই হোক্।

হেলেন। পিতা! এ বিচ্ছেদে আমাদের উভয়ের দুঃখ সমান, আপনিও চক্ষে যে অন্ধকার দেখবেন, আমিও চক্ষে সেই অন্ধকার দেখবো। আপনিও পুরুষের মত সহ্য করুন, আমিও নারীর মত সহ্য কর্ব্ব। কিসের ভয়!—এই আন্টিগোনস্ আমাদের উপর চোখ রাঙাবে?

আন্টিগোনস্। হেলেন! কেন আমার প্রতি বিরূপ হ'চ্ছ!—আমায় বিবাহ কর! আমি তোমার পিতার ক্রীতদাস হয়ে থাক্‌বো। তাঁকেই আবার এই সিংহাসনে বসাবো! হেলেন, প্রসন্ন হও, এই সিংহাসন ছেড়ে দিচ্ছি।

হেলেন। (সব্যঙ্গহাস্যে) মূর্খ! প্রলোভন দেখিয়ে নারীর হৃদয় জয় কর্ত্তে চাও! নারীর ধর্ম্ম—প্রভাত-সূর্য্যের চেয়েও যা ভাস্বর, মৃত্যুর চেয়েও যা প্রবল, মাতার স্নেহের চেয়েও যা পবিত্র,—সেই নারী-ধর্ম্ম—তোমার এই ধূলিমুষ্টি দিয়ে ক্রয় কর্ত্তে চাও! স্পর্দ্ধা বটে!—যাও, আমি তোমায় ঘৃণা করি।

আন্টিগোনস্। উত্তম!—সেলুকস! আর আমার অপরাধ নাই।—প্রহরী! দুইজনকে অন্ধকূপে নিক্ষেপ কর! নিয়ে যাও!

প্রহরীদ্বয় সেলুকস ও হেলেনকে ধরিল

হেলেন। বিদায় দেন বাবা!

সেলুকস। হেলেন!—

মস্তক অবনত করিয়া চক্ষু মুছিলেন

হেলেন। একি বাবা! আপনার চক্ষে জল! বীর আপনি। আপনি এই দুঃখভারে নুয়ে পড়ছেন! তা হ'লে যে পারি না। আমি শিশুকে অনাহারী, বৃদ্ধকে লাঞ্ছিত, রুগ্নকে পরিত্যক্ত, মৃতদেহকে পদাহত, সব মর্ম্মভেদী দৃশ্য দেখতে পারি, কিন্তু আপনার চক্ষে জল যে দেখতে পারি না—বাবা! তবে তাই হোক্। আপনার জন্য আমি কি না কর্ত্তে পারি বাবা। স্বচ্ছন্দে নিজেকে বলি দিব! কিন্তু কি কর্লেন বাবা, কি কর্লেন! লজ্জায় মাটির ভিতর মাথা লুকাতে ইচ্ছা কর্চ্ছে, জলে' যাচ্ছি!—ওঃ—যাক্।—আন্টিগোনস্। আমি তোমায় বিবাহ কর্ব্বো। আমি তোমার ক্রীতদাসী। (জানু পাতিলেন) বাবাকে ছেড়ে দাও।

সেলুকস। না হেলেন! তা হবে না। তার চেয়ে আমি নরকে যেতে প্রস্তুত। কন্যামূল্যে মুক্তি ক্রয় কর্ব্ব না। গ্রীক্ আমি। এ ক্ষণিক দৌর্ব্বল্য।—চল কারাগারে প্রহরী! যেখানে ইচ্ছা, নিয়ে চল। বিদায় দাও কন্যা। (বাহু বেষ্টন করিয়া) হেলেন! হেলেন!

প্রহরীদ্বয় তাঁহাদিগকে পৃথক করিল। তাঁহারা প্রহরী কর্ত্তৃক কিয়দ্দূর নীত হইলে আণ্টিগোনস্ সিংহাসন হইতে লাফাইয়া পড়িলেন, বলিলেন

"দাঁড়াও!"

প্রহরীরা বন্দীদ্বয়সহ দাঁড়াইল

আন্টিগোনস্। সেলুকস! মুক্ত তুমি।—আমি জারজ হলেও, আমি গ্রীক। মহত্ত্ব বুঝি।—এ শুধু সুন্দর নয়, স্বর্গীয়। ফিডিয়াস্ এর চেয়ে সুন্দর কিছু কখনও কল্পনা কর্ত্তে পারেন নাই। আমি কঠোর। কিন্তু এ অপূর্ব্ব দৃশ্যে আমারও চক্ষে জল এসেছে।—মহিমময়!—হেলেন! আমি তোমার যোগ্য নই। সেলুকস! এ সিংহাসন তোমার।—

প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—যুদ্ধাঙ্গন। কাল—সন্ধ্যা

নারী শিবিরের সম্মুখে ছায়া ও তাঁহার সঙ্গিনীগণ

ছায়া। এই যুদ্ধের ফলাফল জানবার জন্য আমি অধীর হচ্ছি। দূর থেকে কেবল যুদ্ধের কোলাহলই শুনছি, অথচ যুদ্ধ-পিপাসায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

১ম সঙ্গিনী। কেন এত যুদ্ধ-তৃষ্ণা রাজকুমারী?

ছায়া। আমি তাঁকে দেখাতে চাই, যে আমি তাঁর অযোগ্য নই।

১ম সঙ্গিনী। কা'র?

ছায়া। চন্দ্রগুপ্তের।

২য় সঙ্গিনী। মরেছো!

ছায়া। কেন?

২য় সঙ্গিনী। চন্দ্রগুপ্তকে ভালবেসেছো?

ছায়া। ভালবেসেছি কি না তা জানি না; তবে জাগ্রতে নিদ্রায় তিনিই আমার ধ্যান।—আমি কাল রাত্রিতে কি স্বপ্ন দেখেছিলাম জান?

২য় সঙ্গিনী। না।

ছায়া। স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম যেন আমি ক্রমাগত আকাশে উঠে যাচ্ছি; আর পদতলে কেবল দুইটি মাত্র জিনিষ দেখ্‌তে পাচ্ছি—পৃথিবী আর চন্দ্রগুপ্ত। পরে আরও উঠে যাচ্ছি।—আরও উঠে যাচ্ছি। পৃথিবী ক্রমে ক্রমে ছোট হয়ে

গেল, শেষে আর তাকে দেখা গেল না। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত সূর্য্যের মত জলতে লাগলো।

২য় সঙ্গিনী। বলেছি ত মরেছো—

ছায়া। কিসে?

২য় সঙ্গিনী। ঐ রোগে?

ছায়া। কি রোগে?

২য় সঙ্গিনী। ভালবাসায়।

ছায়া। তবে যে ব'ল্লে "রোগে"।

২য় সঙ্গিনী। ঐ ত রোগ!

ছায়া। তবে ঐ রোগেই যেন আমি মরি। তার চেয়ে সুখমৃত্যু আমি চাই না।

চন্দ্রকেতুর প্রবেশ

ছায়া। কি দাদা! যুদ্ধের সংবাদ?

চন্দ্রকেতু। আমার অশ্ব হত হয়েছে। অন্য অশ্ব চাই।

প্রস্থানোদ্যত

ছায়া। যুদ্ধের সংবাদ কি?

চন্দ্রকেতু। আমাদের পরাজয়।

ছায়া। পরাজয়!—চন্দ্রগুপ্ত কোথায় দাদা!

চন্দ্রকেতু। বিপন্ন। আমি তাঁর সাহায্যে যাচ্ছি।

ছায়া। দাঁড়াও আমিও যাবো। আমার অশ্বও প্রস্তুত কর্ত্তে বল।

চন্দ্রকেতু। উত্তম।

প্রস্থান

ছায়া। (সঙ্গিনীগণের প্রতি) যাও, তোমরা শিবির রক্ষা কর।

সঙ্গিনীগণের প্রস্থান

ছায়া। ভগবান! যদি সুযোগ পেয়েছি, যেন কৃতকার্য্য হই, এই বর দাও। তিনি বিপন্ন! আমি যেন তাঁর প্রাণরক্ষা কর্ত্তে পারি। তাতে যদি প্রাণ দিতে হয়, তা হ'লে যেন হাস্যমুখে প্রাণ দিতে পারি। তিনি যদি তার বিনিময়ে একবার মুহূর্ত্তের জন্য ভালবেসে—একবার আমার পানে হেসে চান, তা হ'লেই আমার সার্থক মৃত্যু।

দুইটি অশ্ব লইয়া চন্দ্রকেতুর প্রবেশ

চন্দ্রকেতু। ছায়া, অশ্ব প্রস্তুত।

ছায়া। চল দাদা! (জানু পাতিয়া) মহেশ্বরী! যে শক্তিবলে তুমি দানব জয় করেছিলে—সেই শক্তির এক কণা দাও মা!—চল দাদা!

অশ্বারূঢ় হইয়া উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—সেতুপার্শ্বে অরণ্য। কাল—সন্ধ্যা

চাণক্য একাকী

চাণক্য। ক্ষুধিত লেলিহান কুক্কুরদের যুদ্ধক্ষেত্রে ছেড়ে দিয়েছি। এখন তারা স্বচ্ছন্দে এই প্রবাহিত ভৈরবরক্তধারা পান করুক। এই নিবিড় অরণ্যে ব্যাঘ্র ভল্লুকের অভাব আজ তারাই পূর্ণ কর্চ্ছে। তফাৎ এই যে, ব্যাঘ্র ভল্লুক উদরের জন্য অনন্যোপায় হ'য়ে মানুষের রক্ত শোষণ করে। আর মানুষ লোভে, অন্ধ-হিংসায়, পরস্পরের টুঁটি কামড়ে ধরে। বলিহারি সৃষ্টি!—ঐ সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। দিবার চিতাগ্নি তার চারিদিকে ধূ-ধূ করে জ্বলে উঠেছে! কাল আবার ঐ সূর্য্য উঠ্‌বে! উঠুক! একদিন আসবে, সে দিন ঐ সূর্য্য আর উঠ্‌বে না। ঐ জ্যোতি ক্রমে ক্রমে শীর্ণ, মলিন, ধূসর হয়ে যাবে। তা'র পাংশুরক্তবর্ণ ধূম পৃথিবীর পাণ্ডুর মুখের উপর এসে পড়বে! তারপর তাও পড়্‌বে না। কৃষ্ণ সূর্য্য অনন্ত শূন্যে অদৃশ্য হয়ে যাবে। কি গরিমাময় দৃশ্য সেই?—কে?

কাত্যায়নের প্রবেশ

চাণক্য। কাত্যায়ন? কি সংবাদ!

কাত্যায়ন। আমাদের যুদ্ধে পরাজয় হ'য়েছে।

চাণক্য। পরাজয়!

কাত্যায়ন। চন্দ্রগুপ্ত পলায়িত! তাই দেখে আমাদের সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়েছে।

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্ত পলায়িত!—কোথায়?

কাত্যায়ন। পূর্ব্বদিকে।

চাণক্য। কোন্ দিকে তা জিজ্ঞাসা করি নাই। কোথায়?

কাত্যায়ন। তা জানি না!

চাণক্য। যা আশঙ্কা ক'রেছিলাম!—চন্দ্রকেতু কোথায়?

কাত্যায়ন। তা জানি না! তবে আমি তাকে অশ্ব থেকে পড়ে যেতে দেখেছি।

চাণক্য। তুমি এতক্ষণ কি কর্চ্ছিলে মূর্খ?

কাত্যায়ন। আমি ঐ পর্ব্বত-শিখরে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের গতি নিরীক্ষণ কর্চ্ছিলাম।

চাণক্য। নিরীক্ষণ কর্চ্ছিলে!—যখন জয় নিশ্চিত, মুষ্টিগত!—ওঃ!

কাত্যায়ন। ঐ যে! চন্দ্রগুপ্ত আস্‌ছে।

চাণক্য। (সাগ্রহে) কৈ? (করতালি দিয়া) ঐ যে! এখনও আশা আছে। কাত্যায়ন! যাও, তুমি সৈন্যদের আশ্বাস দাও। বল চন্দ্রগুপ্ত আস্‌ছে, পালায় নি—যাও, শীঘ্র যাও,—দ্বিরুক্তি কোরো না।

কাত্যায়নের প্রস্থান

চাণক্য। চিন্তা নাই! 'কণ্টকেনৈব কণ্টকম'! মুরা! মুরা!

মুরার প্রবেশ

মুরা। কি গুরুদেব!

চাণক্য। এইখানে দাঁড়াও (দাঁড় করাইয়া) কাঁদতে জানো নারী?

মুরা। সে কি!

চাণক্য। ঐ চন্দ্রগুপ্ত আসছে। তোমায় কাঁদতে হবে।

মুরা। পুত্র! পুত্র! (অগ্রসর হওন)

চাণক্য। খবর্দ্দার! এখন স্নেহ নয়—তিক্ত ভৎর্সনা, উষ্ণ অশ্রুজল, পুত্রের উপর মাতার অভিমান, অভিনয় কর্ত্তে হবে। প্রস্তুত?

ধীরে ধীরে মুক্ত তরবরি হস্তে নতমুখে চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশ

চাণক্য। এই যে চন্দ্রগুপ্ত!—চন্দ্রগুপ্ত যুদ্ধে জয়লাভ করে এসেছে মুরা!—তাকে তোমার বক্ষে নাও। বীরপুত্র তোমার—উৎসব কর।

চন্দ্রগুপ্ত। না গুরুদেব! আমি জয়লাভ করে' আসি নি।

চাণক্য। সে কি!—তবে!

চন্দ্রগুপ্ত। আমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এসেছি।

চাণক্য। সে কি! অসম্ভব! মুরার পুত্র যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করে কিংবা প্রাণ দেয়, পলায় না।

মুরা। পালিয়ে এসেছ!—স্থির চিত্তে এ কথা বলছ চন্দ্রগুপ্ত! পালিয়ে এসেছ! মর্ত্তে পারো নি?—ভীরু!

চাণক্য। না, এ ক্ষণিক দৌর্ব্বল্য।—যাও, যুদ্ধ কর চন্দ্রগুপ্ত।

চন্দ্রগুপ্ত। পার্ব্ব না!

তরবারি পদতলে রাখিলেন

চাণক্য। কি পার্ব্বে না?

চন্দ্রগুপ্ত। ভাইয়ের গায়ে অস্ত্রাঘাত কর্ত্তে!

মুরা। কাপুরুষ!

চন্দ্রগুপ্ত। কাপুরুষ নই—ভাই।

চাণক্য। যে ভাই তোমাকে নির্ব্বাসিত ক'রেছে!

চন্দ্রগুপ্ত। তবু সে ভাই।

মুরা! যে ভাই তোমার মাতাকে অপমান ক'রেছে!—কি, নীরব রৈলে যে?

চাণক্য। যা'র রাজত্ব দৌরাত্ম্যের নামান্তর মাত্র!

চন্দ্রগুপ্ত। গুরুদেব! ভ্রাতৃবিরোধে কি আপনি আজ্ঞা দেন?

চাণক্য। হাঁ—ধর্ম্মযুদ্ধে কুরুক্ষেত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কি ব'লেছিলেন?

চন্দ্রগুপ্ত। মার্জ্জনা কর্ব্বেন গুরুদেব! শ্রীকৃষ্ণের যুক্তি আমার হৃদয়কে স্পর্শ করে না।

চাণক্য। (সপদদাপে) এই পাপেই আর্য্যাবর্ত্ত গেল। চন্দ্রগুপ্ত! গীতার মাহাত্ম্য তুমি কি বুঝ্‌বে?—শাস্ত্রচর্চ্চা ব্রাহ্মণের অধিকার।

চন্দ্রগুপ্ত। ব্রাহ্মণের অধিকার ব্রাহ্মণ ভোগ করুন। আমায় বিদায় দিন।

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্ত! তোমার এই দৌর্ব্বল্য আমি মাঝে মাঝে লক্ষ্য ক'রেছি। অন্য সময়ে এ দৌর্ব্বল্যে যায় আসে না। শুষ্ক নৈরাশ্যে অলস প্রহর যাপন কর, উষ্ণ অশ্রুজলে নৈশ উপাধান অভিষিক্ত কর,—যায় আসে না। সময় সময় ক্রন্দনও বিলাস। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে এ দৌর্ব্বল্য সাংঘাতিক। ভূমিকম্পের মত উঠে, সে নিমেষে শতাব্দীর রচনা ভূমিসাৎ করে। চন্দ্রগুপ্ত! মুহূর্ত্তে জীবনের সাধনা নিষ্ফল করে' দিও না, জীর্ণ বস্ত্রসম এই আলস্য হৃদয় থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও। যুদ্ধে অগ্রসর হও।

চন্দ্রগুপ্ত। মার্জ্জনা কর্ব্বেন গুরুদেব!

মুরা। চন্দ্রগুপ্ত! সত্যই কি আমার পুত্র তুমি!!! যে নন্দ—

চন্দ্রগুপ্ত। তাকে মার্জ্জনা কর মা!

মুরা। মার্জ্জনা! সর্ব্বাঙ্গে দিবারাত্রে শত বৃশ্চিকের দংশনের জ্বালাকে শীতল কর্ত্তে পারে এক—নন্দের রক্ত।

চন্দ্রগুপ্ত। মা, শৈশবে কত তার সঙ্গে খেলা করেছি; তাকে কত খেলনা কিনে দিয়েছি; তোমার কাছে মিষ্টান্ন পেয়ে তার আধখানি ভেঙ্গে নন্দকে নিজের হাতে খাইয়ে দিয়েছি; পিতার তিরস্কারে তার ছলছল চক্ষুদুটি চুম্বন করে' অশ্রু মুছিয়ে দিয়েছি। একদিন এক পলাতক অশ্ব ছুটে যাচ্ছিল, নন্দ সম্মুখে প'ড়েছিল, তার আসন্ন বিপদ দেখে আমি তাকে বক্ষ দিয়ে ঘিরে অশ্বের পদাঘাত নিজের পিঠ পেতে নিয়েছিলাম। আজ, যুদ্ধক্ষেত্রে আবার সেই কোমল তরুণ ঢল ঢল মুখখানি দেখলাম, আর সেই সব কথা একসঙ্গে মনে প'ড়ে গেল। তা'র মাথার উপরে খড়্গ উঠাতে আমার পিতৃরক্ত হৃৎপিণ্ডে লাফিয়ে উঠে পঞ্জরের দ্বারে সবলে আঘাত করে' চেঁচিয়ে বলে উঠলো, "সাবধান চন্দ্রগুপ্ত! ও ভাই!—মগধের সাম্রাজ্য কি ভাইয়ের চেয়ে বড়!"

মুরা। নন্দ তোমার ভাই! কিন্তু আমার কে?

চন্দ্রগুপ্ত। নন্দ তোমার পুত্র। মা! গর্ভে ধারণ না কর্লে কি পুত্র হয় না? নন্দের মাতার মৃত্যুর পর তার মাতৃস্বরূপিণী হ'য়ে তুমি তাকে মানুষ কর নি? স্তন্যপান করাও নি? বুকে করে' ঘুম পাড়াও নি?

মুরা। সেই জন্যই ত ক্ষমা কর্ত্তে পারি না। সে সব কথা নন্দ ভুলে যেতে পারে, আমি পারি না।—যখন অধম বাচাল আমার কেশ আকর্ষণ কর্লে—! আর নন্দ শূদ্রাণী মা ব'লে ব্যঙ্গ কর্লে—তখন কি বল্‌বো পুত্র—ওঃ!—ওঃ!—তোমার কাছে মাতার অপমান কিছুই নয়? মা তোমার কেউ নয়?

চাণক্য। এক মাতৃগর্ভে জন্ম ব'লেই ভাইয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ না? মায়ের চেয়ে ভাই বড়? জগতে এই প্রথম হ'ল যে, সন্তান মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নেয়

না !—(মুরাকে) কাঁদো অভাগিনী নারী ! এই তোমার পুত্র ! মা চিনে না !—জানে না যে জগতের যত পবিত্র জিনিষ আছে, মায়ের কাছে কেউ নয় !

চন্দ্রগুপ্ত। তা জানি গুরুদেব।

চাণক্য। না, জানো না ! নইলে মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নিতে সন্তান দ্বিধা করে ?—মা—যা'র সঙ্গে একদিন এক অঙ্গ ছিলে—এক প্রাণ, এক মন, এক নিশ্বাস, এক আত্মা—যেমন সৃষ্টি একদিন বিষ্ণুর যোগনিদ্রায় অভিভূত ছিল,—তারপর পৃথক হ'য়ে এলে—অগ্নির স্ফুলিঙ্গের মত, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার মত, চিরন্তন প্রহেলিকার প্রশ্নের মত ! মা—যে তার দেহের রক্ত নিংড়ে, নিভৃতে বক্ষের কটাহে চড়িয়ে স্নেহের উত্তাপে জ্বাল দিয়ে সুধা তৈরী ক'রে তোমায় পান করিয়েছিল—যে, তোমার অধরে হাস্য দিয়েছিল, রসনায় ভাষা দিয়েছিল, ললাটে আশিস-চুম্বন দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছিল ; মা—রোগে, শোকে, দৈন্যে, দুর্দ্দিনে তোমার দুঃখ যে নিজের বক্ষ পেতে নিতে পারে, তোমার ম্লান মুখখানি উজ্জ্বল দেখবার জন্য যে প্রাণ দিতে পারে, যার স্বচ্ছ স্নেহমন্দাকিনী এই শুষ্ক তপ্ত মরুভূমিতে শতধারায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে যাচ্চে ; মা—যার অপার শুভ্র করুণা মানবজীবনে প্রভাত-সূর্য্যের মত কিরণ দেয়—বিতরণে কার্পণ্য করে না, বিচার করে না, প্রতিদান চায় না—উন্মুক্ত, উদার কম্পিত আগ্রহে দুহাতে আপনাকে বিলাতে চায় !—এ সেই মা !

চন্দ্রগুপ্ত। গুরুদেব ! রক্ষা করুন, আমায় ভ্রাতৃবধে উত্তেজিত কর্ব্বেন না।

মুরা। চন্দ্রগুপ্ত ! এতদিনে বুঝলাম যে, আমি তোমার কেউ নই ! নন্দ ক্ষত্রিয়, তুমি ক্ষত্রিয়-কুমার। নন্দই তোমার ভাই ! আমি শূদ্রাণী। আমি তোমায় গর্ভে ধারণ করেছিলাম মাত্র। আমি কে ? আমি ত' তোমার মা নই।

চন্দ্রগুপ্ত। পুত্রের উপর তুমি এত নিষ্ঠুর হ'তে পারো মা ! তুমি আমার মা নও ? তুমি শুদ্ধ আমার মা নও—তুমি আমার ধর্ম্ম, তুমি আমার সাধনা, তুমি আমার ঈশ্বরী। তোমার আজ্ঞা আমার কাছে দৈববাণী।

মুরা। তাই যদি সত্য হয়, তবে যুদ্ধে অগ্রসর হও।—কি ! তথাপি নীরব !—চন্দ্রগুপ্ত ! (ভগ্নস্বরে) আমি তোমার মা, তোমার অপমানিত প্রপীড়িত পদাহত মা। এই আমার আজ্ঞা !—এখন তোমার যেরূপ অভিরুচি !

চন্দ্রগুপ্ত। তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। আর দ্বিধা নাই। তোমার আজ্ঞাই এ প্রশ্নসঙ্কুল কুটিল জগতে আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাক্ ! আমি যেন তোমাকেই আমার জীবনের ধ্রুবতারা ক'রে পার্শ্বে ভ্রূক্ষেপ না করে, সংসার-সমুদ্রে তরী বেয়ে চলে' যাই !—মা, আশীর্ব্বাদ কর। এই মুহূর্ত্তে আমি যুদ্ধে যাচ্ছি !

মুরা। এই ত আমার পুত্র।

চাণক্য। এই ত আমার শিষ্য। এই ক্ষণিক অবসাদ তোমার প্রাণ থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও। একবার সবলে—

দূর নেপথ্যে। এই দিকে। এই দিকে।

চাণক্য। ঐ তা'রা আসছে—এখানেই আসছে। একবার ওঠো বৎস! মেঘনির্ম্মুক্ত সূর্য্যের মত দ্বিগুণ তেজে জ্বলে' ওঠো। ঐ তূর্য্যধ্বনি। তোমার সৈন্যেরাও আসছে। ভয় নাই। একা চন্দ্রগুপ্ত শত নন্দের সমান। কারও সাধ্য নাই যে আমার শিষ্যকে পরাস্ত করে!—দূরে ঐ চন্দ্রকেতু সসৈন্যে তোমার সাহায্যে আস্‌ছে।

নিকটতর নেপথ্যে। এই জঙ্গলের ভিতরে।

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্ত! দৃঢ় হও!—এসো মুরা—জয়োস্তু।

মুরা। আমার পদধূলি নাও বৎস।

পদধূলি দান

উভয়ের প্রস্থান। বিপরীত দিক হইতে সৈন্য চতুষ্টয়ের সহিত মুক্ত তরবারি হস্তে নন্দের প্রবেশ

নন্দ। এই যে এখানে কাপুরুষ!

আক্রমণ করিলেন

চন্দ্রগুপ্ত। আপনাকে রক্ষা কর নন্দ (তরবারি উঠাইলেন)—এ কি! হাত কাঁপে কেন!

যুদ্ধ হইতে লাগিল। দুইজন সৈনিক ভূশায়ী হইল। পরিশেষে চন্দ্রগুপ্তের তরবারির আঘাতে নন্দের তরবারি করচ্যুত হইল। চন্দ্রগুপ্ত তাহার পর স্বীয় তরবারি দিয়া নন্দের শিরশ্ছেদ করিতে উদ্যত হইলে নন্দ হস্ত দিয়া নিবারণ করিতে গিয়া কহিলেন

নন্দ। আমায় বধ কোরো না।

চন্দ্রগুপ্ত তৎক্ষণাৎ তাঁহার তরবারি দূরে নিক্ষেপ করিয়া নন্দকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন

চন্দ্রগুপ্ত। আমার বক্ষে এস,—ছোট ভাইটি আমার!

ইত্যবসরে অবশিষ্ট সৈনিকদ্বয় তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, সেইমুহূর্ত্তে প্রথমে চন্দ্রকেতু ও ছায়া তৎপশ্চাতে অন্যান্য সৈনিক আসিয়া উহাদের প্রতি ভল্ল নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন। ঠিক এই সময়ে চাণক্যকে সেতুর উপর দেখা গেল। তিনি কহিলেন

চাণক্য। বধ কোরো না, বন্দী কর।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—সমুদ্র তীর। কাল—সন্ধ্যা

সৈনিকগণ গাহিতেছিল—দূরে আণ্টিগোনস্ নীরবে দণ্ডায়মান

গীত

যখন সঘন গগন গরজে, বরিষে করকাধারা
সভয়ে অবনী আবরে নয়ন, লুপ্ত চন্দ্রতারা;
দীপ্ত করি' সে তিমির জাগে কাহার আননখানি—
আমার কুটীররাণী সে যে গো—আমার হৃদয়রাণী।
জ্যোৎস্নাহসিত নীল আকাশে যখন বিহগ গাহে,
স্নিগ্ধ সমীরে শিহরি ধরণী মুগ্ধ নয়নে চাহে,
তখন স্মরণে বাজে কাহার—মৃদুল মধুর বাণী—
আমার কুটীররাণী সে যে গো—আমার হৃদয়রাণী।
আঁধারে আলোকে, কাননে কুঞ্জে, নিখিল ভুবন মাঝে,
তাহারই হাসিটি ভাসে হৃদয়ে—তাহারই মুরলী বাজে;
উজল করিয়া আছে দূরে সেই আমার কুটীরখানি—
আমার কুটীররাণী সে যে গো—আমার হৃদয়রাণী।
বহুদিন পরে হইব আবার আপন কুটীরবাসী,
দেখিব বিরহবিধুর অধরে মিলন-মধুর হাসি,
শুনিব বিরহ-নীরব কণ্ঠে মিলন-মধুর বাণী—
আমার কুটীররাণী সে যে গো—আমার হৃদয়রাণী।

গাহিতে গাহিতে প্রস্থান

আণ্টিগোনস্। এরা গৃহে ফিরে যাচ্ছে।—কি আনন্দ! বহুদিন পরে প্রিয়জনের মুখ দেখ্‌বে। আনন্দ হবে না? আর আমি!—দেশে কেউ নাই, যা'র মুখ আমার উদয়ে উজ্জ্বল হবে। এক বৃদ্ধা মাতা—শৈশবে পালন করেছিলেন বটে,—কিন্তু তার পর আমাকে পশুর মত হাটে বিক্রয় করেন। জগতে আমার ভালবাসার পাত্র কেউ নাই, আমায় কেউ ভালবাসে না—আমি দেশে চলেছি তবে কিসের জন্য? হাউইকে যেমন একটা মহাজ্বালা আর্ত্তশ্বাসে উর্দ্ধে উড়িয়ে নিয়ে যায়, তেমনি—একটা তীব্রব্যঙ্গ ক্ষিপ্তবেগে আমায় ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে। এত মহাব্যাধি—অথচ সে আমার নিজের সৃষ্ট নয়, তার জন্য আমি দায়ী নই। অথচ সংসারের এমনই বিচার—না তা'রই বা অপরাধ কি—স্বয়ং ঈশ্বরের এই বিচার! সন্তান তা'র পিতার পাপ, দৈন্য, ব্যাধির ভাগী হয়

না? অথচ—যাক্। ভাববো না। ক্ষিপ্ত হ'য়ে যাবো।—মেঘ করে' আস্‌ছে, বাতাস উঠেছে। সমুদ্র গর্জ্জন কর্চ্ছে।—যাও উচ্ছ্বসিত নীল সিন্ধু! কল্লোলিয়া যাও। মানবের ক্ষুদ্র দম্ভ উপেক্ষা করে' কালের ভ্রূকুটি তুচ্ছ করে', অনন্ত আকাশের সঙ্গে অঙ্গ মিশিয়ে দিয়ে, সৃষ্টির অনাদি সঙ্গীত গায়িতে গায়িতে মৃদুমন্দ আন্দোলনে পৃথিবীর প্রান্ত হ'তে প্রান্তে ধাবিত হও। স্বাধীন উন্মুক্ত উদার তুমি, সৃষ্টির মহা বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে যুগে যুগে এক—একই ভাবে চলেছ। উপরে উন্মুক্ত নীল আকাশ,—নিম্নে তুমি তা'র স্বচ্ছ প্রতিচ্ছবি। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রমণ্ডলকে তুমি তোমার অগাধ হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত কর। উন্মত্ত ঝঞ্ঝার সঙ্গে উত্তাল তরঙ্গভঙ্গে তোমার দানবী ক্রিয়া কর—ক্ষুব্ধ গম্ভীর মন্দ্রে বজ্রধ্বনির উত্তর দাও। রাত্রিকালে ফেনায়িত পিঙ্গল ফণায় বিদ্যুৎকে উপহাস কর। ঝঞ্ঝার অবসানে আবার নির্ম্মল আকাশের মত তুমি নীল, স্থির, মৌন, উদার, গম্ভীর! হে ভীম! হে কান্ত! হে অবাধ অগাধ সমুদ্র! তোমার উদ্দাম প্রমত্ত অন্ধ বিক্রমে, যাও বীর! চিরদিন সমভাবে কল্লোলিয়া যাও।

স্থান—কারাগার। কাল—রাত্রি

নন্দ ও বাচাল একটি কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে বাহির হইয়া আসিলেন। নন্দ চিন্তামগ্ন।

নন্দ। এ কক্ষও অন্ধকার।

বাচাল। হোক অন্ধকার। আর্স্‌লার হাত থেকে ত বেঁচেছি।

নন্দ। এই কক্ষে কাত্যায়নকে বন্দী করে' রেখেছিলাম?

বাচাল। হাঁ মহারাজ!

নন্দ। কি ভয়ানক!

বাচাল। আর এই ঘরে তা'র সাত ছেলেকে না খেতে দিয়ে হত্যা ক'রেছিলেন, মহারাজ!

নন্দ। অনুতাপ হচ্ছে।

বাচাল। হচ্ছে নাকি মহারাজ? তবে আর কোন ভয় নাই।

নন্দ। ভয় নেই-ই বা বলি কেমন ক'রে! তবে চন্দ্রগুপ্ত আমায় বধ কর্ব্বে না। যদি করে, ত সে ঐ শীর্ণ ভ্রুকুটিকুটিল প্রতিহিংসাপরায়ণ ব্রাহ্মণ। সেদিন ব্রাহ্মণ আমার পানে চাইল—যেন সে নখরাহত শিকারের প্রতি শার্দ্দূলের লোলুপ চাহনি।

বাচাল। তা ভয় কিসের?

নন্দ। তোমার কি ভয় কর্চ্ছে না, বাচাল?

বাচাল। কিছু না। মহারাজাকে হদ্দমদ্দ বধ কর্ব্বে। তা'র বাড়া আর

ত কিছু কর্ত্তে পার্ব্বে না। তা'তে আর আমার ভয় কি? আমার ভগ্নী বিধবা হবে, এই যা।

নন্দ। ও! তুমি ভাব্‌ছো আমায় তা'রা বধ কর্ব্বে, আর তোমায় ছেড়ে দেবে?

বাচাল। মহারাজ ঠিক অনুমান ক'রেছেন!

নন্দ। তা মনেও করো না।

বাচাল। এ্যাঁ—!

নন্দ। তুমি চন্দ্রগুপ্তের মাতার কেশাকর্ষণ ক'রেছিলে।

বাচাল। এ্যাঁ—করেছিলাম না কি?

নন্দ। তুমি চাণক্য পণ্ডিতের শিখা ধরে' টেনেছিলে।

বাচাল। কৈ—না!

নন্দ। তার উপর তুমি আমার শ্যালক।

বাচাল। তাই নাকি!

নন্দ। আমায় যদিও ছাড়ে, তোমায় ছাড়্‌বে না।

বাচাল। এ্যাঁ—(করযোড়ে) মহারাজ!

নন্দ। আমার কাছে হাত জোড় কর্চ্ছ কি—

বাচাল। অভ্যাস!—কিন্তু আমি কিছু জানি না।

কম্পিত

নন্দ। ভয় কি। বধ কর্ব্বে বৈ ত নয়।

বাচাল। বৈ ত নয় কি রকম!

নন্দ। তুমি ত এখনই বল্‌ছিলে।

বাচাল। মহারাজ। এ কথা যে আমি বলেছি তা' স্মরণ হচ্ছে না।

নন্দ। তা জানি। স্মরণশক্তি তোমার বেশ আয়ত্ত। এখনই বল্লে।

বাচাল। কৈ!—বলেও' যদি থাকি, আমার সে রকম মনে ছিল না।

নন্দ। তোমায় বধ কর্ব্বেই।

বাচাল। (করযোড়ে) না—

নন্দ। নিশ্চয়ই কর্ব্বে!

বাচাল। বিধবা হবে।

নন্দ। তুমি মরে গেলে আবার বিধবা হবে কে? তোমার ত স্ত্রী নাই!

বাচাল। হায় রে! এ সময় একটা স্ত্রীও নেই যে বিধবা হয়!

নন্দ। তোমার জন্য কাঁদবার কেউ নাই।

বাচাল। কিন্তু স্ত্রী থাকৃত ত কাঁদত—সেটা মনে রাখবেন মহারাজ!

নন্দ। এ আসন্ন বিপদেও তোমার ভাঁড়ামিতে আমার হাসি পাচ্ছে।

বাচাল। সে কথা মনে রাখবেন মহারাজ! 'হাসি পাচ্ছে' মনে রাখবেন।

নন্দ। মহারাণীকে যুদ্ধের আগে তুমি মন্ত্রীর আশ্রয়ে রেখে এসেছিলে ত?

বাচাল। তা ঠিক রেখে এসেছিলাম, মহারাজ।

নন্দ। ও কি শব্দ?—বাচাল?

বাচাল। (কাঁপিতে কাঁপিতে) এলো বুঝি! দরজা খোলে যে!

প্রহরীদ্বয় সহ কাত্যায়নের প্রবেশ

কাত্যায়ন। এই যে মহারাজ!

নন্দ। বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী!

কাত্যায়ন। আমি বিশ্বাসঘাতক!

নন্দ। আশৈশব আমার পিতার অন্নে পুষ্ট হ'য়ে—

কাত্যায়ন। তিনি তোমারও পিতা, চন্দ্রগুপ্তেরও পিতা। তোমার পিতার বিরুদ্ধে আমি কোন কাজ করি নাই, মহারাজ! আমি তার এক পুত্রের বিরুদ্ধে অপর পুত্রের পক্ষ নিয়েছি।

নন্দ। হাঁ, তাঁর দাসীপুত্রের পক্ষ নিয়েছো, লজ্জা করে না, ব্রাহ্মণ—যে তুমি আর চাণক্য—দুই ব্রাহ্মণ, আর্য্য, দ্বিজ হ'য়ে ষড়যন্ত্র করে' অনার্য্য পার্ব্বত্য সেনার সাহায্য নিয়ে ক্ষত্রিয়কে সিংহাসনচ্যুত করে' পিতার দাসীপুত্রকে সিংহাসনে বসিয়েছ! এক শূদ্র—জারজ শূদ্র—আজ মগধের সিংহাসনে। অহো, কি দুর্দ্দৈব! এই তোমার কীর্ত্তি।—কি! মুখ নীচু করে' রৈলে যে বিশ্বাসঘাতক!

কাত্যায়ন। আমি বিশ্বাসঘাতক চিরদিন ছিলাম না, নন্দ! তুমি আমায় বিশ্বাসঘাতক করে' তুলেছ। তুমি আমার সপ্ত পুত্রকে, নিরীহ বেচারিদের কারাগারে নিক্ষেপ করে' বধ ক'রেছ। আমি আমার এই বৃদ্ধ ক্ষীণদৃষ্টির সম্মুখে তা'দের এই কক্ষে, এই অন্ধকারে একে একে অনাহারে শুকিয়ে কুঁকড়ে মরে' যেতে দেখেছি। প্রতি পুত্র তা'র মুষ্টিমেয় খাদ্যের শীর্ণশেষাংশ মরে যাবার আগে, আমায় দিয়ে গেল; মর্ব্বার আগে তোমায় অভিশাপ দিয়ে গেল, আর আমায় বলে' গেল, "বাবা প্রতিহিংসা নিও।" তুমি কি বুঝ্‌বে নন্দ —সন্তানের জন্য বৃদ্ধ পিতার ব্যথা; যখন ঘনায়মান অন্ধকারে, সংসার লুপ্ত হ'য়ে আসে, তখন ইহ-জগতের ভবিষ্যৎ—একা এই পুত্র কেবল তার চক্ষে দেদীপ্যমান থাকে। পিতার কীর্ত্তি-অকীর্ত্তি, সম্পৎ দারিদ্র্য, পুণ্য পাপ, ইহজগতের যা' কিছু—সব সে এই পুত্রকেই দিয়ে যায়। আমার এ হেন সাত সাত পুত্রকে তুমি কেড়ে নিয়েছ। আমার ভবিষ্যৎ একটা শূন্য নৈরাশ্যে, হাহাকারে পরিণত ক'রেছো।—তবু তারা তোমারই সঙ্গে খেলা ক'র্ত্ত। তোমার কোন অনিষ্ট করে নি।

নন্দ। (ঈষৎ চিন্তা করিয়া) ব্রাহ্মণ! অন্যায় ক'রেছি। ঘোরতর অন্যায় ক'রেছি। আমি এত পাষণ্ড ছিলাম না। সঙ্গদোষ আমায় পাষণ্ড ক'রেছে।

কাত্যায়ন। মহারাজ! কেমন ক'রে তুমি এত নিষ্ঠুর হ'লে! তোমাকে যে এতটুকু বেলা থেকে আমি দেখছি। তোমাকে যে কত কোলে পিঠে করে মানুষ ক'রেছি; এত নিষ্ঠুর তুমি হ'লে কেমন করে'!

নন্দ। আমায় ক্ষমা কর ব্রাহ্মণ।

কাত্যায়ন। যাও নন্দ! তোমায় ক্ষমা কর্লাম! কিন্তু আমি সংসার ত্যাগ কর্ব্ব। সন্ন্যাসী হ'ব।

বাচাল। উত্তম প্রস্তাব। এ সংসারে অনেক হাঙ্গামা।—এর মধ্যে না থাকাই ভালো।—তবে আমরা মুক্ত!

কাত্যায়ন। তোমাদের মুক্তি দিবার অধিকার আমার নাই। তবে মন্ত্রী চাণক্যকে অনুরোধ কর্ব্ব।

নন্দ। সেই শীর্ণ ব্রাহ্মণ চাণক্য আজ মন্ত্রী!

কাত্যায়ন। শুধু মন্ত্রী নহেন! তিনি মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের গুরুদেব।

নন্দ। শূদ্র চন্দ্রগুপ্ত মহারাজ! ভিক্ষুক চাণক্য মন্ত্রী! আর—সেনাপতি?

কাত্যায়ন। মলয়রাজ চন্দ্রকেতু—

নন্দ। উত্তম!—ব্রাহ্মণ! তোমার প্রতি অত্যাচার ক'রেছি। তোমার কাছে মার্জ্জনা চাইতে আমার দ্বিধা নাই। লজ্জা নাই। কিন্তু এই শূদ্র চন্দ্রগুপ্ত আর শূদ্রাণী মুরাকে আমি ঘৃণা করি। যদি মুক্তি পাই—

কাত্যায়ন। আমি তোমার মুক্তির জন্য অনুরোধ কর্ব্ব।

বাচাল। আজ্ঞে, মন্ত্রী মহাশয়! আমার জন্য একটু অনুরোধ কর্ব্বেন।

কাত্যায়ন। তুমি স্বয়ং এসে কর, বাচাল! মন্ত্রী চাণক্য তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

বাচাল। ও বাবা!

কাত্যায়ন। সেই জন্যই আমি এসেছি।

নন্দ। বাচালকে তাঁর কি প্রয়োজন?

কাত্যায়ন। জানি না।—এসো, বাচাল।

বাচাল। আজ্ঞে—(সরোদন স্বরে) মহারাজ—

নন্দ। আমি আর কি কর্ব্ব। আমিও আজ তোমার মতই বন্দী। যাও।

বাচাল। আজ্ঞে—তাকে ভাবতেই যে আমার হৃৎকম্প হচ্ছে। তার কাছে যাব কেমন করে'?

কাত্যায়ন। এস, বাচাল। কোন ভয় নাই।

বাচাল। ভরসাও নাই।

কাত্যায়ন। এস।

বাচাল। চলুন।

কাত্যায়নের সহিত বাচালের প্রস্থান

নন্দ। এই দাসীপুত্র আজ মগধের সিংহাসনে!—যদি মুক্তি পাই—

কক্ষান্তরে গমন

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—চাণক্যের কুটীরাভ্যন্তর। কাল—রাত্রি

চাণক্য একাকী

চাণক্য। ফিরে যাবো? কোথায়? নিশ্চিন্ত আলস্যে? নিষ্কর্ম্ম নৈরাশ্যে?—না, সে পচা গরম অসহ্য। তার চেয়ে এ ভালো। এতে প্রতিহিংসার তীব্র জ্বালা আছে, উত্তেজনার কটু উন্মাদনা আছে। পতনের নিশ্চিত লক্ষ্য আছে। হয় স্বর্গ, নয় নরক। বিধাতা স্বর্গ থেকে আমায় ভ্রষ্ট ক'রেছেন যদি—নরকে যাব। ঈশ্বর! তোমার স্বপক্ষে আমায় নিলে না, তোমার বিপক্ষে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াব। কি কর্ব্বে কর।—না, ফিরে যাব না।—কিন্তু—তথাপি, তোমার অক্ষয় সৌন্দর্য্য আমায় বিদ্ধ কর্চ্ছে।—পিশাচী!—তোমার পাপের বর্ম্মে আমায় আচ্ছাদিত কর। দেখি, ও কি কর্ত্তে পারে। হে অদৃশ্য মহাশক্তি! আমি তোমার কাছে আত্মবিক্রয় ক'রেছি। আমি তোমার প্রেমিক, আমি তোমার ক্রীতদাস। আমি তোমার অধরের বিষ পান করে' অমর হ'ব। তোমার বিষাক্ত আলিঙ্গন বক্ষে করে' নরকে যাব। আমায় ছেড়ো না প্রেয়সী! আমার হাত ধরে নিয়ে চল—আরও দূরে—আরও দূরে।

বাচালের সহিত কাত্যায়নের প্রবেশ

চাণক্য। কে? কাত্যায়ন! ও কে?

কাত্যায়ন। নন্দের শ্যালক বাচাল।

চাণক্য। ও!

বাচাল ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন

চাণক্য। এখন যে ভারি ভক্তি! একদিন আমার শিখা ধ'রে টেনেছিলে মনে আছে?

বাচাল। কৈ? না। (পশ্চাৎ দিকে চাহিলেন)

চাণক্য। ও! স্মরণ নাই? স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি; রোস। আগে—নন্দের পরিবার কোথায়?

বাচাল। আমি ত জানি না।

চাণক্য। (সপদদাপে) তুমি জানো।

বাচাল। (প্রায় সঙ্গে সঙ্গে) আজ্ঞে, জানি।

চাণক্য। কোথায়?—

বাচাল পশ্চাৎ দিকে চাহিলেন

চাণক্য। পিছন দিকে চাইছ কি?—নন্দের পরিবার কোথায়? তোমার ভগ্নী?—আর তার পুত্রগণ?

বাচাল। মলয় পর্ব্বতে।

চাণক্য। (সপদদাপে) মিথ্যা কথা।

বাচাল। (প্রায় সঙ্গে সঙ্গে) মিথ্যা কথা।

চাণক্য। কোথায়? সত্য বল। পুরস্কার দিব। কোথায় নন্দের পরিবার?

বাচাল। পিত্রালয়ে।

চাণক্য। কাত্যায়ন! সেখানে সৈন্য পাঠাও। এটাকে কারাগারে বন্ধ করে' রাখো। নন্দের পরিবারকে পাওয়া গেলে একে ছেড়ে দেবো। আর যদি না পাওয়া যায়, এর প্রাণদণ্ড হবে!—যাও!

কাত্যায়ন। এস, বাচাল।

বাচাল। প্রা—ণ—দ—ণ্ড হবে!

চাণক্য। হাঁ, বাচাল।

বাচাল। আমার ভগ্নী সেখানে ত নাই।

চাণক্য। বাচাল! গোখরো সাপ নিয়ে খেল্‌ছ, মনে রেখো। সত্য বল।

বাচাল। দোহাই ধর্ম্ম।

চাণক্য। সত্য বল। এই শেষবার—নন্দের পরিবার কোথায়?

বাচাল। মন্ত্রীর আশ্রয়ে।

চাণক্য। (ক্ষণেক ভাবিলেন; পরে ধীরে ধীরে কহিলেন)—এ সম্ভবতঃ সত্য! আচ্ছা দেখি—প্রহরি!

প্রহরীর প্রবেশ

চাণক্য। যাও, একে বন্দী করে' রাখো! সংবাদ সত্য হ'লে ছেড়ে দিব। আর সংবাদ যদি মিথ্যা হয় ত—মৃত্যু।—নিয়ে যাও!

বাচাল। আমার বড় জলতৃষ্ণা পেয়েছে। একটু জল দিন।

চাণক্য। প্রহরী, ঐ ঘরে নিয়ে গিয়ে একে জল দাও!

প্রহরীর সহিত বাচালের প্রস্থান

চাণক্য। সংসারে কিছুই ফেলা যায় না। আবর্জ্জনাও সার হয়। পুরীষের দুর্গন্ধও পারিজাতের সৌরভে পরিণত হয়। তবে জানা চাই!—কি ভাব্‌ছ, কাত্যায়ন?

কাত্যায়ন। ভাবছিলাম, মানুষ এত নীচ হ'তে পারে! অত্যাচার, পীড়ন, হত্যা সব সওয়া যায়; কিন্তু এই কৃতঘ্নতা—অসহ্য।

চাণক্য। মানুষের এই কৃতঘ্নতায়ই চাণক্যের রাজনীতির জন্ম; আমি মানুষের এই কদর্য প্রবৃত্তিগুলিকে কাজে লাগাই। বন্ধুকে শত্রু করা, ভাইকে দিয়ে ভায়ের গলায় ছুরি বসান, হিংসাকে লেলিয়ে দেওয়া, লিপ্সাকে খাদ্য দেওয়া—এর নাম চাণক্যের রাজনীতি। যখন ছুরি শানাচ্ছ তখন মুখে হাসতে হবে, যখন পানীয়ে বিষ মেশাচ্ছ তখন আলাপে মোহিত কর্ত্তে হবে, এর নামই চাণক্যের রাজনীতি। "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।"

কাত্যায়ন। চাণক্য! আমি প্রতিহিংসায় অন্ধ—তবু এ রাজনীতি ঠিক পরিপাক কর্ত্তে পার্চ্ছি না।

চাণক্য। পার্ব্বে। তোমায় আমি পুরো বিশ্বাসঘাতক করে' ছেড়ে দেবো। শাঠ্য কলাবিদ্যাহিসাবে অভ্যাস ক'রেছি। তোমায় শিক্ষা দেব।

কাত্যায়ন। কিন্তু এ অন্যায়। পাণিনির সূত্রে আছে, "নির্ব্বাণোবাতে" —অর্থাৎ কি না—

চাণক্য। আবার পাণিনি!—বল—কে বলে অন্যায়?

কাত্যায়ন। সমাজ।

চাণক্য। মানি না।

কাত্যায়ন। বিবেক।

চাণক্য। বিবেক—একটা কুসংস্কার!

কাত্যায়ন। ঈশ্বর।

চাণক্য। ঈশ্বর নাই।

কাত্যায়ন। চাণক্য! তুমি একেবারে পর্ব্বতশৃঙ্গের কিনারায় দাঁড়িয়েছ—পড়্বে।

চাণক্য। পড়ি যদি, একটা প্রকাণ্ড উল্কাপাত হবে। জগৎ চেয়ে দেখ্বে —যাও এখন! আমি ঘুমোবো। প্রস্তুত রেখো।

কাত্যায়ন। কি?

চাণক্য। যূপকাষ্ঠ, খড়্গ।—বলির জন্য চিন্তা নাই।

কাত্যায়ন। কিন্তু আমি বল্‌ছিলাম—নন্দকে মুক্তি দিলে হয় না?

চাণক্য। তাও হয়। তবে তা হবে না। যাও। সব প্রস্তুত থাকে যেন ঐ দেখ আমার প্রেয়সী হাসছে। যাও।

কাত্যায়ন সবিস্ময়ে প্রস্থান করিলেন

চাণক্য। হে অদৃশ্য মহাশক্তি! থাসা নিয়ে চলেছ! ভেসে যাচ্ছি! কি মধুর তোমার ঐ কুটিল দৃষ্টি, বক্র হাসি, তির্য্যক্ গতি, দুর্গন্ধ নিশ্বাস, পঙ্কিল স্পর্শ। এই ছেড়ে ফিরে যেতে চাচ্ছিলাম! কি কুৎসিত তুমি, প্রেয়সী! আমি যত দেখ্‌ছি ততই মুগ্ধ হচ্ছি।—একটা কৃষ্ণ দাবানল উঠে জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্যকে লেহন কর্চ্ছে। বনের ব্যাঘ্র তা'র ম্রিয়মাণ নিস্পন্দ-প্রায় শিকারকে লোলুপ বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে দেখ্‌ছে।—ওঃ কি ভীষণ! কি সুন্দর!

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—হিরাটের প্রাসাদমঞ্চ। কাল—রাত্রি

সেলুকস উত্তেজিতভাবে কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতেছিলেন,
হেলেন দাঁড়াইয়াছিলেন

সেলুকস। এবার সেকেন্দার সাহার দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ কর্ব্ব! চন্দ্রগুপ্ত, এক বৎসরে তুমি ভারতে গ্রীক-উপনিবেশ নির্ম্মূল করেছ। এইবার তা'র শোধ দেব।

হেলেন। বাবা! আপনি ভারত জয় কর্ব্বার জন্য যাচ্ছেন কেন? অর্দ্ধেক এসিয়া আপনার সাম্রাজ্য। পৃথিবীময় আপনার যশ। সিন্ধুর পরপারে চন্দ্রগুপ্ত রাজত্ব কর্চ্ছে। তা' আপনার এত চক্ষুশূল হয় কেন?

সেলুকস। সে রাজত্ব কর্ব্বে কেন? সে ত আর গ্রীক নয়।

হেলেন। মানুষ ত?

সেলুকস। আমার কাছে জগতে দুই জাতি আছে—এক যা'রা গ্রীক—সভ্য; আর এক যা'রা গ্রীক নয়—বর্ব্বর।

হেলেন। বাবা! গ্রীক চিরদিন বিশ্বজয়ী ছিল না; চিরকাল বিশ্বজয়ী থাকবে না! তা'র সূর্য্য অস্ত গিয়েছে! এখন যা দেখছি—সে সেই অতীত মহিমার শেষ ম্রিয়মাণ জ্যোতি।—আপনি পরাস্ত হবেন।

সেলুকস। পরাস্ত হবে—বিজয়ী সেলুকস!!!

হেলেন। আপনি বন্দী হবেন।

সেলুকস। বন্দী হব কেন?—তুমি ত আমার ভারী শুভানুধ্যায়ী দেখছি।

হেলেন। আপনি অন্যায় কর্চ্ছেন।

সেলুকস। যুদ্ধের বিষয়ে আমি তোমার সঙ্গে তর্ক কর্ত্তে চাই না—এরিষ্ট-ফেনিস বলেন—

হেলেন। এরিষ্টফেনিস কি বলেন?

সেলুকস। (সন্দিগ্ধভাবে) যে স্ত্রীজাতির সহিত তর্ক করা উচিত নয়।

হেলেন। কোথায় বলেছেন? আমি নিয়ে আস্‌ছি এরিষ্টফেনিস।

প্রস্থানোদ্যত

সেলুকস। না, এরিষ্টফেনিস নয়, থেমিষ্টক্লিস্।

হেলেন। থেমিষ্টক্লিস ত রাজনীতিক। তিনি এ বিষয়ে কি ব'ল্‌বেন?

সেলুকস। তবে সফোক্লিস।

হেলেন। নিয়ে আসছি সফোক্লিস। দেখিয়ে দিন ত বাবা, তিনি কোথায় এ কথা ব'লেছেন।

প্রস্থান

সেলুকস। মাটি ক'রেছে। সত্য কথা বল্‌তে কি, এরিষ্টফেনিস ও সফোক্লিসে আমার সমানই ব্যুৎপত্তি। মতটা আমারই, তবে দুই একটা বড় নামের সঙ্গে যুড়ে দিলে কথাটার মাহাত্ম্য বেড়ে যায়।—মেয়েটা যে সব প'ড়েছে! আবার বলে সংস্কৃত প'ড়ব। ঐ আস্‌ছে। পালাই।

প্রস্থান

চার পাঁচখানি গ্রন্থ লইয়া হেলেনের প্রবেশ

হেলেন। কৈ বাবা!—ঐ যে!—পালালে ছাড়্‌ছি না! দেখিয়ে দিতে হবে। ছাড়্‌ছি না।

পুস্তক রাখিয়া প্রস্থান ও সেলুকসের হস্ত ধরিয়া পুনঃ প্রবেশ

সেলুকস। এ কি জবরদস্তি!—আমি দেখিয়ে দেব না। কি কর্ব্বে?

হেলেন। তবে বল্লেন কেন?

সেলুকস। বেশ ক'রেছি। তুমি ভারি অবাধ্য মেয়ে। তুমি আমায় স্নেহ কর না।

হেলেন। আমি আপনাকে স্নেহ করিনে বাবা! এ কথা ব'লতে পার্লেন!—আপনার এক বিন্দু চক্ষের জল মুছিয়ে দিতে যে আমি আমার সর্ব্বস্ব দিতে পারি।

সেলুকস। না, আমি অন্যায় ব'লেছি হেলেন। আমায় ক্ষমা কর।

হেলেন। না বাবা, অপরাধ আমার! আমি আপনাকে কিছু স্নেহ করি না। আমায় ক্ষমা করুন।

সেলুকস। না মা আমার অপরাধ। তুমি আমায় খুব স্নেহ কর।

হেলেন। (সহাস্যে) কিন্তু সফোক্লিস এ বিষয়ে কিছু বলেন নি?

সেলুকস। না।

হেলেন। আচ্ছা, তবে আর কোন তর্ক নাই। আচ্ছা বাবা, সেকেন্দার সাহা সম্বন্ধে এক গল্প শুনেছি—সে কি ঠিক?

সেলুকস। কি?

হেলেন। তিনি যখন ভারত জয় কর্ত্তে গিয়েছিলেন, তখন এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। সে ব্রাহ্মণ তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্ল, "আচ্ছা সেকেন্দার সাহা! ভারত জয় করে' তার পরে আপনি কি জয় কর্ব্বেন?" সেকেন্দার সাহা বল্লেন, "চীন জয় কর্ব্ব।"—"তার পরে?"—"আফ্রিকা।" "তার পরে?"—"ইয়ুরোপ।"—"তার পরে?"—সেকেন্দার সাহা আর কিছু ভেবে না পেয়ে বল্লেন, "তার পরে একটা প্রকাণ্ড ভোজ দেবো।" ব্রাহ্মণ বল্ল, "ভোজটা এখনই দেন না কেন?"

সেলুকস। সে ব্রাহ্মণ বড় ঔদরিক।

হেলেন। না বাবা, সে ব্রাহ্মণ পরম দার্শনিক! মানুষের উচ্চাশার অন্ত

নাই। দার্শনিক ডায়োজিনিস বিপরীত দিকে গিয়েছিলেন। জীবনের প্রয়োজন যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত করে' এনেছিলেন। তিনি এক জলপাত্রে বাসা করে' ছিলেন তা ত জানেন!

সেলুকস। মূর্খ দার্শনিক!

হেলেন। মূর্খ? সেইজন্য কি বীরবর সেকেন্দার সাহা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে গিয়েছিলেন? তিনি দার্শনিককে জিজ্ঞাসা কর্লেন, "আমি ভুবন-বিজয়ী সেকেন্দার সাহা। তুমি যা' চাও তাই দিতে পারি—কি চাও?"

সেলুকস। তিনি অবশ্য একটা জমিদারী চেয়েছিলেন?

হেলেন। না। তিনি বল্লেন, "আমার ঈশ্বরের রৌদ্র ছেড়ে দাঁড়াও—আর কিছু চাই না।"

সেলুকস। সেকেন্দার নিশ্চয় ভাবলেন—এ এক উন্মাদ।

হেলেন। না বাবা! সেকেন্দার সাহা বল্লেন, "আমি যদি সেকেন্দার সাহা না হ'তাম ত এই ডায়োজিনিস হ'তে চাইতাম।"

সেলুকস। "যদি সেকেন্দার না হ'তাম"—চতুর এই সেকেন্দার সাহা।

হাসিতে হাসিতে প্রস্থান

হেলেন। হারে মানুষ! পরের সুখ দেখতে পার না? দূরে দাঁড়িয়ে পরস্পরের উপরে চোখ রাঙ্গাচ্ছ আর গর্জ্জাচ্ছ। ইচ্ছা যে দৌড়ে গিয়ে পরস্পরের টুঁটি কামড়ে ধর, পার্চ্ছ না শুধু ভয়ে। প্রত্যেকেরই ইচ্ছা যে এই সসাগরা ধরিত্রীকে গ্রাস করে। মা বসুন্ধরা! এমন রাক্ষসকে জন্ম দিয়েছিলে! ঈশ্বর, তোমার জঘন্য সৃষ্টি ফিরিয়ে নাও। আগুন্ত ভ্রম।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—চন্দ্রকেতুর গৃহোদ্যান। কাল—সন্ধ্যা

নদীতীরে ছায়া একাকিনী বেড়াইয়া বেড়াইতেছিলেন ও
গাহিতেছিলেন

আর কেন মিছে আশা, মিছে ভালোবাসা, মিছে কেন তার ভাবনা
সে যে সাগরের মণি, আকাশের চাঁদ—আমি ত তাহারে পাব না।
আজি তবু তাঁরে স্মরি, সতত শিহরি, কেন আমি হতভাগিনী,
কেন, এ প্রাণের মাঝে, নিশিদিন বাজে, সেই এক মধুরাগিনী।
শুনি,—উঠে সেই গান, নীরব মহান্ যায় সে আকাশ ছাপিয়া
দেখি, শুনি সেই ধ্বনি, শিহরে ধরণী, তারাকুল উঠে কাঁপিয়া,
আমি চেয়ে থাকি—স্থির নীরব গভীর নির্ম্মল নীল নিশীথে;
কেন রহি' এ মহীতে, সসীম হইতে চাহি সে অসীমে মিশিতে।

আমি পারি না ত হায়, ধূলায় গড়ায় তপ্ত অশ্রুবারি গো ;
তবে, কেন হেন যেচে, দুখ লই বেছে, কেন না ভুলিতে পারি গো !
—না না, তবু সেই দুখ জাগিয়া থাকুক আমরণ মম স্মরণে,
আমি, লভেছি যদি এ বিরস জীবন লভিব সরস মরণে।

চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশ

চন্দ্রগুপ্ত। ছায়া!

ছায়া। কে? মহারাজ!

চন্দ্রগুপ্ত। তোমার দাদা কোথায়?

ছায়া। জানি না। দেখিগে।

প্রস্থানোদ্যত

চন্দ্রগুপ্ত। দাঁড়াও।

ছায়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন ও চন্দ্রগুপ্তের প্রতি স্থিরনেত্রে চাহিয়া রহিলেন

চন্দ্রগুপ্ত। যুদ্ধের পরে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই।

ছায়া নীরব রহিলেন

চন্দ্রগুপ্ত। ছায়া, তুমি আমার প্রাণ রক্ষা ক'রেছো।

ছায়া নীরব রহিলেন

চন্দ্রগুপ্ত। তার জন্য আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর্ব্বার সুযোগ পাই নি। ছায়া, আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।

ছায়া। (অর্দ্ধোচ্চারিত স্বরে) এই মাত্র!

চন্দ্রগুপ্ত। প্রত্যুপকারস্বরূপ আমি তোমাকে—

ছায়া। কিছু প্রয়োজন নাই মহারাজ! আমরা হীন পার্ব্বত্য জাতি! উপকার বিক্রয় করি না, মহৎ প্রবৃত্তির ব্যবসা করি না। মহারাজের জীবন রক্ষা কর্ত্তে পেরেছি—এই সৌভাগ্যই আমার যথেষ্ট পুরস্কার। তার অধিক কিছু প্রত্যাশা করি না।

চন্দ্রগুপ্ত। এই কিশোর হৃদয়ে এতখানি মহত্ত্ব! কিংবা—

ছায়া। মহারাজ! আমরা বাল্যকাল হ'তে মৃগয়া কর্ত্তে শিখি, যুদ্ধ কর্ত্তে শিখি, প্রতারণা কর্ত্তে শিখি না। সভ্য দ্ব্যর্থক ভাষায় কথা কইতে শিখি না। আমি যা ব'লেছি তার ঐ একই অর্থ। তার মধ্যে 'কিংবা' নাই।

চন্দ্রগুপ্ত। ছায়া! তুমি একটি প্রহেলিকা।

ছায়া। মহারাজ! আমি কোন প্রত্যুপকার চাই না।

প্রস্থানোদ্যত

চন্দ্রগুপ্ত। দাঁড়াও ছায়া। আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। উপকার করে' তার পরে তুমি উপকৃতের প্রতি এত উদাসীন কেন? আমি লক্ষ্য

ক'রেছি ছায়া, যে তুমি চন্দ্রকেতুর সঙ্গে যখন কথা কইছ, তখন আমি এলেই তুমি তৎক্ষণাৎ চলে' যাও—এত উদাসীন!

ছায়া। (অস্ফুটস্বরে) উদাসীন! (ক্ষণেক শির অবনত করিয়া পরে সহসা কহিলেন) মহারাজ! আপনি কখন পর্ব্বতশিরে দাঁড়িয়ে সূর্য্যোদয় দেখেছেন?—দিগন্তবিস্তৃত বনানীর উপর দিয়ে বিকম্পিত সূর্য্যরশ্মি ঢেউ খেলে যায় যখন—দেখেছেন কি?

চন্দ্রগুপ্ত। হাঁ ছায়া।

ছায়া। আমাদের জীবন সেই রকম—একটা উজ্জল ঘনশ্যামলতা—আবেগে কাঁপ্‌ছে। অধিত্যকাবাসী নীচে দাঁড়িয়ে তার কি দেখ্‌তে পায় মহারাজ?

চন্দ্রগুপ্ত। আমরা হয় ত তাই তোমাদের সম্যক্ বুঝি না। তবু মনে হয় যে তোমাদের ঘনশ্যাম আবরণের নীচে হৃদয় আছে।

ছায়া। মহারাজের সৌজন্য যে, 'কৃষ্ণ দেহ' না বলে ঘনশ্যাম আবরণ ব'লেছেন। কিন্তু মহারাজ, লক্ষ্য ক'রেছেন কি যে, মেঘ যতই কৃষ্ণবর্ণ হয়, ততই সে সলিলসম্ভারসমৃদ্ধ হয়, তার বক্ষে ততই তীব্র তড়িৎ খেলে। আমাদের হৃদয় আছে, এইটুকুই কি আপনার মনে হয়? যদি জান্তেন যে সে হৃদয় কতখানি, তাতে কি তরঙ্গ খেল্‌ছে!

চন্দ্রগুপ্ত। এও কি সম্ভব! ছায়া, তুমি কি আমাকে ভালোবাস? এও সম্ভব!

ছায়া। কেন সম্ভব নয় মহারাজ? ঈশ্বর আমাদের দেহের উপর দুপোঁচ বেশী রং মাখিয়েছেন, তাই আর অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না! আমি আপনাকে ভালবাসি কি না জিজ্ঞাসা কর্চ্ছেন? না মহারাজ! আমি আপনাকে ঘৃণা করি। বিবেচনা করেন যে, আমি ভিক্ষুকের মত আপনার প্রেম যাচ্ঞা কর্চ্ছি! আপনি অনুকম্পাভরে আমায় প্রেমমুষ্টি ভিক্ষা দেবেন, আর আমি তাই হাত পেতে নেব! এত বড় স্পর্দ্ধা! মহারাজ, আমি হীন বর্ব্বর কৃষ্ণবর্ণ পার্ব্বত্য রমণী। আর আপনি মগধের দেবস্তুত মহারাজ! তথাপি আমি আপনাকে ঘৃণা করি।

দ্রুত প্রস্থান

চন্দ্রগুপ্ত। অদ্ভুত! প্রাণরক্ষা ক'রে পরে ঘৃণা! নারীচরিত্র অপূর্ব্ব প্রহেলিকা! বহুদিন পূর্ব্বে মনে পড়ে—সিন্ধুনদতীরে—সেকেন্দার সাহার সমক্ষে সেলুকসের কন্যার সেই কৃতজ্ঞ সজল দৃষ্টি! সেও কি ভালোবাসা! না শুদ্ধ কৃতজ্ঞতা? সেই গ্রীক্ বালিকা—কি অপূর্ব্ব সুন্দরী! মহাসমুদ্রের নীল জলরাশির উপর অবতীর্ণ উষার ন্যায়—রাশি রাশি রক্তজবার মধ্যে বিকশিত স্থলপদ্মের ন্যায়।—না, সে কথা আজ আর ভাবি কেন! সে একটা মধুর স্বপ্ন!

চন্দ্রকেতুর প্রবেশ

চন্দ্রগুপ্ত। এই যে চন্দ্রকেতু—

চন্দ্রকেতু। বন্ধু! ব্রাহ্মণের আজ্ঞা আজ রাত্রেই ভূতপূর্ব্ব মহারাজ নন্দের বলি হবে।

চন্দ্রগুপ্ত। (সবিস্ময়ে) সে কি। বলি হবে—ব্রাহ্মণের আজ্ঞা! আমি কে? মগধের মহারাজ না? এত শ্রম, এত আয়োজন কি শুদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রভুত্বের হোমাগ্নিতে ঘৃত ঢালবার জন্য!—চন্দ্রকেতু!

চন্দ্রকেতু। বন্ধুবর!

চন্দ্রগুপ্ত। এ প্রাণদণ্ড হবে না। আমি মার্জ্জনাজ্ঞা লিখে দিচ্ছি। নিয়ে যাও! ব'লো এ মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের আজ্ঞা—মিনতি নয়! যাও প্রস্তুত হও।

চন্দ্রকেতুর প্রস্থান

চন্দ্রগুপ্ত। ব্রাহ্মণের স্পর্দ্ধা যে আমাকে কোন সংবাদ না দিয়ে—আমার অনুমতি না নিয়ে—আশ্চর্য্য! আমি যেন সাম্রাজ্যের কেহই নই, চাণক্যের হস্তের যন্ত্র মাত্র!

ছায়ার পুনঃপ্রবেশ

ছায়া। মহারাজ ক্ষমা করুন!

চন্দ্রগুপ্ত। কিসের জন্য ছায়া?

ছায়া। রুক্ষ হয়েচি। অপরাধ হ'য়েছে। মার্জ্জনা করুন। মার্জ্জনা না করেন, দণ্ড দিন!

চন্দ্রগুপ্ত। কেন? তোমার কোন অপরাধ হয় নাই। তুমি যদি আমাকে ঘৃণা কর, তা বল্‌তে দোষ কি?

ছায়া। ঘৃণা করি! যিনি আমার জাগ্রতে ধ্যান, নিদ্রায় স্বপ্ন, যিনি আমার ইহলোকের সম্পৎ, পরলোকে স্বর্গ, যাঁর দর্শন তীর্থ, অদর্শন অভিশাপ—তাঁকে ঘৃণা কর্ব্ব! মিথ্যা কথা ব'লেছি। তথাপি ইচ্ছা হয় যে যদি ঘৃণা কর্ত্তে পার্ত্তাম!

চন্দ্রগুপ্ত। কেন ছায়া! আমি তোমার কি ক'রেছি?

ছায়া। কি ক'রেছেন! কি করেন নি!—আপনি আমার আহারে ক্ষুধা, শয়নে নিদ্রা, সর্ব্বসময়ে—শাস্তি কেড়ে নিয়েছেন। আপনি আমার চক্ষে জগৎ লুপ্ত করে' দিয়েছেন; আপনার চিন্তায় আমার অস্তিত্ব লীন হ'য়ে যায়—আমি স্বর্গে আছি কি নরকে আছি বুঝতে পারি না। আবার জিজ্ঞাসা কর্চ্ছেন আপনি আমার কি ক'রেছেন। নিষ্ঠুর! (ক্রন্দন)

চন্দ্রগুপ্ত। ছায়া!

সস্নেহে তাঁহার হাত ধরিলেন

ছায়া। না, আমায় স্পর্শ কর্ব্বেন না, স্পর্শ কর্ব্বেন না। ও স্পর্শে আমার অঙ্গে তড়িৎপ্রবাহ ব'হে যায়, আমার মস্তিষ্ক পাষাণে পতিত কাংস্য পাত্রের মত ঝন্ ঝন্ করে' ওঠে!—না, আমি এ উন্মাদনা দমন কর্ব্ব!

দ্রুত প্রস্থান

চন্দ্রগুপ্ত। কি আশ্চর্য্য। আমি এতদিন যাকে ভগ্নীর মত স্নেহ করে' এসেছি—আশ্চর্য্য!

ষষ্ঠ দৃশ্য

চাণক্য ও তাঁহার দেহরক্ষিগণ

সম্মুখে বন্দী অবস্থায় নন্দ। পার্শ্বে শাণিত খড়্গ। অদূরে যূপকাষ্ঠ

চাণক্য। ভূতপূর্ব্ব মহারাজ নন্দ! দেখ্‌ছো যে ব্রাহ্মণের প্রতাপ যায় নাই? ঈশ্বর মূর্খ নহেন—তাই বাহুর উপর মাস্তষ্ক! আর্য্য ঋষিগণ মূর্খ ছিলেন না—তাই ক্ষত্রিয়ের উপর ব্রাহ্মণ। কারো সাধ্য নাই তাকে নামায়! ভারত যত দিন ভারত, ততদিন এই ব্রাহ্মণ এ সমাজ শাসন কর্ব্বে। তারপর এক সঙ্গে—সব চুরমার!

নন্দ। আমাকে কি তোমার দম্ভ শোনাবার জন্য এখানে আনা হ'য়েছে?

চাণক্য। ঠিক নয়! ঐ খড়্গ দেখ্‌ছো? ঐ যূপকাষ্ঠ দেখ্‌ছো? এখনও কি বুঝ্‌তে বাকি আছে যে তোমাকে কি জন্য এখানে আনা হ'য়েছে? সে দিন আমার প্রতিজ্ঞা মনে আছে যে, তোমার রক্তে রঞ্জিত হস্তে এ শিখা বাঁধবো? এখনও বাঁধি নাই—এই দেখ! এখনও কি বুঝতে বাকি আছে যে, কি জন্য তোমাকে এখানে আনা হয়েছে?

নন্দ। আমায় বধ কর্ব্বে?

চাণক্য। অবিকল।

নন্দ। নিরস্ত্র বন্দীর হত্যা! এই কি সনাতন ধর্ম্ম?

চাণক্য। সনাতন ধর্ম্মের মর্ম্ম কি ব্রাহ্মণকে আজ ক্ষত্রিয়ের কাছে শিখতে হবে?—শোন, এ হত্যা নয়, এ তোমার মৃত্যুদণ্ড। আর সে দণ্ড দিচ্ছি—আমি ব্রাহ্মণ।

নন্দ। কি অপরাধে?

চাণক্য। ব্রহ্মহত্যার অপরাধে। ব্রাহ্মণের সম্পত্তি লুণ্ঠন করার অপরাধে। ব্রাহ্মণকে অপমান করার অপরাধে। তুমি একে বল্‌ছ হত্যা, আমি বল্‌ছি—এ বিচার। এ বিচার কর্ব্বার অধিকার আমার আছে। আমি ব্রাহ্মণ—নন্দ! প্রস্তুত হও! রক্ষিগণ হাড়িকাঠে ফেল।

নন্দ। চাণক্য! আমি কাত্যায়নের প্রতি—তোমার প্রতি অবিচার ক'রেছি। আমায় ক্ষমা কর।

চাণক্য। (উচ্চহাস্য করিয়া) ঠিক অক্ষরে অক্ষরে মিলেছে। আমি সে দিন ব'লেছিলাম না নন্দ?—যে একদিন এই ভিক্ষুকের পদতলে বসে' তোমায় ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে হবে, আমি সে ভিক্ষা দিব না?

নন্দ। আমি প্রাণভিক্ষা চাই নি, ব্রাহ্মণ! ক্ষত্রিয় আমি। ব্রাহ্মণের

প্রভুত্ব মানি না, শূদ্রকে ঘৃণা করি, আমার পিতার গণিকা-পুত্রকে ঘৃণা করি। কিন্তু মৃত্যুভয় করি না। তোমার রক্তবর্ণ চক্ষুকে আমি তুচ্ছজ্ঞান করি, কিন্তু নিজের অন্যায় বুঝি। আমি এত পাষণ্ড নই যে, প্রজার সম্পত্তি লুঠ করি।—নরহত্যা করি। সঙ্গদোষে আমাকে পাষণ্ড করে' তুলেছে। ক্ষমা কর,—কাত্যায়ন—

কাত্যায়ন। (কম্পিত স্বরে) নন্দ! মহারাজ! আমি ক্ষমা করেছি।

চাণক্য। খবর্দ্দার কাত্যায়ন—ক্ষমা নাই। পৃথিবীতে কেউ কাউকে ক্ষমা করে না, কর্ত্তে পারে না। হৃদয়ের যে যন্ত্রণা ভিতরে টগ্‌বগ্‌ করে' ফুটছে সে কি তোমার দুফোঁটা সখের চোখের জলে ঠাণ্ডা হয়? তা হয় না। সব ক্ষমা মৌখিক। যেমন অনুতাপ মৌখিক, তেমনি ক্ষমাও মৌখিক। আমি কখন দেখ্‌লাম না যে শাস্তি সম্মুখে না দেখে কারো অনুতাপ এলো। আমি কখন দেখলাম না যে, কোন মার্জ্জনায় ভাঙ্গা মন ঠিক আগেকার মত জুড়ে গেল! তা হয় না।

কাত্যায়ন। কিন্তু—নন্দ বালক।

চাণক্য। যে বালক, তার বালকের ন্যায় থাকা উচিত। বালকও যদি না জেনে আগুনে হাত দেয়, হাত পোড়ে। অগ্নি নিজের কাজ কর্ত্তে দ্বিধা করে না।

কাত্যায়ন। তথাপি—পাণিনি—

চাণক্য। (সপদদাপে) আবার পাণিনি! কাত্যায়ন! তুমি এ সময়ে যদি পাণিনির নাম কর, আমি তোমায় হত্যা কর্ব্ব!

কাত্যায়ন। নন্দ বালক—

চাণক্য। তাই দেখ্‌ছি! খড়্গ নাও কাত্যায়ন! তোমায়ই একে স্বহস্তে বধ কর্ত্তে হবে!

কাত্যায়ন। আমি!

চাণক্য। হাঁ তুমি! পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নাও! মনে কর কাত্যায়ন! তোমার সপ্তপুত্রের শীর্ণায়মান পাণ্ডুর মূর্ত্তি—তাদের সেই অন্নের জন্য ক্ষীণ হাহাকার, তাদের নিষ্প্রভায়মান দৃষ্টি—তার পর সব হিম, কঠিন, অসাড়—তাদের নিস্পন্দ নির্ণিমেষ চক্ষু দুটির উপর মৃত্যুর করাল মুদ্রাঙ্কন। মনে কর—সেই মৃত্যু তুমি সম্মুখে দেখ্‌ছো। তুমি তাদের পিতা তাই দেখ্‌ছো, মনে কর—কাত্যায়ন! স্বহস্তে তার প্রতিশোধ নাও।

কাত্যায়ন খড়্গ লইলেন

চাণক্য। আর বিলম্বে প্রয়োজন কি! রক্ষিগণ! হাড়িকাঠে ফেল।

রক্ষিগণ নন্দকে হাড়িকাঠে ফেলিল

চাণক্য। তবে ভূতপূর্ব্ব মহারাজ!—কাত্যায়ন!

কাত্যায়ন খড়্গ লইয়া যূপকাষ্ঠের নিকট আসিলেন

চাণক্য। ভূতপূর্ব্ব মহারাজ নন্দ! এ ব্রাহ্মণের কাজ নয়। কিন্তু কি কর্ব্ব, আজ তার প্রয়োজন হ'য়েছে। আজ ব্রাহ্মণের সে তপস্যা নাই। ইচ্ছা হয় যে আজ দ্বিতীয় পরশুরামের মত ভারতকে নিঃক্ষত্রিয় করি; কপিলের মত এক ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে নন্দবংশ ভস্ম করে দেই। কিন্তু কলিযুগে আর তা হয় না। তাই খড়্গের সাহায্য নিতে হ'য়েছে। তবু এই পাপ-কলিযুগেও ভারত একবার ব্রাহ্মণের প্রতাপ দেখুক!—(কাত্যায়নকে) বধ কর!—হ্যাঁ! আর মর্ব্বার আগে শুনে যাও নন্দ! ভূতপূর্ব্ব মহারাজ!—তোমার বংশে বাতি দিতে কেউ নাই!—নন্দবংশ নির্ম্মূল ক'রেছি।

নন্দ আর্ত্তনাদ করিলেন

চাণক্য। এখন বধ কর।

বেগে চন্দ্রকেতুর প্রবেশ

চন্দ্রকেতু। সাবধান! খড়্গ নামাও ব্রাহ্মণ!

চাণক্য। চন্দ্রকেতু!

চন্দ্রকেতু। রাজ-আজ্ঞা।

কাত্যায়ন খড়্গ নামাইলেন

চাণক্য। এর অর্থ কি চন্দ্রকেতু?

চন্দ্রকেতু। এই মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের মার্জ্জনা-পত্র। মহারাজ নন্দকে তিনি মুক্ত করে' দিয়েছেন।

চাণক্য। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের আজ্ঞা!—বুঝেছি। কিন্তু এ আজ্ঞা আমার জন্য নয়।—বধ কর।

চন্দ্রকেতু। কিন্তু গুরুদেব! এ রাজ-আজ্ঞা।

চাণক্য। এ ব্রাহ্মণের আজ্ঞা।—বধ কর কাত্যায়ন!

চন্দ্রকেতু। তবে মহারাজ স্বয়ং আসুন। তার পূর্ব্বে আমি বধ কর্ত্তে দিব না। রাজ-আজ্ঞা আমি পালন কর্ব্ব। আমার কর্ত্তব্য আমি কর্ব্ব।—রক্ষিগণ সরে' দাঁড়াও।

চাণক্য। কখন না—খাড়া থাক।

চন্দ্রকেতু। বীরবল!

সৈন্যাধ্যক্ষ বীরবল ও পঞ্চসৈনিকের প্রবেশ

চন্দ্রকেতু। সৈনিকগণ! মহারাজের আগমন পর্য্যন্ত বন্দীকে রক্ষা কর। বীরবল—মহারাজকে সংবাদ দাও।

বীরবলের প্রস্থান

চাণক্য। কাত্যায়ন! খড়্গ নিয়ে সঙের মত খাড়া হ'য়ে চেয়ে কি দেখছো? যেন মূর্ত্তি!—খড়্গ আমায় দাও।

চন্দ্রকেতু। (সম্মুখে গিয়া নতজানু হইয়া তরবারি দিয়া পথ রোধ করিয়া) আমি ব্রাহ্মণের সম্মুখে নতজানু হচ্ছি। কিন্তু রাজ-আজ্ঞা পালন কর্ব্ব।

চাণক্য। বধ কর কাত্যায়ন!

কাত্যায়ন খড়্গ না উঠাইতে চন্দ্রকেতু রাজ-আজ্ঞা দেখাইয়া কহিলেন—"রাজ-আজ্ঞা।"

কাত্যায়ন খড়্গ নামাইলেন

চাণক্য। কোন চিন্তা নাই কাত্যায়ন! যে ব্রাহ্মণ চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসনে বসাতে পারে, সে তাকে সিংহাসন থেকে নামাতেও পারে—বধ কর।

কাত্যায়ন খড়্গ উঠাইতে যাইলে চন্দ্রকেতু কহিলেন

চন্দ্রকেতু। সাবধান! এর জন্য যদি ব্রহ্মহত্যা হয়, ত' দ্বিধা কর্ব্ব না।

মন্দির হইতে মুরার প্রবেশ

মুরা। আর যদি নারীহত্যা হয়?

এই বলিয়া কাত্যায়ন ও চন্দ্রকেতুর মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন

চন্দ্রকেতু। (স্তম্ভিত হইয়া) মা আপনি?

মুরা। হাঁ আমি। আমার আজ্ঞা—বধ কর।

চন্দ্রকেতু। আপনি নন্দকে ক্ষমা করুন মা!

মুরা। (সব্যঙ্গহাস্যে) ক্ষমা! ক্ষমা নাই। আমি ক্ষমা কর্ত্তে পারি না, জানি না! আমি যে শূদ্রাণী! ক্ষমা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম—শূদ্রের নয়।

চন্দ্রকেতু। ক্ষমা মানুষের ধর্ম্ম—একা ব্রাহ্মণেরই নয়। ক্ষমা করায় যে অপার সুখ; তাতে কি একা ব্রাহ্মণেরই অধিকার? এই ক্ষমা স্বর্গ থেকে ভাগীরথীর পবিত্র-বারির মত সংসারে নেমে এসেছে। সকলেরই সেই পুণ্য-তরঙ্গে স্নান করে' পবিত্র হবার অধিকার আছে। ঈশ্বরের ক্ষমা আকাশ থেকে শত ধারায় মর্ত্ত্যে নেমে আসছে না? রোগে এই ক্ষমা স্বাস্থ্যরূপিণী হয়ে' এসে আমাদের রক্ষা করে। শোকে এই ক্ষমা বিস্মৃতি নিয়ে আসে; দারিদ্র্যকে এই ক্ষমাই সহিষ্ণুতা দিয়ে ঘিরে থাকে। মাতা শৈশবে সন্তানের শত অপরাধ যদি ক্ষমা না করে, তাহ'লে কি সন্তান বাঁচে মা! ক্ষমা কর, আমি জানু পেতে ভিক্ষা চাচ্ছি।

জানু পাতিলেন

মুরা। তুমি কি একা ভিক্ষা চাইছ চন্দ্রকেতু? আমার প্রাণ এই পঞ্জরের দ্বার ভেঙ্গে বেরিয়ে এসে আমার পায়ে ধরে' ভিক্ষা চাচ্ছে না! নন্দের এই বন্দী অবস্থা দেখ্‌ছি, তার এই ম্লান অধোমুখ দেখছি, আর অশ্রুর উৎস উথ্‌লে উঠে এই দৃষ্টিপথ রোধ কর্চ্ছে না! নন্দ! শূদ্রাণীর দুগ্ধ কি ক্ষত্রিয়াণীর দুগ্ধের চেয়ে কম মধুর? শূদ্রাণীর স্নেহ কি ক্ষত্রিয়াণীর স্নেহের চেয়ে কম শুভ্র? না, আমি ক্ষমা কর্ব্ব না। আমি যে শূদ্রাণী—গণিকা!—বধ কর।

চন্দ্রকেতু। কিন্তু মা—এ রাজ-আজ্ঞা।

মুরা। এ রাজমাতার আজ্ঞা। আমি দাসী—গণিকা হ'লেও মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের জননী—আমার আজ্ঞা!—বধ কর!

চন্দ্রকেতু। এইখানে আমার পরাজয়! সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের নারীর কাছে আমি পরাজিত।

মুরার পদতলে তরবারি রাখিলেন

নারীর কেশাগ্র স্পর্শ করি হেন সাধ্য আমার নাই।

চাণক্য। বধ কর কাত্যায়ন।

কাত্যায়নের খড়্গ পড়িল। নন্দের দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন হইল

চাণক্য। হাঃ হাঃ! প্রতিহিংসা পূর্ণ হ'ল।

নন্দের রক্তে হস্ত রঞ্জিত করিয়া শিখা বাঁধিয়া প্রস্থান

কাত্যায়ন। (নন্দের ছিন্ন মুণ্ড উঠাইয়া) সপ্ত সন্তানের হত্যার এই প্রতিশোধ।

মুরা। কি কর্লে! বধ কর্লে!—এ কি কর্লাম! তাকে রক্ষা কর্ত্তে এসে—

হস্ত দিয়া মুখ ঢাকিলেন

চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশ

চন্দ্রগুপ্ত। (নন্দের ছিন্নমুণ্ড দেখিয়া সভয়ে পিছাইয়া) এ কি!

মুরা। এরা নন্দকে বধ করেছে!—ঐ মুখে আমার স্তন্য দিয়েছি। ঐ দেহখানিকে আমি বক্ষে ধ'রে জড়িয়ে শুয়ে থাক্‌তাম!—ওঃ! কি ক'রেছি! কি ক'রেছি! বৎস চন্দ্রগুপ্ত!

মুখ ফিরাইলেন

চন্দ্রগুপ্ত। কে বধ ক'রেছে?

কাত্যায়ন। আমি।

চন্দ্রগুপ্ত। কার আজ্ঞায়?

মুরা। আমার আজ্ঞায়। ব্রাহ্মণ! আমি নারী—মূর্খ, দুর্ব্বল, জ্ঞানহীনা নারী!—কিন্তু তুমি কি কর্লে ব্রাহ্মণ! কতবার তুমি ঐ মুখখানি চুম্বন ক'রেছো। আর, এখন কি পৈশাচিক উল্লাসে ঐ ছিন্ন মুণ্ড হাতে করে' দাঁড়িয়ে আছ!

কাত্যায়নের হস্ত হইতে মুণ্ড পড়িয়া গেল

চন্দ্রগুপ্ত। ব্রাহ্মণ! তুমি রাজ-আজ্ঞা অবহেলা ক'রেছো?

কাত্যায়ন। ক'রেছি।

চন্দ্রগুপ্ত। ব্রাহ্মণ অবধ্য, তোমাকে আমি রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত কর্লাম।

কাত্যায়ন। মহারাজ!

চন্দ্রগুপ্ত। শুন্তে চাই না। আমি এখন থেকে দেখাচ্ছি যে আমার আজ্ঞা ভিক্ষুকের কাকুতি নয়। এই তোমার শাস্তি।—যাও!

কাত্যায়ন নীরবে প্রস্থান করিলেন

চন্দ্রগুপ্ত। চন্দ্রকেতু!

চন্দ্রকেতু। মহারাজ! যদি জগতের কোটি বীর রাজ-আজ্ঞার বিপক্ষে শাণিত মুক্ত তরবারি নিয়ে দাঁড়াত, চন্দ্রকেতু রাজ-আজ্ঞা পালনে প্রাণ দিত। কিন্তু নারীর কাছে আমি শিশুর চেয়েও দুর্ব্বল।

চন্দ্রগুপ্ত। আর—মা!

মুরা। আমার অপরাধের শাস্তি দাও বৎস!

চন্দ্রগুপ্ত। (নতজানু হইয়া করযোড়ে) তোমার অপরাধ মা! মায়ের অপরাধ সন্তানের কাছে!—তুমি যা'ই কর, তুমি আমার কাছে চিরদিনই মা—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী!"

এক হস্ত নিহত নন্দের দিকে প্রসারিত করিলেন, অপর হস্ত দিয়া চক্ষুর্দ্বয় আবৃত করিলেন

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—চাণক্যের কুটীর-কক্ষ। কাল—গোধূলি

চাণক্য একাকী

চাণক্য। প্রতিহিংসা পূর্ণ হ'য়েছে। কিন্তু সে একটা ক্ষণিক উন্মাদনা। আবার সেই অবসাদ। বাহিরের বাদ্য থেমে গিয়েছে। আবার হৃদয়ের সেই হাহাকার শুন্‌তে পাচ্ছি! অগাধ স্নেহরাশি—রাখি এমন পাত্র নাই। হৃদয়ের কম্পিত আগ্রহে কাকে যেন বক্ষে চেপে ধর্ত্তে চায়। কিন্তু সে ব্যগ্র আলিঙ্গন বক্ষে চেপে ধরে—নিজেরই উষ্ণ নিশ্বাস।—রাক্ষসি! ক'রেচিস্ কি?—এ শুধু অরণ্যে রোদন—

কপালে করাঘাত

ধীরে ধীরে পাদচারণ করিতে লাগিলেন

প্রথম গুপ্তচরের প্রবেশ

চাণক্য। কি সংবাদ?

চর। কাত্যায়ন শত্রুশিবিরে, এ সংবাদ ঠিক।

চাণক্য। আর কিছু?

চর। গ্রীক সিন্ধুনদ পার হ'য়েছে।

চাণক্য। সৈন্য কত?

চর। চার লক্ষ।

চাণক্য। যাও।

গুপ্তচর চলিয়া গেল

চাণক্য। কাত্যায়ন!—চিরদিন একরকমে গেল। তুমি রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত হ'য়ে স্থির কর্লে, যে এখন থেকে অধ্যাপনা কর্ব্বে। কিন্তু সেলুকস তোমায় যেই ডজিয়েছে, অমনি সেই দিকে চলেছ! তার উপরে আমার মন্ত্রিত্বে তোমার ঈর্ষা হ'য়েছে!—মূর্খ!

দ্বিতীয় গুপ্তচরের প্রবেশ

চাণক্য। সংবাদ?

চর। বিদ্রোহীরা দলবদ্ধ হ'য়েছে। তাদের সঙ্কেত—তিন তূরীধ্বনি।

চাণক্য। আর কিছু?

চর। মহারাজের শয়নকক্ষে ২৫ জন ঘাতক সুড়ঙ্গ কেটে অপেক্ষা কর্চ্ছে।

চাণক্য। তা পূর্ব্বেই শুনেছি। তাদের দলপতি?

চর। বাচাল।

চাণক্য। যাও।

গুপ্তচরের প্রস্থান

চাণক্য। মূর্খ বাচাল!—বীরবল!

সৈন্যাধ্যক্ষ বীরবলের প্রবেশ

বীরবল। কি আজ্ঞা হয়?

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্তের শয়নকক্ষে সুড়ঙ্গ কেটে ২৫ জন ঘাতক অবস্থিতি কর্চ্ছে। তুমি সৈন্য নিয়ে গিয়ে তাদের বধ কর।

বীরবল। যে আজ্ঞা।

চাণক্য। এই মুহূর্ত্তে।

বীরবল। যে আজ্ঞা।

প্রস্থান

চাণক্য। চমৎকার এই ব্যবসা—সংবাদের চৌর্য্যবৃত্তি!—এ চাণক্যের সৃষ্টি। শ্রীরামচন্দ্র গুপ্তচর রাখতেন বটে, কিন্তু সে নিজের কুৎসা শোনবার জন্য। আমি গুপ্তচর রাখি—কুৎসার কণ্ঠ রোধ কর্ত্তে।

চন্দ্রকেতুর প্রবেশ

চন্দ্রকেতু। আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন গুরুদেব!

চাণক্য। হাঁ চন্দ্রকেতু।—চন্দ্রগুপ্ত আজ রাত্রিকালে দাক্ষিণাত্য জয় ক'রে ফিরে আসছেন জানো?

চন্দ্রকেতু। জানি। তিনি নগরীতে উৎসবের আয়োজন কর্ত্তে আমায় আজ্ঞা দিয়েছেন।

চাণক্য। আয়োজন ক'রেছো?

চন্দ্রকেতু। ক'রেছি। নগরী আলোকিত হবে, গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি হবে, পথে জয়বাদ্য হবে, আর—

চাণক্য। কিছু হবে না—ব্যর্থ আয়োজন—কি! একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছো যে।—যাও, উৎসব বন্ধ কর।

চন্দ্রকেতু। সে কি গুরুদেব!

চাণক্য। যাও।

চন্দ্রকেতু ইতস্ততঃ ভাবে প্রস্থান করিলেন

চাণক্য। কি একটা মহান্ পবিত্র উজ্জ্বল রাজ্য ছেড়ে কোথায় চলেছি।—এখনও তার আলোকমণ্ডিত শিখর দেখতে পাচ্ছি। সব অন্ধকার হ'য়ে যাবার পূর্ব্বে ফিরি না কেন?—পিশাচী! ছেড়ে দে, ফিরে যাই। না—না কোথায় ফিরে যাবো! কে হাত ধরে' নিয়ে যাবে। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, চৌর্য্য, হত্যা—এও ত একটা রাজ্য।—মন্দ কি! বেশ আছি। চমৎকার!—(দীর্ঘনিশ্বাস) রাত্রি কত?—দেখি।

গবাক্ষদ্বার খুলিয়া দিলেন। অমনি পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্না আসিয়া কক্ষ প্লাবিত করিল। চাণক্য সভয়ে পিছাইয়া আসিয়া কহিলেন

এ আবার কি! এ এতক্ষণ কোথায় ছিল! এত রাশি রাশি সৌন্দর্য্য—উপরে, নীচে, নিকটে, দূরে দিগ্দিগন্তে ছড়িয়ে রয়েছে। এ ত বহুদিন দেখি নাই! কি সুন্দর জ্যোৎস্না। আকাশে লঘু শুভ্র মেঘখণ্ডগুলি ভেসে যাচ্ছে। আর তার নিম্নে জ্যোৎস্নাস্নাতা ভাগীরথী কলস্বরে গান গেয়ে চ'লেছে। কি সুন্দর! পতিতপাবনী মা সুরধুনি! ভগীরথ কি পুণ্যবলে তোমাকে—স্বর্গের মন্দাকিনীকে—মর্ত্ত্যে টেনে এনেছিল মা! এ মরুহৃদয়ে সেই ভক্তির উচ্ছ্বাস একবার উঠিয়ে দে না মা! আমি একবার "মা মা" বলে' তরঙ্গের তালে তালে নৃত্য করি। এ কি!—চাণক্য! তুমি অধীর! না। আমি দেখ্‌বো না।

এই বলিয়া চাণক্য গবাক্ষ দ্বার রুদ্ধ করিলেন

এমন সময়ে নেপথ্যে বালিকাকণ্ঠে কে বলিল—

"জয় হোক বাবা, চারিটি ভিক্ষা পাই।"

চাণক্য সহসা লম্ফ দিয়া উঠিয়া কহিলেন—

ও কে!—কার স্বর! ভিতরে এসো!

ভিক্ষুক ও ভিক্ষুকবালার প্রবেশ

চাণক্য দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন

ওঃ! ভিক্ষুক!

ভিক্ষুক। চারিটি ভিক্ষা পাব বাবা।

চাণক্য বালিকার পানে চাহিয়া ভিক্ষুককে কহিলেন—

চাণক্য। ভিক্ষুক, এত রাত্রে ভিক্ষা কর্ত্তে বেরিয়েছ যে?

ভিক্ষুক। এই মাত্র নগরে এসে পৌঁছিলাম বাবা। সারাদিন কিছু খাইনি বাবা—

বালিকা। সারাদিন কিছু খাইনি বাবা!

চাণক্য। এ কি! সহসা প্রাণ কেঁদে ওঠে কেন। এক ভিক্ষুক বালিকা—এ কি দৌর্ব্বল্য! (বালিকাকে কহিলেন) এ দিকে এসো ত মা!

বালিকা তৎক্ষণাৎ চাণক্যের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াইল

চাণক্য বালিকার মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে ভিক্ষুককে জিজ্ঞাসা করিলেন—

চাণক্য। ভিক্ষুক, এ তোমার কন্যা?

ভিক্ষুক। হাঁ বাবা।

চাণক্য দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, পরে বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

চাণক্য। বালিকা, তোমার নাম কি?

বালিকা। মাধু—

চাণক্য। তোমার বাড়ী কোথায়?

বালিকা। অনেক দূরে। না বাবা—আমাদের বাড়ী নেই। কখন অতিথিশালায় থাকি, কখন গাছতলায় থাকি।

চাণক্য। গাইতে পারো?

ভিক্ষুক। পারে বৈকি। গা' ত মাধু।

চাণক্য। আগে কিছু খা'ক্। একটু বিশ্রাম কর।

ভিক্ষুক। তা'তে কিছু কষ্ট নেই বাবা! এই আমাদের ব্যবসা! গা' ত মা!

উভয়ে গান ধরিল

ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী
গর্জ্জে সিন্ধু; চলিছে তরণী!
গভীর রাত্রি, গাহিছে যাত্রী,
ভেদি সে ঝঞ্ঝা উঠিছে স্বর!
"ওঠ্ মা ওঠ্ মা দেখ মা চাহি'
এই ত এইছি আর চিন্তা নাহি
জননীহীনা কন্যা দীনা
ওঠ্ মা ওঠ্ মা প্রদীপটি ধর॥"
লঙ্ঘি বনানী পর্ব্বতরাজি,
তোর কাছে এই আমি এইছি ত আজি
কোথায় জননী!— গভীর রজনী,
গর্জ্জে অশনি, বহিছে ঝড়!
"একি!—কুটীরে যে মুক্তদ্বার
নির্ব্বাণ দীপ—গৃহ অন্ধকার—

কোথায় জননী ! কোথায় জননী
শূন্য যে শয্যা, শূন্য যে ঘর ।”
সে ধ্বনি উঠিয়া আর্ত্তনিনাদে
বিধাতৃচরণে পড়িয়া কাঁদে,
চরণাঘাতে বজ্রনিপাতে
মূর্চ্ছিয়া পড়িল সে অবনী' পর ॥

চাণক্য। (আপন মনে) সে দিনও এমন জ্যোৎস্নাময় ছিল। সহসা চন্দ্রমা মেঘে ঢেকে গেল। আর্দ্র বায়ুর উচ্ছ্বাসে দীপ নিভে গেল। স্নেহময়ী কন্যা আমার! সে চিন্তাও স্বর্গ। একি! চাণক্য তোমার চক্ষে জল! ভিক্ষুক! এই স্বর্ণমুষ্টি ভিক্ষা গ্রহণ কর! (ভিক্ষাদান) মা—না যাও। শীঘ্র যাও ব'লছি!

ভিক্ষুক ও ভিক্ষুকবালা নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে চলিয়া গেল

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—পাটলিপুত্রের প্রাসাদ। কাল—রাত্রি

মুরা ও চন্দ্রকেতু

মুরা। চন্দ্রকেতু! আজ চন্দ্রগুপ্ত দাক্ষিণাত্য জয় ক'রে মগধে ফিরে আস্‌ছে। নগরে উৎসব নাই কেন?

চন্দ্রকেতু। মন্ত্রী চাণক্যের নিষেধ!

মুরা। সে কি! গুরুদেব তাঁর প্রিয় শিষ্যের বিজয়ে উৎসব কর্ত্তে নিষেধ করে' দিয়েছেন! এ কিরূপ বিচার?

চন্দ্রকেতু। মন্ত্রিবর যখন নিষেধ করেছেন তখন নিশ্চয়ই তার বিশেষ কোন কারণ আছে।

মুরা। এর কারণ চন্দ্রগুপ্তের বিজয়গৌরবে ব্রাহ্মণের ঈর্ষা।

চন্দ্রকেতু। সে বিজয়গৌরবের কে সূচনা করে' দিয়েছিল মা? ব্রাহ্মণের প্রতি অবিচার কর্ব্বেন না।

মুরা। ঐ বাদ্যধ্বনি। বৎস ফিরে আস্‌ছে। আমি যাই, প্রাসাদ-শিখরে দাঁড়িয়ে প্রবেশসমারোহ দেখিগে যাই।

দ্রুত প্রস্থান

চন্দ্রকেতু। আজ বহুদিন পরে বন্ধুর জয়দীপ্ত মুখখানি দেখ্‌তে পাবো। আজ আমার কি আনন্দ। চন্দ্রগুপ্ত! তুমি কি পূর্ব্বজন্মে আমার ভাই ছিলে?

নেপথ্যে কোলাহল ও যন্ত্রসঙ্গীত

ক্রমে “জয় মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের জয়” ধ্বনি ঘন ঘন নিনাদিত হইতে লাগিল। ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। পরে পতাকাধারী ও সৈনিকগণসহ চন্দ্রগুপ্ত প্রবেশ করিলেন।

চন্দ্রকেতু। এসো বন্ধু!

আলিঙ্গন করিতে উদ্যত

চন্দ্রগুপ্ত। (রুক্ষভাবে) চন্দ্রকেতু! আমার আদেশ পেয়েছিলে?

চন্দ্রকেতু। কি আদেশ প্রিয়বর!

চন্দ্রগুপ্ত। যে, আমার আগমন উপলক্ষে নগরী আলোকিত হবে।—এ আদেশ পেয়েছিলে?

চন্দ্রকেতু। পেয়েছিলাম।

চন্দ্রগুপ্ত। সে আদেশ পালিত হয় নাই কেন?

চন্দ্রকেতু। মন্ত্রীর নিষেধ ছিল।

চন্দ্রগুপ্ত। তা পূর্ব্বেই অনুমান ক'রেছিলাম—চন্দ্রকেতু! মগধের মহারাজা আমি, না চাণক্য?

চন্দ্রকেতু। শোন বন্ধু।—

চন্দ্রগুপ্ত। উত্তর দাও। মগধের মহারাজা আমি, না আমার মন্ত্রী?

চন্দ্রকেতু। মগধের মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত।

চন্দ্রগুপ্ত। তবে?

চন্দ্রকেতু। প্রিয়বর—

চন্দ্রগুপ্ত। শুন্তে চাই না। মন্ত্রীকে ডাক।

চন্দ্রকেতু। শোন বন্ধু! বিশেষ—

চন্দ্রগুপ্ত। শুন্তে চাই না। আমি এই মুহূর্ত্তে তাঁর কৈফিয়ৎ চাই।

চন্দ্রকেতু। তিনি বল্লেন—

চন্দ্রগুপ্ত। তিনি যা বল্‌বেন, নিজে এসে বল্‌বেন। আজ এই মুহূর্ত্তে স্থির হ'য়ে যাক্—যে মগধের মহারাজ চাণক্য না চন্দ্রগুপ্ত?

চন্দ্রকেতু। অধীর হয়ো না! শোন—

চন্দ্রগুপ্ত। চন্দ্রকেতু! তুমিও আমার অবাধ্য! যাও!

চন্দ্রকেতু ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন

চন্দ্রগুপ্ত। ব্রাহ্মণের দম্ভ আমার ধৈর্য্যের শিখর ছাড়িয়ে উঠেছে। একবার—না আগে—স্পর্দ্ধা!—আশ্চর্য্য! এবার আমি—না—আগে কৈফিয়ৎ শুনবো। অবিচার কর্ব্ব না।

পরিক্রমণ

চাণক্য ও চন্দ্রকেতুর প্রবেশ

চাণক্য। মহারাজের জয় হোক্।

চন্দ্রগুপ্ত। (শুষ্ক প্রণাম করিয়া) মন্ত্রিবর! আমি আজ আমার নগরে প্রবেশ উপলক্ষে নগরী আলোকিত কর্ব্বার আজ্ঞা দিয়েছিলাম। সে আজ্ঞা পালিত হয় নি কেন?

চাণক্য। আমি নিষেধ করেছিলাম।

চন্দ্রগুপ্ত। (কিয়ৎকাল স্তব্ধ থাকিয়া) এর কারণ জাস্তে পারি কি ?

চাণক্য। প্রয়োজন নাই।

চন্দ্রগুপ্ত। প্রয়োজন নাই!

চাণক্য। আমি যা' ক'রেছি, উচিত বিবেচনা করে'ই ক'রেছি।

চন্দ্রগুপ্ত। তবু আমি কারণ জাস্তে চাই।

চাণক্য। কারণ ব্যক্ত কর্ব্বার সময় হয় নি। যখন হবে, বিবৃত কর্ব্ব।

চন্দ্রগুপ্ত। মন্ত্রী! মগধের মহারাজ আমি।

চাণক্য সস্মিত মুখে চাহিয়া রহিলেন

চন্দ্রগুপ্ত। মন্ত্রী! আমি ও ঔদ্ধত্য সহ্য কর্ব্ব না! এর বিচার কর্ব্ব।

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্ত! তুমি উত্তেজিত হ'য়েছো—প্রকৃতিস্থ হও।

প্রস্থানোদ্যত

চন্দ্রগুপ্ত। মন্ত্রী!

চাণক্য ফিরিলেন

চাণক্য। বৎস?

চন্দ্রগুপ্ত। আমি জাস্তে চাই যে, এ রাজ্যের রাজা আমি, না চাণক্য!

চাণক্য। মহারাজ—চন্দ্রগুপ্ত।

চন্দ্রগুপ্ত। কৈ! তা ত দেখ্‌ছি না। দেখ্‌ছি যে নিজের সাম্রাজ্যে আমি বন্দী, নিজের গৃহে আমি ভৃত্য! মন্ত্রী চাণক্য পাটলিপুত্রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে' রাজভোগ খাবেন, আর মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত তাই দেশ দেশান্তর থেকে আহরণ করে' এনে দেবে! ভারতবর্ষ মন্ত্রী চাণক্যের গুণগান গাইবে, আর সে গীতের উপাদান যোগাবে—মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত! মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত মন্ত্রী চাণক্যের আদেশ অবনতশিরে বহন কর্ব্বে, আর চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের আজ্ঞায় পদাঘাত কর্ব্বেন। এই যদি আমাদের মধ্যে সম্বন্ধ হয়, তবে সে বন্ধন যত শীঘ্র ছিন্ন হয় ততই ভালো।

চাণক্য। মহারাজের অভিরুচি। চাণক্য যেচে এ মন্ত্রিপদ গ্রহণ করে নাই। এই মুহূর্ত্তে আমি অবসর গ্রহণ কচ্ছি।

চন্দ্রগুপ্ত। তার পূর্ব্বে আমি কৈফিয়ৎ চাই।

চাণক্য। আমি কৈফিয়ৎ দিব না।

চন্দ্রগুপ্ত। এতদূর!—সৈনিকগণ! বন্দী কর।

সৈনিকগণ স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিল

চন্দ্রগুপ্ত। সৈনিকগণ!

সৈনিকগণ অগ্রসর হইলে চাণক্য অতি প্রশান্তভাবে হস্তের সঙ্কেত দ্বারা তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন

চাণক্য। শূদ্রের এতদূর স্পর্দ্ধা এখনও হয় নাই।—মহারাজ। এই আমি

মন্ত্রিত্ব ত্যাগ কর্লাম। (মন্ত্রীর প্রহরণ রাখিলেন)—মহারাজ! চাণক্য নিশ্চিন্ত বিলাসে রাজধানীতে ব'সে নাই। সে এইখানে বসে' একটা প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য চালাচ্ছে। আর চাণক্যের রাজভোগ!—সে আহার করে—দুইমুষ্টি আতপ তণ্ডুল, শয়ন করে—অজিন শয্যায়। সে রাজ্যের চিন্তায় তৃতীয় প্রহর রাত্রে উষ্ণমস্তিষ্কে কুটীর-প্রাঙ্গণে পদচারণ করে। আমি চল্লাম!—তোমার রাজ্য তুমি শাসন কর। (প্রস্থানোদ্যত; সহসা ফিরিয়া) হাঁ, যাবার আগে বলে' যাই, কেন আজ উৎসব নিবারণ করেছিলাম! ভূতপূর্ব্ব মহারাজ নন্দের মন্ত্রী বিদ্রোহ-মন্ত্রণাকে উত্তাপ দিয়ে প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। আজ রাত্রে উৎসব-কালে তার দলস্থ লোক নগরী আক্রমণ কর্ব্বে মনস্থ ক'রেছে। তারা তোমার শয়ন-কক্ষে সুড়ঙ্গ কেটে তোমাকে হত্যা কর্ব্বার জন্য সেখানে অপেক্ষা কর্চ্ছে। আমি সৈনিক পাঠিয়েছি তাদের বধ কর্ত্তে! (প্রস্থানোদ্যত; পুনরায় ফিরিয়া) হাঁ, আরও এক কথা—বিজয়ী সেলুকস সিন্ধুনদ পার হ'য়েছে। শত্রু চারিদিকে সশস্ত্র; এখন উৎসবের সময় না। এইজন্য আমি আপাততঃ উৎসব স্থগিত রেখেছিলাম।

প্রস্থানোদ্যত

চন্দ্রকেতু। (তাঁহার পদতলে পড়িয়া) মার্জ্জনা করুন, গুরুদেব।

চাণক্য। কৈফিয়ৎ দেওয়ার পর চাণক্য আর মন্ত্রিত্ব করে না।

প্রস্থান

চন্দ্রকেতু। মন্ত্রীকে অনুনয় করে' ফেরাও বন্ধুবর।

চন্দ্রগুপ্ত। কেন! যেখানে চাণক্য নাই সেখানে কি রাজ্য চলে না! এত অহঙ্কার!—মন্দ কি! আজ আমি মুক্ত। আজ আমি সত্যই মহারাজ।

চন্দ্রকেতু। উপদেশ শোন বন্ধু! তাঁকে হাতে পায়ে ধরে' ফেরাও।

চন্দ্রগুপ্ত। তোমার উপদেশ চাই নাই চন্দ্রকেতু! তোমার অনুরোধে একবার চাণক্যকে ক্ষমা করেছিলাম!—মহাভ্রম করেছিলাম। স্পর্দ্ধা ব্রাহ্মণের! আমি মহারাজ। আমার কোন ক্ষমতা নাই। ভাইকে ক্ষমা কর্ব্বার ক্ষমতাও নাই! আমি যেন রাজ্যের কেউ নই!—শুদ্ধ মহারাজের ভূমিকা অভিনয় করে' যাচ্ছি। এ ব্যঙ্গ অভিনয়ের চেয়ে সরল দাস্যও ভাল।

চন্দ্রকেতু। কিন্তু গুরুদেব যা কর্চ্ছেন, তোমারই মঙ্গলের জন্য।

চন্দ্রগুপ্ত। সেই জন্যই কি ব্রাহ্মণ আমার ভাই নন্দকে হত্যা ক'রেছিলেন? তিনি আর কাত্যায়ন আমার অভাগ্য ভাইকে হত্যা করে' পৈশাচিক উল্লাসে তার মৃতদেহের উপর তাণ্ডব নৃত্য ক'রেছেন। আমি দেখি নাই?

চন্দ্রকেতু। কিন্তু তুমি ত তাঁর কাছে এই সিংহাসনের জন্য ঋণী?

চন্দ্রগুপ্ত। ঋণী!—যা'ক্ অপ্রিয় বাক্য ব'লতে তুমি বেশ পটু তা জানি।

চন্দ্রকেতু। অপ্রিয় সত্য কথা বলবার অধিকার এক বন্ধুরই আছে।

চন্দ্রগুপ্ত। সে বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে।

চন্দ্রকেতু কিয়ৎকাল নীরব রহিলেন, পরে কহিলেন

চন্দ্রকেতু। আমার ঔদ্ধত্য মার্জ্জনা কর্ব্বেন মহারাজ। ভবিষ্যতে আর আমি মহারাজের সহিত বন্ধুত্বের স্পর্দ্ধা কর্ব্ব না। আজ আমি তবে বিদায় গ্রহণ করি। তবে যাবার পূর্ব্বে এক কথা বলে' যাই। মহারাজ, সম্পদে আমার বন্ধুত্ব উপেক্ষা করেন করুন। কিন্তু বিপদে যেন আমি সে অধিকার থেকে বঞ্চিত না হই। যদি আমার সাহায্যের মহারাজের কখন কোন প্রয়োজন হয়, এই প্রত্যাখ্যানজনিত লজ্জায় যেন তা চাইতে দ্বিধা না করেন। আমার জীবনে যদি মহারাজের কোন যৎসামান্য লাভ হয় ত, সে জীবন আমি চিরদিন হাস্যমুখে মহারাজের জন্য ঢেলে দিতে প্রস্তুত।

চন্দ্রকেতু চলিয়া গেলেন

চন্দ্রগুপ্ত কিয়ৎকাল নীরব রহিলেন। পাঁচজন সশস্ত্র সৈনিক প্রবেশ করিল। একজনের হস্তে ছিন্ন মুণ্ড। সে মুণ্ডটি চন্দ্রগুপ্তকে দেখাইয়া কহিল

সৈনিক। মহারাজ! এই দলপতির মুণ্ড।

চন্দ্রগুপ্ত। কোন্ দলপতির?

সৈনিক। পঁচিশজন ঘাতক মহারাজের শোবার ঘরে সুড়ঙ্গ কেটে অস্ত্র নিয়ে লুকিয়ে ছিল। মন্ত্রী মহাশয় তাদের বধ কর্ব্বার জন্য আমাদের সেখানে পাঠান। আমরা সেই পঁচিশজনকে বধ ক'রেছি। এ সেই দলপতির মুণ্ড।

চন্দ্রগুপ্ত। (মুণ্ড দেখিয়া) এ ত রাজশ্যালক বাচাল।—আচ্ছা যাও।

সৈনিকগণ চলিয়া গেল

চন্দ্রগুপ্ত। তাই ত?

একজন সৈন্যাধ্যক্ষের প্রবেশ

সৈন্যাধ্যক্ষ। মহারাজের জয় হোক্।

চন্দ্রগুপ্ত। কি সংবাদ?

সৈন্যাধ্যক্ষ। বিদ্রোহীরা নগর আক্রমণ কর্ত্তে এসেছিল। আমাদের সতর্ক ও সশস্ত্র দেখে ফিরে গিয়েছে।

চন্দ্রগুপ্ত। কে তোমাদের সতর্ক থাক্‌তে ব'লেছিল?

সৈন্যাধ্যক্ষ। মন্ত্রী মহাশয়।

চন্দ্রগুপ্ত একদৃষ্টে শূন্যে চাহিয়া রহিলেন। সৈন্যাধ্যক্ষ ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইল। চন্দ্রগুপ্ত পূর্ব্ববৎ চাহিয়া রহিলেন।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—সেলুকসের শিবির। কাল—রাত্রি

সেলুকস ও কাত্যায়ন

সেলুকস। কিন্তু ছয় লক্ষ সৈন্য।

কাত্যায়ন। চাণক্য মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করায় তারা এখন বিশৃঙ্খল। আমি সংবাদ নিয়েছি সম্রাট্! আপনি আমায় বিশ্বাস করুন! এই আক্রমণের উপযুক্ত সময়—

সেলুকস। কিন্তু আমার সৈন্যসংখ্যা কম!

কাত্যায়ন। কোন ভয়ের কারণ নাই। ভূতপূর্ব্ব মহারাজ নন্দের পক্ষে নগরের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আছেন। তাঁরা নিশ্চিত সদলবলে গ্রীকসেনার সঙ্গে যোগ দেবেন।

সেলুকস। নিশ্চয়তা কি?

কাত্যায়ন। আমি জানি এ নিশ্চিত। চন্দ্রকেতুর সৈন্য স্বরাজ্যে ফিরে গিয়েছে। তারাও সম্ভবতঃ গ্রীক সৈন্যের সঙ্গে যোগ দেবে। এতক্ষণ যে দিচ্ছে না কেন তাই ভাবছি।

হেলেনের প্রবেশ

হেলেন। সকলেই তোমার মত বিশ্বাসঘাতক নয়, ব্রাহ্মণ!

সেলুকস। তুমি এ সময়ে এখানে কেন হেলেন!

হেলেন। আমি পার্শ্বকক্ষে পাঠ কচ্ছিলাম। মাঝে মাঝে এই ব্রাহ্মণের নিম্নস্বর শুন্তে পাচ্ছিলাম। আমার কৌতূহল হ'ল। বই বন্ধ করে' খানিক শুন্‌লাম। তারপর আর অন্তরালে থাকতে পার্লাম না! ব্রাহ্মণ! তুমি বিশ্বাসঘাতক!

কাত্যায়ন। আমি!

হেলেন। একশত বার। যে রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ক'রে একটা জাতির উচ্ছেদ সঙ্কল্প করে—যে আজন্মসিদ্ধ স্নেহ, রাজভক্তি বিসর্জ্জন দিয়ে আততায়ীর সঙ্গে সন্ধি করে—যে শান্তির ক্ষেত্রের উপর দিয়ে রক্তের ঢেউ বহাতে চায়—সে শুধু সেই জাতির শত্রু নয়, সে সমস্ত মানবজাতির শত্রু, সে নিয়ম ও শৃঙ্খলার শত্রু, সে ধর্ম্মের শত্রু। ব্রাহ্মণ! পিতার স্তিমিত জিগীষাকে তুমি আবার বাতাস দিয়ে প্রজ্জ্বলিত করে' তুল্‌ছো। দুইটি প্রকাণ্ড সভ্যজাতির মধ্যে পরিখা খনন কর্চ্ছ। তোমার নরকেও স্থান হবে না।

কাত্যায়ন। কিন্তু পাণিনি—

হেলেন। পাণিনি ত ব্যাকরণ।

কাত্যায়ন। তার মধ্যে বেদান্তসার।

হেলেন। তুমি মূর্খ!—দূর হও।

কাত্যায়ন চলিয়া গেলেন

হেলেন। পিতা! এই ব্রাহ্মণের কাছে আমি সংস্কৃত অধ্যয়ন কচ্ছিলাম। স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, সে এত বড় দুরাত্মা। যদি জান্তাম তা হ'লে সেই মুহূর্ত্তে তাকে দূর করে' দিতাম।

সেলুকস। হেলেন!

হেলেন। বাবা!

সেলুকস। তোমার মাতা গ্রীক ছিলেন না হেলট ছিলেন?

হেলেন। আমার মাতা দেবী ছিলেন।

সেলুকস। তবে তাঁর কন্যা তুমি—গ্রীসের গৌরব খর্ব্ব কর্ত্তে চাও?

হেলেন। গ্রীসের গৌরব জগতে বিশৃঙ্খলা অত্যাচার নিয়ে আসায় নয় বাবা। গ্রীসের গৌরব—সক্রেটিস ও ডিমস্থিনিসে, প্লেটো ও আরিষ্টটলে, হোমর ও ইয়ুরিপিডিসে। গ্রীসের গৌরব—ফিডিয়াস ও লাইকর্গাসে, সাফো ও পেরিক্লিসে, হিরোডোটাস ও ইস্কাইলিসে। গ্রীসের গৌরব—অসভ্য ইয়ুরোপ-খণ্ডে সূর্য্যের মত কিরণ দেওয়ায়—যেমন ভারত আর্যযুগে এসিয়ায় আলো দিয়ে এসেছে। গ্রীস ও ভারত—সন্ধ্যার সূর্য্য ও পূর্ণচন্দ্রের মত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আকাশ বিভাগ করে' নিয়েছে! তাদের সঙ্ঘাতে যে প্রলয় হবে।—যুদ্ধ ত হত্যার ব্যবসা!

সেলুকস। মিণ্টাইডিস, লিয়নিডাস তবে এই হত্যার ব্যবসা কর্ত্তেন!

হেলেন। তাঁরা এ ব্যবসা নিয়েছিলেন আক্রান্ত দেশকে বাঁচাতে, দেশে অগ্নিদাহ, মড়ক, লুণ্ঠন নিবারণ কর্ত্তে, শান্তির শুভ্র বৈজয়ন্তী রক্ষা কর্ত্তে—কেড়ে নিতে নয়।

সেলুকস। আমি সে কথা বিশ্বাস করি না।

হেলেন। বাবা! যুদ্ধ যদি আত্মরক্ষার্থে অনিবার্য হয়—যুদ্ধ করুন। কি কর্ব্বেন, উপায় নাই। কিন্তু যুদ্ধ কর্ব্বেন—শান্তি রক্ষা কর্ত্তে, শান্তি ভঙ্গ কর্ত্তে নয়। একটা জাতি সুখে শান্তির ক্রোড়ে নিদ্রা যাচ্ছে, আপনি চাচ্ছেন সেই নিদ্রা ভঙ্গ কর্ত্তে। নিশ্চিন্ত হৃদয়ে আতঙ্ক জাগিয়ে তুলতে, একটা মহা সভ্যতার কণ্ঠরোধ কর্ত্তে। এ কি উচিত হচ্ছে বাবা?

সেলুকস। আমি কন্যার বক্তৃতা শুনতে চাই না। ছেলে বেলায় মায়ের বক্তৃতা শুনেছি, বুড়ো বয়সে কি কন্যার বক্তৃতা শুন্তে হবে? আরিষ্টটল বলেন—

হেলেন। আঃ!—একদিকে আরিষ্টটলের অকথিত উক্তি, আর একদিকে পাণিনির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—জ্বালাতন! মাঝে মাঝে আমার আত্মহত্যা কর্ত্তে ইচ্ছা হয়।

সেলুকস। কেন হেলেন?

হেলেন। বাবা! এই মহা বিশ্বপরিবারকে বিদ্বেষ অহঙ্কার যেরূপ পৃথক্ ক'রেছে, নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র সেরূপ ভিন্ন করে নাই।

সেলুকস। যাও, ওকথা আমি শুন্তে চাই না—ধাত্রী!

ধাত্রীর প্রবেশ

সেলুকস। কন্যার কাছে থাকো। শুতে যাও হেলেন!

প্রস্থান

হেলেন। (ক্ষণেক ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া) হিংসা সহস্র ফণা বিস্তার করে' ধেয়ে আসছে! আর সংসার দৃষ্টিমুগ্ধবৎ তার পানে চেয়ে আছে।—কোন উপায় নাই। চল ধাত্রী!

নিষ্ক্রান্ত

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—গ্রীস, গ্রামে একটি নির্জ্জন কুটীর-কক্ষ। কাল—প্রভাত

আণ্টিগোনস্ ও তাঁহার মাতা কথা কহিতে কহিতে বাহির হইয়া আসিলেন

আণ্টিগোনস্। না, আমি তোমার হাতে জলগ্রহণ কর্ব্ব না। আমি শুদ্ধ জান্তে এসেছি আমার পিতা কে?

মাতা। আমি তোমার মা—স্নেহের কি কোন ঋণ নাই?

আণ্টিগোনস্। স্নেহের ঋণ!—(সব্যঙ্গহাস্যে) উত্তম! আমাকে ঘৃণিত ভিক্ষুক করে' জগতে এনে, পরে এক মুষ্টি অন্নের জন্য পশুর মত হাটে বিক্রয় করে' তারপর স্নেহের দাবী কর! লজ্জা করে না!

মাতা। আমার অন্যায় হ'য়েছিল। কিন্তু তার কি মার্জ্জনা নাই! তুই কি বুঝ্‌বি বৎস, ক্ষুধার সে কি জ্বালা, যার তাড়নায় উন্মাদ হ'য়ে এমন কাজ ক'রেছিলাম। তারপর—কত দীর্ঘ দিবস, কত সুপ্তিহীন রজনী উষ্ণ অশ্রুজলে অভিষিক্ত ক'রেছি। ঐ মুখখানি স্মরণ ক'রেছি, আর চক্ষে জগৎ লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছে! সেই ক্রীত অন্নমুষ্টি মুখে তুলেছি আর তা আমার উষ্ণ নিশ্বাসের তাপে ভস্ম হ'য়ে গিয়েছে!—ক্ষুধার কি জ্বালা তা তুই কি বুঝ্‌বি! তুই কি বুঝ্‌বি!

আণ্টিগোনস্। আর তুমি কি বুঝ্‌বে এই অন্তর্গূঢ় ঘনব্যথা, এই মানসিক ব্যাধির মর্ম্মপীড়া, যার ব্যঙ্গে ক্ষিপ্ত হয়ে উল্কাবেগে আমি পৃথিবীময় ঘুরে বেড়িয়েছি। সিংহের গর্জ্জন, ব্যাঘ্রের রোদন, অগ্নির জিহ্বা, করকার প্রপাত, শত্রুর খড়্গ তুচ্ছ ক'রে ছুটেছি—যার তাড়নায় অর্দ্ধেক পৃথিবী ঘুরে তোমার কাছে এসেছি। আমি নিজের শৌর্য্যে সৈন্যাধ্যক্ষ হ'য়েছি—কিন্তু তুমি যে কলঙ্কের ছাপ আমার ললাটে দেগে দিয়েছিলে, সে কালিমা গেল না!—বল নারী! আমার পিতা কে?

মাতা। বল্‌ছি। বিশ্রান্ত হও।

আণ্টিগোনস্। কোন প্রয়োজন নাই।—আমার পিতা কে?

মাতা। (অর্দ্ধস্বগত) সেই মুখখানি! কতবার স্বপ্নে এই মুখখানি দেখেছি। কতবার তাকে বক্ষে রেখে কম্পিত স্নেহে বার বার চুম্বন ক'রেছি! কতবার—

আন্টিগোনস্। আমার পিতা কে ?

মাতা। তোমার পিতা কে জান্‌বার জন্যই তোমার আগ্রহ—আমি কি তোমার কেউ নই !

আন্টিগোনস্। না, কেউ নও। সে বন্ধন নিজহস্তে ছিন্ন ক'রেছ। সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা পৈশাচিক কাজ ক'রেছ ! মা হ'য়ে সন্তান বিক্রয় ক'রেছ !

মাতা। তার জন্যে ক্ষমা চাচ্ছি। যদি ক্ষমা না করিস্, একবার আমায় মা ব'লে ডাক্—একবার, একবার—

আন্টিগোনস্। নারীর ক্রন্দন শুনবার জন্য এখানে আসি নি।—বল নারী, আমার পিতা কে ?

মাতা। আমি তোর কেউ নই ?

আন্টিগোনস্। কেউ নও।

মাতা। তবু আমি তোকে গর্ভে ধ'রেছিলাম, স্তন্যপান করিয়েছিলাম, বুকে করে' ঘুম পাড়িয়েছিলাম !

আন্টিগোনস্। অনুগ্রহ ! গলা টিপে সন্তানকে বধ কর নি—অসীম করুণা ! কেন বধ কর নি ? বিক্রয় করার চেয়ে যে তাও ছিল ভাল।

মাতা। বৎস !

আন্টিগোনস্। আমার পিতা কে ? বল শীঘ্র। নইলে—আমি উন্মাদ। —আমার পিতা ? পিতা কে ?

মাতা। উত্তম ! তবে শোন। আমি তোমার কাছে তোমার পিতার নাম এতদিন বলি নাই, কারণ তোমার পিতার নিষেধ ছিল। যখন আমাদের বিবাহ হয়—

আন্টিগোনস্। বিবাহ হয়

মাতা। তখন আমার বয়স পনর বৎসর। তিনি যা বুঝিয়েছিলেন, তাই বুঝেছিলাম।—আমাদের বিবাহ গোপনে হ'য়েছিল।

আন্টিগোনস্। বিবাহ হ'য়েছিল !

মাতা। তারপরে তিনি এক অভিজাত বংশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যা বিবাহ করে' আমায় পরিত্যাগ করেন—হা রে কঠিন পুরুষ !

আন্টিগোনস্। বিবাহ হ'য়েছিল !—হেলেন ! তোমায় পাবার আশা তবে একান্ত দুরাশা নয়।—সেলুকস !—কি চম্‌কালে যে ?

মাতা। কার নাম কর্চ্ছ ?

আন্টিগোনস্। কেন ! সেলুকস।

মাতা। সে নাম তুমি জান্‌লে কেমন করে ! আমি ত এখনও বলি নাই।

আন্টিগোনস্। আমি জান্‌লাম কেমন করে' ! আমি যে তাঁরই অধীনে সৈনাধ্যক্ষ ছিলাম।

মাতা। (সাগ্রহে) তাঁর অধীনে ? তবু চিন্তে পারো নি !

আন্টিগোনস্। (সাশ্চর্য্যে) চিন্তে পারি নি !

মাতা। তিনিও চিন্তে পারেন নি। হা রে কঠিন পুরুষ! সন্তান চেন না। আমি ত লক্ষ ছেলের মধ্যে নিজের ছেলেটিকে বেছে নিতে পারি—সে যত বড়ই হোক্, তাকে যতদিনই না দেখি—

আন্টিগোনস্। কি বলছ নারী ?—উন্মাদিনীর মত কি বকে' যাচ্ছ ?

মাতা। না না, আমি উন্মাদিনী নই।—যদিও এখনও যে উন্মাদ হ'য়ে যাই নাই কেন, জানি না। তিনি সম্রাট্—আর আমি তাঁর ধর্ম্মপত্নী, তাঁর মহিষী—পথের ভিখারিণী—পেটের জ্বালায় যার সন্তান বিক্রয় কর্ত্তে হয়।

ক্রন্দন

আন্টিগোনস্। (অর্দ্ধস্বগত) সে কি। তবে কি—

মাতা। বৎস, এই সেলুকসই তোমার পিতা।

আন্টিগোনস্ দেওয়াল ধরিয়া দাঁড়াইলেন। পরে সহসা তাঁহার মাতার পদতলে পড়িয়া কহিলেন

আন্টিগোনস্। মা, আমায় ক্ষমা কর। আমি তোমার উপর রূঢ় হ'য়েছি—অভাগিনী পরিত্যক্তা মা আমার !

মাতা। না, সে তাঁর কাছে। আমি অভাগিনী পরিত্যক্তা—তাঁর কাছে। তোর কাছে আমি শুধু—মা! আর একবার মা বলে' ডাক্! সব যন্ত্রণা—সব—সব ভুলে যাই—ভুলে গিয়ে শুদ্ধ সেই ডাক শুনি।

আন্টিগোনস্। তুমি রাজমহিষী, তোমার এই দশা মা !

মাতা। শুধু মা। শুধু মা। আর কিছু না। আর কিছু না! মা বলে' ডাক্—মা বলে' ডাক্ !

আন্টিগোনস্। মা আমার—

মাতা। আর একবার—আর একবার !

আন্টিগোনস্। একি! তোমার পা টল্‌ছে। তুমি সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে পার্চ্ছ না—চল মা, তোমায় শুইয়ে রেখে তোমার পদসেবা করি। মা!

মাতা। বৎস আমার! আর একবার ডাক্।

আন্টিগোনস্। মা!

মাতা। এই স্বর্গ!—আমার মাথা ঘুর্চ্ছে!—বৎস!—আন্টিগোনস্ কোথা তুই!

হস্ত প্রসারিত করিলেন

আন্টিগোনস্। এই যে মা—এই যে—

আন্টিগোনস্ তাঁহার পতনোন্মুখ মাতাকে ধরিলেন। তাঁহার মাতা তাঁহার স্কন্ধে ভর দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদ। কাল—রাত্রি

চন্দ্রগুপ্ত একাকী

চন্দ্রগুপ্ত। শেষে আমারই প্রজা, আমারই সৈন্য—বিপক্ষের সঙ্গে যোগ দিয়েছে!—বাইরে শত্রু, ঘরে শত্রু। আর রক্ষা নাই। এ প্রকৃতির প্রতিশোধ। হিতৈষীকে শত্রুজ্ঞান ক'রে রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত করেছি। এ নির্ব্বাসন বৈ আর কি! বড় অভিমানে বন্ধুবর আমায় ছেড়ে চলে' গিয়েছে। সেই দিনের তার অভিমানে ছল-ছল চক্ষু দুটি মনে পড়ে। তার অর্থ—"এত অকৃতজ্ঞ তুমি চন্দ্রগুপ্ত! তোমায় আশ্রয় দিয়েছিলাম, সৈন্য দিয়েছিলাম, তোমার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলাম, তোমার জীবন রক্ষা ক'রেছি, মগধের সিংহাসনে বসিয়েছি। তার এই পুরস্কার!"—চন্দ্রকেতু! যদি এখন তোমার দেখা পেতাম, পা জড়িয়ে ক্ষমা চাইতাম—ব'লতাম, "সাম্রাজ্য যাক্, জীবন যাক্,—তুমি ক্ষমা কর, শুনে যাই!" যাক্, সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাক্—আমি যুদ্ধ কর্ব্ব না। আমি নিজের উপর প্রতিশোধ নেবো। মগধ সাম্রাজ্য মেঘের প্রাসাদের মত শূন্যে মিলিয়ে যাক্। আমি ক্ষুব্ধ নই।

একজন সৈনিকের প্রবেশ

চন্দ্রগুপ্ত। কি সংবাদ সৈনিক?

সৈনিক। মহারাজ! দুর্গের দক্ষিণ প্রাকার ভগ্ন হ'য়ে গিয়েছে।

চন্দ্রগুপ্ত। উত্তম! যাও।—কি! চেয়ে রয়েছো যে—যাও।

সৈনিক। শত্রুসৈন্য দুর্গে প্রবেশ কর্চ্ছে।

চন্দ্রগুপ্ত। করুক - যাও।

সৈনিকের প্রস্থান

চন্দ্রগুপ্ত। আমি যুদ্ধ কর্ব্ব না। আমি নিজের উপর প্রতিশোধ নেব! আমি আত্মহত্যা কর্ব্ব।

অপর সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। মহারাজ—

চন্দ্রগুপ্ত। কে তুমি? চ'লে যাও।

সৈনিক। শত্রু—

চন্দ্রগুপ্ত। শত্রু কে? শত্রু কেউ নয়। তারা পরম মিত্র। আসতে দাও।—যাও।

সৈনিকের প্রস্থান

চন্দ্রগুপ্ত। শত্রু কে, মিত্র কে, চিনি না। বাইরে শত্রু, ঘরে শত্রু। প্রকাণ্ড নদীর মাঝখানে ঝড় উঠেছে। এ তরীর কর্ণধার নাই। সে এই তরঙ্গে ইতস্ততঃ

উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত হ'য়ে দোল খাচ্ছে। দে দোল্ দে দোল্! ভোবে—আর দেরি নাই। কেমন মজা! চাণক্য নাই যে মন্ত্রণা দেবে, চন্দ্রকেতু নাই যে প্রাণ দেবে। দে দোল্ দে দোল্!

তৃতীয় সৈনিকের প্রবেশ

চন্দ্রগুপ্ত। আবার!

সৈনিক। মহারাজ!

চন্দ্রগুপ্ত। কে মহারাজ? মহারাজ এখানে কেউ নাই। (কঠোরস্বরে) যাও।

সৈনিকের প্রস্থান

বাহিরে শৃঙ্গনিনাদ

চন্দ্রগুপ্ত। ও কি শব্দ? এত রাত্রে তূরীধ্বনি! এ কি! এ যে যুদ্ধের কোলাহল। যুদ্ধ! কার সঙ্গে কার যুদ্ধ!—ঐ আবার রণতূরীর শব্দ!—চন্দ্রগুপ্ত! তুমি জীবিত না মৃত? এই তূর্য্যধ্বনি শুনেও তুমি নির্জ্জীবভাবে গৃহে বসে'! ঐ তোমার সৈন্য যুদ্ধ কর্চ্ছে—প্রাণ দিচ্ছে, আর তুমি গৃহকক্ষে বসে'! ওঠো বীর! এই অগাধ নৈরাশ্যের উপর দিয়ে একবার বিদ্যুৎ খেলিয়ে দিয়ে চলে' যাও দেখি। এই প্রভঞ্জনের হুঙ্কারের উপর তোমার ভীম বজ্রনাদ গর্জ্জে' উঠুক—তারপর সব প্রলয়কল্লোলে মিশে যাক্—জয় মগধের জয়!

মুরার প্রবেশ

মুরা। চন্দ্রগুপ্ত!—এ কি!

চন্দ্রগুপ্ত। মা! বিদায় দাও। আমি যাচ্ছি।

মুরা। কোথায়?

চন্দ্রগুপ্ত। যুদ্ধে। যুদ্ধে মর্ব্ব! পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের মত আমায় খুঁচিয়ে মার্ত্তে দেব না। যুদ্ধক্ষেত্রে নক্ষত্রখচিত মুক্ত নীল আকাশের তলে আমার সৈন্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ কর্ত্তে কর্ত্তে মর্ব্ব।

মুরা। মর্ব্বে কেন বৎস! শত্রু এসেছে যুদ্ধ কর। বীর তুমি—মর্ব্বে কেন!

চন্দ্রগুপ্ত। তদ্ভিন্ন উপায় নাই। বাইরে শত্রু, ঘরে শত্রু! কে শত্রু, কে মিত্র, চিনি না। শত্রুসৈন্য এক সমুদ্র—

মুরা। তথাপি—

চন্দ্রগুপ্ত। এর মধ্যে "তথাপি" নাই! আমি মর্ত্তেই চাই। ঐ যুদ্ধের কোলাহল।—সৈনিক!

সৈনিকের প্রবেশ ও অভিবাদন

চন্দ্রগুপ্ত। এক্ষণেই যুদ্ধে যাবো। পার্শ্বরক্ষীদের আজ্ঞা দাও। ঐ পুনঃ পুনঃ রণতূরীর শব্দ!—যাও।

সৈনিকের প্রস্থান। নেপথ্যে "জয় মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের জয়"

চন্দ্রগুপ্ত। ও কি! মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের জয়! আমি কি স্বপ্ন দেখছি!—না, এ শত্রুর ব্যঙ্গ জয়ধ্বনি! মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের জয়—চাণক্য আর চন্দ্রকেতুর সঙ্গে নির্ব্বাসিত হ'য়েছে! ঐ আবার! আরও কাছে! আরও কাছে! এ কি, এ কি—কানের কাছে!—এ যে পরিচিত স্বর।—এরা কারা!

পিছাইলেন

রক্তাক্ত দেহে চন্দ্রকেতু, ছায়া ও চাণক্যের প্রবেশ

চন্দ্রগুপ্ত। স্বপ্ন! স্বপ্ন!

চন্দ্রকেতু। এইছি বন্ধু—গুরুদেবকে পায়ে ধ'রে নিয়ে এসেছি। আর কোন ভয় নেই!

"গুরুদেব রক্ষা করুন" বলিয়া মুরা চাণক্যের পদতলে পড়িলেন, ছায়া মুরাকে উঠাইলেন

চাণক্য। ওঠো মুরা! চাণক্য সব পারে; কেবল মরা মানুষ ফিরিয়ে আন্তে পারে না—কোন ভয় নাই চন্দ্রগুপ্ত! ওঠো। এই মুহূর্ত্তে অগ্রসর হও। গ্রীকদের সাধ্য চাণক্যের সৃষ্টি ব্যর্থ করে!

চন্দ্রকেতু। বন্ধু! একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছো কেন?—এসো এই বিপদে একবার কাঁধে কাঁধ দিয়ে, দৃঢ়পদে দাঁড়াই। এই যুগ্ম বক্ষের উপর যদি পর্ব্বত ভেঙে পড়ে, সে পর্ব্বতও চূর্ণ হ'য়ে যাবে।

চন্দ্রগুপ্ত। চন্দ্রকেতু!—বন্ধু!—ভাই!

সবলে আলিঙ্গ করিলেন

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—মগধে চন্দ্রকেতুর গৃহ। কাল—রাত্রি

ছায়া ও সঙ্গিনীগণ

ছায়া। নাচো, গাও। আমিও আজ তোমাদের সঙ্গে যোগ দিব। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হ'য়েছেন। কি আনন্দ!

১ম সখী। সখি! তুমি তাঁর যে জয়গান গাও, তিনি কি তা শুন্তে পান?

ছায়া। আমার গানে আমার আনন্দ; তাঁর কি? যখন বসন্ত আসে, তখন লক্ষ্য ক'রেছো কি সখি যে, মারুতহিল্লোলে প্রকৃতি পত্রপুষ্পে আপনি শিহরিত হ'য়ে উঠে—কেউ দেখে কি না দেখে তার কিছু যায় আসে না; কুঞ্জে কোকিল আপনি গেয়ে ওঠে—কেউ শোনে কি না শোনে, তাতে তার কিছু যায় আসে না। তারা নিজের সুখে নিজে পূর্ণ।

২য় সখী। তুমি তাঁকে যে ভালোবাস, তার প্রতিদান চাও না?

ছায়া। আমার প্রেম আমার সম্পত্তি। আমার প্রেম নিজেই পূর্ণ। সেই প্রেমে আমি মগ্ন আছি। তাঁকে দেখ্‌বার অবকাশ পাই না।

৩য় সখী। আশ্চর্য্য! তিনি তোমায় ভালোবাসেন না! অথচ তুমি তাঁর জীবন রক্ষা ক'রেছো—নিজের জীবন তুচ্ছ করে'।

ছায়া। সখি, যদি আমার সহস্র জীবন থাকৃত, তাও আমি অনায়াসে তাঁর চরণে ঢেলে দিতাম।—দুঃখ এই যে, তাঁকে দেবার মত আমার কিছুই নাই।

সখী। কি নাই?

ছায়া। আমার রূপ নাই।

৩য় সখী। কে বলে তোমার রূপ নাই?

ছায়া। যদি আমার রূপ থাকৃত, তিনি আমায় একবার চেয়েও দেখ্‌তেন। আমার ইচ্ছা হয় যে, বিশ্বে যত সৌন্দর্য্য আছে—সব আমাকে আশ্রয় করুক, আর আমি সেই সৌন্দর্য্য রাশি গোমুখীর ধারার মত অশ্রান্তধারে তাঁর পায়ে ঢেলে দিই। কিন্তু আমার কিছু নাই।

১ম সখী। তোমার অমূল্য হৃদয় আছে।

ছায়া। পুরুষ তা চায় না, পুরুষ চায় নারীর রূপ।

২য় সখী। নির্ব্বোধ পুরুষ।

ছায়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। পরে কহিলেন

ছায়া। না, তোমরা আমায় কাঁদাবে!—না! আজ মহোৎসব। উৎসব কর, উৎসব কর—যতক্ষণ তোমাদের জাগরণম্লান মুখের উপর প্রভাতসূর্য্যের কনকরশ্মি এসে না পড়ে, যতক্ষণ বিহঙ্গমের কলরব তোমাদের ক্ষীণায়মান কণ্ঠধ্বনির সঙ্গে মিশে না যায়!—গাও!

নৃত্যগীত

আজি গাও মহাগীত মহা আনন্দে,
বাজে মৃদঙ্গ গভীর ছন্দে,
পাল তুলে দাও, ভেসে যাক শুধু সাগরে জীবন তরণী।
উলসি' উছলি উঠুক নৃত্য,
করুক সন্ধি জীবন মৃত্যু,
স্বর্গ নামিয়া আসুক মর্ত্ত্যে, স্বর্গে উঠুক ধরণী।
চঞ্চল চল চরণভঙ্গে
উঠুক লাস্য অঙ্গে অঙ্গে
ফুটুক হাস্য সরস অধরে; ছুটুক ভাতি নয়নে;
উঠিয়া গীতি-মধুর-মন্দ্র
লুটিয়া নিউক সূর্য্য চন্দ্র;
অসহ পুলকে উঠুক শিহরি' ধরণী অরুণবরণী।

দূরে মুরার প্রবেশ

মুরা। ছায়া! ছায়া!—উৎসবে মত্ত।—অভাগিনী এখনও জানে না যে,

যুদ্ধে তার ভাই চন্দ্রকেতুর মৃত্যু হ'য়েছে।—কিন্তু যখন জানবে—না, সে দুঃসংবাদ আমি দেই কেন? জগতে দুঃসংবাদ বহন করে' এনে দেবার জন্য লোকের অভাব নাই। (অগ্রসর হইয়া) ছায়া!

ছায়া। (চমকিয়া) কে?—মা!

মুরা। ছায়া! সংবাদ আছে!

ছায়া। কি মা?

মুরা। ছায়া, এতদিনে আমার জীবনের সাধ পূর্ণ হ'য়েছে। (ছায়াকে বক্ষে টানিয়া লইয়া) মা! তুমি আমার ভাবী পুত্রবধূ—ভারতের ভাবী সম্রাজ্ঞী।

ছায়া। রাজমাতা! ছায়া চন্দ্রগুপ্তের পত্নীত্ব আর ভারতের সম্রাজ্ঞীত্ব সমানই তুচ্ছজ্ঞান করে। চন্দ্রগুপ্ত ভারতের সম্রাট্—ছায়াও রাজকন্যা। উপহাসের প্রয়োজন নাই।

মুরা। সে কি ছায়া! আমি তোমার সঙ্গে উপহাস কখন ক'রেছি? এ সত্য কথা মা!

ছায়া। (অর্দ্ধ স্বগত) সত্য কথা! সত্য কথা!—এ যে আমার ধারণার অতীত। এ নিষ্ঠুর সৌভাগ্য—এ যে, এত আকস্মিক! এত তীব্র—এ যে—অসহ্য! মা! মা! (মুরার বক্ষে পড়িয়া ক্রন্দন)

মুরা। ও কি! কাঁদ্‌ছো কেন মা?

ছায়া। না মা কাঁদবো না—দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি কর।—একি! আকাশ আরও নীল, আরও গাঢ়, আরও উজ্জ্বল বোধ হচ্ছে। পৃথিবী মন্দার সৌরভে ভরে' গেছে। বাতাস বীণার ঝঙ্কারে ছেয়ে গেছে। একি! আমি স্বর্গে না মর্ত্ত্যে! আমি কুসুম শয্যায় শুয়ে আছি! না মলয়হিল্লোলে ভেসে যাচ্ছি!—কোথায় আমি—কোথায় তুমি প্রিয়তম! কোথায় তুমি প্রাণাধিক! এই যে, এই যে আমার চন্দ্রগুপ্ত (সহসা জানু পাতিয়া) প্রাণেশ্বর! জীবন সর্ব্বস্ব! দেবতা আমার! ক্ষমা কর। অনেক রূঢ় কথা ব'লেছি। অভাগিনী পিতৃ-মাতৃহীনা বালিকা আমি। শত দোষ আমার!—ক্ষমা কর। (উর্দ্ধে যুক্তপাণি উঠাইয়া) ঈশ্বর এই কর—যেন এ স্বপ্ন না হয়। (উর্দ্ধে চাহিয়া রহিলেন)

চাণক্যের প্রবেশ

চাণক্য। মুরা—একি! এ সব কি?

মুরা। বিজয়োৎসব!

চাণক্য। ওঃ! (কিয়ৎকাল এক দৃষ্টিতে ছায়ার প্রতি চাহিয়া সদীর্ঘ নিশ্বাসে) যাক্। মুরা, আমি সন্ধি ক'রেছি। এখনও সন্ধিপত্র স্বাক্ষর হয় নাই।

মুরা। কি সন্ধি গুরুদেব!

চাণক্য। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত সেলুকসকে ৫০০ হস্তী দিবেন; বিনিময়ে সেলুকস হিন্দুকুশের দক্ষিণে ও পূর্ব্বে সমস্ত বিজিত রাজ্য চন্দ্রগুপ্তকে অর্পণ কর্ব্বেন। আর সন্ধিরক্ষার জামিন স্বরূপ চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সেলুকসের কন্যার বিবাহ হবে।

মুরা। সে কি! না গুরুদেব, আমি সম্রাটের কন্যা চাই না। (ছায়াকে বক্ষে টানিয়া লইয়া) এই আমার পুত্রবধূ।

চাণক্য। এই চাণক্যের মন্ত্রণা।

মুরা। কিন্তু এই বেচারী—

চাণক্য। রাজ্যের কল্যাণে ছায়া নিশ্চয় তুচ্ছ স্বার্থ বলি দিতে পারে।

প্রস্থান

মুরা। ছায়া!—এ কি—মুখ ছাইয়ের মত পাংশু, নিষ্প্রভ চক্ষে স্থির দৃষ্টি, বিভক্ত ওষ্ঠে অব্যক্ত বেদনা; নিশ্চল পাষাণ প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে আছে।—অভাগিনী মা আমার!

প্রস্থান

ছায়া। তুচ্ছ! তুচ্ছ! তুমি কি জানবে ব্রাহ্মণ! না, পুরুষের কাছে নারীর সুখ দুঃখ, নারীর জীবনই তুচ্ছ। ঈশ্বর!—এ কি কর্লে? এ যে এক সঙ্গে প্রেম ও মৃত্যু, আশা ও নৈরাশ্য, স্বর্গ ও নরক! পৃথিবী ঘুর্চ্ছে! আকাশে এক একটা নক্ষত্র সূর্য্যের মত জ্বলে উঠে নিভে যাচ্ছে। একটা যশোগাথা মৃদঙ্গের তালে জেগে উঠে দীর্ঘশ্বাসে মিশিয়ে যাচ্ছে। ঐ! ঐ! (ঊর্দ্ধে চাহিয়া রহিলেন)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—নন্দের পূর্ব্বকথিত প্রমোদোদ্যান। কাল—রাত্রি

সেলুকস ও হেলেন

সেলুকস। বর্ব্বর চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে গ্রীক সম্রাট্ সেলুকসের কন্যার বিবাহ! আমি এই হেয় সন্ধি দিয়ে মুক্তি ক্রয় কর্ব্ব না। কখন না।

হেলেন। বাবা! আর দর্প শোভা পায় না। অপমানের চূড়ান্ত হ'য়েছে। এখনও শির উঁচু করে' আছেন! লজ্জা নাই!

সেলুকস। কিসের লজ্জা?—আক্রমণ ক'রেছিলাম, বিফল হয়েছি।

হেলেন। কে আক্রমণ কর্ত্তে ব'লেছিল?—কি অপরাধ ক'রেছিলেন এই চন্দ্রগুপ্ত? তিনি গ্রীকের সঙ্গে বিবাদ খুঁজে নেন নাই। তিনি নির্ব্বিরোধে সিন্ধুর পরপারে রাজত্ব কচ্ছিলেন।—আপনার সইলো না। আমি নিষেধ ক'রেছিলাম। উত্তম হ'য়েছে!

সেলুকস। তুমি বিজাতির বিজয়ে উল্লসিত হ'য়েছ বোধ হয়?

হেলেন। কেন হব না? গ্রীক হেরেচে, কিন্তু ধর্ম্ম জয়ী হ'য়েছে। বাবা!

যে একটা প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের শান্তিভঙ্গ কর্ত্তে যায়—সে বাইরের শত্রু হোক্ বা সেই রাজ্যের প্রজা হোক্—সে মহাপাতকী। শত শত মাতাকে পুত্রহীনা, বালিকাকে পিতৃহীনা, সতীকে পতিহীনা করা—দেশে একটা আতঙ্ক জাগিয়ে তোলা—শুধু একটা বিজয়-গৌরবের উদ্দেশ্যে, একটা উদ্দাম প্রবৃত্তির তাড়নায়, শুদ্ধ একটা খেয়ালের জন্য—এর চেয়ে মহাপাপ আছে?

সেলুকস। তবে আমি সেই পাপী।

হেলেন। তার ফলভোগ কর্চ্ছেন।

সেলুকস। যুদ্ধে জয় পরাজয় আছেই। এবার পরাজিত হ'য়েছি। আবার—যদি মুক্তি পাই—

হেলেন। বিজয়ী বর্ব্বরের দয়ার উপর নির্ভর করে? কোথায় গেল সে প্রতিজ্ঞা—হয় জয়, না হয় মৃত্যু? লজ্জা করে না?—ওঃ! কি অধঃপতন!

সেলুকস। হেলেন! তোমার মুখে এই কথা! এই আমার দুর্গতির চরম সীমা। আর কি হ'তে পারে। যখন নিজের কন্যা—যে মাতৃহীনা বালিকাকে আমি বক্ষে করে' ঘুম পাড়িয়ে নিজের হাতে খাইয়ে মানুষ ক'রেছি—এই বিজয় যাত্রায় সব ছেড়ে এসেছি, শুদ্ধ তাকে ছেড়ে আসতে পারি নি—আজ সে কন্যাও—না, ভাগ্য-বিপর্য্যয় বটে। (কম্পিত স্বরে) এ পরাজয়-শল্য আমার বক্ষে তত বাজে নি কন্যা—যত—

অধোমুখ হইলেন

হেলেন। না বাবা! অন্যায় ক'রেছি, মার্জ্জনা করুন।

সেলুকস। না হেলেন, অন্যায় আমার! আমায় ক্ষমা কর।

হেলেন। না বাবা, অন্যায় আমার। কিন্তু বড় অভিমানে, বড় জ্বালায় জ্বলে' এ কথা ব'লেছি। পুত্রের প্রতি মাতার ক্রোধ। এ তিক্ত হলাহল অনন্ত সুধা-সমুদ্র মন্থন করে' উঠেছে। না বাবা! আপনি মুক্ত হোন—মুক্ত হয়ে গ্রীকের এই অপমানের প্রতিশোধ নেন। আমি আপনাকে মুক্ত কর্ব্ব। আমি চন্দ্রগুপ্তকে বিবাহ কর্ব্ব।

সেলুকস। না কন্যা—আমার মুক্তির জন্য সে মূল্য দিব না।

চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশ

চন্দ্রগুপ্ত। তার প্রয়োজন নাই বীরবর! গ্রীক সম্রাট্! আপনি মুক্ত! ইচ্ছা হয় আবার মগধ আক্রমণ কর্ব্বেন—চন্দ্রগুপ্ত তার জন্য প্রস্তুত থাকবে।—যান্ বীরবর! যান রাজকন্যা! আপনারা মুক্ত।—রক্ষী!

সেলুকস। সে কি!

চন্দ্রগুপ্ত। সম্রাট্! এই হিন্দুজাতি বর্ব্বর নয়। তারাও পুরুর প্রতি সেকেন্দার সাহার সৌজন্যের উত্তর দিতে জানে। দেশে চ'লে যান বীরবর! আপনি মুক্ত।—রক্ষী!

রক্ষিগণের প্রবেশ

চন্দ্রগুপ্ত। এঁরা মুক্ত! তবে আসি সম্রাট্!

প্রস্থানোদ্যত

সেলুকস। (সাশ্চর্য্যে) ভারত-সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত! তুমি মহৎ! তুমি একদিন আমার প্রাণরক্ষা ক'রেছিলে! আমি তা ভুলি নাই। আজ তুমি বিনা সর্ত্তে আমাদের মুক্ত করে' দিলে! এও আমি ভুলবো না। ভারত-সম্রাট্! আমি প্রস্তাবিত সন্ধির সমস্ত সর্ত্তে সম্মত আছি। যে সাম্রাজ্যখণ্ড ছেড়ে দিলাম, তা পারি ত বাহুবলে আবার জয় কর্ব্ব। কিন্তু তোমায় কন্যা দিতে পারি না। কারণ তুমি হিন্দু।

হেলেন। হিন্দুও মানুষ।

সেলুকস। হেলেন!

এই বলিয়া সেলুকস সবিস্ময়ে হেলেনের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। হেলেন শির অবনত করিলেন

চন্দ্রগুপ্ত। বুঝেছি রাজকন্যা! এ আমার মহৎ সম্মান—মাথা পেতে নিচ্ছি। (সেলুকসকে) কিন্তু বীরবর! আমি এ ভিক্ষা গ্রহণ কর্ত্তে অক্ষম। আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে আমি আপনার কন্যার প্রেমমুগ্ধ। আর সে আজ প্রথম দিন নয়। যেদিন আমার কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে, সিন্ধুনদতটে নিদাঘের সমুজ্জ্বল সন্ধ্যালোকে, ঐ শান্ত মুখচ্ছবি দেখেছিলাম, সেই দিন থেকে ঐ মুখ আমার সমস্ত ধ্যান অধিকার করে' আছে, আমার কল্পনাকে তারস্বরে বেঁধে দিয়েছে। আমার সে যৌবনের স্বপ্ন যে কখন সফল হবে, আমার মানস প্রতিমা মূর্ত্তিমতী হ'য়ে যে কখন আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াবে, সে দুরাশা আমি কখন করি নাই। আজ সে গৌরব, সে উৎসব, সে স্বর্গ, আমার মুষ্টিগত হ'য়েও আমার কঠিন স্পর্শে সরে গেল।—না—সম্রাট্, আমার বন্ধুবর চন্দ্রকেতু মৃত্যু-কালে তাঁর ভগ্নী ছায়াকে আমার করে সমর্পণ করে' গিয়েছেন। এ তাঁর অন্তিম কালের অনুরোধ। আমি নিরুপায়। ভারতের ভাবী সম্রাজ্ঞী মলয়রাজ-দুহিতা ছায়া।

সহসা ছায়ার প্রবেশ

ছায়া। সম্রাটের অনুকম্পা। কিন্তু ছায়া এই অনুগ্রহ-দত্ত সম্মানের ভিখারিণী নয়। ভারত-সম্রাটের যোগ্য মহিষী—এই গ্রীক্ সম্রাটের কন্যা হেলেন। (হেলেনকে) "বড় সুভাগিনী তুমি বোন, যে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত তোমার অনুরাগী। আমি স্বচ্ছন্দমনে আমার হৃদয়ের নিধি—আমার সর্ব্বস্ব—তোমায় দান কর্লাম—নাও বোন।

এই বলিয়া ছায়া অসংযত পদক্ষেপে হেলেনের কাছে গিয়া তাঁহার করধারণ করিয়া স্থিরমূর্ত্তি চন্দ্রগুপ্তের করে যোজিত করিয়া কহিলেন—

এ অমূল্য রত্ন তোমার বক্ষে ধারণ কর! এই আমার সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময় মুহূর্ত্ত। কিন্তু যদি জান্তে বোন, কি মূল্য দিয়ে সে গৌরব ক্রয় কর্লাম!

চক্ষে বস্ত্র দিয়া দ্রুত প্রস্থান

চন্দ্রগুপ্ত। (স্বপ্নোত্থিতবৎ অর্দ্ধ স্বগত)—না—না—এ হ'তে পারে না—এ হ'তে পারে না। চন্দ্রকেতু, না—কখন না! সম্রাট্! আপনারা মুক্ত।

চন্দ্রগুপ্ত চিন্তিতভাবে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। চন্দ্রগুপ্ত চলিয়া গেলে সেলুকস হেলেনকে ডাকিলেন

সেলুকস। হেলেন! এ সব কি?

হেলেন। কিছু বুঝতে পার্চ্ছি না।

সেলুকস। তুমি চন্দ্রগুপ্তকে বিবাহ কর্ব্বে?

হেলেন। হাঁ পিতা—অনুমতি দিন।

সেলুকস। অনুমতি দিব! এ যে স্বপ্নেও ভাবিনি!

চিন্তিতভাবে নিষ্ক্রান্ত

হেলেন। আপনি কি বুঝবেন বাবা, যে আমি এ বিবাহ কর্ত্তে চাই কেন? এত তর্ক, কাকুতি, অনুনয় যা সাধন কর্ত্তে পারে নাই, এই বিবাহে তাই সাধন কর্ব্ব।—ভালবাসতে পার্ব্ব না? এই শৌর্য—এই করুণার্দ্র চক্ষু—এ মহৎ হৃদয়—পার্ব্ব না। আন্টিগোনস্! ক্ষমা কর। ঈশ্বর! হৃদয়ে বল দাও!

প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—চাণক্যের বাটী। কাল—প্রভাত

চাণক্য একাকী

চাণক্য। একটা সমুদ্র—তরঙ্গহীন, শব্দহীন, অন্তহীন। যতদূর দেখা যাচ্ছে, মৃত্যুর মত স্থির। (ধীরে ধীরে পাদচারণ করিতে লাগিলেন; পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া)—ক্ষমতা স্নেহের অভাব পূর্ণ কর্ত্তে পারে না। হৃদয়ের সঞ্চিত আকাঙ্ক্ষা, গৈরিক নিস্রাবের মত উঠে, ভস্ম হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ে। স্নেহের উৎস হৃদয়ের অন্তস্তম স্তর থেকে উঠে মস্তিষ্কের তীব্রজ্বালাস্পর্শে বাষ্প হ'য়ে উড়ে যায়। (পরে স্থির নেত্রে দূরে আলোকিত প্রান্তরের দিকে চাহিয়া কহিলেন)—এই সুন্দর প্রভাত, ঐ গাঢ় নীলিমা—এক দিন ছিল—কে?

প্রহরীবেষ্টিত কাত্যায়নের প্রবেশ

চাণক্য। এই যে এসেছো বন্ধু!

কাত্যায়ন। ব্যঙ্গের প্রয়োজন কি চাণক্য! আমি তোমার বন্দী। অন্যায় ক'রেছি। শাস্তি দাও।

চাণক্য। বন্ধন উন্মোচন ক'রে দাও প্রহরী!

প্রহরী বন্ধন উন্মোচন করিয়া দিল

চাণক্য। এখন আর তুমি আমার বন্দী নও। আর আমাদের মধ্যে প্রভেদ নাই।

কাত্যায়ন। প্রভেদ নাই-ই বটে! আমার চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরী।

চাণক্য। তোমরা বাইরে যাও।

প্রহরিগণ চলিয়া গেল

চাণক্য। আর আমাদের মধ্যে প্রভেদ নাই বন্ধু!

কাত্যায়ন। প্রভেদ নাই!—তোমার এক ইঙ্গিতে এই মুহূর্ত্তেই আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত হ'তে পারে। আমি বন্দী আর তুমি একটা বিশাল সাম্রাজ্যে সর্ব্বময় কর্ত্তা।

চাণক্য। এই ছোরা নাও। আমার বক্ষে আমূল বসিয়ে দাও। তোমার মন্ত্রিত্বের পথ পরিষ্কার কর।

ছোরা দিলেন

কাত্যায়ন। তোমার অভিপ্রায় কি চাণক্য?

চাণক্য। আমি সাম্রাজ্যের জঙ্গল পরিষ্কার করে' দিয়েছি! এক ঊষর প্রান্তরকে উর্ব্বর ক্ষেত্রে পরিণত ক'রেছি!—তুমি যা পারো নাই। এই বিশাল সাম্রাজ্যে একটা ত্রস্ত শান্তি বিরাজ কর্চ্ছে! বাইরে শত্রুগণ ত্রস্ত। রাজপথপার্শ্বে সম্পত্তি রেখে পথিক নির্ভয়ে নিদ্রা যেতে পারে। কিন্তু এই বিরাট্ শান্তি পর্ব্বতের মত স্থির, নিষ্প্রাণ। না, আমি পারি নাই। তুমি হয় ত পার্ব্বে! মন্ত্রিত্ব চাও, ছেড়ে দিচ্ছি!

কাত্যায়ন। তুমি কূট। তোমার অভিসন্ধি বোঝা আমার অসাধ্য।

চাণক্য। আমি এই পৈতা ছুঁয়ে বলছি—আমি এই মুহূর্ত্তে মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ কর্চ্ছি—তুমি যদি চাও। তুমি মূর্খ, কিন্তু তোমার হৃদয় আছে। তুমি পার্ব্বে, আমি পারি নাই।

কাত্যায়ন। সে কি! ব্রাহ্মণের প্রভুত্বকে ক্ষমতার শিখরে উঠিয়ে—

চাণক্য। সব ভ্রম! হৃদয়কে উপবাসী রেখে শাসন করা চলে না। আমি বুঝেছি যে আমার কঠোর শাসনে যে ক্ষমতা স্বপ্নের প্রাসাদের মত অভ্র ভেদ করে' উঠেছে, তা স্বপ্নের প্রাসাদের ন্যায় আকাশে লীন হ'য়ে যাবে। এ বাড়ি নয়, এ ইটের পাঁজা। এ বৃক্ষ নয়, এ শুষ্ক কাষ্ঠের গুচ্ছ। ব্রাহ্মণের নির্জীব ক্ষমতাকে পুনরায় মন্ত্রবলে গড়ে' তুল্‌তে পারি, কিন্তু ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব ফিরিয়ে আন্‌তে পারি না। শূদ্রকে চোখ রাঙ্গিয়ে শাসাতে পারি, কিন্তু তার হৃদয়ে আবার ভক্তির স্রোত বহাতে পারি না।—রাক্ষসি, আমায় কোথায় নিয়ে এসেছিস্? আমি কি ক'রেছি। কি ক'রেছি।

কাত্যায়ন। কি ক'রেছো?

চাণক্য। ঐ বৌদ্ধ ধর্ম্মের বন্যা আসছে। আমি দূর ভবিষ্যতে কি দেখছি জান?

কাত্যায়ন। কি?

চাণক্য। এই পুনরায় বিখণ্ড সাম্রাজ্যের উপর প্রেতের ভৈরব নৃত্য! তারপর এক মহাশক্তি এসে এই গলিত শবের উপর তার যাদুদণ্ড তুলিয়ে সেই বিখণ্ড মাংসপিণ্ডগুলিকে এক করে' নূতন শক্তিতে সঞ্জীবিত কর্ব্বে; তারপর ন্যায়-শাসনে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রকে চষে' সমভূমি কর্ব্বে।—নাও এ মন্ত্রিত্ব।

কাত্যায়ন। কি দামে বিকোচ্ছ?

চাণক্য। তোমার বন্ধুত্ব চাই, এইমাত্র।

কাত্যায়ন। উত্তম অভিনয়।

চাণক্য। অভিনয় নয়, বিশ্বাস কর বন্ধু; আজ আমি বড় দীন। চাণক্য কূট, কৌশলী, বিচক্ষণ। চাণক্য ভারতে জীবিত জাতির সমবায়ে এক মহাসঙ্গীত রচনা ক'রেছে। আকাশে যদি ঈশ্বর থাকেন, তা হ'লে তিনি চাণক্যের এই মহা সৃষ্টি মুগ্ধ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছেন! সব ক'রেছি। কিন্তু তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর্ত্তে পার্লাম না! পার্ব্ব কোথায় থেকে! বাইরে এই অদ্ভুত মনীষা দেখছো, কিন্তু আমার হৃদয় চিরে দেখ বন্ধু! এ এক শুষ্ক মরুভূমি—এক কণা করুণা নাই, স্নেহ নাই, বিশ্বাস নাই, শাঁস নাই, খোসা নিয়ে কি কর্ব্ব? ভেঙ্গে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দেই।—

বক্ষে করাঘাত

কাত্যায়ন। আশ্চর্য্য! তুমি অধীর চাণক্য! এই দুর্দ্দম তেজ, এই অটল প্রতিজ্ঞা, এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি—

চাণক্য। বুদ্ধি, বুদ্ধি, বুদ্ধি! শুন্তে শুন্তে অধীর হ'য়ে গেছি। পথে ঘাটে, প্রান্তরে বিশ্বশুদ্ধ ঐ এক কথা—চাণক্যের কি বুদ্ধি! সমস্ত জগৎ নির্নিমেষ বিস্ময়ে আমার পানে চেয়ে দেখছে—যেমন লোকে বিভীষিকা দেখে! ধূমকেতু দেখে! যে বুদ্ধিকে এতদিন আমি দৈববাণীর মত অনুসরণ করে' এসে'ছি—সে বর নয়, সে অভিশাপ। এখন সে ফিরে দাঁড়িয়েছে, তার মুখ দেখতে পেয়েছি; সে সজীব মূর্ত্তি নয়, সে কঙ্কাল। সে এতদিন আমায় চালিয়ে যাচ্ছিল।—এখন তাড়া ক'রেছে—ভয়ঙ্কর!

শিহরিয়া উঠিলেন

কাত্যায়ন। তুমি ক্ষিপ্ত হ'য়েছ চাণক্য।

চাণক্য। (ক্ষণেক নীরব থাকিয়া) এই সুন্দর প্রভাত! ধরণী বিবাহের কন্যার মত সেজেছে। তার মুখের উপর সূর্য্যের স্বর্ণরশ্মি ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের মত এসে পড়েছে। আর সৃষ্টিছাড়া আমি দ্বারস্থ ভিক্ষুকের মত দাঁড়িয়ে তাই দেখ্‌ছি।

কাত্যায়ন। চাণক্য! চাণক্য!

চাণক্য। এই সুন্দর হাস্যময় জগৎ—আর আমি তার, কেউ নয়। একা

আমি এই অসীম সৌন্দর্য্যরাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত! বিশ্বে অমৃতের সমুদ্রের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে—আর পঙ্গু আমি তাপিত তৃষিত হৃদয়ে তীরে ছটফট কর্চ্ছি—তপোবনের প্রান্তে শূকরের মত পঙ্কপঙ্কে পড়ে' আছি।

কাত্যায়ন। আশ্চর্য্য! এরূপ কখনো দেখি নাই।

চাণক্য। তবু একদিন ছিল—

দূরে সঙ্গীত

চাণক্য। তবু একদিন ছিল, যেদিন সংসার আমার কাছে উৎসব মন্দির বলে বোধ হ'ত, পৃথিবীর উপর দিয়ে সৌন্দর্য্য উচ্ছ্বসিত হ'য়ে যেত, আকাশ ইন্দ্রধনুবর্ণে রঞ্জিত বোধ হ'ত। তার পর—

সঙ্গীত নিকটবর্ত্তী হইল

চাণক্য। (উৎকর্ণ হইয়া শুনিয়া) সেই স্বর!—কাত্যায়ন! বন্ধু! ডেকে আন!

কাত্যায়ন। কা'কে?

চাণক্য। ঐ ভিক্ষুক আর ভিক্ষুকবালাকে।

কাত্যায়ন। সে কি! তুমি কি—

চাণক্য। (সানুনয়ে) যাও ভাই—

কাত্যায়নের প্রস্থান

চাণক্য। কেন এমন হয়! এই বালিকার স্বর শুনে কেন এমন হয়!

ঘর্ম্ম মুছিলেন

গাহিতে গাহিতে ভিক্ষুক ও ভিক্ষুকবালার প্রবেশ, সঙ্গে কাত্যায়ন

গীত

ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে।
কে ডাকে মধুর তানে কাতর প্রাণে "আয় চলে আয়
ওরে আয় চলে আয় আমার পাশে!"
বলে "আয় রে ছুটে আয় রে ত্বরা,
হেথা নাইক মৃত্যু, নাইক জরা,
হেথায় বাতাস গীতিগন্ধভরা চিরস্নিগ্ধ মধুমাসে,
হেথায় চির শ্যামল বসুন্ধরা, চিরজ্যোৎস্না নীলাকাশে॥"
কেন ভূতের বোঝা বহিস পিছে
ভূতের বেগার খেটে মরিস মিছে,
দেখ ঐ সুধাসিন্ধু উছলিছে পূর্ণ ইন্দু পরকাশে!
ভূতের বোঝা ফেলে, ঘরের ছেলে, আয় চলে আয় আমার পাশে॥

কেন কারাগৃহে আছিস বন্ধ ;
ওরে ওরে মূঢ়, ওরে অন্ধ !
ওরে, সেই সে পরমানন্দ, যে আমারে ভালবাসে।
কেন ঘরের ছেলে পরের কাছে, পড়ে আছিস পরবাসে॥

কাত্যায়ন। এমন দার্শনিক ভিক্ষুক ত পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। "তৎপুরুষঃ সমানাধিকরণপদঃ কর্ম্মধারায়ঃ"—অর্থাৎ কি না—সেই এক পুরুষ প্রকৃতির সহিত সমগুণান্বিত হইলে—অর্থাৎ জীবুভাবে জন্মগ্রহণ করিলে, কর্ম্ম ধারণ করায়—আর কাজেই কর্ম্মফল ভোগ করে—উঃ ভিক্ষুক, তুমি পাণিনি পড়েছো নিশ্চয়।

ভিক্ষুক। আজ্ঞে না।

কাত্যায়ন। কিন্তু তোমার গানের প্রতি ছত্রে পাণিনি। এ সব গান শিখ্‌লে কার কাছে ?

ভিক্ষুক। এক ব্রাহ্মণের কাছে বাবা !

কাত্যায়ন। হ'তেই হবে।

চাণক্য। (বালিকাকে) এই দিকে এস ত মা !

বালিকা দৌড়িয়া চাণক্যের কাছে আসিল

চাণক্য। (তাহার মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে) একেবারে সেই মুখ ! সেই চক্ষু দুটি ! একেবারে—অথচ—ভিক্ষুক ! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—এ তোমার কন্যা ? সত্য বল।

ভিক্ষুক। আমারই বৈ কি। আর কার ?

চাণক্য। সত্য বল। তোমায়, প্রচুর অর্থ দিব। সত্য বল।

ভিক্ষুক। না বাবা, এ আমার মেয়ে নয়। পথে এ মানিক কুড়িয়ে পেয়েছি। তবে সেই অবধি একে নিজের মেয়ের মতই মানুষ করেছি বাবা।

চাণক্য। (সাগ্রহে) তবে তোমার মেয়ে নয় ?

ভিক্ষুক। না বাবা ! কুড়িয়ে পেয়েছি !

চাণক্য। কোথায় পেলে ?

ভিক্ষুক। ভগবান দিয়েছেন। নইলে এই অন্ধ বুড়োকে কে হাত ধরে নিয়ে বেড়াত ? কি পুণ্যে যাকে পেয়েছি জানি না। ডাকাতি ক'রে খেতাম, এখন সেই পাপে চক্ষু দুটি হারিয়েছি।

চাণক্য। (সমধিক আগ্রহে) দস্যু ছিলে ! ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছ ?

ভিক্ষুক। দিইছি বৈ কি বাবা ! কার ঘাড়ের উপর দশটা মাথা আছে বাবা, যে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যে ডাকাতি করে ?

চাণক্য। মেয়ে কোথায় পেলে ?

ভিক্ষুক। অবন্তীপুরে বাবা !

চাণক্য। (উত্তেজিত ভাবে) অবন্তীপুরে ? কোন্ জায়গায় ?

ভিক্ষুক। পথে।

চাণক্য। না, এক ব্রাহ্মণের ঘর থেকে চুরি ক'রে এনেছিলে? সত্য বল —কোন ভয় নাই—চুরি ক'রেছিলে?

ভিক্ষুক। না, বাবা!

চাণক্য। হত্যা কর্ব্ব—সত্য বল! ডাকাতি ক'রে এনেছিলে?

ভিক্ষুক। হাঁ বাবা!

চাণক্য। নদীর ধারে বাড়ী?

ভিক্ষুক। আজ্ঞে হাঁ।

চাণক্য। (বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া) হৃদয় উদ্বেল হয়ো না। তখন এর বয়স?

ভিক্ষুক। তিন কি চার বৎসর বাবা!

চাণক্য। এর নাম ব'লেছিল?

ভিক্ষুক। আত্রিরি।

চাণক্য। আত্রেয়ী! শুনছো কাত্যায়ন! ব'লেছে আত্রেয়ী।—এর বাপের নাম?

ভিক্ষুক। চাণক্য।

চাণক্য। (লাফাইয়া উঠিয়া উচ্চৈঃস্বরে) দস্যু!—না—তোমায় মার্ব্বো না। তোমার কেশাগ্র স্পর্শ কর্ব্ব না। কোন ভয় নাই। কাত্যায়ন—না, রক্ষী!

রক্ষিগণের প্রবেশ

চাণক্য। না, যাও।—ভিক্ষুক! আমিই সেই ব্রাহ্মণ। এ কন্যা আমার!

রক্ষিগণের প্রস্থান

ভিক্ষুক। আমার মেয়েটি কেড়ে নিও না বাবা। এই আমার অন্ধের নড়ি। খেতে পাব না।

চাণক্য। তোমায় এক রাজ্যখণ্ড দিব। দস্যু! তুমি আমায় পথের ভিখারী করেছ! তুমি আমায় সম্রাট ক'রেছ। তুমি আমায় নরকে নিক্ষেপ ক'রে আবার স্বর্গে উঠিয়েছ। আমি তোমায় বধ ক'রে তোমার মূর্ত্তি গড়িয়ে পূজা কর্ব্ব। না, না—এ কি! এ আনন্দ না দুঃখ? এ যে—এ যে—না, একটা কিছু কর্ত্তে হবে; যাতে বুঝতে পারি যে আমি বেঁচে আছি।

হাস্য

কাত্যায়ন। চাণক্য! চাণক্য!

চাণক্য। কাত্যায়ন! নাড়ী দেখতে জান? দেখ ত (হাত বাড়াইলেন) আমি বেঁচে আছি কি না? দেখ ত এ ইহকাল, না পরকাল? এ স্বপ্ন, না সত্য? এ আলোকের উচ্ছ্বাস, না অন্ধকারের বন্যা? এ সৃষ্টির সঙ্গীত, না প্রলয়-কল্লোল?—দেখ ত!—নহিলে—সম্ভব এতদিন পরে আমারই কন্যা—ভারতের শাসনকর্ত্তার কন্যা—তারই দ্বারে এসেছে ভিক্ষা কর্ত্তে!—কাত্যায়ন! কাত্যায়ন!

ক্রন্দন

কাত্যায়ন। চাণক্য, প্রকৃতিস্থ হও।

চাণক্য। না, এ সম্ভবে না। এ ছলনা; প্রতারণা; ষড়যন্ত্র। তোমার ষড়যন্ত্র কাত্যায়ন!—না, এ যে সেই মুখ, সেই চক্ষু দুটি। আত্রেয়ী—মা আমার! এতদিন সন্তানকে ভুলে ছিলি!—কোথায় ছিলি পাষাণী মা! (কন্যাকে জড়াইয়া ধরিলেন)—কাত্যায়ন! শোন, কুঞ্জবনে একটা সামস্তোত্র উঠ্‌ছে না? দেখ, ঐ নদী আনন্দে রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌ছে। আকাশ থেকে একটা স্নিগ্ধ-সৌরভ-হিল্লোল ভেসে আস্‌ছে! আমার শরীর অবসন্ন হ'য়ে আসছে। আমায় কুটীরে নিয়ে চল কাত্যায়ন!

সকলে নিষ্ক্রান্ত

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—মলয়-রাজপ্রাসাদ। কাল—উজ্জ্বল প্রভাত

মলয়রাজকর্ম্মচারী ও মগধরাজদূত

কর্ম্মচারী। আমাদের মলয় রাজ্য ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েও স্বাধীন। সম্রাট এর শাসনে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন না।

দূত। এই রাজকন্যাই কি এই রাজ্যের শাসনকর্ত্রী?

কর্ম্মচারী। হাঁ, রাজকন্যা তাঁর ভ্রাতার মৃত্যুর পর শাসনভার নিজের হাতে নিয়েছেন।

দূত। এই রাজ্ঞী অনূঢ়া?

কর্ম্মচারী। হাঁ!

দূত। বিবাহ কর্ব্বেন না?

কর্ম্মচারী। তা জানি না। তিনি নির্জ্জনে একাকিনী থাকেন। রাজকার্য্য সম্বন্ধে ভিন্ন কাহারও সঙ্গে কোন কথা কহেন না।

দূত। সম্রাটেরও ঐ দশা। অথচ সম্প্রতি তাঁর বিবাহ।

কর্ম্মচারী। আশ্চর্য বটে—ঐ রাজ্ঞী আসছেন।

উভয়ে সসম্রমে সরিয়া দাঁড়াইলেন। রাজ্ঞী ছায়া প্রবেশ করিলেন।
কর্ম্মচারী অভিবাদন করিলেন, আগন্তক কহিলেন—

"রাজ্ঞীর জয় হোক।"

ছায়া। আপনি আমার সাক্ষাৎ চেয়েছিলেন।

দূত। (ঈষৎ মস্তক নত করিয়া) হাঁ রাজ্ঞী।

ছায়া। প্রয়োজন?

দূত। আমি মগধ থেকে নিমন্ত্রণ পত্রের বাহক হ'য়ে এসেছি।

পত্র প্রদান

ছায়া কম্পিত হস্তে পত্র খুলিতে খুলিতে বলিলেন—

ছায়া। সংবাদ শুভ?

দূত। হাঁ রাজ্ঞী—

ছায়া পত্র পড়িতে পড়িতে বিচলিত হইলেন। পত্রখানি দূরে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন—

ছায়া। ভারত-সম্রাজ্ঞীর অনুরোধ।—কে সে সম্রাজ্ঞী?

পরে তিনি আত্মসংবরণ করিয়া গাঢ়স্বরে বলিলেন

না, আমি যাব। (মন্ত্রীকে) মন্ত্রী! রাজভাণ্ডারে যত মহার্ঘ রত্ন আছে, তাই দিয়ে কণ্ঠহার গড়াতে দাও। স্বর্ণকার ডাক।

কর্ম্মচারী। যে আজ্ঞা।

ছায়া। আর পরশ্ব প্রভাতে আমার মগধযাত্রার আয়োজন কর।

কর্ম্মচারী। যে আজ্ঞা।

ছায়া। এঁকে বিশ্রামাগারে নিয়ে যাও।

কর্ম্মচারী ও আগন্তুকের প্রস্থান

সহসা পত্রখানি কুড়াইয়া পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন ও বলিলেন—

জীবনানন্দ আমার! সর্ব্বস্ব আমার! তুমি আর আমার নও। তুমি আজ তাঁর! কেন এমন হ'ল!—না, আমি ত তাঁকে স্বহস্তে গ্রীকরাজ-কন্যার হাতে সঁপে দিয়েছি। তবে—সহ্য কর্ত্তে পারি না কেন? হৃদয় ভেঙ্গে যায় কেন? পৃথিবী শূন্য মনে হয় কেন? চন্দ্রগুপ্ত! চন্দ্রগুপ্ত!—না ছায়া! তুমি রাজ্ঞী। দৃঢ় হও, নির্ম্মমভাবে তোমার প্রবৃত্তির কণ্ঠরোধ কর। লৌহ আবরণে এই তপ্ত বাষ্প রুদ্ধ কর। কিসের দুঃখ?—এইটুকু পারি না!—না, এ প্রেম দমন কর্ব্ব। তাঁর সুখেই সুখী হব। কিসের দুঃখ। তুমি সুখী হও প্রিয়তম। তাই আমার জীবনের সাধনা হোক্।

গাহিতে গাহিতে প্রস্থান

গীত

সকল ব্যথার ব্যথী আমি হই, তুমি হও সব সুখের ভাগী
তুমি হাস আপন মনে, আমি কাঁদি তোমার লাগি॥
সুখের স্বপন ঘুমে, ঘুমায়ে থাকগো তুমি,
আমি র'ব অধোমুখে, তোমার শিয়রে জাগি,
তব শত মনোরথে, তোমার কিরণপথে,
দাঁড়াব না আমি আসি, তোমার করুণা মাগি'।
তুমি শুধু সুখে থাক—আমি কিছু চাহিনাক—
শুধু দূরে অনাদরে র'ব তব অনুরাগী॥

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—সেলুকসের শিবির। কাল—প্রভাত

সেলুকস একাকী। দূরে সৈন্যগণ

সেলুকস। চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে হেলেনের বিবাহ। শেষে তাও হ'ল। ঐ নগরে উচ্চ উৎসব-কোলাহল গ্রীসের লজ্জা বিঘোষিত কচ্ছে।—কৈ! হেলেন এখনও ত এলো না। সে উৎসবে মত্ত। আর কি তার বৃদ্ধ পিতাকে মনে আছে। সন্তান—শুধু সম্মুখ দিয়ে চেয়ে দেখে, পিছন দিকে একবার ফিরেও চায় না। তার কাছে ভবিষ্যৎই সব, পিতা অতীত। পুত্রকে শিক্ষা দিয়ে আর কন্যার বিবাহ দিয়ে তার পরে পিতা আর কি সুখে জীবন ধারণ করে—জানি না! সন্তানেরা ত আর তাদের চায় না—কি নিষ্ঠুর এই পিতার ভাগ্য। তার অগাধ স্নেহের কোন প্রতিদান নাই।—এই যে হেলেন!

হেলেনের প্রবেশ

সেলুকস। হেলেন! আমি এতক্ষণ ধ'রে তোমারই প্রতীক্ষা কর্চ্ছিলাম!

হেলেন। আমি নিজেই এসেছি—আপনাকে রাজসভায় নিয়ে যেতে। আসুন বাবা।

সেলুকস। না, আমি যাব না, তাই তোমায় ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

হেলেন। আমি আপনাকে নিয়ে যাব ব'লে এসেছি।

সেলুকস। না হেলেন! আমি যাব না।

হেলেন। কেন বাবা! আপনার কন্যার বিবাহোৎসবে আপনি যাবেন না?

সেলুকস। না, মা। আমি এখান থেকেই বিদায় নিচ্ছি।

হেলেন। বুঝেছি। আচ্ছা—যাওয়া না যাওয়া আপনার ইচ্ছা। আমি জোর ক'রে ত আপনাকে নিয়ে যেতে পারি না। আপনি ত আমার বন্দী ন'ন।

সেলুকস। হেলেন! আমার উপর অভিমান কোরো না।

হেলেন। না বাবা! আপনার উপর আর আমার এমন কি দাবী আছে যে, আমি আপনার উপর অভিমান কর্ব্ব। যাঁর কাছে অভিমান খাটতো তিনি—না, যাক্—বাবা। তবে বিদায় দিউন।

সেলুকস। এত শীঘ্র? মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব সৈছে না। হারে মূঢ় পিতা! এত স্নেহের, এত যত্নের, এত আদরের কন্যা একদিনে একেবারে পর—তোর আর কেউ না। হেলেন! কন্যা আমার! আজ আমি তোর আর কেউ নই। অথচ আমি তোর বাপ—আর—আর—জন্মাবধি আমিই তোর মা!

চক্ষু ঢাকিলেন

হেলেন। না বাবা! আমায় ক্ষমা করুন, আমি অন্যায় ব'লেছি। বাবা! বাবা! একি, আপনার চক্ষে জল! এ ত দেখ্‌তে পারি না। বাবা আমায় মার্জ্জনা করুন—এই শেষ বার। আর চাইব না।

জানু পাতিলেন

সেলুকস। উঠ্‌ মা! (হস্ত ধরিয়া উঠাইলেন, পরে ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া কহিলেন) তোর কোন অপরাধ নাই। অপরাধ আমার। তুই কি বুঝবি পিতার কি গভীর বেদনা! যখন কথা ফুটে নি, তখন থেকে হাতে গড়ে তুলে সেই কন্যাকে চির জন্মের মত বিদায় দেওয়ার যে কি দুঃখ, তুই বুঝবি কি মা! পুত্রকন্যারা যে একবার পিতার দিকে চেয়ে দেখে না, সে ত স্বাভাবিক। তাদের অপরাধ কি! পৃথিবীর নিয়মই এই! অপরাধ আমাদের যে, এ কথা জেনেও আমাদের অগাধ স্নেহের প্রতিদান প্রত্যাশা করি, প্রত্যাশা করে' হৃদয়ে বেদনা পাই। সব অপরাধ এই পিতাদের।

হেলেন। সে কি বাবা! বিদায়ের দুঃখ কি একা পিতার? এই সময়ে পিতামাতাকে ছেড়ে' যেতে কন্যার বুক ফেটে যায় না! পিতাই ভালোবাসতে জানে, কন্যা জানে না?

সেলুকস। (চক্ষু মুদিয়া) না মা, তোরাও ভালোবাসিস।

হেলেন। না, আমরা কিছু ভালোবাসি না!

সেলুকস। না, বাসিস্—আমি মিথ্যা ব'লেছি।

হেলেন। বাবা! নারীর জীবনই যে এক ভালোবাসার ইতিহাস। প্রথমে পিতামাতা, পরে পতি, পুত্রকন্যা—এই নিয়েই যে তার ক্ষুদ্র সংসার। সেখানেই তারা আশা, ভরসা, আনন্দ, সম্পৎ! পুরুষ যখন নীড় ছেড়ে ঊর্দ্ধে উঠে' গগনের সূর্য্যোজ্জ্বল নীলিমায় হর্ষে বিচরণ করে, নারী নিভৃতে একাকিনী বসে' সেই নীড় পক্ষ দিয়ে ঘিরে রক্ষা করে। স্নেহ—পুরুষের বিশ্রামের প্রমোদ, আলস্যের চিন্তা, অবসরের চিত্ত-বিনোদ। কিন্তু এই স্নেহই যে নারীর সমস্ত মুহূর্ত্ত, সমস্ত চিন্তা, সমস্ত কার্য্য, সমস্ত জীবন। স্নেহে তার জন্ম, নিবাস, মৃত্যু। আর যদি পরে স্বর্গ থাকে, ত এই স্নেহেই তার স্বর্গ। স্নেহ তার বিহার, শয়ন, নিদ্রা, স্বপ্ন, আহার, নিশ্বাস। আমরা ভালোবাসি না!

সেলুকস। মা! মা! আমি অত্যন্ত অন্যায় ব'লেছি।

হেলেন। বাবা, আপনার প্রতি স্নেহের জন্য আমি আন্টিগোনস্‌কে বিবাহ করি নি জানেন? জানেন বাবা! যে আজ এই সমস্ত নগর জুড়ে যে উৎসব দুন্দুভি বাজছে, সে আমার কর্ণে মরণের আর্ত্তনাদ নিনাদিত কর্চ্ছে? সকলে হাসছে, কৌতুক কর্চ্ছে, উৎসবের আয়োজন কর্চ্ছে, আমায় হয়ত হিংসা কর্চ্ছে, কিন্তু আমার মর্ম্মভেদ ক'রে এক ক্রন্দন ঠেলে

উঠছে, তার গলা টিপে ধরে' রেখেছি, উঠতে দিচ্ছি না। বাবা! জানেন কি, যে আপনাকে ছেড়ে যেতে (বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া) এই বক্ষে কি হচ্ছে! একটা প্রলয় বয়ে' যাচ্ছে।

সেলুকস। সে কি! তুমি চন্দ্রগুপ্তকে ভালোবাসো না!

হেলেন। একথাও বুঝিয়ে দিতে হবে!

সেলুকস। তবে তুমি এ বিবাহ করলে কেন?

হেলেন। বিবাহ!—না বাবা, এ বিবাহ নয়—এ মৃত্যু—আপনার হেলেনের এ মৃত্যু। আমি বিবাহ করি নি, আপনাকে বলি দিয়েছি।

সেলুকস। কেন?

হেলেন। আমি মানবের মহা হিতে আত্মবলিদান দিয়েছি। সেলুকস ও চন্দ্রগুপ্তের বিদ্বেষবহ্নি নিজের শোণিতে নির্ব্বাণ ক'রেছি। দুই যুধ্যমান জাতির মধ্যে পড়ে তাদের উদ্যত খড়্গ নিজের বক্ষ পেতে নিয়েছি।

সেলুকস। কেন তুমি এ কাজ কর্লে হেলেন? এ বিবাহ আমার বক্ষে মর্ম্মশেল বিদ্ধ ক'রেছে। কিন্তু একবার তোমার ইচ্ছার অন্তরায় হ'য়েছিলাম, আর হ'তে চাই নি বলে, তোমার সুখের জন্য এ বিবাহে সম্মতি দিয়েছিলাম। তুমি এ বিবাহে সুখী জান্তে পার্লেও আমি কন্যার আনন্দে নিজের দুঃখ ভুলে যেতাম। কিন্তু তুমি দুঃখ বরণ ক'রে নিয়েছ যদি জান্তাম—

হেলেন। বাবা, দুঃখ হ'লে কি স্বেচ্ছায় তাকে বরণ করে' নিতে পার্ত্তাম। পরের হিতে কর্ত্তব্যের জন্য আত্মবলিদান—সে যে পরম সুখ, সে যে উল্লাস, গৌরব।

সেলুকস। এ তোমার গৌরব, কিন্তু গ্রীসের লজ্জা।

হেলেন। লজ্জা! এত বড় বিবাহ জগতে আর কখন হয়েছে? এই বিবাহে একটা চিরন্তন বাত্যা থেমে গেল। এই বিবাহে দুই সুদূরবাসী আর্য্যজাতি আজ পরস্পরকে আলিঙ্গন কর্ব্বে। এ বিবাহ হেলেন আর চন্দ্রগুপ্তের নয়, এ বিবাহ কর্ম্মে ও মোক্ষে, চিন্তায় ও কল্পনায়, বিজ্ঞানে ও কবিত্বে। এই বিবাহে দুই সভ্যতার মধ্যে একটা মহা ব্যবধান ভেঙ্গে গেল। বিদ্বেষের বারিপ্রপাতের উপরে সেতুবন্ধ হয়ে গেল, দুই মহাদেশ এক হ'য়ে গেল। এত বড় বিবাহ জগতে পূর্ব্বে আর কখন হয়েছে?

সেলুকস। না হেলেন। কিন্তু—

হেলেন। চেয়ে দেখুন পিতা—ঐ প্লেটো আর কপিল এক সঙ্গে গান ধরে দিয়েছে। সোলান আর মনু গলা ধরাধরি করে' দাঁড়িয়েছে। হোমারের মৃদঙ্গের সঙ্গে বাল্মীকির বীণা বেজে উঠেছে। হিরোডোটস ও ব্যাস, সক্রেটিস ও বুদ্ধ, একিলিস ও ভীষ্ম, পান্থিয়ন ও পুরাণ এক হ'য়ে গেল! এ সহজ ব্যাপার বাবা! এই বিবাহে পূর্ব্ব ও পশ্চিম,

সমুদ্র ও আকাশ, স্বর্গ ও মর্ত্ত্য, ইহকাল ও পরকাল পরস্পরে লীন হ'য়ে গেল! এরূপ বিবাহ জগতে এই একবার হ'ল—আর কখন হবে কি না জানি না।

সেলুকস। ওকি! একদৃষ্টে কি দেখছো হেলেন?

হেলেন। (যেন প্রকৃতিস্থ হইয়া সহসা অস্ফুটস্বরে) না বাবা! বাবা বিদায় দি'ন! আশীর্ব্বাদ করুন।

সেলুকস। সুখী হও বৎসে!

হেলেন। বিদায় দি'ন পিতা!

পিতার ক্রোড়ে মুখ লুকাইলেন

সেলুকস। হেলেন! মা আমার (কাঁদিয়া ফেলিলেন) কাঁদছিস্?—হেলেন!

হেলেন। বাবা! ওঃ (আত্মসংবরণ করিয়া) বাবা, কর্ত্তব্য আমায় ডাক্‌ছে। আর কারও ডাক শুন্‌বার আমার সময় নাই। তবে আসি বাবা! (জানু পাতিয়া তাঁহার পদতল স্পর্শ করিয়া সেই কর স্বীয় ললাটে স্থাপন করিয়া) যত দিন জীবন ধারণ করি, এই চরণস্পর্শের স্মৃতি আমায় সঞ্জীবিত করে' রাখুক—জগদীশ! তোমার বলি গ্রহণ কর।

দ্রুত প্রস্থান

সেলুকস। হেলেন! (অগ্রসর হইয়া পুনরায় পিছাইয়া) না দেবী! এ যে অপূর্ব্ব! স্বর্গীয়! এত বড় বলি পূর্ব্বে জগতে আর কেউ দেয় নাই। —যাই, দেশে ফিরে যাই, কোথায়? কৈ! এ যে ঘোর অন্ধকার। পথ দেখ্‌তে পাই না। মা আমার! আমায় অন্ধ করে' কোথায় চলে গেলি মা!

আন্টিগোনসের প্রবেশ

সেলুকস। কে?

আন্টিগোনস্। আমি আন্টিগোনস্।

সেলুকস। (সাতিবিস্ময়ে) আন্টিগোনস্! তুমি এখানে! এ সময়ে!

আন্টিগোনস্। আশ্চর্য হচ্ছেন সম্রাট্?

সেলুকস। ও!—তুমি আমার পরাজয়ে ব্যঙ্গ কর্ত্তে এসেছো?

আন্টিগোনস্। না সম্রাট্।

সেলুকস। তবে?

আন্টিগোনস্। আমার পিতার সমাচার এনেছি।

সেলুকস। তার প্রয়োজন নাই।

আন্টিগোনস্। আছে। নইলে সেই সংবাদ জান্‌বার জন্য গ্রীসে

উন্মত্তবৎ ছুটে যেতাম না, আবার সেই সংবাদ নিয়ে ভারতবর্ষে উন্মত্তবৎ ছুটে আস্‌তাম না। প্রয়োজন আছে।

সেলুকস। কিন্তু হেলেন আজ মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের মহিষী।

আন্টিগোনস্‌। এর চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তির সঙ্গে তার বিবাহ হ'তে পার্ত্ত না। আমি স্বয়ং রাজসভায় যাচ্ছি—রাজদম্পতীকে আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে।

সেলুকস। এ কি ব্যঙ্গ?

আন্টিগোনস্‌। এ সম্পূর্ণ সত্য সম্রাট্! আমার উপর দিয়ে একটা প্রকাণ্ড জলোচ্ছ্বাস চলে' গিয়েছে; আমার মাটি যা, তা ধুয়ে মুছে নিয়ে গিয়েছে; যা রেখে গিয়েছে—তা ভগ্ন শিলাস্তূপ, কিন্তু তার প্রত্যেক শিলাখণ্ড অভ্রের চেয়ে নির্ম্মল, বজ্রাদপি কঠোর। দীর্ঘ তপস্যায় মাংস ঝরে' খসে' পড়ে গিয়েছে, আছে—কঙ্কাল, কিন্তু তার প্রত্যেক হাড়খানি পবিত্র! আমার কলঙ্ক যা তা আগুনে পুড়ে' গিয়েছে—আছে যা তা খাঁটি সোনা।

সেলুকস্‌। এর অর্থ কি?

আন্টিগোনস্‌। সকাম প্রেমকে নিষ্কাম স্নেহে বিশুদ্ধ করা, মানুষকে দেবতা করা, সংসারকে স্বর্গ করা মানুষের সাধ্য নয় ভেবেছিলাম। কিন্তু যেখানে সাধনা, সেখানে সিদ্ধি—এইটে আমি মর্ম্মে মর্ম্মে জেনেছি, তাই হেলেনকে আজ ভগ্নীর মত ভালোবাস্‌তে পেরেছি।

সেলুকস। কিছু বুঝতে পার্চ্ছি না।

আন্টিগোনস্‌। তা পার্ব্বেন কেমন করে'? যিনি মুগ্ধা কৃষককন্যাকে লুব্ধ করে', ধর্ম্মতঃ তাঁর পাণিগ্রহণ করে তার পর তাঁকে আর তাঁর পুত্রকে ভিক্ষুক করে' জগতে ছেড়ে দিয়ে নিজে সম্রাট্ হ'য়ে বসেন—তিনি একথা বুঝতে পার্ব্বেন কেমন করে'?—সম্রাট্! সে অভাগিনীর—আমার মায়ের মৃত্যু হ'য়েছে। আপনার নির্ম্মম পরিত্যাগ, আপনার ঘাতকের খড়্গ যা কর্ত্তে পারে নি, আমার স্নেহের উচ্ছ্বাস তাই সাধন কর্ল। মা আমার স্নেহের বন্যায় ভেসে চলে গেলেন! এ দীর্ঘ দুঃখের পর মায়ের এত সুখ সৈল না। (আন্টিগোনসের স্বর কাঁপিতে লাগিল) সম্রাট্—

সেলুকস। চক্ষে ঝাপ্সা দেখ্‌ছি।—কে তুমি? কে তুমি?

আন্টিগোনস্‌। আমি ক্রীতদাস, ভিক্ষুক—যা বলুন—কিন্তু আমি জারজ নই। আমার পিতা আমার মাতাকে ধর্ম্মমতে বিবাহ ক'রেছিলেন!

সেলুকস। (জড়িত স্বরে) কে তোমার পিতা?

আন্টিগোনস্‌। আমার পিতা—পরিচয় দিতে লজ্জায় আমার উচ্চশির নুয়ে পড়ছে সম্রাট্—(কম্পিত স্বরে) আমার পিতা পত্নীত্যাগী সেলুকস।

দ্রুত প্রস্থান

সেলুকস দ্বার ধরিয়া নতশিরে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন,
পরে ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইলেন

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—মগধের প্রাসাদ। কাল রাত্রি

বিবিধ রঞ্জিত পতাকা উড়িতেছিল। দূরে অস্ফুট যন্ত্রসঙ্গীত হইতেছিল.
সিংহাসনারূঢ় চন্দ্রগুপ্ত ও হেলেন। পার্শ্বে অমাত্যবর্গ ও দেহরক্ষিগণ,
সম্মুখে চাণক্য, কাত্যায়ন ও আত্রেয়ী

চাণক্য। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত! তুমি স্বীয় বাহুবলে হিন্দুকুশ হ'তে কুমারিকা পর্য্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন ক'রেছো, যা পূর্বে বোধ হয় ভারতের কোন নরপতির কল্পনায়ও আসে নাই। তুমি বাহুবলে গ্রীক-সম্রাটের বিরাট্ বাহিনীকে পরাজিত ক'রেছো, তোমার নাম ভারতের ইতিহাসে ধন্য হোক!

চন্দ্রগুপ্ত। গুরুদেবই সে কীর্ত্তির সূচনা করে' দিয়েছেন।

চাণক্য। বৎস। আমার কাজ শেষ হ'য়েছে। আমি এখন বিদায় গ্রহণ করি।

চন্দ্রগুপ্ত। গুরুদেব! আমাকে কি অপরাধে ত্যাগ করে' যাচ্ছেন?

চাণক্য। তোমার কোন অপরাধ নাই বৎস! আমি যা এতদিন ক'রেছি—তা অদ্ভুত হ'লেও ব্রাহ্মণের কাজ নয়! দর্প, উচ্চাশা, প্রতিহিংসা—ব্রাহ্মণের উচিত প্রবৃত্তি নয়। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম—ক্ষমা, তিতিক্ষা, ত্যাগ। তুমি যে সাম্রাজ্য বাহুবলে পেয়েছ, তাই তোমার এই যোগ্য মন্ত্রীর সাহায্যে শাসন কর।

কাত্যায়ন। আর তুমি?

চাণক্য। আর আমি শাসন কর্ত্তে চাই না।—এখন আয় মা, (আত্রেয়ীকে) তুই আমায় শাসন কর! তুই এই ভ্রান্ত পুত্রের হাত দুইখানি স্নেহবন্ধনে বেঁধে দে মা—যেমন যশোদা ননীচোরার হাত দুইখানি বেঁধে দিয়েছিল।—কাত্যায়ন! এ কি যাদু জানে?—এর মোহমন্ত্রবলে আজ পাষাণ ফেটে জল বেরিয়েছে, শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হ'য়েছে, মরুভূমির তপ্ত বক্ষে সুধা-সমুদ্রের ঢেউ খেলে যাচ্ছে।—তবে আয় মা—আমার জীবনে গোধূলিলগ্নে পূর্ণ জ্যোৎস্নালোকের মত এসে আমার গাঢ় আকাশ ব্যাপ্ত করে দে। মা জগদ্ধাত্রীর মত আমার এই জীর্ণ মন্দিরে নেমে এসে আমার হাত ধরে' আলোকিত পরকালে নিয়ে চল্ মা!

আত্রেয়ীর সহিত প্রস্থান

চন্দ্রগুপ্ত। এত শুষ্ক আবরণের ভিতর এতখানি হৃদয় ছিল।

কাত্যায়ন। প্রকৃতি আজ প্রকৃতিস্থ হ'ল। এতখানি বুদ্ধি—অথচ হৃদয় নাই। এ অনিয়ম কি পৃথিবীতে বেশী দিন সয়?

মুরার প্রবেশ

মুরা। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের জয় হোক্।

চন্দ্রগুপ্ত ও হেলেন সিংহাসন হইতে নামিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন

মুরা। সেই "শূদ্রাণী মা" সম্বোধনের আজ এ সমুচিত উত্তর হ'ল। সেই শূদ্রাণীর পুত্র আজ ভুবনবিজয়ী ভারতসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত।

চন্দ্রগুপ্ত। আর সেই মাতার নামে এই রাজবংশের নাম হোক "মৌর্য্যবংশ"।

মুরা। চিরজীবী হও বৎস! চিরজীবিনী হও বৎসে! এসো আমার গৃহলক্ষ্মী! এসো, আমার ঘর আলো কর। প্রস্থান

চন্দ্রগুপ্ত। হেলেন! আজ একটি প্রিয়বরের অভাবে এই জয়ধ্বনি একটা প্রকাণ্ড রোদনের ন্যায় বোধ হচ্ছে।

হেলেন। কে সে মহারাজ?

চন্দ্রগুপ্ত। প্রিয়তম বন্ধু চন্দ্রকেতু। এই বিজয়োৎসবে তার মুখ সকলের চেয়ে উজ্জ্বল হ'ত, আর সেই জ্যোতিঃতে আমার সভা আলোকিত হ'ত।

হেলেন। বন্ধু মাত্র! আমি কি তাঁর অভাব পূর্ণ কর্ত্তে পারি না?

চন্দ্রগুপ্ত। না হেলেন! যে সংসারে উপকারে প্রত্যুপকার ত পাওয়া যায়ই না, উপকার স্বীকার পর্যন্ত কেউ কর্ত্তে চায় না, সেই সংসারে যে নিজের সর্ব্বস্ব বন্ধুর পায়ে ঢেলে দেয়, সে বন্ধু যে কি জিনিষ, তাকে হারানো যে কি দুঃখ, তা যে হারিয়েছে সেই জানে। এমন বন্ধুর প্রতি আমি রুক্ষ হ'য়েছিলাম! সে আমার অবহেলা পদতলে দলিত করে' চলে গিয়েছে। কিন্তু আমাকে—চিরদিনের জন্য অপরাধী ক'রে রেখে গিয়েছে—

আন্টিগোনসের প্রবেশ

আন্টিগোনস্। হেলেন!

হেলেন। (চমকিয়া) এ কি! আন্টিগোনস্!

দুই হস্ত দিয়া মুখ ঢাকিলেন

আন্টিগোনস্। হেলেন! ভগ্নি! আমি গ্রীস থেকে তোমার বিবাহের যৌতুক এনেছি—ভ্রাতার স্নেহাশীর্ব্বাদ। আর ভারত-সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত! তোমার জন্য এনেছি—এই লৌহদৃঢ়মুষ্টি বদ্ধ তরবারি; তাকে তোমার সাম্রাজ্যের কল্যাণে নিযুক্ত কর।

এই বলিয়া আন্টিগোনস্ তাঁহার তরবারি চন্দ্রগুপ্তের পদতলে রাখিলেন

চন্দ্রগুপ্ত। কে তুমি সৈনিক!

আন্টিগোনস্। চেন নাই! কিন্তু আমি তোমায় ভুলি নাই চন্দ্রগুপ্ত। যার আঘাতে আন্টিগোনসের তরবারি করচ্যুত হয়, তাকে আন্টিগোনস্ ভোলে না! কিন্তু সে দৈব। তাতে তুমি আমাকে পিতৃহত্যার পাতক থেকে রক্ষা ক'রেছিলে।

চন্দ্রগুপ্ত। সে কি! কে তোমার পিতা?

আন্টিগোনস্। গ্রীক-সম্রাট্ সেলুকস।

হেলেন। (চমকিয়া) কি, সেলুকস তোমার পিতা?

আন্টিগোনস্। হাঁ হেলেন! তুমি আমার প্রেম প্রত্যাখ্যান ক'রেছিলে ভালই ক'রেছিলে—সেও দৈব। কিন্তু ভাই ব'লে আমায় ভালোবাসতে পার্ব্বে কি?

হেলেন। সে কি?—আন্টিগোনস্। তুমি—ভাই! এ যে এক মহাবিপ্লব। এ যে—এক সঙ্গে ধ্বংস ও সৃষ্টি, মৃত্যু ও পুনর্জ্জন্ম।—আন্টিগোনস্! তুমি আমার ভাই!

আন্টিগোনস্। হাঁ ভগ্নি!

হেলেন। আন্টিগোনস্! তুমি এক পর্ব্বত-ভার বক্ষ থেকে নামিয়ে নিলে। আমি যেন এখন সহজে নিশ্বাস ফেল্‌ছি।—আন্টিগোনস্—ভাই—আমায় ক্ষমা কর। (সোচ্ছ্বাসে) ক্ষমা কর ভাই—

এই বলিয়া আন্টিগোনসের পদতলে পতিত হইলেন

আন্টিগোনস্। ওঠো হেলেন! (উঠাইয়া) চন্দ্রগুপ্ত! তুমি আজ যে রত্ন পেলে, সযত্নে বক্ষে ধারণ কর। এ হেন রত্ন জগতে আর একটি নাই। এই যে রূপ—নিদাঘে নির্ম্মেঘ প্রভাত যার কাছে ম্লান বোধ হয়; প্রাবৃটের নৈশ বিদ্যুৎ যার কাছে লজ্জা পায়—এই যে রূপ—তাও তার মহৎ অন্তঃকরণের কাছে কিছুই নয়। হেলেন বাহিরে অপ্সরা, অন্তরে দেবী।

ছায়ার প্রবেশ

ছায়া। ভারতসম্রাট্ ও ভারতসম্রাজ্ঞীর জয় হোক।

চন্দ্রগুপ্ত। এই যে ছায়া! এসো ছায়া! এই ম্রিয়মাণ উৎসব তোমার স্নেহহাস্যে সঞ্জীবিত কর।

ছায়া। সম্রাট্, আমি ভারতসম্রাজ্ঞীকে আমার সামান্য যৌতুক উপহার দিতে এসেছি। অনুমতি হয় ত আমি স্বহস্তে এই রত্নহার সম্রাজ্ঞীর গলায় পরিয়ে দিয়ে যাই।

চন্দ্রগুপ্ত। (আশ্চর্য্যে) কোথায় যাবে ছায়া?

ছায়া। (সম্লান হাস্যে) এ বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে সন্ন্যাসিনী ছায়ার একটু স্থান হবে না কি!

চন্দ্রগুপ্ত। ছায়া! চন্দ্রকেতু আমায় পরিত্যাগ করে' গিয়েছে, তুমিও আমায় পরিত্যাগ করে' যেও না। তুমি আমার ভগ্নীস্বরূপিনী হও। তুমি আমার হৃদয়ের শূন্য স্থান পূর্ণ কর।

ছায়া। মহারাজ!

বলিয়াই মস্তক নত করিলেন। পরে মস্তক উঠাইয়া কহিলেন—

তাই হোক, আমি এ অভিমান চূর্ণ কর্ব্ব। এ মহা অগ্নিপরীক্ষা থেকে আমি পালাব না। আমি আপনার ভগ্নীর মত আপনার পার্শ্বে থেকে রাজদম্পতির সুখে সুখী হব। তাই আমার ব্রত হোক, সাধনা হোক, জীবনের তপস্যা হোক। আশীর্ব্বাদ করুন মহারাজ, যেন আমার সে তপস্যা সিদ্ধ হয়।

মুখ ঢাকিলেন

হেলেন। (গিয়া সস্নেহে ছায়ার হাত ধরিয়া) ছায়া! ছায়া! মুখ তোল ভগ্নি! কিসের দুঃখ তোমার। এসো বোন, আমরা দুই নদী একই সাগরে গিয়ে লীন হই। সূর্য্যকিরণ ও বৃষ্টি মিলে মেঘের গায়ে ইন্দ্রধনু রচনা করি। কিসের দুঃখ বোন—একই আকাশে চন্দ্র সূর্য্য ওঠে না কি?—এসো বোন—

ছায়া। না হেলেন। আমি সহ্য কর্ব্ব। যদি সহ্য কর্ত্তেই না পার্ব্ব তবে নারীজন্ম গ্রহণ করেছি কেন।—এসো হেলেন আমি তোমার গলায় রত্নহার পরিয়ে দেই। (হাত ধরিয়া) এ মুখ, এ সৌন্দর্য্য, এ মহৎ হৃদয়—হবে না! তুমি আমার চন্দ্রগুপ্তকে সুখী কর্ত্তে পার্ব্বে। আর কোনও দুঃখ নাই। এসো হেলেন।

এই বলিয়া ছায়া রত্নহার হেলেনের গলদেশে পরাইয়া দিতে গেলে
হেলেন তাঁহার হাত দুইখানি ধরিয়া কহিলেন—

হেলেন। তুমি ভুল কচ্ছ ছায়া! এ হার কাকে পরিয়ে দিতে হয় দেখিয়ে দিই এসো।

এই বলিয়া হেলেন ছায়ার হাত দিয়া মালাটি চন্দ্রগুপ্তের গলদেশে
পরাইয়া দিলেন, পরে ছায়ার হাত দুইখানি টানিয়া লইয়া
নিজের গলদেশে জড়াইয়া কহিলেন—

তার চেয়ে এই মহামূল্য হার আমার গলায় পরিয়ে দাও। (আলিঙ্গন করিয়া) ছায়া! তুমি চন্দ্রগুপ্তের ভগ্নী নও, তুমি আমার ভগ্নী।

আন্টিগোনস্। আর চন্দ্রগুপ্ত, তুমি ছায়ার ভাই নও—তুমি আমার ভাই।

আলিঙ্গন

যবনিকা পতন

মেবার-পতন

কুশীলবগণ

পুরুষ

রাণা অমরসিংহ ...	... মেবারের রাণা
সগরসিংহ ...	... অমরসিংহের জ্যেষ্ঠতাত
মহাবৎ খাঁ (মোগল-সেনাপতি) ..	সগরসিংহের পুত্র
অরুণসিংহ (সত্যবতীর পুত্র) ...	মহাবৎ খাঁর ভাগিনেয়
গোবিন্দসিংহ ...	... রাণা অমরসিংহের সেনাপতি
অজয়সিংহ ...	... গোবিন্দসিংহের পুত্র
হেদায়েৎ আলি খাঁ আবদুল্লা	মোগল সৈন্যাধ্যক্ষদ্বয়
মহারাজ গজসিংহ ...	... মাড়বারের অধিপতি
হুসেন ...	... হেদায়েৎ আলির অধীন কর্ম্মচারী

স্ত্রী

রাণী রুক্মিণী ...	... রাণা অমরসিংহের স্ত্রী
মানসী ...	... অমরসিংহের কন্যা
সত্যবতী ...	... সগরসিংহের কন্যা
কল্যাণী ...	... মহাবৎ খাঁর স্ত্রী ও গোবিন্দসিংহের কন্যা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—শালুম্ব্রাপতি গোবিন্দসিংহের কুটীর ; কাল—মধ্যাহ্ন

গোবিন্দসিংহ ও তাঁহার পুত্র অজয়সিংহ দাঁড়াইয়াছিলেন

গোবিন্দ। মোগল-সৈন্য মেবার আক্রমণ কর্ত্তে এসেছে, এ কথা রাণা কার কাছে শুনেছেন অজয়?

অজয়। তা জানি না পিতা।

গোবিন্দ। রাণা কি বল্লেন?

অজয়। রাণা বল্লেন যে, তাঁর ইচ্ছা সন্ধি করা। তিনি কাল প্রভাতে সভাগৃহে তাই সামন্তদের ডেকে পাঠিয়েছেন। আপনাকেও পাঠিয়েছেন।

গোবিন্দ। আমাকে ডাকার উদ্দেশ্য?

অজয়। মন্ত্রণা করা।

গোবিন্দ। সন্ধি সম্বন্ধে?

অজয়। হাঁ পিতা।

গোবিন্দ। সন্ধির মন্ত্রণা ত পূর্ব্বে কখন করি নাই অজয়! পঞ্চবিংশতি বৎসর ধরে' যুদ্ধই করে' এসেছি। আমি জানি—তরবারির ঝনৎকার, ভেরীর ভৈরব নিনাদ, অশ্বের হ্রেষা, মৃত্যুর আর্ত্ত-ধ্বনি। এই এত দিন দেখে এসেছি; শত্রুর সঙ্গে সন্ধি দেখি নাই। কি করে' সন্ধি করে তা ত জানি না অজয়!

অজয় নীরবে রহিলেন

গোবিন্দ। (মাথা হেঁট করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। পরে আবার কহিলেন)—রাণা সন্ধি কর্ত্তে চান কেন, কিছু বলেছেন?

অজয়। রাণা বললেন যে, এই কয় বৎসরে মেবার সমৃদ্ধিশালী হয়েছে, কেন ধনধান্যপূর্ণ সুশ্যামল রাজ্যে আবার রক্তস্রোত বহান।

গোবিন্দ। তাই মোগলের পাদুকা যেচে নিয়ে শিরে বহন কর্ত্তে হবে? জানি! যখন বিলাস এসে স্বর্গীয় মহারাণা প্রতাপসিংহের স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্র্যের স্থান সবলে অধিকার কর্লো—তখনই বুঝেছিলাম যে মেবারের পতন বহুদূর নয়! সে মহাপুরুষ মরবার সময় বলেছিলেন যে, তাঁর পুত্র অমরসিংহের রাজত্বকালে মেবারের পরিখা মোগলের পদে বিক্রীত হবে। মোগলও ক্ষমতার মদিরায় ক্ষিপ্ত হ'য়েছে।—এবারে যাবে। সব যাবে।

অজয়। রাণাও তাই বল্‌ছিলেন যে, এখন মোগলের শক্তি সংহরণ করা মেবারের পক্ষে অসম্ভব ; তবে আর বৃথা রক্তপাত কেন ?

গোবিন্দ। তোমারও কি সেই মত অজয় ? দাস হব বলে' কি যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে দেবো ? অজয়, মোগল দিল্লীর রাজা, জানি। রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা পাপ, জানি। কিন্তু মেবার রাজ্য এখনও স্বাধীন। গোবিন্দসিংহ জীবিত থাকতে সে স্বাধীনতা বিক্রয় কর্ব্বে না। মেবারের যে রক্তধ্বজা সপ্তদশ বর্ষ ধরে', সহস্র ঝঞ্ঝা বজ্রাঘাত তুচ্ছ করে' মেবারের গিরিপ্রাকারে সদর্পে উড়েছে—আজ সে শুদ্ধ মোগলের রক্তবর্ণ চক্ষু দেখে নেবে যাবে ? কখনও না।—বলগে রাণাকে, আমি যাচ্ছি।

অজয়ের প্রস্থান

অজয়সিংহ চলিয়া গেলে গোবিন্দ সিংহ দেওয়াল হইতে তাঁহার কোষবদ্ধ তরবারিখানি লইলেন ; তরবারি ধীরে ধীরে উন্মোচন করিলেন, পরে তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

"প্রিয় সঙ্গী আমার ! দেখো, তুমি আমার হাতে থাকতে মহারাণা প্রতাপসিংহের অপমান না হয়। প্রিয়তম ! এতদিন তোমায় ভুলে ছিলাম, তাই বুঝি তুমি এত মলিন ! ক্ষুব্ধ হোয়ো না বন্ধু ! এবার তোমায় এই মেবার-যুদ্ধে নিমন্ত্রণ করে' নিয়ে যাবো। মোগলের সদ্যঃ উষ্ণ রক্ত পান করাবো। আমায় ক্ষমা কর প্রাণাধিক। আমায় আলিঙ্গন কর—"

বুকে তরবারিখানি রাখিলেন। পরে তাহাকে ধীরে ধীরে উঠাইয়া ঘুরাইতে চেষ্টা করিলেন। পরে কহিলেন—

"না, হাত কাঁপে। বুঝি আর তোর মর্য্যাদা রক্ষা কর্ত্তে পারি না। বড়ই বৃদ্ধ হয়েছি।"

গোবিন্দ তরবারি রাখিয়া বসিলেন, দুই হস্তে মাথার দুই দিক ধরিয়া বিশ্রাম করিলেন। তাঁর চক্ষে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। পরে কহিলেন—

"ঈশ্বর ! ঈশ্বর ! কি কল্লে !"

পরে উঠিয়া আবার তরবারি লইলেন। এমন সময় তাঁহার কন্যা কল্যাণী আসিয়া উপস্থিত হইলেন

কল্যাণী। বাবা ? ও কি ?

গোবিন্দ। দেখ্ কল্যাণী—

কল্যাণী। না, ও তরবারি রেখে দাও বাবা। আজ হঠাৎ তোমার হাতে তরবারি কেন ? তোমার ও মূর্ত্তি দেখ্‌লে আমার ভয় করে। রেখে দাও বাবা !

গোবিন্দ থামিলেন। পরে তরবারির অগ্রভাগ ভূমির উপর স্থাপিত করিয়া তাহার দিকে সস্নেহে চাহিয়া কল্যাণীকে কহিলেন—

"দেখ্, কল্যাণী, কি ভয়ঙ্কর! কি সুন্দর! এ কি চায় জানিস্?"

কল্যাণী। কি?

গোবিন্দ। রক্ত।

কল্যাণী। কার?

গোবিন্দ। মুসলমানের।

কল্যাণী। কেন মুসলমানের প্রতি তোমার এই আক্রোশ বাবা?

গোবিন্দ। কেন? তোর জন্মভূমি মেবারকে জিজ্ঞাসা কর—কেন? এই সপ্তদশ বর্ষ ধরে' এই স্বাধীন রাজ্যটুকু গ্রাস কর্‌বার জন্য সে জাতি পুনঃ পুনঃ রাক্ষসের মত ধেয়ে এসেছে; আর শৈলাপহত সমুদ্রতরঙ্গের মত পুনঃ পুনঃ পদাহত হ'য়ে ফিরে গিয়েছে। কি অপরাধ করেছে এই মেবার? যখন ক্ষমতামদক্ষিপ্ত হয়, তখন সে আর ন্যায়ের বাধা মানে না। তখন এই তরবারিই তাকে রোখে।—কিন্তু হায়, আজ বড়ই বৃদ্ধ হয়েছি কল্যাণী, বড়ই বৃদ্ধ হয়েছি।

কল্যাণী কাঁদিয়া ফেলিলেন

গোবিন্দ। কি! কাঁদ্‌ছিস্ কল্যাণী? ভয় পেয়েছিস্? এই নে তরবারি কোষবদ্ধ কর্‌লাম! ভয় কি! (কথাবৎ কার্য্য) যা মা—ভিতরে যা। আমি আসছি।

প্রস্থান

কল্যাণী। যদি জান্তে বাবা! যদি বুঝতে!—

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—উদয়পুরের পথ। কাল—অপরাহ্ণ

সত্যবতী ও চারণের দল গাহিতেছিল

গীত

মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়—যুঝেছিল যেথা প্রতাপ বীর
বিরাট্ দৈন্য দুঃখে, তাহার শৃঙ্গের সম অটল স্থির।
জ্বালিল সেখানে যেই দাবাগ্নি সে রূপবহ্নি পদ্মিনীর,
ঝাঁপিয়া পড়িল সে মহা আহবে যবন-সৈন্য ক্ষত্রবীর।
মেবার পাহাড়—উড়িছে যাহার রক্তপতাকা উচ্চশির-
তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছদর্প দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।

মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়—রঞ্জিত করি কাগার তীর,
দেশের জন্য ঢালিল রক্ত অযুত যাহার ভক্তবীর।
চিতোর দুর্গ হইতে খেদায়ে ম্লেচ্ছ রাজার গর্জ্জনীর
হরিয়া আনিল কন্যা কাহার বিজয় গর্ব্বে বাপ্পা বীর।
মেবার পাহাড়—উড়িছে যাহার রক্তপতাকা উচ্চশির—
তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছদর্প দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।
মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়—গলিয়া পড়িছে হইয়া ক্ষীর ;
সবার সবার হইতে মধুর যাহার শস্য যাহার নীর।
যাহার কুঞ্জে বিহগ গাইছে গুঞ্জরি স্তব যাহার শ্রীর ;
যাহার কাননে বহিয়া যাইছে সুরভিস্নিগ্ধ পবন ধীর।
মেবার পাহাড়—উড়িছে যাহার রক্ত পতাকা উচ্চশির—
তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছদর্প দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।
মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়— ধূম্র যাহার তুঙ্গ শির,
স্বর্গ হইতে জ্যোৎস্না নামিয়া ভাসায় যাহার কানন তীর।
মাধুরী বন্য কুসুমে জাগিয়া ঘুমায় অঙ্গে রমণী শ্রীর।
শৌর্য্যে স্নেহে ও শুভ্রচরিতে কে সম মেবার সুন্দরীর!
মেবার পাহাড়—উড়িছে যাহার রক্তপতাকা উচ্চশির—
তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছদর্প দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।

এই সময়ে অজয়সিংহ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন

সত্যবতী। তুমি একজন রাজসৈনিক?

অজয়। হাঁ মা! আমি একজন মেবারের সৈন্যাধ্যক্ষ।

সত্যবতী। দাঁড়াও। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। যা শুনেছি, তা কি সত্য?

অজয়। কি মা?

সত্যবতী। যে, মোগল-সৈন্য মেবার আক্রমণ করেছে?

অজয়। করে নি। তবে রাণা যদি সন্ধি না করেন ত আক্রমণ কর্ব্বে। রাণা যুদ্ধ কর্ব্বেন কি সন্ধি কর্ব্বেন, সেই কথা জান্‌বার জন্য মোগল সেনাপতি দূত পাঠিয়েছেন।

সত্যবতী। তোমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত?

অজয়। আমরা রাণার আজ্ঞাবহ। যুদ্ধ কি সন্ধি সে রাণার ইচ্ছা অনিচ্ছা।

সত্যবতী। রাণা যুদ্ধ কর্ব্বেন কি সন্ধি কর্ব্বেন, সে বিষয় কিছু জান?

অজয়। না। তবে রাণার ইচ্ছা সন্ধি করা। তিনি সেই বিষয়ে মন্ত্রণা করতে পিতাকে ডেকে আনবার জন্য আমাকে পাঠিয়েছিলেন।

সত্যবতী। তোমার পিতা কে?

অজয়। মেবার-সেনাপতি গোবিন্দসিংহ।

সত্যবতী। ওঃ! সেনাপতি গোবিন্দসিংহ তোমার পিতা! তাঁর কি ইচ্ছা অবগত আছ?

অজয়। তাঁর ইচ্ছা যুদ্ধ করা।

সত্যবতী। উত্তম; যাও।

অজয়সিংহ প্রস্থান করিলেন

সত্যবতী। সন্ধি! রাণা প্রতাপসিংহের পুত্র বাস্তবিক মোগলের সঙ্গে সন্ধি কর্ব্বার কল্পনাও কর্ত্তে পারেন! হ'তে পারে না। নিশ্চয় কোন ভ্রম হয়েছে। তোমরা সকলে ঐ তরুতলে আমার অপেক্ষা কর। আমি আসছি!

চারণের দল ও সত্যবতী বিভিন্ন দিকে নিষ্ক্রান্ত হইলেন

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—উদয়পুর মেবারের রাজসভা। কাল—প্রভাত

সিংহাসনারূঢ় রাণা অমরসিংহ; তাঁহার উভয় পার্শ্বে ও সম্মুখে তাঁহার সামন্তগণ; গোবিন্দসিংহ একপার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন

জয়সিংহ। রাণা! যখন মোগল-সৈন্য মেবারের দ্বারদেশে, তখন মেবারের কর্ত্তব্য কি, সে বিষয়ে রাজপুতদিগের মধ্যে মতদ্বৈধ নাই। আমরা যুদ্ধ কর্ব্বো।

রাণা। জয়সিংহ! এই ক্ষুদ্র জনপদ আজ কি সাহসে ভারত সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিরাট্ মোগলবাহিনীর সম্মুখে দাঁড়াবে?

কেশব। ক্ষত্রিয়-শৌর্য্যের সাহসে রাণা!

কৃষ্ণদাস। কি সাহসে রাণার পিতা স্বর্গীয় প্রতাপসিংহ মোগলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন?

রাণা। প্রতাপসিংহ? তিনি মানুষ ছিলেন না।

শঙ্কর। তিনিও রাজপুত ছিলেন।

রাণা। না শঙ্কর! তিনি এ জাতির কেহ ছিলেন না, তিমি এ জাতির মধ্যে এসেছিলেন—একটা দৈব শক্তির মত, একটা আকাশের বজ্রসম্পাত, একটা পৃথিবীর ভূমিকম্প, একটা সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস। কোথা থেকে এসেছিলেন, কোথায় চলে' গেলেন, কেউ জানে না। সকলে রাণা প্রতাপসিংহ হ'তে পারে না শঙ্কর।

কৃষ্ণদাস। সকলে রাণা প্রতাপসিংহ হ'তে পারে না, স্বীকার করি। কিন্তু রাণা প্রতাপসিংহের পুত্র তাঁর পদানুসরণও কর্ব্বেন, আশা করা যায়।

প্রতাপসিংহ মেবারের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণ দিলেন, আর তাঁর পুত্র বিনা যুদ্ধে মোগলের দাস হবে?

রাণা। কৃষ্ণদাস, সে একটা সুন্দর অনুভূতিমাত্র; এই কয় বৎসরে মেবারবাসীরা ধনী, সুখী, সম্পদশালী হয়েছে। রাজ্যে একটা গভীর শান্তি বিরাজ কচ্ছে। শুধু একটা অনুভূতির খাতিরে এই সুখ-স্বচ্ছন্দতা হারাবো? যখন একটা নামমাত্র কর দিলেই এই হত্যাকাণ্ড থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

শঙ্কর। কর দিব রাণা? কাকে? কে মোগল? কোথা থেকে এসেছে? কি স্বত্বে তারা ভগবান রামচন্দ্রের বংশধরের কাছে কর চায়?

রাণা। শঙ্কর! সামান্য একটা কর দিয়ে এই সুখশান্তি স্বচ্ছন্দতা অক্ষুণ্ণ রাখা শ্রেয়, না—কর না দিয়ে তা হারাণ ভাল? তুমি কি বিবেচনা কর গোবিন্দসিংহ?

(গোবিন্দসিংহ চমকিয়া উঠিলেন; পরে কহিলেন)—"আমি কি বিবেচনা করি রাণা? আমি কিছু বিবেচনা করি না। আমি এ সব কিছু বুঝি না। সুখ, শান্তি, স্বচ্ছন্দতা কাকে বলে, আমি তা জানি না। আমি শুদ্ধ দুঃখ জানি। বাল্যকাল হ'তে দুঃখের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব, বিপদের ক্রোড়ে আমি লালিত! রাণা, আমি পঞ্চবিংশতি বৎসর ধরে' রাণার স্বর্গীয় পিতা প্রতাপসিংহের সঙ্গে অরণ্যে, প্রান্তরে, পর্ব্বতে, অনাহারে, অনিদ্রায় ভ্রমণ করেছি। সেই পঞ্চবিংশতি বৎসর আমি সেই মহাত্মার পদতলে বসে' দারিদ্র্যের ব্রত অভ্যাস করেছি। সেই পঞ্চবিংশতি বৎসর আমি দুঃখের পরম সুখ অনুভব করেছি। কি সে সুখ! পরের জন্য দুঃখভোগ—কি সে সুখ! কর্ত্তব্যের জন্য দারিদ্র্যভোগ কি মধুর! প্রভাতসূর্য্যের কনক-রশ্মি যেমন স্নেহে দরিদ্রের কুটীরের উপর এসে পড়ে, তেমন স্নেহে এসে বুঝি আর কোথাও পড়ে না।—রাণা, আমার কি দিনই গিয়েছে!

জয়সিংহ। বল গোবিন্দসিংহ। চুপ কল্লে যে? বল। আবার বল।

গোবিন্দ। কি আর বল্‌বো জয়সিংহ। তার পর—তার পর, সেই মেবারে সেই দেবতার কুটীরগুলি ভেঙে সম্ভোগের নাট্যভবন নির্ম্মিত হ'তে দেখেছি। সেই মহাত্মার মন্দির চূর্ণ করে' তারই প্রান্তরে ঐশ্বর্য্যের প্রাসাদ গঠিত হ'তে দেখেছি। তাঁর সেই মহৎ, তাঁর সেই কীর্ত্তিপবিত্র, তাঁর সেই জয়ধ্বনি মুখরিত শৈলচ্ছায়ে বিলাসের নিকুঞ্জবন রচিত হতে দেখেছি! আমার এই ক্ষীণ দৃষ্টির সম্মুখে একটা ধূমায়মান মহত্ত্বকে আকাশে মিশিয়ে যেতে দেখেছি। সব গিয়েছে! আর কি আছে জয়সিংহ? এখন আছে সেই মহিমার শেষ রশ্মি। এখন দেখ্‌ছি একটা ম্রিয়মাণ গৌরব মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আমাদের পানে নিষ্ফল করুণ নেত্রে, শ্বাসরোধের অপেক্ষায় মাত্র আছে।

কেশব। তুমি জীবিত থাক্‌তে সে গৌরব ম্লান হবে না গোবিন্দসিংহ।

গোবিন্দ। আমি! আমি আজ আর কি কর্ব্বো কেশব রাও? আজ আর আমার সেদিন নাই। আজ বড়ই বৃদ্ধ হয়েছি। এই জরা-বিকম্পিত হস্তে আমার সে তরবারি আর সোজা ধরে রাখ্‌তে পারি না। এই পঞ্জরের ক্ষীণ অস্থি ক'খানা আর এই লোল দেহকে খাড়া করে' তুলে রাখ্‌তে পাচ্ছে না। নিদাঘের সূর্য্যোজ্জ্বল দিবালোক আর এই ছায়াধূসরিত জগৎকে দীপ্ত কর্ত্তে পাচ্ছে না। তবু এখনও ইচ্ছা করে রাণা—যে, আবার সেই পর্ব্বতে অরণ্যে ছুটে যাই, মায়ের জন্য আবার সেই মধুর দুঃখ ভোগ করি, ভাইয়ের জন্যে আবার বনে বনে কেঁদে কেঁদে বেড়াই। ঈশ্বর! দুঃখ সহিবার ক্ষমতাটুকুও কেড়ে নিলে!

গোবিন্দসিংহ নীরব হইলে সকলে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে রাণা কহিলেন—

"কিন্তু গোবিন্দসিংহ, সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত মোগল-সম্রাটের কাছে শির নত করেছে। আজ রাজপুতানার মধ্যে এক ক্ষুদ্র মেবার এই বিপুল বিশ্ব-বিজয়িনী বাহিনীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে কি কর্ব্বে? কি বল গোবিন্দসিংহ?"

গোবিন্দ। রাণা! আমার যা বক্তব্য ছিল, তা বলেছি। আর আমার কিছু বক্তব্য নাই।

রাণা। সামন্তগণ! আমার বিবেচনায় এ যুদ্ধ নিষ্ফল। আমরা মোগল-সেনাপতির সঙ্গে সন্ধি কর্ব্বো। মোগল-দূতকে ডাক দৌবারিক।

দৌবারিকের প্রস্থান

গোবিন্দ। রাণা প্রতাপ! রাণা প্রতাপ! তুমি স্বর্গে থেকে যেন এ কথা শুন্তে না পাও। বজ্র! তোমার ভৈরবস্বরে এ হীন উচ্চারণকে ঢেকে ফেল। মেবার! মোগল-প্রভুত্ব স্বীকার কর্ব্বার আগে একটা বিরাট ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে যাও।

মোগল-দূতের প্রবেশ

রাণা। মোগল-দূত! তোমাদের সেনাপতিকে বল যে, আমরা সন্ধি কর্ত্তে প্রস্তুত।

বেগে সত্যবতী প্রবেশ করিলেন

সত্যবতী। কখন না। সামন্তগণ! তোমরা যুদ্ধের জন্য সাজ। রাণা যদি তোমাদের যুদ্ধে নিয়ে যেতে অস্বীকৃত হন, আমি তোমাদের সেনাপতি হবো।

গোবিন্দ। কে তুমি মা! এই ঘনায়মান অন্ধকারে স্থির বিদ্যুতের মত এসে দাঁড়ালে, কে তুমি মা! এ কার মৃদু গম্ভীর বজ্রধ্বনি শুনচি?

রাণা। সত্য, কে আপনি?

সত্যবতী। আমি একজন চারণী! আমি মেবারের গ্রামে উপত্যকায় তাঁর মহিমা গেয়ে বেড়াই। এর চেয়ে আমার অধিক পরিচয়ের প্রয়োজন নাই।

সামন্তগণ। আশ্চর্য্য!

সত্যবতী। সামন্তগণ! রাণা উদয়সাগরের প্রাসাদকুঞ্জে শুয়ে বিলাসের স্বপ্ন দেখুন। আমি তোমাদের যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যাব।

গোবিন্দ। এ কি! আমার দেহে কি নবযৌবনের তেজ ফিরে এল। এ কি আনন্দ! এ কি উৎসাহ!—সামন্তগণ, প্রতাপসিংহের পুত্রকে এ অপযশ থেকে রক্ষা কর। দূর কর এ বিলাস, ভেঙে ফেল এ সব খেলনা।

এই বলিয়া গোবিন্দসিংহ একখানি পিত্তল খণ্ড উঠাইয়া কক্ষস্থ একখানি বৃহৎ আয়নায় ছুঁড়িয়া মারিলেন। আয়নাখানি চূর্ণ হইল। গোবিন্দসিংহ কহিলেন—

"সামন্তগণ! অস্ত্র নাও, অস্ত্র নাও। (রাণাকে ধরিলেন) আসুন রাণা।"

রাণা। গোবিন্দসিংহ! আমি যুদ্ধে যাচ্ছি!—মোগল-দূত, আমরা যুদ্ধ কর্ব্বো। আমার অশ্ব প্রস্তুত কর্ত্তে বল।

সত্যবতী। জয় মেবারের রাণার জয়!

সকলে। জয় মেবারের রাণার জয়!

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—আগ্রায় মহাবৎ খাঁর গৃহ। কাল প্রভাত

সেনাপতি মহাবৎ খাঁ ও মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ আব্‌দুল্লা দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছিলেন

মহাবৎ। হেদায়েৎ সেনাপতি হ'য়ে গিয়েছে?

আব্‌দুল্লা। হাঁ জনাব।

মহাবৎ। হেদায়েৎ? আপনি নিশ্চিত জানেন?

আব্‌দুল্লা। নিশ্চিত জানি। সম্রাট তাঁর সঙ্গে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য দিয়েছেন।

মহাবৎ। হেদায়েৎ সেনাপতি!—তা হবে। আজকাল ত গুণের পুরস্কার হচ্চে না—গুণের তিরস্কার হচ্ছে। আজ এই আর্দ্র আবর্জ্জনায় যত ছত্রাক ফুঁড়ে বেরুচ্ছে।

আব্‌দুল্লা। সত্য কথা জনাব। হেদায়েৎ আলি খাঁ হ'লেন খাঁ খাঁনান—কারণ তিনি সম্রাটের ভগ্নীর পুত্র। আর—

মহাবৎ। তা হোন্, আপত্তি ছিল না। কিন্তু একটা বিরাট সৈন্য চালনা করা!—তার শালা এনায়েৎ সঙ্গে যাচ্ছে?

আব্‌দুল্লা। সম্ভব।

মহাবৎ। এনায়েৎ খাঁ যুদ্ধ জানে বটে। সম্রাট বোধ হয় হেদায়েৎকে নামে সেনাপতি করে' পাঠিয়েছেন। প্রকৃত সেনাপতি এনায়েৎ।

আব্‌দুল্লা। তবু যে নামেও সেনাপতি হবে, তার অন্ততঃ এরকম হওয়া চাই যে, সে বন্দুকের আওয়াজে ভয় না পায়।

মহাবৎ। যাক্—এবার মেবার যুদ্ধে যা হবে, তা গোড়াগুড়িই বোঝা যাচ্ছে।

আব্‌দুল্লা। আপনাকে মেবার-যুদ্ধে যাবার জন্য সম্রাট্ ডেকেছিলেন?

মহাবৎ। হাঁ সায়েদ সাহেব।

আব্‌দুল্লা। আপনি এ যুদ্ধে গেলেন না যে?

মহাবৎ। মেবার আমার জন্মভূমি। সম্রাট আমায় বঙ্গ, দাক্ষিণাত্য, কাবুল, যে দেশ জয় কর্ত্তে পাঠান না কেন, আমি যেতে প্রস্তুত। কিন্তু মেবার জয় করার প্রস্তাবটা আমার ঠিক পরিপাক হয় না।

আব্‌দুল্লা। সে কথা সত্য—মেবার যখন আপনার জন্মভূমি। তবে আজ যাই খাঁ সাহেব। বেলা হ'ল।—আদাব।

মহাবৎ। আদাব।

আব্‌দুল্লা প্রস্থান করিলেন

মহাবৎ। এই উত্তম। হেদায়েৎ আলি খাঁ সেনাপতি, এ একটা তামাসা মন্দ নয়। ধ'রে বেঁধে যদি ভিক্ষুককে নিয়ে জরির আসন-ওয়ালা ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে দেওয়া যায়, সে কতকটা এই রকম হয় বটে।

নিষ্ক্রান্ত

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—মোগল-শিবির। কাল—মধ্যাহ্ন

মোগল-সৈন্যাধ্যক্ষ খাঁ খাঁনান হেদায়েৎ আলি খাঁ বাহাদুর ও তাঁহার অধীন কর্ম্মচারী হুসেন শিবির প্রান্তে গল্প করিতেছিলেন

হেদায়েৎ। এই কাফেরগুলোকে জয় করা—হুসেন—হেঁঃ—দু'খানা মোরব্বা খাওয়ার চেয়েও সোজা।

হুসেন। জনাব! কাজটাকে যত সহজ মনে কর্চ্ছেন, সেটা তত সহজ নয়। এই সাত শ' বৎসর ধরে' মুসলমান সাম্রাজ্যের মধ্যে এই জনপদ সমানভাবে মাথা খাড়া করে' রয়েছে; কেউ তার মাথা নোয়াতে পারে নি—স্বয়ং সম্রাট আকবর পর্য্যন্ত নয়।

হেদায়েৎ। আকবর! হেঁঃ—তাঁর সেনাপতির মত সেনাপতি ছিল না তাই। হেঁ—সে সময় যদি খাঁ খানান হেদায়েৎ আলি খাঁ বাহাদুর থাকতেন! তাঁর সেনাপতির মত সেনাপতি ছিল না, হুসেন।

হুসেন। কেন জনাব—মানসিংহ?

হেদায়েৎ। মানসিংহ আবার সেনাপতি! হেঁ—তা হ'লে—

খানসামার প্রবেশ

খানসামা। খানা তৈয়ারি খোদাবন্দ।

হেদায়েৎ। তা হ'লে আমার এই খানসামা জাফর মিঞাও সেনাপতি।—কি বল জাফর মিঞা?

খানসামা। খানা তৈয়ারি।

হেদায়েৎ। যুদ্ধ কর্ত্তে পারিস্?

খানসামা। এজ্ঞে মুর্গীর কোপ্তা।

হেদায়েৎ। তা জানি, মুর্গীর কোপ্তা যে তৈরি করেছিস্. তা বেশ করেছিস্। কিন্তু তা বল্‌ছি না! যুদ্ধ, যুদ্ধ।

খানসামা। কাবাব? আজ্ঞে—ভেড়ার।

হেদায়েৎ। বদ্ধ কালা! তা বেশ বলেছিস্—এবার আমরাও এদিকে ভেড়ার কাবাব বানাবো। যা—যাচ্ছি।

খানসামার প্রস্থান

হেদায়েৎ। হুসেন! এবার ভেড়ার কাবাব বানাবো।

হুসেন। কোন্ ভেড়ার?

হেদায়েৎ। কোন্ ভেড়ার আবার! এই রাজপুত! তারা ত একটা ভেড়ার পাল।

হুসেন। মাফ কর্ব্বেন জনাব, এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে একমত হ'তে পার্‌লেম না।

হেদায়েৎ। হুসেন! তোমার অনেক শিখবার আছে! এবার ত আমার সঙ্গে এসেছ। শেখো যুদ্ধ কাকে বলে, ভবিষ্যতে অনেক কাজে লাগবে।

হুসেন। আজ্ঞে দেখি! বড় বড় হাতী গেলেন তলিয়ে! এখন "মশায়" কি করেন দেখা যাক্।

হেদায়েৎ। হুসেন! তুমি বড় অসম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার কর্চ্ছ। মনে রেখো, আমি সেনাপতি। ইচ্ছা কর্‌লেই তোমার মুণ্ডটা কেটে দিতে পারি।

হুসেন। আজ্ঞে তা জানি। জনাব সেনাপতি।

হেদায়েৎ। হাঁ আমি সেনাপতি। সেটা সর্ব্বদাই মনে রেখো।

হুসেন। তা রাখবো। তবে মেবার জয়টা—

হেদায়েৎ। আবার মেবার জয়! হুসেন! তুমি আমার নেহাৎ বন্ধু ব'লেই বলছি—এই মেবার জয় একটা তুড়ির কাজ।

হুসেন। তা হ'লে সে একটা খুব বড় রকমের তুড়ি বল্‌তে হবে।

হেদায়েৎ। বিশেষ বড় নয়। যাও, আমি এখন খেতে যাই। (হুসেন প্রস্থানোদ্যত হইল, হেদায়েৎ তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন) হাঁ, আর শোন হুসেন, সর্ব্বদা মনে রেখো যে আমি সেনাপতি!

হুসেন। যে আজ্ঞা।

হেদায়েৎ। যাও।

হুসেন প্রস্থান করিল

হেদায়েৎ। এই কাফেরগুলোকে জয় করা!—হেঁ—গোটা দুই পটকা আওয়াজ কর্‌লেই কে কোথায় দৌড় দেবে এখনি। এদের সঙ্গে আবার যুদ্ধ!

প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—উদয়পুরের উদয়-সাগরের তীর। কাল—প্রভাত

মেবার-রাজকন্যা মানসী একাকিনী বেড়াইয়া বেড়াইয়া গাহিতেছিলেন

গীত

আয় রে আয় ভিখারীর বেশে এসেছি তোদের কাছে,
হৃদয়-ভরা প্রেম ল'য়ে আজ এ প্রাণে যা কিছু আছে।
এ প্রেমটুকু তোদের দিব, আর কিছু করি না আশা—
কেবল তোদের মুখের হাসি, কেবল তোদের ভালবাসা।
নাহিক আর বিরস হৃদয় নাহিক আর অশ্রুরাশি,
হৃদয়ে গড়ায় রে প্রেম, হৃদয়ে জড়ায় হাসি,
ভাঙ্গা-ঘরের শূন্য ভিতে শুন্‌বি না আর যে ভালোবাসে।
কি দুঃখেতে কাঁদ্‌বে সে জন প্রাণ ভরে দীর্ঘশ্বাসে;
আর যেন রে প্রাণের মতন কাহারে বেসেছি ভালো,
উঠেছে আজ নতুন বাতাস উঠেছে আজ মধুর আলো—

এক অন্ধ বালকের সহিত একটি ভিখারিণীর প্রবেশ

ভিখারিণী। ভিক্ষা দাও মা—

মানসী। এসো মা। এটি কি তোমার ছেলে?

ভিখারিণী। না, আমার বোনের ছেলে। বাছা জন্মান্ধ। বাছার মা নেই।

মানসী। বাপ আছে?

ভিখারিণী। সে দেশান্তরে গিয়েছে।

মানসী। আহা। আমায় ছেলেটি দেবে?

ভিখারিণী। ও যে আমায় ছেড়ে থাকতে পারে না মা!

মানসী। আচ্ছা তবে তোমারই কাছে থাক্‌। ওকে রোজ রোজ আমার কাছে নিয়ে এসো। এই ভিক্ষা নাও।

ভিক্ষা দান

ভিখারিণী। জয় হোক মা।

বালকের সহিত ভিখারিণীর প্রস্থান

মানসী। কি মধুর ভিখারিণীর ঐ "জয় হোক"। জয়ভেরীর চেয়েও প্রবল, মাতার আশীর্ব্বাদের চেয়েও স্নিগ্ধ, শিশুর প্রথম উচ্চারিত বাণীর চেয়েও মধুর।

অজয়ের প্রবেশ

অজয়। মানসী!

মানসী। অজয়! এসো। আমি বড় সুখী! আমার এ সুখের ভাগ তুমি কিছু নাও।

অজয়। এত সুখ কিসে মানসী?

মানসী। পরিপূর্ণ সুখ;—শরতের নদীর চেয়েও পরিপূর্ণ! এক ভিখারিণী আমায় আশীর্ব্বাদ করে' গিয়েছে।

অজয়। তোমায় কে না প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করে মানসী! নিত্য পথে ঘাটে আমি মেবারের রাজকন্যার স্তুতিপাঠ শুনি।

মানসী। শোন? আমি একদিন শুন্তে পাই না কি অজয়?

অজয়। একদিন ঘরের বাহিরে গেলেই শুন্তে পাবে।

মানসী। আমি ত বাইরে যাই। আমি এখানে একটা অতিথি-শালা খুলেছি অজয়। সেখানে গিয়ে আমি প্রত্যহ নিজের হাতে তাদের খাদ্য দিই। নিজের হাতে না দিলে যে দিয়ে তৃপ্তি হয় না।

অজয়। তোমার জীবন ধন্য মানসী।—মানসী, আমি আজ তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি।

মানসী। কেন? কোথায় যাবে?

অজয়। যুদ্ধে।

মানসী। ও!—কবে যাচ্ছ?

অজয়। কাল প্রত্যূষে!

মানসী। কবে ফিরে আসবে?

অজয়। তা জানি না। ফিরে আস্‌বো কি না, তাই জানি না।

মানসী। কেন?

অজয়। যুদ্ধে যদি হত হই?

মানসী। ও! (মুখ নত করিলেন।)

অজয়। মানসী! যদি আর না ফিরি?

মানসী। তা হ'লে কি হবে?

অজয়। তোমার দুঃখ হবে না?

মানসী। হবে।

অজয়। এত উদাসীন! মানসী, তুমি জানো কি?

মানসী। কি জানি অজয়?

অজয়। যে আমি তোমায় ভালোবাসি—তোমায় কত ভালোবাসি।

মানসী। তুমি আমায় ভালবাসো তা আমি জানি।

অজয়। তুমি আমায় ভালোবাসো না?

মানসী। বাসি।

অজয়। না। তুমি আর কাউকে ভালোবাসো!

মানসী। মানুষ মাত্রকেই ভালোবাসি।

অজয়। নিষ্ঠুর!

মানসী। কেন অজয়! তোমায় ভালোবাসি বলে' কি আমার আর কাউকে ভালোবাস্‌তে নেই? তুমি একা আমার সমস্ত হৃদয়খানিকে গ্রাস করে রাখ্‌তে চাও? কি স্বার্থপর!

অজয়। এত বালিকা কি তুমি মানসী!

মানসী। তুমি আমায় ভৎর্সনা কর্চ্ছ? আমার কি অপরাধ অজয়? আমি মানুষমাত্রকেই ভালোবাসি, এই অপরাধ? তবে সে অপরাধের দণ্ড দাও। আমি মাথা পেতে নেবো।

অজয়। তোমায় দণ্ড দেবো—আমি?

মানসী। হাঁ, তুমি দণ্ড দাও। অজয়! আজ তুমি যুদ্ধে যাচ্ছ। এ যুদ্ধে তুমি যত বেশী হত্যা কর্ত্তে পার্ব্বে, সকলে তত উচ্চৈঃস্বরে তোমার কীর্তি গাইবে। আর আমি যত বেশী ভালোবাসি, আমার কি তত অপরাধ?

অজয়। ভালোবাসো মানসী। তোমার উদার হৃদয়ের মধ্যে বিশ্ব-জগৎকে আলিঙ্গন করে নাও। আর আমি কোন কথা কইব না—মূঢ় আমি। আমি এই আকাশের মত উদার হৃদয়কে আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে' রাখ্‌তে চাই! আমায় ক্ষমা কর। —বিদায় দাও মানসী।

মানসী। এসো অজয়। অন্যায় অত্যাচার জগৎ ছেয়ে রয়েছে। তাদের দূর করবার জন্য যুদ্ধ অনেক সময় অনিবার্য্য হয়। কিন্তু যুদ্ধ বড় নিষ্ঠুর কাজ। তার মধ্যে যতদূর পার, আপনাকে পবিত্র রেখো।

অজয়ের প্রস্থান

মানসী। যাও অজয়, যুদ্ধে যাও। আমার শুভেচ্ছা তোমাকে বর্ম্মের মত ঘিরে থাকুক।—আর যারা এ যুদ্ধে হত ও আহত হবে, তাদের কি হবে! তাদের মাতা, স্ত্রী, কন্যারা কি ঠিক্ এইরকম আগ্রহে ভগবানের কাছে তাদের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা কচ্ছে না? এর কত প্রার্থনা নিষ্ফল হবে। কত সাধনা ব্যর্থ হবে! এর কি কোন প্রতিবিধান নাই?—

মানসী ক্ষণেক সজল নেত্রে উর্দ্ধদিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে সহসা তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইল; সহসা করতালি দিয়া কহিলেন—

"বেশ! আমার কাজ আমি কর্ব্বো, যারা যুদ্ধে মর্ব্বে, তাদের আর কিছু কর্ত্তে পার্ব্বো না। কিন্তু যারা আহত হবে, তাদের ত শুশ্রূষা কর্ত্তে পারি। আমি তাই কর্ব্বো—কেন! কি আপত্তি! বেশ! তাই কর্ব্বো।"

রাণী রুক্মিণীর প্রবেশ

রাণী। শুনেছ মানসী?

মানসী। কি মা?

রাণী। তোমার পিতা যে যুদ্ধে গিয়েছেন?

মানসী। শুনেছি।

রাণী। যুদ্ধ—মোগলের সঙ্গে!

মানসী। শুনেছি মা।

রাণী। বেশ বল্লে! খুব উদাসীনভাবে বল্লে, "শুনেছি মা"। যেন এ ননী খাওয়ার মত একটা মোলায়েম সংবাদ! জান, যুদ্ধে অনেক মানুষ মরে?

মানসী। সম্ভব।

রাণী। সম্ভব কি? নিশ্চয়। বিশেষ, সম্রাটের সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ—এবার সব গেল। যারা যুদ্ধে গিয়েছে তারা ত মর্ব্বেই, আর যারা যায়নি—তাদেরও কি হয় বলা যায় না।

মানসী। তা আমি কি কর্ব্বো মা?

রাণী। তোমার বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলাম। বিয়ে হবার আর অবকাশ হবে না। এত গোলযোগের মধ্যে কখন বিয়ে হয়?

মানসী। নাই বা হ'ল।

রাণী। নাই বা হ'ল? বিয়ে যদি না হয় ত কি হবে?

মানসী। বেশ হবে।

রাণী। ও মা তাও কি হয়? মেয়ে মানুষের বিয়ে না হ'লে চলে? যোধপুরের রাজার ছেলের সঙ্গে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ কর্চ্ছিলাম। তা আর বিয়ে হবে না। সব মর্ব্বে। সব গেল—ভেস্তে গেল! বিয়েটা হ'য়ে যাওয়ার পর যুদ্ধটা কর্‌লেই হ'তো। তা রাণা শুনলেন না।

মানসী। মা তুমি ব্যস্ত হোয়ো না। আমি বিবাহ কর্‌বার চেয়ে একটা মহৎ কাজ কর্ব্বো ঠিক করেছি।

রাণী। কি?

মানসী। আমি যুদ্ধক্ষেত্রে যাবো।

রাণী। সে কি?

মানসী। হাঁ মা! বলছিলে না মা, যে যুদ্ধে অনেক লোক মরে? যারা মর্ব্বে, তাদের আর কিছু কর্ত্তে পার্ব্বো না। তবে যারা আহত হবে, তাদের সেবা কর্ব্বো।

রাণী। সর্ব্বনাশ ক'রেছে! অজয় বুঝি তাই তোমার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছে?

মানসী। না, তাঁর কোন দোষ নাই মা। অজয় যাচ্ছেন বধ কর্ত্তে! আমি যাবো রক্ষা কর্ত্তে!

রাণী। না। তাও কি হয় কখন?

মানসী। বেশ হয়।

রাণী। তোমার যাওয়া হবে না।

মানসী। মা, নিশ্চিন্ত থাক। আমি যাবো। আমাকে জান ত, কর্ত্তব্য যখন আমাকে ডাকে, তখন আমি আর কারো কথা শুন্‌বার অবকাশ পাই না!—যাও মা, আমি যাত্রার উদ্যোগ করি।

রাণী। কার সঙ্গে যাবে?

মানসী। অজয়সিংহের সৈন্যের সঙ্গে।

রাণী। যা ভেবেছি তাই। রাণা ঠিক এই সময়ে চলে' গেলেন। এখন বোঝায় কে যে তার ঠিক নাই।

মানসী। পিতা এখানে থাকলে এ প্রস্তাবে তিনি আপত্তি কর্ত্তেন না। আমি তাঁকে জানি। তাঁর দয়ার হৃদয়।

রাণী। তিনিই ত তোমাকে কোন কাজে বাধা না দিয়ে এই রকম ক'রে তুলেছেন। গেল। সব গেল। সব গেল। আমি জানি একটা কিছু গোলযোগ ঘট্‌বেই ঘট্‌বে।

মানসী। মা, তুমি কিছু চিন্তিত হোয়ো না মা। মানুষের উপর মানুষের অত্যাচার, আমি যতদূর লাঘব কর্ত্তে পারি, কর্ব্বো।—যাও মা, কোন চিন্তা নাই।

রাণী। এবার কলিকাল পূর্ণ হ'ল।

প্রস্থান

মানসী। এ ইচ্ছা কে আমার মাথায় ঢুকিয়ে দিলে? এর জ্যোতি আমার অন্তরের কোণে উঁকি মাচ্ছিল, এখন তার পূর্ণ মহিমায় আমার অন্তর ছেয়ে ফেলেছে। এ এক নবীন উৎসাহ! এ এক মহা আনন্দ! বিবাহ সুখের কি ক্ষুদ্র আয়োজন!

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—মেবার-যুদ্ধক্ষেত্র। কাল—সন্ধ্যা

হেদায়েৎ আলি ও তাঁহার সঙ্গী হুসেন শিবিরাভ্যন্তরে কথোপকথন করিতেছিলেন। বাহিরে যুদ্ধের কোলাহল হইতেছিল। দ্বারদেশে দুইজন সৈনিক মুক্ত তরবারি হস্তে দাঁড়াইয়াছিল

হেদায়েৎ। হুসেন! মেবার-সৈন্য আন্দাজ কত হবে ঠিক কর্ত্তে পেরেছ?

হুসেন। আন্দাজ পঞ্চাশ হাজার হবে।

হেদায়েৎ। তাই ত!—কৈ? রাজপুতরা এখনও ত পালাচ্ছে না?

হুসেন। না জনাব।

হেদায়েৎ। সকাল থেকে যুদ্ধ কচ্ছে। এখনও ত পালাচ্ছে না।

হুসেন। না। তারা যুদ্ধটা কর্ব্বে মনস্থ করেছে যেন।

হেদায়েৎ। তারা যুদ্ধ কিছু জানে বোধ হচ্ছে।

হুসেন। তাই ত দেখছি জনাব।

হেদায়েৎ। ঐ রাজপুতদিগের সমরধ্বনি। আমাদের সৈন্যেরা কৈ কোন রকম শব্দ-টব্দ কচ্ছে না ত? তারা যুদ্ধ কচ্ছে ত?

হুসেন। কচ্ছে বৈ কি। আপনি একবার বেরিয়ে দেখলে হ'ত না? আপনি যখন সেনাপতি।

হেদায়েৎ। হাঁ, আমি সেনাপতি। কিন্তু আমার স্বয়ং আর শিবিরের বাহিরে যাবার দরকার হবে না! আমার শালা এনায়েৎ খাঁ একাই এদের হারাতে পার্ব্বে। এদের সঙ্গে আমি যুদ্ধ কর্ব্বো কি হুসেন!

হুসেন। তা বটেই ত জনাব। ঐ আবার রাজপুতের যুদ্ধনিনাদ! ঐ আবার।—জনাব! বড় সুবিধা বোধ হচ্ছে না।

হেদায়েৎ। হচ্ছে না নাকি? একবার বাহিরে গিয়ে দেখ্‌বে?

হুসেন। যে আজ্ঞা।

হেদায়েৎ। না, তুমি থাক। ছেলেবেলা থেকেই আমার একা থাকাটাই অভ্যাস নাই। খারাপ অভ্যাস।

হুসেন। খারাপ অভ্যাস বলতে হবে বৈ কি।

হেদায়েৎ। ঐ আবার।

হুসেন। এবার আরও কাছে।

হেদায়েৎ। বল কি?

হুসেন। একটু বেতর ঠেক্‌ছে যেন জনাব।

হেদায়েৎ। ঠেক্‌ছে না কি? (হুসেনকে ধরিলেন)

জনৈক সৈনিকের প্রবেশ

হেদায়েৎ। কি সংবাদ সৈনিক?

সৈনিক। খোদাবন্দ! সৈন্যাধ্যক্ষ সামশের হত হয়েছেন।

হেদায়েৎ। অ্যাঁ!

হুসেন। আর আর সৈন্যাধ্যক্ষ?

সৈনিক। যুদ্ধ কচ্ছে।

হেদায়েৎ। এনায়েৎ খাঁ বেঁচে আছে ত?

সৈনিক। আছেন জনাব।

হুসেন। আচ্ছা যাও।

সৈনিকের প্রস্থান

হেদায়েৎ। তাই ত হুসেন। সত্যই ত কিছু বেতর!

হুসেন। তাই ত দেখ্‌ছি। সেদিন যখন জনাব বলেছিলেন যে, মেবার জয় একটা তুড়ির কাজ, বান্দা বলেছিল মনে আছে, তাহ'লে সে একটা খুব বড় রকমের তুড়ি! এখন দেখ্‌ছেন জনাব, সে গরীবের কথা—ঐ আরও কাছে।

হেদায়েৎ। তাই ত!—যুদ্ধে কি হয় বলা যায় না।

হুসেন। না, কিছু বলা যাচ্ছে না!

দ্বিতীয় সৈনিকের প্রবেশ

হেদায়েৎ। কি সংবাদ?

সৈনিক। হুজুর! আমাদের সৈন্যরা বাঁ দিকে ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পালাচ্ছে।

হেদায়েৎ। সে কি?

হুসেন। ঐ বুঝি তার কোলাহল?

সৈনিক। হুজুর!

প্রস্থান

হুসেন। সেনাপতি! আপনি একবার শিবিরের বাইরে যান। আপনাকে দেখ্‌লেও সৈন্যাধ্যক্ষগণ আশ্বস্ত হবে। বাহিরে যান—আপনি যখন সেনাপতি।

হেদায়েৎ। আর সেনাপতি, হুসেন।

হতাশাব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গি করিলেন

তৃতীয় সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। খোদাবন্দ, এনায়েৎ খাঁ হত হয়েছেন।

হেদায়েৎ। অ্যাঁ—বলিস্ কি! তা কখন হয়!—ঐ—ঐ রাজপুতের জয়ধ্বনি!—নিতান্ত কাছে।

হুসেন। আপনি একবার বাহিরে যান।

হেদায়েৎ। আর সময় কৈ? ঐ শুন্‌ছ?

হুসেন। শুন্‌ছি। কোলাহল ক্রমেই বাড়ছে। আরও কাছে।

চতুর্থ সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। সর্ব্বনাশ!

হেদায়েৎ। তা ত জান্তাম। আর কিছু?

হুসেন। আবার কি হবে? সর্ব্বনাশের উপর আবার কি হবে?

সৈনিক। আমাদের সৈন্যরা সব পালাচ্ছে। রাজপুতরা ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে।

হেদায়েৎ। ও হুসেন। এলো বুঝি।

নেপথ্যে "পালাও, পালাও!"

হেদায়েৎ। কোন্ দিকে?

হুসেন। এই দিকে। (পলায়ন)

হেদায়েৎ বিপরীত দিকে পলাইতে উদ্যত। এমন সময় একটি গুলি লাগিয়া ভূপতিত হইলেন। রাজপুত-চতুষ্টয়ের সহিত মেবারপতাকা হস্তে অজয়সিংহের প্রবেশ

অজয়। জয় মেবারের রাণার জয়!

সৈন্যগণ। জয় মেবারের রাণার জয়!

হেদায়েৎ। (হস্তদ্বয় তুলিয়া) দোহাই আমায় মেরো না। আমি এখনও মরিনি—আমায় মেরো না, বন্দী কর।

অজয়। তুমি কে?

হেদায়েৎ। আমি মোগল-সেনাপতি।

অজয়। মোগল-সেনাপতি! সেনাপতি এ সময় যুদ্ধক্ষেত্রে না থেকে শিবিরে যে?

হেদায়েৎ। এ্যাঁ—আমি—এ্যাঁ, এর একটা বেশ ভাল কৈফিয়ৎ আছে। ঠিক মনে হচ্ছে না।—আমায় মেরো না, বাঁচ্‌তে দাও।

অজয়। বাঁচো! এই শশকের প্রাণ নিয়ে এসেছ মেবার জয় কর্ত্তে? ভয় নাই! মার্ব্বো না। এই মেবার জয় রাজপুতানায় বিঘোষিত হৌক।

হেদায়েৎ। তা হোক—আপত্তি নাই।

সসৈন্যে অজয়সিংহের প্রস্থান

হেদায়েৎ। প্রাণে বেঁচেছি—পিপাসা, পিপাসা—

দৃশ্যান্তর

স্থান—যুদ্ধক্ষেত্র। কাল—অন্ধকার রাত্রি

স্তূপীভূত আহত ও হত মনুষ্য ও অশ্বের দেহ। মানসী ও কতিপয় সৈনিক সেই স্থানে বিচরণ করিতেছিলেন, কোন কোন সৈনিকের হস্তে মশাল ছিল

মানসী। দেখ, তোমরা ক'জন ঐদিকে যাও! আমরা এদিক দেখ্‌ছি।

কয়েকজন রাজপুত সৈনিক চলিয়া গেল

মানসী। উঃ, চারিদিকে কি হত্যা! কি আর্ত্তনাদ!—এ কি করুণ দৃশ্য! পরমেশ! তোমার রাজ্যে এই নিয়ম, যে, মানুষে মানুষ খায়! এ হিংসার বন্যা কি পৃথিবী থেকে নেবে যাবে না? মানুষ নির্ব্বিবাদে মানুষকে হত্যা কচ্ছে' আর তুমি তাই নীরব হ'য়ে—দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছ দয়াময়! নীল আকাশ ভেদ ক'রে বিশ্বে পাপের ভৈরব বিজয় হুঙ্কার উঠছে, আর এখনও তুমি তার গলা টিপে ধচ্ছ' না! উঃ! এ কি ভীম, করুণ মর্ম্মভেদী দৃশ্য! এই হতদের স্তূপ! এই আহতদের মৃত্যুযন্ত্রণার ধ্বনি! উঃ—আর দেখা যায় না।

১ম আহত। উঃ কি যন্ত্রণা!

মানসী। কোথায় বেদনা সৈনিক? আহা,—বেচারী—বেচারী আমার!

১ম আহত। এইখানে, এইখানে। কে তুমি?

মানসী। কথা কয়ো না—

এই বলিয়া আহত স্থান বাঁধিতে লাগিলেন। এক সৈনিককে ইঙ্গিত করিলেন। সে একটা পাত্র দিল। মানসী সৈনিককে কহিলেন—

"কোন ভয় নাই সৈনিক! ঔষধ খাও।"

প্রথম সৈনিক ঔষধ খাইল। সন্নিহিত দ্বিতীয় আহত সৈনিক আর্ত্তনাদ করিল। মানসী দ্বিতীয় আহতের কাছে গিয়া কহিলেন—

"স্থির থাক। তোমার শুশ্রূষার জন্য বন্দোবস্ত কর্চ্ছি।"

এই বলিয়া এক রাজপুত সৈনিককে সঙ্কেত করিলেন। সে বাহিরে গেল। মানসী দ্বিতীয় আহতকে কহিলেন—

"স্থির থাক, আসছি।"

তৃতীয় আহত। ওঃ—মৃত্যু—মৃত্যুই আমার ভাল। ওঃ—কি যন্ত্রণা!

মানসী তৃতীয় আহতের কাছে গেলেন; তাহাকে দেখিয়া কহিলেন—

"এখনও শ্বাস আছে। সৈনিক একে দেখো।"

হেদায়েৎ। পিপাসা—পিপাসা—ওঃ কি পিপাসা!

মানসী হেদায়েৎ খাঁর কাছে গিয়া এক সৈনিকের কাছে একপাত্র জল নিলেন ও হেদায়েৎ খাঁকে দিলেন—

"এই নাও, জল পান কর।"

হেদায়েৎ। (জল পান করিয়া) আঃ বাঁচলাম, হে আল্লা!

সসৈন্যে অজয়সিংহের প্রবেশ

অজয়। এ অন্ধকারে কে তুমি?—মেবারের রাজকন্যা?

মানসী। কে অজয়?

অজয়। (নিকটে আসিয়া) হাঁ, মানসী।

মানসী। অজয়! সৈনিকদের বল, আহতদের সেবায় আমার সাহায্য কর্ত্তে। আমার লোক কম।

অজয়। তারা কি কর্ব্বে মানসী?

মানসী। তারা আহতদের বহন করে, আমার সেবা-শিবিরে নিয়ে যাবে।

অজয়। নিশ্চয়। সৈনিকগণ! বাহন আন।

সৈনিকদিগের প্রস্থান

মানসী। কি আনন্দ অজয়!

অজয়। কি জ্যোতিঃ মানসী!

মানসী। কোথায়?

অজয়। তোমার মুখে।—এই বিকট আর্ত্তনাদের জন্মভূমিতে, এই মৃত্যুর লীলাক্ষেত্রে, এই ভয়াবহ শ্মশানে, এই নক্ষত্রদীপ্ত অন্ধকারে, এ কি জ্যোতিঃ। ঝটিকাবিক্ষুব্ধ নৈশ সমুদ্রের উপর প্রভাতসূর্য্যের মত, ঘনকৃষ্ণ-মেঘান্তরিত স্থির নীল আকাশের মত, দুঃখের উপর করুণার মত—এ কি মূর্ত্তি!—একটা সৌন্দর্য্য! একটা গরিমা!—একটা বিস্ময়! মানসী!

হাত ধরিলেন

মানসী। অজয়!

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—উদয়পুরের রাজপথ। কাল—প্রত্যূষ

চারণদলের প্রবেশ, পশ্চাতে অমরসিংহ, গোবিন্দসিংহ, অজয়সিংহ ও অন্যান্য সামন্তগণ ও সৈন্য

গীত

জাগো জাগো নরনারী
জিনিয়া সমর আসিছে অমর—
বীরকুল তোমারি,

যদি, এসেছিল তারা করিতে ধ্বংস
মেবার চন্দ্র সূর্য্যবংশ
গেছে তারা শুধু রঞ্জিত করি'
মেবারের তরবারি।
তারা যবনদর্প করিয়া খর্ব্ব,
দীপ্ত করিয়া মেবার গর্ব্ব
এসেছে মেবার ললাট হইতে
ঘন মেঘ অপসারি।
আজি মেবারের মহামহিম অঙ্ক
কর বিঘোষিত, বাজাও শঙ্খ,
বরিষ পুষ্প সৌধমঞ্চে—দাঁড়াইয়া সারি সারি,
আরো যারা পড়ে আছে সমর-ক্ষেত্রে,
তাদের জন্য ভিজাও নেত্রে—
তাদের জন্য দাওগো—দুইটি
বিন্দু-অশ্রুবারি।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান আগ্রার রাজা সগরসিংহের গৃহকক্ষ। কাল—প্রভাত

রাজা সগর ও তাঁহার দৌহিত্র অরুণ

সগর। একটা ভৌতিক ব্যাপার বলতে হবে অরুণ—অমর মোগল সৈন্যকে মেবারযুদ্ধে কচুকাটা করেছে।

অরুণ। ধন্য রাণা অমরসিংহ!

সগর। অমর ছেলেবেলায় শুনেছি অত্যন্ত বেমক্কা রকম সৌখীন আর উড়ো মার্কাগুে ছিল। সে যে শেষে এ রকম দাঁড়াবে—

অরুণ। দাদামশায়! মহর্ষি বাল্মীকি প্রথম বয়সে দস্যু ছিলেন।

সগর। মহর্ষি বাল্মীকিটা কে? তুলসীদাসের ছেলে না?

অরুণ। মহর্ষি বাল্মীকির নাম শুনেন নি দাদামশায়! সে কি! তিনি একজন মহর্ষি ছিলেন।

সগর। ছিলেন নাকি! তাঁকে কখন দেখেছি ব'লে মনে হচ্ছে না ত।

অরুণ। দেখ্‌বেন কি! তিনি ত ত্রেতাযুগে জন্মেছিলেন!

সগর। কি যুগে?

অরুণ। ত্রেতাযুগে!

সগর। ও! তবে আমার জন্মাবার আগে। কিন্তু নাম শুনেছি। —রসিক পুরুষ এই বাল্মীকি!

অরুণ। সে কি দাদামশায়! তিনি যে রামায়ণ লিখেছিলেন।

সগর। লিখেছিলেন নাকি?—রামায়ণ বেশ বই।

অরুণ। ছিঃ দাদামশায়! রামায়ণ পড়েন নি? ভগবান্ রামচন্দ্র আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। তাঁর বিষয়ে কিছু জানেন না?—ছিঃ!

সগর। আরে পড়্‌বো কি! আমার যুদ্ধ কর্ত্তে কর্ত্তেই জীবনটা কেটে গেল। পড়্‌বার সময় পেলাম কৈ?

অরুণ। আপনি যুদ্ধ করেছিলেন নাকি?

সগর। উঃ, কি যুদ্ধ!—তোরা তখন জন্মাস নি। উঃ—

অরুণ। কার সঙ্গে?

সগর। এঁ্যা, ঐটেই ঠিক মনে হচ্ছে না। তবে যুদ্ধ করেছিলাম যে, তা ঠিক মনে আছে। তখন তোর মা—

অরুণ। আমার মা কোথায় দাদামশায়?

সগর। কেউ জানে না কোথায়। একদিন সকালে উঠে "মেবার মেবার" বলে' চেঁচিয়ে উঠ্‌লো। তারপর সন্ধ্যার সময় তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

অরুণ। আর আমার বাবা?

সগর। সে ত চিরদিনই একটু ক্ষেপাটে ছিল। সে তার পরে মহারাজ গজসিংহের গুজরাট-যুদ্ধে গিয়ে মারা গেল।

অরুণ। আমার মা বোধ হয় মেবারে।

সগর। সম্ভব।

অরুণ। দাদামশায়! আপনি মেবার ছেড়ে এখানে কেন এলেন? দেখুন দেখি, আপনার ভাই রাণা প্রতাপসিংহ দেশের জন্য জীবন দিলেন।

সগর। তাই এত অল্প বয়সে মারা গেল।—বেচারি!—আমি মানা করেছিলাম। আমার দোষ নাই।

অরুণ। এখনও শুন্তে পাই যে চারণ কবিরা পথে-ঘাটে তাঁর কীর্ত্তি গেয়ে বেড়ায়।

সগর। বলি, মরে ত' গেল? সে ত আর এ গান শুন্তে পাচ্ছে না? আমার বেশ মনে আছে, যে একদিন—তখন প্রতাপ আর আমি ছেলে-মানুষ—একদিন একটা বেজীর সঙ্গে একটা সাপের লড়াই হয়। আমি বল্লাম যে বেজী জিতবে। প্রতাপ বিশ্বাস করলে না। বেজী সাপের

মাথা লক্ষ্য করে' একবার এদিক্ একবার ওদিক লাফাচ্ছে। আর সাপ ফোঁস্ ফোঁস্ করে ফণার সাপট মাচ্ছে। শেষে দাঁড়ালো এই যে বেজীর কামড় বস্‌লো সাপের মাথার উপর, আর সাপের কেবল মাটিতে মাথা কোটাই সার হ'ল। ভায়া হে! বেজীর ব্যবসাই হ'ল সাপ মারা। সাপ পার্ব্বে কেন? তাই আমি বেজীর পক্ষ নিয়েছিলাম; আর প্রতাপ নিয়েছিল সাপের পক্ষ। এখনও তাই।

অরুণ। কিন্তু এই মেবার যুদ্ধ, দাদামশায়!—

সগর। ভায়া হে, ও রক্তবীজের বংশ। কত কাটবে? আর মুসলমানের দলসংখ্যা যদি কমে' যায় ত তারা আবার গোটাকতক হিন্দুকে 'মুসলমান করে' আবার লড়বে। হিন্দুরা সে রকম ত আর মুসলমানগুলোকে হিন্দু কর্ব্বে না। মুসলমানকে হিন্দু কর্ব্বে কি! যারা একবার কারে পড়ে' মুসলমান হয় তাদেরও তারা আর ফিরে নেবে না। ঐ জায়গাটাতেই হিন্দুরা ভুল করেছে।

অরুণ। কি রকম?

সগর। এই দেখ না, তোর মামা মহাবৎ খাঁ কেমন সাঁ করে' মুসলমান হ'ল। ওদের আব্‌দুল্লা ঐ রকম সাঁ করে' হিন্দু হোক্ দেখি? তা হবার যো নাই।

অরুণ। তবে আপনি মুসলমান হ'লেন না কেন দাদামশায়?

সগর। ঐ জায়গাটায় দাদা সাহসে কুলোলো না। আমার ছেলেটার সাহস অসীম। সে দ্বিধাও করল না। তবে আমি তার জন্য কাজটা অনেক এগিয়ে রেখেছিলাম। আমি সাহস করে' মোগলের পক্ষ না হ'লে মহাবৎ খাঁ সাহস করে' মুসলমান হ'তে পার্ত্ত না।

অরুণ। উঃ! কি সাহস!—দাদামশায়, আপনার মুসলমান হওয়া উচিত ছিল। যিনি হিন্দু হ'য়ে রামায়ণ পড়েন নি, তাঁর মুসলমান হওয়াই ঠিক্।

সগর। রামায়ণ!—সব গাঁজাখুরি।

মোগল-সৈন্যাধ্যক্ষ সায়েদ্ আবদুল্লার প্রবেশ

সগর। এই যে আবদুল্লা সাহেব! আদাব।

আবদুল্লা। বন্দে গি রাণা।

সগর। রাণা কে?

আব্‌দুল্লা। রাণা আপনি।

সগর। সে কি! কোথাকার রাণা?

আব্‌দুল্লা। মেবারের রাণা।

সগর। কি রকম! মেবারের রাণা ত অমরসিংহ।

আব্‌দুল্লা। আজ সম্রাট অপনাকে মেবারের রাণাপদে নিযুক্ত করেছেন।

সগর। সে কি!

আব্‌দুল্লা। তাঁর আদেশ, যে আপনি কাল চিতোরে যাত্রা করুন।

সগর। চিতোরে? কেন?

আব্‌দুল্লা। সেই আপনার রাজধানী।

সগর। আর অমরসিংহের রাজধানী রৈল তবে উদয়পুর?

আব্‌দুল্লা। সে ত আর রাণা নয়। সম্রাট্ তাকে পদচ্যুত করেছেন।

সগর। সে ছাড়বে কেন?

আব্‌দুল্লা। তার ছাড়্‌তে হবে।

সগর। আমায় কি গিয়ে তার সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে হবে না কি?—না সাহেব, আমি রাণাপদ চাই না।

অরুণ। কেন? আপনি ত এখনই বল্‌ছিলেন যে যুদ্ধবিদ্যাটা আপনার খুব জানা আছে, কেবল যুদ্ধ কর্ত্তে কর্ত্তে আপনার জীবনটা কেটে গেল।—করুন এখন যুদ্ধ।

সগর। অরুণ, তুই কি বল্‌ছিস্?—না সায়েদ সাহেব, আমি যুদ্ধ কর্ত্তে পার্ব্বো না! যুদ্ধ পাছে কর্ত্তে হয়, সেই ভয়ে আমি নির্ব্বিবাদে মোগলের কাছে এসে গলাটা বাড়িয়ে দিলাম। যুদ্ধ যদি কর্ত্তে হবে, ত নিজের দেশের পক্ষ হ'য়ে না লড়ে' তার বিপক্ষে যুদ্ধ কর্ত্তেই বা যাবো কেন? এ রকম ত কোন কথা ছিল না?

আব্‌দুল্লা। আপনার যুদ্ধ কর্ত্তে হবে না। যুদ্ধ যা কর্ত্তে হবে, তা আমরাই কর্ব্বো। আপনাকে শুদ্ধ অনুগ্রহ করে' মেবারের রাণা হ'য়ে চিতোরে বস্‌তে হবে।

সগর। অমর যদি চিতোর আক্রমণ করে?

আব্‌দুল্লা। তা কর্ব্বে না। এতদিন কর্‌ল না, আর আজ কর্ব্বে?

সগর। এও কি একটা প্রমাণ হ'ল সায়েদ সাহেব? একটা মানুষ আগে কখন মরেনি ব'লে সে কি কখনও মরে না? তুমি তা হ'লে সেদিন যে বিয়ে কর্‌লে, তবে বিয়ে করোনি?

আব্‌দুল্লা। কেন?

সগর। কারণ আগে ত কখন বিয়ে করোনি। এও কি একটা প্রমাণ?—হাস্‌ছিস্ যে অরুণ?—সাপে আগে কখন কামড়ায় নি বলে' যে কখন কাম্‌ড়াবে না, এটা কি রকম ক'রে সাব্যস্ত হয়, তা জানি না।

আব্‌দুল্লা। আরে মশায় ভড়্‌কাবেন কেন?

সগর। আরে মহাশয় ভড়কাব না কেন? এতে কেউ না ভড়্‌কে থাকতে পারে?—না—আমি সমস্ত ব্যাপারের উপর চটে গিয়েছি। আমি রাণা হতে চাই না।

আবদুল্লা। তা আপনি সম্রাটের কাছে চলুন ত, আপনার যা বক্তব্য তাঁর কাছে গিয়ে বল্‌বেন।

সগর। আচ্ছা চলুন সাহেব। কিন্তু এ অত্যন্ত নীচ কাপুরুষের কাজ—মুঠোর মধ্যে আমায় পেয়ে—শেষে রাণা করিয়ে দেওয়া! তার পর যদি—কি হবে কে জানে। কৃতঘ্নতা। ঘোরতর অবিচার—চল অরুণ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—উদয়পুরের রাজ-অন্তঃপুর। কাল—প্রভাত

মানসী একাকিনী গাহিতেছিলেন

গীত

নিখিল জগৎ সুন্দর সব পুলকিত তব দরশে
অলস হৃদয় শিহরে তব কোমল কর-পরশে।
শূন্য ভুবন পুণ্যভরিত, দশদিক কলরব-মুখরিত
গগন মুগ্ধ, চন্দ্র, সূর্য্য শতধা মধু বরষে।
চাহ—অমনি নববিকশিত পুষ্পিত বন পলকে
হাস—উজ্জল সহসা সব, বিমল কিরণঝলকে
কহ—স্নিগ্ধ অমিয়ভার, ক্ষরিত শত সহস্র ধার,
শুষ্ক শীর্ণ সরিৎ পূর্ণ নবযৌবনহরষে।
কেশে তব নৈশ নীল অরুণভাতি বরণে;
অঙ্গ ঘিরি' মলয় পবন, শতদল ফুটি চরণে।
কুসুমহারজড়িত পাণি, অধরে মৃদু মধুর বাণী,
আলয় তব সুশ্যামল নববসন্তসরসে।

অজয়সিংহের প্রবেশ

মানসী। কে? অজয়?

অজয়। হাঁ, আমি অজয়।

মানসী। এতদিন আস নাই কেন? অসুস্থ ছিলে?

অজয়। না।

মানসী। আমি বাবাকে তোমার সংবাদ জিজ্ঞাসা করেছিলুম। তিনি তোমায় কিছু বলেন নি?

অজয়। না মানসী। তুমি এখানে একা বসে' যে?

মানসী। গান গাচ্ছিলাম—আর ভাবছিলাম।

অজয়। কি ভাব্‌ছিলে?

মানসী। ভাব্‌ছিলাম যে মানুষ বড়ই দীন। মেবার যুদ্ধে আমার একটা মহা শিক্ষা হয়েছে—সে শিক্ষা এই যে মানুষ বড় দুর্ব্বল! এক তরবারির আঘাতে সে ভূমিসাৎ হয়, এক জ্বরের বিকারে সে শিশুর মত অসহায় হ'য়ে নুয়ে পড়ে। যাদের শোণিতের সঙ্গে মৃত্যুর বীজ মিশে রয়েছে, তারা পরস্পরকে ভাল না বেসে ঘৃণা কর্ত্তে পারে? কি অজয়, আমার মুখপানে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছ যে!

অজয়। তোমার মুখে আবার সেই স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ দেখ্‌ছি—সে দিন যা দেখেছিলাম।

মানসী। কোন দিন?

অজয়। সেই রাত্রিকালে—সেই মেবার যুদ্ধক্ষেত্রে। সেই দিন, সেই খানে, সেই অস্পষ্ট অন্ধকারে তোমাকে মূর্ত্তিমতী দয়ারূপে অবতীর্ণা দেখেছিলাম; সেই দিন আমার উন্মুখ প্রেম একটা অসীম হতাশার দীর্ঘশ্বাসে মিশিয়ে গেল।

মানসী। হতাশা কেন, অজয়!

অজয়। শুন্‌বে কেন? আমি বুঝ্‌লাম যে, তোমাকে আমার ধরবার চেষ্টা করা বৃথা। বুঝ্‌লাম যে, তুমি এ জগতের নও, যে তুমি শরীরী মহিমা, একটা স্বর্গের কাহিনী। ঈশ্বর তোমার আত্মার প্রভায় সমুজ্জ্বল তোমার দেহখানিকে তোমার আত্মার আবরণ করে' গড়েছিলেন, পাছে সেই আত্মার অনাবৃত তীব্র-জ্যোতিঃ জগতের পক্ষে অসহ্য হয়। আকাশ যদি একটা রঙ্গমঞ্চ হ'ত; প্রত্যেক নক্ষত্র যদি এক একটি পবিত্র চরিত্র হ'ত; জ্যোৎস্না যদি একটা অনাবিল সঙ্গীত হ'ত, ত সে মহানাটকের নায়িকা হ'তে—তুমি। আমি আর তোমায় ভালবাসা দিতে পারি না। ভক্তি দিতে পারি। মানসী! সে ভক্তির বিনিময়ে তোমার এক বিন্দু করুণা চাই, দিবে কি? (এই বলিয়া অজয় মানসীর হাতখানি ধরিলেন। এই সময়ে রাণী প্রবেশ করিলেন ও ডাকিলেন) "অজয়সিংহ!"

অজয় হাত সরাইয়া লইলেন

মানসী। কি মা?

রাণী। অজয়, আমার কন্যার সহিত এরূপ নিভৃতে আলাপ কর্‌বার অধিকার আমি তোমাকে দিই নাই।

অজয়। মার্জ্জনা কর্ব্বেন রাণী মা।

মানসী। কিসের জন্য মার্জ্জনা অজয়?

রাণী। মানসী! তুমি রাজকন্যা, মনে রেখো। যাও, ঘরের ভিতরে যাও।

মানসী চলিয়া গেলেন

রাণী। অজয়! তুমি গোবিন্দসিংহের পুত্র! তোমাকে আমরা প্রায় আমাদের পরিবারভুক্ত বিবেচনা করি। কিন্তু এটা তোমার মনে রাখা উচিত, যে মানসী এখন আর ঠিক কচি মেয়েটি নয়, আর তুমিও ঠিক কচি ছেলেটি নও। এখন থেকে এই কথাটি মনে করে' মানসীর সঙ্গে দেখা কোরো। আমার বিবেচনায় তার সঙ্গে তোমার আর দেখা না করাই ভাল।

অজয়। যে আজ্ঞে।

অজয় অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন

রাণী। বেশ গুছিয়ে বলেছি। অজয়ের সঙ্গে যদি আমার মানসীর বিয়ে হ'ত, বেশ হ'ত। কিন্তু তা কখন হয়? তা হয় না। তা হ'তেই পারে না।—(এই বলিয়া রাণী স্থিরপ্রতিজ্ঞভাবে ঘাড় নাড়িলেন। পরে কহিলেন)—"নাঃ। তা যখন হবার যো নেই, তখন তা আর ভেবে কি হবে।"

রাণা অমরসিংহ প্রবেশ করিলেন

রাণা। রাণী!

রাণী। রাণা!—এই যে আমি তোমায় খুঁজছিলাম।

রাণা। রাণী! তুমি মানসীকে ভৎ‍র্সনা করেছ?

রাণী। ভৎ‍র্সনা? কৈ? না।

রাণা। সে কাঁদ্‌ছে।

রাণী। (সবিস্ময়ে) কাঁদছে?

রাণা। যাও, দেখ দেখি কাঁদে কেন?

রাণী। ন্যাকা মেয়ে। আমি কাঁদবার কোন্ কথা বলেছি? তুমি মেয়েটাকে ত দেখবে না। মেয়েটার যদি কিছু কাণ্ডজ্ঞান থাকে। সে এক্ষণেই অজয়ের সঙ্গে—

রাণা। সাবধান রাণী। মানসীর সম্বন্ধে একটু সাবধান হয়ে কথা কোয়ো—মানসী—কে তা জান?

রাণী। কে আবার?

রাণা। ও যে কে, আমি জানি না। আমি ওকে এখনও চিন্তে পারিনি। ও কোথা থেকে এসেছে, আমি বুঝতে পাচ্ছি না।

রাণী। নেও! এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ।—যাই, দেখি মেয়েটা কাঁদে কেন। জ্বালাতন করেছে। (প্রস্থানোদ্যত)

রাণা। আর দেখ রাণী—

রাণী ফিরিলেন

রাণা। দেখ, মানসীকে কখন ভৎ‍র্সনা কোয়ো না। স্বর্গের একটা রশ্মি দয়া করে' মর্ত্তে নেমে এসেছে। অভিমান করে চলে' যাবে।

রাণী অঙ্গভঙ্গী দ্বারা হতাশা প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেলেন

রাণা বেদীর উপর বসিলেন ; পরে আকাশের দিকে চাহিয়া কহিলেন—

"এ জীবন একটা স্বপ্ন। ঐ আকাশ—কি নীল, স্বচ্ছ, গাঢ়! তার নীচে ধূসর মেঘগুলি ভেসে যাচ্ছে,—অলস, উদার, মন্থর,! প্রকৃতি জীবন-সমুদ্রের মত তরঙ্গিত হ'য়ে উঠছে, পড়ছে! এই অলস সৌন্দর্য্য কদাচিৎ ভীম আকার ধারণ করে। আকাশে মেঘ গর্জ্জন করে। পৃথিবীর উপর দিয়ে ঝড় ব'য়ে যায়। তারপরে আবার সব স্থির।"

গোবিন্দসিংহের প্রবেশ

রাণা। কে? গোবিন্দসিংহ। এ সময়ে হঠাৎ?

গোবিন্দসিংহ। রাণা! মেবার আক্রমণ কর্ব্বার জন্য নূতন মোগল-সৈন্য আবার এসেছে।

রাণা। এসেছে ত? তা পূর্ব্বেই জান্তাম গোবিন্দসিংহ। এক মেবারে এ যুদ্ধ শেষ হবে না। মোগল সমস্ত রাজপুতানা সমভূমি না ক'রে ছাড়বে না।

গোবিন্দ। আমাদের পক্ষে এখনও যুদ্ধের আয়োজন নাই কেন রাণা?

রাণা। প্রয়োজন?

গোবিন্দ। রাণা কি আর যুদ্ধ কর্ব্বেন না?

রাণা। যুদ্ধ!—কি হবে?

গোবিন্দ। সে কি রাণা! মোগল এবার তবে নির্ব্বিবাদে এসে মেবার অধিকার কর্ব্বে!

রাণা। মন্দ কি? যখন তার এত আগ্রহ!—

গোবিন্দ। রাণা সত্য সত্যই কি যুদ্ধ কর্ব্বেন না?

রাণা। না—একবার করেছি—করেছি।

গোবিন্দ। একটা চেষ্টা, একটা উদ্যম, একটা প্রতিবাদও না করে'—

রাণা। প্রয়োজন? আমি বুঝ্‌তে পার্চ্ছি যে তা নিষ্ফল! মেবার যুদ্ধে আমরা অনেক রাজপুত হারিয়েছি। মোগল সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধ যে কর্ব্বো,—সে সৈন্য কৈ?

সত্যবতীর প্রবেশ

সত্য। মাটি ফুঁড়ে উঠবে মহারাণা।

রাণা। কে? চারণী?

সত্য। হাঁ রাণা। আমি চারণী। শুন্‌লাম, মোগল আবার মেবার আক্রমণ কর্ত্তে এসেছে। দেখলাম এখনও মেবার নিশ্চিন্ত—উদাসীন। ভাবলাম, রাণার বুঝি এখন ঘুম ভাঙে নাই। তাই আমি রাণার ঘুম ভাঙাতে এলাম।

রাণা। চারণী! আমার আর যুদ্ধ কর্‌বার ইচ্ছে নাই! এবার সন্ধি কর্ব্বো।

সত্য। সে কি মহারাণা! এ মেবার জয়ের পর সন্ধি? এই মহৎ গৌরবের শিখর হ'তে এক ঝাঁপে গভীর অপমানের কূপে নেমে যেতে হবে?

রাণা। মেবার জয় চারণী! আমরা মেবারে জয়লাভ করেছি বটে—কিন্তু জান কি দেবী?—জান কি, যে এই মেবার যুদ্ধে আমরা অর্দ্ধেক সৈন্য হারিয়েছি; কত যে বীরের রক্ত দিয়ে আমরা সে জয় ক্রয় করেছি?

সত্য। কিছু দুঃখ নাই রাণা! বীরের রক্তই জাতিকে উর্ব্বর করে! দুঃখ সে দেশের নয় রাণা, যে দেশের বীর মরে; দুঃখ সেই দেশের, যে দেশের বীর মরে না।

রাণা। কিন্তু আমি দেখছি, যে আর একটি যুদ্ধ কর্লেই হবে না—এ সময়ের অন্ত নাই। এই মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে বিশ্ববিজয়ী দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে দাঁড়ান অবিমিশ্র উন্মত্ততা।

সত্য। উন্মত্ততা রাণা? তাই যদি হয়—তবে এ উন্মত্ততার স্থান সব বিবেচনা বিচারের বহু উর্দ্ধে। নিখিল বিশ্ব এসে এই উন্মত্ততার চরণ তলে লুটিয়ে পড়ে। স্বর্গ হ'তে একটা গরিমা এসে এই উন্মত্ততার মাথায় মুকুট পরিয়ে দেয়। উন্মত্ততা? উন্মত্ত না হ'লে কেউ কোন কালে কোন মহৎ কাজ কর্ত্তে পেরেছে?

রাণা। কিন্তু যে যুদ্ধের শেষ ফল নিশ্চিত মৃত্যু—

সত্য। রাণা প্রতাপসিংহের পুত্রের কাছে কি বেছে নেওয়া এত শক্ত যে কোনটি শ্রেয়ঃ—অধীনতা কি মৃত্যু? মর্ব্বার ভয়ে আমার রত্ন দস্যুর হাতে সঁপে দেবো? আর এ—যে সে রত্ন নয়—আমার যথাসর্ব্বস্ব, আমার বহু পুরুষের সঞ্চিত, বহু শতাব্দীর স্মৃতিস্নাত মেবারকে প্রাণভয়ে বিনাযুদ্ধে শত্রু-করে সঁপে' দেবো? তারা নিতে চায় ত মেরে কেড়ে নিক। নিশ্চিত মৃত্যু? সে কি একদিন সকলেরই নাই? মান দিয়ে ক্রয় করে' রাণা কি প্রাণটা চিরকাল রাখতে পার্ব্বেন?—উঠুন রাণা। মোগল দ্বারদেশে! আর স্বপ্ন দেখবার সময় নাই।

রাণা। চারণী! তুমি কে? তোমার বাক্যে গর্জ্জন, তোমার চক্ষে বিদ্যুৎ, তোমার অঙ্গভঙ্গীতে ঝটিকা। সূর্য্যের মত ভাস্বর, জলপ্রপাতের মত প্রবল, বজ্রের মত ভীষণ—কে তুমি? তুমি ত শুদ্ধ চারণী নও!

সত্য। কে আমি? শুনুন তবে কে আমি, গোপন করার প্রয়োজন নাই। আমি রাণা প্রতাপসিংহের ভাই সগরসিংহের কন্যা—সত্যবতী!

রাণা। তুমি রাজা সগরসিংহের কন্যা!—সে কি?

সত্য। সে পরিচয় দিতে আজ লজ্জায় আমায় মাথা নুয়ে পড়ছে। তবে পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আজ কন্যার যতদূর সাধ্য সে তা কর্চ্ছে। আমার পিতা আজ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে সিংহাসনচ্যুত কর্ব্বার জন্য চিতোর

দুর্গে কল্পিত রাণা হ'য়ে বসেছেন। আর আমি তাঁরই কন্যা আবার তাঁরই বিরুদ্ধে এই মেবারবাসীদের উত্তেজিত করে' বেড়াচ্ছি; তাদের বলে' বেড়াচ্ছি, যে, এই সগরসিংহ মেবারের কেহ নয়, তিনি মোগলের ক্রীতদাস। জানেন রাণা—আজ পর্য্যন্ত মেবারের একটি প্রাণীও পিতাকে কর দেয় নাই!

রাণা। জানি ভগিনী।

সত্য। রাণা! মেবারের জন্য, আমি আমার সৌধ, সম্ভোগ, পিতা পুত্র ছেড়ে, তার কানন উপত্যকায় চারণী সেজে, তার মহিমা গেয়ে বেড়াচ্ছি, আর আমার সেই সাধের মেবারকে তুমি একটা অতিরিক্ত কুক্কুরশাবকের ন্যায় বিলিয়ে দেবে!—(বলিতে বলিতে সত্যবতীর চক্ষে জল আসিল; কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। তিনি চক্ষু মুছিলেন।)

রাণা। শান্ত হও ভগিনী! তুমি আমার ভগ্নী, নারী, রাজকন্যা। তুমি যে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ কর্ত্তে পার, সে দেশের রাজা, তার ভাইও—তার জন্য প্রাণ দিতে পারে। গোবিন্দসিংহ, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। সৈন্য সাজাও।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—মেবারের সায়েদ্ আব্দুল্লার শিবির। কাল—রাত্রি

আব্দুল্লা, হুসেন ও হেদায়েৎ কথোপকথন করিতেছিলেন

আব্দুল্লা। এ দেশটায় বড় বেশী পাহাড়।

হেদায়েৎ। হাঁ জনাব।

আব্দুল্লা। তুমি যেবার হটলে, সেবার রাজপুতেরা কোন্ দিক দিয়ে আক্রমণ ক'রেছিল?

হেদায়েৎ। আমি ত হটিনি।

আব্দুল্লা। হটনি কি রকম? তোমায় বন্দী করে' নিয়ে গেল। আবার বল্‌ছ হটনি! হটা আবার কাকে বলে?

হেদায়েৎ। বন্দী করে' নিয়ে গেল কি? আমি চালাকির সহিত ধরা দিলাম।

আব্দুল্লা। চালাকির সহিত ধরা দিলে বুঝি?

হুসেন। হাঁ জনাব। উনি চালাকির সহিত ধরা দিলেন। যখন রাজপুতসৈন্য এসে পড়্‌লো, তখন আমাদের সৈন্যরা ভেবে চিন্তে খাপ থেকে তরোয়াল বার করল। পরে তারা তরোয়াল খাপ দু'টোই নিজের নিজের বিছানায় রাখলো। রেখে সকলেই বেশ ধীরভাবে নিজের গোঁফ চুমরে নিলো। পরে—খানাটা তৈরী কি না? না খেয়ে

যেতে পারে না।—খানাটা খেলো। তার পরে খানা খেয়ে চুল আঁচড়ে আবার গোঁফ চুমরে নিলো। তখন দেখা গেল যে রাজপুতসৈন্য আমাদের শিবিরের দরজায় এসে উপস্থিত। তখন আমাদের সৈন্যেরা বল্লে, "এস", বলে' যুদ্ধ কর্ত্তে গেল। কিন্তু আগে যে তরোয়াল আর তার খাপ পাশাপাশি রেখেছিল, তাড়াতাড়িতে তরোয়াল বলে' ভুল করে' তারা সব সেই খাপগুলো নিয়ে ছুটলো।

আব্দুল্লা। সবাই একরকম ভুল করলে বুঝি?

হেদায়েৎ। দৈব! দৈবের কথা কখন বলা যায় না।

আব্দুল্লা। তারা আর এক কাজ কর্ত্তে পার্ত্ত।

হেদায়েৎ। কি?

আব্দুল্লা। তারা খানা খেয়ে উঠে তরোয়াল আর খাপ দু'টো দু'পাশে রেখে, এক ঘুম ঘুমিয়ে নিতে পার্ত্ত।

হেদায়েৎ। শত্রু যে এসে পড়্লো, কি কর্ব্বে।

আব্দুল্লা। তা বটে। ঘুমিয়ে নেবার সময় ছিল না। তার পর তুমি কি করলে?

হেদায়েৎ। আমি আর কি কর্ব্বো?

আব্দুল্লা। বল্লে বুঝি, "এই নাও হাত দু'খানা বাঁধ, গলাটা বাঁচিও।"

হেদায়েৎ। না, তা বলিনি, তবে তারই কাছাকাছিই একটা কি বলেছিলাম। কি বলেছিলাম, ঠিক মনে হচ্ছে না।

আব্দুল্লা। যাক্—বিশেষ এমন জ'াকালো রকম নিশ্চয় কিছু বলনি, যা ভুলে গেলে উর্দ্দু-সাহিত্যের কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হয়। কথাটা হচ্ছে, তার পর তুমি ধরা দিলে?

হেদায়েৎ। হেঁ—আজ্ঞে সেনাপতি। ঐ একেবারে ঠিক অনুমান করেছেন। তবে ধরা দেবার আগেই এক বুড়ো সৈনিক, কাউকে নিশ্চয় ভুল করে,' আমার উপর দিয়ে এক গুলি চালিয়ে দিল।

আব্দুল্লা। তার পর শুনতে পাই, রাণার মেয়ে তোমার সেবা করেছিলেন।

হেদায়েৎ। হাঁ জনাব, রাণার মেয়ে বীর-কন্যা,—বীরের মর্য্যাদা বুঝেন। তার উপর এই চেহারাখানা জনাব—

হুসেনকে কুনো দিয়ে সঙ্কেত

হুসেন। হাঁ, চেহারাখানা একটা দেখবার মত জিনিষ বটে!

হেদায়েৎ। চেহারার মত চেহারা কি না।—হুসেন!

হুসেন। আলবৎ।

আব্দুল্লা। তাই দেখে রাণার কন্যা বুঝি—

হেদায়েৎ। সে আর কি বল্‌বো জনাব!

আব্‌দুল্লা। তিনি খুব সুন্দরী?

হেদায়েৎ। উঃ!

আব্‌দুল্লা। তিনি তোমায় কি বল্‌লেন?

হেদায়েৎ। সাহস পেলেন না জনাব!—সাহস পেলেন না। একবার প্রাণেশ্বরের "প্রা" পর্য্যন্ত উচ্চারণ করেছিলেন, "ণে"র টানটাও যেন দিয়েছিলেন; সেটা ঠিক হলফ করে' বল্‌তে পারি না। মিথ্যা কইব না। কিন্তু আমি এমনি কট্‌মটিয়ে তাকালাম, তার অর্থ "আমি সে ধাতুর লোক নই," যে তিনি বল্‌তে বল্‌তে হঠাৎ থেমে গেলেন, আর সাহস হ'ল না।

আব্‌দুল্লা। তার পর?

হুসেন। তার পর রাণা ভয়ে সেনাপতিকে ছেড়ে দিলেন।

হেদায়েৎ। নৈলে একবার দেখ্‌তাম।

আব্‌দুল্লা। বটে? হেদায়েৎ আলি তুমি বীর বটে!

হেদায়েৎ। না এমন আর কি বিশেষ। তবে যুদ্ধ বিদ্যাটা পয়সা খরচ ক'রে শেখা গিয়েছিল জনাব!

আব্‌দুল্লা। উঃ! পাহাড়গুলো রাত্রে কি কালো দেখাচ্ছে। এদেশে সবই পাহাড় বুঝি?

হেদায়েৎ। দু'টো চারটে নদীও আছে জনাব!

আব্‌দুল্লা। কাল সকালে ভাল করে' দেখা যাবে।

দূরে কামানের ধ্বনি

আব্‌দুল্লা। ও কি?—

হেদায়েৎ। হুসেন—

হুসেন। জনাব! মোগল-সেনাপতির আক্রমণের অপেক্ষা না করে' বুঝি রাণা এবার স্বয়ংই এসেছেন।

আব্‌দুল্লা। সৈন্যদের সাজতে বল, হুসেন।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—চিতোর দুর্গাভ্যন্তর। কাল—রাত্রি

একটি শয্যায় শায়িত অরুণসিংহ। অপর শয্যা শূন্য। রাজা সগরসিংহ দুর্গমধ্যে পাদচারণা করিতেছিলেন

সগর। এ আমায় চিতোরের দুর্গে এক রকম কয়েদ করে' রাখা। এই এমন বেজায় পুরাণো পাথর, আর সব মান্ধাতার আমলের পুরাণো গাছ, এক একটা যেন এক একটা ভূত। রাত্রে যখন বাতাস বয়, তখন সেটা বেশ টের পাওয়া যায়। যখন ঝড় হয়, তখন ত আর কোন সন্দেহই

থাকে না। যখন অন্ধকার হয়, তখন যেন সে আল্‌কাতরার মত কালো আর ঘন। নক্ষত্র দেখবার যো নাই। যা হোক, এখানে এসে একটা উপকার হয়েছে এই যে, এখানে এসে রামায়ণখানা একবার পড়া গেল, বেশ বই। আর চারণ-চারণীদের মুখে আমার পূর্ব্বপুরুষের কথা অনেক শোনা গেল। তাঁরা বীর ছিলেন বটে। না, সে বিষয়ে কোন রকম সন্দেহ কর্‌লে আর চল্‌ছে না। কিন্তু আজ আমার ভয় করছে যেন। তাই ত! এই নিৰ্জ্জন দুর্গ! আর বাইরে এই ঝড়!—প্রহরী, প্রহরী!

প্রহরীর প্রবেশ

দেখ্‌, খুব সাবধানে পাহারা দিবি—কেউ না ঢোকে!—ও বাবা! ওটা আবার কি?

প্রহরী। কৈ?

সগর। ঐ আবার—ঐ—ঐ আবার,—মরেছে রে!

প্রহরী। ও ঝড়ের ঝাপ্টা।

সগর। তোমাদের দেশের ঝড়ের ঝাপ্টাটা একটু বেশী দেখছি। খুব ঝড় হচ্ছে বুঝি?

প্রহরী। আজ্ঞে রাণা।

সগর। আর রাণা! এবারে বেঘোরে প্রাণটা গেল! ওরে তোদের দেশে অন্ধকার কি রকম? খুব অন্ধকার?

প্রহরী। আজ্ঞে।

সগর। এত বেশী অন্ধকার না হ'লেও চল্‌তো। তোরা জেগে থাকিস। আর বাইরে গোটাকতক আলো জ্বাল। অন্ধকারকে তাড়া কর্। এত অন্ধকারে আমার ঘুম হয় না। আর তোরা চারিদিকে সদলবলে তরোয়াল বের ক'রেই থাকবি। কেউ এলেই দিবি কোপ। দেখিস্, ভুলে যেন আমার ঘাড়ে কোপ দিস্‌নে!—যা।

প্রহরীর প্রস্থান

সগর। অরুণ ঘুমুচ্ছে। উঃ! কি ঘুমটাই ঘুমুচ্ছে। ও যদি একবার এপাশ ওপাশ ক'রে উঃ আঃ করে, তা হ'লেও বুঝি জেগে আছে। না আজ ঘুম হবে না। এই দুর্গে আমার পূর্ব্বপুরুষেরা থাকতো! তাদের যে খুব সাহস ছিল, তা এতেই বেশ বোঝা যাচ্ছে।—প্রহরী!

প্রহরীর প্রবেশ

সগর। জেগে আছিস্ ত বাবা! দেখিস্ যেন ঘুমোস্ নে। আর মাঝে মাঝে দু'টো একটা হাঁক ডাক দিস্ বাবা, যাতে বুঝি যে তোরা জেগে আছিস্—যা।

প্রহরীর প্রস্থান

সগর। অরুণ! অরুণ!

অরুণ। দাদা মশায়!

সগর। বেঁচে আছিস্ ত?—আচ্ছা ঘুমো। আজ রাতটা একটু সজাগ ঘুমোস্ দাদা! আমার ভয় কচ্ছে।

অরুণ। ভয় কি দাদা মশায়! ঘুমোন।

অপর পার্শ্বে ফিরিয়া নিদ্রিত

সগর। বেশ! তোমার আর কি? বলে' খালাস্। এদিকে—ঐ আবার—প্রহরী! প্রহরী!—ঐ যা ঘুমিয়েছে—ঐ—ঐ—প্রহরী! অরুণ! অরুণ!

অরুণ। কি? ঘুমুতে দেবেন না দাদা মশায়?

সগর। ও কি শুনছিস?

অরুণ। ও ঝড়। (পার্শ্বে ফিরিয়া শুইলেন)

সগর। আরে ও কখন ঝড় হয়! ঝড়ে কখন কথা কয়! ও যে কথা বল্‌ছে! (সভয়ে) ও! ও! ও!

অরুণ। কি দাদা মশায়!

সগর। ঐ ভূত!

অরুণ। সে কি দাদা মশায়—কৈ?

সগরসিংহ হাঁ করিয়া দূরে অঙ্গুলি-নির্দেশ করিলেন

অরুণ। কৈ আমি ত কিছু দেখ্‌ছি না! দাদা মশায়, আপনি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখ্‌ছেন।

সগর। (দূরে লক্ষ্য রাখিয়া) আমি আস্‌তে চাইনি। আমায় তারা জোর ক'রে পাঠিয়েছে। না, আমি রাণা নই—রাণা অমরসিংহ, আমায় বধ কোরো না—আমায় বধ কোরো না।

অরুণ। দাদা মশায়! দাদা মশায়!

সগর। ও কে! চিতোরের রাণা ভীমসিংহ! জয়মল! প্রতাপ! —না, আমি কাল এ দুর্গ ছেড়ে যাব। অমন করে' আমার পানে চেয়ো না! এরা কারা, এরা কারা—মেরো না, মেরো না।

এই বলিয়া সগরসিংহ চীৎকার করিয়া ভূপতিত হইলেন। অরুণ তাঁহাকে ধরিলেন। প্রহরী প্রবেশ করিল

অরুণ। জল আন প্রহরী। দাদা মশায় মূর্চ্ছিত হয়েছেন।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—উদয়পুরের রাজ-অন্তপুর। কাল—মধ্যাহ্ন

মানসী ও কল্যাণী

মানসী। আমি এখানে একটা কুষ্ঠাশ্রম স্থাপন করেছি, কল্যাণী!

তাতে এরই মধ্যে অনেক কুষ্ঠরোগী এসে আশ্রয় নিয়েছে। আহা বেচারীরা কি দুঃখী !

কল্যাণী। আপনার জীবন ধন্য।

মানসী। আমায় প্রশংসা কর কল্যাণী। আমার কাজ অনুমোদন কর। আমার হৃদয়ে বল দাও।

কল্যাণী। আপনাকে কি এ কাজে কেউ বাধা দেন?

মানসী। বাবা বাধা দেন না, আর সবাই দেন। বলেন—রাজকন্যার এ সব শোভা পায় না। যেন রাজকন্যার সুখী হ'তে নাই।

কল্যাণী। এ কি বড় সুখ?

মানসী। বড় সুখ কল্যাণী। পরকে সুখী ক'রেই প্রকৃত সুখ। নিজেকে সুখী কর্ব্বার চেষ্টা প্রায়ই ব্যর্থ হয়। হিংস্র জন্তুর মত সে চেষ্টা নিজের সন্তানকে নিজে ভক্ষণ করে।

কল্যাণী। দাদাও তাই বলেন। তিনি আপনার শিষ্য কি না। তিনি প্রায়ই আপনার নাম করেন।

মানসী। করেন?

কল্যাণী। তিনি আপনাকে পূজা করেন বল্লেই হয়। তিনিও আমায় বলেছেন—"তুমি তাঁর আত্মার হরিদ্বারে গিয়ে মাঝে মাঝে তীর্থস্নান ক'রে এসো।"

মানসী। তিনি নিজে আর আসেন না কেন? তাঁকে আস্‌তে বোলো কল্যাণী। আমি তাঁকে—আমার তাঁকে বড়ই দেখ্‌তে ইচ্ছে করে।

পরিচারিকার প্রবেশ

পরি। রাজকুমারী! এক ছবিওয়ালী এসেছে।

মানসী। ছবি বিক্রয় করে?

পরি। হাঁ।

মানসী। নিয়ে এসো।

পরিচারিকার প্রস্থান

মানসী। তোমার দাদা সমস্ত দিন কি করেন?

কল্যাণী। বাড়ীতে প্রায়ই তাঁকে দেখি না। তিনি ফিরে এলে জিজ্ঞাসা করলে বলেন—অমুক রোগীর সেবা কর্ত্তে গিয়েছিলেন, কি অমুক আর্ত্তকে সান্ত্বনা দিতে গিয়েছিলেন। এই রকম একটা কিছু বলেন।

ছবিওয়ালীর প্রবেশ

মানসী। তুমি ছবি বিক্রয় কর?

ছবিওয়ালী। হাঁ, মা।

মানসী। দেখি তোমার ছবিগুলি।

ছবিওয়ালী মোট নামাইয়া ছবিগুলি বাহির করিতে লাগিল। মানসী ইত্যবসরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—) "তোমার বাড়ী কোথায় ?"

ছবিওয়ালী। আগ্রায়।

মানসী। এতদূর এসেছ ছবি বিক্রয় কর্ত্তে ?

ছবিওয়ালী। আমরা সব জায়গায়ই যাই মা।

মানসী। এ ছবিটা কার ?

ছবিওয়ালী। সম্রাট আকবর-সাহার !

কল্যাণী। সম্রাট আকবর-সাহার! দেখি,—উঃ কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি !

মানসী। কিন্তু তাতে যেন একটা স্নেহ আর অনুকম্পা মাখান। —এটি কার ?

ছবিওয়ালী। মহারাজ মানসিংহের।

কল্যাণী। এ মুখখানিতে যেন একটা বিষাদ আর একটা নৈরাশ্য আছে।

মানসী। একটু চিন্তাকুল বটে! কিন্তু তার সঙ্গে বেশ একটু আত্মমর্য্যাদা আছে দেখেছ ?—এটা ?

ছবিওয়ালী। সম্রাট জাহাঙ্গীরের।

কল্যাণী। কি দাম্ভিক চেহারা !

মানসী। সঙ্গে সঙ্গে একটু প্রতিভাও আছে।—এটি কার চেহারা ?

ছবিওয়ালী। এটি মোগল-সেনাপতি খাঁ খানান হেদায়েৎ আলি-খাঁর! কি সুন্দর চেহারা দেখুন রাজকুমারী !

মানসী চেহারাখানি ক্ষণেক দেখিয়া হাস্য করিয়া উঠিলেন

কল্যাণী। হাস্‌ছেন যে !

মানসী। দেখ কি নির্ব্বোধের মত চেহারা। আর চেহারার সে কি ভঙ্গিমা! ঘাড়টি বাঁকান, কোঁকড়া চুল, মধ্যে সিঁথি—রমণীর মত যতদূর পুরুষের চেহারা করে' তোলা যায়—তাই !—একে বর্ব্বর, মূর্খ, অহঙ্কারীর মত দেখাচ্ছে।—এটি কার ?

ছবিওয়ালী। মহাবৎ খাঁর।

মানসী। সেনাপতি মহাবৎ খাঁর ? দেখি। (ক্ষণেক দেখিয়া) প্রকৃত বীরের চেহারা। কি উচ্চ ললাট, কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি! এমন তেজ, দৃঢ় পণ, ঔদার্য্য, আত্মাভিমান প্রায় একত্রে লক্ষিত হয় না। কি কল্যাণী! একদৃষ্টে দেখ্‌ছ কি ?

কল্যাণী। "না" (—এই বলিয়া শির নত করিলেন)

মানসী। ওগুলি কার ছবি?

ছবিওয়ালী। বাদশাহের ওমরাওদের।

মানসী। যাক্, আমি এই আকবরের, জাহাঙ্গীরের, মানসিংহের, আর মহাবৎ খাঁর ছবি ক'খানি নিলাম।—দাম কত?

ছবিওয়ালী। যা দেন।

মানসী অঞ্চল হইতে চারিটি স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া তাহাকে দিলেন —"এই নাও।"

ছবিওয়ালী। মুদ্রার উপর রাণা অমরসিংহের মূর্ত্তি না?

মানসী। হাঁ।

ছবিওয়ালী। আপনার ছবি একখানি পাই না?

মানসী। আমার ছবি নাই।

ছবিওয়ালী। কখন কেহ নেয় নাই?

মানসী। না।

ছবিওয়ালী। তবে আমি নেই—যদি অনুমতি করেন।

মানসী। আমার ছবি? কেন?

ছবিওয়ালী। এমন করুণা-মাখান মুখ আমি কখন দেখি নাই। আমি ভাল আঁকৃতে জানি না, তবে এ মুখখানি বোধ হয় আঁকতে পার্ব্বো।

মানসী। না—কাজ নাই।

ছবিওয়ালী। কেন রাজকুমারী!—কি আপত্তি?

মানসী। না—আপত্তি আছে!—তুমি এখন তবে এসো।

ছবিওয়ালী। আচ্ছা তবে আমি আসি রাজকুমারী।

মানসী। এসো। ছবিওয়ালীর প্রস্থান

মানসী। এত মনোযোগের সহিত কার চেহারা দেখ্‌ছ কল্যাণী?

কল্যাণী। না। (ছবিগুলি উল্টাইয়া মানসীর হাতে দিলেন)

মানসী। আমি সে ছবিখানি বার ক'রে দেবো? (বাছিয়া একখানি ছবি কল্যাণীকে দিয়া)—এইখানি না? নেও এ ছবিখানি—এত লজ্জা-সঙ্কোচ কিসের জন্য, কল্যাণী? তিনি ত তোমার স্বামী।

কল্যাণী। (অধোবদনে) তিনি বিধর্ম্মী।

মানসী। এই কথা? ধর্ম্ম কল্যাণী! যেমন সব মানুষ এক ঈশ্বরের সন্তান, সেই রকম সব ধর্ম্ম সেই এক ধর্ম্মের সন্তান। তবে তাদের মধ্যে এত ভ্রাতৃবিরোধ কেন, জানি না! পৃথিবীতে ধর্ম্মের নামে যত রক্তপাত হয়েছে, আর কিছুর জন্য বোধ হয় তত হয় নাই।

কল্যাণী। তাঁকে ভালোবাসায় আমার পাপ নেই?

মানসী। ভালোবাসায় পাপ! যে যত কুৎসিত, তাকে ভালোবাসায় তত পুণ্য! যে যত ঘৃণিত, সে তত অনুকম্পার পাত্র। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময়

সেই এক অনাদি সৌন্দর্য্যের কিরণ উচ্ছ্বসিত হচ্ছে। এমন হৃদয় নাই যেখানে সেই জ্যোতির একটিও রেখা এসে পড়ে নি। তার উপরে মহাবৎ খাঁ অধার্ম্মিক নন, তিনি মুসলমান মাত্র। তিনি যদি ঈশ্বরকে ব্রহ্ম না বলে' আল্লা বলেন, তাতে কি তিনি এই ভাষার ভোজ-বাজিতে পাপী হ'য়ে গেলেন?

কল্যাণী। আজ হতে আপনি আমার গুরু!

মানসী। প্রেমের রাজ্যে সুন্দর কুৎসিত নাই, জাতিভেদ নাই; প্রেমের রাজ্য পার্থিব নয়। তার গৃহ প্রভাতের উজ্জ্বল আকাশে। প্রেম-বন্ধন ব্যবধান মানে না। সে একটা স্বচ্ছ স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত সৌন্দর্য্য। মৃত্যুর উপর বিজয়ী আত্মার মত, ব্রহ্মাণ্ডের বিবর্ত্তনের উপর মহাকালের মত, সে সঙ্গীত অমর। কি দেখ্‌ছো কল্যাণী!

কল্যাণী।—(এতক্ষণ নির্ব্বাক বিস্ময়ে মানসীর মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন। মানসীর আকস্মিক প্রশ্নে যেন তাঁহার স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। তিনি কহিলেন—) "রাজকুমারী! আপনার হৃদয়খানি একটি সঙ্গীত—" (পরে কহিলেন) "আজ বিদায় হই রাজকুমারী! কাল আবার আস্‌বো, যদি অনুমতি করেন।"

মানসী। এসো কল্যাণী। কাল আবার এসো। আর অজয়কে আসতে বোলো।

কল্যাণী প্রস্থান করিলে পরে মানসী গাহিলেন

গীত

প্রেমে নর আপন হারায়, প্রেমে পর আপন হয়,
আদানে প্রেম হয়নাক হীন দানে প্রেমের হয় না ক্ষয়।
প্রেমে রবি শশী উঠে, প্রেমে কুঞ্জে কুসুম ফুটে,
বনে বনে মলয় সনে পাখী গাহে প্রেমের জয়।
সাগর মিলে আকাশ তলে, আকাশ মিলে সাগর জলে,
প্রেমে কঠিন পাষাণ গলে, প্রেমে নদী উজান বয়।
স্বর্গ মর্ত্ত্যে আসে নেমে, মর্ত্ত্য স্বর্গে উঠে প্রেমে,
প্রেমের গান গগনভরা, প্রেমের কিরণ ভুবনময়!

রাণীর প্রবেশ

রাণী। মানসী!

মানসী। কি মা?

রাণী। তোমার বাবা তোমায় ডাক্‌ছেন।

মানসী। কেন মা?

রাণী। তোমার বিবাহের ত একটা দিন স্থির কর্ত্তে হবে—তোমায় জিজ্ঞাসা কর্ত্তে চান। আমার কথা তাঁর গ্রাহ্যই হ'ল না।

মানসী। আমার বিবাহ?

রাণী। যোধপুরের রাজপুত্র কুমার যশোবন্ত সিংহের সঙ্গে তোমার বিবাহের যে সব ঠিক। তবে বিবাহের দিন-স্থির কর্ত্তে মহারাজের কাছে লোক যাচ্ছে।

মানসী কাঁদিয়া ফেলিলেন

রাণী। সে কি! কাঁদ কেন?

মানসী। না, কাঁদ্‌ছি না।—মা, আমি বিবাহ কর্ব্বো না।

রাণী। বিবাহ কর্ব্বে না? সে কি?

মানসী। পরিণয়ের গণ্ডীর মধ্যে আমার জীবনকে আবদ্ধ করে' রাখ্‌বো না। আমার প্রেমের পরিধি তার চেয়ে অনেক বড়।

রাণী। তা কি হয়—কুমারী হ'য়ে কি আর থাকা চলে!

মানসী। কেন চল্‌বে না মা!—বালবিধবা ব্রহ্মচর্য্য কর্ত্তে পারে, আর বালিকা কুমারী ব্রহ্মচর্য্য কর্ত্তে পারে না? আমি ব্রহ্মচর্য্য কর্ব্বো—আমি বাবাকে গিয়ে বল্‌ছি।

রাণী। এ কি রকম! মেয়েটা কি শেষে ক্ষেপে গেল না কি? যাবে না? রাণা ত দেখ্‌বেন না। যা ভয় কচ্ছিলাম—এই যে রাণা আসছে। আজ বেশ দু' কথা শুনিয়ে দেবো।

রাণার প্রবেশ

রাণা। রাণী! মানসী কোথায়?

রাণী। সে ত তোমার কাছেই গেল না? রাণা, মেয়েটা ক্ষেপে গেল।

রাণা। ক্ষেপে গেল?

রাণী। গেল বৈ কি। বলে সে বিবাহ কর্ব্বে না। বলে যে সে ব্রহ্মচর্য্য কর্ব্বে।

রাণা। ও! বুঝেছি।

রাণী। আমি বলেছিলাম যে মেয়েটাকে একটু শাসন কর। কর্‌লে না। তাই সে এ রকম অশায়েস্তা হয়েছে।

রাণা। রাণী! তুমি বোধ হয় কিছুই বুঝতে পাচ্ছ না।

রাণী। খুব পাচ্ছি!—ক্ষেপে গেল।

রাণা। এ ক্ষেপামি তোমার থাকলে রাণী, তোমাকে সোনার সিংহাসনে বসিয়ে পূজা কর্ত্তাম।

রাণী। নেও! "এক ভস্ম আর ছার, দোষ গুণ কব কার।"

রাণা। রাণী! আমি যে খুব বুঝতে পার্চ্ছি, তা নয়। তবে এটা বুঝছি যে এটা একটা স্বর্গীয় কিছু।

রাণী। তা যদি—

রাণা। কোন কথা ক'য়ো না রাণী। দেখে যাও। শুদ্ধ দেখে যাও।

প্রস্থান

রাণী। হয়েছে! মানসীর এ ক্ষেপামী পৈতৃক। আমার ভবিষ্যৎটা খুব উজ্জ্বল বলে' বোধ হচ্ছে না।

প্রস্থান

ষষ্ঠ

স্থান—গোবিন্দসিংহের গৃহের অন্তঃপুর। কাল—মধ্যাহ্ন

একখানি ছবি দেওয়ালে লম্বিত ছিল। তার কিয়দ্দূরে দাঁড়াইয়া পুষ্পগুচ্ছ-হস্তে কল্যাণী ছবিখানি দেখিতেছিলেন

কল্যাণী। প্রিয়! প্রিয়তম আমার! আমার যৌবননিকুঞ্জের পিকবর! আমার সুষুপ্তির সুখ-জাগরণ! আমার জাগ্রতের সোণার স্বপ্ন তুমি! তুমি আমার জগৎকে নূতন বর্ণে রঞ্জিত করেছ; আমার সামান্য জীবনকে রহস্যময় করে' গড়ে' তুলেছ! প্রভাতের সূর্য্য তুমি—কনক চরণক্ষেপে আমার অন্ধকার হৃদয়-কন্দরে প্রবেশ করেছ। হৃদয়ের রাজা তুমি—এসে আমার হৃদয়ের সিংহাসনখানি অধিকার করেছ। আশা তুমি—আমার জীবনের নৈরাশ্যকে মুখ তুলে চাইতে শিখিয়েছ। হে চির-মধুর! হে চির-নূতন! স্বামী আমার, দেবতা আমার, চির-জীবনের তপস্যা আমার!—(এই বলিয়া কল্যাণী সেই চিত্রকে পুষ্পের অঞ্জলি দিলেন। গোবিন্দসিংহ ইতিমধ্যে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার কন্যার সেই পূজা দেখিতেছিলেন। এখন গম্ভীরস্বরে কল্যাণীকে ডাকিলেন—"কল্যাণী!"

কল্যাণী। (ফিরিয়া) বাবা!

গোবিন্দ। ও কার চিত্র?

কল্যাণী। আমার স্বামীর।

গোবিন্দ। তোমার স্বামী?—মহাবৎ খাঁ?

কল্যাণী। হাঁ পিতা।

গোবিন্দ। এ চিত্র এখানে?

কল্যাণী। আমি আজ ঐ চিত্রটিকে ঐখানে উর্দ্ধে টাঙ্গিয়েছি—তাঁকে পূজা কর্ব্বো বলে'।

গোবিন্দ। পূজা কর্ব্বে বলে'?

কল্যাণী। হাঁ বাবা, পূজা কর্ব্বো বলে,!—কেন বাবা' তাতে কি অপরাধ? বাবা, ক্রুদ্ধ হবেন না। (পদতলে পড়িলেন)

গোবিন্দ। মহাবৎ খাঁ তোমার কে?

কল্যাণী। (উঠিয়া) মহাবৎ খাঁ আমার স্বামী।

গোবিন্দ। তোমায় বার বার বলি নাই কন্যা, যে তোমার স্বামী নাই?

কল্যাণী। পূর্ব্বে তাই বুঝেছিলাম! এখন বুঝেছি, যে আমার স্বামী আছেন।

গোবিন্দ। স্বামী আছে? বিধর্ম্মী মহাবৎ খাঁ তোমার স্বামী?

কল্যাণী। বাবা! আমি ধর্ম্ম জানি না, আচার জানি না। এই মহাবৎ খাঁর সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছিল। সেই বিবাহবন্ধনে ঈশ্বরকে সাক্ষী করে', সেদিন আমরা দুইজন এক হয়েছিলাম। কার সাধ্য আর সে বন্ধন ছিন্ন করে!

গোবিন্দ। মহাবৎ যবন হ'য়ে সে বন্ধন স্বয়ং ছিন্ন করে নাই?

কল্যাণী। না। তিনি মুসলমান হ'য়েও আমায় গ্রহণ কর্ত্তে চেয়েছিলেন।

গোবিন্দ। গ্রহণ কর্ত্তে চেয়েছিলেন! যবন হ'য়ে তারপর গোবিন্দ-সিংহের কন্যাকে গ্রহণ করা না করা মহাবৎ খাঁর ইচ্ছা, অনিচ্ছা? কল্যাণী! মহাবৎ যে দিন হিন্দুধর্ম্ম ছেড়ে মুসলমান হয়েছিল, সেই দিন সে তোমায় পরিত্যাগ করেছিল।

কল্যাণী। না, তিনি আমায় পরিত্যাগ করেন নাই।

গোবিন্দ। পরিত্যাগ করেন নাই? এখনও তোমার অপমানের মাত্রা পূর্ণ হয় নি।—তবে শোন। তুমি মহাবৎ খাঁকে পত্র লিখেছিলে?

কল্যাণী। লিখেছিলাম।

অজয়সিংহের প্রবেশ

গোবিন্দ। হা অদৃষ্ট! (স্বীয় ললাটে করাঘাত করিলেন) মহাবৎ সে পত্র ফেরত পাঠিয়েছে—আর তার উপর এই কটা কথা লিখেছে এই মাত্র—"কল্যাণী, আমি তোমায় গ্রহণ কর্ত্তে পারি না।" এই অপমানটুকু যেচে না নিলে চলছিল না? এই নাও সে পত্র। (পত্র ফেলিয়া দিলেন। কল্যাণী আগ্রহসহকারে তাহা কুড়াইয়া লইয়া সৌৎসুক্যে দেখিতে লাগিলেন)

গোবিন্দ। কি অজয়! সংবাদ ঠিক?

অজয়। হাঁ সংবাদ ঠিক পিতা। মোগল আবার মেবার আক্রমণ করেছে।

গোবিন্দ। এবার সেনাপতি কে?

অজয়। সাহাজাদা পরভেজ।

গোবিন্দ। কত সৈন্য?

অজয়। প্রায় লক্ষ।

গোবিন্দ। যাক্—এবার সব যাবে। মেবারের প্রাণটুকু ধুক্ ধুক্ কর্চ্ছিল—এবার সে যাবে। কি কল্যাণী! অধোবদনে রৈলে যে?

কল্যাণী। আমি কি বলবো বাবা?

গোবিন্দ। এখনও কি মহাবৎ খাঁ তোমার স্বামী?

কল্যাণী। শতবার। যে স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসে, সে স্বামীকে ত সকল স্ত্রীই পূজা করে। প্রকৃত সাধ্বী সেই,—স্বামী যে পায়ে পদাঘাত করে, সেই পা-দু'খানি যে স্ত্রী পূজা করে;—যার পতিভক্তির বিচ্ছেদে ক্ষয় নাই, অবজ্ঞায় সঙ্কোচ নাই, নিষ্ঠুরতায় হ্রাস নাই, নিরাশায় ক্ষোভ নাই,—যার পতিভক্তি অন্ধকারে চন্দ্রের মত শান্ত, ঝটিকায় পর্ব্বতের মত দৃঢ়, বিবর্ত্তনে ধ্রুবতারার মত স্থির,—যার পতিভক্তি সর্ব্বকালে, সর্ব্ব অবস্থায়, বিশ্বাসের মত স্বচ্ছ, করুণার মত অযাচিত, মাতৃস্নেহের মত নিরপেক্ষ;—সেই সাধ্বী স্ত্রী। মহাবৎ খাঁ আমার স্বামী, পতি, দেবতা;—তা তিনি আমায় পায়ে রাখুন বা। নাই রাখুন, সে আমার কাছে একই কথা।

গোবিন্দ। একই কথা? কল্যাণী! তুমি আমার কন্যা না?

কল্যাণী। হাঁ পিতা। আমি আপনার কন্যা। আপনার গৌরব আমি অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বো। বাবা! আজ আমি একটা গরিমা অনুভব কর্চ্ছি। আজ আমি দেখবার একটা মহৎ সুযোগ পেয়েছি, যে আমি তাঁর সাধ্বী-স্ত্রী। আপনি যেমন দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, আমি আজ আমার স্বামীর জন্য সেই মহা আনন্দময় উৎসর্গের পথে চলেছি।—আর আমায় রাখেকে?—(কল্যাণীর স্বর আবেগে কাঁপিতে লাগিল।)

গোবিন্দ। উৎসর্গ! তোমার এই কুলটা প্রবৃত্তিকে উৎসর্গ বল কন্যা!

অজয়। বিবেচনা করে' কথা কইবেন পিতা! আপনি ক্রোধে অন্ধ হ'য়ে কি বল্‌ছেন, আপনি জানেন না। নইলে যা অতি মহৎ, অতি সুন্দর, অতি পবিত্র, তাকে আপনি এত কুৎসিত মনে কচ্ছে'ন কেন আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

কল্যাণী। (সগর্ব্বে) দাদা, তুমি আমার ভাই বটে!

গোবিন্দ। আমি একশতবার বলি নাই অজয়, যে কল্যাণীর স্বামী নাই?—যে সে বিধবা?

কল্যাণী। আর আমিও প্রয়োজন হয়ত একশতবার বল্‌তে প্রস্তুত, যে জীবনে-মরণে মহাবৎ খাঁই আমার স্বামী!

গোবিন্দ। এই মহাবৎ খাঁ তোমার স্বামী?—এই ঘৃণ্য, নীচ, অধমাধম—

কল্যাণী। পিতা! মনে রাখ্‌বেন যে তিনি আপনার ঘৃণ্য হলেও তিনি আমার পূজ্য।

গোবিন্দ। পূজ্য? এই জাতিদ্রোহী বিধর্ম্মী মহাবৎ খাঁ গোবিন্দসিংহের কন্যার পূজ্য—হা অদৃষ্ট!

কল্যাণী। পিতা! আমি পিতা বুঝি না, জাতি বুঝি না, ধর্ম্ম বুঝি না। আমার ধর্ম্ম পতি। এর চেয়ে মহৎ ধর্ম্ম শাস্ত্রকারেরা আমার জন্যে লেখেন নি। পিতা! নারী যখন একবার ঝাঁপিয়ে পড়ে—সে অমৃতের সমুদ্রেই হউক, আর গরলের সমুদ্রেই হউক—সেই-খানেই তার জীবন, মরণ, ইহকাল, পরকাল। মহাবৎ খাঁ হিন্দু হৌন, মুসলমান হৌন, নাস্তিক হৌন, তিনি আর আমি একই পথের পথিক। তাঁর সঙ্গে যদি এর জন্যে নরকে যেতে হয়, তাও আমি যেতে প্রস্তুত।

গোবিন্দ। তবে তাই যাও। যথা ইচ্ছা যাও, আমি তোমায় পরিত্যাগ কর্লাম।

অজয়। সে কি পিতা! আপনি কি কচ্ছেন? কল্যাণী আপনার কন্যা—

গোবিন্দ। আমার কন্যা নাই—যাও কল্যাণী! তোমার স্বামীর কাছে যাও।

কল্যাণী। পিতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। তবে আমায় বিদায় দিউন পিতা। (কল্যাণী গোবিন্দসিংহকে প্রণাম করিলেন)

অজয়। পিতা! বিবেচনা করুন। এরূপ অন্যায় কর্বেন না! কল্যাণী নারী। যদি সে ভ্রম ক'রেই থাকে, অপরাধ ক'রেই থাকে, তাকে ক্ষমা করুন।

গোবিন্দ। পুত্র! কল্যাণী নরকে যেতে চায়। যাক্! আমি তাতে বাধা দিতে চাই না।

অজয়। তার সে নরক নয় পিতা। যেখানে প্রেমের পুণ্যালোক, সেইখানেই স্বর্গ।—হেলায় এ রত্ন হারাবেন না। আপনি কি কচ্ছেন, আপনি জানেন না।

গোবিন্দ। বেশ জানি অজয়!—কল্যাণী! যে অন্তরে দেশের শত্রু, আমার গৃহে তার স্থান নাই। তোমার ধর্ম্ম যদি "পতি"—আমারও ধর্ম্ম "দেশ"। যাও—(পশ্চাৎ ফিরিলেন)

কল্যাণী। যে আজ্ঞা পিতা।

চলিয়া যাইতে উদ্যত

অজয়। দাঁড়াও কল্যাণী। পিতা! তবে আমাকেও বিদায় দিউন।

গোবিন্দ। (সম্মুখে ফিরিয়া) সে কি অজয়?

অজয়। আমি এই অবলা বালিকাকে একা যেতে দিতে পারি না। আমিও এর সঙ্গে যাব।

গোবিন্দ। তোমায় আমি গৃহ হ'তে নিষ্কাশিত করি নি অজয়।

অজয়। আমিও তার অপেক্ষা করি নাই, পিতা! কল্যাণী নারী। আপনি তাকে তার পুণ্যের জন্য গৃহ হ'তে দূর করে' দিয়ে তাকে এই হিংস্র নরসঙ্কুল সংসারের মাঝখানে ছেড়ে দিচ্ছেন। এ সময়ে যদি তার স্বামী কাছে থাকতো, ত সে তাকে রক্ষা কর্ত্তো। তার স্বামী কাছে নাই, কিন্তু তার ভাই আছে। সে তাকে এ বিপদে রক্ষা কর্ব্বে—এসো কল্যাণী! আজ আমরা ভাই ও ভগ্নী এ অকূল ব্যত্যাবিক্ষুব্ধ সংসার-সমুদ্রে আমাদের তরী ভাসিয়ে দিলাম। দেখি কূল পাই কি না! পিতা, প্রণাম হই। (প্রণাম)

অজয় ও কল্যাণী চলিয়া গেল। গোবিন্দসিংহ প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—চিতোরের সন্নিহিত অরণ্য। কাল —সন্ধ্যা

সগরসিংহ ও অরুণসিংহ একটি বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়াছিলেন। দূরে একটি পাহাড়ের পরপারে সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল

সগর। আমার এ রাজ্যে একটুকুও থাকবার ইচ্ছা নাই। চিতোর দুর্গটা যেন একটা জেলখানা;—পুরানো, সেঁৎসেঁতে, আর অন্ধকার। আর এর চারিদিকে পাহাড়, আর গাছ; জনমানব নেই। আর এত বুড়ো গাছও কোথাও দেখিনি। আমি আগ্রায় ফিরে যাবো, অরুণ।

অরুণ। আমার কিন্তু এ জায়গা বেশ লাগে, দাদা মশায়। এর প্রতি পাহাড়ের সঙ্গে আমার পূর্ব্বপুরুষের স্মৃতি জড়ান রয়েছে। অতীত গৌরব-কাহিনী আপনার কাছে বড় মধুর ঠেকে না, দাদা মশায়?

সগর। মরেছে! আবার অতীত নিয়ে এলো! ওরে কুষ্মাণ্ড! অতীত যা তা অতীত, অতীত নিয়ে মাথা ঘামাস্ নে। মর্ব্বি।

অরুণ। কেন দাদা মশায়? আমার কাছে বর্ত্তমানের চেয়ে অতীত বড় মধুর বোধ হয়। বর্ত্তমান বড় তীব্র, বড় স্পষ্ট। কিন্তু অতীতের চারিদিকে একটা কুজ্ঝটিকা ঘেরে আছে। অতীত যেন—ঐ নীলিমার মত, উপন্যাসের মত, স্বপ্নের মত।

সগর। মরেছে! যা ভেবেছি তাই! যত বড় হচ্ছে, তত মায়ের আকার ধারণ কচ্ছে'।—ওরে ওরকম করিস্ নে। ঐ ক'রেই তোর মা বাড়ী ছেড়ে গেল। কোথায় যে গেল কেউ জানে না।

অরুণ। আমার মা কি এই সব কথা কইতেন?

সগর। হাঁ দাদা। সেই ত হল তার কাল। সে "মেবার" "মেবার" করে ক্ষেপে বেরিয়ে গেল।

অরুণ। আমি তাঁকে খুঁজে বা'র কর্ব্বো।

সগর। এই জঙ্গলের মধ্য থেকে? দাদা, এই জঙ্গলের মধ্যে যদি সূর্য্য ডুবে থাকৃতো, তাকে খুঁজে বের করা শক্ত হ'ত। তোর মা তো মা।

অরুণ। না দাদা মশায়! আর আমি আগ্রায় ফিরে যাব না, আপনি যাবেন ত যান। আমার এ জায়গা বড় মিষ্ট লাগে। যখন আমার মা এই দেশে, তখন এই আমার ঘর। আগ্রায় এতদিন আমি নির্ব্বাসিত ছিলাম।

সগর। যা ভেবেছি তাই! আগ্রায় বাদ্‌সার নূতন সাদা পাথরের বাড়ীদেখিস্ নি বুঝি? চল্ তোকে তাই দেখাবো।

অরুণ। আমি তা দেখ্‌তে চাইনে। তার চেয়ে এই পরিত্যক্ত নির্জ্জন বনও আমার কাছে মধুর।

সগর। আগ্রায় আটাত্তোরটা মস্‌জিদ আছে। একেবারে নূতন ঝক্‌ঝক্ কচ্ছে।

অরুণ। দাদা মশায়! আমার কাছে শত উদ্ধত স্বর্ণ-মসজিদের চেয়ে আমার দেশের একটি ভগ্নমন্দির প্রিয়তম। মোগলের পদতলে ব'সে রাজভোগ খাওয়ার চেয়ে আমার দীনা জননীর কোলে বসে' শাকান্ন খাওয়া ভাল!—দাদা মশায়! এরই জন্য আপনি দেশ ছেড়ে, ভাই ছেড়ে, শতপুণ্যকাহিনীজড়িত নিজের গৃহ ছেড়ে, পরের দুয়ারে গিয়েছিলেন ভিক্ষে মেগে খেতে? তারা, আপনাকে নিত্য স্বর্ণমুষ্টি ভিক্ষা দিলেও তার সঙ্গে তাদের পায়ের ধুলো মিশে আছে! তারা আপনার পানে তাকিয়ে যখন হাসে, তখন আমি দেখি, যে সে হাসির নীচে ঘৃণা উঁকি মাচ্ছে। আমার কাছে দাদা মশায়, পরের দত্ত স্বর্ণ-ভাণ্ডারের চেয়ে নিজের ভাইয়ের নিঃস্ব হাসিটিও মিষ্টি!

সত্যবতীর প্রবেশ

সত্য। বেঁচে থাক বাপ্! এই কথার মত কথা!

সগর। কে! সত্যবতী! এ কি স্বপ্ন! না—সত্যবতীই ত! তুমি এখানে মা!

সত্য। যে দিন স্বদেশের জন্য সন্ন্যাস নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলাম, তখন বৎস, তোর ছোট হাত দু'খানির বন্ধন ছিঁড়ে আসা সব চেয়ে শক্ত হয়েছিল। যখন এই পাহাড়ের ধারে ধারে মেবার-মহিমা গেয়ে বেড়াই, তখন তোর হাসিটি ভুলে থাকা সব চেয়ে কঠোর বোধ হয়! তুই এখানে এসেছিস শুনে আমি আর থাকৃতে পারলাম না। আমি

ছুটে তোকে দেখতে এলাম। এতক্ষণ অন্তরাল থেকে তোর সুধাবাণী শুন্‌ছিলাম, ভাব্‌ছিলাম—এ কি মর্ত্ত্যের সঙ্গীত! এও পৃথিবীতে আছে! তার পরে শেষে আর লুকিয়ে থাক্‌তে পার্‌লাম না!—পুত্র আমার! সর্ব্বস্ব আমার!

সত্যবতী হাত বাড়াইলেন

অরুণ। মা! মা!

সত্যবতীকে জড়াইয়া ধরিলেন

সগর। সত্যবতী! মা আমার! আমার পানে একবার তাকিয়ে দেখ্‌লিনে! আমি কি অপরাধ করেছি?

সত্য। কি অপরাধ! আপনি জানেন না কি অপরাধ? না, তা বুঝ্‌বার শক্তি আপনার নাই। আপনি এই দীনা প্রপীড়িতা হৃতসর্ব্বস্বা জননী জন্মভূমি ছেড়ে মোগলের প্রসাদভোজী হয়েছেন। সেই মোগলের দাস হয়েছেন;—যে আমাদের ভারতবর্ষ কেড়ে নিয়েছে, যে তার মন্দির বিচূর্ণ, তীর্থ অপবিত্র, নারী জাতিকে লাঞ্ছিত, আর তার পুরুষ-জাতিকে মনুষ্যত্বহীন করেছে; যে মোগল, দর্পে স্ফীত হ'য়ে এখন রাজপুতানার শেষ স্বাধীন রাজ্য মেবার, পুনঃ পুনঃ আক্রমণ, বিধ্বস্ত করেছে, তার শ্যামলতার উপর দিয়ে তার নিজের সন্তানের রক্তের ঢেউ বইয়ে দিয়েছে, আপনি সেই মোগলের কৃপাদত্ত স্পর্দ্ধায় আপনার ভায়ের পুত্রকে, রাণা প্রতাপসিংহের পুত্রকে, সিংহাসনচ্যুত কর্ত্তে বসেছেন! তবু বল্‌ছেন কি অপরাধ! যাক, পিতা, আপনি আপনার পথ বেছে নিয়েছেন। আমরা আমাদের পথ বেছে নিয়েছি।—এসো পুত্র! এ অন্ধকারে, এ দুর্দ্দিনে তুমিই আমার সহযাত্রী—আজ হৃদয়ে দ্বিগুণ বল পেয়েছি! এস পুত্র!

অরুণকে লইয়া প্রস্থানোদ্যত

সগর। যাস্‌নে সত্যবতী, যাস্‌নে অরুণ। আমিও তোদের সঙ্গে যাব। আমার আজ চোখ ফুটেছে। আমি আজ মাকে চিনেছি। আজ থেকে পরদত্ত নিগৃহীত কৃপা হৃদয় থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলাম। আজ থেকে দেশের সঙ্গে দুঃখ, দারিদ্র্য, অনশন বেছে নিলাম! আয় মা, আমার বুকে আয়।

সত্য। সে কি পিতা! এত সৌভাগ্য কি আমার হবে, যে এক মুহূর্ত্তে, এক সঙ্গে, আমার পিতা ও পুত্র ফিরে পাবো! সত্য! সত্য!

সগর। সত্য সত্যবতী! আমি আগে বুঝতে পারিনি। আমায় তুই ক্ষমা কর্। ক্ষমা কর্।

সত্য। বাবা! বাবা!

সত্যবতী এই বলিয়া নতজানু হইয়া পিতৃপদে প্রণতা হইলেন

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—উদয়পুরের সভাগৃহ। কাল—প্রভাত

সামন্তগণ দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন

জয়সিংহ। এই কামানের যুদ্ধ, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সোনার অক্ষরে লিখে রাখবার যোগ্য।

গোকুলসিংহ। পরভেজের রসদের পথ বন্ধ করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছিল।

ভূপতি। তিনি এই বন্যপথের অস্তিত্ব বোধ হয় অবগত ছিলেন না।

গোকুল। কিন্তু পালাবার পথটা বেশ জান্তেন।

জয়। আজ মেবারের গৌরবময় প্রভাত। দেখ কি নবীন আলোকে মেবারের পাহাড়ভূমি উদ্ভাসিত।

ভূপতি। এই সুন্দর মারুত, এই বিজয়বার্ত্তা ভারতময় রাষ্ট্র করুক।

রাণা অমরসিংহের প্রবেশ

সকলে। জয় রাণা অমর সিংহের জয়!

রাণা সিংহাসনে উপবেশন করিলেন

রাজকবি কিশোরদাস প্রবেশ করিলেন ও রাণার জয়গীতি গাহিলেন

গীত

রাজরাজ মহারাজ মহীপতি শাস' ধরা অসীম প্রতাপে
তব শৌর্য্যে যক্ষ রক্ষ অসুর নর—ত্রিভুবন কাঁপে।
তব মহিমা গায় জয়গান;
করে মেঘ মৃদঙ্গ গর্জ্জন;
করে আরতি আকাশে রবিশশী, টলে মহীধর তব পদদাপে।

রাণা। কিশোরদাস! তোমার গানের শেষে আর এক চরণ যুড়ে দিও।

কিশোরদাস। কি মহারাণা?

রাণা। "সবই যাবে তব পাপে!"

জয়। কেন রাণা?

রাণা। (ঈষৎ হাসিয়া) কেন?—জিজ্ঞাসা কচ্ছ!—দেখে নিও।

সত্যবতীর প্রবেশ

সত্য। মেবারের রাণার জয় হউক।

রাণা। কে! ভগিনী সত্যবতী? (সিংহাসন হইতে উঠিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন)—"এসো বোন।"

সত্য। মহারাণা! আমি বাইরে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ এই মেবারের বিজয়গাথা শুন্‌ছিলাম। শুন্তে শুন্তে চক্ষুদ্বয় আনন্দাশ্রুজলে ভরে এলো। আমি মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিস্পন্দভাবে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলাম। লঙ্কাজয়ের পর মহারাণার পূর্ব্বপুরুষ ভগবান্ রামচন্দ্রের অযোধ্যা প্রবেশের কথা মনে পড়তে লাগলো। তার পর গান থেমে গেল। বোধ হ'ল যে, কোন্ দেবী এসে তাকে তাঁর আভা দিয়ে নিজের স্বর্গরাজ্যে উড়িয়ে নিয়ে গেলেন! আমি স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় জেগে উঠ্‌লাম।

রাণা। গান এই রকমেই থেমে যায়—সত্যবতী। সব গানই একটা আনন্দ কোলাহলের মত উঠে; আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাসে মিলিয়ে যায়।

সত্য। সে কি রাণা! এই আনন্দের দিনে, আপনার এই নিরানন্দ চাউনি, এই বিরস আনন কেন? রাণা! আপনি আপনার এই নৈরাশ্য, প্রাণ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিন। আজ মেবারের গৌরবময় দিন।

রাণা। গৌরবের দিন বটে। একটা নূতন সংবাদ সত্যবতী। আমরা এ কামানের যুদ্ধে জিতিনি।

সত্য। আমরা জিতিনি? সে কি!—তবে মোগল জিতেছে?

রাণা। না রাজপুতই জিতেছে। কিন্তু আমরা—যারা এখানে এই জয়োৎসব কচ্ছি, তারা এ যুদ্ধ জিতিনি। যারা এ যুদ্ধ জিতেছে, তারা সব সমরক্ষেত্রে পড়ে' আছে। প্রকৃত যুদ্ধজয় তারা করে না সত্যবতী,—যারা নিশান উড়িয়ে, ডঙ্কা বাজিয়ে জয়ধ্বনি কর্ত্তে কর্ত্তে যুদ্ধ হ'তে ফেরে; আসল যুদ্ধজয় করে তারা—যারা সেই যুদ্ধে মরে!

সত্য। সে কথা সত্য রাণা। তাদের কীর্ত্তি অক্ষয় হউক—রাণা, শুভ সংবাদ আছে।

রাণা। কি সংবাদ সত্যবতী?

সত্য। রাণা সগরসিংহ—আমার পিতা, রাণার হস্তে চিতোরদুর্গ ছেড়ে দিয়েছেন। রাণা নির্ব্বিবাদে গিয়ে সেই দুর্গ অধিকার করুন।

রাণা। চিতোর দুর্গ আমার হাতে ছেড়ে দিয়েছেন! কি বলছ সত্যবতী! এ কি সত্য! এ কি হ'তে পারে!

সত্য। এ কথা সত্য, রাণা!

রাণা। তিনি যে হঠাৎ এ দুর্গ আমার হাতে ছেড়ে দিলেন? সম্রাটের আজ্ঞায়?

সত্য। না। তিনি সম্রাটের আজ্ঞা নেন নি। তাঁকে সম্রাট চিতোর দুর্গ দিয়েছেন। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে সে দুর্গ অর্পণ কর্ত্তে পারেন। পিতা অনুতপ্ত-চিত্তে এই দুর্গ রাণাকে দিয়ে—আগ্রায় ফিরে গিয়েছেন।

রাণা। সামন্তগণ! জয়ধ্বনি কর। স্বর্গীয় পিতার জীবনের স্বপ্ন আজ সফল হয়েছে—তাঁর পুত্রের বাহুবলে নয়, তাঁর ভ্রাতার দানে। দুর্গ অধিকার কর—সেনাদল গঠন কর, অগ্রসর হও, আক্রমণ কর। শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ কর।

সত্য। জয়, রাণা অমরসিংহের জয়!

সামন্তগণ। জয়, রাণা অমরসিংহের জয়!

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—গ্রাম্যপথপার্শ্বে একখানি অর্দ্ধভগ্ন কুটীর। কাল—সায়াহ্ন

কল্যাণী ও অজয় সেই পথে আসিতেছিলেন

কল্যাণী। আর হাঁটতে পারি না দাদা!

অজয়। আজ এই গ্রামেই আশ্রয় নেবো। এই কুটীরটি গ্রামের বাহিরে। বোধ হয় দোকান। দরোজা নাই। ভিতরে অন্ধকার।

কল্যাণী। ডাক দেখি।

অজয়। কে আছ? ভিতরে কে আছ?—কোন উত্তর নাই। কুটীরটি পরিত্যক্ত বোধ হচ্ছে।

কল্যাণী। আজ এইখানেই থাকি। আর হাঁটতে পারি না।

অজয়। বেশ। তুমি তবে এখানে অপেক্ষা কর। আমি ঐ গ্রামে গিয়ে আলো নিয়ে আসি।

কল্যাণী। যাও, আমি আর এক পাও নড়তে পারি না। আমি বড় ক্ষুধার্ত্ত হয়েছি দাদা!

অজয়। আমি কিছু খাবার নিয়ে আস্‌ছি। তুমি এখানে অপেক্ষা কর।

কল্যাণী। শীঘ্র এসো দাদা, আমার একা ভয় করে।

অজয়। আমি যত শীঘ্র পারি আস্‌বো, ভয় কি! এখানে জনমানব নাই।

প্রস্থান

কল্যাণী। কখন পথ হাঁটি নাই। তাই পথ হেঁটে আস্‌তে আমার চরণ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। এতেই আমার কি আনন্দ! এই স্বেচ্ছাকৃত দুঃখে দৈন্যে আমি যেন একটা অসীম গর্ব্ব অনুভব কচ্ছি।

নদী যেমন অপ্রতিহতগতি উত্তাল-তরঙ্গে সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়, আমি সেই রকম উদ্দাম-উল্লাসে আমার স্বামীর কাছে চলেছি। অথচ জানি না যে তিনি দাসীভাবেও আমায় তাঁর পায়ে স্থান দেবেন কি না। —কে তুমি?

ফকির-বেশে সগরসিংহের প্রবেশ

সগর। আমি রাজপুত। কোন ভয় নাই মা! আনি দেখছি, আপনি রাজপুত নারী। আপনি এখানে একা যে মা?

কল্যাণী। আমার ভাই একটা বাতি আর কিছু খাদ্য আস্তে এক্ষুণি ঐ গ্রামে গিয়েছেন।

সগর। উত্তম। তবে তিনি ফিরে আসা পর্য্যন্ত আমি এখানে থাকবো। এই স্থানে মুসলমান সৈন্যের কিছু দৌরাত্ম্য, আজ চার পাঁচ জনকে এখনি এই স্থানের নিকটে দেখেছি। তোমার ভ্রাতা ফিরে আসা পর্য্যন্ত আমি তোমায় রক্ষা কর্ব্বো।

কল্যাণী। আমায় রক্ষা করুন!—আমার ভয় কচ্ছে।

নেপথ্যে। এই কুঁড়ে ঘরে?

নেপথ্যে। হাঁ এইখানেই (দ্বারে আঘাত)।

কল্যাণী। কেও?—দাদা! দাদা!

দস্যুগণের প্রবেশ

১ম দস্যু। এই যে! এই যে!

৩য় দস্যু। ধর্।

১ম দস্যু। (কল্যাণীকে ধরিতে উদ্যত হইলে কল্যাণী দূরে সরিয়া গেলেন, কহিলেন—) "রক্ষা কর, রক্ষা কর।"

সগরসিংহ অগ্রসর হইয়া কহিলেন—"সাবধান!"

১ম দস্যু। এ কে?

২য় দস্যু। যেই হোক—মার একে।

সগরসিংহ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ও ভূপতিত হইলেন

কল্যাণী। দাদা! দাদা! দাদা!

অজয়ের প্রবেশ

অজয়। ভয় নাই কল্যাণী! আমি এসেছি।

এই বলিয়া অজয়সিংহ ক্ষিপ্রহস্তে তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন—দস্যুগণ ভূপতিত হইল। অবশিষ্ট দস্যুগণ পলায়ন করিল।

অজয়। এদের সব শেষ করেছি।—আপনি কে?

কল্যাণী। ইনি আমায় রক্ষা কর্ত্তে এসে আহত হয়েছেন।

সগর। তোমরা কে?

অজয়। আমি গোবিন্দসিংহের পুত্র অজয়সিংহ। ইনি আমার ভগ্নী কল্যাণী।

সগর। সে কি! মহাবৎ খাঁর স্ত্রী কল্যাণী!

অজয়। হাঁ বীরবর, আপনি কে?

সগর। আমি সেই মহাবৎ খাঁর পিতা—সগরসিংহ।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—যোধপুরের মহারাজ গজসিংহের কক্ষ। কাল—প্রভাত

মাড়বারপতি গজসিংহ, পারিষদ হরিদাস, গজরাজ পুত্র অমরসিংহ ও দূতবেশে অরুণসিংহ

গজসিংহ। দূত! বল মেবারের মহারাণাকে, যে আমি এ বিবাহে সম্মত হ'তে পার্লাম না। আমি সম্রাটের বিদ্রোহীর সঙ্গে কোন রকম সম্বন্ধ রাখ্‌তে চাই না—কি বল হরিদাস?

হরিদাস। অবশ্য। অবশ্য।

অরুণ। বিদ্রোহী কিসে মহারাজ? মেবার এখনও মোগলের পদানত হয় নাই। যে স্বাধীনতা সে এতদিন রক্ষা করে' এসেচে, সে স্বাধীনতা রক্ষা কর্ব্বার চেষ্টা করার নাম বিদ্রোহ নয়।

গজ। এরই নাম বিদ্রোহ। সমস্ত রাজপুতানা অবনত-শিরে মোগলের প্রভুত্ব স্বীকার করে, কেবল একা মেবার মাথা উঁচু করে থাকবে?

অরুণ। বুঝেছি। মহারাজের হিংসা হচ্ছে! সব পর্ব্বত-শিখর হ'তে গৌরবময় রশ্মি নেমে গিয়েছে, শুদ্ধ সে রশ্মি যে এখনও মেবারের পর্ব্বতের চূড়ো ঘিরে থাকবে—সেটা মহারাজের সহ্য হচ্ছে না। সব রাজপুত-রাজের শির উলঙ্গ, কেবল মেবারের রাণার মুকুট যে তাঁর মাথায় থাকবে, এ দৃশ্য মহারাজের চক্ষুঃশূল হ'তেই পারে!—তবে মহারাজ! এ গৌরব থেকে ত রাণা আপনাদের বঞ্চিত করেন নি। আপনারা নিজেরাই নিজেদের বঞ্চিত করেছেন, এ রাণার দোষ নয়।

গজ। দূত! তোমার সাহস আছে। মহারাজ গজসিংহের সম্মুখে এ আস্পর্দ্ধার কথা আর কেহই কইতে পার্ত্ত না। রাণা যদি এমন মূঢ়, উদ্ধত, উন্মাদ হন, যদি মনে করেন, যে তিনি বিংশতি সহস্র রাজপুত নিয়ে ভারতসম্রাটের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন, সে উন্মত্ততা তাঁকেই সাজে।

অরুণ। সত্য বলেছেন মহারাজ! এ উন্মত্ততা তাঁকেই সাজে। এ উন্মাদ হবার শক্তি আপনার নাই। মহারাজ! আপনি সত্য কথা বলেছেন।

গজ। দূত! তুমি অবধ্য, নহিলে—

অরুণ। এতটুকু মনুষ্যত্ব আপনার আছে। দূত অবধ্য এ কথা শিখেছেন কোথায় মহারাজ? আপনার মুখে এত বড় নীতি, এত বড় কথা।

গজ। দূত! আমার ধৈর্য্যের সীমা আছে। যাও, রাণাকে বলগে এ বিবাহে আমি অসম্মত। যাও—

অরুণ। যাচ্ছি। তবে একটা কথা বলে' যাই মহারাজ!—আমি শুনেছি, আপনি বার বার সম্রাটের পক্ষ হয়ে দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ করেছেন, গুর্জ্জর জয় করেছেন। বোধহয় এবার মেবারেও আসবেন। আমি সেই নিমন্ত্রণ করে' গেলাম! (প্রস্থানোদ্যত)

গজ। উত্তম, তাই হবে! দাঁড়াও দূত! তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে।

অরুণ। কি? আমায় বন্দী কর্ব্বেন?

গজ। হাঁ দূত!—অমর! দূতকে বন্দী কর।

অমর। সে কি পিতা! এ ত দূত! দূতের উপর অত্যাচার ক্ষাত্র-ধর্ম্ম নয়।

গজ। ধর্ম্মাধর্ম্ম তোমার কাছে শিখ্‌তে আসিনি অমরসিংহ। আমার আজ্ঞা প্রতিপালন কর।

অমর। আমি এ অন্যায় আজ্ঞা প্রতিপালন কর্ত্তে স্বীকৃত নই।

গজ। স্বীকৃত নও? উদ্ধত বালক! শোন, তুমি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র। কিন্তু যদি অবাধ্য হও, ত ভবিষ্যতে এ রাজ্য তোমার নয়—এ রাজ্য আমার কনিষ্ঠপুত্র যশোবন্ত সিংহের।

অমর। আপনার আবার রাজ্য! মোগলের পদাঘাত আর করুণা একত্রে গলিয়ে আপনার যে সিংহাসনখানি তৈরী হয়েছে, সে সিংহাসনে বস্‌বার জন্য আমি আদৌ লালায়িত নই—জান্‌বেন। মোগলের পাদুকা শিরে বহিবার জন্য আমার কোন আগ্রহ নাই।

গজ। উত্তম। তবে আমি এই দণ্ডে তোমাকে রাজ্য হ'তে নির্ব্বাসিত কর্‌লাম। যাও।

অমর। এই মুহূর্ত্তে।

প্রস্থান

গজ। (ক্ষণেক পরে) যাও দূত! তোমায় বন্দী কর্ব্বো না।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—মহাবৎ খাঁর বহিঃকক্ষ। কাল—রাত্রি

মহাবৎ একাকী

মহাবৎ। আমি তাকে পরিত্যাগ করেছি বটে, তবু তাকে এখনও

মনে পড়ে। এখনও সেই প্রেমবিহ্বল ঢল ঢল কিশোর মুখখানি মনে আসে। তখন মনে হয় কি রত্ন হারিয়েছি। কেন তার পত্র ফেরত পাঠিয়ে দিলাম? এত উচ্ছ্বাসের, এত নির্ভরের বিনিময়ে—আমার সেই তাচ্ছিল্য, সেই অবজ্ঞা, অনুচিত, অপৌরুষ হয়েছিল। তখন কল্যাণীর পিতার প্রতি ক্রোধে তার উন্মুখ প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। অন্যায় করেছিলাম—এখন বুঝতে পার্চ্ছি। যদি এখন তার ক্ষমা চাইবার সুযোগ থাকত, ত করজোড়ে তার ক্ষমা ভিক্ষা কর্ত্তাম।—কে?

দৌবারিকের প্রবেশ

দৌবারিক। খোদাবন্দ। মহারাজ গজসিংহ হুজুরের সাক্ষাৎ চান।

মহাবৎ। গজসিংহ! যোধপুরের রাজা?

দৌবারিক। খোদাবন্দ্‌!

মহাবৎ। এখানেই নিয়ে এসো—

দৌবারিকের প্রস্থান

মহাবৎ। মহারাজ গজসিংহ আমার ভবনে!—এই কাপুরুষ অধম হীন মোগলের স্তাবক—এই যে মহারাজ!

গজসিংহের প্রবেশ

গজ। আদাব।

মহাবৎ। বন্দিকি! মহারাজ গজসিংহ, এ দীনের ভবনে কি মনে করে'? কোন সংবাদ আছে?

গজ। সম্রাট আপনাকে একবার ডেকে পাঠিয়েছেন।

মহাবৎ। সম্রাটের অনুগ্রহ।—মেবার-যুদ্ধে যাবার জন্য বোধ হয়?

গজ। হাঁ খাঁ-সাহেব!

মহাবৎ। আমি পুনঃ পুনঃ তাঁকে এ বিষয়ে আমার অভিমত জানিয়েছি; তথাপি বারবার তিনি আমাকে এরূপ সম্মানিত কর্চ্ছেন কেন, মহারাজ?

গজ। মেবারের রাণার কাছে এই বারংবার মোগল-সৈন্যের পরাজয়ে সম্রাট্ অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছেন। এবার তিনি আবার আপনাকে অনুরোধ কর্ত্তে বাধ্য হয়েছেন। একা আপনিই তাঁকে এ অপমান থেকে রক্ষা কর্ত্তে পারেন। আপনি তাঁর ভক্ত প্রজা।

মহাবৎ। কে বল্লে?

গজ। সকলেই জানে।

মহাবৎ। হুঁ—(কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিলেন)

গজ। খাঁ-সাহেব! এবার আপনি মেবার-যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করুন। জানি—মেবার আপনার জন্মভূমি। জানি—আপনি রাণা অমরসিংহের ভাই। কিন্তু এ কথাও সত্য, যে আপনি সে মেবার জন্মের মত পরিত্যাগ

করেছেন। আপনি সে ধর্ম্ম ত্যাগ করেছেন। মেবারের সঙ্গে বন্ধনের শেষগ্রন্থি আপনি মুসলমান হ'য়ে স্বয়ং ছিন্ন করেছেন। তবে আর এ দ্বিধা কেন?

মহাবৎ। (অর্দ্ধস্বগত) যদি মেবার আমার জন্মভূমি না হ'ত।

গজ। সে জন্মভূমি কি আর কখনও আপনাকে নিজের কোলে তুলে নেবে? যান দেখি আপনি আবার মেবারে। বন্ধুভাবেই যান। মেবার-বাসী আপনার প্রতি তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করে' বল্‌বে—"ঐ প্রতাপসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র—বিধর্ম্মী মুসলমান হয়েছে।" বৃদ্ধগণ ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে' যাবে। যুবকগণ রোষরক্তিম-নয়নে আপনার পানে চাইবে। নারীগণ গবাক্ষদ্বার হ'তে আপনার প্রতি অভিশাপবৃষ্টি কর্‌বে। কোন আশা নাই খাঁ-সাহেব, যে, কোন দিন কোন কারণে রাজপুত আবার আপনাকে ভাই বলে' নিজেদের মধ্যে আলিঙ্গন করে নেবে।

মহাবৎ। হুঁ—(ভাবিতে লাগিলেন।)

গজ। আপনার ভবিষ্যৎ মোগলের সঙ্গে জড়িত। তার উন্নতির সঙ্গে আপনার উন্নতি, তার পতনের সঙ্গে আপনার পতন। ভেবে দেখুন খাঁ-সাহেব।

সন্ন্যাসীবেশে সগরসিংহের প্রবেশ

সগর। মহাবৎ!

মহাবৎ। এ কি! পিতা! এখানে! এ বেশে!

সগর। আমি সন্ন্যাস নিয়েছি মহাবৎ খাঁ!

মহাবৎ। সে কি পিতা!

সগর। আশ্চর্য্য হচ্চ, মহাবৎ!—হ্যাঁ, আশ্চর্য্য হবার কথা বটে। দেশ, জাতি, ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে, ইহকাল হারিয়ে, চিরজীবনটা বিজাতির করুণাকণার ভিখারী হ'য়ে জীবনের সন্ধ্যাকালে ফিরে দাঁড়িইছি, আশ্চর্য্য হবার কথা বটে! কিন্তু, ফিরে দাঁড়িইছি কেন, জান মহাবৎ খাঁ?

মহাবৎ। না পিতা—

সগর। ফিরে দাঁড়িইছি, কারণ এতদিন পরে স্নেহময়ী মায়ের ডাক শুনেছি। কি গভীর! কি করুণ! কি গদগদ!—মায়ের সে আহ্বান! মহাবৎ!—তুমি তা কল্পনাও কর্ত্তে পারো না—আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্চ্ছি! আর তোমায় বল্‌তে এসেছি, যে তুমি তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর।

মহাবৎ। আমার পাপের!

সগর। হ্যাঁ, তোমার পাপের। আমি স্বজন ছেড়ে, সেধে মোগলের দাস হয়েছিলাম। তুমি তার উপর উঠেছ। তুমি ধর্ম্ম পর্য্যন্ত ছেড়েছ। তোমার পাপের সীমা নাই।

মহাবৎ। পিতা! আমার পাপ কোন জায়গায় আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। আমার যদি এই বিশ্বাস হয়, যে ইসলাম-ধর্ম্ম সত্য—

সগর। তোমার বিশ্বাস মহাবৎ খাঁ! তোমার এই বিশ্বাস কিসে হ'ল পুত্র? কোরাণ পড়েছ অবশ্য। সে অবশ্য অতি মহৎ ধর্ম্ম! হিন্দুধর্ম্ম তাকে হিংসা করে না। তার সঙ্গে এর বিবাদ নাই। কিন্তু তোমার নিজের; তোমার পিতা প্রপিতামহের; ব্যাস, কপিল, শঙ্করাচার্য্যের সেই ধর্ম্ম ছাড়বার আগে—সে ধর্ম্মটি পড়ে' দেখেছিলে কি মহাবৎ খাঁ? মূর্খ অনক্ষর হ'য়ে এত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার তোমার কবে থেকে হ'ল! যে ধর্ম্মের মূলমন্ত্র প্রবৃত্তিকে দমন, আত্মজয়; যে ধর্ম্মের চরম বিকাশ সর্ব্বভূতে দয়া,—যে দয়া শুদ্ধ মনুষ্য জাতিতে আবদ্ধ নয়, সামান্য পিপীলিকাটি বধ কর্ত্তে যে ধর্ম্ম নিষেধ করে;—সেই ধর্ম্ম তুমি এক কথায় ছেড়ে দিয়ে—মহাবৎ খাঁ! মহাবৎ খাঁ—তুমি কি পাপ করেছ, তুমি জান না।

মহাবৎ। পিতা! আমি বিস্ময়ে নির্ব্বাক হ'য়ে গিয়েছি, যে আপনি আজ—

সগর। যে আমি আজ ধর্ম্মের ব্যাখ্যা কর্ত্তে বসেছি। আশ্চর্য্য হবারই কথা! আমি নিজেই আশ্চর্য্য হই, সেই পাষণ্ড আমি এই হয়েছি,—যে সংসারে অর্থ ছাড়া কিছু বুঝে নাই, সে ধর্ম্মের জন্য সন্ন্যাস নিয়েছে! কিন্তু মহাবৎ খাঁ! এমন হৃদয় নাই যেখানে উচ্চ প্রবৃত্তির একটি তারও উঁচু সুরে বাঁধা নাই। একদিন দৈববশে যদি সেই তার ঘটনার অঙ্গুলিপ্রহত হ'য়ে সহসা বেজে ওঠে, অমনি এক মুহূর্ত্তে সে সমস্ত হৃদয় তোলপাড় করে' দেয়। আত্মা তখন ক্ষুদ্র স্বার্থের নির্ম্মোক নির্মুক্ত হ'য়ে অনন্ত আকাশের দিকে ছুটে চলে' যায়। এ কথা কল্যাণী সেদিন বলেছিল।

মহাবৎ। কল্যাণী!

সগর। হাঁ, কল্যাণী সেদিন সে কথা বলেছিল। সে কথাটা এখনও আমার কানে সঙ্গীতের স্মৃতির মত বাজছে। জান মহাবৎ, যে কল্যাণীর পিতা কল্যাণীকে নির্ব্বাসিত করেছেন।

মহাবৎ। নির্ব্বাসিত করেছেন?—কি অপরাধে?

সগর। এই অপরাধে, যে কল্যাণী এখনও তোমার—এক বিধর্ম্মীর পূজা করে।

মহাবৎ। তার সঙ্গে আপনার কোথায় সাক্ষাৎ হ'ল পিতা?

সগর। একটি গ্রামের একটি পরিত্যক্ত ভগ্নকুটীরে।

মহাবৎ। এই আপনার উদার—অত্যুদার—হিন্দুধর্ম্ম পিতা!—মুসলমানের প্রতি তার এত ঘৃণা, এত তার দম্ভ, এত তার মুসলমান-

বিদ্বেষ, যে কল্যাণীর পতিভক্তির পুরস্কার নির্ব্বাসন! প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্বার কথা বলছিলেন না পিতা, হাঁ পিতা, আমি প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্বো—কিন্তু তা মুসলমান হওয়ার জন্য নয়, একদিন যে হিন্দু ছিলাম, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্বো।

সগর। মহাবৎ খাঁ—

মহাবৎ। পিতা! আজ থেকে হিন্দুদের প্রতি অনুকম্পার শেষ-রেখা হৃদয় থেকে মুছে ফেলে দিলাম। আজ থেকে আমি প্রতি শিরায়, মজ্জায়, স্নায়ুতে মুসলমান!

সগর। মহাবৎ খাঁ!

মহাবৎ। যান পিতা! মহাবৎ খাঁ কম কথা কয়। আর সে যখন প্রতিজ্ঞা করে, তখন সে প্রতিজ্ঞা ভীষণ।

সগর। মহাবৎ খাঁ—

মহাবৎ। যান পিতা! আর কোন উপদেশ, যুক্তি, আদেশ নিষ্ফল।

প্রস্থানোদ্যত

সগর। তোমার এতদূর অধোগতি হয়েছে মহাবৎ—তবে মর! এই অন্ধকূপে মর, পচ। ম্লেচ্ছ, বিধর্ম্মী কুলাঙ্গার!

প্রস্থান

(সগরসিংহ চলিয়া গেলে মহাবৎ সেই কক্ষে উত্তেজিতভাবে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। পরে কহিলেন—) "এত বিদ্বেষ!—এত আক্রোশ! আশ্চর্য্য নয়, যে এই জাতি বারবার মুসলমানের পদদলিত হয়েছে। আশ্চর্য্য নয়, যে এই ঘৃণা মুসলমান সুদ সমেত ফিরিয়ে দিচ্ছে! এই এঁদের উদার—অত্যুদার সনাতন হিন্দুধর্ম্ম! মুসলমান ধর্ম্ম, আর যাই হোক্, তার এ মহত্ত্বটুকু আছে যে, সে যে-কোন বিধর্ম্মীকে নিজের বুকে করে' আপনার করে' নিতে পারে। আর হিন্দু ধর্ম্ম?—একজন বিধর্ম্মী শত তপস্যায় হিন্দু হ'তে পারে না। এত গর্ব্ব! এত অহঙ্কার! এতদূর স্পর্দ্ধা! এই অহঙ্কার যদি চূর্ণ করতে পারি!—মহারাজ! আমি মেবার যুদ্ধে যাব। সম্রাটকে বলুন গে যান।"

গজসিংহ সবিস্ময়ে চাহিলেন

মহাবৎ। মহারাজ! আশ্চর্য্য হচ্ছেন? কেন জানেন?

গজ। কারণ আপনি সম্রাটের রাজভক্ত প্রজা।

মহাবৎ। সে জন্য নয় মহারাজ। আমি যাব হিন্দুত্ব ধ্বংস কর্ত্তে। আপনাদের সমস্ত জাতিকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর্ব্বো। তার উচ্ছেদ কর্ব্বো। যান, সম্রাটকে বলুন গে যান।

গজসিংহ অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন। মহাবৎ বিপরীত দিকে প্রস্থান করিলেন

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—জাহাঙ্গীরের সভা। কাল—প্রভাত

সম্রাট জাহাঙ্গীর, সভাসদ, হেদায়েৎ-আলি খাঁ

জাহাঙ্গীর। এ অপমান মর্‌লেও যাবে না। এত অপদার্থ পরভেজ! হারলে কি বলে'!

হেদায়েৎ। জাঁহাপনা। আমি এ বিষয়ে শপথ কর্ত্তে পারি যে সাহাজাদার হারবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না।

জাহাঙ্গীর। হেদায়েৎ! তোমরা সবাই অপদার্থ।

হেদায়েৎ। আজ্ঞে জাঁহাপনা! ঠিক অনুমান করেছেন।

জাহাঙ্গীর। হেদায়েৎ! তুমি যুদ্ধে হেরে বন্দী হ'য়ে শেষে রাণার কৃপায় মুক্ত হ'য়ে এলে! আব্‌দুল্লা তবু যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে। তুমি যুদ্ধে মর্ত্তে পার্‌লে না?

হেদায়েৎ। জাঁহাপনা, আমার বরাবরই সেই ইচ্ছা ছিল। তবে আমার গৃহিণী স্ত্রী সে বিষয়ে আপত্তি কর্‌লেন।

জাহাঙ্গীর। চুপ—

সগরসিংহের প্রবেশ

জাহাঙ্গীর। এই যে রাজা সগরসিংহ।—সগরসিংহ!—

সগর। সম্রাট্!

জাহাঙ্গীর। তোমাকে মেবারের রাণা করে' চিতোর-দুর্গে পাঠিয়েছিলাম। তুমি চিতোর-দুর্গ রাণা অমরসিংহের হাতে সমর্পণ ক'রে এসেছো?

সগর। হাঁ সম্রাট্!

জাহাঙ্গীর। কার হুকুমে?

সগর। কারো হুকুমের অপেক্ষা রাখি নি সম্রাট্।

জাহাঙ্গীর। তবে?

সগর। আমি বুঝ্‌লেম যে চিতোর ন্যায়তঃ রাণা অমরসিংহের।

জাহাঙ্গীর। বুঝ্‌লে?

সগর। হাঁ সম্রাট্! আমি শুন্‌লাম যে সম্রাট্ আকবর ন্যায়যুদ্ধে চিতোর অধিকার করেন নি। তিনি ছলে জয়মল্লকে বধ করেছিলেন।

জাহাঙ্গীর। তোমার এত ন্যায়-অন্যায় বিচার কবে থেকে হ'ল রাজা?

সগর। যেদিন থেকে আমি একটা নূতন আলোক দেখ্‌লাম।

জাহাঙ্গীর। নূতন আলোক দেখ্‌লে বিশ্বাসঘাতক!

সগর। হাঁ সম্রাট। নূতন আলোক দেখ্‌লাম। আমার চক্ষের সম্মুখে সহসা একটা যবনিকা উঠে গেল। সেই রামায়ণের যুগ থেকে

মেবারের একটা গৌরবময় অতীত আমার চক্ষের সামনে দিয়ে ভেসে গেল।—বাপ্পারাওয়ের বিজয় কাহিনী, সমরসিংহের আত্মবলি, চণ্ডের ত্যাগ, কুম্ভের শৌর্য্য—এর একটা মহামহিম অভিনয় দেখ্‌লাম। হঠাৎ একটা কুজ্ঝটিকায় সেই দীপ্ত রঙ্গমঞ্চ ছেয়ে এলো। আর সেই কুজ্ঝটিকার মধ্য দিয়ে প্রতাপসিংহের—আমারই ভাই প্রতাপসিংহের—খড়্গ ঝলসাতে লাগলো। আমার মনে ধিক্কার হ'ল!

জাহাঙ্গীর। তার পর?

সগর। ধিক্কার হ'ল, যে সেই বংশেরই আমি সেই গৌরবকে ধ্বংস কর্ব্বার জন্য তার আততায়ীর সঙ্গে একটা নারকীয় ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছি। তবু আমার মনকে বোঝাবার চেষ্টা কর্‌লাম যে, উচিত কাজ কর্চ্ছি। তার পরে একদিন দেখ্‌লাম—কি দেখ্‌লাম জাঁহাপনা, সে অপূর্ব্ব দৃশ্য!—

তিনি প্রায় গর্ব্বে কাঁদিয়া ফেলিলেন

জাহাঙ্গীর। কি, শুনি!

সগর। এ আর অতীত নয়, পুরাণ নয়, ইতিহাস নয়। দেখ্‌লাম যে আমারই কন্যা—এই অধম মোগলের-উচ্ছিষ্টভোজীরই কন্যা, সেই দেশের জন্য চীরধারিণী, বনচারিণী, সন্ন্যাসিনী—যে দেশের স্বাধীনতা কেড়ে নেবার জন্য মোগলের সঙ্গে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে আমি যোগ দিয়েছি। আমার চক্ষু জলে ভরে' এলো, কণ্ঠ রুদ্ধ হ'ল; একটা লজ্জায়, গর্ব্বে, স্নেহে, ভক্তিতে হৃদয় পূর্ণ হ'য়ে গেল। আমি আর পার্‌লাম না! আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের হাতে চিতোর-দুর্গ দিয়ে এলাম।

জাহাঙ্গীর। মর্ব্বার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে এসেছ সগরসিংহ?

সগর। সম্পূর্ণ। আগে মর্ত্তে বড় ভয় কর্ত্তাম! কিন্তু সেদিন আমি এক নব মন্ত্রে দীক্ষিত হ'লাম।

জাহাঙ্গীর। কি নব-মন্ত্র সগর সিংহ?

সগর। ত্যাগের। পৃথিবীতে দুইটি রাজ্য আছে। একটির নাম স্বার্থ, আর একটির নাম ত্যাগ। একটির জন্মস্থান নরক, আর একটির জন্মস্থান স্বর্গ। একটির দেবতা শয়তান, আর একটির দেবতা ঈশ্বর। আমি এত দিন স্বার্থের রাজ্যে বাস কর্‌ছিলাম। সেদিন ত্যাগের রাজ্য দেখ্‌লাম। সে রাজ্যের রাজা বুদ্ধ, খৃষ্ট, গৌরাঙ্গ, সে রাজ্যের রাজনীতি স্নেহ, দয়া, ভক্তি। সে রাজ্যের শাসন সেবা, রাজদণ্ড অনুকম্পা, পুরস্কার আত্মবলিদান। আমি সেদিন থেকে সেই রাজ্যের রাজা হ'লাম। যে হস্তে কখনও তরবারি ধরি নাই, সে হস্তে আত্মরক্ষার্থে তরবারি ধর্‌লাম। আমার স্কন্ধে দস্যুর খড়্গাঘাত, কুসুমের মত কোমল বোধ হ'ল।

জাহাঙ্গীর। তার পর?

সগর। তার পর আমি এখানে মৃত্যুতে আমার পূর্ব্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে এলাম। আগে মর্ত্তে বড় ভয় কর্ত্তাম। কিন্তু আর ভয় করি না। যে প্রাণভরে' ভালোবাস্‌তে পারে, যে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছে, তার আবার মর্ত্তে ভয়!

জাহাঙ্গীর। উত্তম, তবে তাই হোক্‌।—প্রহরী—

প্রহরীর প্রবেশ

সগর। প্রহরী কেন জনাব!—জল্লাদের সে কাজ আমি নিজেই কচ্ছি।—(এই বলিয়া নিজবক্ষে ছুরিকাঘাত করিলেন ও ভূতলে স্বীয় রক্তে রঞ্জিত হস্ত দুইখানি প্রসারিত করিয়া কহিলেন— "এই রক্তে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক।"

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—উদয়সাগরের তীর। কাল জ্যোৎস্না রাত্রি

রাণা অমরসিংহ একটি বেদীর উপর হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন। উদয়সাগরের জলকল্লোল শ্রুত হইতেছিল। সন্নিহিত একটি বৃক্ষের উপর একটি কোকিল ডাকিতেছিল। রাণা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাহা শুনিতেছিলেন। কিয়দ্দূরে রমণীগণ "হোরি" উৎসবে নৃত্যগীত করিতেছিল।

নৃত্য-গীত

উঠেছে ঐ নূতন বাতাস চল্‌ লো কুঞ্জে ব্রজনারী।
বেজেছে ঐ শ্যামের বাঁশী, আর কি ঘরে রইতে পারি?
কুঞ্জে পাখী গেয়ে উঠে গান,
বকুল গন্ধ দুকুল ছেয়ে আকুল করে প্রাণ;
(বহে) চাঁদের আলোয় ঝিকি মিকি যমুনার ঐ নীলবারি।
রাধার নামে বাঁশী সেধে,
(ও সে) আকুল হ'ল কেঁদে কেঁদে,
শত ভাঙা মূর্চ্ছনাতে লুটিয়ে পড়ে মনের খেদে,
আয় লো ফেলে মিছে কাজে,
দেখি কোথায় বাঁশী বাজে,
(ও সে) কেমন চতুর দেখবো আজি—কেমন চতুর বংশীধারী।

অমর। এরা সব হোরি খেলায় মত্ত। এদের পদতলে যদি এখন ভূমিকম্প হয়, তাও বোধ হয় এরা টের পায় না। এই ত সংসার! মানুষকে এই সব পুতুল দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছে। নইলে কে এ মরুভূমিতে থাকতে চাইত! সংসার একটা প্রকাণ্ড ছলনা।—এই যে মানসী!

মানসীর প্রবেশ

মানসী। বাবা এখনও এখানে! ঘরের মধ্যে এসো। ঠাণ্ডা পড়ছে।

রাণা। যাচ্ছি মানসী! একটু পরে। এই উদয়সাগরের তীরে খানিক বসলে মন শান্ত হয়।—মানসী!

মানসী। বাবা!

রাণা। মানসী! তোমার বোধ হয় না, যে সংসার একটা প্রকাণ্ড ছলনা?

মানসী। ছলনা?

রাণা। হাঁ, ছলনা। মানুষ পাছে ভেবে অমর হয়, সংসার তাই তার মনকে নানা চিন্তায় বিক্ষিপ্ত করে' রেখেছে।

মানসী। আমি সংসারকে অত খারাপ ভাবতে পারি না, বাবা।

রাণা। এই জ্যোৎস্না দেখ! এই জলকল্লোল শোন! এই স্নিগ্ধ বায়ু অনুভব কর! সংসার তাকে এই সব থেকে বিচ্ছিন্ন করে' রাখবার জন্য তার পায়ে জড়িয়ে, জীবনের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের দিকে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমি এ সংসার ত্যাগ কর্ব্বো মা! মানসী! সংসার মায়া।

মানসী। যদি মায়া হয় ত সে বড় মনোহর মায়া। সত্য বটে, এই বহিঃপ্রকৃতি বড় সুন্দর। সে আমাদের বড় ভালবাসে। যখন আমরা গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপে দগ্ধপ্রায় হয়ে যাই অমনি বর্ষা মৃদুগম্ভীর গর্জ্জনে এসে তার বারিরাশি ছড়িয়ে দেয়। যখন দারুণ শীতে জর্জ্জর হই, অমনি নববসন্ত এসে তার সুগন্ধ মন্দ-মারুতে শীতের কুজ্ঝটিকা বন্ধন খুলে দেয়। যখন দিবার তীব্র জ্যোতিতে ক্লান্ত হই, অমনি রাত্রি মাতার মত এসে ব্যথিত মস্তকটি তার ক্রোড়ে তুলে নেয়! কিন্তু এখানেই তার শেষ নয়।

রাণা। কোথায় তার শেষ মানসী?

মানসী। মানুষের চিন্তা-জগতে। দেখছো ঐ হ্রদ বাবা?

রাণা। দেখছি মা!

মানসী। ওর উপর চন্দ্রের শয়ান রশ্মি লক্ষ্য কর্চ্ছ?

রাণা। কর্চ্ছি।

মানসী। ওকে ধর্ত্তে পার?

রাণা। কাকে?

মানসী। ঐ জ্যোৎস্নাকে, ঐ বারি-কল্লোলকে। যখন অন্ধকারে এই বারিবক্ষ ছেয়ে আস্‌বে, বাতাস থেমে যাবে; তখন এ সৌন্দর্য্য এ সঙ্গীত কোথায় যাবে?

রাণা। কোথায় যাবে মা?

মানসী। ঠিক্ জানি না। তবে লুপ্ত হবে না। সে থাক্‌বে, ছড়িয়ে পড়বে। বিরহীর স্মৃতিতে, কবির স্বপ্নে, মাতার স্নেহে, ভক্তের ভক্তিতে, মানুষের অনুকম্পায় ছড়িয়ে পড়বে। মানুষের যা কিছু সুন্দর, পৃথিবীর এই রশ্মি, সুগন্ধ, ঝঙ্কার, তাই নিত্য, নিয়ত গড়ে' তুলছে। নৈলে এই সৌন্দর্য্যের সার্থকতা কোথায়?

রাণা। মানুষের সুন্দর কি কিছু আছে মা? আমি যখন অন্নের একটি গ্রাস মুখে তুলে নিচ্ছি, তখন বিশ্ব-জগৎ সেই গ্রাসটির পানে লুব্ধ নয়নে চেয়ে আছে। যেন আমি সেই গ্রাসটি থেকে তাদের বঞ্চিত কর্চ্ছি।—এত লোভ, এত ঈর্ষা, এত দ্বেষ!

মানসী। সে তার মানসিক ব্যাধি। এ ব্যাধি না থাক্‌লে মানুষের অনুকম্পার স্থান রৈত কোথায়? কার দুঃখ দূর করে, কাকে টেনে তুলে মানুষ সুখী হোত? সংসার অধম বলে' কি তাকে ছাড়তে হবে বাবা? না। মানুষ বড় দুঃখী, তার দুঃখ মোচন কর্ত্তে হবে। সংসার বড় দীন, তাকে টেনে তুল্‌তে হবে।

রাণা। তুমি বোধ হয় সত্য বল্লেছ মা। আমার মস্তিষ্ক আজ বড় উত্তপ্ত হয়েছে। ভাবতে পার্চ্ছি না।

নেপথ্যে। মানসী—মানসী।

মানসী। যাই মা। বাবা ঘরে এসো—অন্ধকার হয়ে এলো!

প্রস্থান

রাণা। একটা স্বর্গের কাহিনী। একটা নীহারিকা। একটা জগতের সারভূত সৌন্দর্য্য। সুন্দর বাতাস বইছে। আকাশে মেঘখণ্ডও নাই, জগৎ নিস্তব্ধ। কেবল উদয়সাগরের উপর দিয়ে একটা সঙ্গীতের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। আমার বোধ হচ্ছে, যে কতকগুলি কিশোর স্বর্ণাভা এসে ঐ ঢেউগুলিতে স্নান কর্চ্ছে। এই কল্লোল তাদের কলহাস্য! গাছগুলির পাতা জ্যোৎস্নালোকে নড়্‌ছে, যেন বাতাসের সঙ্গে খেলা কর্চ্ছে—এই মর্ম্মর-ধ্বনি তাদের ক্রীড়ার কলরব। আমার বোধ হয় অচেতন বস্তুও সৌন্দর্য্য অনুভব করে।

রাণীর প্রবেশ

রাণী। রাণা—

রাণা। চুপ রাণী! আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি।

রাণী। জেগে, জেগে! এবার আমি হার মেনেছি।

রাণা। যাক, মোহ ভেঙে গেল—কি হয়েছে রাণী?

রাণী। বাকীই বা কি!—মেয়েগুলো আজকাল তাদের বাপ মায়ের কথা শুন্‌ছে না। সেদিন গোবিন্দসিংহের মেয়ে আর ছেলে বাপের এক কথায় বাড়ী ছেড়ে চলে গেল। আবার কাল—

রাণা। যাক্‌, থেমে গেল। আবার সেই দৈনন্দিন গল্প, সংসার-নেমির কর্কশ-ঘর্ঘর শব্দ, ঘটনার নিষ্পেষণ।

রাণী। কলিকালে মেয়েগুলো হ'ল কি! আমাদেরও একদিন ছেলে বয়স ছিল।

রাণা। সেটা বুঝি সত্যযুগে? রাণী! আমি চিরকাল দেখে আস্‌ছি, যে মা-গুলি চিরকাল জন্মায় সত্যযুগে, আর তাদের মেয়েগুলো জন্মায়—সব কলিযুগে। সে কথা যাক্‌। আমায় এখন কি কর্ত্তে হবে?

রাণী। মানসীর বিয়ে দেবে ত দাও নৈলে তার আর বিয়ে হবে না।

রাণা। আমারও তাই বোধ হয় রাণী, যে মানসীর বিয়ে হবে না। আমার বোধ হয় মানসী বিয়ের জন্য তৈরী হয় নি।

রাণী। হয়েছে! তোমারও ঐ দশা! হবে না!—যে জেগে জেগে স্বপ্ন দেখে।

রাণা। আমি তবুও স্বপ্ন দেখি। তুমি স্বপ্নও দেখ না।

রাণী। এখন কি হবে?

রাণা। তা জানি না রাণী! দেখা যাক্‌ কি হয়।

রাণী। দেখা যাক্‌! কি দেখ্‌বে? যোধপুর থেকে ত লোক এখনও ফিরে এলো না। সত্যবতীর পুত্রকে দূত করে' যোধপুরে পাঠান গেল, কৈ ফিরে এলো না ত!

রাণা। অরুণ ফিরে এসেছে রাণী।

রাণী। এসেছে! বিয়ের দিন কবে স্থির হ'ল?

রাণা। মহারাজ আমার কন্যার সঙ্গে তাঁর পুত্রের বিয়ে দেবেন না।

রাণী। কেন?

রাণা। মহারাজ শুন্‌লেম আমার উপর বিরক্ত হয়েছেন।

রাণী। কেন?

রাণা। কারণ এক দেখতে পাচ্ছি যুদ্ধে আমার জয় আর মোগলের পরাজয়।

রাণী। আমি গোড়াগুড়িই বলেছিলাম, যে মানসীর বিয়ে হবে না। জানি বিয়ে হবে না। এত গোলযোগে কখন বিয়ে হয়?

রাণা। আমারও তাই বোধ হয়।—মানসী বিয়ের জন্য তৈরী হয় নি—সব ভ্রম!

রাণী। কি ভ্রম!

রাণা। যোধপুরের রাজপুত্রের সঙ্গে মানসীর বিয়ের প্রস্তাবটাই ভ্রম; এই সৈন্য নিয়ে মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে বসা ভ্রম। আমার তো বিয়ে করা ভ্রম। আমার রাজ্য, আমার জীবন—সব ভ্রম।

রাণী। আর আমায় যদি বিয়ে না কর্ত্তে, বোধ হয় তাও একটা ভ্রম হোত।—কি, হাসলে যে!

রাণা। আর শুনেছ রাণী, যে, মহারাজ আগ্রায় গিয়েছেন?

রাণী। না।—কেন?

রাণা। বোধ হয় সম্রাটকে আবার মেবার পুনরাক্রমণের জন্য উত্তেজিত কর্ত্তে।

রাণী। আবার?—এই! তুমি হাস্‌ছ যে। এ কি হাস্‌বার বিষয়?

রাণা। এমন হাস্‌বার বিষয় আর পাবে না রাণী। তুমি হেসে নাও।

রাণী। আমারও তোমার সঙ্গে পাগল হ'তে হবে?

রাণা। রাণী! বড় সুখবর!—কেউ থাক্‌বে না।—সব যাবে।

রাণী। তা সে যাই হোক—আমি শুন্তে চাইনে। এ বিয়ে হওয়া চাইই।

রাণা। কি রকমে?

রাণী। মাড়বার আক্রমণ কর।

রাণা। রাণী! তুমি যে ক্ষত্র-নারী এত দিন পরে তার একটা প্রমাণ দিলে! রাণী, শক্তির চেয়ে ভক্তি বড়। যোধপুরের মহারাজের যে মোগলভক্তি আছে, আমার তা নাই। আমার নিজের শক্তি মাত্র;—তাও নিভে আস্‌ছে।

রাণী। তবে এই অপমান নীরব হ'য়ে সহ্য কর্ব্বে?

রাণা। কর্ব্বো বৈ কি? তবে নীরব হ'য়ে সহ্য কর্ত্তে হবে না। একটা আর্ত্তনাদ কর্ব্বো।—দেখ আহার প্রস্তুত কি না?—কোন ভয় নাই। সব যাবে। যে জাতির মধ্যে এত ক্ষুদ্রতা, সে জাতিকে স্বয়ং ঈশ্বর রক্ষা কর্ত্তে পারেন না, মানুষ ত ছার।—যাও!

রাণী। কিন্তু তাতে তোমার অপরাধ কি?

রাণা। অপরাধ! আমার অপরাধ—যে আমি মহারাজের একই জাতি! রাণী! যদি একজন আরোহীর দোষে নৌকা ডোবে, সেই দোষীর সঙ্গের নির্দ্দোষী সহযাত্রীও জলমগ্ন হয়।—যাও।

রাণীর প্রস্থান

রাণা। আকাশ কি কালো!

প্রস্থান

মানসীর পুনঃ প্রবেশ

মানসী। অজয় দেশান্তরে গিয়েছে। অজয়! চলে যাবার আগে একবার দেখাও করে' যেতে পার্ত্তে। শুদ্ধ একখানি পত্রে—শুষ্ক ক্ষুদ্র পত্রে এ কথাটা না জানিয়ে "জন্মের মত বিদায়"টি এসে নিয়ে যেতে পার্ত্তে।

অজয়! অজয়!—না। নিষ্ঠুর তুমি! না। তোমার জন্য আমি শোক কর্ব্বো না—চন্দ্রের জ্যোতি এত ক্ষীণ কেন? উদয়সাগরের বারিবক্ষ হঠাৎ এত ম্লান যে? প্রকৃতির মুখে সে হাসিটি কোথায় গেল?

গীত

অলক্ষিতে মুখে তার খেলে আলো জ্যোৎস্নার
উজলি মধুর ধরা, বিকাশি' মাধুরী তার।
যবে সেই রহে পাশে, ধরণী কেমন হাসে;
চলে' যায় অমনি সে হয়ে আসে অন্ধকার।
এ রহস্য গূঢ়তর—যায় যদি শশিকর,
যায় না কুসুম গন্ধ, যায় না ক' কুহুস্বর;
বিহনে তাহার—সব থেমে যায় গীতবর;
শুকায় সৌরভ; যায় সব সুধা বসুধার।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—মেবারের প্রান্তে মহাবৎ খাঁর শিবির। কাল—প্রভাত

মহাবৎ খাঁ, পরভেজ ও মহারাজ গজসিংহ দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন

মহাবৎ। সাহাজাদা! আর বিলম্ব কর্ব্বেন না। আপনি এই দশ হাজার সৈন্য নিয়ে চিতোর দুর্গ অবরোধ করুন।

পরভেজ। উত্তম সেনাপতি!

প্রস্থান

মহাবৎ। আর মহারাজ! আপনি মেবারের গ্রামগুলি একধার থেকে পুড়োতে আরম্ভ করুন। যদি কেউ বাধা দেয়—কোন বাছবিচার না ক'রে হত্যা কর্ব্বেন। আপনি সব চেয়ে সে বিষয়ে দক্ষ, তা জানি। কেবল দেখবেন, নারীজাতির প্রতি কোন অত্যাচার না হয়।—সাবধান।

গজসিংহ। উত্তম মহাবৎ খাঁ! আমি মেবারে রাজপুত রাখবো না।

মহাবৎ। তা জানি মহারাজ! রাজপুতের প্রতি মুসলমানের বিদ্বেষ তত আন্তরিক হবে না জানি,—তার নিজের জাতির বিদ্বেষ যত আন্তরিক হবে। আমি ভারতবর্ষের পুরাতন ইতিহাস পাঠ করে' এটা ঠিক বুঝেছি, যে স্বজাতির উপর পীড়ন করে' হিন্দুর যত আনন্দ, এত আনন্দ তার আর কিছুতে নয়। মহারাজ, রাজপুত জাতির উচ্ছেদ আপনার মত আর কেউ কর্ত্তে পার্ব্বে না জানি। তাই এ কাজ আপনাকে দিয়েছি। যান—এই আদেশ পালন করুন মহারাজ।—যান।

গজসিংহ। উত্তম মহাবৎ খাঁ!

প্রস্থান

মহাবৎ। হিন্দু! রাজপুত! মেবার! সাবধান! এ জাতির সঙ্গে জাতির সংঘর্ষ নয়,—এ সংঘাত ধর্ম্মে ধর্ম্মে। দেখি কে জেতে।

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—উদয়পুরের রাজ-অন্তঃপুর কক্ষ। কাল—রাত্রি

রাণা অমরসিংহ ও সত্যবতী

রাণা। কে? মহাবৎ খাঁ যুদ্ধে এসেছেন?

সত্যবতী। হাঁ রাণা। মহাবৎ খাঁ। তাঁর সঙ্গে লক্ষাধিক সৈন্য।

রাণা। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। পরে কহিলেন)—"আমি পূর্ব্বেই বলি নাই সত্যবতী?"

সত্যবতী। কি?

রাণা। যে যাবে—সব যাবে। সমস্ত রাজপুতানা গিয়েছে। মেবার একা শির উঁচু করে থাকবে? এও বিধাতার নিয়মে সয়! এবার মেবারও যাবে।—কি সত্যবতী! মাথা হেঁট করে' রইলে যে! এ ত আনন্দের কথা!

সত্যবতী। পরম আনন্দের কথা রাণা?

রাণা। পরম আনন্দের কথা নয়? বিছানায় শুয়ে মেবার আর কত দিন ধরে' মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করবে? এবার তার যন্ত্রণার অবসান হবে।

সত্যবতী। তবে কি রাণা যুদ্ধ কর্ব্বেন না?

রাণা। যুদ্ধ কর্ব্বো না? যুদ্ধ কর্ব্বো বৈ কি! এবার সত্য সত্য যুদ্ধ হবে। এতদিন ত এ সব ছেলেখেলা হচ্ছিল! এবার একটা মহা আনন্দ, মহা বিপ্লব। এবার ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই। সমস্ত ভারতবর্ষ তাই দাঁড়িয়ে দেখবে।

সত্যবতী। মহাবৎ খাঁর সঙ্গে শুনলাম যোধপুরের মহারাজ গজসিংহ এসেছেন।

রাণা। ও! বটে! তিনি তা হ'লে আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন! আমি তাই ভাবছিলাম, যে মহারাজ আমাদের প্রতি কি এত বিমুখ হবেন যে নিমন্ত্রণটা গ্রাহ্য কর্ব্বেন না?

সত্যবতী। সেই রাজপুত কুলাঙ্গার—

রাণা। কে বল্লে!—ও কথা বোলো না। তিনি পরম ভক্ত, পরম বৈষ্ণব। আমরাই—মেবার-বংশের আমরাই কুলাঙ্গার—এতদিনে একটা ঈশ্বর মান্‌লাম না। "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা!"—গজসিংহ! বেশ! খাসা নাম। একাধারে গজ আর সিংহ! শুঁড়ও নাড়ে, কেশরও নাড়ে। তোফা!

সত্যবতী। রাজপুত হ'য়ে রাজপুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এসেছেন!

রাণা। তা না হ'লে যজ্ঞনাশ সম্পূর্ণ হবে কেন? মহাদেবের সঙ্গে নন্দী ভৃঙ্গী না এলে চলে না!—শাস্ত্রের কথা মিথ্যা হয় না!

সত্যবতী। হা হতভাগা মেবার! (চক্ষু মুছিলেন)

রাণা। সত্যবতী! বিধাতা যখন ভারতবর্ষ তৈরি করেছিলেন, তখন তার ললাটে এই কথা লিখে দিয়েছিলেন যে ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ কর্ব্বে তাঁর নিজের সন্তান। মনে কর তক্ষশিলা। মনে কর জয়চাঁদ। মনে কর মানসিংহ, আর শক্তসিংহ। আর সঙ্গে সঙ্গে দেখো এই মহাবৎ খাঁ, আর গজসিংহ। ঠিক মিলেছে কি না? একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মিলেছে কি না? বিধাতার লিখন ব্যর্থ হয় না। যাও সত্যবতী। আমি সৈন্য সাজাই।

সত্যবতীর প্রস্থান

রাণা। যখন একটা জাতি যায়—সে নিজের দোষে যায়—সে এই রকম ক'রেই যায়। যখন জাত নির্জ্জীব হ'য়ে পড়ে, তখন ব্যাধি প্রবল হ'য়ে উঠে, আর এই রকম বিভীষণ তার ঘরে ঘরে জন্মায়।

গোবিন্দসিংহের প্রবেশ

রাণা। এই যে গোবিন্দসিংহ! কি সংবাদ গোবিন্দসিংহ?

গোবিন্দ। রাণা, মহাবৎ খাঁ নিরীহ গ্রামবাসীদের ঘর পুড়িয়ে দিচ্ছে।

রাণা। দিচ্ছে নাকি? উচিত কার্য্য কর্চ্ছে!

গোবিন্দ। উচিত কর্চ্ছে রাণা? আমরা এর প্রতিশোধ নেবো।

রাণা। নিশ্চয়। নৈলে মেবার ধ্বংস পূর্ণ হবে কেন?

গোবিন্দ। রাণা অবশ্য যুদ্ধ কর্ব্বেন?

রাণা। কর্ব্বো বৈ কি! যুদ্ধ কর্ব্বো না? কয়জন রাজপুত-সৈন্য আছে গোবিন্দসিংহ? পাঁচ সহস্র হবে? তাই যথেষ্ট। মর্ব্বার জন্য এর অধিক সৈন্যের প্রয়োজন হয় না। মহাবৎ খাঁর সৈন্য প্রায় এক লক্ষ হবে না? হোক না! কি যায় আসে!

গোবিন্দ। রাণা—(বলিয়া মস্তক হেঁট করিলেন)

রাণা। কি গোবিন্দ! তুমিও মাথা হেঁট করেছ? উঠ, জাগ বন্ধু! আজ বড় আনন্দের দিন। গৃহে গৃহে মঙ্গলবাদ্য হোক। প্রতি সৌধ-শিখরে রক্ত নিশান উড়ুক। উদয়পুরের দুর্গে একবার ভাল করে' মেবারের রক্তধ্বজা উড়িয়ে দাও। ভাল করে' দেখে নাও। দু'দিন পরে আর দেখতে পাবে না।

গোবিন্দ। রাণা, আমরা যুদ্ধ কর্ব্বো। আমরা মর্ব্বো কিন্তু দুঃখ এই যে, তবু মাকে বাঁচাতে পার্ব্বো না!

রাণা। দুঃখ কি? মা কারো মরে না? আমাদের মা মরবে। মা কারো চিরদিন থাকে না। সঙ্গে সঙ্গে আমরা মর্ব্বো।

গোবিন্দ। তাই হোক্ রাণা।

রাণা। তাই হোক্। এসো গোবিন্দসিংহ, মর্ব্বার আগে একবার প্রাণ ভরে' আলিঙ্গন করে নিই। (আলিঙ্গন) যাও, গোবিন্দ! মর্ব্বার আয়োজন করগে।

গোবিন্দসিংহের প্রস্থান

রাণীর প্রবেশ

রাণা! কে, রাণী! উৎসব কর! উৎসব কর!

রাণী। মানসীর বিয়ে?

রাণা। মানসীর নয় রাণী, মেবারের বিয়ে।

রাণী। মেবারের বিয়ে! তুমি কি বলছো রাণা? মেবারের বিয়ে?

রাণা। এবার ধ্বংসের সঙ্গে মেবারের বিয়ে।

রাণী। সে কি?

রাণা। বড় মজা। এবার ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই! উৎসব কর। স্ফূর্ত্তি কর। এবার বিয়ে।—বিনাশ।—ধ্বংস! প্রস্থান

রাণী। এবার দস্তুরমত ক্ষিপ্ত। আমি পূর্ব্বেই বুঝেছিলাম।—শেষে সমস্ত পরিবারটা ক্ষেপে গেল। তাই ত এখন উপায় কি?

মানসীর প্রবেশ

মানসী। মা, বাবার কি হয়েছে! বাবা ঠিক উন্মাদের মত কক্ষ হতে কক্ষান্তরে ছুটে বেড়াচ্ছেন! বাবার কি হয়েছে মা!

রাণী। আর কি! ক্ষেপে গেছেন! চল্ দেখিগে।

প্রস্থান

মানসী। এই মহাবৎ খাঁ রাজপুত! এই মহারাজ গজসিংহ রাজপুত! এত ঈর্ষা! এত দ্বেষ! হা রে অধম জাত! তোমার পতন হবে না ত কার হবে। যখন ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ—আর কে রক্ষা করে!

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—মেবারের একটি গ্রামস্থ পথ। কাল—সায়াহ্ন

অরুণ ও সত্যবতী হাঁটিয়া যাইতেছিলেন

সত্যবতী। অরুণ!

অরুণ। মা!

সত্যবতী। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে?

অরুণ। না মা।

সত্যবতী। আজ আমরা এই গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ কর্ব্বো।

অরুণ। এখানে কি প্রয়োজন মা?

সত্যবতী। গ্রামবাসীদের ডাকতে হবে।

অরুণ। কোথায়?

সত্যবতী। যুদ্ধে। মেবারের বীরকুল নিঃশেষ হয়েছে। আবার নূতন বীরকুল সৃষ্টি কর্ত্তে হবে। পূজার নূতন আয়োজন কর্ত্তে হবে। চল যাই, সন্ধ্যা হ'য়ে আসছে।

উভয়ের প্রস্থান

কতিপয় গ্রামবাসীর প্রবেশ

১ম গ্রামবাসী। এমন সুন্দর দেশ এবার গেল।

২য় গ্রামবাসী। এবার মহাবৎ স্বয়ং এসেছে। এবার আর রক্ষা নাই।

৩য় গ্রামবাসী। মহাবৎ খাঁ কি খুব যুদ্ধ কর্ত্তে জানে?

২য় গ্রামবাসী। উঃ!

৪র্থ গ্রামবাসী। কোথায়! হুঁ! সে যুদ্ধ শিখলেই বা কবে? আমি ত সেদিন তাকে হ'তে দেখলাম।

২য় গ্রামবাসী। হ'তে ত একদিন সকলকেই কেউ না কেউ দেখে।

৪র্থ গ্রামবাসী। তুমি ত বাপু বড় তার্কিক!

১ম গ্রামবাসী। ঐ দেখ, ঐ গ্রামে বুঝি আগুন লাগিয়েছে!

অন্য সকলে। কৈ?

১ম গ্রামবাসী। ঐ যে ধোঁয়া উঠেছে—

৪র্থ গ্রামবাসী। ওটা মেঘ।

২য় গ্রামবাসী। মেঘ বুঝি মাটি থেকে উপর দিকে ওঠে? না, মেঘ ঘোরে? দেখ্‌ছ না, ওটা পাক খাচ্ছে?

৪র্থ গ্রামবাসী। তবে ওটা ধুলো।

২য় গ্রামবাসী। ধুলোর বুঝি কালো রং হয়?

৪র্থ গ্রামবাসী। তুমি ত বড় বেশী তার্কিক বাপু?

১ম গ্রামবাসী। ঐ—ঐ গ্রামবাসীদের চিৎকার শুন্‌ছ না?

অন্য সকলে। হাঁ, হাঁ।

৪র্থ গ্রামবাসী। গান গাচ্ছে। না হয় গাধা ডাক্‌ছে।

২য় গ্রামবাসী। দু'টো আওয়াজই প্রায় একরকম শুন্তে—না পাঁড়েজি?

১ম গ্রামবাসী। ঐ জনকতক গ্রামবাসী চেঁচাতে চেঁচাতে এইদিকে ছুটে আসছে।

৩য় গ্রামবাসী। তাদের পিছনে সৈন্যরা গুলি চালাচ্ছে।

নেপথ্যে। দোহাই সাহেব! মেরো না, মেরো না।

১ম গ্রামবাসী। আহা—হা—বেচারীরা—

অজয় ও কল্যাণীর প্রবেশ

অজয়। গ্রামবাসীগণ! দাঁড়িয়ে রয়েছ কি? ঐ গ্রামবাসীদের বাঁচাও?

গ্রামবাসী। আমরা কি কর্ব্বো মহাশয়!

অজয়। তোমরা শুধু দাঁড়িয়ে এ অত্যাচার দেখ্‌বে?

৪র্থ গ্রামবাসী। নইলে কি দাঁড়িয়ে মর্ব্বো?—চল পালাই। এদিকে আস্‌ছে।

কল্যাণী। পালিয়ে বাঁচবে ভেবেছ? তা হবে না। কেউ বাদ যাবে না। তোমাদেরও পালা আস্‌ছে! তোমাদেরও ঘর পুড়বে।

১ম গ্রামবাসী। সে যখন পুড়বে তখন দেখা যাবে। পরমায়ু থাক্‌তে মরি কেন? চল, ঐ এসে পড়লো; পালা পালা।

অজয় ও কল্যাণী ভিন্ন সকলের পলায়ন

অজয়। ঐ যে আর্ত্তনাদ আরও কাছে এসেছে। ঐ বন্দুকের শব্দ! কল্যাণী, তুমি একটু সরে' দাঁড়াও—আমি এদের রক্ষা কর্ব্বো।

কল্যাণী। পার ত এদের রক্ষা কর দাদা!

কিয়দ্দূরে গমন

অজয়। রক্ষা কর্‌তে পার্‌ব কি না জানি না কল্যাণী। তবে তাদের জন্য প্রাণ দিতে পার্ব্বো। আমি মানসীর কাছে যে মহামন্ত্র শিখেছিলাম, আজ তার সাধনা কর্ব্বো। ঐ আসছে!

এই বলিয়া অজয় তরবারি নিষ্কাশিত করিল। উর্দ্ধশ্বাসে কয়েকজন গ্রামবাসীর প্রবেশ। তাহাদের পশ্চাতে মুক্ত-তরবারি হস্তে কয়েকজন মোগল-সেনানীর প্রবেশ

গ্রামবাসী। রক্ষা কর! রক্ষা কর!

অজয়ের পদতলে পড়িল

অজয়। (আক্রমণকারিগণকে) খবর্দ্দার।

১ম সৈনিক। চুপ রও!

তরবারি উত্তোলন। অজয় তাহাকে তরবারির এক আঘাতে ভূশায়িত করিলেন।

অন্যান্য সৈনিক। তবে মর কাফের।

সকলে মিলিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। একে একে মোগল সৈনিকগণ ভূশায়িত হইতে লাগিল। পরে আর একদল সৈনিক আসিয়া আক্রমণ করিল।

অজয়। আর রক্ষা নাই। পালাও কল্যাণী।

কল্যাণী। তুমি মর্ব্বে, আর আমি পালাবো দাদা?

অগ্রসর হইয়া আসিল। এই সময় একজন মোগল-সৈনিকের গুলির আঘাতে অজয় ভূপতিত হইল

কল্যাণী। (ছুটিয়া আসিয়া) দাদা—দাদা—

২য় সৈনিক। এ কে? ধর একে!

৩য় সৈনিক। না রে! সেনাপতির আদেশ—নারী জাতির উপর কোন রকম জুলুম না হয়।

অজয়। আমি মরি কল্যাণী—ভগবান তোমায় রক্ষা করুন। (মৃত্যু)

কল্যাণী। দাদা—দাদা—কোথা যাও!

অজয়ের মৃতদেহের উপর পড়িলেন

৪র্থ সৈনিক। কোথা যাবে বেটী! একদিন যেখানে সকলেই যায়।

কল্যাণী। আমি শোক কর্‌ব না! ক্ষত্রবীর! তোমার কাজ তুমি করেছ। আর্ত্তরক্ষায় প্রাণ দিয়েছ—আর এরা। শয়তানের দূত এরা! —রক্তলোলুপ হিংস্র শ্বাপদ এরা! যারা বিনা অপরাধে পরের ঘর জ্বালিয়ে দেয়; নিরীহ গ্রামবাসীদের হত্যা করে—এদের যেন নরকেও স্থান না হয়।

১ম সৈনিক। আমাদের দোষ দিলে কি হবে বিবিসাহেব। আমাদের সেনাপতির হুকুমে ঘর জ্বালাচ্ছি, মানুষ মার্চ্ছি।

কল্যাণী। তোমাদের সেনাপতি কে?

২য় সৈনিক। সেনাপতি কে জান বিবিসাহেব! সেনাপতি স্বয়ং মহাবৎ খাঁ।

৩য় সৈনিক। চল্ চল্, যাওয়া যাক্।

কল্যাণী। মহাবৎ খাঁ? তাঁর এই হুকুম!—অসম্ভব।

৪র্থ সৈনিক। চল্ চল্।

কল্যাণী। দাঁড়াও, আমিও যাবো।

১ম সৈনিক। যাবি! কোথায় যাবি?

কল্যাণী। তোমাদের সেনাপতির কাছে।

২য় সৈনিক। তোকে নিয়ে গিয়ে শেষে আমরা কি—

৩য় সৈনিক। তাই তো, শেষে কি বিপদে পড়বো!

৪র্থ সৈনিক। এ স্বেচ্ছায় যাচ্ছে। চল্, একে নিয়ে চল্।

১ম সৈনিক। আচ্ছা চল।

কল্যাণী। চল।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—উদয়পুরের রাজসভা। কাল—প্রভাত

রাণা, গোবিন্দ ও সামন্তগণ

রঘুবীর। রাণা, যতদিন সম্ভব আমরা যুদ্ধ করেছি। আর সম্ভব নয়

রাণা। না রঘুবীর! আমরা যুদ্ধ কর্ব্বো। কোন বাধা মানি না। সৈন্য সজ্জিত।

কেশব। কোথায় সৈন্য রাণা! সমস্ত মেবার কুড়িয়ে পঞ্চসহস্র সৈন্য সংগ্রহ কর্ত্তে পারি কি না সন্দেহ। এই নিয়ে কি লক্ষ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করা সম্ভব!

রাণা। অসম্ভব কিছু নয়। কেশব রাও, আমার পাঁচ সহস্র সৈন্য পাঁচ লক্ষ।

জয়সিংহ। মহারাণা শুনুন, এখন মোগলের সঙ্গে সন্ধি করাই শ্রেয়ঃ।

রাণা। তা হবে না। যখন সন্ধি কর্ত্তে চেয়েছিলাম, তোমরা শোন নাই। তখন মোগল সন্ধি কর্ত্তে চেয়েছিল। সে যোগ উত্তীর্ণ হ'য়ে গিয়েছে। এখন যেচে মোগলের সঙ্গে বন্ধুত্ব নিতে পারি না।

কেশব। কিন্তু—

রাণা। কথা কয়ো না। আর উপায় নাই। প্রাণ দিতে হবে। কি বল গোবিন্দসিংহ?

গোবিন্দ। হাঁ রাণা, আমরা প্রাণ দিব, মান দিব না।

রাণা। ঠিক বলেছ গোবিন্দসিংহ। প্রাণ দিব, মান দিব না!

রঘুবীর। মহারাণা!

রাণা। আমি কোন কথা শুন্তে চাই না রঘুবীর। যুদ্ধ চাই—যুদ্ধ চাই। সৈন্য সাজাও। মেবারের রক্তধ্বজা উড়াও। রণভেরী বাজাও। যাও, প্রস্তুত হও।

রাণা অমরসিংহ ভিন্ন সকলে চলিয়া গেলেন। তখন রাণা শূন্যনেত্রে চাহিয়া কহিলেন—

মেবার—সুন্দর মেবার! আজ তোমার এ কি সৌন্দর্য্য দেখ্‌ছি মা! এ ত কখন দেখি নাই। তোমায় তারা বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে—ছিন্নবসনা, ধূলিধূসরিতা, আলুলায়িতকেশা! এ কি সৌন্দর্য্য মা! আজ এতদিন পরে তোমায় চিন্‌লাম। এতদিন তোমার সৌভাগ্যের সূর্য্যকিরণ তোমায় ছেয়েছিল। সে সূর্য্য নেমে গিয়েছে। আজ তাই তোমার আকাশের প্রান্ত হ'তে এ কি অপূর্ব্ব অগণ্য আলোক উদ্ভাসিত দেখ্‌ছি! —এ কি জ্যোতিঃ! এ কি নীলিমা! এ কি নীরব মহিমা!!

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—মহবৎ খাঁর শিবির। কাল—প্রভাত

মহাবৎ খাঁ ও মহারাজ গজসিংহ দণ্ডায়মান ছিলেন

গজ। রাণা যুদ্ধে সসৈন্যে এসেছিলেন?

মহাবৎ। হাঁ মহারাজ! কিন্তু একা ফিরে গিয়েছেন। তাঁর পঞ্চ-সহস্র সৈন্যের মধ্যে চারি সহস্র সমরক্ষেত্রে পড়ে'।

গজ। এই পঞ্চসহস্র সৈন্য নিয়ে লক্ষ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে এসেছিলেন! আশ্চর্য্য স্পর্দ্ধা!

মহাবৎ। স্পর্দ্ধা বটে!—মহারাজ শুন্‌বেন তবে! আমি আজ একটা গৌরব অনুভব কর্চ্ছি!

গজ। কর্ব্বারই ত কথা খাঁ-সাহেব।

মহাবৎ। কেন কর্চ্ছি, আপনি কল্পনাও কর্ত্তে পারেন না! কেন কর্চ্ছি জানেন?

গজ। কেন?

মহাবৎ। এই বলে' গৌরব অনুভব কর্চ্ছি, যে আমি ধর্ম্মে মুসলমান হ'লেও, আমি জাতিতে এই রাজপুত; এই মনে করে', যে আমি এই অমরসিংহের ভাই। যে ব্যক্তি পঞ্চসহস্র সৈন্য নিয়ে আমার লক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, সে মর্ত্তেই এসেছিল। এই নির্ভীকতা, এ স্বদেশ-প্রাণতা, ভারতবর্ষের মধ্যে এক রাজপুতেরই আছে। আর আমি সেই রাজপুত!

গজ। সে সত্য কথা সেনাপতি!

মহাবৎ। আর আপনি পতিত হ'লেও আপনিও এই রাজপুত। আপনিও গর্ব্ব করুন; আর লজ্জায় মাথা হেঁট করুন, যে কি হ'তে পার্ত্তেন, আর কি হ'য়েছেন। আমার ত কথাই নাই। তবে আমার এক সান্ত্বনা যে আমি রাজপুত নাম ঘুচিয়েছি। আমি রাজপুত ছিলাম; আপনি এখনও রাজপুত।

গজ। রাণা এ যুদ্ধে নিহত কি বন্দী হয়েন নাই?

মহাবৎ। বড় ক্ষোভ হচ্ছে মহারাজ—না? তাঁকে বধ কর্ত্তে কি বন্দী কর্ত্তে নিষেধ ক'রে দিয়েছিলাম। এরূপ শত্রু পৃথিবীর গৌরব! এ গৌরব ক্ষুণ্ণ কর্ত্তে চাই না!

গজ। আমি এখন আসি সেনাপতি।

গজসিংহের প্রস্থান

মহাবৎ। আসুন মহারাজ। দূরে প্রধূমিত গ্রামগুলি দেখা যাচ্ছে। দূরে গ্রামবাসীদের দূরত্বে অস্পষ্ট হাহাকার ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। তোমাদের ধর্ম্মের গৌরব নিয়ে মর হিন্দুজাতি। তোমার দম্ভ, তোমার বিদ্বেষ, তোমার স্পর্দ্ধা, চূর্ণ করেছি কি না! তোমার—

সৈন্যচতুষ্টয়ের সহিত কল্যাণীর প্রবেশ

মহাবৎ। এ কে?

১ম সৈনিক। জানি না খোদাবন্দ। পথে দেখলাম।—নারী স্বেচ্ছায় এসেছে।

মহাবৎ। কে আপনি?

কল্যাণী। কে আমি, তা শুনে আপনার কোন লাভ নাই, মোগল-সেনাপতি!

মহাবৎ। আপনি এখানে কি চান?

কল্যাণী। আমি এখানে আপনার কাছে বিচারের জন্য এসেছি।

মহাবৎ। কিসের বিচার?

কল্যাণী। আপনার এই সৈন্য বিনাদোষে আমার ভাইকে হত্যা করেছে।

মহাবৎ। আপনার ভাইকে হত্যা করেছে! কি রকমে?—সৈনিকগণ!

২য় সৈনিক। খোদাবন্দ! আমরা গ্রামবাসীদের বধ কচ্ছিলাম। এই নারীর ভাই তাদের পক্ষ হ'য়ে আমাদের সঙ্গে ল'ড়ে মারা গিয়েছে।

মহাবৎ। এ কথা সত্য?

কল্যাণী। হাঁ সত্য! আপনার সৈন্য নিরীহ গ্রামবাসীদের বধ কর্চ্ছিল; আমার ভাই তাদের রক্ষা ক'রতে যান। এরা তাঁকে বধ করেছে।

মহাবৎ। তবে যুদ্ধে বধ করেছে।

কল্যাণী। তবে তাই। এরা আমার ভাইকে যুদ্ধে বধ করেছে।

মহাবৎ। এদের অপরাধ নাই দেবি! আমার এরূপই আজ্ঞা ছিল। —তোমরা বাহিরে যাও সৈনিকগণ!

সৈনিকগণ বাহিরে গেল

কল্যাণী। আপনার আজ্ঞা নিরীহ গ্রামবাসীদের বধ বর্ত্তে?

মহাবৎ। হাঁ, ঐ আজ্ঞা ছিল।

কল্যাণী। গ্রাম পুড়িয়ে দিতে?

মহাবৎ। হাঁ দেবী।

কল্যাণী। আমি বিশ্বাস করি না। আপনি এত নিষ্ঠুর হ'তে পারেন না।

মহাবৎ। আমার সম্বন্ধে আপনার এরূপ উচ্চ ধারণার কারণ কি?

কল্যাণী। আমার স্বামী এরূপ নিষ্ঠুর হ'তে পারেন না।

মহাবৎ। আপনার স্বামী!

কল্যাণী। হাঁ, আমার স্বামী। প্রভু! চেয়ে দেখুন দেখি, আমায় চিন্তে পারেন কি না! আমি আপনার পরিত্যক্ত স্ত্রী কল্যাণী!

মহাবৎ। কল্যাণী! কল্যাণী! তবে এরা তোমার ভাই অজয়-সিংহকে বধ করেছে?

কল্যাণী। হাঁ মোগল-সেনাপতি! আমি যেদিন আপনাকে লক্ষ্য করে' আমার প্রেমকে আমার জীবনের ধ্রুবতারা করে', আমার ক্ষুদ্র তরীখানি অকূল সংসার সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম, সেদিন আমার ভাই অজয় সানন্দে স্বেচ্ছায় আমাকে বাঁচাবার জন্য এ মহাযাত্রায় আমার

দুঃখের সহযাত্রী হয়েছিল। পথে আপনার এই মুসলমান বনদস্যুর হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর্ত্তে অজস্র সাংঘাতিক আহত হয়। আমি তখন সেই নির্জ্জন পরিত্যক্ত কুটীরে—নিঃসহায়া আমি বহুদিন তার সেবা করে,—গ্রামে ভিক্ষা মেগে তাকে খাইয়ে, ভাইকে বাঁচাই। আমার এ হেন ভাইকে আপনি কেড়ে নিলেন। তবে আর কেন প্রভু! আমাকে বধ করুন।

মহাবৎ। আমায় ক্ষমা কর কল্যাণী।

কল্যাণী। গ্রামবাসীদের এ সব হত্যা আপনার আজ্ঞায় হয়েছে?

মহাবৎ। হাঁ, আমারই আজ্ঞায় হয়েছে কল্যাণী। আমি সৈন্যকে রাজপুত জাতির উচ্ছেদ কর্ত্তে আজ্ঞা করেছিলাম।

কল্যাণী। ভগবান এ কি কর্লে! এই আমার আরাধ্য-দেবতা! আমি এই ঘাতকের স্মৃতি বক্ষে ধ'রে সন্ন্যাসিনী হয়েছিলাম! আমার কি মরণ ছিল না? ভগবান! আজ একদিনে, এক ক্ষেপে, স্বামী আর ভাই—দুই-ই হারালাম। আজ আমার মত অভাগী কে!—ওঃ!

মুখ ঢাকিলেন

মহাবৎ। জান কল্যাণী, আমি কি জন্য—

কল্যাণী। কিছু জান্তে চাই না প্রভু! আমার মোহ ভেঙে গিয়েছে। আমি এতদিন আপনার পূজা কর্ত্তাম, আজ আমি আপনাকে পরম শত্রু জ্ঞান করি! আমি মোগলকে তত শত্রুজ্ঞান করি না, যেমন আপনাকে করি! মোগল-সেনাপতি! মোগল আমাদের কেউ নয়। তাদের ধর্ম্ম শিক্ষা দেয়—কাফের বধ কর্ত্তে। কিন্তু আপনি এই দেশের সন্তান, আপনার ধমনীতে বিশুদ্ধ রাজপুতরক্ত, আপনি তুচ্ছ রৌপ্যের লোভে, বিদ্বেষে, স্বজাতির উচ্ছেদসাধন কর্ত্তে বসেছেন। কি বল্‌বো প্রভু—আপনি মোগলের উপরেও বাড়িয়েছেন। তারা চায় মেবার জয় কর্ত্তে। তারা এই নিরীহ গ্রামবাসীদের ঘর জ্বালাতে চায় নি। আপনি তাদের সে ত্রুটিটুকু পূর্ণ কচ্ছে'ন। আপনি তাদের ধর্ম্মের উচ্ছিষ্ট খেয়ে, আপনার এই হিংস্র সৈন্যদের—এই ঘৃণিত মাংসলোলুপ নরকুক্কুরদের এই নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর ছেড়ে দিয়েছেন! আপনি মেবারকে শ্মশান করেছেন। হাহাকারে তার আকাশকে পরিব্যাপ্ত করেছেন। মোগল তা চায় নি। ঈশ্বর! দেশের এই কুলাঙ্গারদের জন্য তোমার দণ্ড-বিধিতে কি কোন শাস্তি লেখে নি! এখনও এদের মাথার উপর আকাশের বজ্র ফেটে পড়ছে না!

মহাবৎ। জান কল্যাণী! আমি এ-যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছি—তোমার জন্য!

কল্যাণী। আমার জন্য? মিথ্যা কথা।

মহাবৎ। মিথ্যা নয় কল্যাণী! যেদিন শুনলাম তোমার পিতা মুসলমানদের প্রতি ঘৃণায় তোমায় নির্ব্বাসিত করেছেন, সেই দিন, সেই মুহূর্ত্তে আমি মেবারের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করেছি।

কল্যাণী। সত্য! আর তাই-ই যদি হয় তবে কোন্ ধর্ম্মমতে আপনি একের অপরাধে একটা জাতির উচ্ছেদসাধন কর্ত্তে বসলেন?

মহাবৎ। তাতে আশ্চর্য্য কি কল্যাণী! এক্‌া রাবণের পাপে লঙ্কা ধ্বংস হয় নাই? আর এ মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ তোমার পিতার একার নয়। তোমার পিতা সমস্ত মুসলমান জাতির প্রতি সমস্ত হিন্দুর বিদ্বেষ উচ্চারণ করেছিলেন মাত্র, আমি হিন্দুর সেই জাতিগত বিদ্বেষের প্রতিহিংসা নিতে এসেছি।

কল্যাণী। সে প্রতিহিংসা যদি কেউ নিতে চায় ম্লেচ্ছসেনাপতি, ত যারা জাতিতে মুসলমান তারা নিতে পারে। আপনি যখন স্বয়ং মুসলমান হয়েছিলেন, তখন হিন্দুর এই মুসলমান বিদ্বেষ জেনে মুসলমান হয়েছিলেন। আপনার এই অবস্থা আপনার নিজের সৃষ্ট—প্রভু! বৃথা কেন নিজের মনকে প্রবোধ দেন যে, আপনি একটা অন্যায়ের প্রতিকার কর্ত্তে বসেছিলেন। আপনার মধ্যে মুসলমান যেটুকু, তা আপনাকে এ প্রতি-হিংসায় চালিত করে নি। আপনার মধ্যে গর্ব্বী মহাবৎ খাঁ যেটুকু, তাই আপনাকে প্রতিহিংসায় চালিত করেছিল।

মহাবৎ। (অর্দ্ধস্বগত) সে কি! সত্য না কি।

কল্যাণী। আপনি সেই ব্যক্তিগত বিদ্বেষে মেবারের সর্ব্বনাশ কর্ত্তে বসেছেন। এই আপনার ধর্ম্ম! এই আপনার শৌর্য্য! এই আপনার মনুষ্যত্ব! হা ভগবান, কি কর্লে! আমার এ কি কর্লে! এত দিন আমি আকাশে প্রাসাদ তৈরি করেছিলাম, আজ তা ধূলিসাৎ হ'য়ে ভূমিতলে গড়াচ্ছে।

মহাবৎ। কল্যাণী—

কল্যাণী। না, আর না। আমার মোহ ভেঙে গিয়েছে। আপনি আমার স্বামী, আমি আপনার স্ত্রী। আমি একদিন গর্ব্ব ক'রে বলে-ছিলাম, কার সাধ্য আমাদের পৃথক করে? কিন্তু এখন দেখছি, আপনার আর আমার মধ্যে একটা সমুদ্র ব্যবধান। আমাদের মধ্যে আমার ভাইয়ের মৃতদেহ পড়ে' রয়েছে; আর তার চেয়েও বেশী—আমাদের দু'জনার মধ্যে আমাদের স্বদেশের রক্তের ঢেউ ব'য়ে যাচ্ছে। নির্ম্মম দেশদ্রোহী রক্ত-পিপাসু জল্লাদ!—ওঃ—ঈশ্বর, ঈশ্বর! এই নীচ, হিংস্র ভ্রাতৃহন্তাদের—এই দু'মুঠো উচ্ছিষ্টের কাঙ্গালদের বিকট অট্টহাস্যধ্বনি শুনে যেন শেষে তোমাতেও বিশ্বাস না হারাই।

প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—উদয়পুরের রাজ-অন্তঃপুর। কাল—রাত্রি

মানসী একাকী গান গাহিতেছিলেন

গীত

কত ভালবাসি তায়—বলা হোলো না।
বড় ক্ষেদ মনে রয়ে গেল—বলা হোলো না।
হৃদয়ে বহিল ঝড়—বাষ্প রোধিল স্বর ;
মনের কথা মনে রয়ে গেল—বলা হোলো না।
যদি ফুটিল না মুখ—কেন ভাঙিল না বুক—
খুলে দেখালি নে প্রাণ—বলা হোলো না।

রাণার প্রবেশ

মানসী। এই যে বাবা! যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছ বাবা?

রাণা। হাঁ মানসী!

মানসী। কি! কি হয়েছে বাবা!—এ কি মূর্ত্তি! কি হয়েছে বাবা!

রাণা। চুপ। কথা কস্ নে। আমি একটা—আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখে এসেছি—অদ্ভুত! অদ্ভুত! আশ্চর্য্য!

মানসী। কি হয়েছে—যুদ্ধ—

রাণা। না, এবার আর আমাদের যুদ্ধ হ'লো না, মানসী!—যুদ্ধক্ষেত্রে শুদ্ধ একটা অগ্নির ঝড় ব'য়ে গেল, আর আমার সৈন্য সব পুড়ে গেল।

মানসী। সে কি!

রাণা। আমি কিছু বুঝতে পার্লাম না। সে যেন একটা কি!—যেন সে এ জগতের কিছু নয়; সে যেন একটা উল্কা বৃষ্টি—একটা অভিশাপের বন্যা! আমি নিমেষের জন্য চোখ বুজলাম! আমার শরীরের উপর দিয়ে একটা হৃদ্‌কম্প চ'লে গেল—আমার মস্তিষ্কের ভিতর দিয়ে একটা ঘূর্ণি উড়ে গেল। আর কিছু বুঝতে পার্লাম না। পরে সুপ্তোত্থিতের মত চোখ খুলে দেখলাম, যে যুদ্ধক্ষেত্রে আমি একা, আর কেউ নাই! চারিদিকে রাশি রাশি শব! উঃ—সে কি দৃশ্য! সে কি দৃশ্য!

মানসী। বাবা, তুমি উত্তেজিত হয়েছ। বোসো, আমি তোমার সেবা করি।

রাণা। আমি সেই শ্মশানে একাকী বিচরণ কর্ত্তে লাগলাম। আমাকে কিন্তু কেউ বধ কর্লে না।

মানসী। এ যুদ্ধে তুমি পরাজয় স্বীকার করেছ?

রাণা। স্বীকার না কর্লে'ও বড় যায় আসে না। যুদ্ধ তর্ক নয় যে, হার স্বীকার না কর্লে'ই জিত। এ স্থূল, কঠিন, প্রত্যক্ষ সত্য—বড় প্রত্যক্ষ। কিন্তু আমায় তারা বধ কর্লে না কেন? আমি সে মহা-শ্মশানে চেঁচিয়ে ডাক্‌লাম "মহাবৎ খাঁ—গজসিংহ—" কেউ এলো না। কেউ এলো না কেন মানসী?

মানসী। ক্ষুব্ধ হোয়ো না বাবা—

রাণা। আর একটা কথা বুঝতে পার্চ্ছি না, যে মহাবৎ যুদ্ধে জয়ী হ'য়েও বিজয়গর্ব্বে উদয়পুর দুর্গে প্রবেশ কর্চ্ছে না কেন! এখন ত তার এসে এ দুর্গ অধিকার কর্লে'ই হ'ল।

মানসী। বাবা, হেরেছ হেরেছ, তার দুঃখ কি? এক পক্ষের যুদ্ধে পরাজয় ত হবেই।

রাণা। ঠিক্ বলেছ মা! এক পক্ষের ত পরাজয় হবেই। তবে আর দুঃখ কি?—কোন দুঃখ নাই মানসী। তবে তারা আমায় বধ কর্লে না কেন?

রাণীর প্রবেশ

রাণা। রাণী! মহা সমস্যায় পড়েছি। তুমি কিছু জান?

রাণী। কি রাণা?

রাণা। আমায় তারা বধ কর্লে না কেন?

রাণী মানসীর দিকে চাহিলেন

রাণা। শোন রাণী! সেই গভীর নিশীথে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে সেই স্তূপীকৃত হত্যার মধ্যে দাঁড়িয়ে একা আমি।—কি সে দৃশ্য! রাণী তুমি তা কল্পনাও কর্ত্তে পার না। উপরে নিশ্চল উলঙ্গ নক্ষত্ররাজি আর নীচে অগণ্য শবরাশি! তাদের দুইয়ের মধ্যে আর কিছু না, কেবল রাশি রাশি অন্ধকার। আমার বোধ হ'ল যেন আমি এ জগতের কেহ নই। যেন আমিও মরে' গিয়েছি; যেন আমি একটা জীবন্ত জাগ্রত মৃত্যু। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে আমি তরবারি বাহির করে' আস্ফালন কর্লাম। সে কেবল সেই নৈশ আর্দ্র বায়ু কেটে চলে' গেল।—ডাক্‌লাম "মহাবৎ!" সে ধ্বনি চারিদিক বৃথা খুঁজে ফিরে এলো। তারপর যখন (ভগ্নস্বরে) যুদ্ধক্ষেত্রের পানে আবার চেয়ে দেখ্‌লাম—সেই নক্ষত্রের আলোকে—যে আমার সোনার রাজ্য একটা প্রকাণ্ড ভূমিকম্পে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে' রয়েছে, (নিম্নস্বরে) তখন সেই মহাশ্মশানের উন্মুক্ত বায়ু যেন মৃত সৈন্যদের দেহমুক্ত আত্মার ভারে ভারি বোধ হ'তে লাগল। বহুকষ্টে টেনে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্লাম। সে নিশ্বাস আকাশে না উঠে নিজ ভারে মাটিতে পড়ে' গেল। আমার বোধ হয়, এত অন্ধকার না হ'লে সেখানে তাকে খুঁজলে পাওয়া যেত।

রাণী। যা হবার তা হয়েছে। আর এখন ভেবে কি হবে? আমি গোড়াগুড়িই বলেছিলাম।

রাণা। ঠিক বলেছিলে রাণী! মেবার মরে' গেল, আর আমি তাই দাঁড়িয়ে দেখলাম। তাকে স্কন্ধে করে' এখানে এনেছি। দেখবে এসো!

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—মেবারের রাজ-অন্তঃপুরের একটি কক্ষের
বাহিরে যাতায়াত পথ। কাল—রাত্রি

দুইজন পরিচারিকা কথোপকথন করিতে করিতে প্রবেশ করিল

১ম পরিচারিকা। আহা বৃদ্ধ গোবিন্দসিংহের বড় দুঃখ!—এক ছেলে।

২য় পরিচারিকা। কিন্তু সে যা হোক্ চারণী-ঠাকরুণ সেই মড়া ঘাড়ে করে গোবিন্দসিংহের বাড়ী টেনে নিয়ে এলেন কেন, তা তিনিই জানেন।

১ম পরিচারিকা। ওঁর সব বিদ্‌কুটে কাণ্ড। যেন হাতে আর কোন কাজ ছিল না।—সেখানে লোক জমেছে অনেক?

২য় পরিচারিকা। উঃ! আঙ্গিনা ভরে' গিয়েছে। গোবিন্দসিংহ বাড়ীতে নাই। ঠাকরুণের ছেলে অরুণসিংহ তাঁকে ডাক্‌তে গেল। দেখলাম যে সেই আঙ্গিনায়—সেই শবের কাছে ঠাকরুণ একা দাঁড়িয়ে। দূরে লোকজন।

১ম পরিচারিকা। অন্ধকার?

২য় পরিচারিকা। অন্ধকার বৈ কি। দূরে ঘরের মধ্যে—একটা আলো মিটমিট করে' জ্বলছে—ও কি! ও কে!

১ম পরিচারিকা। কৈ?

২য় পরিচারিকা। ও কে!

১ম পরিচারিকা। আমাদের রাজকুমারী! ও কি মূর্ত্তি! চোখ কপালে উঠেছে। গা থেকে আঁচল খসে মাটিতে লোটাচ্ছে। দুই হাতে মুঠো বাঁধা।

২য় পরিচারিকা। ঐ যে রাজকুমারী এই দিকে আসছেন। চল আমরা যাই।

উভয়ের প্রস্থান

বিপরীত দিক হইতে মানসীর প্রবেশ

মানসী। চলে' গেছে! অজয় জন্মের মত চলে' গেছে! আমার একবার না বলে' বিদায় না নিয়ে জন্মের মত চলে' গেছে!—এ কি সত্য? ওঃ! আমার মাথা ঘুর্চ্ছে। আমার চক্ষের সম্মুখে শত

পীতবিম্ব মাটি থেকে উর্দ্ধে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমার শরীরের মধ্য দিয়ে একটা তরল জ্বালা ছুটে যাচ্ছে! আমার মাথার উপর থেকে আকাশ সরে' গিয়েছে। আমার পায়ের নীচে থেকে পৃথিবী সরে' গিয়েছে! আমি কোথায়! উঃ—(ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে ধীরে ধীরে আবার কহিলেন)—নিষ্ঠুর আমি! কখন মুখ ফুটে বলি নাই। যখন সেদিন অজয় আমার কণামাত্র অনুকম্পার ভিখারী হ'য়ে—আমার মুখপানে দীন-নয়নে চেয়ে ছিল, আমার শুদ্ধ একটি সকরুণ দৃষ্টিপাতের জন্য পিপাসায় ফেটে ম'রে যাচ্ছিল তবু আমার মুখ ফোটে নি। তাই আমার অজয় অভিমান করে' চলে' গিয়েছে। আমার সেই গর্ব্ব চূর্ণ করে', পদতলে দলিত ক'রে চলে' গিয়েছে! অজয়—আজ যে তোমার পায়ে আছড়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্চে; আজ যে হৃদয় চিরে দেখাতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু আর সময় নাই! আর সময় নাই!

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—গোবিন্দসিংহের গৃহাঙ্গন। কাল—রাত্রি

ঝড় বহিতেছিল। অজয়সিংহের মৃতদেহ। অদূরে সত্যবতী ও চারিজন বাহক দণ্ডায়মান। গোবিন্দসিংহ একদৃষ্টে মৃতদেহটির দিকে চাহিলেন। শেষে কহিলেন—

গোবিন্দ। এই আমার পুত্র অজয়সিংহের মৃতদেহ! কোথায় দেখলে সত্যবতী?

সত্যবতী। রাস্তার ধারে।

গোবিন্দ। কি রকম করে' তার মৃত্যু হ'ল সত্যবতী?

সত্যবতী। যারা তার চারি পার্শ্বে দাঁড়িয়েছিল, তাদের কাছে শুনলাম যে, মহাবৎ খাঁর সৈন্যেরা নিরীহ গ্রামবাসীদের হত্যা কর্চ্ছিল। অজয়সিংহ তাদের রক্ষা কর্ত্তে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে। আর কল্যাণীকে সৈন্যেরা ধ'রে নিয়ে গিয়েছে।

গোবিন্দ। সত্য! সত্য! অজয়! পুত্র আমার! আমায় ক্ষমা চাইবার অবকাশ দিলি নে? আমি ক্রোধে অন্ধ হয়েছিলাম! তাই তুই গৃহ ছেড়ে চলে' গেলি তবু আমি কথাটি কই নি। কেন তোকে ডেকে ফিরালাম না! কেন যেতে দিলাম!—অজয়! প্রাণাধিক আমার! ক্ষমা চাইবারও অবকাশ দিলি না! এত অভিমান! এত অভিমান! আমি তোর বুড়ো বাপ! অজয়—অজয়!

সত্যবতী। গোবিন্দসিংহ! দুঃখ কি? অজয় আর্ত্তরক্ষায় প্রাণ দিয়েছে।

গোবিন্দ। সত্য কথা বলেছ সত্যবতী! অজয় আর্ত্তরক্ষায় প্রাণ

দিয়েছে। আর্ত্তরক্ষায় প্রাণ দিয়েছে। দুঃখ কি!—আর্ত্তরক্ষায় দিয়েছে। যাও সগৌরবে এর দাহ করগে, যাও!

মুখ ঢাকিলেন, বাহকগণ অজয়সিংহের দেহ উঠাইতে উদ্যত হইলে
গোবিন্দসিংহ কহিলেন—

গোবিন্দ। দাঁড়াও! আর একবার দেখে নেই। সর্ব্বস্ব আমার! বৃদ্ধের সম্বল! অন্ধের যষ্টি! প্রিয়তম বৎস আমার! একবার—না, না, দুঃখ কিসের? সত্য বলেছ সত্যবতী। অজয় আর্ত্তরক্ষায় প্রাণ দিয়েছে।—মেবার! রাক্ষস! এত নিয়েও তোর উদর পূর্ণ হ'ল না—তুই ত যেতে বসেছিস্! তবে সব না খেয়ে যাবি নে! আমার সোনার সংসার! না! না! কে বল্লে আমার অজয় মরেছে। মরে নি ত। ঐ যে আমার পানে চাইছে। ঐ যে এখনও বেঁচে আছে!—অজয়! অজয়!

গোবিন্দসিংহ অজয়ের মৃতদেহের পানে ধাবিত হইলে সত্যবতী সম্মুখে
আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—

সত্যবতী। গোবিন্দসিংহ! শোকে উন্মত্ত হ'য়ো না। তোমার পুত্র আর নাই।

গোবিন্দ। নাই! পুত্র নাই! সত্য বটে; পুত্র নাই! এ আমার ভ্রান্তি—অজয়! অজয়! আমার সর্ব্বস্ব! (মুখ ঢাকিলেন)

সত্যবতী। তুমি বীর। পুত্রশোকে এত অধীর হওয়া তোমার কি শোভা পায় গোবিন্দসিংহ!

গোবিন্দ। কি বলছ সত্যবতী, আরও চেঁচিয়ে বল। শুন্তে পাচ্ছি না। আমার ভিতর একটা ঝড় বইছে। কিচ্ছু শুন্তে পাচ্ছি না। ওহো হো হো হো!

নিজ বক্ষ চাপিয়া ধরিলেন

কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। পিতা! পিতা!

গোবিন্দ। কে ডাকলে? কল্যাণী না? সর্ব্বনাশী—দেখ্, তোর কীর্ত্তি। আমার অজয়কে তুই খেয়েছিস্ রাক্ষসী। দে, তাকে ফিরিয়ে দে।

কল্যাণী। বাবা—এই যে দাদার মৃতদেহ!—দাদা! দাদা! দাদা!

কল্যাণী অজয়ের মৃতদেহ জড়াইয়া ধরিলেন

গোবিন্দ। সরে' যা, আমার অজয়কে স্পর্শ করিস্ না। সরে' যা ডাইনি—

এই বলিয়া কল্যাণীর হাত ধরিলেন

কল্যাণী। (উঠিয়া) বাবা, আমি সত্যই ডাইনি। আমায় বধ কর। কে আমার নাম রেখেছিল কল্যাণী?—বাবা! আমি তোমার গৃহে অকল্যাণের শিখা—মেবারের ধূমকেতু—পৃথিবীর সর্ব্বনাশ। আমায়

বধ কর! এ সর্ব্বনাশীকে জগৎ হ'তে দূর কর। আবার সব ফিরে পাবে। আমার বধ কর! বধ কর!

গোবিন্দের সম্মুখে জানু পাতিলেন

গোবিন্দ। আমার অন্তরে এ কি হচ্ছে! এ যে একটা নরকের দাহ—একটা পিশাচের নৃত্য! আর যে পারি না! আর যে পারি না জগদীশ!

সত্যবতী। গোবিন্দসিংহ! দুঃখে অধীর হ'য়ো না। সগৌরবে তোমার বীর পুত্রের দাহ কর। তোমার পুত্র আর্ত্তরক্ষায় প্রাণ দিয়েছে!

গোবিন্দ। সত্য কথা! সত্য কথা! অজয় আর্ত্তরক্ষায় প্রাণ দিয়েছে, আর দুঃখ কর্ব্বো না। ক্ষমা কর মা!—এ ত আমার গৌরবের কথা—তবে—(ক্রন্দনস্বরে)—বড়ই বৃদ্ধ হয়েছি সত্যবতী! বড় বৃদ্ধ হয়েছি।

কল্যাণী। বাবা—

গোবিন্দ। (কম্পিতস্বরে) আয় কল্যাণী! আমার বুকে আয় মা! আয় আমার গৃহপ্রতাড়িতা, পতিপরিত্যক্তা, মাতৃহীনা, অভাগিনী কন্যা আমার। আমি সতী-সাধ্বীর অমর্য্যাদা করেছিলাম, তাই আমার ঈশ্বর এই শাস্তিবিধান করেছেন।—যাও, তোমরা মৃতদেহ দাহ করগে।

বাহকগণ মৃতদেহ উঠাইতে উদ্যত হইলে বেগে আলুলায়িতকেশা স্রস্তবসনা মানসী সেখানে প্রবেশ করিয়া কহিলেন—

মানসী। দাঁড়াও! আমি একবার দেখে নি।

সত্যবতী। এ কি! রাজকন্যা!

মানসী। অজয়! প্রিয়তম! জীবনসর্ব্বস্ব আমার! স্বামী আমার!

সত্যবতী। সে কি রাজকন্যা—তোমার স্বামী!

মানসী। তবে শোন সবাই! কখন বলি নাই, আজ বলি।—এই অজয়সিংহের সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছিল, কেউ জান্তে পারে নি—আমি নিজে জান্তে পারি নি। নীরবে, নিভৃতে, আত্মায়-আত্মায় সে বিবাহ সম্পাদিত হয়েছিল।—প্রিয়তম! কোথা যাও। দেখ, আমি এসেছি—আজ আমি আর তোমার সে প্রগল্‌ভা গুরু নহি; দীনে দয়াময়ী রাজকন্যা নহি; আজ আমি তোমার প্রেমভিখারিণী দুর্ব্বলা রমণী! আজ আমি পথের দীনতম ভিখারিণীর চেয়েও দীন! অজয়! তোমায় কখন বলি নাই যে, তোমায় কত ভালবাসি! আমি আগে বুঝতে পারি নি। আমায় ক্ষমা কর।

সত্যবতী। আহা, রাজকন্যা শোকে উন্মত্ত হয়েছেন! শান্ত হও মানসী! অজয় আর্ত্তরক্ষায় প্রাণ দিয়েছে—

মানসী। সত্য কথা। এই রকম করেই প্রাণ দিতে হয়। প্রিয় শিষ্য আমার। আজ তুমি আমার গুরুর স্থান অধিকার ক'রেছ।

তোমার গরিমার রশ্মি পরলোক ছাপিয়ে পৃথিবীর গায়ে লেগেছে। মর্ত্তে হয় ত এই রকম ক'রে'ই!—বৃদ্ধ গোবিন্দ! বৃদ্ধ গোবিন্দ! ধন্য তুমি, যে, এ হেন পুত্রের গৌরব কর্ত্তে পার! ধন্য আমি। যার এই স্বামী।—গোবিন্দসিংহ। এ আমাদের গর্ব্ব কর্ব্বার সময়, শোক কর্ব্বার সময় নয়।

গোবিন্দ। (শুষ্ককণ্ঠে) রাজপুত্রী! অজয় আর্ত্তরক্ষায় প্রাণ দিয়েছে। কিসের দুঃখ? (ভগ্নস্বরে) অজয় দেশের জন্য—

এই বলিয়া গোবিন্দসিংহ আর কথা কহিতে পারিলেন না। গৃহ-প্রাচীরের উপর দক্ষিণ বাহু রাখিয়া তাহার উপর মুখ ঢাকিলেন। একটা নিরুদ্ধ ক্রন্দনের আবেগে তাঁহার জীর্ণ দেহখানি আলোড়িত হইতে লাগিল

মানসী। বৃথা! বৃথা! বৃথা! ভিতর থেকে একটা প্রবল শোকের উচ্ছ্বাস সব সান্ত্বনা ছাপিয়ে উঠ্‌চে। আর পারি না—অজয়! অজয়!

কল্যাণী। এ সব কি! কিছু বুঝতে পার্চ্ছি না। এ স্বর্গ না মর্ত্ত! এরা দেবতা না মানুষ! এ জীবন না মৃত্যু? আমি কে—ওঃ—

মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন

সত্যবতী। কল্যাণী! কল্যাণী!

গোবিন্দ। মেয়েটা মর্চ্ছে! মর্ত্তে দেও! আমরা এক সঙ্গে সব যাব—পুত্র, কন্যা, আমি, মেবার—সব যাব—পুত্র গিয়েছে—কন্যা গিয়েছে; ঐ মেবার—আমার সাধের মেবার—সেও ডুব্‌ছে—ডুব্‌ছে—ঐ ডুব্‌লো—আমিও যাই।

সত্যবতী। মাত্রা পূর্ণ হ'ল।—এখন একটা প্রলয় হোক—

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—মেবারের পর্ব্বতপ্রান্তে মহাবৎ খাঁর শিবির। কাল—সায়াহ্ন

মহাবৎ শিবিরের বহির্দ্দেশে দাঁড়াইয়া মেবার পাহাড়ের উপর অস্তগামী সূর্য্যরশ্মিরেখা দেখিতেছিলেন; পরে কহিলেন—"যাক্ অস্ত গেল।" এমন সময় মহারাজ গজসিংহ প্রবেশ করিয়া কহিলেন—

গজ। খাঁ-সাহেব—

মহাবৎ। মহারাজ!

গজ। যুদ্ধে জয় লাভ ক'রেও আপনি সসৈন্যে উদয়পুরে প্রবেশ কর্ব্বেন না কেন?

মহাবৎ। তার কারণ আমার কি এখন মহারাজকে দিতে হবে?

গজ। না, একটা কথার কথা জিজ্ঞাসা কর্চ্ছিলাম মাত্র—শুনেছেন খাঁ-সাহেব, এবার মেবারের নারীগণ অস্ত্র ধরেছেন!

মহাবৎ। নারীগণ অস্ত্র ধরেছেন!—নারীগণ!

গজ। হাঁ, দেখা যাক্, তাঁরা যুদ্ধ কি রকম করেন। এবার এ যুদ্ধের মধ্যে একটু কোমল ভাব আস্‌বেই। এবার যুদ্ধে আমি যাব।

মহাবৎ। মহারাজ, রাজপুত নারী নিয়ে, রাজপুত আপনি এরূপ ঘৃণ্য পরিহাস কর্ত্তে পারেন! আপনি কি সত্যই রাজপুত? না—

গজ। মহাবৎ খাঁ—

মহাবৎ। যান—যান—এই শৌর্য্যটুকু ভবিষ্যতে আপনার দেশের জন্য গচ্ছিত রাখবেন।

গজসিংহের প্রস্থান

মহাবৎ। এই সব মহাত্মারা হিন্দুধর্ম্মের ধ্বজা উড়াচ্ছেন। হিন্দু! তোমরা সাম্রাজ্য হারিয়েছ সহ্য হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্বটুকুও হারিয়েছ!

জনৈক সৈনিকের প্রবেশ

মহাবৎ। কি সংবাদ সৈনিক?

সৈনিক। সাহাজাদা সসৈন্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

মহাবৎ। এসেছেন?—আচ্ছা যাও।

সৈনিকের প্রস্থান

মহাবৎ। সৈন্য নিয়ে আসবার আর প্রয়োজন ছিল না। মেবার ধ্বংস আমি সম্পূর্ণ করেছি! তবে আমি মোগল-সৈন্য নিয়ে উদয়পুর-দুর্গে প্রবেশ কর্ত্তে চাই না। সে কাজ সাহাজাদা—মোগল, স্বয়ং করুন। আমার কাজ এইখানে শেষ।

গোবিন্দসিংহের প্রবেশ

মহাবৎ। কে তুমি বৃদ্ধ?

গোবিন্দ। আমি মেবারের একজন সামন্ত।

মহাবৎ। এখানে কি মনে করে'?

গোবিন্দ। বল্‌ছি, হাঁফ নিতে দাও।

মহাবৎ। তুমি কি রাণা অমরসিংহের দূত? সন্ধির প্রস্তাব এনেছ?

গোবিন্দ। তার পূর্ব্বে যেন আমার শিরে বজ্রাঘাত হয়!

মহাবৎ। তবে তুমি এখানে কি চাও?

গোবিন্দ। মর্ত্তে চাই। বৃদ্ধ হয়েছি; মর্ত্তে চাই। যুদ্ধ করে মর্ত্তে চাই।—তবে সামান্য সৈনিকের হাতে মর্ব্বার ইচ্ছা নাই। ইচ্ছা—তোমার হাতে মর্ব্বো—তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করে' মর্ব্বো।

মহাবৎ। বৃদ্ধ! তুমি কি বাতুল!

গোবিন্দ। না মহাবৎ, আমি বাতুল নই। তুমি ভাব্‌ছ যে, আমি পারি যদি তোমায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে বধ কর্ত্তে এসেছি। হা ঈশ্বর! সে শক্তি আমার যদি এখন থাকৃত!—না মহাবৎ খাঁ, আমি জানি দ্বন্দ্বযুদ্ধে তোমার

সঙ্গে আজ আর পার্ব্বো না। তবে মর্ত্তে পার্ব্বো। আমি তোমার হাতে মর্ত্তে চাই।

মহাবৎ। এ অত্যন্ত অদ্ভুত ইচ্ছা।

গোবিন্দ। কিছু না আমি অন্ততঃ পঞ্চাশটা যুদ্ধ স্বর্গীয় মহারাণা প্রতাপসিংহের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে করেছি। এ দেহে অনেক ক্ষতের চিহ্ন আছে। আমার শেষ ক্ষত তোমার খড়্গাঘাতে হোক্।

মহাবৎ। তাতে তোমার লাভ?

গোবিন্দ। লাভ বিশেষ নাই। তবে তুমি ধর্ম্মে যবন হ'লেও জাতি রাজপুত; আর তুমি রাণা প্রতাপসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র। তোমার হাতে মরার একটা গৌরব আছে।

মহাবৎ। আপনি কি সালুম্ব্রাপতি গোবিন্দসিংহ?

গোবিন্দ। হাঃ—হাঃ—হাঃ—চিনেছ মহাবৎ খাঁ? এখন বুঝ্‌তে পাচ্ছো, যে কেন মর্ত্তে চাই? মহাবৎ খাঁ! আজ তুমি মেবার জয় করেছ—মেবার ধ্বংস করেছ। তবু তোমায় উদয়পুর-দুর্গে প্রবেশ কর্ত্তে দিব না। মেবারের আর সৈন্য নাই। তোমার আর যুদ্ধ কর্ত্তে হবে না। মেবারের শেষ বীর আমি। আমি একা দাঁড়িয়েছি, আজ উদয়পুরে মোগল-বাহিনীর গতিরোধ কর্ত্তে। আমায় বধ না করে' উদয়পুর দুর্গে প্রবেশ কর্ত্তে পার্ব্বে না। অস্ত্র নাও।

তরবারি নিষ্কাশন

মহাবৎ। বীরবর! আমি সে দুর্গে প্রবেশ কর্ত্তে চাই না।

গোবিন্দ। চাও, না চাও, সমানই কথা।—নাও; অস্ত্র নাও!

মহাবৎ। শুনুন—

গোবিন্দ। না, শুন্তে চাই না। শুন্তে চাই না। আমার অন্তরে একটা দাবাগ্নি জ্বল্‌ছে। আমার পুত্র নাই, কন্যা নাই—আমি মর্ত্তে চাই! আমার স্বাধীন মেবারকে যবনের পদদলিত দেখ্‌বার আগে আমি মর্ত্তে চাই। রাণা প্রতাপসিংহের পুত্র মোগলের গোলাম হবে দেখ্‌বার আগে আমি মর্ত্তে চাই—আর তার হাতে মর্ত্তে চাই, যে আমার জামাই হ'য়েও আমার পুত্রহন্তা—আমার দেশের সন্তান হ'য়েও যে পরের গোলাম—আমার ধর্ম্মের হ'য়েও যে মুসলমান—আমার রাজার ভাই হয়েও যে তার শত্রু। অস্ত্র নাও মহাবৎ।

মহাবৎ তরবারি নিষ্কাশন করিয়া কহিলেন—

মহাবৎ। ক্ষান্ত হউন। আমি আপনাকে কখনও বধ করবো না।

গোবিন্দ। কোন কথা শুন্তে চাই না। নিজেকে রক্ষা কর।

মহাবৎ। সালুম্ব্রাপতি—

গোবিন্দ। আমায় বধ কর—বধ কর—

মহাবৎ। আমি অস্ত্র পরিত্যাগ করলাম।

গোবিন্দ। ছাড়্‌ছি না মহাবৎ, অস্ত্র নাও। আমি আজ মর্ত্তে এসেছি, মর্ব্বো। অস্ত্র নাও। আমি ছাড়্‌বো না।

আক্রমণ করিতে উদ্যত

এই সময় পশ্চাৎ হইতে গজসিংহ আসিয়া গোবিন্দসিংহকে গুলি করিলেন, গোবিন্দসিংহ পতিত হইলেন

মহাবৎ। এ কি! কি কর্‌লে মহারাজ!

গজ। বধ করেছি।

মহাবৎ। জানেন উনি কে?—

গজ। কে? একজন দস্যু।

গোবিন্দ। দস্যু আমি নই মহারাজ! দস্যু তোমরা! পরের রাজ্য লুঠ কর্ত্তে আমি যাই নাই—তোমরা এসেছ। মহাবৎ খাঁ! যাও, এখন উদয়পুরে যাও। আর কেউ তোমার গতিরোধ কর্ব্বে না। নিজের মাকে ধরে' মোগলের দাসী করে' দাও। সন্তানের কার্য্য কর। অজয়! কল্যাণী—

মৃত্যু

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—উদয়পুরের দুর্গের সম্মুখস্থ রাজপথ। কাল—রাত্রি

একজন দুর্গরক্ষক রাজপুত-সৈনিক ও পুরবাসিগণ কথোপকথন করিতেছিল

১ম পুরবাসী। রাণা দুর্গের বাহিরে গিয়েছেন কেন সৈনিক?

সৈনিক। কেন তা জানি না। শুনলাম, সেনাপতি মহাবৎ খাঁ মেবারের বিরুদ্ধে অস্ত্র পরিত্যাগ ক'রে সম্রাটকে পত্র লিখেছিলেন। তাই সাহাজাদা খুরম এই যুদ্ধে স্বয়ং এসেছেন। মোগলদূত সাহাজাদার কাছ থেকে এক পত্র এনেছিল। শুনেছি তিনি সেই পত্রে রাণার বন্ধুত্ব ভিক্ষা করেন। মোগলদূত ফিরে গেলে রাণা তার পরদিন—আজ প্রত্যূষে উঠে ঘোড়ায় চ'ড়ে সাহাজাদার শিবিরের দিকে গেলেন।

২য় পুরবাসী! তার পর?

সৈনিক। তার পর কি হয়েছে তা জানি না।

৩য় পুরবাসী। রাণা এখনও ফিরে আসেন নি?

সৈনিক। না।

৪র্থ পুরবাসী। তাঁর সঙ্গে কে গিয়েছে?

সৈনিক। কেউ যায় নাই। তিনি একা গিয়েছেন?

১ম পুরবাসী। ও কে?

২য় পুরবাসী। আমাদের রাণা নয় ত?

৩য় পুরবাসী। তাই ত! ও কে? রাণা ত না!

৪র্থ পুরবাসী। রাজার মত পোষাক কে লোকটা জানেন সৈনিক?

সৈনিক। উনি যোধপুরের মহারাজ গজসিংহ।

১ম পুরবাসী। ঐ সেই রাজা, না, যে মহাবৎ খাঁর সঙ্গে মেবার আক্রমণ কর্ত্তে এসেছে?

সৈনিক। হাঁ।

২য় পুরবাসী। জাতিতে রাজপুত?

৩য় পুরবাসী। রাজপুত হ'য়ে রাজপুতের শত্রু।

সৈনিকদল সহ মহারাজ গজসিংহের প্রবেশ

গজ। সৈনিক, দুর্গের দ্বার বন্ধ?

সৈনিক। হাঁ, মহারাজ!

গজ। দ্বার খোল। এখন এ দুর্গ আমাদের।

সৈনিক। প্রভুর বিনা আজ্ঞায় দুর্গের দ্বার খুল্‌তে পারি না মহারাজ!

গজ। প্রভু! তোমাদের প্রভু এখন রাণা অমরসিংহ নয়, তোমাদের প্রভু আমি।

সৈনিক। আপনি! সেটা জানতাম না। তবুও আমাদের রাণা অমরসিংহের বিনা আজ্ঞায় দুর্গদ্বার খুলতে পারি না।

গজ। সৈনিকগণ! এর কাছ থেকে চাবি কেড়ে নাও।

সৈনিক। প্রাণ থাক্‌তে নয়।

তরবারি বাহির করিল

গজ। তবে একে বধ কর—

১ম পুরবাসী। (অন্য পুরবাসীদিগকে) দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছ কি—মারো।

সকলে মিলিয়া গজসিংহকে আক্রমণ করিল

গজ। সৈনিকগণ—

গজসিংহের সৈনিকগণ পুরবাসীদের আক্রমণ করিল। তখন পশ্চাৎ হইতে মোগল-সৈন্য-পরিবৃত রাণা অমরসিংহ আসিয়া কহিলেন—

অমরসিংহ। সৈনিকগণ—অস্ত্র রাখ।

রাজপুত-সৈনিকগণ মোগলসৈন্যগণকে দেখিয়া অস্ত্র রাখিল

রাণা। মহারাজ গজসিংহ! এখানে তোমার প্রয়োজন?

গজ। আমি এই দুর্গে প্রবেশের অধিকার চাই।

রাণা। রাজ-অতিথি! রাণা অমরসিংহ যথোচিত অতিথি-সংকার

কর্ব্বে।—মোগলের কুক্কুর! তোমার যোগ্য অতিথি-সৎকার এই।
(পদাঘাতে গজসিংহকে ভূপাতিত করিলেন।) সাহসী সৈনিক, দুর্গদ্বার খোল।
(দুর্গদ্বার খুলিলে তিনি মোগল-সৈনিকদিগকে কহিলেন) তোমরা যেতে পার।

রাণা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন, দুর্গদ্বার রুদ্ধ হইল

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—মেবারের গিরিপথ। কাল—মধ্যাহ্ন

সত্যবতী ও তঁাহার পুত্র অরুণ ও চারণীগণ

চারণীগণের গীত

(১)

ভেঙে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোর ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার,
এ মহা শ্মশানে ভগ্ন পরাণে আজি মা কি গান গাহিব আর ?
মেবার পাহাড় হইতে তাহার নেমে গেছে এক গরিমা হায়!
ঘন মেঘরাশ, ঘেরিয়া আকাশ, হানিয়া তড়িৎ চলিয়া যায়।
মেবার পাহাড়—শিখরে তাহার রক্ত নিশান উড়ে না আর।
এ হীন সজ্জা—এ ঘোর লজ্জা—ঢেকে দে গভীর অন্ধকার।

(২)

গাহে নাকো আর কুঞ্জে তাহার পিকবর আজ হরষগান ;
ফোটে নাকো ফুল আসে না আকুল ভ্রমর করিতে সে মধুপান ;
আর নাহি বয়, শিহরি মলয় ; আর নাহি হাসে আকাশে চাঁদ ;
মেবার নদীর ম্লান দু'টি তীর—করে নাকো আর সে কলনাদ।
মেবার পাহাড় ইত্যাদি—

(৩)

মেবারের বন বিষাদ মগন ; আঁধার বিজন নগর গ্রাম,
পুরবাসী সব মলিন নীরব ; বিষাদ মগন সকল ধাম ;
নাহি করে আর খর তরবার আস্ফালন সে মেবার বীর ,
নাহি আর হাসি, ম্লান রূপরাশি, ত্রস্ত মেবার সুন্দরীর।
মেবার পাহাড় ইত্যাদি—

(৪)

এ ঘন আঁধার! কিবা আছে তার! সান্ত্বনা আর কে করে দান
চারণ কবির বিনা সে গভীর অতীত মেবার মহিমা গান!
গেছে যদি সব সুখ কলরব, অতীতের বাণী বাঁচিয়া থাক্,
চারণের মুখে সান্ত্বনা সুখে শূন্যে মেবারে ধ্বনিয়া যাক্।
মেবার পাহাড় ইত্যাদি—

সৈনিকত্রয়ের সহিত হেদায়েৎ আলির প্রবেশ

হেদায়েৎ। কে তুমি?

সত্যবতী। আমি চারণী।

হেদায়েৎ। তুমি পথে ঘাটে এই গান গেয়ে বেড়াচ্ছ?

সত্যবতী। হাঁ সৈনিক! আমার ব্যবসাই গান গাওয়া।

হেদায়েৎ। তুমি এ গান গাইতে পাবে না।

অরুণ। কেন সৈনিক?

হেদায়েৎ। আজ এ দেশ তোমাদের নয়; এ দেশ মোগলের।

সত্যবতী। মোগলের জয় হোক। যতদিন মেবার স্বাধীন ছিল, আমরা যুদ্ধ করেছি। এখন মেবার একবার যখন অবনতশিরে মোগলের প্রভুত্ব স্বীকার করেছে, তখন মোগলের সঙ্গে আর আমাদের বিবাদ নাই। তবে তাই বলে' কাঁদ্‌তেও পাব না?—মোগল-সৈনিক! জগতে সবারই মাকে ভালবাস্‌তে আছে, কেবল কি হতভাগ্য মেবার-বাসীরই নাই?

হেদায়েৎ। না, গান গাইতে পাবে না।

অরুণ। আমরা গাইব, দেখি কে রোখে; গাও মা।

হেদায়েৎ। এ গান গাও যদি, তোমায় আমাদের বন্দী কর্ত্তে হবে।

সত্যবতী। কর বন্দী সৈনিক! আমাদের বন্দী কর। আমরা তোমাদের কারাগারে বসে' এই দুঃখের গানে তার গভীর অন্ধকার ধ্বনিত কর্ব্বো—গাও পুত্র!

হেদায়েৎ। উত্তম! তবে তুমি আমার বন্দী।

অগ্রসর

অরুণ। খবর্দ্দার। (তরবারি বাহির করিলেন) মাকে স্পর্শ করিস্ না, যদি প্রাণে মায়া থাকে।

হেদায়েৎ। উদ্ধত বালক! অস্ত্র রাখ।

অরুণ। কেড়ে নাও।

সৈনিক অরুণকে আক্রমণ করিল। অরুণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন

সত্যবতী। সাবাস্ পুত্র! তোমার মাকে রক্ষা কর।

একজন সৈনিক ভূপতিত হইল

সত্যবতী। সাবাস্ পুত্র! প্রাণ থাক্‌তে অস্ত্র ছেড়ো না। এই ত চাই—ওঃ—কি আনন্দ!

হেদায়েৎ আলি অরুণকে স্বয়ং আক্রমণ করিলেন। অরুণসিংহ পিছাইয়া বসিয়া যুদ্ধ করিলেন। সৈনিকগণ ও হেদায়েৎ তাঁহাকে ঘিরিলেন। সত্যবতী, পুত্রের মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া ক্ষণেকের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। এমন সময়ে মহাবৎ খাঁ পশ্চাৎ হইতে সসৈন্যে আসিয়া কহিলেন—

মহাবৎ। ক্ষান্ত হও হেদায়েৎ আলি।

সকলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ ক্ষান্ত হইল

লজ্জা নাই হেদায়েৎ আলি, দুইজন মোগল-সৈনিক মিলে একজন বালককে আক্রমণ করেছ! তার উপর তোমারও তরবারি বা'র কর্ত্তে হ'ল! ধিক!—বৎস!—তুমি প্রাণ দিয়ে তোমার মাকে রক্ষা কর্ত্তে গিয়েছিলে। ধন্য তুমি! এই রকম ক'রেই ত প্রাণ দিতে হয়! বেঁচে থাক! বৎস—

সত্যবতী এতক্ষণ সম্বদ্ধ মুষ্টিদ্বয় স্বীয় বক্ষোপরি রাখিয়া সগৌরবে তীব্র আনন্দে অরুণের মুখের উপর চাহিয়াছিলেন। তাহার পরে তিনি মহাবৎ খাঁর দিকে দুই পদ অগ্রসর হইয়াই পশ্চাতে ফিরিয়া আসিয়া শির নত করিলেন। মহাবৎ সত্যবতীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে ডাকিলেন—

মহাবৎ। ভগিনি!—আর কি বলব তোমাকে! তোমাকে ভগ্নী বলে ডাক্‌বারও অধিকার রাখি নি। তবে—আর কি বল্‌ব! আমায় ক্ষমা কর, ভগিনি!

সত্যবতী। ভগবান—এ কি কর্লে! আমার ছোট ভাইটি আমাকে ভগ্নী বলে' ডাক্‌ছে! তবু আমি তাকে আমার বুকের মধ্যে টেনে নিতে পার্চ্ছি না!

অরুণ। ইনি কে মা?

সত্যবতী। ইনি মোগল সেনাপতি মহাবৎ খাঁ।

মহাবৎ। আমি তোমার মামা।

সত্যবতী। চল বৎস। আমরা যাই।

মহাবৎ। কোথা যাবে? আমায় ক্ষমা করে যাও।

সত্যবতী। তুমি কি পাপ করেছ, তা জান মহাবৎ খাঁ?

মহাবৎ। জানি আমি নিজের হাতে নিজের ঘরে আগুন দিয়েছি; আর পৈশাচিক উল্লাসে তার উত্থিত ধূমরাশি দেখেছি।

সত্যবতী। শুধু তাই কি!

মহাবৎ। আর কি? মুসলমান হয়েছি? আমি স্বীকার করি না যে আমি তাতে কোন পাপ করেছি।—যা'র যা বিশ্বাস। তবে—

সত্যবতী। উত্তম!—এসো বৎস!

মহাবৎ। দাঁড়াও। তাই যদি হয়, তা হ'লে সে পাপ কি এত ভয়ানক যে, সে পাপ মানুষের হৃদয় থেকে সব কোমল প্রবৃত্তিকে মুছে ফেলে দিতে পারে? ভগ্নি! আমি জানি, যে নারীর হৃদয় পবিত্রতার তপোবন, আত্মোৎসর্গের লীলাভূমি, প্রীতির নন্দনকানন। আচারের নিয়ম কি এতই কঠোর, যে এই নারীর হৃদয়কেও পাষাণ করে' দিতে পারে? একবার এক মুহূর্ত্তের জন্য ভুলে যাও, যে তুমি হিন্দু আমি মুসলমান, যে তুমি প্রপীড়িত আমি অত্যাচারী। শুদ্ধ মনে কর, যে তুমি

মানুষ, আমি মানুষ, তুমি ভগ্নী—আমি ভাই। মনে কর সেই শৈশবকাল, যখন তুমি আমায় কোলে করে' বেড়াতে, আমার গণ্ডদেশ চুমায় চুমায় ভরে' দিতে, আমাকে কোলে করে' জড়িয়ে শুয়ে থাকতে। মনে কর—আমরা সেই দুই মাতৃহীন ভাই-ভগ্নী!—দিদি!

সত্যবতী। ভগবান—

মহাবৎ। দিদি—

সত্যবতী। আর পারি না। যা হবার তা হয়েছে।—ছোট ভাইটি আমার! যাও আমি তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করেছি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, যেন তিনি তোমায় ক্ষমা করেন। যাও ভাই! তুমি আর আমার কাছে মোগল সেনাপতি মহাবৎ খাঁ নও! তুমি শুধু আমার সেই ছোট ভাই মহীপৎ।—যাও ভাই।

মহাবৎ। তবে এসো দিদি।

প্রণাম করিলেন

সত্যবতী। আয়ুষ্মান্ হও ভাই!—চলে' এসো বৎস!

হেদায়েৎ। কোথা যাবে? আমরা তোমায় বন্দী কর্ব্বো।

মহাবৎ। কারও সাধ্য নাই যে আমার সম্মুখে আমার ভগ্নীর একটি কেশ স্পর্শ করে।—যাও ভগ্নী!

হেদায়েৎ। তুমি আর সেনাপতি নও মহাবৎ খাঁ! এখন আমরা তোমার কথা মানি না। সেনাপতি এখন সাহাজাদা খুরম।

সাজাহানের প্রবেশ

সাজাহান। উত্তম। তবে আমি স্বয়ং সে আজ্ঞা দিচ্ছি! যাও মা! নিঃশঙ্কে ঘরে যাও।

হেদায়েৎ। কিন্তু এ নারী পথে ঘাটে বিদ্রোহের গান গেয়ে বেড়াচ্ছে সাহাজাদা।

সাজাহান। আমি দূর হ'তে সে গান শুনেছি। সে এক হতাশাময় গভীর দুঃখের গান।

হেদায়েৎ। এতে যদি রাজ্যে অশান্তি হয় সাহাজাদা?

সাজাহান। সে অশান্তি দমন কর্ত্তে মোগলসম্রাট জানে। হেদায়েৎ আলি খাঁ! মেবারে কেন, সমস্ত ভারতবর্ষে, তার কোন সন্তান তার মায়ের নাম গাওয়ার জন্য যদি এই বিপুল মোগলসাম্রাজ্য একখণ্ড শরতের মেঘের মত উড়ে যায় ত যাক্। মোগলসাম্রাজ্য এমন বালুর ভিত্তির উপর গঠিত নয় হেদায়েৎ। সে সাম্রাজ্য ভারতবাসীর গাঢ় স্নেহের উপর প্রতিষ্ঠিত! মোগলসম্রাট কখন কোন সঙ্গত, ন্যায়োচিত ভক্তি-পবিত্র মাতৃপূজায় বাধা দিবে না। তার জন্য যদি তার এ সাম্রাজ্য দিতে হয়—দিবে। বুঝ্‌লে হেদায়েৎ?

হেদায়েৎ। যে আজ্ঞা সাহাজাদা!

সাজাহান। গাও মা। দুঃখ তা নয় যে তুমি এই গান গেয়ে বেড়াও; দুঃখ এই, যে, সে গান শুনবার লোক আজ মেবারে নাই। গাও মা, কোন ভয় নাই। আমি শুন্‌বো। আমি তোমার মায়ের অতীত গরিমার সঙ্গে অশ্রু মিশিয়ে কাঁদতে জানি।—গাও মা! গাও বালক! আমিও সে গানে যোগ দিব! গাও হেদায়েৎ আলি। গাও সৈনিকগণ।

গাহিতে গাহিতে সকলের প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—উদয়সাগরের তীর। কাল—সন্ধ্যা

মানসী একাকিনী

মানসী। আমার উপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গিয়েছে। আবার সমুদ্রের সেই মৃদুগম্ভীর অনাদি সঙ্গীত শুন্‌তে পাচ্ছি—শতগুণ মধুর। মেঘ কেটে গিয়েছে। আবার আকাশের সেই নক্ষত্রোজ্জ্বল অবারিত নীলিমা দেখ্‌তে পাচ্ছি—শতগুণ নির্ম্মল! আমার কর্ত্তব্যপথ আজ জীবনের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের সীমা ছাড়িয়ে, বহুদূরে প্রসারিত দেখছি।

কল্যাণীর প্রবেশ

মানসী। কে, কল্যাণী?

কল্যাণী। হাঁ রাজকুমারী!

মানসী। আবার রাজকুমারী! তোমার সঙ্গে আমার এক নূতন সম্বন্ধ হয় নাই?—এই আবার কাঁদ্‌ছ কল্যাণী! ছিঃ বোন্‌।

কল্যাণী। আর কাঁদ্‌বো না। কিন্তু বোন্‌—আর যে সৈতে পারি না। তাই তোমার কাছে ছুটে এলাম! আমায় সান্ত্বনা দাও।

মানসী। তোমার সমস্ত দুঃখভার আমাকে দাও, আর আমার সুখ তুমি নাও কল্যাণী।

কল্যাণী। তোমার সুখ!

মানসী। হাঁ, আমার সুখ! দুঃখ আমাকে পিষে ফেল্‌বে ঠিক ক'রে এসেছিল—তা সে পারে নাই, পার্ব্বেও না। আমি দুঃখকে হিংস্র জন্তুর মত বেঁধে বশ করে' নিজের কাজে লাগাবো। দুঃখ আমার বড় উপকার করেছে কল্যাণী। এতদিন আমি সুখের রাজ্যে বাস করে' এসেছিলাম—দুঃখের রাজ্য দূর থেকে একটা কুজ্ঝটিকার মত দেখ্‌ছিলাম। আজ সেই রাজ্যে বাস করে' এসেছি। শত্রুকে জেনেছি, চিনেছি। আর সে আমায় অসতর্ক অবস্থায় পাবে না। এতদিন জীবন অপূর্ণ ছিল, আজ পূর্ণ হয়েছে।

কল্যাণী। ধন্য তুমি বোন্!

মানসী। তুমিও ধন্য হবে কল্যাণী!

কল্যাণী। কেমন করে' বোন্?

মানসী। এ কাজে আমার সহায় হও। এসো, আমরা দুইজন মনুষ্যের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করি। তোমার কল্যাণী নাম সার্থক হউক।—আমার সহায় হবে?

কল্যাণী। হব।

মানসী। বেশ। তবে দেখ, সান্ত্বনা পাও কি না। এ ব্রত যার তার কিসের দুঃখ?

কল্যাণী। উত্তম! সেখানেই আমার ব্যর্থ-প্রেম পূর্ণ হোক।

মানসী। তুমি মহাবৎ খাঁকে এখনও ঘৃণা কর?

কল্যাণী। বোন্! সেদিন গর্ব্ব করে' তাঁকে তাই বলে' এসেছিল'ম। কিন্তু বুঝে দেখেছি যে, তাঁকে ঘৃণা কর্ব্বার শক্তি আমার নাই। বাল্যকালে যাঁর স্মৃতি ধ্যান করে' বড় হয়েছি; যৌবনে যাঁকে জীবনে ধ্রুবতারা করে' বেরিয়েছিলাম, এ হতাশার অন্ধকারে যাঁর চিন্তা আমার অন্তরে রাবণের চিতার মত অবিরত ধূ ধূ করে' জল্‌ছে; তাঁকে ঘৃণা কর্ত্তে পার্ব্বো না। সে কেবল কথার কথা।

মানসী। তার প্রয়োজন নাই কল্যাণী! তুমি তোমার প্রেমকে মনুষ্যত্বে ব্যাপ্ত কর। সান্ত্বনা পাবে। বিশ্বপ্রেম প্রতিদান চায় না; যোগ্য অযোগ্য বিচার করে না। সে সেবা ক'রে সুখী।

সত্যবতীর প্রবেশ

সত্যবতী। মানসী! তোমার বাবা তোমায় ডাক্‌ছেন।

মানসী। বাবা ফিরে এসেছেন?

সত্যবতী। হাঁ মা।

মানসী। মোগলের সঙ্গে সন্ধি হয়েছে?

সত্যবতী। না, রাণা দেখলেন যে সাহাজাদা খুরম যে রাণার বন্ধুত্ব ভিক্ষা করে পত্র লিখেছিলেন, সে মৌখিক প্রার্থনা। সে একটা আকাশকুসুম, একটা মৃগতৃষ্ণিকা।

মানসী। কেন মা?

সত্যবতী ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন—

সত্যবতী। মানসী! বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে, হাতে হাতে। পদাঘাতের সঙ্গে পৃষ্ঠের বন্ধুত্ব হয় না, জয়ধ্বনির সঙ্গে আর্ত্তনাদের বন্ধুত্ব হয় না! সাহাজাদা চান যে, রাণা দুর্গের বাইরে গিয়ে সম্রাটের ফর্ম্মান নেন। মানসী! রাণা প্রতাপসিংহের পুত্রের এ অপমানের চেয়ে মৃত্যু ভাল।

মানসী। বাবা কি কর্ব্বেন?

সত্যবতী। রাণা আজ সামন্তদের ডেকে তাঁর পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্যভার ত্যাগ করেছেন। তিনি রাণীর সঙ্গে রাজ্য ছেড়ে গিয়ে বনবাস কর্ব্বেন।—আজ মেবারের পতন হ'ল মানসী।

মানসী। মা! মেবারের পতন কি আজ আরম্ভ হ'ল? না মা, তার পতন আজ হয় নি। তার পতন বহুদিন পূর্ব্বে হতে আরম্ভ হয়েছে। এ পতন সেই পরম্পরার একটি গ্রন্থিমাত্র।

সত্যবতী। সে পতন কবে থেকে আরম্ভ হয়েছে মা?

মানসী। যে দিন থেকে সে নিজের চোখ বেঁধে আচারের হাত ধরে চলেছে। যে দিন থেকে সে ভাবতে ভুলে গিয়েছে। মা! যতদিন স্রোত বয়, জল শুদ্ধ থাকে। কিন্তু সে স্রোত যখন বন্ধ হয়, তখনই তাতে কীট জন্মে। তাই এই জাতিতে আজ এই নীচ স্বার্থ, ক্ষুদ্রতা, ভ্রাতৃদ্রোহিতা বিজাতিবিদ্বেষ জন্মেছে। সেই উদার—অতি উদার হিন্দুধর্ম্ম—আজ প্রাণ-হীন একখানি আচারের কঙ্কাল। যার ধর্ম্ম গেল মা, তার পতন হবে না? জাতি যে পাপে ভরে গেল, তা' দেখবার কেউ অবসর পায় না। মেবার গেল বলে' ক্রন্দন কর্লে কি হবে মা?

সত্যবতী। এ দুঃখে কি তবে এই সান্ত্বনা?

মানসী। না, তার চেয়েও বড় সান্ত্বনা আছে। সে সান্ত্বনা এই যে, মেবার গিয়েছে যাক্; তার চেয়ে বড় সম্পৎ আমাদের হোক্। আমি চাই যে আমার ভাই নৈতিক বলে শক্তিমান হোক্, যে সে দুঃখে নৈরাশ্যে, ঝঞ্ঝার অন্ধকারে ধর্ম্মকে জীবনের ধ্রুবতারা করুক। যদি তা সে না করে, ত সে উচ্ছন্ন যাক্; আমি ক্ষুব্ধ নহি।

সত্যবতী। ভাই উচ্ছন্ন যাবে, আর আমি তাই দাঁড়িয়ে দেখ্‌ব?

মানসী। প্রাণপণ চেষ্টা কর্ব্বো তাকে তুলতে। তবু যদি না পারি—ঈশ্বরের মঙ্গল নিয়ম পূর্ণ হোক্। যেমন স্বার্থ চাইতে জাতিত্ব বড়, তেমনি জাতিত্বের চেয়ে মনুষ্যত্ব বড়। জাতিত্ব যদি মনুষ্যত্বের বিরোধী হয় ত মনুষ্যত্বের মহাসমুদ্রে জাতিত্ব বিলীন হ'য়ে যাক! দেশ, স্বাধীনতা ডুবে যাক্—এ জাতি আবার মানুষ হোক।

সত্যবতী। তা কি হবে মা?

মানসী। কেন হবে না! আমাদের সেই সাধনা হোক্। উচ্চ সাধনা কখনও নিষ্ফল হয় না। এই জাতি আবার মানুষ হবে!

সত্যবতী। সে কবে?

মানসী। যেদিন তারা অথর্ব্ব আচারের ক্রীতদাস না হ'য়ে নিজেরা আবার ভাবতে শিখ্‌বে; যেদিন তাদের অন্তরে আবার ভাবের স্রোত বৈবে; যেদিন তারা যা উচিত বা কর্ত্তব্য বিবেচনা কর্ব্বে, নির্ভয়ে তাই করে' যাবে; কারো প্রশংসার অপেক্ষা রাখবে না, কারো ভ্রূকুটির

দিকে ভ্রূক্ষেপ কর্ব্বে না। যেদিন তারা যুগজীর্ণ পুঁথি ফেলে দিয়ে—নব ধর্ম্মকে বরণ কর্ব্বে।

সত্যবতী। কি সে ধর্ম্ম মানসী?

মানসী। সে ধর্ম্ম ভালবাসা। আপনাকে ছেড়ে, ক্রমে ভাইকে, জাতিকে, মনুষ্যকে, মনুষ্যত্বকে ভালবাস্তে শিখতে হবে। তার পরে আর তাদের—নিজের কিছু কর্ত্তে হবে না; ঈশ্বরের কোন অজ্ঞেয় নিয়মে তাদের ভবিষ্যৎ আপনিই গড়ে' আসবে। জাতীয় উন্নতির পথ শোণিতের প্রবাহের মধ্য দিয়ে নয় মা, জাতীয় উন্নতির পথ আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে। যে পথ বঙ্গের শ্রীচৈতন্যদেব দেখিয়ে গিয়েছেন, সেই পথে চল মা। নহিলে নিজে নীচ, কুটিল স্বার্থসেবী হ'য়ে রাণা প্রতাপসিংহের স্মৃতি মাথায় রেখে, অতীত গৌরবের নির্ব্বাণ-প্রদীপ কোলে করে', চিরজীবন হাহাকার কর্লে'ও কিছু হবে না।

সকলের প্রস্থান

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—উদয়সাগরের তীর। কাল—মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যা

রাণা অমরসিংহ একাকী

রাণা। মেবারের আকাশ ক্রোধে গর্জ্জন কর্চ্ছে। মেবারের পাহাড় লজ্জায় মুখ ঢাকছে। মেবারের হ্রদ ক্ষোভে তটতলে আছ্‌ড়ে পড়্‌ছে। মেবারের কুল-দেবতারা রোষে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। আমার হাতে আমার মেবার—রাণা প্রতাপের মেবারের আজ পতন হ'ল।—ওঃ! (পাদচারণা করিতে লাগিলেন)—এই যে মহাবৎ খাঁ!

মহাবৎ খাঁর প্রবেশ

রাণা। বন্দেগি খাঁ-সাহেব।

মহাবৎ। মেবারের রাণার জয় হোক্‌।

রাণা। মোগল-সেনাপতি! তোমার শুদ্ধ হত্যার বিদ্যাই জানা আছে, তা নয়। দেখ্‌ছি তুমি ব্যঙ্গ কর্ত্তেও বেশ পটু। 'মেবারের রাণার জয় হোক্‌'ই বটে!'

মহাবৎ। না রাণা, আমি ব্যঙ্গ করি নাই।

রাণা। কর না কর, বড় যায় আসে না।—যাক, মহাবৎ খাঁ, আমি একবার তোমার সাক্ষাৎ চেয়েছিলাম।

মহাবৎ। আজ্ঞা করুন।

রাণা। বিনয়ী বটে! শোন। আমি এমন একটা কাজ কর্ত্তে তোমায় ডেকেছি, যা তুমি ছাড়া আর কেউ কর্ত্তে পারে না।

মহাবৎ। আদেশ করুন।

রাণা। মহাবৎ খাঁ, আগে আমার পানে চাও দেখি; বল দেখি তুমি আমার কে?

মহাবৎ। আমি আপনার ভাই।

রাণা। ভায়ের উচিত কাজ হয়েছে। তোমার পিতামহের প্রপিতামহের মেবার তুমি মোগলের পদদলিত করেছ। তার বক্ষের রক্তে তোমার হাত দু'খানি রঞ্জিত করেছ।

মহাবৎ। আমি সম্রাটের নিমক খেয়েছি রাণা।

রাণা। সে কতদিন থেকে মহাবৎ খাঁ? যাক্ তোমার কাজ তুমি করেছ। তার জন্য তোমার সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডা করা বৃথা। যে বিধর্ম্মী; যে মোগলের উচ্ছিষ্টভোজী, তার পক্ষে এ কাজ অনুচিত হয় নি। সে নিজে একটা অনিয়ম; উদ্দম স্বেচ্ছাচারের উদ্বমন, তার এ কাজ অনুচিত হয় নি। তুমি মেবার ধ্বংস করেছ। সে কাজ এখনও পূর্ণ হয় নি। তার সঙ্গে মেবারের রাণারও শেষ কর। এই নাও, তরবারি।

তরবারি দিতে গেলেন

মহাবৎ। রাণা—

রাণা। প্রতিবাদ কর' না। শোন, আমাকে বধ কর! তাতে তোমার কালিমা বেশী বাড়বে না। আর তোমার কোন অপ্রিয় কাজ কর্ত্তে তোমাকে আমি বল্‌ছি না। আমি জানি, তুমি আমার রক্তপান কর্ব্বার জন্য আকুল পিপাসায় ফেটে মরে' যাচ্ছ। তোমার ঐ দক্ষিণ হস্ত আমার হৃদপিণ্ড উপড়ে ফেল্‌বার জন্য উদ্যত আগ্রহে কাঁপছে। এই নাও সে হৃদপিণ্ড। আমায় বধ কর।

মহাবৎ। রাণা, মহাবৎ খাঁ এত হীন নহে! আমি মেবারভূমি তরবারির আঘাতে ও অগ্নিদাহে শ্মশান করেছি সত্য। তবু আমি অন্যায় যুদ্ধে করি নি। ন্যায়যুদ্ধে করেছি!

রাণা। ন্যায় যুদ্ধ! একে ন্যায় যুদ্ধ বল মহাবৎ? একটি ক্ষুদ্র জনপদের মুষ্টিমেয় সেনার উপরে একটা সাম্রাজ্যের বিপুল বাহিনীর ভার; একটা স্ফুলিঙ্গের উপর সমুদ্রের তরঙ্গপ্রপাত; শিশুর আত্মার উপর নরকের দুঃস্বপ্ন। ন্যায় যুদ্ধ! যাক—তুমি জিতেছ। এখন সে কাজ শেষ কর। এই তরবারি নাও। এই তরবারি রাণা প্রতাপসিংহ মরবার সময়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, বলেছিলেন, "দেখো যেন তার অপমান না হয়।" আমি তার অপমান করেছি। সে অপমান আমার রক্তে ধৌত হ'য়ে যাক।

মহাবৎ। রাণা, মহাবৎ খাঁ যোদ্ধা; সে জল্লাদ নয়।

রাণা। তবে যুদ্ধ কর। তোমার অস্ত্র নাও!

নিজে তরবারি নিলেন

মহাবৎ। রাণা, আমি মেবারের বিরুদ্ধে অস্ত্র পরিত্যাগ করেছি।

রাণা। সে কবে থেকে মহাবৎ? অস্ত্র নাও—অস্ত্র নাও—আজ মেবারের শ্মশানের উপর মৃত মাতার শব স্কন্ধে করে', আমি তোমায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান কর্চ্ছি।

মহাবৎ। রাণা শুনুন।

রাণা। কোন কথা শুন্‌বো না। ভীরু…ম্লেচ্ছ…কুলাঙ্গার! যুদ্ধ কর। দেখি তোমার কি শৌর্য্য কি বীর্য্য দেখে সমস্ত ভারত মহাবৎ খাঁর নামে কম্পমান! অস্ত্র নাও—ছাড়বো না। অধম! নরকের কীট! শয়তান!

মহাবৎ। উত্তম রাণা—তবে তাই হোক (তরবারি নিষ্কাশিত করিলেন) সাবধান রাণা! মহাবৎ খাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতে যদি কেউ থাকে ত তুমি—তবু সাবধান—

উভয়ে তরবারি নিষ্কাশিত করিলেন

রাণা। আজ ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ—যা জগতে কেউ কখন দেখে নি। পৃথিবীতে প্রলয় হোক।

এমন সময় আলুলায়িত কেশ বিস্রস্তবসনা মানসী আসিয়া তাঁহাদের মধ্যে দাঁড়াইলেন

মানসী। এ কি পিতা! এ কি—(মহাবৎ খাঁর দিকে চাহিয়া) ক্ষান্ত হোন!

রাণা। দূরে চলে' যাও মানসী! এ যুদ্ধে বাধা দিও না।

মানসী। ক্ষান্ত হোন পিতা! সর্ব্বনাশ যা হবার হয়েছে। সে সর্ব্বনাশ আর নিজের ভ্রাতৃরক্তে রঞ্জিত কর্ব্বেন না। এ শোকের সান্ত্বনা হত্যা নহে—এর সান্ত্বনা—আবার মানুষ হওয়া।

রাণা। মানুষ হওয়া—সে কি রকম করে' মানসী?

মানসী। শত্রুমিত্রজ্ঞান ভুলে গিয়ে। বিদ্বেষ বর্জ্জন করে'। নিজের কালিমা, দেশের কালিমা বিশ্বপ্রেমে ধৌত ক'রে দিয়ে।—গাও চারণীগণ, সেই গান যা তোমাদের শিখিয়েছি—"আবার তোরা মানুষ হ"।

রাণা অমরসিংহ ও মহাবৎ খাঁ এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলেন। গৈরিকবসনপরিহিতা চারণীর দল গাহিতে গাহিতে সেখানে প্রবেশ করিল। মানসী সেই গানে নিজে যোগ দিলেন।

চারণীদিগের গীত

কিসের শোক করিস্ ভাই—আবার তোরা মানুষ হ'।
গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই—আবার তোরা মানুষ হ'॥
পরের 'পরে কেন এ রোষ, নিজেরই যদি শত্রু হো'স্?
তোদের এ যে নিজেরই দোষ—আবার তোরা মানুষ হ'॥

ঘুচাতে চাস যদি রে এই হতাশময় বর্ত্তমান,
বিশ্বময় জাগায়ে তোল ভায়ের প্রতি ভায়ের টান ;
ভুলিয়ে যা রে আত্মপর, পরকে নিয়ে আপন কর ;
শত্রু হয় হোক্ না, যদি সেথায় পাস্ মহৎ প্রাণ,
তাহারে ভালবাসিতে শেখ, তাহারে কর হৃদয় দান।
মিত্র হোক্—ভণ্ড যে—তাহারে দূর করিয়ে দে—
সবার বাড়া শত্রু সে—আবার তোরা মানুষ হ'॥
জগৎ জুড়ে দুইটি সেনা পরস্পরে রাঙায় চোক ;
পুণ্যসেনা নিজেরে কর্ পাপের সেনা শত্রু হোক্ ;
ধর্ম্ম যথা সেদিকে থাক, ঈশ্বরেরে মাথায় রাখ,
স্বজন দেশ ডুবিয়া যাক্—আবার তোরা মানুষ হ'॥

মহাবৎ। অমর!
রাণা। তোমার কোন দোষ নাই। আমাদেরই দোষ। ক্ষমা কর।
মহাবৎ। ক্ষমা কর ভাই!

আলিঙ্গনবদ্ধ

যবনিকা পতন

রাণা প্রতাপ সিংহ

কুশীলবগণ

পুরুষগণ

মেবারের রাণা	... ...	প্রতাপ সিংহ
প্রতাপের পুত্র	... ...	অমর সিংহ
প্রতাপের ভ্রাতা	... ...	শক্ত সিংহ
ভারত-সম্রাট্	... ...	আকবর সাহ
আকবরের পুত্র	... ...	সেলিম
আকবরের সেনাপতি	...	মানসিংহ
আকবরের অন্যতম সৈন্যাধ্যক্ষ	...	মহাবৎ
আকবরের সভাকবি	...	পৃথ্বীরাজ

প্রতাপের সর্দ্দারগণ ও মন্ত্রী, ভীলসর্দ্দার মাহু, সম্রাটের সভাসদ্‌গণ,
সৈন্যাধ্যক্ষ সাহাবাজ, দৌবারিক ইত্যাদি

নারীগণ

প্রতাপের স্ত্রী	... ...	লক্ষ্মী
প্রতাপের কন্যা	... ...	ইরা
পৃথ্বীরাজের স্ত্রী	... ...	যোশী
আকবরের কন্যা	... ...	মেহের উন্নিসা
আকবরের ভাগিনেয়ী	...	দৌলত উন্নিসা
মানসিংহের ভগিনী	...	রেবা

পরিচারিকা, নর্ত্তকীগণ, ইত্যাদি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—কমলমীরের কাননাভ্যন্তর; সম্মুখে কালীর মন্দির। কাল প্রভাত। কালীমূর্ত্তির নিকটে কুলপুরোহিত দণ্ডায়মান। কালীমূর্ত্তির সম্মুখে প্রতাপ সিংহ ও রাজপুত সর্দ্দারগণ দক্ষিণ জানু পাতিয়া ভূমিতলস্থ তরবারি স্পর্শ করিয়া অর্দ্ধোপবিষ্ট।

প্রতাপ। কালী মায়ের সম্মুখে তবে শপথ কর।

সকলে। শপথ কর্চ্ছি—

প্রতাপ। যে আমরা চিতোরের জন্য প্রয়োজন হয় ত প্রাণ দিব—

সকলে। আমরা চিতোরের জন্য প্রয়োজন হয় ত প্রাণ দিব—

প্রতাপ। যতদিন না চিতোর উদ্ধার হয়—

সকলে। যতদিন না চিতোর উদ্ধার হয়—

প্রতাপ। ততদিন ভূর্জ্জপত্রে ভক্ষণ কর্ব্ব—

সকলে। ততদিন ভূর্জ্জপত্রে ভক্ষণ কর্ব্ব—

প্রতাপ। ততদিন তৃণ-শয্যায় শয়ন কর্ব্ব—

সকলে। ততদিন তৃণ-শয্যায় শয়ন কর্ব্ব—

প্রতাপ। ততদিন বেশভূষা পরিত্যাগ কর্ব্ব—

সকলে। ততদিন বেশভূষা পরিত্যাগ কর্ব্ব—

প্রতাপ। আর শপথ কর, যে, আমাদের জীবিতবংশে ও বংশ-পরম্পরায় মোগলের সঙ্গে কোনরূপ সম্বন্ধ-সূত্রে বদ্ধ হব না।

সকলে। আমাদের জীবিতবংশে ও বংশ-পরম্পরায় মোগলের সঙ্গে কোনরূপ সম্বন্ধ-সূত্রে বদ্ধ হব না—

প্রতাপ। প্রাণান্তেও তার দাসত্ব কর্ব্ব না—

সকলে। প্রাণান্তেও তার দাসত্ব কর্ব্ব না—

প্রতাপ। তা'র আর আমাদের মধ্যে চিরকাল তরবারি মাত্র ব্যবধান থাকবে।

সকলে। তা'র আর আমাদের মধ্যে চিরকাল তরবারি মাত্র ব্যবধান থাকবে।

পুরোহিত "স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি" বলিয়া পূত বারি ছিটাইলেন।

প্রতাপ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সর্দ্দারগণও উঠিলেন। পরে তিনি সর্দ্দারগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন

"মনে থাকে যেন রাজপুত সর্দ্দারগণ, যে, আজ মায়ের সম্মুখে নিজের তরবারি স্পর্শ ক'রে এই শপথ করেছো। এ শপথ ভঙ্গ না হয়।"

সকলে। প্রাণান্তেও না, রাণা।

প্রতাপ। কেন আজ এই কঠিন পণ,— জানো?

সর্দ্দারগণ চলিয়া গেল। প্রতাপ সিংহ উত্তেজিতভাবে মন্দিরের সম্মুখে পাদচারণা
করিতে লাগিলেন। তাঁহার কুল-পুরোহিত পূর্ব্ববৎ নিস্পন্দভাবে
দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্ষণেক পরে পুরোহিত ডাকিলেন

"প্রতাপ!"

প্রতাপ মুখ ফিরাইলেন

পুরোহিত। প্রতাপ! যে ব্রত আজ নিলে, তা পালন কর্ত্তে পার্ব্বে?

প্রতাপ। নইলে এ ব্রত ধারণ কর্ত্তাম না!

পুরোহিত। আশীর্ব্বাদ করি—যেন ব্রত সম্পূর্ণ কর্ত্তে পারো প্রতাপ—

এই বলিয়া চলিয়া গেলেন

প্রতাপ উত্তেজিত হইয়াছিলেন। তিনি মন্দির-সম্মুখে পূর্ব্ববৎ পাদচরণ
করিতে করিতে কহিলেন

"আকবর! অন্যায় সমরে, গুপ্তভাবে জয়মলকে বধ ক'রে চিতোর অধিকার করেছো। আমরা ক্ষত্রিয়; ন্যায়-যুদ্ধে পারি ত চিতোর পুনরধিকার কর্ব্ব। অন্যায় যুদ্ধ কর্ব্ব না। তুমি মোগল, দূরদেশ থেকে এসেছো। ভারতবর্ষে এসে কিছু শিখে যাও।—শিখে যাও—ধর্ম্মযুদ্ধ কাকে বলে; শিখে যাও—একাগ্রতা, সহিষ্ণুতা, প্রকৃত বীরত্ব কাকে বলে; শিখে যাও—দেশের জন্য কি রকম ক'রে প্রাণ দিতে হয়।" পরে কালীর সম্মুখে জানু পাতিয়া করযোড়ে কহিলেন—"মা কালী! যেন এই পণ সার্থক হয়, যেন ধর্ম্ম জয়ী হয়, যেন মহত্ব মহৎই থাকে।—কে?"

প্রতাপ উঠিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন—তাঁহার ভ্রাতা শক্ত সিংহ দণ্ডায়মান

প্রতাপ। কে? শক্ত সিংহ?

শক্ত। হাঁ দাদা, আমি।

প্রতাপ। তুমি এতক্ষণ কোথা ছিলে?

শক্ত। কতকক্ষণ?

প্রতাপ। যতক্ষণ কালীর পূজা দিচ্ছিলাম।

শক্ত। এই কতকক্ষণ?

প্রতাপ। হাঁ!

শক্ত। অঙ্ক কষছিলাম।

প্রতাপ। অঙ্ক কষ্‌ছিলে?

শক্ত। হাঁ দাদা, অঙ্ক কষ্‌ছিলাম। ভবিষ্যতের অন্ধকারে উঁকি মাচ্ছিলাম। জীবনের প্রহেলিকা সমূহের খণ্ডন কচ্ছিলাম।

প্রতাপ। কালীর পূজা দিলে না?

শক্ত। পূজা!—না দাদা, পূজায় আমার বিশ্বাস নাই। আর পূজা দিয়ে কিছু হয় না দাদা। কালী-মা ঐ জিভ বার ক'রেই আছেন—মূক, স্থির, চিত্রিত মৃন্মূর্ত্তি। কোন ক্ষমতা নাই, প্রাণ নাই। কালীর পূজা দিয়ে কিছু হয় না দাদা। তার চেয়ে অঙ্ক কষা ভাল। তাই অঙ্ক কষ্‌ছিলাম। সমস্যা-ভঞ্জন কচ্ছিলাম।

প্রতাপ। কি সমস্যা?

শক্ত। সমস্যা এই যে, জন্মান্তরবাদ সত্য কি না। আমি মানি না। কিন্তু হ'তেও পারে সত্য। মানুষ এ পৃথিবীতে এসে চলে' যায়, যেমন ধূমকেতু আকাশে এসে চলে' যায়। তা'কে এ আকাশে আর দেখা যায় না বটে, কিন্তু সে হয়ত আবার অন্য কোন আকাশে ওঠে। আবার এও হতে পারে যে কতকগুলো শক্তির সমষ্টিতে মানুষের জন্ম, আবার তাদের বিচ্ছিন্নতায়ই তা'র মৃত্যু। এই "আমি" বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায়, আর, একটা বড় "আমি" দশটা ক্ষুদ্র "আমি"তে পরিণত হয়।

প্রতাপ। শক্ত! জীবনে কি মনে মনে শুধু প্রশ্নই তৈরি কর্ব্বে, আর তা'র মীমাংসাই কর্ব্বে? প্রশ্নের শেষ নাই, নিষ্পত্তির চূড়ান্ত নাই। নিষ্ফল চিন্তা ছেড়ে, এস কার্য্য করি। সহজ বুদ্ধিতে যেমন বুঝি, যেমন স্বাভাবিক সরল প্রবৃত্তি, সেই রকমই অনুষ্ঠান করি।

এই সময়ে প্রতাপের মন্ত্রী ভীম সাহ প্রবেশ করিয়া ডাকিলে

"রাণা!"

প্রতাপ। কি মন্ত্রী! সংবাদ কি?

ভীম। অশ্ব প্রস্তুত।

প্রতাপ। চল শক্ত, রাজধানীতে চল। অনেক কাজ কর্ব্বার আছে। চল, কমলমীরে চল।

শক্ত। চল যাচ্ছি।

প্রতাপ চলিয়া গেলেন; ভীম সাহ তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন।
শক্ত কিছুক্ষণ পাদচারণ করিতে লাগিলেন পরে কহিলেন

জন্মভূমি? আমি তা'র কে? সে আমার কে? আমি এখানে জন্মেছি ব'লেই তার প্রতি আমার কোন কর্ত্তব্য নাই। আমি এখানে না জন্মে' সমুদ্র-বক্ষে বা ব্যোমপথে জন্মাতে পার্ত্তাম! জন্মভূমি? সে ত এতদিন আমাকে নির্ব্বাসিত করেছিল! চারটি খেতে দিতেও পারে নি। তা'র জন্য আমি জীবন উৎসর্গ কর্ত্তে যা'ব কেন প্রতাপ? তুমি মেবারের রাণা, তুমি তা'র জন্য জীবন উৎসর্গ কর্ত্তে পারো, আমি কর্ব্ব কেন? সে আমার কে?—কেউ না।"

এই বলিয়া শক্ত সিংহ ধীরে ধীরে সেই কানন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—কমলমীরের প্রাসাদনিকটস্থ হ্রদতীর। কাল সায়াহ্ন। প্রতাপ সিংহের কন্যা ইরা একাকিনী সূর্য্যাস্ত দেখিতেছিলেন। অস্তগামী সূর্য্যের দিকে চাহিতে চাহিতে উল্লাসে করতালি দিয়া কহিলেন—

"কি গরিমাময় দৃশ্য! সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে।—সমস্ত আকাশে আর কেউ নাই, একা সূর্য্য! চার প্রহর কাল আকাশের জন্মভূমি বিচরণ করে, এখন অগ্নিময় বর্ণে বিশ্ব-জগৎ প্লাবিত করে' অস্ত যাচ্ছে। যেমন গরিমায় উঠেছিল, সেই রকম গরিমায় নেমে যাচ্ছে।—ঐ অস্ত গেল। আকাশের পীতাভ ক্রমে ধূসরে পরিণত হচ্ছে। আর যেন দেবারতির জন্য সন্ধ্যা সেই অস্তগামী সূর্য্যের দিকে শূন্য প্রেক্ষণে চাহিতে চাহিতে, ধীরপদ-বিক্ষেপে বিশ্বমন্দিরে প্রবেশ কচ্ছে!—কস্র সন্ধ্যা! প্রিয় সখি! কি চিন্তা তোমার ও হৃদয়ে!—কি গভীর নৈরাশ্য তোমার অন্তরে? কেন এত মলিন?—এত নীরব—এত কাতর?—বল, বল, প্রিয় সখি!"

ইরার মাতা লক্ষ্মী-বাই আসিয়া পশ্চাৎ হইতে ডাকিলেন

"ইরা!"

ইরা সহসা চমকিয়া উঠিলেন। পরে মাতাকে দেখিয়া উত্তর দিলেন

"কি মা?"

লক্ষ্মী। এখনো তুই এখানে কি কচ্ছিস্?

ইরা। সূর্য্যাস্ত দেখ্‌ছি মা। দেখ দেখ মা, কি রমণীয় দৃশ্য! আকাশের কি উজ্জ্বল বর্ণ! পৃথিবীর কি শান্ত মুখচ্ছবি! আমি সূর্য্যাস্ত দেখ্‌তে বড় ভালবাসি।

লক্ষ্মী। সে ত রোজই দেখিস্।

ইরা। রোজই দেখ্‌তে ভাল লাগে। সে পুরানো হয় না। সূর্য্যোদয়ও বেশ সুন্দর। কিন্তু সূর্য্যাস্তের মধ্যে এমন একটা কি আছে, যা' তা'তে নাই।—কি যেন গভীর রহস্য, কি যেন নিহিত বেদনা—যেন অসীম অগাধ বিষাদ-মাখানো—কি যেন মধুর নীরব বিদায়। বড় সুন্দর মা, বড় সুন্দর!

লক্ষ্মী। তোর যে ঠাণ্ডা লাগ্‌বে।

ইরা। না মা, আমার ঠাণ্ডা লাগে না,—আমার অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছে। ঐ তারাটি দেখ্‌ছো মা?

লক্ষ্মী। কোন্ তারাটি?

ইরা। ঐ যে, দেখ্‌ছো না পশ্চিম আকাশে, অস্তগামী সূর্য্যের পূর্ব্বদিকে?

লক্ষ্মী। হাঁ দেখ্‌ছি।

ইরা। ওকে কি তারা বলে জানো?

লক্ষ্মী। না।

ইরা। ওকে শুকতারা বলে। ঐ তারাটি ছয় মাস উদীয়মান সূর্য্যের পুরশ্চর, আর ছয় মাস অস্তগামী সূর্য্যের অনুচর। কখন বা প্রেমরাজ্যের সন্ন্যাসী কখন বা সত্যরাজ্যের পুরোহিত। মা, দেখ দেখি তারাটি কি স্থির, কি ভাস্বর, কি সুন্দর!

বলিয়া ইরা একদৃষ্টিতে তারাটির প্রতি চাহিয়া রহিলেন। লক্ষ্মী ক্ষণেক কন্যার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। পরে ইরার কাছে আসিয়া হাত ধরিয়া কহিলেন

"এখন ঘরে চল্ ইরা,—সন্ধ্যা হ'য়ে এল।"

ইরা। আর একটু দাঁড়াও মা—ও কে গান গাচ্ছে?

লক্ষ্মী। তাই ত! এ নির্জ্জন উপত্যকায় কে ও?

দূরে জনৈক উদাসী গাইতে গাইতে চলিয়া গেল।

শঙ্করা—একতালা

সুখের কথা বলোনা আর, বুঝেছি সুখ কেবল ফাঁকি।
দুঃখে আছি, আছি ভালো, দুঃখেই আমি ভাল থাকি।
দুঃখ আমার প্রাণের সখা, সুখ দিয়ে যান চোখের দেখা,
দুদণ্ডের হাসি হেসে মৌখিক ভদ্রতা রাখি'।
দয়া করে' মোর ঘরে সুখ পায়ের ধূলা ঝাড়েন যবে,
চোখের বারি চেপে রেখে, মুখের হাসি হাসতে হবে;
চো'খে বারি দেখলে পরে, সুখ চলে' যান বিরাগভরে;
দুঃখ তখন কোলে ধরে' আদর করে' মুছায় আঁখি।

দুই জনে নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া গানটি শুনিলেন। লক্ষ্মী-বাই কন্যার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার চক্ষু দুইটি বাষ্পভারাবনত। ইরা সহসা মাতার পানে চাহিয়া কহিলেন

"সত্য কথা মা। অনেক সময় আমার বোধ হয় যে, সুখের চেয়ে দুঃখের ছবি মধুর।"

লক্ষ্মী। দুঃখের ছবি মধুর!

ইরা। হাঁ মা। পথে হেসে খেলে অনেক লোক যায়। তাদের পানে কি কেউ চেয়েও দেখে! কিন্তু তাদের মধ্যে যদি একটি অশ্রুসিক্ত, আনতচক্ষু, বিষণ্ণবদন ব্যক্তি দেখি, অমনি কৌতূহল হয় না যে, তাকে ডেকে দুটো কথা জিজ্ঞাসা করি? আগ্রহ হয় না কি তার দুঃখের কাহিনী শুন্তে? ইচ্ছা হয় না কি তার প্রাণে প্রাণ মিশিয়ে, চুম্বনে তা'র অশ্রুটি মুছে নিতে? যুদ্ধে যে জয়ী হয় ভাল লাগে তার ইতিহাস শুন্তে, না যা'র যুদ্ধে পরাজয় হয় তা'র ইতিহাস শুন্তে?—কা'র সঙ্গে সহানুভূতি

হয়? গান—উদাসের গান মধুর, না বিষাদের গান মধুর, উষা সুন্দর, না সন্ধ্যা সুন্দর? গিয়ে দেখে আস্‌তে ইচ্ছা হয়—সালঙ্কারা সৌভাগ্য-গর্বিতা, সঙ্গীতমুখরা দিল্লী নগরী? না বিগতবৈভবা, ম্লানা, নীরবা মথুরাপুরী—সুখে যেন মা একটা অহঙ্কার আছে। সে বড় স্ফীত, বড় উচ্চকণ্ঠ। কিন্তু বিষাদ বড় বিনয়ী, বড় নীরব।

লক্ষ্মী। সে কথা সত্য, ইরা।

ইরা। আমার বোধ হয় যে দুঃখ মহৎ, সুখ নীচ। দুঃখ যা জমায়, সুখ তা খরচ করে। দুঃখ স্বষ্টিকর্ত্তা, সুখ ভোগী। দুঃখ শিকড়ের মত মাটি থেকে রস আহরণ করে, সুখ পত্র-পুষ্পে বিকশিত হয়ে' সেই রস ব্যয় করে। দুঃখ বর্ষার মত নিদাঘতপ্ত ধরণীকে শীতল করে, সুখ শরতের পূর্ণচন্দ্রের মত তার উপরে এসে হাসে। দুঃখ কৃষকের মত মাটি কর্ষণ করে; সুখ রাজার মত তা'র জাত-শস্য ভোগ করে। সুখ উৎকট, দুঃখ মধুর।

লক্ষ্মী। অত বুঝি না ইরা। তবে বোধ হয় যে এ পৃথিবীতে যা'রা মহৎ, তা'রাই দুঃখী, তারাই হতভাগ্য, তা'রাই প্রপীড়িত। মঙ্গলময় ঈশ্বরের বিধানে এই নিয়ম কেন, তাই মাঝে মাঝে ভাবি।

এমন সময়ে প্রতাপ সিংহের পুত্র অমরসিংহ আসিয়া ডাকিল

"মা!"

লক্ষ্মী ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

"কি অমর?"

অমর। মা, বাবা ডাক্‌ছেন।

লক্ষ্মী কহিলেন—"এই যাই"—ইরাকে কহিলেন—"চল মা।"

লক্ষ্মী ও ইরা চলিয়া গেলেন

অমর সিংহ হ্রদতটে একখানি শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডের উপর গিয়া বসিল। পরে বলিল

"আঃ! সমস্ত দিন পরে একটু বিশ্রাম করে' বাঁচা গেল। দিবারাত্র যুদ্ধের উদ্যোগ। পিতার আহার নাই, নিদ্রা নই, কেবল শিক্ষা, ব্যায়াম, মন্ত্রণা। আমি রাজপুত্র তবু যুদ্ধ ব্যবসা শিখ্‌ছি সামান্য সৈনিকের মত! তবে রাজপুত্র হয়ে লাভ কি? তা'র উপরে স্বেচ্ছায় বৃত এই অসীম দারিদ্র্য, চিরস্থায়ী দৈন্য, দুরপনেয় অভাব,—কেন যে, কিছুই বুঝি না—ঐ কাকা যাচ্ছেন না?—কাকা—!"—

শক্ত সিংহ বেড়াইতে বেড়াইতে অমরের নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

"কে? অমর?"

অমর। হাঁ কাকা। এ সময়ে আপনি এখানে?

শক্ত। একটু বেড়াচ্ছি। এখানে একটু বাতাস আছে। ঘরে অসহ্য গরম। উদয়সাগরের তীরটি বেশ মনোরম।

অমর। কাকা, আপনি যেখানে ছিলেন সেখানে এমন হ্রদ নাই?

শক্ত। না অমর।

অমর। এই কমলমীর আপনার কেমন লাগ্‌ছে?

শক্ত। মন্দ নয়।

অমর। আচ্ছা কাকা! আপনাকে বাবা এখানে ডেকে এনেছেন কি মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ব্বার জন্য?

শক্ত। না! তোমার পিতা আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন।

অমর। আশ্রয় দিয়েছেন! আপনি কি তবে আগে নিরাশ্রয় ছিলেন?

শক্ত। এক রকম নিরাশ্রয় বৈকি।

অমর। আপনি ত পিতার আপন ভাই?

শক্ত। হাঁ অমর।

অমর। তবে এ রাজ্য ত বাবারও যেমন আপনারও তেমন।

শক্ত। না অমর। তোমার বাবা আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, আমি কনিষ্ঠ।

অমর। হলেই বা।—ভাই ত!

শক্ত। শাস্ত্র অনুসারে জ্যেষ্ঠ ভাই রাজ্য পায়। কনিষ্ঠ ভাই পায় না।

অমর। এই নিয়ম কেন কাকা? জ্যেষ্ঠ হলেই শ্রেষ্ঠ হয় না! তবে এ নিয়ম কেন?

শক্ত উত্তর দিলেন—"তা জানি না।" ভাবিলেন—"সমস্যা বটে! জ্যেষ্ঠ হলেই শ্রেষ্ঠ হয় না। তবে এরূপ সামাজিক নিয়ম কেন হয়েছে? নিয়ম হওয়া উচিত ছিল যে শ্রেষ্ঠ, সেই রাজ্য পাবে! কেন সে নিয়ম হয় নাই, কে জানে—সমস্যা বটে!"

অমর। কি ভাব্‌ছেন কাকা?

শক্ত। কিছু নয়, চল বাড়ী চল। রাত্রি হয়েছে।

উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হইলেন

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—রাজকবি পৃথ্বীরাজের বহির্ব্বাটী। কাল—প্রভাত। পৃথ্বীরাজ ও সম্রাটের সভাসদ—মাড়বার, অম্বর, গোয়ালীয়র ও চান্দেরী-অধিপতি আরাম আসনে উপবিষ্ট।

মাড়বার। প'ড় ত পৃথ্বী তোমার কবিতাটা। (অম্বরের দিকে চাহিয়া) অতি সুন্দর কবিতা।

অম্বর। আরে কেন জ্বালাতন কর? ও কবিতা ফবিতা রাখো। দুটো রাজসভার খোস গল্প করো।

মাড়বার। না না, শোন না। কবিতাটার যেমন সুন্দর নাম, তেমনি সুন্দর ভাব, তেমনি সুন্দর ছন্দ।

চান্দেরী। কবিতাটার নাম কি ?

পৃথ্বীরাজ। "প্রথম চুম্বন।"

চান্দেরী। নামটা একটু রসাল ঠেক্‌ছে বটে—আচ্ছা পড়।

অম্বর। প্রথম চুম্বন! সে বিষয়ে কখন কবিতা হ'তে পারে ?

পৃথ্বীরাজ। কেন হবে না ?

মাড়বার। আচ্ছা, শোনই না কবিতাটা। যতক্ষণ তর্ক কচ্ছ ততক্ষণ সে কবিতাটা আবৃত্তি হয়ে যেত।—শোনই না।

অম্বর। আরে রেখে দাও কবিতা! পৃথ্বী! সভার কোন নূতন খবর আছে ?

পৃথ্বী। এ্যাঁ—খবর আর কি—ঐ এক রাণা প্রতাপ সিংহের যুদ্ধ!

অম্বর। হুঁ! প্রতাপ সিংহের যুদ্ধ আকবর সাহার সঙ্গে! তা কখন হয়, না হ'তে পারে ? সম্ভব হ'লে কি আমরা কর্ত্তাম না ?

গোয়ালীয়র। হুঁ!—তা'লে কি আর আমরা কর্ত্তাম না ?

চান্দেরী। হুঃ!

মাড়বার। "নহ বিকশিত কুসুমিত ঘন পল্লবে"। সুন্দর! সুন্দর! বেঁচে থাক পৃথ্বী।

অম্বর। মোটে ত মেবারের রাণা!

গোয়ালীয়র। একটা সামান্য জনপদ, তারি ত রাজা!

চান্দেরী। আর রাজাও ত ভারি! তার প্রধান দুর্গ চিতোর, তাও ত মোগল জয় করে নিয়েছে।

অম্বর। কথায় বলে ভূমিশূন্য রাজা, তাই।

মাড়বার। একটা বাহাদুরী দেখানো আর কি!

পৃথ্বী। হাঁ, প্রতাপ সিংহ বেশী বাড়াবাড়ি সুরু করেছে! সম্প্রতি তিনটে মোগল কটক হঠাৎ আক্রমণ ক'রে নির্ম্মূল করেছে।

অম্বর। অহঙ্কার শীঘ্রই চূর্ণ হবে।

চান্দেরী। চল ওঠা যাক্, আবার এক্ষণি ত রাজ-সভায় হাজির দিতে হবে—

এই বলিয়া উঠিলেন

মাড়বার। "চল," বলিয়া উঠিলেন।

গোয়ালীয়র ও অম্বর নীরবে উঠিলেন

অম্বর। আমি বলি এটা প্রতাপের দস্তুরমত গোঁয়ার্ত্তমি।

মাড়বার। আমি বলি এটা প্রতাপের দস্তুরমত ক্ষ্যাপামি।

চান্দেরী। আর আমি বলি এটা প্রতাপের দস্তুরমত বোকামী।

তাঁহারা এইরূপ মত প্রকাশ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন

পৃথ্বী। এদের মধ্যে মাড়বারপতিই সমজদার।—এবার তৈয়ার কর্ত্তে

হবে একটা কবিতা—বিদায় চুম্বনের বিষয়। বড় সুন্দর বিষয়! কি ছন্দে লেখা যায়? আমি দেখিছি যে কবিতা লিখ্‌তে বস্‌লে, ছন্দ বেছে নেওয়া ভারি শক্ত। তার উপরেই কবিতার অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য নির্ভর করে।

এই সময়ে পৃথ্বীর স্ত্রী যোশী প্রবেশ করিলেন

পৃথ্বী। কি যোশী! তুমি যে বাহিরে এসে হাজির!

যোশী। আজ কি তুমি মোগল-রাজসভায় যাবে?

পৃথ্বী। যাবো বৈকি! তা আর যাব না? আজ সম্রাটের দরবারী দিন! আর আমিও লোকটা ত বড় কেওকেটা নই। মহারাজাধিরাজ ধুমধড়াক্কা ভারতসম্রাট্‌ পাতসাহ আকবরের সভাকবি। আবুল ফজল হচ্ছে নম্বর এক, আমি হচ্ছি নম্বর দুই।

যোশী কৃপাপ্রকাশকস্বরে কহিলেন

"হায় তাতেও অহঙ্কার! যেটা অসীম লজ্জার হেতু, সেইটে দিয়ে অহঙ্কার!"

পৃথ্বী। তোমার যে ভারি করুণ রসের উদ্রেক হোল! সম্রাট্‌ আকবর লোকটা বড় যা তা বুঝি! আসমুদ্রক্ষিতীশানাং—জানো?—সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত যাঁর পদতলে!

যোশী। ধিক্‌! একথা বল্‌তে বাধলো না?—একথা বল্‌তে লজ্জায়, ঘৃণায়, রসনা কুঞ্চিত হোল না? এতদূর অধঃপতিত! ওঃ!—না প্রভু, সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত এখনো আকবরের পদতলে নয়। এখনো আর্য্যাবর্ত্তে প্রতাপ সিংহ আছে। এখনো একজন আছে, যে দাস্যজনিত বিলাসকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, সম্রাট্‌দত্ত সম্মানকে পদাঘাত করে।

পৃথ্বী। হাঁ কবিত্ব-হিসাবে এটা একটা অতি সুন্দর ভাব বটে! এর বেশ এই রকম একটা উপমা দেওয়া যায়—যে বিরাট্‌ সমুদ্রের প্রবল জলোচ্ছ্বাসে, গ্রাম নগর জনপদ সব ভেসে গিয়েছে; কেবল দাঁড়িয়ে আছে, দূরে অটল, দৃঢ় পর্ব্বতশিখর। যদিও সত্য কথা বল্‌তে কি, আমি সমুদ্রও দেখিনি জলোচ্ছ্বাসও দেখিনি।

যোশী। প্রাসাদ ছেড়ে স্বেচ্ছায় পর্ণকুটীরে বাস, ভূর্জ্জপত্রে আহার, তৃণশয্যায় শয়ন—যতদিন না চিতোর উদ্ধার হয়, ততদিন স্বেচ্ছায় গৃহীত এই কঠোর সন্ন্যাস ব্রত। কি মহৎ! কি উচ্চ! কি মহিমাময়!

পৃথ্বী। কবিত্ব হিসাবে দেখ্‌তে গেলে এ একটা বেশ ভাল ভাব। আর আমি উপরে যে উপমাটি দিলাম, তার সঙ্গে খুব মেলে।

যোশী। সুবিধা নয় কি রকম?

পৃথ্বী। এই দেখ, দারিদ্র্য হতে স্বচ্ছলতা অনেকটা আরামের—দারিদ্র্যে বিলাস ত নেইই, তার উপর এমন কি অত্যাবশ্যক জিনিসেরও অনাটন। শীতের সময় বেজায় শীত লাগে, খাবার সময় খেতে না পেলে, ক্ষিধেয় পেট

চাঁ চাঁ করে; যদি একটা জিনিস কিনতে ইচ্ছে হোল যা সব সাংসারিক ব্যক্তির কখন না কখন হয়ই, হাতে পয়সা নেই; মেলা ছেলেপিলে হলে, তারা দিবারাত্রি ট্যাঁ ট্যাঁ ক'চ্ছেই।—এটা অসুবিধার বল্‌তে হবে।

যোশী। যে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য ব্রত নেয়, তার পক্ষে দারিদ্র্য এত কঠোর নয় প্রভু। সে দারিদ্র্যে এমন একটা গরিমা দেখে, এমন একটা সৌন্দর্য্য দেখে, যা রাজার রাজমুকুটে নাই, যা সম্রাটের সাম্রাজ্যে নাই। মহৎ হৃদয় দারিদ্র্যকে ভয় করে না—ভালবাসে; দারিদ্র্যে মাথা হেঁট করে না, মাথা উঁচু করে; দারিদ্র্যে নিভে যায় না, জ্বলে ওঠে।

পৃথ্বী। দেখ যোশী। কবিতার বাহিরে দারিদ্র্যের সৌন্দর্য্য দেখা, অন্ততঃ শাদা চোখে দেখা, কারও ভাগ্যে ঘটেনি।

যোশী। তবে বুদ্ধদেব রাজ্য ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন কি হিসাবে?

পৃথ্বী। ভয়ঙ্কর বোকামীর হিসেবে। যার ঘর বাড়ী নেই, তার রাস্তায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টির জলে ভেজা—বুঝ্‌তে পারি। কিন্তু ঘর বাড়ী থাকা সত্ত্বেও যে এ রকম ভেজে, তার মাথার ব্যারাম—কবিরাজি চিকিৎসা করা উচিত।

যোশী। ঐ বোকামীই সংসারে ধন্য হয়, প্রভু! মহৎ হ'তে হ'লে ত্যাগ চাই।

পৃথ্বী। বলি মহৎ হ'তে হলে ত ত্যাগ চাই। কিন্তু নাই বা হ'লাম।

যোশী। প্রভু! মহৎ হওয়া তোমার মত বিলাসীর কাজ নয়, তা আমি জানি।

পৃথ্বী। দেখ যোশী!—প্রথমতঃ স্ত্রীজাতি অত সংস্কৃত ভাষায় কথা কৈলে একটু বাড়াবাড়ি ঠেকে; তার উপর দস্তুরমত নৈয়ায়িকের মত তর্ক কল্লে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়।

যোশী। চারটি চারটি করে খাওয়া আর ঘুমানো—সে ত ইতরজন্তুও করে! যদি কারো জন্য কিছু উৎসর্গ কর্ত্তে না পারো, যদি মায়ের সম্মানরক্ষার জন্য একটি আঙুলও না ওঠাতে পারো, তবে ইতর-প্রাণীতে আর মানুষে তফাৎ কি?

পৃথ্বী। দেখ যোশী!—তুমি অন্তঃপুরে যাও। তোমার বক্তৃতার মাত্রা বেশী হচ্ছে। আমার মাথায় আর ধর্চ্ছে না—ছাপিয়ে পড়্‌ছে! যা বলেছ আগে তা হজম করি, পরে আবার বোলো। যাও—

যোশী আর উত্তর না করিয়া চলিয়া গেলেন

পৃথ্বী। মাটি করেছে!—হার স্বীকার কর্ত্তে হয়েছে। পার্ব্বো কেন? বোধ হচ্ছে সব ঘুলিয়ে দিলে। একে স্ত্রীলোকের বুদ্ধি, তার উপর যোশী উচ্চশিক্ষিতা নারী। পার্ব্বো কেন? সেই জন্যই ত আমি স্ত্রীলোকের বেশী লেখা পড়া শেখার বিরোধী।—এঃ, একেবারে মাটি!

এই বলিয়া পৃথ্বী চিন্তিতভাবে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—চিতোরের সন্নিহিত ভয়াবহ পরিত্যক্ত বন। কাল—প্রভাত
সশস্ত্র প্রতাপ একাকী দাঁড়াইয়া সেই দুরবিসর্পী অরণ্যের প্রতি চাহিয়া ছিলেন
অনেকক্ষণ পরে শুষ্ক স্বরে কহিলেন

"আকবর! মেবার জয় করেছ বটে! কিন্তু মেবার রাজ্য শাসন কর্চ্ছি আমি! এই বিস্তীর্ণ জনপদকে গৃহশূন্য করেছি। গ্রামবাসীদের পর্ব্বত-দুর্গে টেনে এনেছি। আকবর! যত দিন আমি আছি, মেবার থেকে এক কপর্দ্দকও তোমার ধনভাণ্ডারে যাবে না। সমস্ত দেশে একটি বাতী জ্বালতেও কাউকে রাখিনি। সমস্ত রাজ্য ধূ ধূ কর্চ্ছে। প্রান্তরে পরিত্যক্ত শ্মশানের নিস্তব্ধতা বিরাজ কর্চ্ছে। শস্যক্ষেত্রে উলুখড় তরঙ্গায়িত। পথ বাবলা গাছের জঙ্গলে অগম্য। যেখানে মনুষ্য থাকত, সেখানে আজ বন্যপশুদের বাসস্থান হয়েছে! জন্মভূমি! সুন্দর মেবার! বীরপ্রসূ মা! এখন এই বেশই তোমাকে সাজে মা। তোমাকে আমার বলে' আবার ডাকতে পারি ত তোমার পায়ে স্বহস্তে আবার ভূষণ পরিয়ে দেব। নৈলে তোমাকে এই শ্মশানচারিণী তপস্বিনীর বেশই পরিয়ে রেখে দেবো মা। —মা আমার! তোমাকে আজ মোগলের দাসী দেখে আমার প্রাণ ফেটে যায় মা।"

বলিতে বলিতে প্রতাপের স্বর বাষ্পরুদ্ধ হইল এই সময়ে একজন মেষরক্ষক-সমভিব্যাহারে জনৈক সৈনিক প্রবেশ করিয়া প্রতাপসিংহকে অভিবাদন করিয়া কহিল

"রাণা!"

প্রতাপ ফিরিয়া কহিলেন

"কি সৈনিক!"

সৈনিক। এই ব্যক্তি চিতোর-দুর্গপার্শ্বস্থ উপত্যকায় মেষ চরাচ্ছিল।

প্রতাপ মেষরক্ষকের প্রতি কঠোর দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন

"মেষরক্ষক, এ সত্য কথা?"

মেষরক্ষক। হাঁ, সত্য কথা!

প্রতাপ। তুমি আমার আজ্ঞা জানো যে, মেবার রাজ্যের কোন স্থানে কর্ষণ কর্লে কিংবা গো মেষাদি চরালে, তার শাস্তি প্রাণদণ্ড?

মেষরক্ষক। তা জানি।

প্রতাপ। তথাপি তুমি মেষ চরাচ্ছিলে কি জন্য?

মেষরক্ষক। মোগল-দুর্গাধিপতির আজ্ঞায়।

প্রতাপ। তবে দুর্গাধিপতি তোমাকে রক্ষা করুন। আমি তোমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলাম।

মেষরক্ষক। দুর্গাধিপতি এ সংবাদ পেলে অবশ্যই রক্ষা কর্ব্বেন।

প্রতাপ। সে সংবাদ আমিই পাঠাচ্ছি। যাও সৈনিক, একে নিয়ে'

যাও, শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে রাখ। সপ্তাহকাল পরে এর প্রাণ-বধ হবে। মোগল-দুর্গাধিপতিকে আমি অদ্যই সংবাদ দিচ্ছি।—দেখবে, এর প্রাণবধের পরে যেন এর মুণ্ড চিতোরের দুর্গপথে বংশখণ্ডশিখরে রক্ষিত হয়। যাতে সকলে দেখে, যে, আমার আজ্ঞা ছেলেখেলা নয়; যাতে লোকে বোঝে, যে, মোগল চিতোর-দুর্গ জয় কর্লে'ও, এখনো মেবারের রাজা আমি, আকবর নহে।—যাও নিয়ে যাও।

সৈনিক মেষরক্ষককে লইয়া প্রস্থান করিল

প্রতাপ। নিরীহ মেষপালক! তুমি বেচারী নিগ্রহের মধ্যে পড়ে মারা গেলে। রাবণের পাপে লঙ্কা ধ্বংস হয়ে গেল, দুর্য্যোধনের পাপে মহাত্মা দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণ মারা গেল। তুমি ত সামান্য জীব।—এ সব বড় নিষ্ঠুর কাজ। কিন্তু নিষ্ঠুর হয়েছি—মা জন্মভূমি! তোমার জন্য। তাই তোমাকে ভূষণহীনা করেছি, প্রিয়মতা মহিষীকে চিরধারিণী কুটীরবাসিনী করেছি, প্রাণাধিক পুত্রকন্যাদের দারিদ্র্যব্রত অভ্যাস করাচ্ছি—নিজে সন্ন্যাসী হয়েছি।

এই সময়ে শস্ত্রধারী শক্ত সিংহ বামপার্শ্বস্থ শ্বাপদকঙ্কালের দিকে চাহিতে চাহিতে ধীরপদক্ষেপে সেখানে প্রবেশ করিলেন

প্রতাপ। দেখে এলে?

শক্ত। হাঁ দাদা।

প্রতাপ। কি দেখলে?

শক্ত। স্থান পরিত্যক্ত।

প্রতাপ। জনমানব নাই?

শক্ত। জনমানব নাই।

প্রতাপ। কারণ?

শক্ত। কারণ জিজ্ঞাসা কর্ব্বার লোক নাই।

প্রতাপ। মন্দিরে পুরোহিত কোথায়? তিনিই মোগল-সৈন্যের আগমন-সংবাদ আমাকে দিয়েছিলেন। তিনি কোথায়?

শক্ত। আবাসে নাই।

প্রতাপ। তবে আমাদের আগমন নিষ্ফল।

শক্ত। নিষ্ফল কেন? এখানে অনেক বন্যপশু আছে। এস ব্যাঘ্র-শিকার করি।

প্রতাপ। শেষে ব্যাঘ্র-শিকার!

শক্ত। নৈলে আর কি করা যায়। এমন সুন্দর প্রভাত। এমন নিস্তব্ধ অরণ্য, এমন ভয়াবহ নির্জ্জন পথ। এ সৌন্দর্য্য পূর্ণ কর্ত্তে রক্ত চাই। যখন মনুষ্য-রক্ত পাচ্ছি না, তখন পশুর রক্তপাত করা যাক্।

প্রতাপ। বিনা উদ্দেশ্যে রক্তপাত!

শক্ত। ভল্ল নিক্ষেপ অভ্যাস করাই উদ্দেশ্য হোক। আজ দেখবো দাদা, কে ভল্ল নিক্ষেপ কর্ত্তে ভালো পারে—তুমি কিংবা আমি।

প্রতাপ। প্রমাণ কর্ত্তে চাও?

শক্ত। হাঁ। (স্বগত) দেখি, তুমি কি স্বত্বে মেবারের রাণা, আমি যার কৃপাদত্ত অন্নে পরিপুষ্ট।

প্রতাপ। আচ্ছা চল। তাই প্রমাণ করা যাক্। শিকার, ক্রীড়া দুই হবে!

উভয়ে সে বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন

দৃশ্য পরিবর্ত্তন—বনান্তর। প্রতাপ ও শক্ত একটি মৃত ব্যাঘ্রদেহ পরীক্ষা করিতেছিলেন

প্রতাপ। ও বাঘ আমি মেরেছি।

শক্ত। আমি মেরেছি।

প্রতাপ। এই দেখ আমার ভল্ল।

শক্ত। এই আমার ভল্ল।

প্রতাপ। আমার ভল্লে ও মরেছে।

প্রতাপ। আচ্ছা, চল ঐ বন্য-বরাহ লক্ষ্য করি।

শক্ত। সমান দূর থেকে মার্ত্তে হবে।

প্রতাপ। আচ্ছা।

উভয়ে সে বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন

দৃশ্য পরিবর্ত্তন—বনান্তর। প্রতাপ ও শক্ত

শক্ত। বরাহ পালিয়েছে।

প্রতাপ। তবে কারও ভল্ল লাগেনি।

শক্ত। না।

প্রতাপ। তবে কিছুই প্রমাণ হোল না—আজ থাক্, বেলা হয়েছে। আর একদিন দেখা যাবে।

শক্ত। আর একদিন কেন দাদা! আজই প্রমাণ হয়ে যাক্ না।

প্রতাপ। কি রকমে?

শক্ত। এস পরস্পরের দিকে ভল্ল নিক্ষেপ করি।

প্রতাপ। সে কি শক্ত সিংহ?

শক্ত। ক্ষতি কি?

প্রতাপ। না শক্ত—কাজ নাই, এতে লাভ কি হবে?

শক্ত। লোকসানই বা কি? হদ্দ দেহের একটু রক্তপাত বৈত নয়। দেহে বর্ম্ম আছে! মর্ব্বো না কেউই—ভয় কি!

প্রতাপ। মর্ব্বার ভয় করি না শক্ত।

শক্ত। না না, নেও ভল্ল! আমরা দুজনে আজ নররক্ত নিতে বেরিইছি—অন্ততঃ ফোঁটা দুই নররক্ত চাই। নেও ভল্ল, নিক্ষেপ কর।—(চীৎকার করিয়া) নিক্ষেপ কর।

প্রতাপ। উত্তম—নিক্ষেপ কর।

শক্ত। একসঙ্গে নিক্ষেপ কর।

উভয়ে ভূমিতলে তরবারি রাখিলেন। পরে উভয়ে পরস্পরের দিকে ভল্ল নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে প্রতাপের কুলপুরোহিত প্রবেশ করিয়া উভয়ের অন্তর্বর্ত্তী হইয়া কহিলেন

"এ কি! ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব! ক্ষান্ত হও।"

শক্ত। না না ব্রাহ্মণ! দূরে থাক! নইলে তোমার মৃত্যু সুনিশ্চিত।

পুরোহিত। মৃত্যুকে ভয় করি না—ক্ষান্ত হও।

শক্ত। কখন না। নররক্ত নিতে বেরিইছি। নররক্ত চাই।

পুরোহিত। নররক্ত চাও? এই নাও, আমি দিচ্ছি।

এই বলিয়া পুরোহিত ভূমি হইতে শক্তের পরিত্যক্ত তরবারি লইয়া স্বীয় বক্ষে তরবারি আঘাত করিয়া ভূমিতলে পড়িলেন

প্রতাপ। এ কি গুরুদেব! কি কর্ল্লে তুমি!

পুরোহিত। কিছু না!—প্রতাপ! শক্ত! তোমাদের ক্ষান্ত কর্ব্বার জন্য এ কাজ করেছি।

প্রতাপ। কি কর্ল্লে শক্ত?

শক্ত। (উদ্‌ভ্রান্তভাবে) সত্যই ত! কি কর্ল্লাম!

প্রতাপ। শক্ত! তোমার জন্যই সম্মুখে এই ব্রহ্মহত্যা হোলো। শুনেছিলাম যে, তোমার কোষ্ঠীতে আছে যে, তুমিই একদিন মেবারের সর্ব্বনাশের কারণ হবে।—এতদিন তা বিশ্বাস হয়নি। আজ বিশ্বাস হোলো।

শক্ত। আমার জন্য এই ব্রহ্মহত্যা হোলো?

প্রতাপ। তোমাকে নিরাশ্রয় দেখে, আমি আদর করে' মেবারে এনেছিলাম। কিন্তু মেবারের সর্ব্বনাশের হেতুকে আর মেবারে রাখ্‌তে পারি না। তুমি এই মুহূর্ত্তে রাজ্য পরিত্যাগ কর।

শক্ত। উত্তম!

প্রতাপ। যাও। আমি এখন এ ব্রাহ্মণের সৎকারের ব্যবস্থা করি; পরে প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্ব। যাও।

উভয়ে বিপরীতদিকে প্রস্থান করিলেন

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—অম্বর-প্রাসাদের স্তম্ভযুক্ত স্ফটিকনির্ম্মিত একটি বারান্দা। কাল—অপরাহ্ণ। মানসিংহের ভগিনী রেবা একাকিনী সেই স্থানে বিচরণ করিতেছিলেন ও মৃদুস্বরে গান গাহিতেছিলেন।

গীত

হাম্বির—মধ্যমান

ওগো জানিস্ ত, তোরা বল্ কোথা সে, কোথা সে।
এ জগৎ মাঝে আমারে যে প্রাণের মত ভালবাসে।
নিদাঘ নিশীথে, ভোরে আধজাগা ঘুমঘোরে,
আশোয়ারির তানের মত, প্রাণের কাছে ভেসে আসে।
আসে যায় সে হৃদে মম, সৈকতে লহরী সম,—
মন্দারসৌরভের মত বসন্ত বাতাসে ;
মাঝে মাঝে কাছে এসে, কি বলে' যায় ভালবেসে,
চাইলে পরে যায় সে মিশে ফুলের কোণে, চাঁদের পাশে।

রেবার বৃদ্ধা পরিচারিকা প্রবেশ করিল

পরিচারিকা। হাঁগা বাছা! তুমি আচ্ছা যাহোক্।

রেবা। কেন?

পরিচারিকা। তুমি এখানে বেড়িয়ে বেড়িয়ে খাসা হাওয়া খাচ্ছ, আর এদিকে আমি তোমার জন্যে আঁতিপাঁতি খুঁজে খুঁজে হয়রাণ।

রেবা। কেন? আমাকে তোর দরকার কি?

পরিচারিকা। দরকার কি! ওমা কি হবে গা! বলে 'দরকার কি'। —কথায় বলে 'যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়্শির ঘুম নেই।' 'দরকার কি?' তোমার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে, আর তোমাকে নিয়ে দরকার কি? তবে কি আমাকে নিয়ে দরকার? ওমা বলে কি গো! আমার বিয়ে যা হবার তা একবার হয়ে গিয়েছে। মেয়ে মানুষের বিয়ে কি আর দু'বার করে' হয় বাছা? তাহ'লে কি আর ভাবনা ছিল? আর এই বয়সে আমাকে বিয়ে কর্ব্বেই বা কে?—যখন আমার বিয়ে হয় বাছা তখন তোরা জন্মাস্নি। তখন আমিই বা কতটুকু। এগার বছরও হয়নি—হাঁ, এগার বছরে পড়িছি বটে।

রেবা। তুই যা। তোর এখানে এসে বিড়ির বিড়ির ক'রে বক্তে হবে না—যা বুড়ি।

পরিচারিকা। কথায় বলে 'যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর।' আমি এলাম বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে, কোথায় তুমি লাফিয়ে উঠে আমার গলা ধরে চুমো খাবে ; না বলে কি না 'যা বুড়ি।' না হয় আজ আমি বুড়িই

হইছি। তাই বলে' কি কথায় কথায় বুড়ি বলে' গাল দিতে হয়! হাঁগা বাছা!—না হয় আজ বুড়িই হইছি। চিরকাল ত বুড়ি ছিলাম না। এককালে আমারও যৌবন ছিল, তখন আমার চোখ দুটো ছিল টানা টানা, গাল দুটো ছিল টেবো টেবো, আর গড়নটাও নেহাইৎ কিছু অমন্দ ছিল না।—মিন্সে তখন আমার কত খোসামোদ কর্ত্ত। একদিন কাছে ডেকে কত আদর করে'—

রেবা। কে তোর প্রেমের ইতিহাস শুন্তে চাচ্ছে?—যা, বিরক্ত করিস্‌নে বল্‌ছি। ভাল হবে না।

পরিচারিকা। ওমা সে কি গো। যাবো কি গো! তোমাকে ডাক্‌তে এসেছি। তোমার মা ডাক্‌ছিল, তা শেষে বলে কিনা, "না, ডেকে কাজ নাই"। বিয়ের সম্বন্ধ শুনেই একেবারে তেলে বেগুন। বর—বিকানীরের রাজা রায়সিংহ। হাঃ হাঃ হাঃ। ওমা সে পোড়ারমুখো কোথাকার এক ষাট বছরের বুড়ো, তিনকাল গিয়ে, এককালে ঠেকেছে। দেখতে মর্কটের মত; না আছে রূপ, না আছে যৌবন।

রেবা। আমাকে তবে দরকার নেই ত, তবে যা।

পরিচারিকা। দরকার নেই কি গো! ওমা বলে কি গো! তোমার বাপ না তাই শুনে তোমার মার সঙ্গে লুটোপাটি ঝগড়া;—এমন ঝগড়া কেউ দেখেনি মা, এমন ঝগড়া কেউ দেখেনি! কুরুক্ষেত্তর। এই মারে ত, এই মারে!

রেবা। এ্যাঁ!

পরিচারিকা। সত্যি সত্যিই কিছু মারেনি।—তবে—

রেবা। তবে বলছিলি যে?

পরিচারিকা। আঃ! তোমার ঐ বড় দোষ। নিজেই বক্‌বে আর কাউকে কথা কইতে দেবে না; তা আমি বলবো কি।—তোমার মা বলে যে,—"না—এমন বুড়োর হাতে আমার সোণার মেয়েকে সঁপে' দিতে পার্ব্ব না।" তা তোমার বাপ তাতে বলে "ঠিক কথাই ত, এমন বুড়োর হাতে কিছুতে আর মেয়েকে সঁপে দিতে পার্ব্ব না!" তাই তিনি মেয়ের সম্বন্ধ কর্ত্তে মানসিংহকে পত্র লিখ্‌তে বসেছেন।

রেবা। তবে তিনি রাগেন নি ত?

পরিচারিকা। রাগেনি বটে; কিন্তু পুরুষ মানুষ ত! রাগতে কতক্ষণ। আমার মিন্সে। সে একদিন এমনি রেগেছিল! বাবা, কি তার চোখ রাঙানি! আমি বল্লুম 'ওগো তুমি রেগো না, তোমার পেটের অসুখ কর্ব্বে; ওগো তুমি রেগো না, তোমার পেটের অসুখ কর্ব্বে!' তার পর ভাই রাম সিং পাঁড়ে আসে, তাকে হাতে ধরে' টেনে নিয়ে যায়, তবে রক্ষে। নৈলে সেই দিনই একটা কুরুক্ষেত্তর বাধত নিশ্চয়। তার

পরদিন মিন্সে এসে আমায় কি সাধাসাধি! যত আদরের কথা সে জান্ত, তা, বলে' পায়ে ধরে, তবে আমি কথা কই। তার পরে আর এক দিন—

রেবা। জ্বালাতন কর্লে। যা বলছি। যাবিনে?

পরিচারিকা। ওমা যাবো কি গো!—তোমাকে ছুটো সুখ-দুঃখের কথা কইতে এলাম; তাকি ছোট নোক বলে' এমনি করে' মেরে তাড়িয়ে দিতে হয়!

এই বলিয়া পরিচারিকা কাঁদিতে লাগিল

রেবা। মার্লাম কখন?

পরিচারিকা। না বাছা, তুমি মারোনি ত' আমি মেরেছি। বল মহারাজকে গিয়ে বল, রাণীকে গিয়ে বল, আমি মেরেছি। এত দিন কোলে ক'রে মানুষ কর্লাম, এখন তোমাদের চাকরী কর্ত্তে কর্ত্তে বুড়ি হইছি। আর কি! এখন তাড়িয়ে দাও। আমি রাস্তায় গিয়ে না খেয়ে মরি। আমার মিন্সেও নেই, যৈবনও নেই, তা তোমাদের ধর্ম্মে নেয়, তাড়াও। কোলে করে' মানুষ করেছি।—তখন তুমি এমনি ছোট্টটি ছিলে। তখন আর কিছু এত বড় হও নি!—একদিন তোমাকে লুকিয়ে রামনীলে দেখ্তে নিয়ে গিইছিলাম। শুনে মহারাজ আমার গর্দ্দান নিতে বাকি রেখেছিল আর কি। বলে 'ওকে ওই ভিড়ের মধ্যে নিয়ে যেতে আছে।' তা আমি বল্লাম—

নেপথ্যে। রেবা, রেবা!

পরিচারিকা। ওই শুন্লে!

রেবা "যাই মা" বলিয়া চলিয়া গেলেন!

পরিচারিকা ক্ষণমাত্র কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিল; পরে উঠিয়া কহিল

"যাই, আমিও যাই। আর কা'র কাছে বক্‌বো।"

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—আগ্রায় আকবরের মন্ত্রণাকক্ষ। কাল—প্রভাত

আকবর ও শক্ত সিংহ উভয়ে পরস্পরের সম্মুখীনভাবে দণ্ডায়মান

আকবর। আপনি রাণা প্রতাপ সিংহের ভাই?

শক্ত। আমি রাণা প্রতাপ সিংহের ভাই।

আকবর। এখানে আপনার আসার উদ্দেশ্য কি?

শক্ত। রাণার বিপক্ষে আমি মোগল-সৈন্য নিয়ে যেতে চাই; রাণাকে মোগলের পদানত কর্ত্তে চাই। রাণার সৈন্যদের রক্তে মেবার-ভূমি রঞ্জিত কর্ত্তে চাই।

আকবর। তা'তে মোগলের লাভ? মেবার হ'তে ত এক কপর্দ্দকও আজ পর্য্যন্ত মোগল-ধনভাণ্ডারে আসে নি।

শক্ত। রাণাকে জয় কর্ত্তে পার্লে প্রচুর অর্থ রাজভাণ্ডারে আস্‌বে। আজ রাণার আজ্ঞায় সমস্ত মেবার অকর্ষিত, নহিলে মেবার-ভূমি স্বর্ণ-প্রসূ! সে দিন এক ব্যক্তি চিতোর-দুর্গাধিপতির আজ্ঞায় মেবারের কোন এক স্থানে মেষ চরাচ্ছিল; রাণা তার ফাঁসি দিয়েছেন।

আকবর। (চিন্তিতভাবে) হুঁ!—আচ্ছা, আপনি আমাদের কি সাহায্য কর্ব্বেন?

শক্ত। আমি রাজপুত, যুদ্ধ কর্ত্তে জানি, রাণার বিপক্ষে যুদ্ধ কর্ব্ব। আমি রাজপুত্র, সৈন্যচালনা কর্ত্তে জানি, রাণার বিপক্ষে মোগলসেনা চালনা কর্ব্ব।

আকবর। তা'তে আপনার লাভ?

শক্ত। প্রতিশোধ।

আকবর। এই মাত্র?

শক্ত। এই মাত্র।

আকবর। আপনাকে মোগলসেনা সাহায্য দিলে প্রতাপ সিংহকে জয় কর্ত্তে পার্ব্বেন?

শক্ত। আমার বিশ্বাস পার্ব্বো। আমি প্রতাপের সৈন্যবল জানি, যুদ্ধকৌশল জানি, অভিসন্ধি জানি, সৈন্যচালনাপ্রণালী জানি। প্রতাপ যোদ্ধা, আমিও যোদ্ধা। প্রতাপ ক্ষত্রিয়, আমিও ক্ষত্রিয়! প্রতাপ রাজপুত্র, আমিও রাজপুত্র! তবে প্রতাপ জ্যেষ্ঠ—আমি কনিষ্ঠ। একদিন প্রসঙ্গক্রমে প্রতাপেরই পুত্র অমর সিংহ বলেছিলে যে, জ্যেষ্ঠ হলেই শ্রেষ্ঠ হয় না। সে কথায় সে দিন ধাঁধা লাগিইছিল। আজ সেটা সত্য বলে' জেনেছি।

আকবর। হুঁ—

এই মাত্র বলিয়া ভূমিতলে চক্ষু নিবিষ্ট করিয়া ক্ষণেক পাদচারণ করিতে লাগিলেন; পরে ডাকিলেন

"দৌবারিক!"

দৌবারিক প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল

আকবর। মহারাজ মানসিংহকে সেলাম দেও।

দৌবারিক "যো হুকুম খোদবন্দ" বলিয়া চলিয়া গেল।

আকবর পুনরায় শক্তসিংহের সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

"শুন্তে পাই যে আপনি রাণা প্রতাপ সিংহের কাছে কৃতজ্ঞ।"

শক্ত। কৃতজ্ঞ কিসে?

আকবর। নয়! তবে আমি অন্যরূপ শুনেছি।—প্রতাপ সিংহ কখনো কি আপনার উপকার করেন নি?

শক্ত। করেছিলেন। আমার পিতা উদয় সিংহ যখন আমাকে বধ কর্ব্বার হুকুম দেন—

আকবর আশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিলেন

"কি? আপনার পিতা আপনাকে বধ কর্ব্বার হুকুম দেন?"

শক্ত। তবে শুনুন সম্রাট, আমার জীবনের ইতিহাস বলি। যখন আমার পাঁচ বছর বয়স, তখন একখানা ছোরা দেখে, তার ধার পরীক্ষা কর্ব্বার জন্য, আমার হাতে বসিয়েছিলাম। আমার কোষ্ঠীতে লেখা আছে যে, আমি একদিন আমার জন্মভূমির অভিশাপস্বরূপ হবো। আমার পিতা যখন দেখলেন যে, আমি একখানা ছোরা নিয়ে নিঃসঙ্কোচে নিজের হাতে বসিয়ে দিলাম, তখন তিনি স্থির কর্ল্লে'ন যে, আমার কোষ্ঠী সত্য এবং আমার দ্বারা সব দুঃসাধ্য সাধন হ'তে পারে। তখন তিনি আমাকে বধ কর্ব্বার হুকুম দিলেন!

আকবর। আশ্চর্য্য!

শক্ত। সম্রাট্! কেন আশ্চর্য্য হচ্ছেন;—সম্রাট্ কি ভীরু উদয় সিংহকে জানেন না? তিনি যদি চিতোর-দুর্গ অবরোধের সময় কাপুরুষের মত না পালাতেন, তা হলে চিতোরের সৌভাগ্যসূর্য্য অস্ত যেত না।

আকবর। যুবক! চিতোর রাজপুতের হাত হতে যে মোগলের হাতে এসেছে, সে চিতোরের সৌভাগ্য নয় কি?

শক্ত। কেন সম্রাট্?

আকবর। আপনি বোধ হয় নিজেই স্বীকার কর্ব্বেন যে বর্ব্বর রাজপুত রাজ্য শাসন কর্ত্তে জানে না।

শক্ত। জনাব! বর্ব্বর রাজপুত কি বর্ব্বর মুসলমান, তা জানি না। তবে আজ পর্য্যন্ত কোন জাতিকে নিজে বল্‌তে শুনি নাই যে সে বর্ব্বর।

আকবর যুবকের স্পর্দ্ধায় ঈষৎ স্তম্ভিত হইলেন। পরে বিষয়-পরিবর্ত্তন মানসে কহিলেন

"আচ্ছা, শুনি তারপর আপনার ইতিহাস। আপনার পিতা আপনার বধের হুকুম দিলেন—তার পর?"

শক্ত। ঘাতকেরা আমাকে বধ্য-ভূমিতে নিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় সালুম্রাপতি গোবিন্দ সিংহের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি এক সময়ে আমাকে স্নেহচক্ষে দেখ্‌তেন। তাই আমাকে তাঁর উত্তরাধিকারী কর্ত্তে প্রতিশ্রুত হয়ে, রাণার কাছে গিয়ে আমার প্রাণভিক্ষা ল'ন। আমি সালুম্রাপতির পোষ্যপুত্র হবার পরে তাঁর এক পুত্রসন্তান হয়। তখন প্রতাপ সিংহ মেবারের রাণা। সালুম্রাপতির দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে' তাঁর রাজধানীতে আমাকে নিয়ে এসে, আমাকে সমাদরে রাখেন।

আকবর। আপনি মেবারের সর্ব্বনাশের মূল হবেন, এ কথা জেনেও?

শক্ত। হাঁ, এ কথা জেনেও।

আকবর। তবে আপনি প্রতাপ সিংহের কাছে কৃতজ্ঞ নহেন বল্লেন যে।

শক্ত। কৃতজ্ঞ কিসে? আমি অন্যায়ক্রমে স্বীয় জন্মভূমি, স্বীয় রাজ্য, স্বীয় স্বত্ব হতে বঞ্চিত হয়েছিলাম। প্রতাপ আমাকে রাজ্যে ফিরিয়ে এনে, কতক ন্যায়কার্য্য করেছিলেন। এরই জন্য কৃতজ্ঞতা—তবু আমার স্বত্ব আমি ফিরে পাই নি। কি স্বত্বে তিনি মেবারের সিংহাসনে, আর আমি তাঁর আজ্ঞাবহ ভৃত্য! তিনি আর আমি এক পিতারই পুত্র। বটে তিনি জ্যেষ্ঠ, আমি কনিষ্ঠ। কিন্তু জ্যেষ্ঠ হলেই শ্রেষ্ঠ হয় না। সম্রাট্! কে শ্রেষ্ঠ তাই একদিন পরীক্ষা কর্ত্তে গিয়েছিলাম। সহসা সম্মুখে এক ব্রহ্মহত্যা হওয়ায় সেটা প্রমাণ হয় নি। তা প্রমাণ করে' যদি প্রতাপ আমাকে নির্ব্বাসিত কর্ত্তেন—আমার ক্ষোভ ছিল না। কিন্তু তা যখন প্রমাণ হয় নাই, তখন আমাকে নির্ব্বাসিত করা অন্যায়। আমি সেই অন্যায়ের প্রতিশোধ চাই!

আকবর ঈষৎ হাসিলেন, পরে জিজ্ঞাসা করিলেন

"প্রতাপ আপনাকে বিশ্বাস করেন?"

শক্ত। করেন।

আকবর। তবে আপনি তাঁকে বন্ধুভাবে ধরিয়ে দেন না কেন—যুদ্ধে প্রয়োজন কি?

শক্ত। সম্রাট্, তা আমার দ্বারা হবে না! তবে বান্দা বিদায় হয়।

আকবর। শুনুন। কেন? কি আপত্তি? যদি বিনা রক্তপাতে কার্য্যসিদ্ধি হয়, তবে বৃথা রক্তপাত কেন?

শক্ত। সম্রাট্, আপনারা সভ্য মুসলমানজাতি; আপনাদের এ সব ফেরপেঁচ্ শোভা পায়। আমরা বর্ব্বর রাজপুত—বন্ধুত্ব করি ত বুক দিয়ে আলিঙ্গন করি, আর শত্রুতা করি ত সোজা মাথায় খড়্গাঘাত করি। গুপ্ত ছুরিকার ব্যবহার জানি না। রাজপুত বন্ধুত্বেও রাজপুত, প্রতিহিংসায়ও রাজপুত। আমি ধর্ম্মে অবিশ্বাসী, নিরীশ্বরবাদী সমাজদ্রোহী বটে। কিন্তু আমি রাজপুত। তার অনুচিত আচরণ কর্ব্ব না!

আকবর। মানসিংহ কিন্তু—কৈ—সে বিষয়ে দ্বিধা করেন না। ক্ষত্রিয়ের মধ্যে তিনিই একা যুদ্ধকৌশল বোঝেন। তাঁর অর্দ্ধেক জয়ই কৌশলে! সৈন্যবল তিনি দেখান অনেক সময় কিন্তু ব্যবহার করেন কদাচিৎ।

শক্ত। তা কর্ব্বেন না? নইলে তিনি মোগল-সেনাপতি না হ'য়ে ত আমিই মোগল-সেনাপতি হ'তাম।

আকবর। তিনিও ত রাজপুত।

শক্ত। হাঁ, তার মা বাবা শুনেছি উভয়েই রাজপুত ছিলেন!

আকবর নিহিত ব্যঙ্গ বুঝিলেন, কিন্তু দেখাইলেন যেন বুঝেন নাই; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন

"তবে?"

শক্ত। তবে কি জানেন জনাব! টোকো আঁব গাছের এক একটা আঁব কি রকমে উত্‌রে যায়, মানসিংহ রাজপুত হয়েও, কি রকম উত্‌রে গিয়েছেন। তার উপরে—

বলিয়া শক্তসিংহ সহসা আত্মসংবরণ করিলেন

আকবর। তার উপরে কি?

শক্ত। তিনি হলেন সম্রাটের শ্যালকপুত্র, আর আমি সম্রাটের কেহই নই। তিনি মহাশয়ের সঙ্গে অনেক পোলাও কোর্ম্মা খেয়েছেন—একটু মহাশয়দের ধাঁজ পাবেন না?

আকবর কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইলেন। পরে কহিলেন

"আচ্ছা আপনি এখন যান, বিশ্রাম করুন গে! যথাযথ আজ্ঞা আমি কাল দেব!"

শক্ত। যে আজ্ঞা—

এই বলিয়া শক্তসিংহ সম্রাট্‌কে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন; যতক্ষণ শক্ত দৃষ্টিপথের বহির্ভূত না হইলেন, আকবর তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। শক্ত চলিয়া গেলে আকবর কহিলেন

"প্রতাপ সিংহ, যখন তোমার ভাইকে পেয়েছি, তখন তোমাকেও মুষ্টিগত করেছি! এরূপ সৌভাগ্য মাঝে মাঝে না হ'লে কি এই বিপুল আর্য্যাবর্ত্ত আজ জয় কর্ত্তে পার্ত্তাম। যদি মহারাজ মানসিংহ সহায় না হতেন, তা হলে এ মোগল সাম্রাজ্য আজ কতটুকু স্থান ব্যেপে থাক্‌তো! এই যে মহারাজ আসছেন।"

মানসিংহ প্রবেশ করিয়া সম্রাট্‌কে বিনীত অভিবাদন করিলেন

আকবর। বন্দেগি মহারাজ!

মানসিংহ। বন্দেগি জনাব! সম্রাট্ আমাকে ডেকেছেন?

আকবর। হাঁ মহারাজ! প্রতাপ সিংহের ভাই শক্ত সিংহকে দেখেছেন?

মানসিংহ। হাঁ, পথে যেতে দেখলাম। যতক্ষণ সম্মুখে ছিলেম ততক্ষণ তিনি আমার মুখের দিকে চেয়েছিলেন।

আকবর। যুবকটি বিদ্বান্, নির্ভীক, ব্যঙ্গপ্রিয়। সে এ বিশ্ব জগতে স্বার্থ ভিন্ন আর কিছুই দেখ্‌তে পায়নি। তবে ধাতু খাঁটি, গড়ে' নিতে পারা যাবে।

মানসিংহ। তিনি চান প্রতিহিংসা!

আকবর। প্রতিহিংসা নয়; প্রতিশোধ। প্রেম কি হিংসা লোকটার মনে প্রবেশ করেনি। যার যতটুকু পাওনা, শেষ ক্রান্তি পর্যন্ত তা মিটিয়ে

দিতে চায়, যা'র যতটুকু দেনা, শেষ ক্রান্তি পর্য্যন্ত আদায় কর্ত্তে চায়। লোকটা ধর্ম্ম মানে না, কিন্তু বংশ-গরিমা মানে।

মান। তবে সম্রাটের এখন কি আদেশ?

আকবর। মহারাজ কি শুনেছেন যে প্রতাপ সিংহ একজন মোগল-মেষরক্ষককে ফাঁসি দিয়েছে?

মান। না, শুনি নাই।

আকবর। তিনবার হঠাৎ আক্রমণ ক'রে তিনটি মোগল কটক নির্ম্মূল করেছে!

মান। সে কথা শুনেছি।

আকবর। আর কতদিন এই ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রকে ছেড়ে রাখা যায়? তাকে আক্রমণের এর অপেক্ষা অধিক সুযোগ আর হবে না। মহারাজের কি মত।

মান। আমি ভাব্‌ছিলাম কি, যে আমি শোলাপুর থেকে আস্‌বার সময় পথে প্রতাপ সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে' আস্‌বো; যদি কার্য্যে ও কৌশলে তাঁকে বশ কর্ত্তে পারি, অর্থাৎ বিনা রক্তপাতে কার্য্য উদ্ধার হয়, ভালো। না হয়, যুদ্ধ হ'বে।

আকবর। উত্তম। মহারাজ বিজ্ঞের মতই উপদেশ দিয়েছেন। তবে তাই হোক্। আপনি শোলাপুর যাচ্ছেন কবে?

মান। পরশ্ব প্রত্যূষে—

আকবর। উত্তম! তবে অন্য বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ মহারাজকে এখন একাকী রেখে যেতে হচ্ছে।

মান। যে আজ্ঞা।

আকবর মানসিংহকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন

মানসিংহ। আমি এই প্রস্তাবের জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছিলাম। রেবার বিবাহের জন্য পিতা পুনঃপুনঃ অনুরোধ করে পাঠাচ্ছেন। আমার ইচ্ছা যে প্রতাপ সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র অমর সিংহের সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব করে' দেখি, যদি প্রতাপকে সম্মত কর্ত্তে পারি। এই কলঙ্কিত অম্বর বংশকে যদি মেবারের নিষ্কলঙ্ক রক্তে পরিশুদ্ধ করে' নিতে পারি। আমরা সব পতিত। এই কলঙ্কিত বিপুল রাজপুতকুলে—প্রতাপ, উড়ছে কেবল তোমারই এক শুভ্র পতাকা।—ধন্য প্রতাপ!

এই বলিয়া সেস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—আগ্রায় মোগল-প্রাসাদ-অন্তঃপুরস্থ উদ্যান। কাল—অপরাহ্ণ। আকবর-কন্যা মেহের উন্নিসা একাকিনী বৃক্ষতলে বসিয়া মালা গাঁথিতে গাঁথিতে গান গাহিতেছিলেন

খাম্বাজ—যৎ

বসিয়া বিজন বনে, বসন আঁচল পাতি,
পরাতে আপন গলে, নিজ মনে মালা গাঁথি।
তুষিতে আপন প্রাণ, নিজমনে গাই গান ;
নিজ মনে করি খেলা, আপনারে করে সাথী।
নিজ মনে কাঁদি হাসি, আপনারে ভালবাসি,
—সোহাগ, আদর, মান, অভিমান দিন রাতি।

সহসা আকবরের ভাগিনেয়ী দৌলৎ উন্নিসা দৌড়িয়া প্রবেশ করিয়া মেহেরকে ঈষৎ ধাক্কা দিয়া কহিলেন

"মেহের ঐ দেখ্ দেখ্—এক ঝাঁক পায়রা উড়ে যাচ্ছে,—দেখ্ না বেকুফ্!"

মেহের। আঃ—পায়রা উড়ে যাচ্ছে তার মধ্যে আর আশ্চর্য্যটা কি? তার আর দেখ্‌বো কি?—[গীত] "নিজ মনে কাঁদি হাসি—"

দৌলৎ। আশ্চর্য্য নৈলে কি কিছু আর দেখতে হবে না? আশ্চর্য্য জিনিস পৃথিবীতে কটা আছে মেহের?

মেহের। আশ্চর্য্য জিনিস? পৃথিবীতে আশ্চর্য্য জিনিস খুঁজতে হয়?

দৌলৎ। শুনি গোটাকতক আশ্চর্য্য জিনিস? শিখে রাখা যাক্।

মেহের মালা রাখিয়া একটু গম্ভীরভাব ধরিয়া কহিলেন

"তবে শোন্। এই দেখ, প্রথমতঃ এই পৃথিবীটা নিজে একটা অতি আশ্চর্য্য জিনিস, কাজ নেই, কর্ম্ম নেই, বিশ্রাম নেই, উদ্দেশ্য নেই, সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরে মচ্ছে', কেউ জানে না,—কেন! তারপর মানুষ একটা ভারি আশ্চর্য্য জানোয়ার; মাংসপিণ্ড হয়ে জন্মায়, তারপর সংসার তরঙ্গে দিনকতক উল্টা-পাল্টা খেয়ে, হঠাৎ একদিন কোথায় যে ডুব মারে, কেউ আর তাকে খুঁজে বের করতে পারে না।—কৃপণ টাকা জমায়, ভোগ করে না; এটা আশ্চর্য্য!—ধনী টাকা উড়িয়ে দিয়ে শেষে ফতুর হ'য়ে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করে' বেড়ায়; এ আর এক আশ্চর্য্য! পুরুষ মানুষগুলো—বুদ্ধি শুদ্ধি আছে মন্দ নয়, কিন্তু তবু বিয়ে করে, খয়েবন্ধনে পড়ে—না পারে থৈ খেতে, না পায় হাত খুল্‌তে—এটা একটা ভারি রকম আশ্চর্য্য।

দৌলৎ। আর মেয়েমানুষগুলো বিয়ে করে, সেটা আশ্চর্য রকম বোকামি নয়?

মেহের। সেটা দস্তুরমত স্বাভাবিক। তাদের ভবিষ্যতে একেবারে খাওয়া দাওয়ার বিষয় ভাব্‌তে হয় না। তবে আমি সম্রাট আকবরের মেয়ে হয়ে, যদি আর একজনের পায়ে নিজেকে ছুঁড়ে দিই—হাঁ, সেটা একটা আশ্চর্য্য বটে। খাসা আছি—খাচ্ছি দাচ্ছি;—আমি যদি বিয়ে করি, তবে আমার দস্তুর মত চিকিৎসার দরকার।

দৌলৎ। তুই কি বিয়ে কর্ব্বিনে ঠিক করে' বসে আছিস্?

মেহের। বিয়ে কর্ব্বো না ঠিক করেছি বটে, কিন্তু ব'সে নেই।

দৌলৎ। কি রকম?

মেহের। কি রকম! এই বয়স্থা কুমারী,—বিশেষতঃ হাতে কাজ কর্ম্ম না থাক্‌লে যে রকম হয়, সেই রকম। শুচ্ছি, বস্‌ছি, উঠ্‌ছি, বেড়াচ্ছি, হাই তুল্‌ছি, তুড়ি দিচ্ছি। শুন্‌তে বেশ কুমারী। কিন্তু এদিকে শু'য়ে শু'য়ে ওমরখাইয়াম পড়ছি, চিত্তচকোরের চেহারাটা কড়ি-কাঠের গায়ে এঁকে নিচ্ছি। সুবিধা হ'লে আল্‌সের ফোঁকর দিয়ে উঁকি মেরে দুনিয়াটা চিনে নিচ্ছি। আর পুরুষমানুষগুলোর মধ্যে মনের মতন কেউ হতে পারে কিনা, মনে মনে তাই একটা বিচার কচ্ছি,—

এই বলিয়া মেহের উন্নিসা শির নত করিয়া ঈষৎ হাসিলেন

দৌলৎ। বিচার করে' কি কিছু ঠিক করে' উঠিছিস্, না কেবল বিচারই কচ্ছিস? মনের মতন কি কাউকে পেলি?

মেহের পুনরায় গম্ভীর হইয়া কহিলেন

"এটা ভাই তোমার জিজ্ঞাসা করা অন্যায়। মনের মতন যদি পাইই, তা কি তোমাকে বলতে যাবো?"

দৌলৎ। বলবিনে কেন? আমি তোর বোন, আর অন্তরঙ্গ বন্ধু—

মেহের। দেখ্‌ দৌলৎ, তোর বন্ধুত্ব আমার হৃদ্দমদ্দ মাংস কেটে একটু ভেতর পর্য্যন্ত পৌঁছেছে—হাড়ে ঠেকেনি। এ বিষয়টা কিন্তু হাড়ের মজ্জার জিনিস। শরীরের ভিতর যদি আর একটা শরীর থাকে, তা'রি জিনিস। একথা তোকে খুলে বলতে পারি নে। তবে তুই যদি নেহাতই ধরাপাকড়া করিস্, আমার মনোচোরের চেহারাটা ইসারায় একটু বলতে পারি।

দৌলৎ। আচ্ছা তাই শুনি, দেখি যদি তোর মনোচোরকে চিন্তে পারি।

মেহের। তবে শোন্—আমার মনোচোরের চেহারাটা কি রকম! নাক—আছে। কান—হাঁ, বিশেষ লক্ষ্য করে' দেখিনি, তবে থাকাই সম্ভব। সে হাসলে মুক্তা ছড়িয়ে পড়ুক না পড়ুক, দাঁত বেরোয়। চেঁচিয়ে কাঁদলে—অবিশ্যি যদি সত্যি সত্যিই কাঁদে, তাতে তার চেহারাটার সৌন্দর্য্য বাড়েও না, আর গান গাচ্ছে ব'লেও ভ্রম হয়

না।—আমার মনোচোরের নক্সা একরকম পেলি, বাকিটা মনে গ'ড়ে নিতে পার্ব্বি ?

দৌলৎ। একেবারে হুবহু। সত্যি কথা বলতে কি মেহের, তোর মনোচোরকে যেন চক্ষের সামনে দেখ্ছি।

মেহের। তা দেখ। কিন্তু দেখিস ভাই, তাকে যেন ভালবেসে ফেলিস্ না। বাস্‌লে যে বিশেষ যায় আসে তা' নয়—এই যে সম্রাটের, আমাদের পিতার ত শতাধিক বেগম আছে। তবে না বাস্‌লেই ব্যাপারটা বেশ সোজা হয়ে আসে—

এমন সময়ে স্বীয় পরিচ্ছেদ ঝাড়িতে ঝাড়িতে মন্দগতিতে সেই কক্ষে সেলিম প্রবেশ করিলেন

সেলিম। তোরা এখানে? তোরা এখানে কি কচ্ছিস্ মেহের!

মেহের। এই দৌলৎ বল্লে পৃথিবীতে যত আশ্চর্য্য জিনিস আছে তার একটা ফিরিস্তি দাও। তাই এতক্ষণ তা'র একটা তালিকা দিচ্ছিলাম।

সেলিম। আশ্চর্য্য জিনিসের কি ফিরিস্তি দিচ্ছিলি, শুনি।

মেহের। আবার বলতে হবে? বলনা দৌলৎ, মুখস্থ বলনা! এতক্ষণ টিয়াপাখীর মত শিখ্‌লি ত, বলনা। আমি কি বলছিলাম তা আমার মনেও নেই, ছাই। দেখ সেলিম, আমার কল্পনাশক্তি খুব আছে; কিন্তু স্মরণশক্তি নেই। দৌলত উন্নিসার কল্পনাশক্তি নেই; স্মরণশক্তি আছে। আমি যেন একটা খরুচে সওদাগর,—রোজগারও করি খুব; আবার যা পাই তা উড়িয়ে দিই। দৌলৎ খুব হিসেবী গেরোস্ত।—বেশী রোজগার কর্ত্তে পারে না বটে, কিন্তু যা পায় জমাতে পারে।—হাঁ, হাঁ, আমি বল্‌ছিলাম বটে যে, কৃপণ খেটে আজীবন টাকাই রোজগার কর্‌ছে, তার পুত্র বা প্রপৌত্রের উড়োবার জন্যে;—ঐ একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার।

দৌলৎ। কি এমন আশ্চর্য্য! বল ত সেলিম!

মেহের। আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়! বল ত সেলিম!

সেলিম। কিন্তু তোরা যে সব আশ্চর্য্য ব্যাপার বল্‌ছিস্, তার চেয়েও একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার হচ্ছে।

মেহের। কি রকম? কি রকম?

সেলিম। সম্রাট্ আকবরের সঙ্গে রাণা প্রতাপ সিংহের যুদ্ধ। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত সম্রাটের সঙ্গে এক ক্ষুদ্র জমীদারের লড়াই এর চেয়ে আর কি আশ্চর্য্য আছে!

দৌলৎ। পাগল বোধ হয়।

সেলিম। আমারও সেই রকম জ্ঞান ছিল। কিন্তু অল্পদিনেই যে

রকম সম্রাট-সৈন্যকে ব্যতিব্যস্ত করে' তুলেছে, তাতে আর পাগল বলি কি করে। ১০০ রাজপুত ৫০০ মোগল-সৈন্যের সঙ্গে লড়্ছে। কখন বা হারিয়ে দিচ্ছে।

মেহের। তোমরা একটা দস্তুরমত যুদ্ধ ক'রে তাদের হারিয়ে দাও না কেন?

সেলিম। এবার তাই হ'বে। মানসিংহ শোলাপুর থেকে আস্‌বার সময়, পথে প্রতাপ সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে', তার সৈন্যবল পরীক্ষা করে' আস্‌বেন। তিনি তাকে কথায় বশ্যতা স্বীকার করাতে পারেন ত ভালো; নৈলে যুদ্ধ হ'বে।

মেহের। যুদ্ধে তুমি যাবে?

সেলিম। আমি যাবো না? আমি যুদ্ধ কর্ব্ব না কি পঙ্গুর মত ঘরে বসে' থাকবো?

মেহের। তবে আমিও সঙ্গে যাবো।

সেলিম। তুমি!

মেহের। তার আর আশ্চর্য্য কি?

দৌলৎ। তা'হলে আমিও যাবো।

সেলিম। সে কি? স্ত্রীলোক যুদ্ধক্ষেত্রে যাবে কি?

মেহের। কেন যাবে না? তোমরা, আমাদের কাছে এসে 'এমনি যুদ্ধ কল্লাম, অমনি যুদ্ধ কল্লাম' বলে' বড়াই কর। আমরা গিয়ে দেখ্‌বো, তোমরা সত্য সত্য যুদ্ধ কর কি না?

সেলিম। যুদ্ধ করি না ত কি বিনা যুদ্ধে জয় পরাজয় হয়?

মেহের। আমার ত তাই বোধ হয়।—এ পক্ষ কামান সাজিয়ে রাখে, ও পক্ষ কামান সাজিয়ে রাখে; তারপর একটা টাকার এক পক্ষ নেয় এ পিঠ, অন্য পক্ষ নেয় ও পিঠ, তারপরে একজন সেটা বুড়ো আঙুল দিয়ে ঘুরিয়ে উঁচু দিকে ফেলে দেয়—মাটিতে পড়্‌লে যার দিকটা উপরে থাকে, সেই পক্ষের জয় সাব্যস্ত হয়।

সেলিম। তবে এত সৈন্য নিয়ে যাই কি জন্য?

মেহের। একটা হাঁক্ ডাক্ কর্ত্তে, এটা লোক দেখাতে। তুমি ত এই তালপাতার সেপাই, তুমি আবার যুদ্ধ কর্ব্বে। তোমার আর যুদ্ধ কর্ত্তে হয় না—কি বলিস দৌলৎ?

দৌলৎ। তা বৈকি।

মেহের। সেলিম দুধের ছেলে, ও যুদ্ধ কর্ব্বে কি?

সেলিম। বটে! তোমরা তবে নিতান্তই দেখ্‌বে?

মেহের। হাঁ দেখ্‌বো। কি বলিস্ দৌলৎ?

দৌলৎ। হাঁ দেখ্‌বো বৈকি।

সেলিম। আচ্ছা, আলবৎ দেখ্‌বে। আমি বাদসাহের অনুমতি নিয়ে এবার তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি! দেখ, যুদ্ধ করি কিনা।

এই বলিয়া সেলিম চলিয়া গেলেন

মেহের। হাঃ হাঃ হাঃ! দৌলৎ, সেলিমকে ক্ষেপিয়ে দিলেই হ'ল। ওর এমনি দেমাক্, যে তাতে ঘা' পড়্‌লে একেবারে অজ্ঞান।

এই সময়ে পরিচারিকা শশব্যস্তে প্রবেশ করিয়া

"সম্রাট্ আস্‌ছেন।"

বলিয়া চলিয়া গেল

মেহের। পিতা? এ সময়ে হঠাৎ?

দৌলৎ। আমি যাই।

মেহের। যাবি কোথা? সম্রাটের কাছে আর্জ্জি কর্ত্তে হবে। দাঁড়া না।

দৌলৎ। না, আমি যাই।

মেহের। তুই ভারি ভীরু, কাপুরুষ। সম্রাট্ কি বাঘ না ভালুক? তোকে খেয়ে ফেল্‌বেন না ত!

দৌলৎ। না আমি যাই।

এই বলিয়া ব্যস্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন

মেহের। দৌলৎ সম্রাট্‌কে ভারি ভয় করে,—আমি ডরাই না। বাহিরে না হয় তিনি সম্রাট্। বাড়ীতে তাঁকে কে মানে?

সম্রাট আকবর প্রবেশ করিয়া কহিলেন

"মেহের এখানে একেলা বসে'?"

মেহের সম্রাটকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন

"হাঁ, আপাততঃ একা বটে। দৌলৎ এখানে ছিল। আপনি আস্‌ছেন শুনে দৌড়্।"

আকবর। কেন?

মেহের। কি জানি! সম্রাট্‌কে শত্রুরা ভয় করে করুক আমরা ভয় কর্ত্তে যাবো কেন?

আকবর সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন

"তুমি আমাকে ভয় কর না?"

মেহের। কিছু না। আমি ত দেখি যে, আপনি ত ঠিক মানুষের মতই দেখতে। তা সম্রাটই হোন্ আর তুর্কীর সুলতানই হোন্। ভয় কর্ত্তে যাবো কেন?—তবে মান্য করি।

আকবর। কেন?

মেহের। কেন? মান্য কর্ব্ব না!—বাবা! একে বাপ, তাতে বয়সে বড়!

আকবর। সত্য কথা মেহের। তোরাও যদি আমায় ভয় কৰ্ব্বি তা'হলে আমায় ভালোবাসবে কে?—সেলিম এখানে এসেছিল না?

মেহের। হাঁ বাবা। ভাল কথা, রাণা প্রতাপ সিংহের সঙ্গে নাকি যুদ্ধ হবে?

আকবর। সম্ভব। মানসিংহ সেখানে যাচ্ছেন। তিনি ফিরে এলে সেটা স্থির হবে।

মেহের। সেলিম এ যুদ্ধে যাবেন?

আকবর। নিশ্চয়। তার যুদ্ধ শিক্ষা কর্ত্তে হ'বে। মানসিংহ চিরকাল থাক্‌বে না।

মেহের। পিতা! আমার একটা আর্জ্জি আছে।

আকবর। কি আর্জ্জি?

মেহের। মঞ্জুর কর্ব্বেন, বলুন আগে।

আকবর। বলা দরকার কি? জানো না কি মেহের, তোমাকে আমার অদেয় কিছু নাই।

মেহের। বেশ। তবে এ যুদ্ধ দেখ্‌তে দৌলৎ আর আমি যাবো।

আকবর। সেকি। স্ত্রীলোক যুদ্ধে যাবে কি?

মেহের। কেন, স্ত্রীলোক কি মানুষ নয় যে চিরকালটা চাবিবন্ধ হয়ে থাকবে? তাদের সখ নেই?

আকবর। কিন্তু এ সখ কি রকম? এ কখন হ'তে পারে?

মেহের। খুব হ'তে পারে। শুধু হ'তে পারে না, তাই হ'বে। বাপ আব্‌দার কর্ত্তে পারে, আর মেয়ে আব্‌দার কর্ত্তে পারে না?

আকবর। আমি কবে আব্‌দার কর্ল্লাম?

মেহের। কেন, সে দিন চিতোর জয় করে এসে বল্লেন, 'মেহের, হিন্দু শাস্ত্র থেকে একটা গল্প বল্‌ দেখি, যা'তে কোন ধার্ম্মিক বীর ছলে শত্রু বধ করেছে'। তা আমি বালি-বধের কথা বল্লাম; দ্রোণ-বধ কর্‌বার কথা বল্লাম। তখন আপনি হাঁফ্‌ ছেড়ে বাঁচলেন।

আকবর। সে আর এ সমান হোল?

মেহের। নাই বা হোল।—বাবা, আমি এ যুদ্ধে যাবোই।

আকবর। তা কি হয়?

মেহের। হয় কি না হয় দেখুন।

আকবর। আচ্ছা এখন যা। পরে 'বিবেচনা করে' দেখা যাবে। যুদ্ধই ত আগে হোক্।

উভয়ে বিপরীত দিকে গমন করিলেন

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—উদয় সাগর হ্রদতীর। কাল—মধ্যাহ্ন। একদিকে রাজপুত সর্দ্দারগণ—মানা, গোবিন্দ সিংহ, রাম সিংহ, রোহিদাস ও প্রতাপ সিংহের মন্ত্রী ভীম সা সমবেত, অপর দিকে মহারাজা মানসিংহ দণ্ডায়মান

মানসিংহ। আমার অভ্যর্থনার বিপুল আয়োজনের জন্য আমি রাণা প্রতাপ সিংহের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

ভীম। আমাদের আধুনিক অবস্থায় মানসিংহের অভ্যর্থনার যোগ্য আয়োজন কোথা থেকে কর্ব্বো। তবে আমরা জানি যে অম্বরের অধিপতি এই যৎসামান্য অভ্যর্থনা গ্রহণযোগ্য বিবেচনা কর্ব্বেন এবং সকল ত্রুটি মার্জ্জনা কর্ব্বেন।

মানসিংহ। ভীম সা! প্রতাপ সিংহের আতিথ্য গ্রহণ করা আজ প্রত্যেক রাজপুতের পক্ষে সম্মানের কথা।

গোবিন্দ। মহারাজ মানসিংহ! আপনি সত্য কথা বলেছেন।

মানা। মহারাজ মানসিংহ কথায় মাত্র প্রতাপের স্তাবক। কিন্তু কার্য্যে তিনি প্রতাপের চিরশত্রু মোগলের পদ-লেহী!

রোহিদাস। চুপ কর মানা। মানসিংহ আকবরের শ্যালকপুত্র। তাঁর কাছে অন্যরূপ কি আচরণ প্রত্যাশা কর্ত্তে পারো?

ভীম। মানসিংহ যাহাই হউন, তিনি আজ আমাদের অতিথি। মানার কথা ধর্‌বেন না মহারাজা।

মানসিংহ। কিছু মনে করি নাই। মানা সত্য কথাই বলেছেন। কিন্তু এই কথাটি মনে রাখবেন যে, আকবরের শ্যালকপুত্র হওয়ার জন্য আমি নিজে দায়ী নহি; সে কার্য্য আমার স্বকৃত নহে। তবে আকবরের পক্ষে যুদ্ধ করি, একথা স্বীকৃত। কিন্তু আকবরের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ কি বিদ্রোহ নহে?

গোবিন্দ। কেন মহারাজ?

মানসিংহ। আকবর ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি।

মানা। কোন্ স্বত্বে?

মানসিংহ। শক্তির স্বত্বে। যুদ্ধে পুনঃ পুনঃ স্থির হ'য়ে গিয়েছে, কে ভারতের অধিপতি।

রাম। যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নি মানসিংহ! স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ এক বৎসরে কি এক শতাব্দীতে শেষ হয় না। স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধের স্বত্ব পিতা হতে পুত্রে বর্ত্তে; সে স্বত্ব বংশপরম্পরায় চ'লে আসে।

মানসিংহ। কিন্তু তা' নিষ্ফল। প্রভূতবল ও অপরিমিত-শক্তি আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে' রক্তপাত করায় ফল কি?

রাম। মানসিংহ! ফলাফল ঈশ্বরের হাতে। আমরা নিজের বিবেচনামতে কাজ করে' যাই। ফলাফলের জন্য দায়ী নহি।

মানসিংহ। ফলাফল বিবেচনা না করে' কাজ করা মূঢ়তা নয় কি?

গোবিন্দ। মহারাজ মানসিংহ! এই যদি মূঢ়তা হয়, তবে এই মূঢ়তায় পৃথিবীর অর্দ্ধেক উচ্চপ্রবৃত্তি ও মহত্ত্ব নিহিত আছে! এই রকম মূঢ় হয়েই সাধ্বী স্ত্রী প্রাণ বিসর্জ্জন করে, কিন্তু সতীত্ব দেয় না। এই রকম মূঢ় হয়েই স্নেহময়ী মাতা সন্তানরক্ষার্থে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দেয়। এঁইরকম মূঢ় হয়েই ধার্ম্মিক হিন্দু মুণ্ড দেয়, কিন্তু কোরাণ গ্রহণ করে না।—জেনো মানসিংহ! রাণা প্রতাপের দারিদ্র্যে এমন একটা গরিমা আছে, যা মানসিংহের সম্রাট-পদরজোবিমণ্ডিত স্বর্ণমুকুটে নাই। ধিক্ মানসিংহ! তুমি যাই হও, হিন্দু। তোমার মুখে এই কথা ধিক্!

এই সময় অমর সিংহ প্রবেশ করিয়া মানসিংহকে কহিলেন

"মহারাজ মানসিংহ! পিতা বল্লেন—আপনি স্নাত হয়েছেন, তবে আপনার জন্য প্রস্তুত খাদ্য গ্রহণ করে' তাঁকে সম্মানিত করুন।

মানসিংহ। প্রতাপ সিংহ কোথায়?

অমর। তিনি অসুস্থ, আজ কিছু আহার কর্ব্বেন না। আপনার আহারান্তে তিনি এসে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ব্বেন।

মানসিংহ। হাঁ! বুঝেছি অমর সিংহ। তাঁকে বোলো, এ অসুস্থতার কারণ আমি অবগত আছি। আমার সঙ্গে তিনি আহার কর্ত্তে প্রস্তুত নহেন। তাঁকে বল্বে যে, এতদিন তাঁর সম্মানরক্ষার্থে আমাদের মান খুইয়েছি। আর সম্রাটের দাস হয়েও তাঁর বিপক্ষে আমি স্বয়ং এতদিন অস্ত্র ধরিনি; তাঁকে বোলো, যে, আজ থেকে মানসিংহ স্বয়ং তাঁর শত্রু। তাঁর এ অহঙ্কার চূর্ণ না করি ত আমার নাম মানসিংহ নহে।

এই সময়ে প্রতাপ প্রবেশ করিয়া কহিলেন

"মহারাজ মানসিংহ, উত্তম! তাই হোক্। প্রতাপ সিংহ স্বয়ং আকবরের প্রতিপক্ষ। আকবরের সেনাপতি মানসিংহের শত্রুতায় তিনি ভীত নহেন। মহারাজ মানসিংহ আজ রাণার অতিথি; নহিলে এখানেই স্থির হয়েযেত যে, কে বড়—সম্রাটের শ্যালকপুত্র মহারাজ মানসিংহ, না দীন দরিদ্র রাণা প্রতাপ। মহারাজের যখন ইচ্ছা সমরক্ষেত্রে রাণা প্রতাপ সিংহের সাক্ষাৎ পাবেন।"

মানসিংহ। উত্তম! তবে তাই হো'ক। শীঘ্রই সমরক্ষেত্রে সাক্ষাৎ হবে।

রোহিদাস। তোমার ফুফো আকবরকে পার ত সঙ্গে কোরে নিয়ে এস।

প্রতাপ। চুপ কর রোহিদাস।

মানসিংহ সরোষে প্রস্থান করিলেন

প্রতাপ। বন্ধুগণ! এতদিন সমরের যে উদ্যোগ করেছি, এখন তার পরীক্ষা হ'বে। আজ স্বহস্তে আমি যে অনল জ্বালিয়েছি, বীর-রক্তে সে অগ্নি নির্ব্বাণ কর্ব্বো। মনে আছে ভাই সে প্রতিজ্ঞা যে, যুদ্ধে যাই হয়—জয় কি পরাজয়—মোগলের নিকট এ উষ্ণীষ নত হবে না? মনে আছে সে প্রতিজ্ঞা, যে চিতোর উদ্ধারের জন্য প্রয়োজন হয় ত প্রাণ দিব?

সকলে। মনে আছে রাণা।

প্রতাপ। উত্তম! যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।

সকলে। জয়! রাণা প্রতাপ সিংহের জয়।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—পৃথ্বীর অন্তঃপুর-কক্ষ। কাল—রাত্রি। পর্য্যঙ্কে অর্দ্ধ-শয়ান পৃথ্বীরাজ, সম্মুখে তাঁহার স্ত্রী যোশীবাই দণ্ডায়মানা।

যোশী। যুদ্ধ বেধেছে—প্রতাপের আর আকবরের সঙ্গে; একদিকে এক ক্ষুদ্র জনপদের অধিপতি আর একদিকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত সম্রাট।

পৃথ্বী। কি সুন্দর দৃশ্য! কি মহৎ ভাব! আমি ভাব্‌ছি যে এটার উপর একটা কবিতা লিখবো।

যোশী। তুমি রাজকবি, বোধ হয় কবিতায় সম্রাটকেই বড় কর্ব্বে?

পৃথ্বী। সম্রাটকে বড় কর্ব্বো না? তিনি হলেন সম্রাট্, তার উপরে আমি তাঁর মাহিনা খাই! এটা না হয় কলিকাল, তাই বলে কি আমি নেমকহারামি কর্ব্ব?

যোশী। কলিকালই বটে! নইলে প্রতাপের ভাই শক্ত, প্রতাপের ভ্রাতুষ্পুত্র মহাবৎ খাঁ, আজ এ যুদ্ধে প্রতাপের বিরুদ্ধে মোগল শিবিরে! নহিলে অম্বরপতি রাজপুতবীর মানসিংহ, রাজপুতানার একমাত্র অবশিষ্ট স্বাধীন-রাজ্য মেবারের স্বাধীনতার বিপক্ষে বদ্ধপরিকর!—নইলে বিকানীর-পতির ভাই ক্ষত্রিয় পৃথ্বীরাজ মোগল সম্রাট্ আকবরের স্তাবক! হায়! চাঁদ কবি বলেছিলেন ঠিক, যে, হিন্দুর সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক শত্রু স্বয়ং হিন্দু।

পৃথ্বী। তুমি সত্য কথা বলেছ যোশী—হিন্দুর সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান শত্রু হিন্দু। [চিন্তা] ঠিক্! হিন্দুর প্রধান শত্রু হিন্দু।—ঠিক!—হুঁ—ঠিক—

এই বলিতে বলিতে পর্য্যঙ্ক হইতে উঠিয়া, বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে শিরঃসঞ্চালন করিতে করিতে, পশ্চাতে সম্বদ্ধ-করযুগ পৃথ্বী কক্ষ মধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। যোশী নীরব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন

পৃথ্বী। এটার উপর বেশ একটা কবিতা লেখা যায়। 'হিন্দুর প্রধান

শত্রু হিন্দু।' এই রকম এর একটা সুন্দর উপমা দেওয়া যায়, যে মানুষের অনেক শত্রু আছে, যেমন বাঘ, ভালুক, সাপ, বাজ ইত্যাদি! কিন্তু মানুষের প্রধান শত্রু মানুষ! বাঘ ভালুক থাকে জঙ্গলে, সাপ থাকে গর্ত্তে, বাজ থাকে আকাশে। তাদের শত্রুতাতে বড় যায় আসে না। কিন্তু মানুষ পাশাপাশি থাকে—সে শত্রু হ'লে ব্যাপার বড় গুরুতর! কিম্বা অহংজ্ঞানের প্রধান শত্রু অহঙ্কার। কিম্বা—

যোশী। প্রভু! তুমি জীবনে কি শুদ্ধ উপমা খুঁজেই বেড়াবে?

পৃথ্বী। বড় সুন্দর ব্যবসা!—উপমাগুলো সংসারের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা ক'রে দেয়। তা'রা বুঝিয়ে দেয় যে কি বাস্তব-জগতে, কি সংসারক্ষেত্রে, কি মনোরাজ্যে—সব জায়গায়, বিকাশ একই ধারায় চলেছে। বড় কবি সেই,—যে সে সম্বন্ধগুলি দেখিয়ে দেয়। উপমাই তা দেখাবার উপায়। কালিদাস বড় কবি কিসে?—উপমায়—'উপমা কালিদাসস্য!' —উঃ কি কবিই জন্মেছিলে কালিদাস! প্রণাম,—প্রণাম, কালিদাস! তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম!—হাঁ যোশী, আমার শেষ কবিতা, সম্রাটের সভাবর্ণনা, শোননি, শোন—

যোশী। প্রভু, এই অসার কবিতা লেখা ছাড়ো!

পৃথ্বী থমকিয়া দাঁড়াইলেন; পরে বিস্ফারিত নেত্রে কহিলেন

"কবিতা লেখা ছাড়বো? তার চেয়ে বঁটিটা নিয়ে এসে গলাটা কেটে ফেল না কেন? কবিতা লেখা ছাড়বো? বল কি যোশী!"

যোশী। তুমি ক্ষত্রিয়, তুমি বিকানীরপতি রায়সিংহের ভাই! তুমি হ'লে সম্রাটের চাটুকার কবি! তুমি শূন্যগর্ভ কথার মালা গেঁথে এই দুর্লভ মানব-জন্ম ব্যয় করে' দিলে! লজ্জাও করে না!

পৃথ্বী পুনরায় বেড়াইতে বেড়াইতে বলিলেন

পৃথ্বী। "ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ"—এও সেই কালিদাস বলে গিয়েছেন। ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ—কি না, যেমন কেউ বা গান গাইতে ভালবাসে; কেউ বা তা শুন্‌তে ভালবাসে। কেউ বা রাঁধতে ভালবাসে; কেউ বা খেতে ভালবাসে। প্রতাপ যুদ্ধ কর্ত্তে ভালবাসে; আমি কবিতা লিখ্‌তে ভালবাসি। প্রতাপ অসি ধরেছে, আমি মসী ধরেছি!

যোশী। কি সুন্দর ব্যবসা! এ কাব্যময় সংসারে এসে অসার কথার অসারতর মিল খুঁজে খুঁজে, জীবনটা কেবল বাঁশী বাজিয়ে কাটিয়ে দেবে ঠিক করেছো?

পৃথ্বী। সেই রকমই ত ইচ্ছা। কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, যে পথের পথিক, আমিও যদি সে পথ অবলম্বন করেছি, তাতে কিছু লজ্জিত হবার কারণ দেখি না। কবিতা লেখা নীচ-ব্যবসা নহে।

যোশী। তোমার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।

পৃথ্বী। বুঝেছো ত? তবে এখন এ রকম বৃথা বিতণ্ডা না করে', যা'তে আমার মেজাজ ঠাণ্ডা থাকে, সেই রকম খাদ্যের আয়োজন কর; যাও দেখি, দেখ খাবারের দেরী কত?

যোশী চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া গেলে, পৃথ্বী একটু চিন্তিতভাবে গৃহমধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলেন; পরে কহিলেন

"প্রতাপ! তুমি গৃহ-প্রতাড়িত হয়ে, রিক্তহস্তে একা এই বিশ্বজয়ী সম্রাটের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে কি কর্ব্বে? যে সাধনা নিশ্চিত নিষ্ফল, সে সাধনা কেন? এস আমাদের দলে মিশে যাও; পূর্ণ আহার পাবে, বাস কর্ব্বার জন্য প্রাসাদ পাবে, রাজ-সম্মান পাবে। কেন এই একটা গোঁয়ার্ত্তমি করে', একটা আদর্শ খাড়া করে' অনর্থক যত ক্ষত্রিয়-পুরুষদের সঙ্গে তাদের স্ত্রীদের ঝগড়া বাধিয়ে দেও!"

এই বলিয়া পৃথ্বী কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—হল্‌দিঘাটের গিরিসঙ্কট; সেলিমের শিবির। কাল—প্রাহ্ন। সেলিমের শিবিরে দৌলৎ ও মেহের প্রবেশ করিলেন

মেহের। কৈ, সেলিম ত এখানে নেই।

দৌলৎ। তাই ত!

মেহের। ব্যস্। আমি বসে' তার অপেক্ষা কর্ব্ব।

দৌলৎ। তুই যে আজ চটিছিস্ দেখ্‌ছি।

মেহের। চট্‌বো না?—এলাম যুদ্ধ দেখতে! তা কোথায় যুদ্ধ?—যুদ্ধের চেয়ে বেশী ফাঁকা আওয়াজই শুন্‌ছি! না। আমার পোষালো না। আমি আর এরকম নিশ্চিন্ত উদাসীনভাবে থাকতে চাই না! আমার আর এখানে এক দণ্ডও তিষ্ঠিতে ইচ্ছে কচ্ছে না। আমি আজই চলে' যাবো।

দৌলৎ। তোর ত মনের ভাব বুঝ্‌তে পাল্ল'ম না। তাড়াতাড়ি এলি যুদ্ধ দেখতে; এখন যুদ্ধ হব হব হচ্ছে, এমন সময় বলিস্ চলে যাবো।

মেহের। কোথায় যুদ্ধ! আজ পনের দিন দুই সৈন্য মুখোমুখি হ'য়ে বসে' রয়েছে, আর চোখ রাঙাচ্ছে! একটা যুদ্ধ হোলো কৈ! এতে ধৈর্য্য থাক্‌তে পারে না! ঐ শোন্—ঐ সেই ফাঁকা আওয়াজ। না, আমি আর থাক্‌তে পার্ব্বো না! আমি এখনি চলে যাবো।—এই যে সেলিম আস্‌ছে!

সসজ্জ সেলিম পরিচ্ছদ ঝাড়িতে ঝাড়িতে শিবিরে প্রবেশ করিলেন। ভগ্নীদ্বয়কে নিজের শিবিরে দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

"এ কি!—তোমরা এখানে? আমার শিবিরে?"

দৌলৎ। দাদা, মেহের ত ভারি চটেছে—

সেলিম। কেন?

দৌলৎ। বলে—আজই চলে' যাবো।

সেলিম। কি রকম?

মেহের। (উঠিয়া) কি রকম! যুদ্ধ কৈ? যত কাপুরুষ রাজপুত-সৈন্য, আর যত কাপুরুষ মোগল-সৈন্য,—সঙের মত দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে হাঁক্ ডাক দিচ্ছে বটে কিন্তু না হচ্ছে যুদ্ধ, না বাজছে বাদ্যি। এই যদি যুদ্ধ হয় ত কাজ নেই দাদা, আমাকে মানে মানে বাড়ী রেখে এস!

সেলিম। তা কি হয়! যুদ্ধ হ'বে। মানসিংহ কাপুরুষ সেনাপতি, তাই আক্রমণ কর্ত্তে ভয় পাচ্ছে। আমি যদি সেনাপতি হ'তাম্—

মেহের। তুমি সেনাপতি নও! তবে কি তুমি একটা কাঠের পুতুল হ'য়ে এসেছো? না, আমি সমস্ত ব্যাপারের ওপর চটে' গেছি! আমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দাও। আমি আর থাক্‌বো না।

সেলিম। তা কেমন ক'রে হবে। আগ্রায় অম্নি পাঠিয়ে দিলেই হোল? সোজা কথা কি না?

মেহের। সোজাই হোক্, বাঁকাই হোক্, আমাকে কাল সকালে আগ্রায় পাঠিয়ে দেবে ত দাও—নহিলে আমি রসাতল কর্ব্ব—

সেলিম। কি রসাতল কর্ব্বে?

ভূমিতে সজোরে পদাঘাত করিলেন

মেহের। আমি মহারাজ মানসিংহকে নিজে গিয়ে বল্‌বো, কি আত্ম-হত্যা কর্ব্ব,—আমার কাছে দুই সমান। সোজা কথা—(পরে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন)—"আর আমি একদিনও এখানে থাক্‌ছিনে।"

সেলিম। তখন ত আস্‌বার জন্য একেবারে পাগল! স্ত্রীজাতির স্বভাব, যাবে কোথা! তখন যে আমার পায়ে ধর্ত্তে বাকি রেখেছিলে।

মেহের। যে টুকু বাকি রেখেছিলাম সে টুকু এখন কর্চ্ছি!—(এই বলিয়া সেলিমের পায়ে ধরিলেন।) "আমার ঘাট হয়েছে দাদা। আমি ভেবেছিলাম—সব বীর-পুরুষের সঙ্গে এসেছি। কিন্তু দেখছি সব ভীরু, কাপুরুষ। একটা ভেড়ার মধ্যে যতটুকু সাহস আছে তাও তোমাদের নেই।—এই পায়ে ধর্চ্ছি। হয় কালই একটা এস্পার ওস্পার কর, নৈলে আমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দাও। আমার যুদ্ধের ওপর ঘৃণা জন্মে গিয়েছে।"

সেলিম। আচ্ছা, তুই দাঁড়া। আমি একবার মানসিংহের কাছে যাচ্ছি। তার পরে যা হয় করা যাবে।—বাবা, তুই ধন্যি মেয়ে। ভাগ্যিস তুই মাত্র ছোট বোন্,—তাতেই এই আবদার!

এই বলিয়া সেলিম চলিয়া গেলেন

দৌলৎ। আচ্ছা বাহানা নিইছিস।

মেহের। নেবো না? এতে কোন ভদ্রলোকের মেজাজ ঠিক থাকতে পারে?

এই সময়ে "সেলিম, সেলিম" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে শক্ত সিংহ শিবির-মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও রমণীদ্বয়কে দেখিয়া

"ওঃ—মাফ কর্ব্বেন!" এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন

দৌলৎ। কে ইনি?

মেহের। ইনি শুনেছি রাণা প্রতাপের ভাই শক্ত সিংহ। দিব্য চেহারা—না?

দৌলৎ। হাঁ—না,—তা—

মেহের। সেলিমের কাছে শুনেছি—শক্ত সিংহ খুব বিদ্বান, আর তার উপরে অত্যন্ত ব্যঙ্গপ্রিয়! আহা, এসে এমন চট্ করে' চলে' গেলেন! থাক্‌লে একটু গল্প করা যেত। এ যুদ্ধক্ষেত্র!—অত জেনানামি এখানে নাইবা কল্ল'ম। আর সত্যি কথা বল্‌তে কি, মুসলমানদের এই বিষম আবরু প্রথার উপর আমি হাড়ে চটা!—আমাদের এই রূপরাশি কি দশজনে দেখলেই অম্‌নি ক্ষয়ে গেল! চল্ নিজের শিবিরে যাই,—কি ভাবছিস্?—আয়!

এই বলিয়া দৌলৎউন্নিসার হাত ধরিয়া লইয়া মেহের বাহির হইয়া গেলেন

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—মানসিংহের শিবির। কাল—মধ্যাহ্ন। সেলিম ও মহাবৎ মুখোমুখি দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছিলেন

সেলিম। মহাবৎ খাঁ। প্রতাপ সিংহের সৈন্য কত জানো?

মহাবৎ। চরের হিসাব অনুসারে ২২০০০ আন্দাজ হ'বে। তার উপরে ভীল-সৈন্য আছে।

সেলিম। মোট ২২০০০? (পরিচ্ছদ ঝাড়িতে ঝাড়িতে) আর কিছু নাহোক, প্রতাপের স্পর্দ্ধাকে ধন্যবাদ দিই। ভারত-সম্রাটের বিরুদ্ধে যে ২২০০০ মাত্র সৈন্য নিয়ে দাঁড়ায়, সে মানুষটাকে একবার দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়।

মহাবৎ। সমর-ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তাঁর সাক্ষাৎ পাবেন। যুদ্ধে প্রতাপ সিংহ সৈন্যের পিছনে থাকেন না, তাঁর স্থান সমগ্র সৈন্যের পুরোভাগে।

সেলিম। মহাবৎ! যুদ্ধের ফলাফলের জন্য আমরা তোমার সমরকৌশলের উপর নির্ভর করি। (পরিচ্ছদ ঝাড়িয়া) দেখ্‌ব—তুমি পিতৃব্যের উপযুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্র কি না!

মহাবৎ। যুদ্ধের ফল একরূপ নিশ্চিত! আমাদের সৈন্য যেবার

সৈন্যের প্রায় চতুর্গুণ। তার উপরে আমাদের কামান আছে, প্রতাপের কামান নাই। আর স্বয়ং মানসিংহ আজ মোগল-সৈন্যের অধিনায়ক!

সেলিম। এই মানসিংহের কথা শুন্তে শুন্তে আমি জ্বালাতন হইছি! স্বয়ং সম্রাট্ যুদ্ধবিগ্রহে মানসিংহের নাম জপ করেন, যেন মানসিংহ তাঁর ইষ্ট দেবতা; যেন মানসিংহ ভিন্ন মোগল-সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হোত না!

মহাবৎ। সে কথা কি মিথ্যা সাহাজাদা? তুষার-ধবল ককেশস্ হ'তে আরাকান, হিমগিরি হ'তে বিন্ধ্য—কোন প্রদেশ আছে যা মানসিংহের বাহুবল ভিন্ন মোগলের করায়ত্ত হয়েছে? সম্রাট তা' জানেন! আর তিনি প্রতাপকেও জানেন। তাই তিনি এ যুদ্ধে মানসিংহকে পাঠিয়েছেন।

সেলিম। ঢের শুনেছি মহাবৎ, মানসিংহের নাম ঢের শুনেছি! শুন্‌তে শুন্‌তে কর্ণ বধিরপ্রায় হয়েছে!

মহাবৎ। বিধাতার লিখন—কুমার, বিধাতার লিখন!

এই সময় মানসিংহ একখানি মানচিত্র লইয়া শিবিরে প্রবেশ করিলেন

মান। বন্দেগি যুবরাজ। বন্দেগি মহাবৎ! মেবার-সৈন্য প্রধানতঃ কমলমীরের পশ্চিমদিকের গিরিশ্রেণীতে রক্ষিত। কমলমীরের প্রবেশপথ অতি সঙ্কীর্ণ। দুদিকে অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণী, তার উপর রাজপুত-সৈন্য ও ভীল তীরন্দাজেরা অবস্থিত।—এই দেখ মানচিত্র।

মহাবৎ মানচিত্র দেখিয়া কহিলেন

"তবে কমলমীরে প্রবেশ দুঃসাধ্য?"

মান। দুঃসাধ্য নয়,—অসাধ্য। রাজপুত-সৈন্য সহসা আক্রমণ করা যুক্তিসঙ্গত নয়। আমরা শত্রুসৈন্যের আক্রমণ প্রতীক্ষা কর্ব্বো!

সেলিম। সে কি মানসিংহ! আমরা এরূপ নিরুদ্যমে কত দিন বসে থাক্‌বো?

মান। যতদিন পারি। দস্তুরমত রসদের বন্দোবস্ত আমি করেছি।

সেলিম। কখন না। আমরাই আক্রমণ কর্ব্বো!

মান। না যুবরাজ, আমরা শত্রুর আক্রমণ প্রতীক্ষা কর্ব্বো! যাও মহাবৎ, এই আজ্ঞা পালন করগে যাও।

সেলিম। তা হ'তে পারে না। মহাবৎ, সৈন্যদিগকে কাল প্রত্যূষে শত্রুর বিপক্ষে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হও।

মান। যুবরাজ! সেনাপতি আমি!

সেলিম। আর আমি কি এ যুদ্ধে সাক্ষীগোপাল হ'য়ে এসেছি?

মান। আপনি এসেছেন সম্রাটের প্রতিনিধিস্বরূপ।

সেলিম। তার অর্থ?

মান। তার অর্থ এই যে, আপনি এসেছেন সম্রাটের নামস্বরূপ, ফার্ম্মানস্বরূপ, চিহ্নস্বরূপ। আপনাকে না নিয়ে এসে সম্রাটের একখানি চর্ম্ম-পাদুকা নিয়ে এলেও সমানই কাজ দেখ্‌তো।

সেলিম। এতদূর আস্পর্দ্ধা মানসিংহ!

এই বলিয়া তরবারি উন্মোচন করিলেন

মান। তরবারি কোষবদ্ধ করুন যুবরাজ! বৃথা ক্রোধ প্রকাশে ফল কি? আপনি জানেন যে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আপনি আমার সমকক্ষ নহেন। আপনি জানেন সৈন্যগণ আমার অধীন, আপনার নহে।

সেলিম। আর তুমি আমার অধীন নও?

মান। আমি আপনার পিতার অধীন, আপনার অধীন নহি। এ যুদ্ধে তাঁর আজ্ঞা নিয়ে এসেছি। আপনার কার্য্যে আমি সাধ্যমত বাধা দিব না। কিন্তু যদি বাড়াবাড়ি দেখি, তবে বাতুলকে যেমন শৃঙ্খলাবদ্ধ করে, আপনাকেও সেইরূপ কর্ব্ব। তার কৈফিয়ৎ দিতে হয়, সম্রাটের কাছে দিব। মহাবৎ! যাও, আমার আজ্ঞা পালন কর।

মহাবৎ সেলিমকে ক্রোধ-গম্ভীর দেখিয়া বাক্যব্যয় না করিয়া, নীরবে কুর্ণিশ করিয়া প্রস্থান করিলেন

মানসিংহ "বন্দেগি যুবরাজ" বলিয়া চলিয়া গেলেন।

সেলিম। আচ্ছা, এ যুদ্ধ শেষ হো'ক্, তার পরে এর প্রতিশোধ নেবো।—ভৃত্যের এতদূর স্পর্দ্ধা!

এই বলিয়া সেলিম বেগে শিবির হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—সমরাঙ্গন। শক্তসিংহের শিবির। কাল—অপরাহ্ণ। শক্ত একাকী দণ্ডায়মান

শক্ত। এই মেবার। এই আমার জন্মভূমি মেবার! আজ আমার মন্ত্রণায় মোগল-সৈন্য এসে এই স্বর্ণপ্রসূ মেবার ছেয়েছে। অচিরে এই ভূমি তার নিজের সন্তানদের রক্তে বিরঞ্জিত হ'বে। যে রক্ত সে তার সন্তানদের দিয়েছিল, তা' ফিরে পাবে। ব্যস্! শোধবোধ।—আর প্রতাপ! তোমার সঙ্গেও আমার শোধবোধ হবে! মেবার ছারখার কর্ব্বো, ও সেই শ্মশানের উপর প্রেতের মত বিচরণ কর্ব্বো! এই মাত্র আর বেশী কিছু নয়। আমি মেবার রাজ্য চাই না, মোগলের কাছে কোন পুরস্কার চাই না। এর মধ্যে দ্বেষ নাই, লোভ নাই, হিংসা নাই। শুধু প্রতাপের কাছে একটা ঋণ ছিল, তাই পরিশোধ কর্ত্তে এইছি। প্রাকৃতিক অন্যায়, সামাজিক অবিচার, রাজার স্বেচ্ছাচার—আমার যতদূর সাধ্য, এর কিছু প্রতিকার কর্ব্বো। জাতি বৃহৎ, আমি ক্ষুদ্র। একা

সে উদ্দেশ্য সাধন কর্ত্তে পারি না, তাই মোগলের সাহায্য নিইছি। কে বল্‌তে পারে যে, অন্যায় কাজ করেছি? কিছু অন্যায় করি নাই! বরং একটা বিরাট অন্যায়কে ন্যায়ের দিকে নিয়ে আস্‌তে যাচ্ছি। ঔচিত্যের শান্তিভঙ্গ হয়েছিল, আমি সেই শান্তি ফিরিয়ে আন্তে যাচ্ছি। কোন অন্যায় করি নাই।

এই সময়ে মেহের উন্নিসা সেই শিবিরে প্রবেশ করিলেন, শক্ত চমকিয়া ফিরিয়া চাহিয়া কহিলেন

"কে!"

মেহের। আমি মেহের উন্নিসা, আকবর সাহের কন্যা।

শক্ত সহসা সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন

"আপনি সম্রাটের কন্যা? আপনি যে আমার শিবিরে!"

মেহের। আপনি প্রতাপ সিংহের ভাই, আপনি যে তাঁর বিপক্ষ-শিবিরে?

শক্ত এরূপ অপ্রত্যাশিত উত্তর পাইয়া কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইলেন। পরে ধীরে ধীরে কহিলেন

"হাঁ, আমি প্রতাপ সিংহের বিপক্ষ-শিবিরে।—আমি প্রতিশোধ চাই।"

মেহের। তাহ'লে আপনার চেয়ে আমার উদ্দেশ্য মহৎ। আমি ভাব কর্ত্তে চাই।

শক্ত বিস্মিত হইলেন

মেহের। কি রকম? আপনি যে অবাক্ হয়ে গেলেন।

শক্ত। আমি ভাব্‌ছি।

মেহের। তা বেশ ভাবুন না? আমিও ভাবি!

এই বলিয়া মেহের বসিলেন, শক্ত সিংহ উত্তরোত্তর বিস্মিত হইতে লাগিলেন এবং কহিলেন

"আপনার এখানে আসার অভিপ্রায় কি, জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারি?"

মেহের। পারেন বৈকি, খুব পারেন! আমি ভারি মুস্কিলে পড়েছি!

শক্ত। মুস্কিল! কি মুস্কিল?

মেহের। মহামুস্কিল! সেলিম আমার ভাই হ'ন, তা' জানেন বোধ হয়। আমি আর দৌলৎ উন্নিসা যুদ্ধ দেখ্‌তে এসেছি, তা'ও হয় ত শুনে থাক্‌বেন। এখন এলাম যুদ্ধ দেখ্‌তে; কিন্তু, কৈ,—যুদ্ধের নাম গন্ধও নেই! দুটো প্রকাণ্ড সৈন্য বসে' বসে' কেবল ত খাচ্ছে, এই দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তা'ত দেখতে আসিনি। এখন বসে' বসে' কি করি বলুন দেখি? দৌলৎ উন্নিসার সঙ্গে এতক্ষণ বেশ গল্প কচ্ছিলাম। তা' সেও ঘুমিয়ে পড়্‌লো!—বাবা, কি ঘুম! এই গোলযোগের মধ্যে কোন্ ভদ্রলোক ঘুমোতে পারে!—আমি এখন একা কি করি! দেখ্‌লাম—আপনিও

এখানে একা ব'সে। তা' ভাব্লাম—আপনার সঙ্গে না হয় একটু গল্পই করি। সেলিমের কাছে শুনেছি আপনি একটা বিদ্বান লোক।

শক্ত ভাবিলেন—আশ্চর্য্য বালিকা। তিনি একেবারে অবাক হইয়া গেলেন

শক্ত। না। আমি এ রকমে অভ্যস্ত নই।—সে যাহোক্, কিন্তু আপনি আমার শিবিরে একাকিনী শুনে সেলিমই বা কি বল্বেন, সম্রাট আকবরই বা কি বল্বেন?

মেহের। সম্রাট্ আকবর কিছু বল্বেন না—সে ভয় নেই। তাঁর কাছে আমার একটা কথাই আইন কানুন। আর সেলিম। সেলিম বল্বেন আর কি? আমি তাঁর বোন্। আমাদের একই বয়স। তবে কি জানেন, মেয়েমানুষ অল্প বয়সেই বিজ্ঞ হ'য়ে পড়ে। তাই আমি যা' বলি, তিনি তাই শুনে যান, নিজে বড় কিছু বলেন না!—হাঁ, ভালো কথা! আপনি কি বিবাহিত?

শক্ত। না, আমার বিবাহ হয়নি।

মেহের। আশ্চর্য্য ত।

শক্ত। কি আশ্চর্য্য।

মেহের। আপনার বিয়ে হয়নি!—তা' আশ্চর্য্যই বা কি এমন! আমারও ত বিয়ে হয়নি।—তবে আপনার স্ত্রী যদি থাক্তেন, আর সঙ্গে যুদ্ধে আস্তেন, তা'হলে তাঁর সঙ্গে খুব ভাব কর্ত্তাম! তা' আপনার বিয়েই হয় নি—তা' কি হবে!

শক্ত। আমার দুর্ভাগ্য।

মেহের। দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য জানিনে! তবে বিবাহ করা একটা প্রথা অনেক দিন থেকে চলে আস্ছে—মেনে চল্তে হয়। আচ্ছা প্রথম প্রেমিক ও প্রেমিকার কথাবার্ত্তা কি ধরণের। শুন্তে বড় কৌতূহল হয়। উপন্যাসে যে রকম আছে, সে রকম যদি কথাবার্ত্তা সত্যি সত্যিই হয় ত বড়ই হাস্যকর! ইনি বল্লেন, "প্রিয়ে, প্রাণেশ্বরী, তোমা বিহনে আমি বাঁচিনে," আর উনি বল্লেন যে, "নাথ, প্রাণেশ্বর, তোমাকে না দেখে আমি ম'লাম;—সব দুদিন, কি তিন দিনের মধ্যে—আগে চেনাশুনা ছিল না,—দু-তিন দিনের মধ্যে এমনি অবস্থা দাঁড়াল, যে, পরস্পরকে না দেখে একেবারে বাঁচেন না!

শক্ত। আপনি দেখ্ছি কখন প্রেমে পড়েননি।

মেহের। না, সে সুযোগ কখনো ঘটেনি। আমি আজ পর্য্যন্ত কারো সঙ্গে প্রেমে পড়িনি। আর আমার সঙ্গে যে কেউ প্রেমে পড়বে, তার কোন ভয় নেই!

শক্ত। কেন?

মেহের। শুনেছি যে, লোকে যার সঙ্গে প্রেমে পড়ে, তার চেহারা-

খানা ভালো হওয়া চাই। সব উপন্যাসে পড়ি যে, নায়ক হলেই গন্ধর্ব্ব-কুমার, আর নায়িকা হলেই অপ্সরা হতেই হ'বে। বিশেষ কুরূপা রাজকন্যার কথা আমি ত শুনিনি—দেখেছি বটে।

শক্ত। কোথায় দেখেছেন?

মেহের। আয়নায়।—আমার চেহারাখানা মোটেই ভালো নয়। চোখ-দুটো মন্দ নয়, যদিও আকর্ণবিশ্রান্ত নয়! ভ্রূদুটো—শুনেছি যুগ্ম ভ্রূই ভালো; তা আমার ভ্রূদুটোর মধ্যে একেবারে ফাঁক! তারপরে আমার নাকটার মাঝখানটা একটু উঁচু হ'ত ত, বেশ হ'ত। তা' আমার নাক চেপ্টা—চীনে রকম! অথচ আমার বাবা মা, দু'জনার নাকই ভালো। গালদুটো টেবা।—না, আমি দেখতে মোটেই ভালো নয়। কিন্তু আমার বোন দৌলৎ উন্নিসা দেখ্‌তে খুব ভালো! আমি দেখ্‌তে যা খারাপ, সে তা পুষিয়ে নিয়েছে! তা সেটাতে তার চেয়ে আমারই লাভ বেশী। আমি দিনরাত্রি একখানা ভাল চেহারা দেখি;—কিন্তু সে ত দিবারাত্রি কিছু আয়না সাম্‌নে ধ'রে রাখ্‌তে পারে না!

এই সময়ে সন্ন্যাসিনীবেশে ইরা শিবিরে প্রবেশ করিলেন

শক্ত। কে তুমি?

ইরা। আমি ইরা, প্রতাপ সিংহের কন্যা।

শক্ত। ইরা?—আমার শিবিরে! সন্ন্যাসিনীবেশে! এ কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি!

ইরা। না পিতৃব্য, স্বপ্ন নয়। আমি সত্যই ইরা। আমি আপনাকে একবার দেখ্‌তে এসেছি, পিতৃব্য!

মেহের উন্নিসার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন

"ইনি কেন?"

শক্ত। ইনি আকবর সাহের কন্যা মেহের উন্নিসা। (স্বগত) এ বড় আশ্চর্য্য যে, আমার শিবিরে এক সময়ে মোগলরাজের কন্যা ও রাজপুতরাজের কন্যা অনিমন্ত্রিতভাবে উপস্থিত।

মেহের ইরার কাছে আসিয়া তাঁহার স্কন্ধোপরি হস্ত রাখিয়া কহিলেন

"তুমি প্রতাপসিংহের কন্যা?"

ইরা। হাঁ, সাহজাদি!

মেহের। আমি সাহজাদি টাদি নই। আমি মেহের! সম্রাট্ আকবরের মেয়ে বটে, কিন্তু তাঁর এরকম মেয়ে ঢের আছে! একটা বেশী বা একটা কমে বড় যায় আসে না—আমি বাবার সঙ্গে যুদ্ধে যাবার জন্য অনেক আব্‌দার করিছি, কিন্তু তিনি কোন মতে নিয়ে যাননি!

তাই এবার নাছোড়বান্দা হ'য়ে সেলিমের সঙ্গে এসেছি—আমার একটি পিসতুত বোন্‌ও এসেছে, তার নাম দৌলৎ উন্নিসা।

ইরা। তিনি কোথায়?

মেহের। তিনি নাকে তেল দিলে ঘুমোচ্ছেন। বাবা—কি ঘুম!—আমি চিম্‌টি কেটেও তার ঘুম ভাঙাতে পাল্লা'ম না। তার উপর এই যুদ্ধের গোলযোগে মানুষ ঘুমোতে পারে?—তুমিই বল!

ইরা। পিতৃব্য! আমার কিছু বল্‌বার আছে।

মেহের। বলনা! আমি এখানে আছি বলে কিছু মনে করোনা

ইরা। তোমার যদি এই ইচ্ছা যে, তুমি তোমার খুড়োকে যা বল্‌বে, তা কারো কাছে প্রকাশ না পায়, তা আমি যা শুন্‌বো, কাউকে বল্‌বো না, আমার মাথা কেটে নিলেও না। আমি পারি ত সে কথাবার্ত্তায় যোগ দেব! নৈলে কেবল শুনে যাবো। তোমার নাম ইরা বল্লে না? খাসা নাম! আর চেহারাখানা নিখুঁত!—কৈ, কথাবার্ত্তা চলুক না।—চুপ করে' রৈলে যে?—আচ্ছা বেশ, তোমরা কথাবার্ত্তা কও, আমি ততক্ষণ গিয়ে দৌলৎ উন্নিসাকে ডেকে নিয়ে আসি। সে তোমাকে দেখ্‌লে নিশ্চয়ই খুব খুসী হ'বে।

এই বলিয়া দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেলেন

শক্ত। আশ্চর্য্য বালিকা বটে!—তুমি একাকিনী এসেছো?

ইরা। হাঁ।

শক্ত। তুমি এখানে একাকিনী নিরাপদে কেমন করে' এলে?

ইরা। নিরাপদে আসবার জন্যই এ সন্ন্যাসিনীবেশ পরিছি!

শক্ত। প্রতাপ সিংহের জ্ঞাতসারে এসেছো?

ইরা। না, পিতৃব্য, আমি তাঁকে জানিয়ে আসিনি।

শক্ত। প্রতাপ সিংহের কুশল ত?

ইরা। হাঁ, শারীরিক কুশল।

শক্ত। তিনি কি কচ্ছে'ন?

ইরা। তিনি যুদ্ধোন্মাদ! কখন সৈন্যদের শেখাচ্ছেন, কখন মন্ত্রণা কচ্ছে'ন, কখনও সামন্তদের উত্তেজিত কচ্ছে'ন।

শক্ত। আর ভ্রাতৃজায়া?

ইরা। তিনি সুস্থ। কিন্তু গত দু'তিন দিন রাত্রে ঘুমোননি, পিতার শিয়রে চৌকি দিচ্ছেন! পিতা ঘুমের ঘোরেও যুদ্ধই স্বপ্ন দেখ্‌ছেন। কখন চেঁচিয়ে উঠ্‌ছেন 'আক্রমণ কর' কখন বা ভর্ৎসনা কচ্ছে'ন, কখন বা বল্‌ছেন 'ভয় নাই'! কখন বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌ছেন "শক্ত, তুমি শেষে সত্যিই তোমার জন্মভূমির সর্ব্বনাশের মূল হ'লে!"

উভয়ে অনেকক্ষণ নীরব রহিলেন। পরে ইরা অবনতমুখে ডাকিলেন

"পিতৃব্য !"

শক্ত। ইরা!

ইরা। এর কি কিছু কারণ আছে, যার জন্য আপনি—বাবার ভাই, —তাঁর বিপক্ষে স্বচ্ছন্দে মোগলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন; যার জন্য আপনি আজ হিন্দু হ'য়ে হিন্দুর শত্রু হয়েছেন?

শক্ত। এর কারণ ইরা, তোমার পিতা বিনা অপরাধে আমাকে দেশ থেকে নির্ব্বাসিত করেছেন।

ইরা। শুনেছি সেই ব্রহ্মহত্যা।—যে দেশকে উচ্ছন্ন কর্ত্তে আপনি অস্ত্র ধরেছেন, সেই গরীব ব্রাহ্মণ সেই দেশকে বাঁচাতে নিজের প্রাণ দিয়েছিল!—আপনার ইতিহাস একবার মনে করুন দেখি, পিতৃব্য! সালুম্ব্রাপতি অনুগ্রহ ক'রে আপনাকে মৃত্যুর গ্রাস হতে রক্ষা করেছিলেন। আমার পিতা—আপনার ভাই, স্নেহবশে আপনাকে সালুম্ব্রাপতির কাছ থেকে নিজের কাছে নিয়ে এসে প্রতিপালন করেছিলেন। সেই সালুম্ব্রাপতির বিরুদ্ধে, সেই আপন ভাইয়ের বিরুদ্ধে আপনি এই অস্ত্র ধরেছেন? যাঁরা আপনাকে বাঁচিয়েছিলেন, তাঁদের প্রাণ নিতে আজ আপনি বদ্ধপরিকর!

শক্ত। সব সত্য কথা ইরা। কিন্তু সেই ভাই যে ভাইকে নির্ব্বাসন করেছেন, এ কথার তুমি উল্লেখ কর নাই।

ইরা। সে কথা সত্য। কিন্তু যদি ভাই একদিন আতঙ্কবশে অপ-রাধই করে থাকে পিতৃব্য,—পৃথিবীতে ক্ষমা বলে' কি একটা পদার্থ নেই! সে কি শুদ্ধ অভিধানে, শুদ্ধ উপন্যাসেই আছে? চেয়ে দেখুন পিতৃব্য, ঐ শ্যামল উপত্যকা; যে তাকে চরণে দলছে, চষছে, সে প্রতি-দানে তাকেই শস্য দিচ্ছে। চেয়ে দেখুন ঐ গাছ, গরু তাকে মুড়িয়ে খাচ্ছে, সে আবার তারই জন্য নূতন পল্লব বিস্তার কর্চ্ছে। হিংসার বাষ্প সমুদ্র হ'তে ওঠে, মেঘ সৃষ্টি করে, আকাশ ক্রোধে গর্জ্জন করে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার শীতল হ'য়ে আশীর্ব্বাদের মত সুমিষ্ট জলধারা সমুদ্রে বর্ষণ করে। পৃথিবীতে কি সবই হিংসা, সবই দ্বেষ, সবই বিবাদ?

শক্ত। ইরা, পৃথিবীতে ক্ষমা আছে; কিন্তু প্রতিশোধও আছে। আমি প্রতিশোধ'বেছে নিইচি!

ইরা। কিসের প্রতিশোধ পিতৃব্য? নির্ব্বাসন দণ্ডের? পিতা আপনাকে নির্ব্বাসন করেছিলেন কি বিনা দোষে? কে প্রথমে সে দ্বন্দ্ব সূচিত করে, যা'র জন্য সে দিন সে ব্রহ্মহত্যা হয়? আর যদিই বা পিতা আপনাকে বিনাদোষে নির্ব্বাসিত করেছিলেন, কিন্তু তার পূর্ব্বে কি তিনি নিরাশ্রয় আপনাকে সস্নেহে নিকটে আনিয়ে পুত্রবৎ প্রতিপালন করেন নাই?

শক্ত। কিন্তু তার পূর্ব্বে আমি অন্যায়রূপে পরিত্যক্ত, দূরীভূত ও প্রতাড়িত হয়েছিলাম।

ইরা। সে অন্যায় আমার পিতৃকৃত নহে। উদয় সিংহ যা করেছিলেন, তা'র জন্য কৈফিয়ৎ দিতে পিতা বাধ্য নহেন। তিনি একবার আপনাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, পরে না হয় আবার সেই আশ্রয় হতে বঞ্চিত করেছিলেন। তবে প্রতিশোধ কিসের? উপকারগুলো কি কিছুই নয় যে ভুলে যেতে হবে? আর অপকারগুলোই মনে করে' রাখ্‌তে হবে?

শক্ত স্তম্ভিত হইলেন; ইহার পর কি উত্তর দিবেন! ভাবিলেন,

"সে কি! আমি কি ভ্রান্ত? নহিলে এই ক্ষুদ্র বালিকার ক্ষুদ্র প্রশ্নের উত্তর দিতে পাচ্ছিনে!" (কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে কহিলেন)—"ইরা। আমি এর কি উত্তর দেবো বুঝে উঠতে পার্চ্ছিনে! ভেবে দেখবো।"

ইরা। পিতৃব্য! সমস্যা এত কঠিন নয়, আর আপনিও এত মূঢ় নন, যে এ সহজ জিনিস বুঝতে এত কষ্ট হচ্চে। প্রতিশোধ! উত্তম! যদি পিতাই অপরাধ করে থাকেন, তবে আপনার প্রতিশোধ পিতার উপর, স্বদেশের উপর নয়। স্বদেশ, জন্মভূমি—সে নিরীহ, তার উপর এ বিদ্বেষ কেন? সেই দেশকে উচ্ছন্ন কর্ব্বার জন্য আপনি এই মোগলসৈন্য টেনে এনেছেন—যে দেশকে প্রতাপ সিংহ রক্ষা কর্ব্বার জন্য আজ প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

শক্ত। ইরা! আমি বাল্যকাল হতেই জন্মভূমির ক্রোড় হ'তে বঞ্চিত।

ইরা তবু সে জন্মভূমি!

শক্ত। সে নামে মাত্র। সে জন্মভূমির কাছে আমার কোন ঋণ নাই।

ইরা। ঋণ নাই থাকুক, বিনা অপরাধে তাকে মোগল-পদদলিত করার এ প্রয়াস কি অন্যায় অত্যাচার নয়? যদি প্রতাপ সিংহ আপনার প্রতি অন্যায় করে' থাকেন, সে কৈফিয়ৎ তিনি দিতে বাধ্য, মেবার বাধ্য নয়।

শক্ত কিঞ্চিৎ ভাবিয়া কহিলেন

"ইরা, তুমি বোধ হয় উচিত কথাই বলছো! আমি ভেবে দেখ্‌বো। যদি নিজের অন্যায় বুঝি তা'র যথাসাধ্য প্রতিকার কর্ব্ব, প্রতিশ্রুত হচ্ছি। —কিন্তু এতদূর অগ্রসর হইছি, বুঝি ফিরে যাবার পথ নাই।"

ইরা। পিতৃব্য! আমি যুদ্ধেরই বিরোধী। আমি পিতাকে যুদ্ধ হ'তে বিরত হ'তে সর্বদা অনুরোধ করি! তিনি শুনেন না। তবে যুদ্ধ যখন হবেই, তখন আমার সহানুভূতি পিতার দিকে;—তিনি পিতা, আর মোগল শত্রু বলে' নয়। তা এই বলে', যে মোগল আক্রমণকারী, পিতা আক্রান্ত; মোগল প্রবল, পিতা দুর্ব্বল।

শক্ত। ইরা, তোমারই ঠিক্, আমারই ভুল। প্রতিশ্রুত হচ্ছি, এর যথাসম্ভব প্রতিকার কর্ব্ব।

ইরা। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন আপনার সে চেষ্টা ফলবতী হয়।—পিতৃব্য, তবে প্রণাম হই।

শক্ত। চল, আমি তোমাকে রেখে আসি।

ইরা। না পিতৃব্য, আমি সন্ন্যাসিনী; কেহ বাধা দিবে না। তবে আসি পিতৃব্য।

শক্ত। এসো বৎসে!

ইরা চলিয়া গেলেন

শক্ত। আমি বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ বলে' অহঙ্কার করি। কিন্তু এই বালিকার কাছে পরাস্ত হোলাম!—তবে কি একটা বিরাট অন্যায়ের সূত্রপাত করেছি? তবে কি অন্যায় আমারই?—দেখি ভেবে।

শক্ত চিন্তামগ্ন হইলেন। এমন সময়ে দৌলৎ উন্নিসা সমভিব্যাহারে মেহের উন্নিসা প্রবেশ করিলেন

মেহের। ইরা কোথায়?

শক্ত। চলে' গেছে।

মেহের। চলে' গেছে! বাঃ এ ভারি অন্যায়! মহাশয়। আপনি জানেন যে আমি দৌলৎকে ডেকে আস্তে গেছি কেবল এই উদ্দেশ্যে, যে ইরার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো। আর আপনি অনায়াসে তাকে ছেড়ে দিলেন? এ কি রকম ভদ্রতা!

শক্ত। মাফ কর্ব্বেন সাহজাদি! আমি সে কথা ভুলে গিয়াছিলাম। ইনিই কি আপনার ভগিনী?

মেহের। হাঁ ইনিই আমার ভগিনী দৌলৎ উন্নিসা। কি সুন্দর চেহারা দেখেছেন?—দৌলৎ! আর একটু ঘোমটাটা খোল ত বোন্।

দৌলৎ। যাও—(এই বলিয়া ঘোমটা দ্বিগুণিত করিলেন।)

মেহের। খোল না। তোর মুখখানি ত একেবারে কাঁচা গোল্লাটি নয় যে, যে দেখ্বে সে তুলে নিয়ে টপ্ করে' গালে ফেলে দেবে।—খোল না ভাই, খুলে তার পর বাড়ী নিয়ে গিয়ে যদি দেখিস্ যে তার একটু ক্ষয়ে গিয়েছে, তা'হলে আমাকে বকিস্।—খোল না। (সবলে দৌলৎএর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া কহিলেন)—"এইবার ভাল করে' দেখুন,—দেখ্ছেন! সুন্দরী কি না?"

শক্ত। সুন্দরী বটে। অত রূপ আমি দেখিনি! কি বলে' এ রূপকে বর্ণনা করি—জানি না।

মেহের। আমি কচ্ছি।—নিস্তব্ধ নিশীথে এস্রাজের প্রথম ঝঙ্কারের

মত, নির্জ্জন বিপিনে অস্ফুট গোলাপকলিকার মত, প্রথম বসন্তে প্রথম মলয়হিল্লোলের মত—কেমন, হচ্ছে কিনা—

দৌলৎ। যাঃ!

মেহের। প্রথম যৌবনে প্রথম প্রেমের মধুর স্বপ্নের মত—

দৌলৎ মেহেরের মুখ চাপিয়া ধরিলেন

মেহের। মুখ চেপে ধরিস কিলা? ছাড়্, হাঁফ লাগে। (পরে শক্তকে কহিলেন)—"কি বলেন! আমি অনেক রূপবর্ণনা অনেক উপন্যাসে পড়েছি। কিন্তু এক কথায় এমন বর্ণনা কর্ত্তে পারি, যে আজ পর্য্যন্ত হাফেজ থেকে ফইজি পর্য্যন্ত কেউ সে রকম কর্ত্তে পারেননি।"

শক্ত! কি রকম?

মেহের। সে কথাটি এই, যে, বিধাতা এ মুখখানা এর চেয়ে ভাল কর্ত্তে গিয়ে, যদি কোন জায়গায় বদলাতেন ত খারাপই হোত, ভালো হোত না!—ওকি লা! একদৃষ্টে ওঁর মুখপানে হাঁ করে' চেয়ে রইছিস্ যে! শেষ শক্ত সিংহের সঙ্গে প্রেমে পড়লি নাকি!

দৌলৎ। যা!

মেহের। হুঁ, প্রেমের লক্ষণই সব বোধ হচ্ছে। হাঁ করে' চেয়ে থাকা, চো'খোচো'খি হলেই চো'খ নামিয়ে নেওয়া, কর্ণমূল পর্য্যন্ত আরক্তিম হওয়া, তার উপর যা'র কথার জ্বালায় বাঁচা যায় না, তার মুখে কেবল ঐ এক কথা "যাঃ"—এসব কেতাবে যা যা লেখে সব মিলে যাচ্ছে যে রে! করেছিস্ কি! তা কি হয় যাদু! ওঁরা হোলেন রাজপুত, আমরা হোলাম মোগল!—তা হবে নাই বা কেন! বাবা মোগল, মা রাজপুত; তাদেরও ত বিয়ে হয়েছে।

দৌলৎ! যাঃ!

বলিয়া পলায়ন করিলেন। শক্ত ঈষৎ তদভিমুখে হঠাৎ অগ্রসর হইলে মেহের কহিলেন

"হয়েছে! আপনিও তাই! নহিলে ও যাচ্ছে নিজের শিবিরে, আপনি তাকে বাধা দিতে যান কি হিসাবে? কিন্তু মহাশয় এ রকম যুদ্ধক্ষেত্রে এসে প্রেমে পড়া ত কোন কবিতায় বা উপন্যাসে লেখে না। দেখবেন সাবধান! এমন কাজটি কর্ব্বেন না।"

এই বলিয়া হাসিয়া প্রস্থান করিলেন

শক্ত। আশ্চর্য্য বালিকাদ্বয়;—এক জন অপরূপ সুন্দরী, আর এক জন অসাধারণ মনীষিণী। অসামান্য রূপবতী এই দৌলৎ উন্নিসা, দুদণ্ড দাঁড় করিয়ে দেখ্‌তে ইচ্ছা করে। আর মেহের উন্নিসাও দেখবার জিনিস বটে। এমন চপলা, এমন রসিকা, এমন আনন্দময়ী—আশ্চর্য্য বালিকাদ্বয়।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—হলদিঘাট; প্রতাপের শিবির। কাল—মধ্যরাত্রি। শিবির বাহিরে একাকী বক্ষোপরি সম্বদ্ধবাহুযুগল প্রতাপ সিংহ দাঁড়াইয়া দূরে চাহিয়াছিলেন। পরে শুষ্কস্বরে কহিলেন

মানসিংহ আমার আক্রমণের অপেক্ষা কর্চ্চেন। আমিও তাঁর আক্রমণ প্রতীক্ষা কচ্ছি!—আমি আক্রমণ কর্ব্ব না। কমলমীরের পথ—এই গিরিসঙ্কট রক্ষা কর্ব্ব। আক্রমণ কর্ত্তাম, কিন্তু, একদিকে অশীতি সহস্র সুশিক্ষিত মোগল-সৈন্য, আর একদিকে বাইশ হাজার মাত্র অর্দ্ধশিক্ষিত রাজপুত-সৈন্য।—তার উপর মোগল-সৈন্যের কামান আছে, আমাদের কামান নাই। হায়! এ সময় যদি পঞ্চাশটি মাত্র কামান পেতাম, তার জন্য এ ডান হাতখানি কেটে দিতে রাজি ছিলাম।—পঞ্চাশটি মাত্র কামান।"

এই বলিয়া ক্ষিপ্র পাদচারণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় গোবিন্দ সিংহ প্রবেশ করিয়া কহিলেন

"রাণার জয় হোক্।"

প্রতাপ। কে? গোবিন্দ সিংহ?

গোবিন্দ। হাঁ।

প্রতাপ। এত রাত্রে?

গোবিন্দ। বিশেষ সংবাদ আছে।

প্রতাপ। কি সংবাদ?

গোবিন্দ। মোগল-সৈন্যাধিপতি মানসিংহ তাঁর মতলব বদ্‌লেছেন।

প্রতাপ। কি রকম?

গোবিন্দ। শক্ত সিংহ কমলমীরের সুগম পথ মানসিংহকে দেখিয়ে দিয়েছেন! মানসিংহ তাই তাঁর সৈন্যের এক ভাগকে সেই পথ দিয়ে কমলমীরের দিকে যাত্রা কর্ত্তে আজ্ঞা দিয়েছেন।

প্রতাপ। শক্ত সিংহ?

গোবিন্দ। হাঁ রাণা। সেলিম ও মানসিংহের মধ্যে সৈন্যচালনা-সম্বন্ধে বিবাদ হয়। সেলিম রাজপুত-সৈন্য আক্রমণ কর্ব্বার জন্য আজ্ঞা করেন। মানসিংহ তা'র প্রতিরোধ করেন। পরে শক্ত সিংহ এসে কমলমীরের সুগমপথ মানসিংহকে বলে' দেন। মানসিংহ সেই পথে কাল মোগলসৈন্য কমলমীরের দিকে পাঠাতে মনস্থ করেছেন।

প্রতাপ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন; পরে কহিলেন—"গোবিন্দ সিংহ! আর কালবিলম্বে প্রয়োজন নাই! সামন্তদের হুকুম দাও যে কাল প্রত্যূষে বিপক্ষের শিবির আক্রমণ করে। আমরা আর আক্রমণ প্রতীক্ষা কর্ব্ব না। আমরা আক্রমণ কর্ব্ব। যাও।"

গোবিন্দসিংহ চলিয়া গেলেন

প্রতাপ বেড়াইতে বেড়াইতে আপন মনে কহিতে লাগিলেন—"শক্ত সিংহ! শক্ত সিংহ! হাঁ শক্ত সিংহই বটে। জ্যোতিষীগণনা মনে আছে, যে, শক্ত সিংহ মেবারের সর্ব্বনাশের মূল হবে। আর বুঝি আশা নাই! সেই গণনাই ফল্‌বে।—হোক্! তাই হোক্! চিতোর উদ্ধার কর্ত্তে না পারি, তার জন্য ত মর্ত্তে পার্ব্বো।"

পশ্চাৎ হইতে লক্ষ্মী প্রবেশ করিলেন

লক্ষ্মী। জীবিতেশ্বর। এখনো জাগ্রত?

প্রতাপ। কত রাত্রি লক্ষ্মী!

লক্ষ্মী। দ্বিতীয় প্রহর অতীত! এখনো তুমি শোওনি!

প্রতাপ। চক্ষে ঘুম আস্‌ছে না লক্ষ্মী!

লক্ষ্মী। চিন্তাজ্বরেই ঘুম আসছে না! মন হ'তে চিন্তা দূর কর দেখি!—যুদ্ধ—সে ত ক্ষত্রিয়দের ব্যবসা! জয় পরাজয়! সে ত ললাট-লিপি। যা ভবিতব্য তা হবেই। জীবন মরণ! সেও ত ক্ষত্রিয়দের পক্ষে ছেলেখেলা। কিসের ভাবনা?

প্রতাপ। লক্ষ্মী! আমি আজ্ঞা দিয়েছি কাল প্রত্যূষে মোগলশিবির আক্রমণ কর্ত্তে। সেই চিন্তায় মস্তিষ্ক উত্তেজিত হয়েছে। মাথায় শরীরের সমস্ত রক্ত উঠেছে! ঘুমাতে পাচ্ছিনা!

লক্ষ্মী। চেষ্টা কর, চেষ্টার অসাধ্য কি আছে? ইচ্ছাশক্তি দিয়ে চিন্তাকে দমন কর! কাল যুদ্ধ! সে অনেক চিন্তার কাজ, অনেক পরিশ্রমের কাজ, অনেক সহিষ্ণুতার কাজ! আজ রাত্রিকালে একটু ঘুমিয়ে নেও দেখি। প্রভাতে নূতন জীবন, নূতন তেজ, নূতন উৎসাহ পাবে।

প্রতাপ। ঘুমাতে চাই, কিন্তু পারি না। জানি, গাঢ়নিদ্রায় নব জীবন দেয়, নব তেজ দেয়, নব উৎসাহ দেয়। হায়, আমার নয়নে নিদ্রা কে দিতে পারে!

লক্ষ্মী। আমি দিতে পারি!—এস ঘুমাবে এস।

উভয়ে শিবিরাভ্যন্তরে গেলেন

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—রমণীশিবির—বহির্দ্দেশ। কাল—মধ্যরাত্রি। মেহের উন্নিসা সেই নিস্তব্ধ নিশীথে রমণীশিবিরের বহির্ভাগে বেড়াইয়া মৃদুস্বরে গান গাহিতেছিলেন

ভীমপলশ্রী—মধ্যমান

বাঁধি যত মন ভাল বাসিব না তায়,
ততই এ প্রাণ তাঁরি চরণে লুটায়।
যতই ছাড়াতে চাই, ততই জড়িত হই—
যত বাঁধ বাঁধি—তত ভেঙে যায়।

এমন সময় দৌলৎ উন্নিসা সেস্থানে প্রবেশ করিলেন

দৌলৎ। মেহের। এত রাত্রে তুই জেগে!

মেহের। আর তুই বুঝি ঘুমিয়ে?

দৌলৎ। আমার ঘুম হচ্ছে না।

মেহের। আমারও ঠিক ঐ অবস্থা। আমারও ঘুম হচ্ছে না!

দৌলৎ। কেন? তোর ঘুম হচ্ছে না কেন?

মেহের। বাঃ, আমিও যে ঠিক তাই তোকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে যাচ্ছিলাম। ভারি মিলে যাচ্ছে যে দেখছি! তোর ঘুম হচ্ছে না কেন দৌলৎ?

দৌলৎ। তুই কি কথা কাটাকাটি কর্বি?

মেহের। এর জবাব নেই। সত্যি কথা বল্‌তে কি, এবার আমার হার—সম্পূর্ণ হার!—তবে শোন্! রাত্রি গভীর! সে তোরও, আমারও; উভয়েই জেগে,—তুইও আমিও। কারণ এক—ঘুম হচ্ছে না। যদি বলিস্ কেন ঘুম হচ্ছে না! তারও একই কারণ—সে কারণ প্রকাশ কর্ত্তে নেই,—তোরও নেই, আমারও নেই।

দৌলৎ। কি কারণ?

মেহের। বল্‌ছি না যে তা প্রকাশ কর্ত্তে নেই?

দৌলৎ। বল্ না ভাই—কি কারণ?

মেহের। ঐ তোর দোষ। বেজায় নাছোড়বান্দা! পরক করে' দেখ্‌ছিস্ টের পেইছি কিনা? টের পেইছিরে, টের পেইছি।

দৌলৎ। কি—

মেহের। উঃ, মোগল-সৈন্যগুলো কি ঘুমুচ্ছে।

দৌলৎ। বল্ না।

মেহের। এখেন থেকে তাদের নাসিকাধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

দৌলৎ। আঃ বল্ না।

মেহের। দূরে রাজপুত-সৈন্যদের মশালের আলো দেখছিস্?

দৌলৎ। বল্‌বিনে, বল্‌বিনে, বল্‌বিনে?

মেহের। বোধ হয় চৌকি দিচ্ছে।

দৌলৎ। যাঃ, শুন্তে চাইনে!

মেহের। না শোন্।

দৌলৎ। না যাও, শুন্তে চাইনে!

মেহের। আঃ শোন্ না।

দৌলৎ। না তোর বল্‌তে হবে না।

মেহের। আমি বল্‌বোই।

দৌলৎ। আমি শুন্‌বো না।

মেহের। তোর শুনতেই হবে।

দৌলৎ মুখ ফিরাইয়া রহিল, মেহের তাহার মুখ নিজের দিকে ফিরাইতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইল

মেহের। তবে শুন্‌বি নে।—তবে শুনিস্‌ নে।—আঃ (হাই তুলিয়া) ঘুম পাচ্ছে। ঘুমাইগে যাই।

দৌলৎ। কোথায় যাস্‌! বলে' যা।

মেহের। তুই ত এক্ষণি বল্‌ছিলি যে শুন্‌বি নে।

দৌলৎ। না, বল্‌! আমি পরক কর্চ্ছিলাম।

মেহের। হুঁ—আমিও পরক কচ্ছিলাম।

দৌলৎ। কি!

মেহের। যে যা অনুমান করেছি তা ঠিক কি না!—তা দেখ্‌লাম ঠিক্‌। উপন্যাসে যা যা লেখে, মিলে যাচ্ছে! রাত্রিতে ঘুম না হওয়া, লুকিয়ে লুকিয়ে ভাবা—তাকে পাবো কি না পাবো সে ভাবনার চেয়ে পাছে তা কেউ টের পায় এই ভাবনাই বেশী হওয়া—যেমন কেউ পিছলে পড়ে' গিয়ে আছাড় খেয়েই প্রথম ভাবনা যে কেউ দেখেনি ত। তা আমার কাছে গোপন করিস্‌ কেন?—আমি ত তোর শক্ত সিংহকে কেড়ে নিতে যাচ্ছি নে।

দৌলত মেহেরের মুখ চাপিয়া ধরিল, মেহের দৌলতের হাত ছাড়াইয়া কহিলেন

"বল্‌, ঠিক রোগ ধরিছি কি না?—মুখ নীচু করে' রইলি যে!"

দৌলৎ। যাও!

মেহের। বেশ যাচ্ছি! (বলিয়া গমনোদ্যত হইলেন।)

দৌলৎ। যাচ্ছিস্‌ কোথায় ভাই!—শোন্‌।

মেহের ফিরিয়া কহিলেন—"কি!—যা বল্‌বি বল্‌ না। চুপ করে' রইলি যে! ধরিছি কি না।"

দৌলৎ। হাঁ বোন্‌! এ কি নিতান্ত দুরাশা?

মেহের। আশা?—কিসের?—মুখটি ফুটে বল্‌তে পারিস্‌নে? আচ্ছা সেটা না হয় উহ্যই থাকুক! দুরাশা কিসের? মোগলের সঙ্গে রাজপুতের বিবাহ—এই প্রথম নয়।

দৌলৎ। তিনি স্বীকার নন্‌!

মেহের। কেমন করে' জান্‌লি যে তিনি স্বীকার নন?

দৌলৎ। তিনি গর্ব্বী রাজপুত রাণা উদয়সিংহের পুত্র।

মেহের। তুইও গর্ব্বী মোগল-সম্রাট হুমায়ুনের দৌহিত্রী। তুইই বা কম যাচ্ছিস্‌ কৈ?

দৌলৎ। যদি সম্ভব হয়—তবে—তবে—

মেহের। 'একবার চেষ্টা করে' দেখ্‌লে হয়'—এই কথা ত! আচ্ছা ধর, সে ভারটা আমি নিলাম; যদিও—সে ভারটা আর কেউ নিলে ভাল হোত।

দৌলৎ। কেন ভাই?

মেহের। সে যাক্ মরুক্‌গে ছাই। আচ্ছা দেখি, ঘটকালি-বিদ্যাটা জানি কি না।

দৌলৎ। তোর কি বোধ হয় যে হবে?

মেহের। বোধ?—বোধ টোধ আমার কিছু হয় না? আমি জানি হবে। মেহের যে কাজে হাত দেয়, সে কাজ পূরো হাসিল না করে' ছাড়ে না। এতে আমার প্রাণ যায় তাও স্বীকার। আর সত্য কথা বল্‌তে কি—ব্যাপারটাতে আমার একটু কৌতূহল গোড়াগুড়িই জন্মেছে।

দৌলৎ। কিসে?

মেহের। তোর আর শক্ত সিংহের প্রথম দেখা আমিই করিইছি। সে মিলন সম্পূর্ণ না কর্লে' আমার কি রকম বেখাপ্পা ঠেক্‌ছে। কাঠামটা খাড়া করেছি, এখন মাটী দিয়ে গড়ে' না তুল্লে এতখানি পরিশ্রম বৃথা যায়। আমি বলিছি মেহের যা করে, অর্দ্ধেক করে' ফেলে রাখে না, শেষ করে' তবে ছাড়ে! এখন চল্ দেখি একটু শুইগে। রাত যে পুইয়ে এল।

দৌলৎ। চল্, ভাই তোকে আর কি বল্‌বো।

মেহের। কিছু বল্‌তে হবে না। যা আমি যাচ্ছি!

দৌলৎ উন্নিসা চলিয়া গেলেন

মেহের। ভগবান্! রক্ষা কর। দৌলৎ জানে না যে, দৌলৎ উন্নিসা যার অনুরাগিণী, দুর্ভাগ্যক্রমে আমিও তার অনুরাগিণী! যেন সে কথা সে ঘুণাক্ষরেও জান্তে না পারে। সে কথা যেন একা তুমিই জানো ভগবান্, আর আমিই জানি। ভগবান্, এই বর দেও, যেন দৌলৎ উন্নিসার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্ত্তে পারি। তা'হলেই আমার বাঞ্ছা পূর্ণ হবে। নিজের জন্য অন্য বর চাহি না। কেবল এই বর চাই, যে, এই দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তিকে দমন কর্ত্তে পারি। সেই শক্তি দাও। আমার কোমল হৃদয়কে কঠিন কর। আমার উন্মুখ প্রেমকে পরের শুভেচ্ছায় পরিণত কর।

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—হল্‌দিঘাট সমরক্ষেত্র। কাল—প্রভাত। প্রতাপ সিংহ ও সমবেত রাজপুত সর্দ্দারগণ

প্রতাপ। বন্ধুগণ! আজ যুদ্ধ। এতদিন ধরে' যে শিক্ষার আয়োজন করেছি, আজ তার পরীক্ষা হবে!—বন্ধুগণ! জানি, মোগল-সৈন্যের তুলনায় আমাদের সৈন্য মুষ্টিমেয়। হোক্ রাজপুত-সৈন্য অল্প; তাদের

বাহুতে শক্তি আছে।—বল্‌তে লজ্জা হয়, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়, চক্ষে জল আসে, যে এ যুদ্ধে বিপক্ষ-শিবিরে আমার স্বদেশী রাজা, আমার ভ্রাতা, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। কিন্তু আমার শিবির শূন্য নহে। সালুম্ব্রাপতি, ঝালাপতি চণ্ড ও পুত্তের সন্ততিগণ এ যুদ্ধে আমাদের দিকে। আর এ যুদ্ধে আমাদের দিকে ন্যায়, আমাদের দিকে ধর্ম্ম, আমাদের দিকে রাজপুতগণের কুল-দেবতারা। যুদ্ধে জয় হোক, পরাজয় হোক্, সে নিয়তির হস্তে। আমরা যুদ্ধ কর্ব্ব। এমন যুদ্ধ কর্ব্ব, যা মোগলের হৃদয়ে বহুশতাব্দী অঙ্কিত থাক্‌বে; এমন যুদ্ধ কর্ব্ব, যা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণ-অক্ষরে লিখিত হবে; এমন যুদ্ধ কর্ব্ব, যা মোগল-সিংহাসনখানি বিকম্পিত কর্ব্বে।—মনে রেখো বন্ধুগণ! যে আমাদের বিপক্ষ রাজা অপর কেহ নহেন, স্বয়ং সম্রাট্ আকবর—যাঁর পুত্র আজ সমরাঙ্গনে, যাঁর সেনাপতি মানসিংহ স্বয়ং এ যুদ্ধে উপস্থিত! এ শত্রুর উপযুক্ত যুদ্ধই কর্ব্ব!

সকলে। জয় রাণা প্রতাপ সিংহের জয়।

প্রতাপ। রাম সিং! জয় সিং! মনে রেখো যে তোমরা বেদ্‌নোর-পতি জয়মলের পুত্র—চিতোররক্ষায় আকবরের গুপ্ত আগ্নেয়াস্ত্রে যে জয়মল নিহত হয়। সংগ্রাম সিং! শিশোদীয় বীরপুত্তের বংশে তোমার জন্ম—যোড়শবর্ষীয় যে বীর স্বীয় মাতা ও স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে সে চিতোর অবরোধে যুদ্ধে করেছিল। দেখো যেন তাঁদের অপমান না হয়। সালুম্ব্রাপতি গোবিন্দ সিং। চন্দাওৎ রোহিদাস! ঝালাপতি মানা! তোমাদেরও পূর্ব্ব-পুরুষগণ স্বাধীনতার যুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। মনে থাকে যেন, আজ আবার সেই স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ। তাঁদের কীর্ত্তি স্মরণ করে' এ সমরানলে ঝাঁপ দেও।—(বলিয়া প্রস্থান করিলেন।)

"জয় রাণা প্রতাপ সিংহের জয়" বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল।

দূরে শিঙ্গা বাজিল, দামামা বাজিল

দৃশ্যান্তর (১)

স্থান—হল্‌দিঘাট সমরক্ষেত্র। কাল—প্রভাত। সেলিম ও মহাবৎ

মহাবৎ। কুমার, প্রতাপ সিংহকে চিন্তে পাচ্ছেন?

সেলিম। না।

মহাবৎ। ঐ যে দেখ্‌ছেন লোহিত ধ্বজা, তার নীচে।—তেজস্বী নীল ঘোটকের পৃষ্ঠে—উচ্চ শির, প্রসারিত বক্ষ, হস্তে উন্মুক্ত কৃপাণ—প্রভাত সূর্য্য-কিরণকে যেন কেটে শতধা দীর্ণ কচ্ছে; পার্শ্বে শাণিত ভল্ল!—ঐ প্রতাপ।

সেলিম। আর ও কে, প্রতাপ সিংহের ঠিক দক্ষিণ দিকে?

মহাবৎ। ঝালাপতি মানা।

সেলিম। আর বামে ?

মহাবৎ। সালুম্ব্রাপতি গোবিন্দ সিংহ।

সেলিম। কি বিশ্বাস ওদের মুখে ! কি দৃঢ়তা ওদের ভঙ্গিমায় ! ওরা আমাদের আক্রমণ কর্ত্তে আস্‌ছে। ধিক্ মোগল-সৈন্যদের ! তা'রা এখনও প্রস্তরখণ্ডের মত নিশ্চল। আক্রমণ কর।

মহাবৎ। সেনাপতি মানসিংহের হুকুম আক্রমণ প্রতীক্ষা করা।

সেলিম। বিমূঢ়তা।—আমি বিপক্ষকে আক্রমণ কর্ব্ব।

মহাবৎ। যুবরাজ, মানসিংহের আজ্ঞা অন্যরূপ।

সেলিম। মানসিংহের আজ্ঞা !—মানসিংহের আজ্ঞা আমার জন্য নয়। ডাক আমার পঞ্চসহস্র পার্শ্বরক্ষক। আমি শত্রুকে আক্রমণ কর্ব্ব।

মহাবৎ। কুমার ! জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিবেন না !

সেলিম। মহাবৎ তুমি আমার অবাধ্য ! যাও, এক্ষণেই যাও।

মহাবৎ। যে আজ্ঞা যুবরাজ।

বলিয়া প্রস্থান করিলেন

সেলিম। মানসিংহের স্পর্দ্ধা যে সৈন্যাধ্যক্ষদিগের মধ্যে সংক্রামক হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। একজন সামান্য সৈন্যাধ্যক্ষের যে ক্ষমতা, আমার সে ক্ষমতাও নাই। কেহই আমাকে মান্‌তে চায় না—গর্ব্বিত মানসিংহ ! তোমার শির বড় উচ্চে উঠেছে। এ যুদ্ধ অবসান হোক্। তোমার এই স্পর্দ্ধা চুর্ণ কর্ব্ব।

বলিয়া প্রস্থান করিলেন

দৃশ্যান্তর (২)

স্থান—হল্‌দিঘাট সমরাঙ্গন। কাল—অপরাহ্ণ। অশ্বারূঢ় সশস্ত্র প্রতাপ ও সর্দ্দারগণ

প্রতাপ। কৈ ? মানসিংহ কৈ ?

মানা। মানসিংহ নিজের শিবিরে—প্রভু উষ্ণীষ আমায় দিন।

প্রতাপ। কেন মানা ?

মানা। ঐ উষ্ণীষ দেখে সকলেই আপনাকে রাণা বলে' জান্তে পাচ্ছে।

প্রতাপ। ক্ষতি কি ?

মানা। শত্রুদল আপনাকে চিন্তে পেরে আপনার দিকেই ধেয়ে আসছে।

প্রতাপ। আসুক ! প্রতাপ সিংহ লুক্কায়িত হয়ে যুদ্ধ কর্ত্তে চায় না। সেলিম জানুক, মানসিংহ জানুক, মহাবৎ জানুক—যে আমি প্রতাপ সিংহ। সাধ্য হয়, সাহস হয়, আসুক আমার সঙ্গে যুদ্ধে।

মানা। রাণা—

প্রতাপ। চুপ কর মানা। ঐ সেলিম না?

রোহিদাস। হাঁ রাণা।

উন্মুক্ত তরবারি হস্তে সেলিম প্রবেশ করিলেন

সেলিম। তুমি প্রতাপ সিংহ?

প্রতাপ। আমি প্রতাপ সিংহ।

সেলিম। আমি সেলিম!—যুদ্ধ কর।

প্রতাপ। তুমি সাহসী বটে সেলিম!—যুদ্ধ কর!

উভয়ে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন,—সেলিম হঠিয়া যাইতে লাগিলেন। এই সময়ে মহাবৎ পিছন হইতে আসিয়া সসৈন্যে প্রতাপকে আক্রমণ করিলেন ও সেলিম যুদ্ধাঙ্গন হইতে অপসৃত হইলেন

"কে কুলাঙ্গার মহাবৎ?"

এই বলিয়া প্রতাপ চক্ষু ঢাকিলেন

"হাঁ প্রতাপ!"

এই বলিয়া মহাবৎ প্রতাপকে সসৈন্যে আক্রমণ করিলেন। ইত্যবসরে আর একদল সৈন্য আসিয়া পিছনদিক হইতে প্রতাপকে আক্রমণ করিল। প্রতাপ ক্ষত বিক্ষত হইলেন এমন সময় মানা প্রতাপকে রক্ষা করিতে গিয়া অস্ত্রাহত হইয়া ভূপতিত হইলেন

মানা। রাণা, আমি সাংঘাতিক আহত।

প্রতাপ। মানা ভূপতিত?

মানা। আমি মরি ক্ষতি নাই! আপনি ফিরে যান রাণা। শত্রু এখানে দলে দলে আস্‌ছে, আর রক্ষা নাই।

প্রতাপ। তুমি মর্ত্তে জানো মানা, আমি মর্ত্তে জানি না? আসুক শত্রু।

মহাবতের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রতাপ সিংহ সহসা স্খলিতপদে এক মৃত দেহের উপর পড়িয়া গেলেন। মহাবৎ খাঁ প্রতাপ সিংহের মুণ্ডচ্ছেদ করিতে উদ্যত, এমন সময় সসৈন্যে গোবিন্দ সিংহ প্রবেশ করিলেন

মানা। গোবিন্দ সিংহ! রাণাকে রক্ষা কর।

গোবিন্দ সিংহ মহাবৎকে আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধ করিতে করিতে উভয় সৈন্য সে স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন

মানা। রাণা! আর আশা নাই, আমাদের সৈন্য প্রায় নির্ম্মূল, ফিরে যান!

প্রতাপ। কখন না। যুদ্ধ কর্ব্ব। যতক্ষণ প্রাণ আছে, পলায়ন কর্ব্ব না।—(উঠিয়া কহিলেন) "দাও তরবারি।"

মানা। এখনো যান। বিপক্ষ শত্রুর বিরাট তরঙ্গ আসছে।

প্রতাপ। আসুক! তরবারি কৈ—(পরে প্রতাপ তরবারি গ্রহণ করিয়া) "অশ্ব কৈ?"

এই বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন

মানা। হায় রাণা, কার সাধ্য এ মোগলসেনানী-বন্যার গতিরোধ করে! রাণার মৃত্যু সুনিশ্চিত। মা কালী—তোমার মনে এই ছিল।

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—শক্ত সিংহের শিবির। কাল—সন্ধ্যা

একাকী শক্ত

শক্ত। যুদ্ধ বেধেছে! বিপুল—বিরাট যুদ্ধ! ঘন ঘন কামানের গর্জ্জন!—উন্মত্ত সৈন্যদের প্রলয় চীৎকার! অশ্বের হ্রেষা, হস্তীর বৃংহতি, যুদ্ধডঙ্কার উচ্চ নিনাদ, মরণোন্মুখের আর্ত্তধ্বনি! যুদ্ধ বেধেছে! এক দিকে অগণ্য মোগল সেনানী আর এক দিকে বিংশতি সহস্র রাজপুত, এক দিকে কামান, আর এক দিকে শুদ্ধ ভল্ল আর তরবারি।—কি অসমসাহসিক প্রতাপ! ধন্য প্রতাপ! আজ আমি স্বচক্ষে তোমার অদ্ভুত বীরত্ব দেখেছি! আমার ভাই বটে। আজ স্নেহাশ্রুজলে আমার চক্ষু ভরে আস্‌ছে। আজ তোমার পদতলে ভক্তিতে ও গর্ব্বে লুণ্ঠিত হতে ইচ্ছা হচ্ছে—প্রতাপ! প্রতাপ! আজ প্রতি মোগলসৈন্যাধ্যক্ষের মুখে তোমার বীরত্বকাহিনী শুন্‌ছি, আর গর্ব্বে আমার বক্ষ স্ফীত হচ্ছে! সে প্রতাপ রাজপুত, সে প্রতাপ আমার ভাই।—আজ এই সুন্দর মেবাররাজ্য মোগল সৈন্য দ্বারা প্লাবিত, দলিত, বিধ্বস্ত দেখ্‌ছি, আর ধিক্কারে আমার মাথা নুয়ে পড়ছে। আমি এই মোগলবাহিনী এই চিরপরিচিত সুন্দর রাজ্যে টেনে এনেছি!

এই সময় শিবিরে মহাবৎ খাঁ প্রবেশ করিলেন

শক্ত। কি মহাবৎ খাঁ! যুদ্ধক্ষেত্রের সংবাদ কি?

মহাবৎ। এ উত্তম প্রশ্ন শক্ত সিংহ। এ যুদ্ধের সময় যখন প্রত্যেক সেনানী যুদ্ধক্ষেত্রে, তখন তুমি নির্ব্বিবাদে কুশলে নিজের শিবিরে বসে'? এই তোমার ক্ষত্রিয়-বীরত্ব?

শক্ত। মহাবৎ! আমার কার্য্যের জন্য তোমার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নহি। আমি স্বেচ্ছায় যুদ্ধে এসেছি। কারো ভৃত্য নহি।

মহাবৎ। ভৃত্য নহ! এত দিন তবে মোগলের সভায় চাটুকার সভাসদ্ মাত্র ছিলে?

শক্ত। মহাবৎ খাঁ! সাবধানে কথা কহ।

মহাবৎ। কি জন্য শক্ত সিংহ?

শক্ত। আমার মানসিক অবস্থা বড় শান্ত নয়! নহিলে যুদ্ধের সময় শক্ত সিংহ শিবিরে বসে' থাকৃত না।

মহাবৎ। আর আস্ফালনে কাজ নাই! তুমি বীর যা, তা বোঝা গেছে।

শক্ত। আমি বীর কিনা একবার স্বহস্তে পরীক্ষা কর্ব্বে বিধর্ম্মী?—

এই বলিয়া শক্ত সিংহ তরবারি নিষ্কাসন করিলেন

মহাবৎ। প্রস্তুত আছি কাফের।

বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে তরবারি নিষ্কাসন করিলেন

ঠিক এই সময়ে নেপথ্য হইতে শ্রুত হইল

প্রতাপ সিংহের পশ্চাদ্ধাবন কর! তা'র মুণ্ড চাই।

শক্ত। এ কি! সেলিমের গলা নয়? প্রতাপ সিংহ পলায়িত? তার বধের জন্য মোগল তার পিছে ছুটেছে? আমি এক্ষণেই আস্‌ছি মহাবৎ! আমার অশ্ব?—

এই বলিয়া শক্ত সিংহ অতি দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন

মহাবৎ। অদ্ভুত আচরণ! শক্ত সিংহ নিশ্চয়ই প্রতাপ সিংহের রক্ত নিতে ছুটেছে! কি বিধিনির্ব্বন্ধ! প্রতাপ সিংহ আপন ভ্রাতুষ্পুত্রেরই তরবারির আঘাতে ভূপতিত! আর প্রতাপ সিংহের আপন ভাই-ই ছুটেছে প্রতাপের শেষ-রক্তে নিজের তরবারি রঞ্জিত কর্ত্তে!—

এই বলিয়া মহাবৎ খাঁ চিন্তিতভাবে সে শিবির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন

নবম দৃশ্য

স্থান—হল্‌দিঘাট, নির্ঝরতীর। কাল—সন্ধ্যা। মৃত ঘোটকোপরি মস্তক রাখিয়া প্রতাপ ভূশায়িত।

প্রতাপ। সব শেষ। তিন দিনের মধ্যে সব শেষ। আমার পনর হাজার সৈন্য ধরাশায়ী। আমার প্রিয় ঘোটক চৈতক নিহত। আর আমি নদীর তীরে শোণিতক্ষরণে দুর্ব্বল, ভূপতিত। আমাকে এখানে কে নিয়ে এসেছে? আমার চিরসঙ্গী বিশ্বাসী অশ্ব চৈতক। আমার বিপদ দেখে সে পালিয়েছে, আমার সংযতরশ্মি সত্বেও, বাধা, বিপত্তি, নিষেধ, না মেনে পালিয়ে এসেছে। নিজের প্রাণ রক্ষার্থে নয়—সে ত নিজে প্রাণ দিয়েছে;—আমার প্রাণ রক্ষার্থে। পিছনে পিছনে কে যেন পরিচিত স্বরে ডাকৃলে "হো নীল ঘোড়েকা সওয়ার! খাড়া হো।" ভেবেছে আমি পালাচ্ছি!—চৈতক! প্রভুভক্ত চৈতক! কেন তুমি পালিয়ে এলে! যুদ্ধক্ষেত্রে না হয় দুজনেই একত্রে মর্ত্তাম! শত্রুরা হাস্‌ছে, বল্‌ছে

প্রতাপ সিংহ যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে পালিয়েছে। চৈতক! মর্ব্বার পূর্ব্বে জীবনে একবার কেন তুই এমন অবাধ্য হলি! লজ্জায় আমি মরে' যাচ্ছি। আমার মাথা ঘুর্চ্ছে।

এই সময়ে সশস্ত্র খোরাসান ও মুলতানপতি প্রবেশ করিল

খোরাসান। এই যে এখানে প্রতাপ।

মুলতান। মরে' গিয়েছে।

প্রতাপ উঠিয়া কহিলেন—"মরিনি এখনও! যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নি। অসি বা'র কর।"

মুলতান। আলবৎ।

খোরাসান। আলবৎ, যুদ্ধ কর।

প্রতাপ সিংহ খোরাসানের ও মুলতানের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। নিকটে কাহার স্বর নেপথ্যে শ্রুত হইল "হো নীল ঘোড়েকা সওয়ার! খাড়া হো।"

প্রতাপ। আরো আস্‌ছে। আর আশা নাই।

মুলতান। আত্ম সমর্পণ কর। তলোয়ার দাও।

প্রতাপ। পারো ত কেড়ে নেও।

পুনরায় যুদ্ধ হইল ও প্রতাপ মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন। এমন সময়ে যুদ্ধাঙ্গনে শক্ত সিংহ প্রবেশ করিলেন।

শক্ত। ক্ষান্ত হও।

খোরাসান। আর এক কাফের।

মুলতান। মারো একে।

তবে মর।

এই বলিয়া শক্ত সিংহ প্রচণ্ড বেগে খোরাসান ও মুলতানপতিকে আক্রমণ করিলেন ও উভয়কে ভূপতিত করিলেন।

শক্ত। আর ভয় নাই! এখন প্রতাপ সিংহ এক রকম নিরাপদ।—দাদা! দাদা!—অসাড়!—ঝর্ণার জল নিয়ে আসি।

এই বলিয়া শক্ত জল লইয়া আসিয়া প্রতাপ সিংহের মস্তকে সিঞ্চন করিয়া পুনরায় ডাকিলেন

"দাদা! দাদা! দাদা!"

প্রতাপ। কে? শক্ত!

শক্ত। মেবার-সূর্য্য অস্ত যায় নাই!—দাদা!

প্রতাপ। শক্ত! আমি তবে তোমার হস্তে বন্দী! আমায় শৃঙ্খল দিয়ে মোগল-সভায় বেঁধে নিয়ে যেও না, শক্ত। আমাকে মেরে ফেলে তারপরে আমার ছিন্ন-মুণ্ড নিয়ে গিয়ে তোমার মনিব আকবরকে উপহার দিও! শুদ্ধ জীবিতাবস্থায় বেঁধে নিয়ে যেও না। আমার বড় ইচ্ছা ছিল,

যে সমরক্ষেত্রে যুদ্ধ কর্ত্তে কর্ত্তে প্রাণত্যাগ কর্ব্ব! কিন্তু ঠিক্ সেই সময়ে আমার অশ্ব চৈতক রশ্মি-সংযম না মেনে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পালিয়ে এসেছে! তা'কে কোনরূপেই ফেরাতে পার্লাম না। যদি সময়ে মর্ব্বার গৌরব হ'তে বঞ্চিত হয়েছি, আমাকে বন্দী ক'রে সে লজ্জা আর বাড়িও না। আমাকে বধ কর। শক্ত! ভাই—না, ভাই বলে' ডেকে তোমার করুণা জাগাতে চাইনে। আজ তুমি জয়ী, আমি বিজিত। তুমি চক্রের উপরে, আমি নীচে। তুমি দাঁড়িয়ে আমি তোমার পায়ের তলায় পড়ে'। আমি হ্‌ঠেছি। আর কিছুই চাই না, আমাকে বেঁধে নিয়ে যেও না! আমাকে বধ কর। যদি কখন তোমার কোন উপকার করে' থাকি, বিনিময়ে আমার এ মিনতি, সামান্য ভিক্ষা, এ শেষ অনুরোধ রাখো। বেঁধে নিয়ে যেও না, —বধ কর। এই প্রসারিত-বক্ষে তোমার তরবারি হান।

শক্ত তরবারি ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—"তোমার ঐ প্রসারিত-বক্ষে আমাকে স্থান দেও, দাদা।"

প্রতাপ। তবে তুমিই কি শক্ত এখন এই মোগল-সৈনিকদ্বয়ের হাত থেকে আমার প্রাণ রক্ষা করেছো?

শক্ত। বীরের আদর্শ, স্বদেশের রক্ষক, রাজপুতকুলের গৌরব প্রতাপকে ঘাতকের হস্তে মর্ত্তে দিতে পারি না। তুমি কত বড়, এতদিন তা বুঝিনি। একদিন ভেবেছিলাম, তোমার চেয়ে আমি শ্রেষ্ঠ। তাই পরীক্ষা কর্ব্বার জন্য সেদিন দ্বন্দ্বযুদ্ধ করি মনে আছে? কিন্তু আজ এই যুদ্ধে বুঝেছি যে, তুমি মহৎ, আমি ক্ষুদ্র; তুমি বীর আর আমি কাপুরুষ। নীচ প্রতিশোধ নিতে গিয়ে জন্মভূমির সর্ব্বনাশ করেছি! কিন্তু যখন তোমাকে রক্ষা কর্ত্তে পেরেছি, তখন এখনও মেবারের আশা আছে। রাজপুতকুলপ্রদীপ! বীরকেশরী! পুরুষোত্তম! আমাকে ক্ষমা কর।

প্রতাপ। ভাই, ভাই!

ভ্রাতৃদ্বয় আলিঙ্গনবদ্ধ হইলেন

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—সেলিমের কক্ষ। কাল—প্রাহ্ন। সশস্ত্র ক্রুদ্ধ সেলিম উপবিষ্ট; সম্মুখে শক্ত সিংহ দণ্ডায়মান। সেলিমের পার্শ্বে অম্বর, মাড়বার চান্দেরীপতি ও পৃথ্বীরাজ শক্তের প্রতি চাহিয়া চিত্রার্পিতবৎ দণ্ডায়মান।

সেলিম। শক্ত সিংহ! সত্য বল! প্রতাপ সিংহের নিরাপদে পলায়নের জন্য কে দায়ী?

শক্ত। কে দায়ী?—সেলিম!—তোমার বিশেষণপ্রয়োগ সমুচিতই হয়েছে। প্রতাপ সিংহ যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে স্বেচ্ছায় পলায়ন করেন নি! এ অপবাদের জন্য তিনি দায়ী নহেন।

অম্বর। স্পষ্ট জবাব দাও! তাঁর পলায়নের জন্য কে দায়ী?

শক্ত। পলায়নের জন্য দায়ী তার ঘোটক চৈতক।

পৃথ্বীরাজ কাসিলেন

সেলিম। তুমি তাঁর পলায়নের কোন সহায়তা করেছিলে কি না?

শক্ত। আমি প্রতাপের পলায়নে কোন সহায়তা করি নাই।

বিকানীর। খোরাসানী ও মুলতানী তবে কিসে মরে?

শক্ত। তলোয়ারের ঘায়ে।

পৃথ্বীরাজ হাস্য-সংবরণ করিবার অভিপ্রায়ে পুনর্ব্বার কাসিলেন

অম্বর। শক্ত সিংহ! এখানে তোমাকে ব্যঙ্গ পরিহাস কর্ব্বার জন্য ডাকা হয় নি। এ বিচারালয়।

শক্ত। বলেন কি মহারাজ! আমি ভেবেছিলাম এটা বাসরঘর। আমি বিয়ের বর, সেলিম বিয়ের কনে, আর আপনারা সব শ্যালিকা-সম্প্রদায়।

পৃথ্বীরাজ এবার হাস্য-সংবরণ করিতে পারিলেন না

সেলিম। শক্ত! সোজা উত্তর দাও।

শক্ত। যুবরাজ! প্রশ্ন কর্ত্তে হয় তুমি কর; সোজা উত্তর দেবো। এইসব পরভুক্ রাজপারিষদের প্রশ্নে আমার গায়ে জ্বর আসে!

সেলিম। উত্তম! উত্তর দাও! মোগল-সৈন্যাধ্যক্ষ খোরাসানী আর মুলতানীকে কে বধ করেছে?

শক্ত। আমি।

চান্দেরী। তা আমি পূর্ব্বেই অনুমান করেছিলাম।

শক্ত। বাঃ, আপনার অনুমানশক্তি কি প্রখর!

পৃথ্বীরাজ মাড়বারের প্রতি অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন

সেলিম। তুমি তাদের কেন বধ করেছো?

শক্ত। আমার ক্লান্ত মূর্চ্ছিত ভাই প্রতাপকে অন্যায় হত্যা হ'তে রক্ষা কর্ব্বার জন্য।

অম্বর। তবে তুমিই এ কাজ করেছো? কৃতঘ্ন, বিশ্বাসঘাতক, ভীরু!

পৃথ্বীরাজ পুনর্ব্বার কাসিলেন

শক্ত। জয়পুরাধিপতি! আমি বিশ্বাসঘাতক হ'তে পারি, কৃতঘ্ন হ'তে পারি, কিন্তু ভীরু নই! দুজন পাঠান মিলে এক যুদ্ধশ্রান্ত ধরাশায়ী শত্রুকে বধ কর্ত্তে উদ্যত; আমি একাকী দুজনের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধ করে' তাদের বধ করেছি—হত্যা করি নাই।

সেলিম। তবে তুমি বিশ্বাসঘাতকের কাজ করেছ স্বীকার কর্চ্ছ'!

শক্ত। হাঁ কর্চ্ছি। এতে কি আশ্চর্য্য হচ্চ যুবরাজ। আমি বিশ্বাসঘাতক, বিশ্বাসঘাতকের কাজ কর্ব্ব না? আমি এর পূর্ব্বে স্বদেশের বিরুদ্ধে, স্বধর্ম্মের বিরুদ্ধে স্বীয় ভাইয়ের বিরুদ্ধে, মোগলের সঙ্গে যোগ দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলাম। এ না হয় আর একটা বিশ্বাসঘাতকতার কাজ কর্ল্লাম। আমাকে কি সম্রাট বিশ্বাসঘাতক জেনে প্রশ্রয় দেননি? অন্যায়-যুদ্ধে একবার না হয় প্রতাপকে মার্ব্বার জন্য বিশ্বাসঘাতক হয়েছিলাম; এবার না হয় তাকে অন্যায় হত্যা হতে রক্ষে কর্ত্তে বিশ্বাস-ঘাতক হয়েছি।—আর যে প্রতাপ আমার আপন ভাই, আর সে ভাই এমন ভাই, যে হীনাস্ত্র হ'য়ে চতুর্গুণ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে।

পৃথ্বীরাজ ঘাড় নাড়িলেন—তাহার অর্থ প্রতাপের বৃথা চেষ্টা

মাড়বারপতি নির্ব্বিকারভাবে চান্দেরীপতির সহিত গুপ্ত কথোপকথন করিতে লাগিলেন

অম্বর। যে প্রতাপ সিংহ পার্ব্বত্য-দস্যু রাজবিদ্রোহী!

শক্ত। প্রতাপ সিংহ বিদ্রোহী, আর তুমি দেশহিতৈষী বটে, ভগবানদাস!

সেলিম। তুমি কি বলতে চাও যে প্রতাপ বিদ্রোহী নয়?

শক্ত। প্রতাপ বিদ্রোহী! আর আকবরসাহ চিতোরের ন্যায্য অধিকারী। কিম্বা তা হতেও পারে।

পৃথ্বীরাজ অসম্মতি প্রকাশক শিরঃসঞ্চালন করিলেন

সেলিম। তুমি তবে সম্রাটকে কি বলতে চাও?

শক্ত। আমি বলতে চাই যে, সম্রাট ভারতের সর্ব্বপ্রধান ডাকাত! তফাৎ এই যে, ডাকাত স্বর্ণ রৌপ্য লুঠ করে, আর আকবর রাজ্য লুঠ করেন।

পৃথ্বীরাজ নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে মুখব্যাদন করিলেন

সেলিম। হুঁ—প্রহরী! শক্ত সিংহকে বন্দী কর।

প্রহরিগণ তাহাকে বন্দী করিল

সেলিম। শক্ত সিংহ, বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি কি জানো?

শক্ত। না হয়, মৃত্যু। মরার বাড়া ত আর গাল নাই। আমি ক্ষত্রিয়, মৃত্যুকে ডরাইনে। যদি ডরাতাম, তাহলে মিথ্যা বল্তাম, সত্য বল্তাম না। যদি সে ভয়ে ভীত হতাম, স্বেচ্ছায় মোগল শিবিরে ফিরে আস্তাম না। যখন সত্য কথা বল্তে ফিরে এসেছিলাম, তখন এ মনে করে' ফিরে আসিনি যে, সত্য বলে' মোগলের কাছে অব্যাহতি পাবো! —মোগলের সঙ্গে অনেক দিন মিশেছি, মোগলকে বেশ চিনেছি। তোমার পিতা আকবরকে বেশ চিনেছি। তিনি এক কূট, বিবেকহীন,

কপট, রাজনৈতিক। তোমাকে চিনেছি—তুমি এক নির্ব্বোধ, অনক্ষর বিদ্বেষপরায়ণ রক্তপিপাসু পিশাচ।

পৃথ্বীরাজ কারুণ্যব্যঞ্জক ভাব প্রকাশ করিলেন

সেলিম। আর তুমি গৃহ-প্রতাড়িত, মোগলের উচ্ছিষ্টভোজী, নেমকহারাম কুক্কুর।—চোখ রাঙাচ্ছ কি! বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি মৃত্যু বটে, কিন্তু তার পূর্ব্বে এই পদাঘাত!—(পদাঘাত করিলেন)—কারাগারে নিয়ে যাও! কাল একে কুকুর দিয়ে খাওয়াব!—

এই বলিয়া সেলিম প্রস্থান করিলেন

শক্ত। একবার একমুহূর্ত্তের জন্য আমাকে কেউ খুলে দাও; এক মুহূর্ত্তের জন্য। তার পর যে শাস্তি হয় দিও।

পৃথ্বীরাজ হতাশব্যঞ্জক অঙ্গ-ভঙ্গী করিলেন। প্রহরিগণ যুধ্যমান শক্তকে লইয়া গেল

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—দৌলত উন্নিসার কক্ষ। কাল—প্রাহ্ণ। মেহের ও দৌলত সেখানে দণ্ডায়মান। মেহের বেড়াইয়া বেড়াইয়া গাহিতেছিলেন।

বাঁরোয়া—ভরতঙ্গা

প্রেম যে মাখা বিষে, জানিতাম কি তায়।
তা হ'লে কি পান করি' মরি যাতনায়!
প্রেমের সুখ যে সখি পলকে ফুরায়;
প্রেমের যাতনা হৃদে চিরকাল রয়।
প্রেমের কুসুম সে ত পরশে শুকায়;
প্রেমের কণ্টকজ্বালা ঘুচিবার নয়।

দৌলত মেহেরকে ধাক্কা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

"বল না কি হয়েছে?"

মেহের। গুরুতর!—'প্রেমের সুখ যে সখি'।—

দৌলত। কি গুরুতর?

মেহের। বিশেষ গুরুতর।—'পলকে ফুরায়'!

দৌলত। কি রকম বিশেষ গুরুতর?

মেহের। ভয়ঙ্কর রকম বিশেষ গুরুতর। "প্রেমের যাতনা হৃদে চিরকাল রয়

দৌলত। যাঃ আমি শুন্তে চাইনে!

মেহের। আরে শোন্ না!-

দৌলত। না, আমি শুন্তে চাইনে।

মেহের। তবে শুনিস্ না।—তা শক্ত সিং কি কর্ব্বে বল?

দৌলত উন্নিসা উৎসুকভাবে চাহিলেন

মেহের। কি কর্ব্বে বল। ভাইকে রক্ষা কর্ত্তে গিয়ে নিজে প্রাণ হারাল।

দৌলত। মেহের!—

মেহের। সেলিম অবশ্য উচিত কাজই করেছে—বিদ্রোহীর প্রাণদণ্ড দিয়েছে। তার আর অপরাধ কি!

দৌলত। মেহের কি বল্‌ছিস্?

মেহের। কি আর বল্‌বো! লড়াই ফতে করে' এনেছিলাম, এমন সময়ে সেলিম ব'ড়ের কিস্তি দিয়ে মাৎ করে' দিলেন।

দৌলত। সেলিম কি তবে শক্ত সিংহের প্রাণবধের আজ্ঞা দিয়েছে?

মেহের। সোজা গদ্যের ভাষায় মানেটা ঐ রকমই দাঁড়ায় বটে।

দৌলত। না, তামাসা।

মেহের। ভালো! ভালো! কিন্তু শক্ত সিংহের কাছে বোধ হয় সেটা তত তামাসার মত ঠেক্‌ছে না। হাজার হোক পৈতৃক প্রাণ ত।

দৌলত। সেলিম শক্তের প্রাণদণ্ড দিয়েছেন কি হিসাবে?

মেহের। খরচের হিসাবে! সেলিম বেশ বিবেচনা করে' দেখ্‌লেন যে, বিধাতা যখন শক্ত সিংহকে তৈরী করেছিলেন, তখন একটু ভুল করেছিলেন।

দৌলত। সে কি রকম?

মেহের। এই, হাত পা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সব যথাস্থানেই বসিয়েছিলেন, তবে সেলিম দেখ্‌লেন যে শক্তের ঘাড়টার উপর মাথাটা ঠিক বসেনি। তাই তিনি এ বেমানান মাথাটা সরিয়ে দিয়ে বিধির ভুলটা শোধ্‌রাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন মাত্র। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, শক্ত সিংহ তাতে কোন রকম প্রতিবাদ কল্লে না—

দৌলত। কিসের প্রতিবাদ?

মেহের। প্রতিবাদ নয়! মানান হোক বেমানান হোক, একটা মাথা জন্মাবার সময় ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল! অন্যের সে বিষয়ে আপত্তি গ্রাহ্যই হ'তে পারে না। আর একজন এসে যদি আমার মাথা ও ঘাড়ের চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়, সেটাই বা দেখ্‌তে কি রকম! দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ চেয়ে দেখি আমার মাথাটা পায়ের তলায় পড়ে'। দেখেই চক্ষু স্থির আর কি!—কি! তুই যে চা-খড়ির মত শাদা হয়ে গেলি!

দৌলত। মেহের! বোন্! তুই তাঁকে রক্ষা কর। জানিস্ বোন্! তাঁর যদি প্রাণদণ্ড হয়, তা হ'লে এক দিনও বাঁচ্‌বো না। আমি শপথ কচ্ছি যে তাঁর প্রাণদণ্ড হ'লে আমি বিষ খেয়ে প্রাণত্যাগ কর্ব্ব।

মেহের। প্রাণত্যাগ কর্ব্বি ত কর্ব্বি! তার আর অত জাঁক কেন! ঈঃ! তোর আগে অনেক লোক ওরকম প্রেমের জন্য প্রাণত্যাগ করেছে—অবশ্য যদি উপন্যাসগুলো বিশ্বাস করা যায়। আমার ত বিশ্বাস যে আত্মহত্যা করাতে এমন একটা বিশেষ বাহাদুরি কিছুই নাই, যা'তে সেটা রটিয়ে বেড়ানো যায়,—বিশেষ কর্ব্বার আগে! আত্মহত্যা ত কর্ব্বিই! সে ত অনেকেই করে' থাকে।

দৌলত। তবে কি কোনও উপায় নেই?

মেহের গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল

ওর এক উপায় হচ্ছে আত্মহত্যা করা। তা ত তুই কর্ব্বিই। আর ত কোনই উপায় নেই। ওর উপায় এক আত্মহত্যা করা—তবে দেখ দৌলত! যদি আত্মহত্যা করিসই, তা'হলে এমন ভাবে করিস্, যাতে একটা নাম থেকে যায়।"

দৌলত। সে কি রকম?

মেহের। এই, তুই তোর নিজের কার্পেটমোড়া কামরায় মখমলমোড়া গদিতে হেলান দিয়ে বস্। সাম্নে একখানা জরির কাজকরা কাপড়ে ঢাকা তেপায়ার উপর একটা রূপোর পেয়ালা—সেটা বেনারসি কাজকরা। তাতে একটু বিষ—বুঝিছিস্? তাকে তোর স্বর্ণালঙ্কৃত শুভ্র করে ধরে' একটা বেশ স্বগত কবিতা আওড়া। তারপর বিষপাত্রটা বিম্বাধরে ঠেকা, একটুমাত্র ঠেকাবি,—যাতে চিবুকটা উঁচু কর্ত্তে হয়। তারপর একটা বীণা নিয়ে হেলে বসে' এই রকম করে' শক্ত সিংহকে উদ্দেশ করে একটা গান গাইবি—রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ—তাল মধ্যমান। তার পরে মরে' বা সেই ভাবেই, ঢং বদ্লাস্ নে'। তা হলে তোর একটা নাম থেকে যাবে; ছবি বেরোবে; ভবিষ্যতে নাটক লিখবার একটা বিষয় হবে!

দৌলত। মেহের! তুই তামাসা কর্ব্বার কি আর সময় পেলিনে!

মেহের। তামাসা কর্‌বার এর চেয়ে সুবিধা কখনও হবে না। দুজনার একবার মাত্র দেখা হোল—কুঞ্জে নয়, যমুনাপুলিনে নয়, চন্দ্রালোকে বক্ষরস হ্রদে নৌকাবক্ষে নয়,—দেখা হোল শিবিরে—যুদ্ধক্ষেত্রে—অত্যন্ত গন্ডময় অবস্থায় বল্‌তে হবে! তাও নিভৃতে নয়, আর একজনের সম্মুখে, এমন কি, সেই দেখাটা করিয়ে দিলে। হঠাৎ চক্ষে চক্ষে সম্মিলন, আর অমনি প্রেম;—একেবারে না দেখ্‌লে প্রাণ যায়, পৃথিবী মরুভূমি ঠেকে—আর তা'র বিহনে আত্মহত্যা কর্ত্তে হয়।—এতেও যদি তামাসা না করি ত কিসে কর্ব্ব!

দৌলত। মেহের। সত্যিই কি এর উপায় নাই! তুই কি কিছুই কর্ত্তে পার্ব্বিস্ নে? সেলিমের কাছে গিয়ে তার প্রাণ ভিক্ষা চাইলে কি পাওয়া যায় না?

মেহের। উঁহুঃ!—তবে তুই এক কাজ করিস্ ত হয়।

দৌলত। কি কর্ত্তে হবে বল। মানুষে যা কর্ত্তে পারে আমি তা কর্ব্ব।

মেহের। এই এমনি একটা অবস্থা করে' শুয়ে পড় যাতে বোঝা যায় যে, তোর খুব শক্ত ব্যারাম, এখন মরিস্ তখন মরিস্ এই রকম! হাকিম, কবিরাজ, ডাক্তারের যথাক্রমে প্রবেশ। কেউ সারাতে পারে না। আমি বলি সেলিমকে যে এর ওষুধ ফষুধে কিছু হবে না; এর এক বিষমন্ত্র আছে; আর সে মন্ত্র এক শক্ত সিংহই জানে। ডাক্ শক্ত সিংহকে। শক্ত সিংহ আসা, মন্ত্র পড়া, ব্যামো আরাম, শক্তের সঙ্গে দৌলতের বিবাহ। সঙ্গীত!—যবনিকা পতন।

দৌলৎ। মেহের! বোন্! আমি মূর্খতা করে' থাকি, অন্যায় করে থাকি, হাস্যাস্পদ কাজ করে' থাকি, তথাপি আমি তোর বোন দৌলৎ। [ক্রন্দন]

মেহের। কি দৌলৎ। সত্যি সত্যিই কেঁদে ফেল্লি যে!—না না কাঁদিস্‌নে। থাম্! দৌলৎ। বোন, মুখ তোল্।—ছিঃ কাঁদিসনে। ভয় কি। আমি শক্তকে বাঁচাবো। তা যদি না পার্ত্তাম, তা'হলে কি তা'র প্রাণদণ্ড নিয়ে রঙ্গ কর্ত্তে পার্ত্তাম? তোর এই দশার জন্য তুই দায়ী নহিস্ বোন্, দায়ী আমি। আমিই সাক্ষাৎ ঘটিয়েছিলাম, আমিই তোর এ প্রেমকে নিভৃতে আগুলিয়ে তাকে রক্ষা করেছি। শক্তকে শুদ্ধ বাঁচানো নয়, তোর সঙ্গে শক্তের বিবাহ দেবো। যে কাজ মেহের সুরু করে, সে কাজ সে অসম্পূর্ণ রাখে না। ঈশ্বরকে সাক্ষী করে' বল্‌ছি যে, আমি তোর শক্তকে বাঁচাবো।—এখন যা মুখ ধুয়ে আয়। এক ঘড়ির মধ্যে যে তুই কেঁদে চোখে ইউফ্রেটিস্ নদী বহিয়ে দিলি—যা।

দৌলৎ চলিয়া গেলে মেহের গদ্‌গদস্বরে কহিলেন

দৌলৎ উন্নিসা। জানিস্ না বোন, আমার এই পরিহাসের নীচে কি আগুন চেপে রেখেছি। শক্ত! যতই তোমাকে আমার হৃদয় থেকে ছাড়াতে যাচ্ছি, ততই কেন জড়িত হচ্ছি। হাজারই চেপে রাখি, উপহাস করি, ব্যঙ্গ করি, এ আগুন নেভে না। আগে তোমার রূপে, বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ হয়েছিলাম। আজ তোমার শৌর্য্যে, বীর্য্যে ও মহত্ত্বে মুগ্ধ হয়েছি। এ যে উত্তরোত্তর বাড়্‌তেই চলেছে।—না, এ প্রবৃত্তিকে দমন কর্ব্ব;—নিজের সুখের জন্য নয়; অবোধ অবলা মুগ্ধা বালিকা দৌলৎ উন্নিসার সুখের জন্য। সে যেন আমার প্রাণের নিহিত কথা জান্তেও না পারে ভগবান।—বড় ব্যথা পাবে। বড় ব্যথা পাবে।

এই সময় অলক্ষিতভাবে সেলিম সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন

"মেহের উন্নিসা।"

মেহের। কে? সেলিম।

সেলিম। মেহের উন্নিসা একা। দৌলৎ কোথা?

মেহের। এখনি ভিতরে গেল। আসছে।—সেলিম। তুমি নাকি শক্তের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছো?

সেলিম। হাঁ দিয়েছি।

মেহের। কবে প্রাণদণ্ড হবে?

সেলিম। কাল,—তাকে কুকুর দিয়ে খাওয়াবো।

মেহের। সেলিম। তুমি ছেলেমানুষ বটে। কিন্তু তাই বলে' এক জনের প্রাণ নিয়ে খেলা কর্ব্বার বয়স তোমার হয় নাই।

সেলিম। প্রাণ নিয়ে খেলা কি। আমি বিচার করে' তা'র প্রাণদণ্ড দিইছি।

মেহের। বিচার। বিচারের নাম করে' পৃথিবীতে অনেক হত্যা হয়ে গিয়েছে। বিচার কর্ব্বার তুমি কে?

সেলিম। আমি বাদশাহের পুত্র। আমার বিচার কর্ব্বার অধিকার আছে।

মেহের। আর আমিও বাদশাহের কন্যা; তবে আমারও বিচার কর্ব্বার অধিকার আছে।

সেলিম। তোমার অভিপ্রায় কি?

মেহের। আমার অভিপ্রায় এই যে, তুমি শক্ত সিংহকে মুক্ত করে দাও।

সেলিম। তোমার কথায়? সেলিম উচ্চহাস্য করিলেন

মেহের। হাঁ। আমার কথায়। সেলিম! উচ্চ হাস্য কর, আর যা'ই কর, এই দণ্ডে শক্ত সিংহকে মুক্ত করে' দাও, নহিলে—

সেলিম। নহিলে

মেহের। নহিলে আমি গিয়ে স্বহস্তে তা'কে মুক্ত করে' দেবো। আগ্রা-নগরীতে কারো সাধ্য নাই যে আমায় বাধা দেয়। তা'রা সকলেই সম্রাটকন্যা মেহের উন্নিসাকে জানে।

সেলিম। পিতা তোমাকে অত্যধিক আদর দিয়ে তোমার আস্পর্দ্ধা বাড়িয়ে দিয়েছেন।

মেহের। বাজে কথায় কাজ নাই। শক্ত সিংহকে মুক্ত করে' দিবে কি দিবে না?

সেলিম। জানো যে শক্ত সিংহ দুইজন মোগল-সেনানায়ককে হত্যা করেছে?

মেহের। হত্যা করে নাই। সম্মুখযুদ্ধে বধ করেছে।

সেলিম। সম্মুখযুদ্ধে বধ করেছে? না—বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করেছে? মোগলের পক্ষে হয়ে—

মেহের। সেলিম। এ যদি বিশ্বাসঘাতকতা হয় ত এ বিশ্বাসঘাতকতা স্বর্গীয় আলোক-মণ্ডিত। শক্ত সিংহ যদি তা'র ভাইকে সে বিপদে রক্ষা না করে' তাকে বধ কর্ত্ত, তুমি বোধ হয় তাকে প্রশংসা কর্ত্তে?

সেলিম। অবশ্য।

মেহের। আমি তা হ'লে তাকে ঘৃণা কর্ত্তাম।—সেলিম। সংসারে প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ বড়, না ভাই ভাইয়ের সম্বন্ধ বড়? ঈশ্বর যখন মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন, তখন কাউকে কারো প্রভু বা ভৃত্য করে' পাঠান নি। কিন্তু ভাইয়ের সম্বন্ধ জন্মাবধি। আমরণ তার বিচ্ছেদ হয় না। শক্ত যখন প্রতাপ সিংহের বিরুদ্ধে বিদ্বেষবশে প্রতিহিংসা নেবার জন্য মোগলের দাসত্ব নিয়েছিল, তখন তোমাদের বোঝা উচিত ছিল যে এ বিদ্বেষ ভ্রাতৃস্নেহের রূপান্তর মাত্র; সে রূপান্তর, বিরূপ, বিকট কুৎসিত বটে তবু সে ছদ্মবেশী ভ্রাতৃস্নেহ। প্রতিহিংসায় ভালবাসা লোপ পায় না সেলিম। চিরদিনের স্নিগ্ধমধুর বায়ুহিল্লোল ক্ষণিকের ভীষণ ঝঞ্ঝারূপ ধারণ করে মাত্র।

সেলিম। বাহবা, মেহের উন্নিসা। শক্তের পক্ষে খাসা সওয়াল করেছো। তোমার সঙ্গে তর্ক কর্ত্তে চাইনে। তুমি শক্ত সিংহের পক্ষ নেবে এর আর আশ্চর্য্য কি? তুমি তার প্রণয়ভিক্ষুক।

মেহের। মিথ্যা কথা।

সেলিম। মিথ্যা কথা?—তুমি নিভৃতে তা'র শিবিরে গিয়ে তা'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করনি?

মেহের। করি না করি সে কৈফিয়ৎ আমি তোমার কাছে দিতে প্রস্তুত নই।

সেলিম। সম্রাটের কাছে দিতে প্রস্তুত হবে বোধ হয়?

মেহের। শক্ত সিংহকে মুক্ত করে' দিবে কি না?

সেলিম। না। তোমার যা ইচ্ছা তা কর—

এই বলিয়া সেলিম চলিয়া গেলেন, সেলিম চলিয়া গেলে মেহের ক্ষণেক ভাবিলেন পরে একটু হাসিলেন; পরে কহিলেন

"সেলিম, তবে আমারই এই কাজ কর্ত্তে হবে? ভেবেছো পার্ব্বোনা—দেখ পারি কি না?"

বলিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—কারাগার। কাল—শেষ রাত্রি। শৃঙ্খলাবদ্ধ শক্ত সিংহ উপবিষ্ট

শক্ত। রাত্রি শেষ হয়ে আস্‌ছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার ক্ষুদ্র পরমায়ুও শেষ হয়ে আস্‌ছে। আজ প্রভাত আমার জীবনের শেষ-প্রভাত। এই

পেশল সুগৌর সুগঠন দেহ আজ রুধিরাক্ত হয়ে মাটিতে লোটাবে। সবাই দেখ্‌তে পাবে! আমিই দেখ্‌তে পাব না। আমি! এ আমি কে! কোথা থেকে এসেছিলাম! আজ কোথায় যাচ্ছি! ভেবে কিছু ঠিক কর্ত্তে পারিনি, আঁক কষে' কিছু বেরোয় নি,—দর্শন পড়ে, এর মীমাংসা পাই নি। কে আমি! চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে কোথায় ছিলাম! কাল' কোথায় থাক্‌বো! আজ সে প্রশ্নের মীমাংসা হবে। কে?

হস্তে বাতি লইয়া মেহের প্রবেশ করিলেন

মেহের। আমি মেহের উন্নিসা।

শক্ত। মেহের উন্নিসা। সম্রাট্‌ আকবরের কন্যা!

মেহের। হাঁ, আকবরের কন্যা মেহের উন্নিসা।

শক্ত। আপনি এখানে?

মেহের। আমি এসেছি আপনাকে মৃত্যুর মুখ থেকে উদ্ধার কর্ত্তে।

শক্ত। আমাকে উদ্ধার কর্ত্তে?—কেন!—আমার নিজের সে বিষয়ে অণুমাত্রও আগ্রহ নাই।

মেহের সাশ্চর্য্যে বলিলেন

"সে কি! আপনার সে বিষয়ে আগ্রহ নাই? এমন সুন্দর পৃথিবী ত্যাগ কর্ত্তে আপনার মায়া হচ্ছে না?"

শক্ত। কিচ্ছু না। পুরাণো হয়ে গিয়েছে। রোজই সকালে সেই একই সূর্য্য উঠে, রাত্রিকালে সেই একই চন্দ্র, কখনও বা অন্ধকার। রোজই সেই একই গাছ, একই জীব, একই পাহাড়, একই নদী, একই আকাশ। নেহাইৎ পুরাণো হয়ে গিয়েছে। মৃত্যুর অপর পারে দেখি, যদি কিছু নূতন রকম পাই।

মেহের। জীবনে আপনার স্পৃহা নাই?

শক্ত। কৈ? জীবন ত এতদিন দেখা গেল। নেহাৎই অসার। দেখা যাক মৃত্যুটা কি রকম। রোজ রোজ তার কীর্ত্তি দেখছি। অথচ তার বিষয়ে কিছু জানি না। আজ জান্‌বো।

মেহের। আপনার প্রিয়জনকে ছাড়্‌তে কষ্ট হচ্ছে না?

শক্ত। প্রিয়জন কেউ নাই। থাকলে হয়ত কষ্ট হোত। কাউকে ভালোবাস্‌তে শিখি নাই। আমাকে কেউ ভালোবাসে নাই। কাহার কিছু ধারিনে। সব শোধ দিইছি। (স্বগত) তবে একটা ঋণ রয়ে গিয়েছে। সেলিমের পদাঘাতের শোধ দেওয়া হয় নাই। একটা কাজ বাকি রয়ে গিয়েছে।

মেহের। তবে আপনি মুক্ত হতে চান না?

শক্ত সাগ্রহে কহিলেন

"হাঁ, চাই সাহজাদি! একবার মুক্তি চাই। ঋণ পরিশোধ হ'লে আবার নিজে এসে ধরা দিব। একবার মুক্ত করে দিউন, যদি আপনার ক্ষমতা থাকে।"

মেহের ডাকিলেন

"প্রহরী!"

প্রহরী আসিয়া অভিবাদন করিলে মেহের আজ্ঞা করিলেন

"শৃঙ্খল খোল।"

প্রহরী শৃঙ্খল খুলিয়া দিল। মেহের স্বীয় গলদেশ হইতে হীরকহার প্রহরীকে দিয়া কহিলেন

"এই হীরার হার বিক্রয় কোরো। এর দাম কম করেও লক্ষ মুদ্রা হবে। ভবিষ্যতে তোমার ভরণপোষণের ভাবনা ভাবতে হবে না।—যাও।"

প্রহরী হার লইয়া প্রস্থান করিল

শক্ত ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। পরে কহিলেন

"একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—আমার মুক্তির জন্য আপনি এত লালায়িত কেন?"

মেহের। কেন? সে খোঁজে আপনার প্রয়োজন কি?—

শক্ত। কৌতূহল মাত্র।

মেহের মনে মনে বলিল—"বলিই না, ক্ষতি কি? এখানেই একটা মীমাংসা হয়ে যাক্ না।" পরে শক্তকে কহিলেন—"তবে শুনুন। আমার ভগ্নী দৌলত উন্নিসাকে মনে পড়ে?"

শক্ত। হাঁ, পড়ে।

মেহের। সে—সে আপনার অনুরাগিণী।

শক্ত। আমার?

মেহের। হাঁ, আপনার। আর যদি ভুল বুঝে না থাকি, আপনিও তার অনুরাগী।

শক্ত। আমি?

মেহের। হাঁ, আপনি।—অপলাপ কচ্ছে'ন কেন?

শক্ত। আমার মুক্তিতে তাঁর লাভ?

মেহের। তা তিনিই জানেন।—রাত্রি প্রভাত হয়ে আসছে;—আপনি মুক্ত। বাহিরে অশ্ব প্রস্তুত। যেখানে ইচ্ছা যেতে পারেন—কেহ বাধা দিবে না। আর যদি দৌলত উন্নিসাকে বিবাহ কর্ত্তে প্রস্তুত থাকেন—

শক্ত। বিবাহ।—হিন্দু হয়ে যবনীকে বিবাহ! কোন্ শাস্ত্র অনুসারে?

মেহের। হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে। যবনীকে বিবাহ আপনার পূর্ব্ব-পুরুষ বাপ্পারাও করেন নি?

শক্ত। সে আসুরিক-বিবাহ।

মেহের। হোক্ আসুরিক। বিবাহ ত বটে।—আর শাস্ত্র? শাস্ত্র কে গড়েছে শক্ত সিংহ? বিবাহের শাস্ত্র এক। সে শাস্ত্র ভালবাসা। যে বন্ধনকে ভালোবাসা দৃঢ় করে, শাস্ত্রের সাধ্য নাই যে সে বন্ধনের গ্রন্থি শিথিল করে। নদী যখন সমুদ্রে মিলিত হয়, উল্কা যখন পৃথিবীর দিকে ধাবিত হয়, মাধবীলতা যখন সহকারকে জড়িয়ে ওঠে, তখন কি তা'রা পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের অপেক্ষা করে?

শক্ত। শাস্ত্রের ভয় রাখি না সাহজাদি! যে সমাজ মানে না, তার কাছে শাস্ত্রের মূল্য কি?

মেহের। তবে আপনি স্বীকার?

শক্ত ভাবিলেন

"মন্দ কি! একটু বৈচিত্র্য হয়। আর নারী-চরিত্র পরীক্ষা করে' দেখা হয়।—দেখা যাক্?"

মেহের। কি বলেন? স্বীকার?

শক্ত। স্বীকার।

মেহের। ধর্ম্ম সাক্ষী?

শক্ত। ধর্ম্ম মানি না।

মেহের। মানুন না মানুন। বলুন "ধর্ম্ম সাক্ষী।"

শক্ত। ধর্ম্ম সাক্ষী।

মেহের। শক্ত সিংহ! আমার অমূল্য হার আমার হৃদয় ছিঁড়ে আমার গলা থেকে উন্মোচন করে' তোমার গলায় পরিয়ে দিচ্ছি। যেন তার অপমান না হয়।—ধর্ম্ম সাক্ষী!

শক্ত। ধর্ম্ম সাক্ষী।

মেহের। চলুন।

শক্ত। চলুন।—

যাইতে যাইতে স্বগত নিম্নস্বরে কহিলেন

"এতদিন আমার জীবনটা যাহোক একরকম গম্ভীরভাবে চল্‌ছিল। আজ যেন একটু প্রহসন ঘেঁসে গেল।"

মেহের। তবে চলে' আসুন। রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—পৃথ্বীর অন্তর্ব্বাটি। কাল—রাত্রি। যোশী একাকিনী হতাশভাবে দণ্ডায়মান

যোশী। যাক নিভে গিয়েছে। সমস্ত রাজপুতনায় একটা প্রদীপ জ্বল্‌ছিল। তাও নিভে গিয়েছে। প্রতাপ সিংহ আজ মেবার হতে দূরীভূত; বন হতে বনান্তরে প্রতাড়িত। হা হতভাগ্য রাজস্থান!

এই সময়ে ব্যস্তভাবে পৃথ্বী কক্ষে প্রবেশ করিলেন

পৃথ্বী। যোশী যোশী—

যোশী। এই যে আমি।

পৃথ্বী। রাজসভার শেষ খবর শুনেছো?

যোশী। না, তুমি না বল্লে শুন্‌বো কোথা থেকে।

পৃথ্বী। ভারি খবর।

যোশী। কি হয়েছে?

পৃথ্বী। হয়েছে বলে' হয়েছে!—তুমুল ব্যাপার!—চুপ করে' রৈলে যে।

যোশী। আমি কি বলবো?

পৃথ্বী। তবে শোন!—শক্ত সিংহ কারাগার থেকে পালিয়েছে।

যোশী। পালিয়েছে!

পৃথ্বী। আরো আছে!—তার সঙ্গে দৌলত উন্নিসাও—(এই বলিয়া পলায়নের সঙ্কেত করিলেন।)

যোশী। সে কি?

পৃথ্বী। শোন, আরো আছে। সেলিম মানসিংহের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে' সম্রাট্‌কে চিঠি লিখেছিলেন বলেছিলাম।

যোশী। হাঁ।

পৃথ্বী। সম্রাট গুর্জ্জর হ'তে কাল ফিরে আস্‌ছেন।

যোশী। কেন?

পৃথ্বী। বিবাদ মেটাতে!—আবার "কেন"?—বিবাদ ত বড় সোজা নয়।—একদিকে মানসিংহ, অন্যদিকে সেলিম—একদিকে রাজ্য, আর একদিকে ছেলে! কাউকেই ছাড়তে পারেন না। বিবাদ ত মেটাতে হবে।

যোশী। কি রকমে?

পৃথ্বী। এই সেলিমকে বল্‌বেন—'আহা মানসিংহ আশ্রিত', আর মানসিংহকে বল্‌বেন—'আহা সেলিম ছেলে-মানুষ।'

যোশী। রাণা প্রতাপ সিংহের খবর নাই?

পৃথ্বী। খবর আর কি! চাঁদ এখন বনে বনে ঘুর্চ্ছেন! বল্লেছিলাম না, যে আকবর সাহার সঙ্গে যুদ্ধ! চাঁদ ঘুঘু দেখেছেন, ফাঁদ ত দেখেন নি!

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—আকবরের কক্ষ। কাল—প্রভাত। আকবর অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় আলবোলা টানিতেছিলেন। সম্মুখে সেলিম দণ্ডায়মান

আকবর। সেলিম! মানসিংহ তোমাকে অবমাননা করেন নি। তিনি আমার আজ্ঞামত কাজ করেছেন।

সেলিম। এর চেয়ে আর কি অবমাননা কর্ত্তে পার্ত্ত? আমি দিল্লীশ্বরের পুত্র, আর সে একজন সেনাপতি মাত্র; হল্‌দিঘাট যুদ্ধক্ষেত্রে আমার আজ্ঞার বিরুদ্ধে আমাকে তাচ্ছিল্য করে' সে নিজের আজ্ঞা প্রচার করেছে। একবার নয়; বার বার।

আকবর চিন্তিতভাবে কহিলেন

"হুঁ! কিন্তু এতে মানসিংহের অপরাধ দেখি না।"

সেলিম। আপনি মানসিংহের অপরাধ দেখ্‌বেন কেন! মানসিংহ যে আপনার শ্যালকপুত্র—মানসিংহের এ রকম ঔদ্ধত্য সম্রাটের গুণেই হয়েছে।

আকবর। সেলিম, সাবধানে কথা কহ।—বল মানসিংহের অপরাধ কি?

সেলিম। তা'র অপরাধ আমার প্রতিকূল আচরণ করা।

আকবর। সে অধিকার আমিই তাঁকে দিয়েছিলাম। তিনি সেনাপতি।

সেলিম। তবে আমাকে এ যুদ্ধে পাঠানোর কি প্রয়োজন ছিল?

আকবর। কি প্রয়োজন ছিল? তোমাকে পাঠিয়েছিলাম এ যুদ্ধে তাঁর সহযোগী হতে, তোমাকে পাঠিয়েছিলাম যুদ্ধ শিখ্‌তে!

সেলিম। মানসিংহের অধীনস্থ কর্ম্মচারী হয়ে?

আকবর। কুমার! এই গর্ব্ব পরিত্যাগ কর। তুমি এই ভারতবর্ষের ভাবী সম্রাট! শেখো, কি রকম করে' রাজ্য জয় কর্ত্তে হয়, জয় ক'রে শাসন কর্ত্তে হয়!—জানো, এই মানসিংহের কাছে আমি অর্দ্ধ আর্য্যাবর্ত্ত —শুদ্ধ আর্য্যাবর্ত্ত কেন, আফগানিস্থান জয়ের জন্য ঋণী?

সেলিম। সম্রাট্ ঋণী হতে পারেন, কিন্তু আমি ঋণী নহি।

আকবর। বলিছি ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ কর। পরকে শাসন কর্ত্তে হ'লে সকলের আগে আপনাকে শাসন করা চাই। ভেবো না সেলিম, যে, মানসিংহকে আমি অন্তরে শ্রদ্ধা করি। বরং তাকে ভয় করি। তাঁর দ্বারা কার্য্য উদ্ধার হলে' আমি তাঁকে পুরাতন পাদুকার ন্যায় পরিত্যাগ কর্ব্ব। কিন্তু যতদিন কার্য্য উদ্ধার না হয়, ততদিন মানসিংহকে সমাদর কর্ত্তে হবে।

সেলিম। সে আপনার ইচ্ছা। আমি কাফের মানসিংহের প্রভুত্ব স্বীকার কর্ব্ব না। যদি সম্রাট্ এ অপমানের প্রতিকার না করেন, আমি আল্লার নামে শপথ করেছি যে, আমি স্বহস্তে এর প্রতিশোধ নেবো। আমি দেখ্‌বো যে সে শ্রেষ্ঠ কি আমি শ্রেষ্ঠ—

এই বলিয়া সেলিম তরবারিতে হস্তক্ষেপ করিলেন

আকবর। সেলিম! যতদিন আমি জীবিত আছি, ততদিন সম্রাট্ আমি! তুমি নও।—কি সেলিম!—তোমার চক্ষে বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ

দেখ্ছি। সাবধান! যদি ভবিষ্যতে এ সাম্রাজ্য চাও। নহিলে ভাবী সম্রাট্ তুমি নও।

সেলিম। সে বিচার সম্রাটের আজ্ঞার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে না, জান্বেন—

এই বলিয়া সেলিম কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন

আকবর কিঞ্চিৎ স্তম্ভিতভাবে কিয়ৎকাল নীরব রহিলেন; পরে কহিলেন

"হা মূঢ় পিতা সব! এই সন্তানের জন্য এত করে' মর! ইচ্ছা কর্লে যাকে মুষ্টির মধ্যে চূর্ণ কর্ত্তে পারো, তা'র দুর্ব্বিনীত ব্যবহার এরূপ নিঃসহায়-ভাবে সহ্য কর!—ভগবান্! পিতাদের কি স্নেহদুর্ব্বলই করেছিলে! এও নীরব হয়ে হয়ে সহ্য কর্তে হোল!—কে?—মেহের উন্নিসা!

মেহের উন্নিসা কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিলেন

"হাঁ পিতা আমি।"

এই বলিয়া তিনি সম্রাট্কে যথারীতি অভিবাদন করিলেন

আকবর। মেহের! তোমার বিপক্ষে বিষম অভিযোগ শুনেছি।

মেহের। সেলিম দেখ্ছি এসে সে অভিযোগ পিতার সমক্ষে রুজু করেছেন। আমি সেই কথাই স্বয়ং সম্রাটপদে নিবেদন কর্ত্তে এসেছি।

আকবর। এখন উত্তর দাও। শক্ত সিংহের পলায়নের জন্য তুমি দায়ী?

মেহের। হাঁ সম্রাট্! আমি তাকে স্বহস্তে মুক্ত করে' দিয়েছি।

আকবর। আর দৌলত উন্নিসা?

মেহের। তাকে আমি শক্ত সিংহের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছি।

আকবর ব্যঙ্গস্বরে কহিলেন

উত্তম!—শক্ত সিংহের সঙ্গে সম্রাট্ আকবরের ভাগিনেয়ীর বিবাহ! হিন্দুর সঙ্গে মোগলের কন্যার বিবাহ!

মেহের। কাফেরের সঙ্গে মোগলের বিবাহ এই নূতন নয় সম্রাট্! আকবর সাহের পিতা হুমায়ুন সে পথ দেখিয়েছেন। স্বয়ং সম্রাট্ সে পথের অনুবর্ত্তী।

আকবর। আকবর কাফেরের কন্যা এনেছেন! কাফেরকে কন্যা দান করেন নি।

মেহের। একই কথা।

আকবর। একই কথা!

মেহের। একই কথা।—এও বিবাহ, সেও বিবাহ!

আকবর। একই কথা নয় মেহের!—তুমি বালিকা; রাজনীতি কি বুঝবে?

মেহের। রাজনীতি না বুঝি ধর্ম্মনীতি বুঝি!

আকবর। ধর্ম্মনীতি মেহের উন্নিসা? ধর্ম্মনীতি কি এতই সহজ, এতই সরল, যে তুমি তাকে এ বয়সে আয়ত্ত করে' ফেলেছো? পৃথিবীতে এত বিভিন্ন ধর্ম্ম কেন? একই ধর্ম্মের বিভিন্ন শাখা কেন হয়েছে? এত পণ্ডিত, এত বিজ্ঞ ব্যক্তি, এত সুধী মহাত্মা আছেন; কিন্তু কোন্ দুই ব্যক্তি ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে একমতাবলম্বী! আমি এত তর্ক শুন্‌লাম, এত ব্যাখ্যা শুন্‌লাম; পার্শী, খ্রীষ্টীয়, মুসলমান, হিন্দু মহামহোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা কর্‌লাম; কৈ? কিছুই ত বুঝতে পারিনি। আর তুমি বালিকা, সেটাকে একেবারে মুঠোর মধ্যে ধরে' রেখেছো!

মেহের। সম্রাট্! কিসের জন্য এত তর্ক, এত যুক্তি, এত আলোচনা, বুঝি না! ধর্ম্ম এক! ঈশ্বর এক! নীতি এক! মানুষ স্বার্থপরতায়, অহঙ্কারে, লালসায়, বিদ্বেষে, তাকে বিকৃত করেছে। ধর্ম্ম!—আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর দিকে চেয়ে দেখুন সম্রাট্, দিগন্ত-প্রসারিত সমুদ্রের দিকে চেয়ে দেখুন পিতা, সুপ্রসন্না শ্যামলা ধরিত্রীর দিকে চেয়ে দেখুন মহারাজ!—সেই এক নাম লেখা; সে নাম ঈশ্বর। মানুষ তাকে পরমব্রহ্ম, আল্লা, জিহোভা, এই সব ভিন্ন নাম দিয়ে পরস্পরকে অবজ্ঞা কচ্ছে, হিংসা কচ্ছে, বিবাদ কচ্ছে! মানুষ এক; পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন মানুষ জন্মেছে বলে' তা'রা ভিন্ন নয়। শক্ত সিংহও মানুষ, দৌলৎ উন্নিসাও মানুষ। প্রভেদ কি?

আকবর। প্রভেদ এই যে, দৌলৎ মুসলমান, আর শক্ত সিংহ কাফের। প্রভেদ এই যে, দৌলৎ উন্নিসা ভারতসম্রাট্ আকবরের ভাগিনেয়ী, আর শক্ত সিংহ গৃহহীন, প্রতাড়িত পথের কুক্কুর।

মেহের। শক্ত সিংহ মেবারের রাণা উদয় সিংহের পুত্র!

আকবর। শক্ত সিংহ যদি মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী হ'ত, এ বিবাহে আমার বিশেষ আপত্তি ছিল না। কিন্তু শক্ত বিধর্ম্মী।

মেহের। স্তব্ধ হউন সম্রাট্। জানেন, আমার মাতা—সম্রাজ্ঞী এই হিন্দু মনে থাকে যেন।

আকবর। সম্রাজ্ঞী হিন্দু! কিন্তু সম্রাট হিন্দু নয় মেহের! সে সম্রাজ্ঞী আমার কে?

মেহের। সে সম্রাজ্ঞী আপনার স্ত্রী।

আকবর। স্ত্রী! সে রকম আমার একশটা স্ত্রী আছে। স্ত্রী প্রয়োজনের পদার্থ, বিলাসের সামগ্রী; সম্মানের বস্তু নহে।

মেহের। কি! সত্যই কি ভারতসম্রাট রাজাধিরাজ স্বয়ং আকবরের মুখে এই কথা শুন্‌লাম? 'স্ত্রী বিলাসের সামগ্রী, স্ত্রী প্রয়োজনের পদার্থ! সম্মানের বস্তু নহে!' সম্রাট জানেন কি যে এই 'স্ত্রী'ও মানুষ, তারও আপনার মত হৃদয় আছে, আর সে হৃদয় আপনারই হৃদয়ের মত

অনুভব করে?—স্ত্রী বিলাসের সামগ্রী! আমি মায়ের কাছে শুনেছি যে, হিন্দুশাস্ত্রে এই স্ত্রী সহধর্ম্মিনী, এই নারীজাতির যেখানে পূজা হয় সেখানে দেবতারা প্রসন্ন হন। নারীও সমান বল্‌তে পারে যে স্বামী প্রয়োজনের সামগ্রী, বিলাসের বস্তু! সে তা বলে না, কারণ তা'র হৃদয় মহৎ; সে তা বলে না, কারণ স্বামীর সুখেই তার সুখ, স্বামীর কাজেই তা'র আত্মোৎসর্গ।—হা রে অধম পুরুষ-জাত! তোমরা এমনই নীচ, এতই অধম, যে, নারী দুর্ব্বল বলে' তার উপর এই অবিচার, এই অত্যাচার কর; আর তোমাদের লালসামিশ্রিত ঘৃণায় তাদের দুর্ব্বহ জীবনকে আরও দুর্ব্বহ কর!

আকবর। মেহের উন্নিসা! আকবর তাঁর কন্যার সঙ্গে শাস্ত্রালাপ করেন না; বিচার করেন না। তিনি কন্যার কাছে এরূপ উদ্ধত বক্তৃতা, এরূপ অসহনীয় আস্পর্দ্ধা, এরূপ পিতৃদ্রোহিতা প্রত্যাশা করেন না! তোমার ও সেলিমের কাজ হচ্ছে—কোন প্রশ্ন না করে' আমার আজ্ঞা পালন করা। মনে থাকে যেন।—

আকবর এই বলিয়া বিরক্তিভরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন
মেহের ক্রুদ্ধদৃঢ়স্বরে কহিলেন

"সম্রাট্, আমার কর্ত্তব্য কি, তা আমি জানি। আমার কর্ত্তব্য এই যে, যে পিতা আমার মাতাকে সম্মান করেন না, বাঁদির মত, প্রয়োজন বা বিলাসের সামগ্রী মাত্র বলে' বিবেচনা করেন, আমার কর্ত্তব্য সে পিতার আশ্রয় পরিত্যাগ করা। হোন্ তিনি দিল্লীশ্বর, হোন্ তিনি পিতা।—এস তবে কঙ্কালসার দারিদ্র্য! এস তবে উন্মুক্ত আকাশ, এস শীতের প্রখর বায়ু, এস জনশূন্য নিবিড় অরণ্য! তোমাদের ক্রোড়ে আজি আশ্রয়হীনা মেহেরকে স্থান দেও। আজ আমি আর সম্রাট-কন্যা নহি। আমি পথের ভিখারিণী। সেও শ্রেয়ঃ। এ হেন রাজকন্যা হওয়ার চেয়ে সেও শ্রেয়ঃ।"

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—আগ্রায় মানসিংহের ভবন। কাল—সন্ধ্যা। মানসিংহ একাকী কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতেছিলেন

মানসিংহ। পিতা রেবাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন বোধ হয় তা'র বিবাহের জন্য। আর বোধ হয় তাঁর ইচ্ছা যে সে বিবাহ মোগল পরিবারেই হয়। উঃ! আমরা কি অধোগামীই হয়েছি? ভেবেছিলাম যে মেবারের পবিত্র বংশগরিমায় এ কলঙ্ক ধৌত করে' নেবো। কিন্তু সে আশা নির্ম্মূল হয়েছে।—প্রতাপ সিংহ! তোমার দম্ভ চূর্ণ কর্ব্ব। আমরা বংশগরিমা

হারায়েছি! তুমি সর্ব্বস্ব খুইয়ে তা বজায় রেখেছ। কিন্তু দেখ্‌বো তোমার উচ্চ শিরকে আমাদের সঙ্গে একদিন সমভূমি কর্ত্তে পারি কি না? তোমাকে বন হতে বনে বিতাড়িত কর্ব্ব। তোমার মাথার উপর আকাশ ভিন্ন আর অন্য ছাউনি রাখ্‌বো না।

এই সময়ে সশস্ত্র সেলিম কক্ষমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন
মানসিংহ সাশ্চর্য্যে কহিলেন

"যুবরাজ সেলিম! অসময়ে!—বন্দেগি যুবরাজ!"

সেলিম। মানসিংহ! আমি তোমার কোন প্রিয়কার্য্য সাধনের জন্য আসি নাই। আমি প্রতিশোধ নিতে এসেছি।

মান। প্রতিশোধ?

সেলিম। হাঁ মানসিংহ, প্রতিশোধ!

মান। কিসের?

সেলিম। তোমার অসহনীয় দম্ভের। মামুদ!

কক্ষে মামুদ প্রবেশ করিল

সেলিম তাহার কাছ হইতে অস্ত্র লইয়া মানসিংহকে কহিলেন

"এই দুইখানি তরবারি—যেখানি ইচ্ছা বেছে লও।"

মান। যুবরাজ আপনার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে। আপনি দিল্লীশ্বরের পুত্র। আমি তাঁর সেনাপতি। আপনার সহিত যুদ্ধ কর্ব্ব!

সেলিম। হাঁ যুদ্ধ কর্ব্বে! তুমি সম্রাটের শ্যালক ভগবানদাসের পুত্র! তোমার পিতার সঙ্গে তাঁর মধুর সম্পর্ক, আমার নয়। তুমি সম্রাটের অজেয় সেনাপতি। সম্রাট তোমার দম্ভ সইতে পারেন, আমি সইব না!—নেও, বেছে নেও।

মান। যুবরাজ, স্বীকার করি, আপনি আমার বিশেষ প্রিয়পাত্র নহেন। তথাপি আপনি যুবরাজ, আপনার গায়ে অস্ত্রাঘাত কর্ব্ব না—যখন সম্রাটের নেমক খেয়েছি।

সেলিম। ভীরুতার ওজোর!—ছাড়্‌বো না! মানসিংহ অস্ত্র নেও। আজ এখানে স্থির হয়ে যাবে যে কে বড়—মানসিংহ না সেলিম।

মান। ক্ষান্ত হোন্‌ যুবরাজ সেলিম! শুনুন।

সেলিম। বৃথা যুক্তি। অস্ত্র নেও। আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কোন কথা শুন্‌বো না। নেও অস্ত্র!—

এই বলিয়া মানসিংহের হস্তে তরবারি প্রদান করিলেন

মানসিংহ অগত্যা তরবারি লইয়া কহিলেন

"যুবরাজ, আপনি কি ক্ষিপ্ত হয়েছেন?"

সেলিম। হাঁ, ক্ষিপ্ত হয়েছি, মহারাজ মানসিংহ—

এই বলিয়া সেলিম মানসিংহকে আক্রমণ করিলেন। মানসিংহ স্বীয় শরীর রক্ষা করিতে লাগিলেন

মানসিংহ। ক্ষান্ত হোন্।

"রক্ষা নাই।"

এই বলিয়া সেলিম পুনর্ব্বার আক্রমণ করিলেন

মানসিংহ চরণে আঘাত পাইয়া ধৈর্য্য হারাইলেন ; গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন

"তবে তাই হোক্! যুবরাজ আপনাকে রক্ষা করুন।"

এই বলিয়া মানসিংহ সেলিমকে আক্রমণ করিলেন, ও সেলিম আহত হইয়া পশ্চাৎপদ হইলেন

মানসিংহ। এখনও ক্ষান্ত হোন্! নহিলে মুহূর্ত্তমধ্যে আপনার শির আমার পায়ের তলে লোটাবে।

"স্পর্দ্ধা—"

এই বলিয়া সেলিম মানসিংহকে পুনর্ব্বার আক্রমণ করিলেন

এই সময় আলুলায়িতকেশা স্রস্তবসনা রেবা সহসা কক্ষে প্রবেশ করিয়া উভয়ের মধ্যে অবস্থিত হইয়া হস্তোত্তোলন করিয়া কহিলেন

"অস্ত্র রাখুন! এ পরিবারভবন, যুদ্ধাঙ্গন নয়।"

সেলিম এই রূপজ্যোতিতে যেন ক্লিষ্টদৃষ্ট হইয়া মুহূর্ত্তের জন্য বামহস্তে চক্ষু ঢাকিলেন ; তাহার দক্ষিণ হস্ত হইতে তরবারি স্খলিত হইয়া ভূতলে পড়িল। যখন চক্ষু খুলিলেন, তখন সে জ্যোতি অন্তর্হিত হইয়াছে। তিনি অর্দ্ধ উচ্চারিত স্বরে কহিলেন

"কে ইনি?—দেবী না মানবী?"

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—উদিপুর কাননস্থ পর্ব্বতগুহার বহির্ভাগ। কাল—সন্ধ্যা।

প্রতাপ সিংহ একাকী দণ্ডায়মান ছিলেন

প্রতাপ। কমলমীর হারিয়েছি! ধুর্ম্মেটী আর গোগুণ্ডা দুর্গ শত্রুহস্তগত। উদিপুর মহাবৎ খাঁর করায়ত্ত। এ সব হারিয়েছি! এ দুঃখ সহ্য হয়! ঘটনাচক্রে হারিয়েছি, আবার ঘটনাচক্রে ফিরে পেতে পারি! কিন্তু মানঃ আর রোহিদাস। তোমাদের যে সেই হল্‌দিঘাট যুদ্ধে হারিয়েছি, তোমাদের আর ফিরে পাবো না।

ধীরে ধীরে ইরা পিতৃসমীপে উপস্থিত হইলেন

প্রতাপ। ইরা! খাওয়া হয়েছে?

ইরা। হাঁ বাবা, আমি খেয়েছি।—বাবা! এ কোন জায়গা?

প্রতাপ। উদিপুরের জঙ্গল।

ইরা। বড় সুন্দর জায়গা! পাহাড়টি কি ধূম্র, কি শুব্ধ, কি সুন্দর।—

খাদ্য লইয়া লক্ষ্মী প্রবেশ করিলেন

প্রতাপ। ছেলেপিলেদের খাওয়া হয়েছে?

লক্ষ্মী। হয়েছে। এই তোমার খাবার এনেছি, খাও।

প্রতাপ। আমি খাবো? খাবো কি লক্ষ্মী, আমার ক্ষুধা নাই।

লক্ষ্মী। না, ক্ষুধা আছে! সমস্ত দিন খাওনি!

ইরা। খাও বাবা, নইলে অসুখ কর্ব্বে।

প্রতাপ। আচ্ছা খাচ্ছি।—রাখো।

লক্ষ্মী খাদ্য প্রতাপসিংহের সম্মুখে রাখিলেন। পরে কহিলেন

"আমি ছেলেপিলেদের শোবার আয়োজন করিগে।"

এই বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন

প্রতাপ সেই ফলমূল আহার করিয়া আচমন করিলেন: পরে কহিলেন

"এই ত রাজপুতের জীবন। সমস্ত দিন অনাহারের পর এই সন্ধ্যায় ফলমূল ভক্ষণ। সমস্ত দিন কঠোর শ্রমের পর এই ভূমিশয্যা। এই ত রাজপুতের জীবন। দেশের জন্য পর্ণপত্রে এই ফলমূল স্বর্গসুধার চেয়েও মধুর। মায়ের জন্য এ ধূলিশয়ন কুসুমের শয্যার চেয়েও কোমল।

এই সময়ে ভীল-সর্দ্দার মাহু আসিয়া রাণাকে অভিবাদন করিল

প্রতাপ। কে? মাহু?

মাহু। হাঁ রাণা! হামি আছি, হামি আপনার আসার কথা শুনে পা দুখানি দেখতে এলাম!

প্রতাপ। মাহু! ভক্ত ভীল-সর্দ্দার!

ইরা। মাহু! ভাল আছ?

মাহু। এই যে বহিন্ হামার! বহিন্ যে আরো কাহিল হয়ে গিয়েছে।

প্রতাপ। বেঁচে আছে এই আশ্চর্য্য মাহু!—এ রুগ্ন শরীর, তার উপরে সেবার কথা দূরে থাকুক, বাসস্থান নাই, সময়ে আহার নাই। এই সমস্ত দিনের পরে এখন খান দুই রুটি খেলে!

মাহু। মরে' যাবে বহিন্ মরে' যাবে। বড় কাহিল আছে। এ রকম কল্লে' বাঁচবে না।

প্রতাপ। কি কর্ব্ব মাহু! বিঠুর জঙ্গলে খাবার উদ্যোগ করেছি, এমন সময় পাঁচ হাজার মোগল-সৈন্য ঘেরাও কল্লে'। আমি দু'শ অনুচর সঙ্গে করে, পার্ব্বত্য পথে এই দশ ক্রোশ হেঁটে এসেছি। এদের ডুলি করে এনেছি!

মাহু হতাশব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গী করিল

মাহু। এক খবর আছে রাণা!

প্রতাপ। কি?

মাহু। ফরিদ খাঁর সেপাহী সব রায়গড়ে গিয়াছে। এখানে তাঁর এক হাজার সেপাহী আছে।

প্রতাপ। ফরিদ খাঁ—কোথায় সে?

মাহু। এখানে। আজ তার জন্মদিন। ভারি ধুম হবে। আজ তাকে ঘেরাও করা যায়।

প্রতাপ। কিন্তু আমার এখানে একশ'এর বেশী সৈন্য নাই।

মাহু। হামার হাজারো ভীল আছে। তা'রা রাণার জন্য প্রাণ দেবে বাবা।

প্রতাপ। তবে যাও, তাদের প্রস্তুর হ'তে হুকুম দাও। আজ রাতে তার শিবির আক্রমণ কর্ব্ব।—যাও, শীঘ্র যাও, শীঘ্র যাও।

মাহু। যে আজ্ঞা, তা'রা রাণার জন্য প্রাণ দেবে বাবা। প্রণাম হই রাণা। বহিন্ শরীরের যতন করিস্। নৈলে বাঁচ্‌বি না! মরে যাবি।

এই বলিয়া মাহু চলিয়া গেল

প্রতাপ। ভক্ত ভীল-সর্দ্দার! তোমার মত বন্ধু জগতে দুর্লভ। এই দুর্দ্দিনে তুমি আমাকে তোমার ভীল-সৈন্য দিয়ে দেবতার বরের মত ঘিরে আছো।

ইরা। (অতি মৃদুস্বরে ডাকিলেন)—"বাবা!

প্রতাপ। কি মা!

ইরা। এই যুদ্ধ-বিগ্রহ কেন? এ সংসারে আমরা ক'দিনের জন্য এসেছি? এ সংসারে এসে পরস্পরকে ভালবেসে, পরস্পরের দুঃখের লাঘব করে' এ দুদিন না কাটিয়ে, বিবাদ করে' দুঃখ বাড়াই কেন বাবা?

প্রতাপ। ইরা! যদি আমরা শুদ্ধ পরস্পরকে ভালবেসে এ জীবন কাটিয়ে দিতে পার্ত্তাম, তা' হলে এ পৃথিবী স্বর্গ হোত।

ইরা। স্বর্গ কোথায়!—স্বর্গ আকাশে? না বাবা, এ পৃথিবীই একদিন সে স্বর্গ হবে। যে দিন এ বিশ্বময় কেবল পরোপকার, প্রীতি, ভক্তি বিরাজ কর্ব্বে, সেদিন অসীম প্রেমের জ্যোতিঃ নিখিলময় ছড়িয়ে পড়বে, যেদিন স্বার্থত্যাগেই স্বার্থলাভ হবে—সেই স্বর্গ।

প্রতাপ। সে দিন অনেক দূরে ইরা!

ইরা। আমরা যতদূর পারি তাকে এগিয়ে নিয়ে না এসে, এই রক্তস্রোত বইয়ে তাকে পিছিয়ে দিই কেন?

এই সময়ে বালকবেশিনী মেহের উন্নিসাকে লইয়া অমর সিংহ প্রবেশ করিলেন

প্রতাপ। কে? অমর সিংহ?—এ কে?

অমর। এ বলে মহারাজা মানসিংহের চর। কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না।

মেহের একদৃষ্টে প্রতাপ সিংহকে দেখিতেছিলেন

প্রতাপ। বালক! তুমি মানসিংহের চর?

মেহের। আপনি রাণা প্রতাপ?—এই কুটীর আপনার বাসস্থান? এই ফলমূল আপনার ভক্ষ্য? এই তৃণ আপনার শয্যা?

প্রতাপ। হাঁ, আমি রাণা প্রতাপ! তুমি কে? সত্য কহ।

মেহের। মিথ্যা বল্‌বো না। কিন্তু সত্য বল্‌তে ভয় হয়; পাছে আপনি শুনে আমাকে পরিত্যাগ করেন।

প্রতাপ। পাছে তোমাকে পরিত্যাগ করি?

মেহের। আপনি রাজপুতকুলের প্রদীপ। আপনি মনুষ্যজাতির গৌরব। আমি আপনার বিষয় অনেক শুনেছি। অনেক কথা বিশ্বাস করেছি, অনেক কথা বিশ্বাস করিনি। কিন্তু আজ যা প্রত্যক্ষ দেখ্‌ছি, তা অদ্ভুত, কল্পনার অতীত, মহিমাময়। রাণা, আমি মানসিংহের চর নহি—

বলিতে বলিতে ভক্তিতে, বিস্ময়ে, আনন্দে, মেহেরের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল

প্রতাপ। তবে?

মেহের। আমি নারী।

প্রতাপ। নারী? এ বেশে! এখানে!

মেহের। এসেছিলাম অন্য উদ্দেশ্যে; কিন্তু এখন আমার ইচ্ছা যে আপনার পরিবারের সেবা করি।

প্রতাপ। বালিকা—তুমি কে তা এখনও বল নাই।

মেহের। স্ত্রীলোকের নাম জান্‌বার প্রয়োজন কি?

প্রতাপ। তোমার পিতার নাম?

মেহের। আমার পিতা আপনার পরম শত্রু।—প্রতিজ্ঞা করুন যে পিতার নাম শুন্‌লে আপনি আমাকে পরিত্যাগ কর্ব্বেন না। আমি আপনার আশ্রয় নিয়েছি।

প্রতাপ। আশ্রিতকে পরিত্যাগ করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে।—আমি ক্ষত্রিয়।

মেহের। আমার পিতা—

প্রতাপ। বল—তোমার পিতা—

মেহের। আমার পিতা—আপনার পরম শত্রু—আকবর সাহ।

প্রতাপ স্তম্ভিত হইয়া ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। পরে মেহেরের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি স্থাপন করিয়া প্রশ্ন করিলেন

"সত্য কথা! না প্রতারণা!"

মেহের। প্রতারণা জীবনে শিখি নাই রাণা।

প্রতাপ। আকবর সাহার কন্যা আমার শিবিরে কি জন্য!—অসম্ভব!

মেহের। কিন্তু সত্য কথা রাণা।—আমি পালিয়ে এসেছি।

প্রতাপ। কি জন্য?

মেহের। বিস্তারিত বল্‌ছি এখনই—

ইরা। মেহের না?—হাঁ, চিনেছি।

প্রতাপ। কি! ইরা, এঁকে চেনো?

ইরা। হাঁ, চিনি বাবা। ইনি আকবর সাহার কন্যা মেহের উন্নিসা!

প্রতাপ। এঁর সঙ্গে তোমার কোথায় সাক্ষাৎ হয়েছিল?

ইরা। হল্‌দিঘাট সমরক্ষেত্রে।

প্রতাপ বিস্মিত হইলেন। পরে উঠিয়া কহিলেন

"মেহের উন্নিসা! তুমি আমার শত্রুকন্যা। কিন্তু তুমি আমার আশ্রয় নিয়েছো। যদিও সম্প্রতি আমার আশ্রয় দিবার অবস্থা নয়—আমি নিজেই নিরাশ্রয়; তবুও তোমাকে পরিত্যাগ কর্ব্ব না! এস মা, গুহার ভিতরে লক্ষ্মীর কাছে চল!"

অতঃপর সকলে গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—ফিনশরার দুর্গ। কাল—দ্বিপ্রহর দিবা। শক্ত সিংহ একাকী উদ্যানে বিচরণ করিতেছিলেন

শক্ত। সেলিম! আমি এতদিন চুপ করে' এই দুর্গে বসে' আছি বলে' মনে কোরো না যে, আমি তোমার পদাঘাতের প্রতিশোধ নিতে ভুলে গিয়েছি। আগ্রা হতে পথে আস্‌তে কতিপয় রাজপুত সৈন্য সংগ্রহ করে', এই ফিনশরার দুর্গ দখল করেছি। কিন্তু তা ক'রেই নিশ্চিন্ত নাই। প্রতিশোধের একটা সুযোগ খুঁজছি মাত্র। এর জন্য কত নিরীহ বেচারীকে হত্যা করেছি, আরো কত হত্যা কর্ত্তে হবে, কে জানে!—অন্যায় কচ্ছি? কিচ্ছু না। শ্রীরামচন্দ্র সীতার উদ্ধারের জন্য সহস্র সহস্র নিরীহ স্বদেশবৎসল রাজভক্ত রাক্ষস হত্যা করেন নি? কিছু অন্যায় কর্চ্ছি না।

জনৈক দূত প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল

শক্ত। সংবাদ পেয়েছো দূত?

দূত। হাঁ। রাণা এখন বিঠুর জঙ্গলে। আর মানসিংহের কমলমীর জ্বালিয়ে দেওয়ার সংবাদ সত্য।

শক্ত। উত্তম! কাল রওনা হব!—দুর্গাধ্যক্ষকে এখানে পাঠাও! মানসিংহ! এর প্রতিশোধ নেবো।—এই যে দৌলত উন্নিসা।

সসঙ্কোচে দৌলত উন্নিসা প্রবেশ করিলেন

শক্ত দৌলতকে নীরব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

"কি চাও দৌলত?"

দৌলত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া কহিলেন

"সুশীতল ছায়া।"

শক্ত। হাঁ, সুশীতল ছায়া।—আর কিছু কি বক্তব্য আছে দৌলৎ? —নীরব রৈলে যে!

দৌলৎ। নাথ—

এই বলিয়া দৌলত উন্নিসা পুনরায় স্তব্ধ হইলেন

শক্ত। হাঁ 'নাথ'! তার পর?—আচ্ছা দৌলৎ!—এই দুপুর রৌদ্রে 'নাথ, প্রাণেশ্বর' এই সম্বোধনগুলো কি রকম বেখাপ্পা ঠেকে না? প্রণয়ের প্রথম অধ্যায়ে ঐ বিশেষ্যগুলো একরকম চলে' যায়। কিন্তু বৎসরাধিক কাল পরে দিবা দ্বিপ্রহরে 'নাথ, প্রাণেশ্বর' এই শব্দগুলো কি একটা উত্তপ্ত রন্ধনশালায় পাচকের মল্লার রাগিণী ভাঁজার মত ঠেকে না?

দৌলৎ। নাথ! পুরুষের পক্ষে কি, জানি না। কিন্তু রমণীর প্রেম চিরদিনই সমান।

শক্ত। অর্থাৎ পুরুষের লালসা তৃপ্ত হয়। রমণীর লালসা তৃপ্ত হয় না। এই ত!

দৌলৎ। স্বামী স্ত্রীর কি এই সম্বন্ধ প্রভু?

শক্ত। পুরুষ নারীর এই ত সম্বন্ধ। পুরোহিতের গোটা দুই অনুস্বার বিসর্গ উচ্চারণে তার বিশেষত্ব বাড়ে না।—আর আমাদের সেটুকুও হয় নাই। সমাজতঃ তুমি আমার স্ত্রী নও, প্রণয়িনী মাত্র।

দৌলত উন্নিসার কর্ণমূল পর্য্যন্ত আরক্তিম হইল, তিনি কহিলেন

"প্রভু!"

শক্ত। এখন যাও দৌলৎ! নারীর অধরসুধাপান ভিন্ন পুরুষের আরো দুই চারিটা কাজ আছে।

দৌলৎ উন্নিসা ধীরে আনত মুখে প্রস্থান করিলেন। দৌলত দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে শক্ত কহিলেন

এই ত নারী। নেহাৎ অসার।—নেহাৎ কদাকার। আমরা লালসায় মাত্র তা'কে সুন্দর দেখি। শুদ্ধ নারী কেন, মনুষ্যই কি জঘন্য জানোয়ার! এমন অতি অল্প জন্তু আছে যে নগ্ন মনুষ্যের চেয়ে সুন্দর নয়! মনুষ্যশরীর এমনি জঘন্য যে, স্বীয় পুষ্টির জন্য নের যত সুন্দর, সুস্বাদু, সুগন্ধ জিনিস, আর—(ওষ্ঠদ্বয় নিষ্পীড়িত করিয়া কহিলেন) আর বাহির করে কি বীভৎস ব্যাপার! শরীরের ঘামটা পর্য্যন্তও দুর্গন্ধ। আর এই শরীর স্বয়ং মৃত্যুর পরে তাঁকে দুদিন গৃহে রাখ্‌লে, মন্দার সৌরভ ছড়াতে থাকেন।"

দুর্গাধ্যক্ষ প্রবেশ করিয়া কহিলেন

"মহাশয়! কাল যাচ্ছেন?"

শক্ত। হাঁ প্রত্যূষে। হাজার সৈন্য এখানে তোমার অধীনে রৈল। —আর দেখ, আমার এই পত্নীর অস্তিত্ব যেন বাহিরে প্রকাশ না হয়।

দুর্গাধ্যক্ষ। যে আজ্ঞা।

শক্ত। যাও।

দুর্গাধ্যক্ষ চলিয়া গেলে শক্ত কহিলেন

সেলিম! আকবর! মোগল-সাম্রাজ্য! তোমাদের একসঙ্গে দলিত, চূর্ণ, নিষ্পিষ্ট কর্ব্ব—

এই বলিয়া সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—খুসরোজ মেলার আভ্যন্তরীণ দৃশ্য। কাল—সন্ধ্যা। রেবা একাকিনী মালার গুচ্ছ সম্মুখে রাখিয়া দণ্ডায়মানা। বিবিধবেশধারিণী রমণীগণ সেখান দিয়া যাতায়াত করিতেছিল। তিনি মেঝের উপর বাম-কফোনি এবং বাম করতলে গণ্ডস্থল রাখিয়া উক্ত দৃশ্য দেখিতেছিলেন। এমন সময় একজন মহার্ঘ্যভূষাভূষিতা ললনা আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন

"এখানে কি বিক্রয় হয়?"

রেবা। ফুলের মালা।

আগন্তুক। দেখি এক ছড়া। এ কি ফুল?

রেবা। অপরাজিতা।

আগন্তুক। নামটি অনেকখানি; কিন্তু মালাটি ছোট। কত দাম?

রেবা। পঞ্চ স্বর্ণমুদ্রা

আগন্তুক। এই নেও মুদ্রা! দাও মালাগাছটি। সম্রাটের গলায় পরিয়ে দেবো—

বলিয়া মালা লইয়া প্রস্থান করিলেন

রেবা। ইনি ত সম্রাজ্ঞী! কৈ সম্রাটকে দেখ্‌লাম না ত।

এই সময় অন্তরূপবেশধারিণী অপর এক মহিলা আসিয়া রেবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন

"এখানে ফুলের মালা বিক্রয় হয়?"

রেবা। হাঁ, বিক্রয় হয়।

২য় আগন্তুক। দেখি—(বলিয়া দেখিতে লাগিলেন। পরে একগাছি মালা লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন) এ মালা গাছটি কি ফুলের?

রেবা। কদম্ব।

২য় আগন্তুক। এই নেও দাম—

বলিয়া মালা লইয়া প্রস্থান করিলেন

রেবা। কি আশ্চর্য্য মেলা! এমন জিনিস নাই যা এখানে নাই। কাশ্মীরি শাল, জয়পুরের স্ফটিকপাত্র, চীনের মৃৎপুত্তলি, তুর্কীর কার্পেট, সিংহলের শঙ্খ—কি নাই?—এরূপ মেলা দেখিনি!

মালা গলায় সম্রাট্‌ প্রবেশ করিলেন

আকবর। এ মালা গাঁথা কার হস্তের?

রেবা। আমার হস্তের।

আকবর। তুমি কি মহারাজা মানসিংহের ভগিনী?

রেবা। হাঁ।

আকবর। (স্বগত কহিলেন) সেলিমের উন্মত্ত অনুরাগের কারণ বুঝ্‌তে পাচ্ছি। ভারতের ভাবী সম্রাজ্ঞী হবার উপযুক্ত বটে। (পরে রেবাকে কহিলেন) তোমার আর মালাগুলি দেখি (বলিয়া দেখিতে লাগিলেন) এ সমস্ত মালার দাম কত?

রেবা। সহস্র স্বর্ণমুদ্রা।

আকবর। এই নাও দাম। আমি সবগুলিই ক্রয় কর্ল্লাম—

বলিয়া মূল্য প্রদান ও মালা গ্রহণ করিলেন

রেবা। আপনি সম্রাট্ আকবর?

আকবর। যথার্থ অনুমান করেছো— এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন

দৃশ্যান্তর। (১)

স্থান—খুসরোজ মেলার আভ্যন্তরীণ প্রান্তর। কাল—রাত্রি। নৃত্যগীত।

খাম্বাজ—একতালা

একি, দীপমালা পরি' হাসিছে রূপসী এ মহানগরী সাজি'
একি নিশীথ পবনে ভবনে ভবনে, বাঁশরি উঠিছে বাজি'।
একি, কুসুমগন্ধ সমুচ্ছ্বসিত তোরণে, স্তম্ভে, প্রাঙ্গণে,
একি রূপতরঙ্গ প্রাসাদের তটে উছলিয়া যায় আজি।
গায়—"জয় জয় মোগলরাজ ভারতভূপতি জয়"
দক্ষিণে নীল ফেনিল সিন্ধু, উত্তরে হিমালয়,
আজ, তার গৌরব পরিকীর্ত্তিত নগরে নগরে—ভুবনে ;
আজ, তার গৌরবে সমুদ্ভাসিত গগনে তারকারাজি।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—পৃথ্বীরাজের অন্তঃপুর কক্ষ। কাল—রাত্রি। পৃথ্বীরাজ কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলেন

পৃথ্বী। ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা, বৈকুণ্ঠে শ্রীপতি,
কৈলাসে মহেশ, স্বর্গে শচীপতি,
সমবীর্য্য ভূমণ্ডলে মহীপতি
ভারত সম্রাট্ আকবর সাহা।

এই শেষটা খাপ্ খাচ্ছে না। আকবর কথাটা যদি তিন অক্ষরের হ'ত শুন্তে হ'ত ঠিক! কিন্তু—

এমন সময়ে যোশী আসিয়া প্রবেশ করিলেন

পৃথ্বী। যোশী! খুসরোজ থেকে আস্‌ছো!

যোশী। হাঁ, প্রভু, খুসরোজ থেকে আসছি!

পৃথ্বী। কি রকম দেখ্‌লে! কি বিপুল আয়োজন!—কি বিরাট সমারোহ!—বলেছিলাম না! তা হবে না—আকবর সাহার খুসরোজ—

ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা, বৈকুণ্ঠে শ্রীপতি,
কৈলাসে মহেশ, স্বর্গে শচীপতি
সমবীর্য্য ভূমণ্ডলে মহীপতি
সম্রাট্ পাতসাহ আকবর সাহা।

যোশী। ধিক্ স্বামী! এই কবিতা আবৃত্তি ক'র্ত্তে লজ্জায় তোমার ক্ষত্রিয়-শির নুয়ে পড়্‌ছে না? গণ্ড আরক্তিম হ'চ্ছে না? রসনা সঙ্কুচিত হচ্ছে না? এই নীচ স্তুতি, এই তোষামোদ, এই জঘন্য মিথ্যাবাদ—

পৃথ্বী। কেন যোশী! আকবর সাহা এই স্তুতির যোগ্য ব্যক্তি। যিনি স্বীয় বাহুবলে কাবুল হ'তে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত এই বিরাট রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্‌; যিনি হিন্দু মুসলমান জাতিকে একসূত্রে বেঁধেছেন—

যোশী। যিনি হিন্দুরাজবধূকে আপনার উপভোগ্যবস্তুমাত্র বিবেচনা করেন;—বলে' যাও।

পৃথ্বী। তুমি আকবরকে দেখনি তাই বল্‌ছ।

যোশী। দেখেছি প্রভু! আজ দেখেছি। আর এই ছুরি যদি আমার সহায় না থাক্‌তো, তা হ'লে তোমার স্ত্রী এতক্ষণ আকবরের সহস্রাধিক বারাঙ্গনার অন্যতম হোত।

পৃথ্বী। কি বল্‌ছো যোশী!

যোশী। কি বল্‌ছি?—প্রভু! তুমি যদি ক্ষত্রিয় হও, যদি মানুষ হও, যদি এতটুকু পৌরুষ তোমার থাকে, তবে এর প্রতিশোধ নেও! নহিলে আমি মনে কর্ব্ব আমার স্বামী নাই—আমি বিধবা। নহিলে তোমার স্বত্ব নাই, যে স্বত্বে পত্নীভাবে আমাকে স্পর্শ কর।—কি বলবো প্রভু! এই সমস্ত কুলাঙ্গার, ভীরু, প্রাণভয়ে সশঙ্কিত হিন্দুদের দেখে পুরুষজাতির উপর ধিক্কার জন্মে; ঘৃণা হয়; ইচ্ছা হয় যে আমরা নিজের রক্ষার্থে নিজেই তরবারি ধরি।—হায়, এক অস্পৃশ্য যবন এসে কামালিঙ্গনের প্রয়াসে তোমার স্ত্রীর হাত ধরে! আর তুমি এখনো তাই দাঁড়িয়ে প্রশান্তভাবে শুন্‌ছো?

পৃথ্বী। এ সত্য কথা যোশী?

যোশী। সত্য কথা! কুলাঙ্গনা কখন মিথ্যে ক'রে নিজের কলঙ্কের কথা রটনা করে? যাও, তোমার ভ্রাতৃবধূর নিকট শোনগে যাও,—আরও শুনবে। যে সতীত্ব হারিয়ে, ধর্ম্ম হারিয়ে, সম্রাট-দত্ত অলঙ্কার বাজাতে বাজাতে ঘরে ফিরে এল, আর সেই কুলটাকে তোমার ভাই রায় সিং প্রশান্তভাবে নিজের বাড়ীতে বধূ ব'লে পুনর্ব্বার গ্রহণ কর্ল্লেন। আর্য্য-জাতির কি এতদূর অধোগতি হয়েছে যে রজতের জন্য স্ত্রীকে বিক্রয় করে? ধিক—

এই বলিয়া চলিয়া গেলেন

পৃথ্বী। কি শুনছি! এ সত্য কথা! কিছুই বুঝে উঠতে পার্চ্ছিনে। এখন কি করি?—কি আর কর্ব্ব? আকবর সাহা সর্ব্বশক্তিমান্‌। কি আর ক'র্ব্ব! উপায় নাই!

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—গিরিগুহা। কাল—সন্ধ্যা। ইরা রুগ্নশয্যায়। নিকটে মেহের উন্নিসা বসিয়াছিলেন

ইরা। মেহের!

মেহের। দিদি!

ইরা। মা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বাহিরে গেল কেন?—আমি মর্ত্তে যাচ্ছি বলে'?

মেহের। বালাই! ও কথা বল্‌তে' নেই ইরা!

ইরা। ও কথা বল্‌তে নেই কেন মেহের? পৃথিবীতে এর চেয়ে কি সত্য কথা আছে?—এ জীবন ক'দিনের জন্য? কিন্তু মরণ চিরদিনের। মরণ-সমুদ্রে জীবন ঢেউয়ের মত ক্ষণেকের জন্য স্পন্দিত হয় মাত্র! পরে সব স্থির। জীবন মায়া হতে পারে, কিন্তু মরণ ধ্রুব। চিরদিনের অসাড় নিদ্রার মধ্যে জীবন উত্ত্যক্ত মস্তিষ্কের স্বপ্নের মত আসে, স্বপ্নের মত চলে' যায়।—মেহের!

মেহের। বোন্‌!

ইরা। তুই মোগল-কন্যা, আমি রাজপুত-কন্যা! তোর বাপ আর আমার বাপ শত্রু। এমন শত্রু যে তাঁরা পরস্পরের মুখদর্শন করা বোধ হয় একটা মহাপাতক বিবেচনা করেন! কিন্তু তুই আমার বন্ধু; এ বন্ধুত্ব যেন অনেক দিনের—এ বন্ধুত্ব যেন পূর্ব্ব-জন্মের। তবু তোর সঙ্গে আলাপ ক'দিনের?—সেই পিতৃব্যের শিবিরে প্রথম দেখা মনে আছে?

মেহের। আছে বোন্‌।

ইরা। তার পর কে যেন স্বপ্নে আমাদের মিলন করিয়ে দিলে। সে স্বপ্ন বড় ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু বড় মধুর। আমার যেন বোধ হয় আমি তোকে ছেড়ে যাচ্ছি, আবার মিল্‌বো! তোর বোধ হয় না?

মেহের। আবাব মিল্‌বো!—কোথায়?

ইরা ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন—"ঐখানে! এখন তা দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌ না; কারণ জীবনের তীব্রালোক তাকে ঢেকে রেখেছে; যেমন সূর্য্যের তীব্র জ্যোতি কোটি জ্যোতিষ্ককে ঢেকে রাখে। যখন এ জ্যোতি নেমে যাবে, তখন সে অপূর্ব্ব জ্যোতির রাজ্য মহাব্যাপ্তির প্রান্ত হতে প্রান্ত পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।—কি সুন্দর সে দৃশ্য!"

মেহের নীরব হইয়া রহিলেন। ইরা আবার কহিতে লাগিলেন

"ঐ যে দেখ্‌ছিস মেহের, ঐ আকাশ—কি নীল, কি গাঢ়, কি সুন্দর!

ঐ সন্ধ্যার সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে, পৃথিবীকে যেন এক তপ্ত স্বর্ণবন্যায় ভাসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে! আকাশের ঐ রঞ্জিত মেঘমালা—কি রঙের খেলা, যেন একটা নীরব রাগিণী। এ সব কি আসল জিনিস দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ মনে করিস ?"

মেহের। তবে কি বোন্ ?

ইরা। এ সব একটা পর্দ্দার উপর আসল সৌন্দর্য্যের প্রতিচ্ছবি মাত্র। সে আদিম সৌন্দর্য্য আছে—এর পিছনে। ঐ আকাশের পিছনে, ঐ সূর্য্যের পিছনে।

মেহের নীরব রহিলেন

ইরা ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে কহিলেন

"ঘুম আসছে! ঘুমাই!"

এই সময় নিঃশব্দ পদসঞ্চারে
প্রতাপ প্রবেশ করিলেন

"ঘুমোচ্ছে ?"

মেহের। হাঁ, এইমাত্র ঘুমিয়ে পড়েছে!

প্রতাপ। মেহের! তুমি যাও বিশ্রাম করগে, আমি বস্‌ছি।

মেহের। না, আমি বসে' থাকি—আপনি সমস্ত দিবসের শ্রান্তির পর বিশ্রাম করুন।

প্রতাপ। না, আমার বিশ্রামের প্রয়োজন নাই।—যখন হবে, তোমাকে আবার ডেকে পাঠাবো।

মেহের। আচ্ছা। উঠিলেন

প্রতাপ। লক্ষ্মী কোথায় ?

মেহের। ছেলেপিলেদের জন্য রুটি বানাচ্ছেন। ডেকে দেব ?

প্রতাপ। কাজ শেষ হলে' একবার আসতে বলো।

মেহের উন্নিসা প্রস্থান করিলেন

প্রতাপ। এই আমার জীবন। তিন দিন একাদিক্রমে বন হ'তে বনান্তরে ফিচ্ছি—মোগলসৈন্যদের হাত এড়াতে। একবেলা আহার হয়নি—খাবার অবসর অভাবে। তার উপর এই রুগ্ন কন্যা আর একাহারী পুত্র কন্যাদের নিয়ে শশব্যস্ত—

এই বলিয়া নিঃশব্দে ইরার পার্শ্বে গিয়া বসিলেন। তিনি কিয়ৎকাল পরেই সহসা নেপথ্যে পুত্রকন্যার রোদনধ্বনি শুনিতে পাইলেন।

প্রতাপ। কাল মোগল-হস্তে বন্দী হতাম। কেবল বিশ্বস্ত ভীল-সর্দ্দারের অনুগ্রহে সে অপমান থেকে রক্ষা পেয়েছি। ভীলসর্দ্দার নিজের প্রাণ দিয়েছে আমাদের প্রাণ বাঁচাতে! এই রকম কত প্রাণ গিয়েছে আমার প্রাণরক্ষার্থে। তাদের স্ত্রীরা অনাথা হয়েছে, পরিবার নিরাশ্রয় হয়েছে, আমার জন্য—আমাকে বাঁচাতে। প্রতিজ্ঞা আর থাকে না; আর রাখ্‌তে পারি না।

এই সময়ে লক্ষ্মী প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

"ইরা ঘুমোচ্ছে ?"

প্রতাপ। হাঁ, ঘুমোচ্ছে। লক্ষ্মী! ছেলেরা কাঁদছিল কেন ?

লক্ষ্মী। তারা খাবার জন্য রুটি সম্মুখে রেখেছে, এমন সময়ে বন্যবিড়াল এসে রুটি কেড়ে নিয়ে গিয়েছে।

প্রতাপ। তবে আজ রাতে উপায় ?

লক্ষ্মী। আমাদের অংশ তাদের দিয়েছি। আমরা একদিন নিরাহারে থাক্‌তে পারি।

প্রতাপ ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে ডাকিলেন

"লক্ষ্মী !"

লক্ষ্মী। প্রভু !

প্রতাপ। লক্ষ্মী! তুমি আমার হাতে পড়ে' অনেক সয়েছো আর সইতে হবে না। এবার আমি ধরা দেবো।

লক্ষ্মী। ধরা দেবে ! কেন নাথ ?

প্রতাপ। আর পারি না। চক্ষের সাম্‌নে তোমাদের এ কষ্ট দেখ্‌তে পারি না। আর কতকাল এই শৃগালের মত বন হতে বনে প্রতাড়িত হব! আহার নাই! নিদ্রা নাই! বাসস্থান নাই! আমি সব সহ্য কর্ত্তে পারি! কিন্তু তুমি !—

লক্ষ্মী। আমি!—নাথ! তোমার আজ্ঞা পালন করে'ই আমার আনন্দ।

প্রতাপ। সহ্য করারও একটা সীমা আছে। আমি কঠিন পুরুষ—সব সহ্য কর্ত্তে পারি! কিন্তু তুমি নারী—

লক্ষ্মী। নাথ! নারী বলে' আমাকে অবজ্ঞা করো না। নারীজাতি স্বামীর সুখে সুখ কর্ত্তে জানে, আবার স্বামীর দুঃখ ঘাড় পেতে নিতে জানে। নারী জাতি কষ্ট সইতে জানে। কষ্ট সইতেই তার জীবন, আত্মোৎসর্গেই তার অপার আনন্দ। নাথ! জেনো, যখন তোমার পায়ে কাঁটাটি ফোটে, সে কাঁটাটি বিঁধে আমার বক্ষে। আমরা নারীজাতি, পিতামাতাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি; স্বামীকে বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধ'রে রক্ষা কর্ত্তে চাই; সন্তানকে বুকের রক্ত দিয়ে পালন করি।

প্রতাপ। আর এই পুত্র-কন্যারা!—তাদের দুঃখ—

লক্ষ্মী। স্বদেশ আগে না পুত্র-কন্যা আগে ?

প্রতাপ। লক্ষ্মী! তুমি ধন্য। তোমার তুলনা নাই। এ দৈন্যে, এ দুঃখে, এ দুর্দ্দিনে, তুমিই আমাকে উচ্চে তুলে রেখেছো! কিন্তু আমি যে আর পারি না। আমি দুর্ব্বল, তুমি আমাকে বল দাও; আমি তরল, তুমি আমাকে কঠিন কর; আমি অন্ধকার দেখ্‌ছি, তুমি আমাকে আলো দেখাও।

ইরা। মা!

লক্ষ্মী। কি বল্‌ছো মা?

ইরা। কি সুন্দর! কি সুন্দর! দেখো মা কি সুন্দর!

লক্ষ্মী। কি মা?

ইরা। এক রঞ্জিত সমুদ্র! কত দেহমুক্ত আত্মা তা'তে ভেসে যাচ্ছে, কত অসীম সৌন্দর্য্যময় আলোকখণ্ড ছুটোছুটি কচ্ছে! কত মধুর সঙ্গীত আকাশ থেকে অশ্রান্ত ধারে বৃষ্টি হচ্ছে! চিন্তা মূর্ত্তিময়ী, কামনা বর্ণময়ী, ইচ্ছা আনন্দময়ী!

প্রতাপ লক্ষ্মীকে কহিলেন

"স্বপ্ন দেখেছে!"

ইরা সচকিতে জাগ্রত হইয়া কহিলেন

"যাঃ ভেঙে গেল!—একি মা, আমরা কোথায়?"

লক্ষ্মী। এই যে আমরা মা!

ইরা। চিনেছি;—মেহের কোথা?

লক্ষ্মী। ডাক্‌বো?—ঐ যে আস্‌ছে!

নিঃশব্দে মেহের প্রবেশ করিলেন

ইরা। তুমি কোথা গিয়েছিলে! এ সময় ছেড়ে যেতে আছে? আমি যাচ্ছি, দেখা ক'রে দুটো কথা ব'লে যাবো!

লক্ষ্মী। ছিঃ, কি বল্‌ছো ইরা?

ইরা। না, মা, আমি যাচ্ছি। তোমরা বুঝ্‌তে পাচ্ছো না। কিন্তু আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি—আমি যাচ্ছি। যাবার আগে দুটো কথা বলে' যাই; মনে রেখো। বাবার শরীর অসুস্থ! কেন আর তাঁকে এই নিষ্ফল যুদ্ধে উত্তেজিত কর! আর সইবে না।—বাবা! আর যুদ্ধ কেন? মানুষের সাধ্য যা, তা করেছ! সম্রাট মনুষ্যত্ব খুইয়ে যদি চিতোর নিয়ে সুখী হন্ হোন! কি হবে কাটাকাটি মারামারি করে সব? ছেড়ে দাও, আকবর চিতোর চান, নেন। তার সঙ্গে আরও কিছু তোমার থাকে, দিয়ে দাও! নেন তিনি সব নেন! ক'দিনের জন্য বাবা।—তবে যাই মা! যাই বাবা! যাই বোন্!—বাবা! আমার জায়গায় মেহেরকে বসিয়ে রেখে গেলাম! তাকে নিজের মেয়ের মত, আমার মত দেখো। কি শুভক্ষণে মেহের এখানে এসেছিল, সে না এলে কাকে তোমাদের কাছে রেখে যেতাম? মেহের! তুই আর আমি যে রকম বন্ধু হইছি, তোর বাপ আর আমার বাবা যেন পরিশেষে সেই রকম বন্ধু হন। তুই পারিস্ তো এদের মধ্যে শান্তিবারি ছিটিয়ে দিস্। মনে থাকে যেন বোন।

মেহের। মনে থাকবে ইরা!

ইরা। তবে যাই! বাবা—! মা! চরণধূলি দেও।—

পিতামাতার চরণধূলি গ্রহণ করিয়া মেহেরকে কহিলেন

"মেহের, যাই বোন্। বড় সুখের মৃত্যু এই। আমি বাপ মায়ের কোলে শুয়ে তাঁদের সঙ্গে শেষ কথা কয়ে মর্ত্তে পার্ল্লাম!—তবে যাই!"

লক্ষ্মী। ইরা! ইরা!—মা চলে গিয়েছে!

প্রতাপ। হা ভগবান্!

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—আকবরের মন্ত্রণা-কক্ষ। কাল—মধ্যাহ্ন। আকবর পত্রহস্তে উত্তেজিতভাবে কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতেছিলেন। সম্মুখে মহারাজ মানসিংহ দণ্ডায়মান

আকবর। ধন্য মানসিংহ! তোমার অসাধ্য কার্য্য নাই! তোমার অজেয় শত্রু নাই! তুমি প্রতাপের মত দৃঢ় শত্রুকেও বিচলিত করেছো।—কৈ! পৃথ্বী এখনও এলেন না?

মহাবৎ প্রবেশ করিলেন

মহাবৎ। দিল্লীশ্বরের জয় হোক্।

আক্‌বর। মহাবৎ! আজ আজ্ঞা দাও, প্রতি সৌধচূড়ায় শুভ্র চীনাংশুক পতাকা উড্ডুক; রাজপথে যন্ত্রসঙ্গীত হোক; দিল্লীর বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে রাজপুত ও মুসলমান উৎসব সমিতি করুক; মন্দিরে, মস্‌জিদে, ঈশ্বরের স্তুতিগান হোক; আগ্রানগরী আলোকিত হোক; দরিদ্রকে অকাতরে অর্থ বিতরণ কর! আজ রাণা প্রতাপসিংহ আকবরের নিকট বশ্যতা স্বীকার করেছে। বুঝেছো মহাবৎ! যাও শীঘ্র।

মহাবৎ। যো হুকুম জাঁহাপনা। বলিয়া প্রস্থান করিল

এই সময় সেই কক্ষে পৃথ্বীরাজ প্রবেশ করিলে আকবর অগ্রসর হইয়া কহিলেন

"পৃথ্বী! ভারী সুখবর! এবিষয়ে তোমাকে একটা কবিতা লিখ্‌তে হবে।"

পৃথ্বী। কি সংবাদ জাঁহাপনা?

আকবর। রাণা প্রতাপসিংহ বশ্যতা স্বীকার করেছেন।

পৃথ্বী। একি পরিহাস জাঁহাপনা?

আকবর। এই পত্র দেখ।

পৃথ্বীর হস্তে পত্র প্রদান করিলেন, পৃথ্বী পত্র পাঠ করিতে ব্যস্ত হইলেন

আকবর। মানসিংহ! রাণা প্রতাপকে কি উত্তর দিব বল দেখি?

মানসিংহ। এই উত্তর যে সম্রাটের নিকট তাঁহার আগমনের জন্য মেবারের রাণার উপযুক্ত সম্মান অপেক্ষা কচ্ছে।—(পরে স্বগত কহিলেন) —"কিন্তু প্রতাপ! যে সম্মান আজ হারালে, এ সম্মান সে মুক্তার কাছে নকল মুক্তা।"

পৃথ্বী। জাঁহাপনা, এ-জাল-পত্র। আকবর চমকিয়া উঠিলেন

আকবর। কিসে বুঝ্‌লে জাল?

পৃথ্বী। এ কথা অবিশ্বাস্য! আমি অগ্নিকে শীতল, সূর্য্যকে কৃষ্ণবর্ণ, পদ্মকে কুৎসিত, সঙ্গীতকে কর্কশ কল্পনা কর্ত্তে পারি; কিন্তু প্রতাপের এ সঙ্কল্প কল্পনা কর্ত্তে পারি না। এ প্রতাপের হস্তাক্ষর নয়!

আকবর। প্রতাপ সিংহেরই হস্তাক্ষর। পৃথ্বী! কাল প্রভাত হ'তে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত আগ্রানগরীতে উৎসবের আজ্ঞা দিয়েছি। যাই, এখন অন্তঃপুরে যাই। উৎসবের যেন কোন ত্রুটি না হয় মানসিংহ—

আকবর এই বলিয়া দ্রুতপদক্ষেপে বাহির হইয়া গেলেন। আকবর চলিয়া গেলে মানসিংহ পৃথ্বীকে কহিলেন

"কি বল পৃথ্বী!"

পৃথ্বী। আমাদের এক আশা— শেষ আশাদীপ নির্ব্বাণ হোল। এখন থেকে সম্রাটের স্বেচ্ছাচার অপ্রতিহত।

মানসিংহ। বুঝেছি পৃথ্বী তোমার মনের ভাব। তোমার আকবরের প্রতি ক্রোধের কারণ আছে।—যদি তুমি মেবারে গিয়ে প্রতাপকে পুনর্ব্বার যুদ্ধে উত্তেজিত কর্ত্তে চাও, আমি বাধা দিব না। কোন কথা কইব না।

পৃথ্বী। মানসিংহ! তুমি মহৎ। বলিয়া চলিয়া গেলেন

মানসিংহ। প্রতাপ! প্রতাপ! তুমি কর্ল্লে কি? আজ মেবারের সূর্য্য অস্তমিত হলো। আজ পর্ব্বতশৃঙ্গ খসে' পড়লো।

এই বলিয়া মানসিংহ ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন

স্থান—গিরিগুহা। কাল—রাত্রি। প্রতাপ ও লক্ষ্মী

প্রতাপ। মেহের উন্নিসা কোথায় লক্ষ্মী?

লক্ষ্মী। রন্ধন কর্চ্ছে।

প্রতাপ। মেহেরকে নিজের কন্যার মত ভালবেসেছি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যে, আমার ভাবি পুত্রবধূ যেন তার মত গুণান্বিতা হয়।

লক্ষ্মী নীরব রহিলেন

প্রতাপ। ছিঃ লক্ষ্মী, আবার? কন্যা ইরা পুণ্যধামে গিয়েছে। সে জন্য দুঃখ কি?

লক্ষ্মী। নাথ—

বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন

প্রতাপ। আমাদের আর কয় দিনই বা লক্ষ্মী। শীঘ্রই তার সঙ্গে মিলিত হবো। কেঁদো না লক্ষ্মী!

লক্ষ্মী। আমাকে ক্ষমা কর, আর কাঁদ্‌বো না। তুমি গুরু, আমি শিষ্যা, যেন তোমার উপযুক্ত শিষ্যাই হ'তে পারি প্রাণেশ্বর!

বলিয়া লক্ষ্মী প্রস্থান করিলেন

কিয়ৎকাল পরে গোবিন্দ সিংহ প্রবেশ করিয়া রাণাকে কহিলেন

"রাণা, আপনি বশ্যতা স্বীকার করেছেন বলে' আগ্রানগরে মহোৎসব হয়ে গেছে! গৃহে গৃহে নহবৎধ্বনি, নৃত্যগীত হয়েছিল; সৌধচূড়ায় বিরঞ্জিত পতাকা উড়েছিল; রাজপথ আলোকিত হয়েছিল! ইহা রাণার পক্ষে সম্মানের কথা।"

প্রতাপ ম্লান হাস্যে উত্তর করিলেন

"সম্মানের কথা বটে।"

গোবিন্দ। সম্রাট্ রাজসভায় আপনার জন্য তাঁর দক্ষিণ পার্শ্বে প্রথম আসন নির্দ্দেশ করেছেন!

প্রতাপ। সম্রাটের অসীম অনুগ্রহ!

এই সময়ে সেই গুহায় শক্ত সিংহ প্রবেশ করিলেন

শক্ত। কৈ? দাদা কৈ?

প্রতাপ। কে? শক্ত?

শক্ত। হাঁ দাদা, আমি। আমি মোগলের সহিত যুদ্ধে তোমার সহায় হ'তে এসেছি।

প্রতাপ। আর প্রয়োজন নাই, শক্ত। আমি মোগলের কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষা করেছি।

শক্ত। তুমি আকবরের অনুগ্রহ ভিক্ষা করেছ দাদা?

প্রতাপ। হাঁ, শক্ত। আর আকবরের সঙ্গে আমার বিবাদ নাই। যাক্ মেবার, যাক্ কমলমীর।

শক্ত। পৃথিবী হাস্‌বে।

প্রতাপ। হাসুক!

শক্ত। মাড়বার, চান্দেরী হাস্‌বে।

প্রতাপ। হাসুক!

শক্ত। মানসিংহ হাস্‌বে।

প্রতাপ দীর্ঘনিশ্বাস সহ উত্তর করিলেন

"হাসুক! কি কর্ব্ব!"

শক্ত। দাদা! তোমার মুখে একথা শুন্‌বো যে তা' স্বপ্নেও ভাবিনি।

প্রতাপ। কি কর্ব্ব ভাই।—চিরদিন সমান যায় না।

শক্ত। আমিও বলি, 'চিরদিন সমান যায় না।' এতদিন মেবারের দুর্দ্দিন গিয়েছে, এখন তাহার সুদিন আস্‌বে। আমি তার সূচনা করে' এসেছি?

প্রতাপ নিস্তব্ধ রহিলেন। শক্ত আবার কহিলেন

"জান দাদা, এখানে আস্‌বার আগে আমি কিনৃশরার দুর্গ জয় ক'রে এসেছি।"

প্রতাপ। তুমি!—সৈন্য কোথায় পেলে?

শক্ত। সৈন্য! পথে সংগ্রহ করেছি। যেখান দিয়ে এসেছি, চীৎকার

করে' বল্‌তে বল্‌তে এসেছি যে, 'আমি প্রতাপ সিংহের ভাই শক্ত সিংহ ; যাচ্ছি প্রতাপ সিংহের সাহায্যে।—কে আস্‌বে এসো!'—তা শুনে বাড়ীর গৃহস্থ স্ত্রী ছেড়ে এলো ; পিতা ছেলে ছেড়ে এলো ; কৃপণ টাকা ছেড়ে এলো ; রাস্তার মুটে মোট ফেলে অস্ত্র ধর্ল্লে, কুব্জ সোজা হয়ে, বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালো!—দাদা! তোমার নামে কি যাদু আছে, তা তুমি জান না। আমি জানি।

ভীমসাহা দ্বারা নীত হইয়া সেই গুহায় এই সময়ে পৃথ্বীরাজ প্রবেশ করিলেন

পৃথ্বী। কৈ রাণা প্রতাপ ?

প্রতাপ। কে ? পৃথ্বীরাজ! তুমি এখানে!

পৃথ্বী। প্রতাপ সিংহ! তুমি নাকি আকবরের বশ্যতা স্বীকার করছো ?

প্রতাপ। হাঁ পৃথ্বীরাজ।

পৃথ্বী। হায় হতভাগ্য হিন্দুস্থান! শেষে প্রতাপ সিংহও তোমাকে পরিত্যাগ কর্ল্লে।—প্রতাপ! আমরা উচ্ছন্ন গিয়েছি : আমরা দাস হয়েছি। তবু এক সুখ ছিল, যে, প্রতাপের গৌরব কর্ত্তে পার্ত্তাম। বল্‌তে পার্ত্তাম যে এই সার্ব্বজনীন ধ্বংসের মধ্যে এক প্রতাপের শির সম্রাটের নিকট নত হয় নি। কিন্তু হিন্দুর সে আদর্শও গেল।

প্রতাপ। পৃথ্বী! লজ্জা করে না যে তুমি, তোমার ভাই, বিকানীর, গোয়ালীয়র, মাড়োয়ার, সবাই জঘন্য বিলাসে সম্রাটের স্তুতিগান কর্ব্বে ; আর আশা কর যে, এই সমস্ত রাজপুতনায় একা আমি, সামান্য দুবেলা দুমুঠো আহার—তার সুখও বিসর্জ্জন করে' তোমাদের গৌরব কর্ব্বার আদর্শ যোগাবো ?

পৃথ্বী। হাঁ প্রতাপ! অধম ভালুককে যাদুকর নাচায় ; কিন্তু কেশরী গহনে নির্জ্জনে গরিমায় বাস করে! দীপ অনেক ; কিন্তু সূর্য্য এক! শস্য-শ্যামল উপত্যকাকে মানুষ চষে, চরণে দলিত করে ; কিন্তু উত্তুঙ্গ পর্ব্বত গর্ব্বিত দারিদ্র্যে শির উন্নত করে থাকে। প্রতাপ! সংসারী তার ক্ষুদ্র প্রাণ, তার ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ, তার ক্ষুদ্র অভাব বিলাস নিয়ে থাকে! মধ্যে মধ্যে ভস্মাচ্ছাদিত দেহে, রুক্ষ কেশে, অনশনে সিদ্ধ সন্ন্যাসী এসে, নূতন তত্ত্ব, নীতি, ধর্ম্ম শিখিয়ে যান। অত্যাচারীর উন্মুক্ত তরবারি তাঁদের সত্যের জ্যোতিকে বিকীর্ণ করে', নিরন্ধ্র, কারাগারের অন্ধকার তাঁদের মহিমাকে উজ্জ্বল করে ; অগ্নির লেলিহান জিহ্বা তাঁদের কীর্ত্তি প্রথিত করে! তুমি সেই সন্ন্যাসী! প্রতাপ! তুমি মাথা হেঁট কর্ব্বে!

প্রতাপ। যদি রাজপুত এক হয়, যদি সে দৃঢ়পণ করে যে আর্য্যাবর্ত্তকে মোগলসম্রাটের গ্রাস থেকে মুক্ত কর্ব্ব, ত মোগল-সিংহাসন কদিন টিকে! তথাপি আমি বিশ বছর ধ'রে একাকী যুদ্ধ কর্ল্লাম,—একজনও এমন রাজপুত রাজা নাই যে, আমার জন্য, দেশের জন্য, ধর্ম্মের

জন্য, একটি অঙ্গুলি তোলে! হা ধিক্।—আমি আজ জীর্ণ, সর্ব্বস্বান্ত, পারিবারিক শোকে অবসন্ন! পৃথ্বী! আমার কন্যা ইরা মারা গিয়েছে। না খেয়ে, জঙ্গলের শীতে মারা গিয়েছে। আর আমি সে প্রতাপ নাই। আমি এখন তার কঙ্কালমাত্র।

পৃথ্বী ও শক্ত একত্রে কহিয়া উঠিলেন—"কি?—ইরা নাই!!"

প্রতাপ। না, নাই! দারিদ্র্যের কঠোর তুষার-সম্পাতে ঝরে গিয়েছে।

পৃথ্বী। হা-ভগবান! মহত্বের এই পরিণাম! প্রতাপ! আমি সমদুঃখী। তুমি মহৎ, আমি নীচ; কিন্তু আমাদের দুঃখ সমান!—আমার যোশীও নাই।

প্রতাপ। যোশী নাই!

পৃথ্বী। নাই। সে এই নরাধমকে পরিত্যাগ ক'রে গিয়েছে।

প্রতাপ। কিসে তাঁর মৃত্যু হোল পৃথ্বী?

পৃথ্বী। তবে শুনবে প্রতাপ আমার কলঙ্ককাহিনী?—খুস্‌রোজে আমার নবোঢ়া বনিতার নিমন্ত্রণ হয়; তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি সেখানে পাঠাই। শেষে বাড়ী ফিরে এসে সে সমবেত রাজগণের সমক্ষে আপন বক্ষে ছুরি বসিয়ে দিয়ে প্রাণত্যাগ করে।

প্রতাপ। হিন্দুরাজগণের অপমান করেও আকবরের তৃপ্তি হয় নি? আকবর! তুমি ভারতবিজয়ী বীর-পুরুষ!

শক্ত। এর প্রতিশোধ নেব।

পৃথ্বী। প্রতাপ সিংহ! এর প্রতিশোধ নিতে তোমার সাহায্য ভিক্ষা কর্ব্বার জন্য আমি আগ্রা ছেড়ে তোমার দ্বারে এসেছি! এখন তুমি রক্ষা কর প্রতাপ!

গোবিন্দ। এ কথা শুনেও কি রাণা প্রতাপ মাথা নীচু করে' থাক্‌বেন?

প্রতাপ। কি ক'র্ব্ব?—আমার যে কিছুই নাই।—আমি একা কি ক'র্ব্ব। আমার সৈন্য নাই। পাঁচ জন সৈন্যও নাই।

শক্ত। আমি নূতন সৈন্য সংগ্রহ কর্ব্ব।

প্রতাপ। যদি অর্থ থাকতো, তা হ'লে আবার নূতন সেনাদল গঠন কর্ত্তে পার্ত্তাম। কিন্তু রাজকোষ শূন্য, অর্থ নাই।

ভীমসাহা। অর্থ আছে রাণা!

প্রতাপ। কি বল্‌ছো মন্ত্রী? অর্থ আছে? কোথায়?—মন্ত্রী! তুমি রাজস্বের হিসাব রাখ না। রাজকোষে এক কপর্দ্দকও নাই।

ভীমসাহা। সে কথা সত্য। তথাপি অর্থ আছে।

প্রতাপ। বৃদ্ধ! তুমি বাতুল—না উন্মাদ?—কোথায় অর্থ?

ভীমসাহা। রাণা! চিতোরের সুদিনে আমার পূর্ব্বপুরুষেরা রাণার

দেওয়ানীতে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেন। সে অর্থ এখন এ ভৃত্যের। আজ্ঞা হয় ত আমি সে অর্থ প্রভুর চরণে অর্পণ করি।

প্রতাপ। প্রভূত অর্থ! কত?

ভীমসাহা। আশ্চর্য্য হবেন না রাণা! সে অর্থ চৌদ্দ বর্ষ ধরে বিংশতি সহস্র সেনার বেতন দিতে পারে।

সকলে বিস্ময়ে পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিলেন

প্রতাপ। মন্ত্রী! তোমার প্রভুভক্তির প্রশংসা করি! কিন্তু মেবারের রাণার এ নিয়ম নহে যে ভৃত্যে-অর্পিত ধন প্রতিগ্রহণ করে। তোমাকে সে অর্থ দিয়েছি ভোগ কর্ত্তে, তুমি ভোগ কর।

ভীমসাহা। প্রভু! এমন দিন আসে যখন ভৃত্যের নিকটে গ্রহণ করাও প্রভুর পক্ষে অপমানকর নহে! আজ মেবারের সেই দিন। স্মরণ কর, প্রতাপ, লাঞ্ছিত হিন্দুনারীদিগকে। ভেবে দেখ, হিন্দুর আর কি আছে? দেশ গিয়াছে, ধর্ম্ম গিয়াছে, শেষে এক যা আছে—নারীর সতীত্ব, তাও যায়। প্রতাপ! তুমি রক্ষা কর!—রাণা! আমি আমার পূর্ব্ব-পুরুষের ও আমার আজন্ম অর্জ্জিত এ ধনরাশি দিচ্ছি তোমাকে নহে; তোমার হস্তে দিচ্ছি—

এই বলিয়া জানু পাতিলেন

শক্ত সঙ্গে সঙ্গে জানু পাতিয়া কহিলেন

"দেশের জন্য এ দান গ্রহণ কর দাদা!"

প্রতাপ। তবে তাই হোক্! এ-দান আমি নেবো!

প্রস্থান

পৃথ্বী। আর ভয় নাই! সুপ্তসিংহ জেগেছে!—ভীমসা! পুরাণে পড়েছি, দধীচি—দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধে ইন্দ্রের বজ্র নির্ম্মাণের জন্য নিজের অস্থি দিয়েছেন। সে কিন্তু সত্যযুগে; কলিকালেও যে তা সম্ভব তা জান্তাম না।

শক্ত। দাদা। আমি যাই, সৈন্য সংগ্রহ করিগে যাই! এক মাসের মধ্যে বিংশতি সহস্র সেনার বন্দুকের শব্দে রাজস্থান ধ্বনিত হবে।

এই বলিয়া শক্ত প্রস্থানোদ্যত হইলে পৃথ্বীরাজ তাঁহাকে বাধা দিয়া কহিলেন

"দাঁড়াও, আমিও যাবো। জয় মা কালী!"

সকলে। জয় মা কালী।

সকলে নিষ্ক্রান্ত হইলেন

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—গিরিসঙ্কট। কাল—প্রভাত। পৃথ্বীরাজ ও গায়কগণ। দূরে পল্লীবাসিগণ, পৃথ্বীরাজ ও গায়কগণের গীত।

ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে, গাও উচ্চে রণজয়গাথা।
রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্ম্মে শুন ঐ ডাকে ভারতমাতা।

কে বল করিবে প্রাণের মায়া,—
যখন বিপন্না জননী-জায়া ?
সাজ সাজ সকলে রণসাজে
শুন ঘন ঘন রণভেরী বাজে !
চল সমরে দিব জীবন ঢালি—
জয় মা ভারত, জয় মা কালী !
সাজে শয়ন কি হীনবিলাসে, শত্রুবিদগ্ধ যখন পুরপল্লী ?
মোগল-চরণ-চিহ্নিত বক্ষে সাজে প্রেয়সীর ভুজবল্লী ?
কোষ-নিবদ্ধ র'বে তরবারি,
যখন নিলাঞ্ছিত ভারত নারী ?
সাজ সাজ (ইত্যাদি)
সমরে নাহি ফিরাইব পৃষ্ঠে ; শত্রুকরে কভু হবনা বন্দী,
ডরি না, থাকে যাই অদৃষ্টে অধর্ম্ম সঙ্গে করি না সন্ধি।
রবনা, হবনা, মোগল ভৃত্য
সম্মুখ-সমরে জয় বা মৃত্যু।
সাজ সাজ (ইত্যাদি)
ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে, শত্রুসৈন্যদল করিয়া বিভিন্ন ;
পুণ্য সনাতন আর্য্যাবর্ত্তে রাখিব নাহি যবন পদচিহ্ন।
মোগল রক্তে করিব স্নান,
করিব বিরঞ্জিত হিন্দুস্থান।
সাজ সাজ (ইত্যাদি)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—মানসিংহের বাটি। কাল—সন্ধ্যা। মানসিংহ ও মহাবৎ।

মানসিংহ। কি ! শক্তসিংহ আমার প্রধান বাণিজ্যনগরী মালপুরা লুঠ করেছে !

মহাবৎ। হাঁ, মহারাজ !

মানসিংহ। অসমসাহসিক বটে !

মহাবৎ। প্রতাপ সিংহ কমলমীর দখল করে', সেখানে দুর্গ তৈরি কর্চ্ছে।

মানসিংহ। যাও তুমি দশহাজার মোগল-সৈন্য নিয়ে শক্তসিংহের কিনশরার দুর্গ আক্রমণ কর। আরো সৈন্য আমি পরে পাঠাচ্ছি।

মহাবৎ। যে আজ্ঞা ! বলিয়া প্রস্থান করিলেন

মানসিংহ। কি অদ্ভুত এই মেবারের যুদ্ধ।—কি সাহস! কি কৌশল! সে যুদ্ধে প্রতাপ মোগল সেনাপতি সাহাবাজের সৈন্যকে ঝড়ের মত এসে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। ধন্য প্রতাপ সিংহ! তোমার মত বীর আজ এ ভারতবর্ষে নাই। তোমার সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কেরও যদি গৌরব কর্ত্তে পার্ত্তাম; সে আমার কি সম্মান, কি মর্য্যাদার কারণ হ'ত। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, আমাদের ভাগ্যচক্রের গতি বিপরীত দিকে। তোমার মস্তক দেহচ্যুত হতে পারে, কিন্তু নত হবে না। আর, আমি যতই যাবনিক সম্বন্ধজাল ছাড়াবার চেষ্টা কচ্ছি, ততই সেই জালে জড়িত হচ্ছি। যাবনিক প্রথার উপর আমার বর্দ্ধমান ঘৃণা বিচক্ষণ সম্রাট্ বুঝেছেন। তাই তিনি সেলিমের সঙ্গে রেবার বিবাহরূপ নূতন জালে আমাকে জড়াচ্ছেন, আর সেই সম্বন্ধের প্রলেপ দিয়ে আমার প্রতি সেলিমের বিদ্বেষক্ষত আরাম কর্ত্তে মনস্থ করেছেন।—কি বিচক্ষণ গভীর কূট রাজনৈতিক এই আকবর।

এই সময়ে রেবা ধীরে কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাকিল

"দাদা।"

মানসিংহ। কে? রেবা?

রেবা। দাদা—

মানসিংহ। কি রেবা?

রেবা। আমার বিবাহ?

মানসিংহ। হাঁ রেবা।

রেবা। কুমার সেলিমের সঙ্গে?

মানসিংহ। হাঁ ভগ্নি।

রেবা। এতে তোমার মত আছে?

মান। এতে আমার মতামত কি রেবা?—এ বিবাহ সম্রাটের ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছাই আজ্ঞা।

রেবা। এ বিবাহে তোমার মত নাই?

মানসিংহ। না।

রেবা। তবে এ বিবাহ হবে না।

মানসিংহ। সে কি বল রেবা।—এ সম্রাটের ইচ্ছা!

রেবা। সম্রাটের ইচ্ছা বিশ্ববিজয়িনী হ'তে পারে। কিন্তু রেবা তাঁর জগতের বাইরে।—এ বিবাহ হবে না।

মানসিংহ। সে কি বল রেবা।—আমি কথা দিয়েছি।

রেবা। কথা দিয়েছো?। আমাকে একবার জিজ্ঞাসা না ক'রে? নারীজাতি কি এতই হীন দাদা, যে তাকে জিজ্ঞাসা না ক'রে ঘোড়াবেচার মত যার তার হাতে স'পে দিতে পারো?

মানসিংহ। কিন্তু, আমি তোমারই ভবিষ্যৎ সুখের জন্য এ প্রতিজ্ঞা করেছি।

রেবা। সম্রাটের ভয়ে কর নাই?

মানসিংহ। না।

রেবা। তবে এ বিবাহে তোমার মত আছে?

মানসিংহ। আছে।

রেবা। উত্তম। তবে আমার আপত্তি নাই।

মানসিংহ। তোমার মত নাই কি রেবা?

রেবা। কি যায় আসে দাদা, যখন তোমার মত আছে। তুমি আমার অভিভাবক। আমি স্বীয় কর্ত্তব্য জানি। তোমার মতেই আমার মত।

মানসিংহ। রেবা। এ বিবাহে তুমি সুখী হবে।

রেবা। যদি হই সেই টুকুই লাভ—কারণ তার আশা করি না—

এই বলিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন

মানসিংহ। আমার ভগিনীর মত চরিত্র আমি দেখি নাই—এত উদাসীন, এত অনাসক্ত, এত কর্ত্তব্যপরায়ণ। ঐ যে গান গাচ্ছে, যেন কিছুই ঘটে নাই। কি স্বর্গীয় স্বর।—যাই, রাজসভায় যাবার সময় হয়েছে।

মানসিংহ চিন্তিতভাবে সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে কিছুক্ষণ পরে গাইতে গাইতে পুনরায় রেবা সেই কক্ষ দিয়া চলিয়া গেলেন

ভালবাসি যারে, সে বাসিলে মোরে, আমি চিরদিন তারি;
চরণের ধূলি ধুয়ে দিতে তার, দিব নয়নের বারি।
দেবতা করিয়া হৃদয়ে রাখিব, র'ব তারি অনুরাগী;
মরুভূমে, জলে, কাননে, অনলে, পশিব তাহার লাগি'।
ভালবাসি যারে সে না বাসে যদি তাহে অভিমান নাইরে—
সুখে সে থাকুক, এ জগতে তবু হবে দুজনার ঠাঁইরে;
নিরবধি কাল—হয় ত কখন ভুলিব সে ভালবাসা,
বিপুল জগৎ—হয় ত কোথাও মিটিবে আমার আশা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—কিনশরার দুর্গের অভ্যন্তর। কাল—প্রভাত। সশস্ত্র শক্ত সিংহ একাকী সেই স্থানে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন

শক্ত। হত্যা! হত্যা! হত্যা! এ বিশ্বসংসার একটা প্রকাণ্ড কসাইখানা। ভূকম্পে, জলোচ্ছ্বাসে, রোগে, বার্দ্ধক্যে, প্রত্যহ পৃথিবীময় কি হত্যাই হচ্ছে; আর, তার উপরে আমরা, যেন তাতেও তৃপ্ত না হয়ে—যুদ্ধে, বিগ্রহে, লোভে, লালসায়, ক্রোধে,—এই বিশ্বপ্লাবিনী রক্তবন্যার

ভৈরব স্রোত পুষ্ট কচ্ছি।—পাপ? আমরা হত্যা কল্লে'ই হয় পাপ, আর ঈশ্বরের এই বিরাট জল্লাদগিরি কিছু নয়? আবার, সমাজে মানুষ মানুষকে হত্যা কল্লে' তার নাম হয় হত্যা; আর যুদ্ধে হত্যা করার নাম বীরত্ব! মানুষ কি চরম ধর্ম্মনীতিই তৈ'র করেছিল!

দূরে কামান গর্জ্জন করিয়া উঠিল

"ঐ আবার আরম্ভ হোল—হত্যার ক্রিয়া—ঐ মৃত্যুর হুঙ্কার!—ঐ আবার!"

কক্ষে শশব্যস্তে দুর্গাধ্যক্ষ প্রবেশ করিল

শক্ত। কি সংবাদ?

দুর্গাধ্যক্ষ। প্রভু। দুর্গের পূর্ব্বদিকের প্রাকার ভেঙে গিয়েছে; আর রক্ষা নাই।

শক্ত। রাণা প্রতাপ সিংহকে দুর্গ অবরোধের সংবাদ পাঠিয়েছিলে, তাঁর সংবাদ পাও নাই?

দুর্গাধ্যক্ষ। না।

দুর্গাধ্যক্ষ কুর্নিশ করিয়া প্রস্থান করিল

শক্ত। সৈন্য সাজাও।—জহর!

শক্ত। মহাবৎ খাঁ যুদ্ধ জানে বটে। দুর্গের পূর্ব্বদিকের প্রাকার যে সব চেয়ে কম মজবুত, তার খবর নিয়েছে। কুছ্ পরোয়া নেই! মৃত্যুর আহ্বানের জন্য চিরদিনই প্রস্তুত আছি।—সেলিম! প্রতিশোধ নেওয়া হোল না।

এই সময়ে মুক্তকেশী বিস্রস্তবসনা দৌলৎ উন্নিসা কক্ষে প্রবেশ করিলেন

শক্ত। কে? দৌলৎ উন্নিসা!—এখানে? অসময়ে?

দৌলৎ। এত প্রত্যূষে কোথায় যাচ্ছ নাথ?

শক্ত। মর্ত্তে!—উত্তর পেয়েছো ত? এখন ভিতরে যাও।—কি, দাঁড়িয়ে রইলে যে! বুঝতে পাল্লে' না? তবে শোন, ভাল করে' বুঝিয়ে বল্‌ছি।—মোগলসৈন্য দুর্গ আক্রমণ করেছে, তা জানো?

দৌলৎ। জানি।

শক্ত। বেশ! এখন তারা দুর্গজয় সম্পূর্ণপ্রায় করেছে! রাজপুত জাতির একটা প্রথা আছে যে দুর্গ সমর্পণ করবার আগে প্রাণ সমর্পণ করে। তাই আমরা সসৈন্যে দুর্গের বাহিরে গিয়ে যুদ্ধ করে মর্ব্ব।

আবার কামান গর্জ্জন করিল

"ঐ শোন।—পথ ছাড়ো যাই।"

দৌলৎ। দাঁড়াও, আমিও যাবো।

শক্ত। তুমি যাবে!—যুদ্ধক্ষেত্রে! যুদ্ধক্ষেত্র ঠিক প্রণয়িযুগলের মিলনশয্যা নয়, দৌলৎ। এ মৃত্যুর লীলাভূমি।

দৌলৎ। আমিও মর্ত্তে জানি, নাথ।

শক্ত। সে ত দিনের মধ্যে দশবার মর! এ মৃত্যু তত সোজা নয়। এ প্রাণবিসর্জ্জন, অভিমানিনীর অশ্রুপাত নয়। এ মৃত্যু অসাড়, হিম, স্থির।

দৌলৎ। জানি। কিন্তু আমি মোগলনারী মৃত্যুকে ডরাই না। যুদ্ধক্ষেত্র আমাদের অপরিচিত নহে।—আমি যাবো।

শক্ত বিস্মিত হইয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন; পরে কহিলেন

"কেন! মর্ত্তে হঠাৎ এত আগ্রহ যে! তোমার নবীন বয়স; সংসারটা দিনকতক ভোগ করে' নিলে হত না?"

দৌলৎ উন্নিসার পাণ্ডু মুখমণ্ডল সহসা আরক্তিম হইল

শক্ত। বুঝি—ও চাহনির অর্থ বুঝি। ওর অর্থ এই—'নিষ্ঠুর! আর আমি তোমাকে এত ভালবাসি।'—তা' দৌলৎ, পৃথিবীতে শক্ত ভিন্ন আরো সুপুরুষ আছে।

দৌলৎ শক্ত সিংহের দিকে সহসা গ্রীবা বক্র করিয়া দাঁড়াইলেন
পরে স্থির স্পষ্ট-স্বরে কহিলেন

"প্রভু! পুরুষের ভালবাসা কিরূপ জানি না। কিন্তু নারী একবারই ভালবাসে। প্রেম পুরুষের দৈহিক লালসা হ'তে পারে; কিন্তু প্রেম নারীর মজ্জাগত ধর্ম্ম। বিচ্ছেদে, বিয়োগে, নিরাশায়, তাচ্ছিল্যে, নারীর প্রেম ধ্রুবতারার মত স্থির।"

শক্ত। ভগবদগীতা আওড়ালে যে! উত্তম! তাই যদি হয়! তবে এস। মর্ত্তে এত সাধ হয়ে থাকে, সঙ্গে এস! কি সজ্জায় মর্ত্তে চাও?—

আবার দূরে কামান গর্জ্জন করিল

দৌলৎ। বীরসজ্জায়! আমি তোমার পাশে যুদ্ধ কর্ত্তে কর্ত্তে মর্ব্ব।

শক্ত। (ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন) বাগ্‌যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোন রকম যুদ্ধ জানো কি দৌলৎ?

দৌলৎ। যুদ্ধ কখন করি নাই। কিন্তু তরবারি ধর্ত্তে জানি। আমি মোগলনারী।

শক্ত। বেশ কথা। তবে বর্ম্ম চর্ম্ম পরে এস। কিন্তু মনে রেখো দৌলৎ, যে কামানের গোলাগুলো এসে ঠিক প্রেমিকের মত চুম্বন করে না, —যাও, বীরবেশ পর।

দৌলৎ উন্নিসা প্রস্থান করিলেন। যতক্ষণ না দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেন, ততক্ষণ শক্ত সিংহ তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তিনি দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে শক্ত কহিলেন

"সত্যই কি আমার সঙ্গে মর্ত্তে যাচ্ছে। সত্যই কি নারীজাতির প্রেম শুদ্ধ বিলাস নয়, শুদ্ধ সম্ভোগ নয়? এ যে ধাঁধা লাগিয়ে দিলে!"

এই সময়ে দুর্গাধ্যক্ষ সেই স্থানে আসিলে শক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন

"সৈন্য প্রস্তুত ?"

দুর্গাধ্যক্ষ। হাঁ প্রভু।

শক্ত। চল।

উভয়ে বাহির হইয়া গেলেন

দৃশ্যান্তর

স্থান—ফিনশরার দুর্গের প্রাকার। কাল—প্রভাত। প্রাকারোপরি শক্ত ও বর্ম্মপরিহিতা দৌলৎ উন্নিসা দণ্ডায়মান

শক্ত। (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন) ঐ দেখ্‌ছো শত্রুসৈন্য ? আমরা শত্রুব্যূহ ভেদ কর্ব্ব! পার্ব্বে ?

দৌলৎ। পার্ব্বো।

শক্ত। তবে চল। অশ্ব প্রস্তুত!—এ যুদ্ধে মরণ অবশ্যম্ভাবী জানো ?

দৌলৎ। জানি!

শক্ত। তবে এস। কি ? বিলম্ব কচ্ছ' যে। ভয় হচ্ছে ?

দৌলৎ। ভয়! তোমার কাছে আছি, আবার ভয় ? তোমাকে মৃত্যুমুখে দেখ্‌ছি, আবার ভয়! আমার সর্ব্বস্ব হারাতে বসেছি, আবার ভয় ? এতদিন ভালবাসো নাই, কিন্তু আশা ছিল, হয় ত বা একদিন বাসবে; হয় ত বা একদিন আমাকে প্রীতিচক্ষে দেখ্‌বে; হয় ত এক দিন স্নেহ গদ-গদ স্বরে আমাকে "আমার দৌলৎ" বলে' ডাক্‌বে। সেই আশায় জীবন ধরে' ছিলাম। সে আশার আজ সমাধি হতে চলেছে। আবার ভয়!

শক্ত। উত্তম! তবে চল!

"চল।—তবে—"

এই বলিয়া দৌলৎ শক্ত সিংহের হাত দুইখানি ধরিয়া তাঁহার পূর্ণ সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইলেন

শক্ত। 'তবে' ?

দৌলৎ। নাথ। মর্ত্তে যাচ্ছি! মর্ব্বার আগে, এই শত্রুসৈন্যের সম্মুখে, এই বিরাট কোলাহলের মধ্যে, এই জীবন ও মরণের সন্ধিস্থলে, মর্ব্বার আগে, একবার বল, 'ভালবাসি'!

নেপথ্যে কোলাহল প্রবলতর হইল

শক্ত। দৌলৎ! পূর্ব্বে বলি নাই যে যুদ্ধক্ষেত্র বাসরশয্যা নয় ?

দৌলৎ। জানি নাথ! তবু অভাগিনী দৌলৎ উন্নিসার একটী সাধ—শেষ সাধ রাখো! প্রিয়জন, পরিজন, বিলাস, সম্ভোগ ছেড়ে তোমার আশ্রয় নিয়েছি—এই দীর্ঘকাল ধরে' একবার সে কথাটি শুন্তে চেয়েছি,

শুন্তে পাই নাই। আজ মর্ব্বার আগে, সে সাধটি মেটাও।—বল, হাত দুইখানি ধরে' বল' 'ভালবাসি'।

শক্ত। এই কি উপযুক্ত সময়?

দৌলৎ। এই সময়!—ঐ দেখ সূর্য্য উঠ্ছে—(আবার কামান গর্জ্জন করিয়া উঠিল)—"ঐ শুন মৃত্যুর বিকট গর্জ্জন—পশ্চাতে জীবন—সম্মুখে মরণ;—এখন একবার বল 'ভালবাসি।'—কখনও বল নাই, যে সুধার আস্বাদ কখন পাই নাই, যে কথাটি শুনবার জন্য ক্ষুধিত তৃষিত প্রাণে এতদিন নিষ্ফল প্রত্যাশায় চেয়ে আছি—একবার সেই কথাটি বল—এই মর্ব্বার আগে একবার বল—'ভালবাসি।"—সুখে মর্ত্তে পার্ব্বো।"

শক্ত। দৌলৎ—একি! চক্ষু বাষ্পে ভরে আসে কেন? দৌলৎ—না বল্‌তে পার্ব্বো না।

দৌলৎ। বল।—(সহসা শক্ত সিংহের চরণ ধরিয়া কহিলেন) "বল, একবার বল।"

শক্ত। বিশ্বাস কর্ব্বে? আজ—

বাষ্পগদগদ হইয়া শক্তের কণ্ঠরোধ হইল

দৌলৎ। বিশ্বাস! তোমাকে?—যাঁর চরণে সমস্ত ইহকাল বিশ্বাস করে' দিয়েছি!—আর যদি মিথ্যাই হয়—হোক্; প্রশ্ন কর্ব্ব না, দ্বিধা কর্ব্ব না, কথা ওজন করে নেবো না। কখনও করি নাই, আজ মৃত্যুর আগেও কর্ব্ব না। তবে কথাটি কেন শুনতে চাই যদি জিজ্ঞাসা কর—তবে তার উত্তর—আমি নারী—নারী-জীবনের ঐ এক সাধ—জীবনে পূর্ণ হয় নি। আজ মর্ব্বার আগে একবার সেই কথাটি শুনে মর্ব্ব।—সুখে মর্ত্তে পার্ব্বো। —বল—

শক্ত। দৌলৎ! তুমি এত সুন্দর! তোমার মুখে এ কি স্বর্গীয় জ্যোতি! —তোমার কণ্ঠে এ কি মধুর ঝঙ্কার! এতদিন ত লক্ষ্য করিনি —মূর্খ আমি! অন্ধ আমি! স্বার্থপর আমি! পৃথিবীকে এতদিন তাই স্বার্থময়ই ভেবেছিলাম!—এ ত কখন ভাবিনি!—দৌলৎ! দৌলৎ! কি কল্লে! আমার জীবনগত ধর্ম্ম, আমার মজ্জাগত ধারণা, আমার মর্ম্মগত বিশ্বাস সব ভেঙে দিলে! কিন্তু এত বিলম্ব!

দৌলৎ। বল 'ভালবাসি'!—ঐ রণবাদ্য বাজ্‌ছে। আর বিলম্ব নাই। বল নাথ—(পুনরায় চরণ ধরিয়া কহিলেন) "একবার—একবার—"

শক্ত। হাঁ দৌলৎ! ভালবাসি।—সত্য বল্‌ছি ভালবাসি; প্রাণ খুলে বলছি ভালবাসি। এতদিন আমার প্রাণের উৎসের মুখে কে পাষাণ চেপে রেখেছিল! আজ তুমি সরিয়ে দিয়েছো। দৌলৎ! প্রাণেশ্বরী! এ কি! আমার মুখে আজ এ সব কথা!—আজ রুদ্ধ বারিস্রোত ছুটেছে।

আর চেপে রাখতে পারি না। দৌলৎ! তোমাকে ভালবাসি! কত ভালবাসি তা দেখাবার আর সুযোগ হবে না, দৌলৎ! আজ মর্ত্তে যাচ্ছি। এ ভালবাসার এখানেই আরম্ভ, এখানেই শেষ।

দৌলৎ। তবে একটি চুম্বন দাও—শেষ চুম্বন—

শক্ত দৌলৎ উন্নিসাকে বক্ষে ধারণ করিয়া চুম্বন করিয়া গদ্‌গদস্বরে কহিলেন

"দৌলৎ উন্নিসা"—

দৌলৎ। আর নয়। বড় মধুর মুহূর্ত্ত! বড় মধুর স্বপ্ন! মর্ব্বার আগে ভেঙে না যায়—চল, এই সমরতরঙ্গে ঝাঁপ দিই।

শক্ত। চল দৌলৎ—ঐ অশ্ব প্রস্তুত।

উভয়ে সে স্থান হইতে অবতরণ করিলেন

নেপথ্যে যুদ্ধ-কোলাহল হইতেছিল। প্রাকারনিম্নে দুর্গাধ্যক্ষ প্রবেশ করিলেন

দুর্গাধ্যক্ষ। যুদ্ধ বেধেছে! কিন্তু জয়াশা নাই। একদিকে দশ হাজার মোগল-সৈন্য, অপর দিকে এক হাজার রাজপুত—উঃ, ভীষণ গর্জ্জন! কি মত্ত কোলাহল!

এই সময়ে সহসা নেপথ্যে শ্রুত হইল

"জয় রাণা প্রতাপ সিংহের জয়"

দুর্গাধ্যক্ষ চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন

"এ কি!"

নেপথ্যে পুনর্ব্বার শ্রুত হইল

"জয় রাণা প্রতাপ সিংহের জয়।"

"আর ভয় নাই। রাণা সসৈন্যে দুর্গরক্ষার জন্য এসেছেন, আর ভয় নাই।"

দুর্গাধ্যক্ষ এই বলিয়া সেস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—দুর্গের সমীপস্থ যুদ্ধক্ষেত্র, প্রতাপ সিংহের শিবির। কাল—সন্ধ্যা। প্রতাপ, গোবিন্দ ও পৃথ্বীরাজ সশস্ত্র দণ্ডায়মান

প্রতাপ। কালীর কৃপা!

পৃথ্বী। স্বয়ং মহাবৎ ত বন্দী!

গোবিন্দ। আট হাজার মোগল ধরাশায়ী।

প্রতাপ। মহাবৎকে এখানে নিয়ে এস গোবিন্দ সিংহ।

গোবিন্দ সিংহ চলিয়া গেলেন। পরে শৃঙ্খলাবদ্ধ মহাবৎ প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে গোবিন্দ সিংহ ও প্রহরীদ্বয়

প্রতাপ প্রহরীকে কহিলেন—"শৃঙ্খল খুলে দাও।"

প্রহরীরা উক্তবৎ কার্য্য করিল

প্রতাপ। মহাবৎ! তুমি মুক্ত। যাও আগ্রায় যাও। মানসিংহকে আমার অভ্যর্থনা জানিয়ে বোলো' যে প্রতাপ সিংহ ভেবেছিলেন, এ সমরক্ষেত্রে মহারাজের সাক্ষাৎ পাবেন। তা হলে' হলদিঘাটের প্রতিশোধ নিতাম। মোগল সেনাপতি মহারাজকে জানিও—আমি একবার সমরাঙ্গনে তাঁর সাক্ষাৎ-প্রার্থী।—যাও!

মহাবৎ নিরুত্তর হইয়া অধোবদনে প্রস্থান করিলেন

পৃথ্বী। উদিপুর রাণার করতলগত হয়েছে?

প্রতাপ। হাঁ পৃথ্বী।

পৃথ্বী। তবে বাকি চিতোর?

প্রতাপ। চিতোর, আজমীর আর মঙ্গলগড়।

এই সময়ে শক্ত সিংহ শিবিরে প্রবেশ করিলেন

"এস ভাই—"

এই বলিয়া প্রতাপ উঠিয়া শক্ত হিংহকে আলিঙ্গন করিলেন

"আর একদণ্ড বিলম্ব হ'লে তোমাকে জীবিত পেতাম না, শক্ত।"

শক্ত। আমাকে রক্ষা করেছ বটে দাদা,—কিন্তু দীর্ঘনিশ্বাসসহ কহিলেন —"এ যুদ্ধে আমি আমার সর্ব্বস্ব হারিয়েছি।"

প্রতাপ। কি হারিয়েছে শক্ত?

শক্ত। আমার স্ত্রী দৌলৎ উন্নিসা।

প্রতাপ। তোমার স্ত্রী দৌলৎ উন্নিসা!!!

শক্ত। হাঁ, আমার স্ত্রী দৌলৎ উন্নিসা।

প্রতাপ। সে কি! তুমি মুসলমানী বিবাহ করেছিলে!

শক্ত। হাঁ দাদা, আমি মুসলমানী বিবাহ করেছিলাম।

প্রতাপ বহুক্ষণ স্তব্ধ রহিলেন। পরে ললাটে করাঘাত করিয়া কহিলেন

"ভাই, ভাই! কি করেছ! এতদিন যে সর্ব্বস্ব পণ করে' এ বংশের গৌরব রক্ষা করে' এসেছি—"

এই বলিয়া প্রতাপ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

প্রতাপ কিয়ৎকাল স্তব্ধ রহিলেন; পরে শুষ্ক স্থির, দৃঢ় স্বরে কহিলেন

"না। আমি জীবিত থাকৃতে তা হবে না—শক্ত সিংহ! তুমি আজ হতে আর আমার ভ্রাতা নও, কেহ নও, মেবার বংশের কেহ নও। ফিন্‌শরার দুর্গ তুমি জয় করেছিলে। তা হতে তোমাকে বঞ্চিত কর্ব্বার আমার অধিকার নাই। কিন্তু সেই দুর্গ ও তুমি আজ হতে মেবার রাজ্যের বাইরে।"

পৃথ্বী। কি কচ্ছ প্রতাপ।

প্রতাপ। আমি কি কচ্ছি আমি বেশ জানি, পৃথ্বী।—শক্ত সিংহ, আজ হ'তে তুমি মেবারের কেহ নও! এ রাণা-বংশের কেহ নও!

এই বলিয়া রোষে, ক্ষোভে প্রতাপ হস্ত দিয়া চক্ষুর্দ্বয় আবৃত করিলেন

গোবিন্দ। রাণা—

প্রতাপ। চুপ কর গোবিন্দ সিংহ। এ পবিত্র বংশগৌরব এতদিন প্রাণপণ করে' রক্ষা করে' এসেছি। এর জন্য ভাই, স্ত্রী, পুত্র পরিত্যাগ কর্ত্তে হয় কর্ব্ব। যতদিন জীবিত থাকব এ বংশগৌরব রক্ষা কর্ব্ব। তার পর যা হবার হ'বে।

পৃথ্বী। প্রতাপ! শক্ত সিংহ এই যুদ্ধে—

প্রতাপ। আমার দক্ষিণহস্ত, তাও জানি। কিন্তু তাকে ব্যাধিগ্রস্ত দক্ষিণ হস্তের ন্যায় পরিত্যাগ কর্ল্লাম—

এই বলিয়া প্রতাপ চলিয়া গেলেন

"হা মন্দভাগ্য রাজস্থান!"

এই বলিয়া পৃথ্বীও নিষ্ক্রান্ত হইলেন

গোবিন্দ সিংহ নীরবে পৃথ্বীর পশ্চাদ্গামী হইলেন

শক্ত। দাদা, তোমাকে ভক্তি করি, দেবতার মত। কিন্তু তোমার আজ্ঞামত দৌলৎ উন্নিসাকে স্ত্রী বলে' অস্বীকার কর্ব্ব না। একশ'বার স্বীকার কর্ব্ব যে আমি তাকে বিবাহ করেছিলাম। যদিও সে বিবাহে মঙ্গল-বাদ্য বাজে নাই, পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ হয় নাই, অগ্নিদেব সাক্ষী ছিলেন না, তবু আমি তাকে বিবাহ করেছিলাম। এখন এইটুকু স্বীকার করে'ই আমার সুখ। প্রতাপ! তুমি দেবতা বটে, কিন্তু সেও ছিল দেবী। তুমি যদি আমার চোখ খুলে পুরুষের মহত্ত্ব দেখিয়েছো, সেও আমার চোখ খুলে নারীর মহত্ত্ব দেখিয়ে গিয়েছে। আমি পুরুষকে স্বার্থপরই ভেবেছিলাম; তুমি দেখিয়ে দিলে পৃথিবীতে ত্যাগের মহামন্ত্র। আমি নারীকে তুচ্ছ, অসার, কদাকার জীব বলে' মনে করেছিলাম; সে দেখিয়ে দিলে নারীর সৌন্দর্য্য। কি সে সৌন্দর্য্য! আজ প্রভাতে সে দাঁড়িয়েছিল আমার সম্মুখে—কি আলোকে উদ্ভাসিত, কি মহিমায় মহিমান্বিত, কি বিশ্ববিজয়ী-রূপে মণ্ডিত! মৃত্যুর পরপারস্থ স্বর্গের জ্যোতির ছটা যেন তার মুখে এসে পড়েছিল; তার চিরজীবনের সঞ্চিত পুণ্যের বারিরাশি যেন তাকে ধৌত করে' দিয়েছিল। পৃথিবী যেন তার পদতলে স্থান পেয়ে ধন্য হয়েছিল। কি সে ছবি! সেই হত্যার ধূমীভূত নিশ্বাসে, সেই মরণের প্রলয়কল্লোলে, সেই জীবনের গোধূলি-লগ্নে, কি সে মূর্ত্তি!

এই বলিয়া শক্ত সিংহ সে স্থান হইতে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—কমলমীরের উদয় সাগরের তীর। কাল—জ্যোৎস্না রাত্রি। মেহের একাকিনী বসিয়া গাহিতেছিলেন

সে মুখ কেন অহরহ মনে পড়ে—পড়ে মনে।
নিখিল ছাড়িয়ে কেন—কেন চাহি সেই জনে।
এ নিখিল স্বর মাঝে তারি স্বর কানে বাজে;
ভাসে সেই মুখ সদা স্বপনে কি জাগরণে!
মোহের মদিরা ঘোর ভেঙেছে' ভেঙেছে' মোর;
কেন রহে পিছে পড়ি' পাপবাঞ্ছা পরশনে।

"কি সুন্দর এই রাত্রি! আজ এই স্তব্ধ নিশীথে এই শুভ্র চন্দ্রালোকে, কেন তার কথা বার বার মনে আস্‌ছে! এতদিনেও ভুলতে পার্লাম না! কেন আর আপনাকে ছলনা করি। পিতার অগাধ স্নেহ তুচ্ছ ক'রে আগ্রার প্রাসাদ পরিত্যাগ করেছিলাম বটে; কিন্তু এখানে আমায় টেনে এনেছে কে? শক্ত সিংহ। এখানে এসে প্রতিজ্ঞা করেছি বটে, তাকে আর চোখের দেখাও দেখবো না; সে প্রতিজ্ঞা রক্ষাও করেছি। কিন্তু তবু এস্থান পরিত্যাগ কর্ত্তে পারি না কেন? কারণ, এখানে তবু শক্ত সিংহের সেই প্রিয় নাম দিনান্তে একবারও শুন্তে পাই। তাতেই আমার কত সুখ। কিন্তু আর পারি না! এতদিন ইরাকে সমস্ত প্রাণের আবেগে জড়িয়ে ধ'রেছিলাম, তাতেই আপনাকে এ প্রলোভন হতে', চিন্তা হতে', এত দিন রক্ষা কর্ত্তে পেরেছিলাম। কিন্তু সে অবলম্বনও গিয়েছে। আর নিজেকে ধরে' রাখ্‌তে পারি না। না, এ স্থান পরিত্যাগ করাই ঠিক! দৌলৎ উন্নিসা জান্‌তে পেলে বড় কষ্ট পাবে। বোন্! কতদিন তোকে দেখিনি। তোর সংবাদ পাইনি। বোধ করি রাণার ভয়ে শক্ত সিংহ সে কথা প্রকাশ করেন নি। আমিও সেই কথা প্রকাশ করিনি। একদিন তার অস্ফুট জনরব রাণার কর্ণে প্রবেশ করে। রাণা তা বিশ্বাস করেন নি। কিন্তু শ্রবণ মাত্রই আরক্তিম হয়েছিলেন, লক্ষ্য করেছিলাম। প্রেমের যুক্তরাজ্যে এ সব সামাজিক বাধা, বিভাগ, গণ্ডী কি জন্য আমি তা' বুঝি না। কি জানি! কিন্তু যা করেছি, বোন্ দৌলৎ উন্নিসা, তোরই সুখের জন্য। তুই সুখে থাক। তুই সুখী হ' বোন্। সেই আমার সুখ। সেই আমার সান্ত্বনা।

এই সময় জনৈক পরিচারিকা আসিয়া ডাকিল
মেহের চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন

"কে?"

পরিচারিকা। সাহাজাদি! রাণা ফিরে এসেছেন। মা আপনাকে ডাকছেন। বাদসাহের কাছ থেকে আপনার নামে চিঠি এসেছে।

মেহের। পিতার পত্র? কৈ?

পরিচারিকা। রাণার কাছে। কুমার অমর সিংহ এদিকে আসেন নি?

মেহের। না।

"তবে তিনি কোথায় গেলেন? দেখি।"

বলিয়া পরিচারিকা চলিয়া গেল

মেহের। পিতা! পিতা! এতদিন পরে কন্যাকে মনে পড়েছে! —দেখি যাই। কে? অমর সিংহ?

অমর সিংহ প্রবেশ করিয়া জড়িতস্বরে কহিলেন

"হাঁ, আমি অমর সিংহ।"

মেহের। পরিচারিকা তোমাকে খুঁজতে এসেছিল। চল' যাই।

অমর। কোথায় যাবে দাঁড়াও!

এই বলিয়া মেহের উন্নিসার হাত ধরিলেন

মেহের। কি কর অমর সিংহ! হাত ছাড়ো।

অমর। ছাড়ছি, আগে শোন। একটা কথা আছে—দাঁড়াও।

মেহের। সুরাজড়িত স্বর দেখ্‌ছি।

পরে অমর সিংহকে জিজ্ঞাসা করিলেন

"কি, বল।"

অমর। কি বল্‌ছিলাম জানো?—ঐ দেখ, ঐ হ্রদের বক্ষে চন্দ্রের প্রতিচ্ছবি দেখ্‌ছো?—কি সুন্দর! কি সুন্দর!—দেখ্‌ছো মেহের, দেখ্‌ছো!

মেহের। দেখ্‌ছি।

অমর। আর ঐ আকাশ, এই জ্যোৎস্না, এই বাতাস!—দেখছো? —এই সৌন্দর্য্য কিসের জন্য তৈয়ার হয়েছিল মেহের?

মেহের। জানি না—চল, বাড়ী চল।

অমর। আমি জানি!—ভোগের জন্য মেহের! ভোগের জন্য!

মেহের। পথ ছাড় অমর সিংহ।

অমর। সম্ভোগ। প্রকৃতি যেন এই পূর্ণপাত্র মানুষের ওষ্ঠে ধচ্ছে—যদি সে তা পান না কর্ব্বে মেহের?

মেহের। চল গৃহে যাই—

বলিয়া যাইতে অগ্রসর হইলেন; অমর পথ রোধ করিলেন

অমর। এতদিন চেপে রেখেছি; আর পারি না। শোন মেহের উন্নিসা! আমি যুবক! তুমি যুবতী! আর এ অতি নিভৃত স্থান। এ অতি মধুর রাত্রি!

মেহের। অমর! তুমি আবার সুরাপান করেছো। কি বলছো জানো না।

"জানি মেহের উন্নিসা!"

এই বলিয়া অমর পুনরায় হাত ধরিল
মেহের উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন

"হাত ছাড়ো।"

"মেহের উন্নিসা! প্রেয়সি!"

এই বলিয়া অমর মেহেরকে বক্ষের দিকে টানিলেন

মেহের। অমর সিংহ! হাত ছাড়।

হাত ছাড়াইতে চেষ্টা করিতে করিতে কহিলেন

"এই, কে আছো?"

এই সময়ে লক্ষ্মী ও প্রতাপ সিংহ সেই স্থানে প্রবেশ করিলেন

প্রতাপ। এই যে আমি আছি।

পরে গম্ভীর স্বরে ডাকিলেন

"অমর সিংহ!"

অমর মেহেরের হাত ছাড়িয়া দূরে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইলেন

প্রতাপ। অমর সিংহ।—এ কি!—আমি পূর্ব্বেই ভেবেছিলাম যার শৈশব এমন অলস, তার যৌবন উচ্ছৃঙ্খল হতেই হবে।—তবু আশ্রিতা রমণীর প্রতি এই অত্যাচার যে আমার পুত্রদ্বারা সম্ভব, তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই! কুলাঙ্গার! এর শাস্তি দিব! দাঁড়াও।

বলিয়া পিস্তল বাহির করিলেন

অমর শুষ্ক "পিতা"

বলিয়া প্রতাপ সিংহের পদতলে পড়িলেন

প্রতাপ। ভীরু! ক্ষত্রিয়ের মর্ত্তে ভয়!—দাঁড়াও।

লক্ষ্মী দ্রুত আসিয়া প্রতাপের পদতলে পড়িলেন; কহিলেন

"মার্জ্জনা কর নাথ! এ আমার দোষ! এতদিন আমি বুঝি নাই।"

প্রতাপ। এ অপরাধের মার্জ্জনা নাই। পুত্র বলে' ক্ষমা কর্ব্ব না।

মেহের। ক্ষমা করুন রাণা।—অমর সিংহ প্রকৃতিস্থ নহে। সে সুরাপান করেছে। তাই—

প্রতাপ। সুরাপান!!!—অমর সিংহ!

অমর। ক্ষমা করুন পিতা।

"ক্ষমা!—ক্ষমা নাই।—দাঁড়াও।—"

এই বলিয়া প্রতাপ পিস্তল উঠাইলেন

মেহের। পুত্রহত্যা কর্ব্বেন না রাণা!

লক্ষ্মী পুত্রকে আগুলিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন

"তার পূর্ব্বে আমাকে বধ কর।"

প্রতাপের হস্তে পিস্তল আওয়াজ হইয়া গেল। লক্ষ্মী ভূপতিত হইলেন

মেহের। এ কি সর্ব্বনাশ!—মা—মা—

দৌড়িয়া গিয়া লক্ষ্মীর মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন

প্রতাপ। লক্ষ্মী!—লক্ষ্মী!—

লক্ষ্মী। নাথ! অমর সিংহকে ক্ষমা কর। আমি জীবনে একবার বিদ্রোহী হয়েছি। আমাকে ক্ষমা কর!—মৃত্যুকালে চরণে স্থান দাও!—

প্রতাপের চরণ ধরিয়া লক্ষ্মী ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন

প্রতাপ। মেহের! আমি করেছি কি জানো?

অমর সিংহ স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। মেহের উন্নিসা কাঁদিতেছিলেন

প্রতাপ। জগদীশ্বর! আমি পূর্ব্ব-জন্মে কি পাপ করেছিলাম যে সর্ব্ব প্রকার যন্ত্রণাই আমাকে সহিতে হবে!—ওঃ!—চক্ষে অন্ধকার দেখ্‌ছি!—

এই বলিয়া মূচ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—আকবরের নিভৃত কক্ষ। কাল—মধ্যাহ্ন। আকবর ও মানসিংহ মুখোমুখি দণ্ডায়মান

আকবর। শুনেছি, মানসিংহ! সমস্ত শুনেছি। দুর্গের পর দুর্গ মোগলের করচ্যুত হয়েছে; শেষে মহাবৎ খাঁ প্রতাপের হস্তে পরাজিত, ধৃত, শেষে রাণার কৃপায় মুক্ত হয়ে, দিল্লী ফিরে এসেছে।—এও শুন্তে হল!

মানসিংহ। জাঁহাপনা! প্রতাপ সিংহ আজ মূর্ত্তিমান প্রলয়। তার গতিরোধ করে কার সাধ্য!

আকবর। এই কথা শুন্‌বার জন্যে মহারাজকে আহ্বান করি নাই।

মানসিংহ নিরুত্তর রহিলেন

আকবর। মহারাজ মানসিংহ! আপনি জানেন কি যে এর অর্থ শুদ্ধ মোগলের পরাজয় নহে; এর অর্থ মোগলের অপমান; এর অর্থ দেশে অসন্তোষবৃদ্ধি; এর অর্থ দেশীয় রাজগণের রাজভক্তির ক্ষয়। পৃথিবীতে ব্যাধিই সংক্রামক হয় না মহারাজ! স্বাস্থ্যও সংক্রামক; ভীরুতাই সংক্রামক নয়, সাহসও সংক্রামক। পাপই সংক্রামক নয়, ধর্ম্মও সংক্রামক। প্রতাপের এই স্বদেশ-ভক্তি সংক্রামক হবার উপক্রম হয়েছে লক্ষ্য করেছেন কি!

মানসিংহ। (অবনতবদনে কহিলেন) করেছি।

আকবর। তবে সময়ে এর প্রতিকার কর্ত্তে হবে। এই প্রতাপ সিংহের গতিরোধ কর্ত্তে হবে। যত সৈন্য চাই, যত অর্থ চাই, দিব।

মানসিংহ নিরুত্তর রহিলেন, আকবর তাঁহার মনের ভাব বুঝিলেন; কহিলেন

মহারাজ! প্রতাপ সিংহের শৌর্য্যে আপনি মুগ্ধ, তা সম্ভব; আমি

স্বীকার করি, আমি স্বয়ং মুগ্ধ। কিন্তু যে সাম্রাজ্য স্থাপন কর্ত্তে আপনি ও আপনার পিতা আমার পরমাত্মীয় ভগবানদাস এত বর্ষ ধরে' সহায়তা করেছেন, আপনার এরূপ ইচ্ছা যে আজ তা এক বৎসরে ধূলিসাৎ হয়।

মানসিংহ। সম্রাটের সাম্রাজ্য আক্রমণ করা প্রতাপ সিংহের উদ্দেশ্য নয়। তাঁর সঙ্কল্প কেবলমাত্র চিতোর উদ্ধার। তিনি দেশহিতৈষী, কিন্তু পরস্বাপহারী নহেন।

আকবর। জানি। কিন্তু মহারাজ; আমি নিশ্চয় জানি যে, যদি আমি চিতোর হারাই, তাহ'লে এ সাম্রাজ্য হারাব; এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।—মহারাজ! আপনি আমার পরমাত্মীয় ভগবানদাসের পুত্র। মাসাধিক পরে স্বয়ং আরও ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ হবেন। আমি আপনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করি জান্‌বেন।

মানসিংহ। সম্রাট্‌! চিতোর যাতে মোগলকরচ্যুত না হয় তার বন্দোবস্ত কর্ব্ব।

আকবর। এই ত মহারাজ মানসিংহের উপযুক্ত কথা।

"তবে আমি আসি।"

বলিয়া মানসিংহ অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন

মানসিংহ চলিয়া গেলে সম্রাট্‌ কক্ষমধ্যে ধীর পদচারণ করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন

"সে দিন সেলিমকে উপদেশ দিয়াছিলাম যে পরকে শাসন কর্ত্তে গেলে আগে আপনাকে শাসন কর্ত্তে হয়। কিন্তু পরক্ষণেই ক্রোধপরবশ হয়ে প্রাণাধিকা কন্যাকে হারালাম। এখন কামের বশ হয়ে রাজপুত রাজগণের সম্প্রীতি হারিয়েছি। দেখি বুদ্ধি-বলে আবার সব ফিরে পাই কি না—মহাবৎ খাঁর মুখে মেহের উন্নিসার সংবাদ পেয়েছি। মেহের! প্রাণাধিকা কন্যা! তুই অভিমানে পিতার আশ্রয় ছেড়ে, পিতৃশত্রুর আশ্রয় নিয়েছিস্‌! এও শুন্‌তে হল!—এবার কোথায় আমি অভিমান কর্ব্ব, না ক্ষমা চেয়ে, তোকে আমার ক্রোড়ে ফিরে আস্‌তে লিখেছি। পিতা হয়ে কন্যার অপরাধের জন্য কন্যার কাছে ক্ষমা চেয়েছি। ভগবান্‌! পিতাদের কি স্নেহদুর্ব্বলই করেছিলে!

এই সময় দৌবারিক কক্ষে প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল

আকবর। মেহের উন্নিসা! মেহের উন্নিসা! ফিরে আয়। তোর সব অপরাধ ক্ষমা করেছি; তুই আমার এক অপরাধ ক্ষমা কর।

দৌবারিক পুনরায় অভিবাদন করিয়া কহিল

"খোদাবন্দ—মেবার থেকে দূত এসেছে।"

আকবর। (চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন) কি, মেবার থেকে? কি সংবাদ নিয়ে? কৈ?

দৌবারিক। সঙ্গে সম্রাটকন্যা মেহের উন্নিসা।

"সঙ্গে মেহের উন্নিসা! কোথায় মেহের উন্নিসা!"

এই বলিয়া সম্রাট্ আগ্রহাতিশয্যে বাহিরে যাইতে উদ্যত হইলেন। এই সময় মেহের উন্নিসা দৌড়িয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া

"পিতা! পিতা—"

বলিয়া সম্রাটের পদতলে লুণ্ঠিত হইলেন। দৌবারিক অলক্ষিতভাবে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল

আকবর। মেহের! মেহের! তুই! সত্যই তুই!

মেহের। পিতা! পিতা! ক্ষমা করুন! আমি আপনার উগ্র, মূঢ় নির্ব্বোধ কন্যা। আমাকে ক্ষমা করুন। আমি নিজের বুদ্ধির দোষে, দৌলৎ উন্নিসার সর্ব্বনাশ করেছি, রাণার সর্ব্বনাশ করেছি, আমার সর্ব্বনাশ করেছি। ক্ষমা করুন।

আকবর। ওঠ্ মেহের। আমি কি তোকে লিখি নাই যে, আমি তোর সব অপরাধ ক্ষমা করেছি?—ভারতের দুর্জ্জয় সম্রাট্ যে তোর কাছে তৃণখণ্ডের মত দুর্ব্বল।—মেহের তুই আমাকে ক্ষমা করেছিস্ ত?

মেহের। আপনাকে ক্ষমা!—কিসের জন্য?

আকবর। তোর মাতৃনিন্দা করেছিলাম।

মেহের। তার জন্য ত আপনি মার্জ্জনা চেয়েছেন।

আকবর। যদি না চাইতাম, ফিরে আস্‌তিস্ না?

মেহের। তা জানি না। অত বিচার করে' বিবেচনা করে' ফিরে আসিনি। আপনার পত্র পেলাম, পোড়লাম, থাকতে পার্ল্লাম না, তাই ফিরে এলাম।—বাবা! আপনাকে এত ভালবাসি আগে জান্তাম না।

মেহের উন্নিসা আকবরের বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে ক্রন্দন সংবরণ করিয়া কহিলেন

"পিতা, এতদিনে বুঝেছি যে নারীর কর্ত্তব্য তর্ক করা নহে, সহ্য করা; নারীর কার্য্য বাহিরে নয়, অন্তঃপুরে, নারীর ধর্ম্ম স্বেচ্ছাচার নয়।"

আকবর। রাণা প্রতাপ সিংহ কখন তোর প্রতি অত্যাচার করেন নাই?

মেহের। অত্যাচার সম্রাট্! তিনি এই অভাগিনীকে অত্যাচার হ'তে রক্ষা কর্ত্তে গিয়ে আপন স্ত্রীহত্যা করেছেন।

আকবর। সে কি?

মেহের। একদিন রাণার পুত্র অমর সিংহ সুরাপান করে' আমার হাত ধরেন। রাণা তাই দেখ্‌তে পেয়ে তৎক্ষণাৎ পুত্রকে গুলি করেন। রাণার স্ত্রী রক্ষা কর্ত্তে গিয়ে হত হয়েন।

আকবর। প্রতাপ সিংহ! প্রতাপ সিংহ! তুমি এত মহৎ! প্রতাপ! তুমি যদি আমার মিত্র হতে, তা'হলে তোমার আসন হত আমার দক্ষিণে!

আর তুমি শক্র, তোমার আসন আমার সম্মুখে। এরূপ শক্র আমার রাজ্যের গৌরব। আমি যদি সম্রাট্ আকবর না হতাম ত আমি রাণা প্রতাপ সিংহ হ'তে চাইতাম। আমি সম্রাট বটে; ভারত শাসন কর্ত্তে চাহি; কিন্তু আপনাকে সম্যক্ শাসন কর্ত্তে শিখি নাই। আর তুমি দীন দরিদ্র হয়ে আশ্রিতাকে রক্ষা কর্ত্তে গিয়ে, ক্ষাত্র-ধর্ম্মের পদে স্বীয় পুত্রকে স্বহস্তে বলি দিতে পারো! এত মহৎ তুমি!

মেহের। পিতা! আমার এই ভিক্ষা, যে রাণা প্রতাপ সিংহের বিরুদ্ধে অস্ত্র পরিত্যাগ করুন। তাঁকে বীরোচিত সম্মান করুন। প্রতাপ সিংহ শক্র হলেও প্রকৃত বীর; তিনি মনুষ্য নহেন—দেবতা! তাঁর প্রতি এ নির্য্যাতন আমার পিতার উচিত নহে। তিনি আজ পীড়িত, পারিবারিক শোকে অবসন্ন। তাঁর সে শোকের সীমা নাই। তাঁর কন্যা, স্ত্রী মৃত, ভ্রাতা পরিত্যক্ত, পুত্র উচ্ছৃঙ্খল। তাঁর প্রতি কৃপা প্রদর্শন করুন।

আকবর। আমি তাঁকে তোর বিনিময়ে ত চিতোর অর্পণ করেছি।

মেহের। তিনি তা গ্রহণ করেন নাই—হাঁ, ভুলে গিইছিলাম, পিতা, প্রতাপ সিংহ আমার হাতে সম্রাটকে এক পত্র দিয়েছেন।

প্রতাপের পত্র প্রদান করিলেন

আকবর। কি, স্বয়ং রাণা প্রতাপ সিংহের পত্র!—কৈ?

এই বলিয়া আকবর পত্র লইয়া মেহেরের হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া কহিলেন

"আমি ক্ষীণদৃষ্টি। তুমি পড়!—"

মেহের উন্নিসা পত্র লইয়া পড়িতে লাগিলেন

"প্রবল প্রতাপেষু!

দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, আপনার ভাগিনেয়ী দৌলত উন্নিসা আর ইহজগতে নাই। ফিন্‌শরার যুদ্ধে যোদ্ধবেশিনী দৌলত উন্নিসার মৃত্যু হয়। তাঁহার যথারীতি সংকার করাইয়াছি।"

আকবর। দৌলৎ উন্নিসার মৃত্যুর বৃত্তান্ত পূর্ব্বে শুনেছি—তার পর!

মেহের পড়িতে লাগিলেন

"দৌলৎ উন্নিসার বৃত্তান্ত যুদ্ধের পরে সাহজাদি মেহের উন্নিসার নিকটে শুনি। তাহার পূর্ব্বেই মেবার কুলকলঙ্ক শক্ত সিংহকে বর্জ্জন করিয়াছি। শক্ত সিংহ আমার ভাই ছিল। এ যুদ্ধে সে আমার দক্ষিণ হস্ত ছিল। কিন্তু আজ আর শক্ত সিংহ আমার বা মেবারের কেহ নহে।

"আমি আপনার যে শক্র সেই শক্রই রহিলাম। চিতোর উদ্ধার করিতে পারি না পারি, ভারত লুণ্ঠনকারী আকবরের শক্রভাবে মরিবারই উচ্চাশা রাখি।

"আপনি চাহিয়াছেন যে দৌলৎ উন্নিসার কলঙ্ক ও মেহের উন্নিসার আচরণ যেন বহির্জগতে প্রকাশিত না হয়। তাহাই হউক।—আমার দ্বারা তাহা প্রকাশ হইবে না।

"আমি যদি মেহের উন্নিসাকে আপনার হস্তে প্রত্যর্পণ করি তাহা হইলে আপনি আমাকে বিনিময়ে চিতোর দুর্গ অর্পণ করিতে চাহিয়াছেন। মেহের উন্নিসা স্বেচ্ছায় আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে যুদ্ধে বন্দী করি নাই। তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিবার অধিকার আমার নাই। তিনি স্বেচ্ছায় আসিয়াছিলেন, স্বেচ্ছায় যাইতেছেন। তাঁহাকে আমি বাধা দেবার কে! তাঁহার বিনিময়ে আমি চিতোর চাহি না।—পারি ত বাহুবলে চিতোর উদ্ধার করিব। ইতি— রাণা প্রতাপ সিংহ।"

আকবর উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিলেন

"প্রতাপ! প্রতাপ! আমি ভেবেছিলাম যে, তোমার আসন আমার সম্মুখে। না; তোমার আসন আমার উপরে।—ভেবেছিলাম যে তুমি প্রজা, আমি সম্রাট্। না, তুমি সম্রাট্, আমি প্রজা।—ভেবেছিলাম যে, তুমি বিজিত, আমি জয়ী! না; তুমি জয়ী, আমি বিজিত।—যাও মেহের! অন্তঃপুরে যাও! তোমার অনুরোধ রক্ষা কর্লাম। আজ হতে প্রতাপ আর আমার শত্রু নহে। তিনি আমার পরম মিত্র! কোন মোগলের সাধ্য নেই যে, আর তাঁর কেশ স্পর্শ করে!—যাও মা অন্তঃপুরে যাও। আমি এক্ষণেই আস্‌ছি।"

এই বলিয়া সম্রাট সভা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন

মেহের। সার্থক আমার শ্রম, নিগ্রহ, ক্লেশ ও অশান্তি যে আমি সম্রাট্ ও রাণার মধ্যে শেষে এই শান্তি স্থাপন কর্ত্তে পেরেছি।

পরে উদ্যানাভিমুখে বাতায়নের নিকটে গিয়া কহিলেন

"এই আবার আমি আমার শৈশবের দোলা শুদ্ধ সুখস্মৃতিময় চির-পরিচিত স্থানে ফিরে এসেছি! এই সেই স্থান। ঐ সেই মধুর নহবৎ বাদ্য বাজ্‌ছে। ঐ সেই স্বচ্ছসলিলা যমুনা নদী। সবই সেই। কেবল আমিই বদলিইছি। আমি বদলিইছি। আমার মূঢ়, ক্ষিপ্ত, উগ্র আচরণে শক্ত সিংহের, দৌলৎ উন্নিসার, রাণা প্রতাপ সিংহের, আর আমার সর্ব্বনাশ করেছি। যেখানে গিয়েছি, অভিশাপ স্বরূপ হয়েছি। তথাপি ঈশ্বর জানেন, আমার লক্ষ্য মহৎ ছিল। আমি একা সমগ্র সংসার-নিয়মের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে কেবল অনর্থের সৃষ্টি করেছি! তথাপি ঈশ্বর জানেন, দাঁড়িয়েছি সরল স্বাধীন ভাবে, নিজে ক্ষত হ'য়ে, ত্যাগ স্বীকার করে'। আমি আজ এ কোলাহলময় রঙ্গভূমি হতে' অপসৃত হচ্ছি—নীরব নিভৃত নিরহঙ্কার কর্ত্তব্যসাধনায়। ভগবান আমাকে বিচার কর—আমি কৃপার পাত্র, ঘৃণার পাত্র নহি।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—মানসিংহের বাটির নিভৃত কক্ষ। কাল—রাত্রি। মাড়বার, বিকানীর, গোয়ালীয়র, চান্দেরী ও মানসিংহ আসীন

চান্দেরী। ধিক্ মহারাজ মানসিংহ! তোমার মুখে এই কথা!

মানসিংহ। মহারাজ! আমি কি অন্যায় বল্‌ছি? যদি এটি বিশৃঙ্খল শাসন হ'ত, তা'হলে আমি আপনাদের সঙ্গে সারি বেঁধে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে দুবার চিন্তা কর্ত্তাম না, কিন্তু মোগলরাজ্যের রাজনীতি লুণ্ঠন নয়, শাসন; পীড়ন নয়, রক্ষা; অহঙ্কার নয়, স্নেহ।

বিকানীর। স্নেহটা একটু অত্যধিক পরিমাণে। সে স্নেহ সম্ভ্রান্ত-পরিবারবর্গের অন্তঃপুর পর্য্যন্ত প্রবেশ করেছে।

মানসিংহ। এ কথা অস্বীকার করি না! কিন্তু আকবর সম্রাট্ হলেও, তিনি মানুষমাত্র। তাঁর উদ্দেশ্য মহৎ হলেও, তিনি রিপুবর্গের অধীন। অন্যায় অপরাধ মধ্যে মধ্যে সকলেরই হয়ে' থাকে। কিন্তু আকবর সে অপরাধ স্বীকার করেছেন; মার্জ্জনা চেয়েছেন; ভবিষ্যতে ভারত-মহিলার মর্য্যাদা রক্ষা কর্ব্বার জন্য প্রতিশ্রুত হয়েছেন।—আর কি কর্ত্তে পারেন?

মাড়বার। সে কথা সত্য।

মানসিংহ। আকবরের উদ্দেশ্য দেখা যাচ্ছে, হিন্দু ও মুসলমান জাতি এক করা, মিশ্রিত করা, সমস্বত্বাধিকারী প্রজা করা।

গোয়ালীয়র। তার ত কোন লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে না।

মানসিংহ। শত শত। আকবর মুসলমান; কিন্তু কে না জানে যে, তিনি হিন্দুধর্ম্মের পক্ষপাতী? যদি মুসলমান হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ কর্ত্তে পার্ত্ত, আকবর এতদিনে কালী ভজনা কর্ত্তেন। তা পারেন না, তাই তিনি পণ্ডিত মোল্লার সাহায্যে এক ধর্ম্ম স্থাপন কর্ব্বার চেষ্টা কর্চ্ছেন যা উভয় জাতিই বিনা আপত্তিতে গ্রহণ কর্ত্তে পারে। মুসলমান ও হিন্দু কর্ম্মচারী সমান উচ্চপদস্থ! ভারতের সম্রাজ্ঞী হিন্দুনারী।

গোয়ালীয়র। ভারতের ভাবী সম্রাজ্ঞীও হিন্দুনারী—অর্থাৎ মহারাজ মানসিংহের ভগ্নী!

পরে মাড়বারের দিকে চাহিয়া কহিলেন

"বলেছিলাম না যে, মহারাজ মানসিংহকে পাবার আশা দুরাশা। ভারতের স্বাধীনতা স্বপ্নমাত্র।"

মানসিংহ। স্বাধীনতা মহারাজ! জাতীয় জীবন থাক্‌লে তবে ত স্বাধীনতা। সে জীবন অনেক দিন গিয়েছে। জাতি এখন পচ্‌ছে।

চান্দেরী। কিসে?

মানসিংহ। তাও প্রমাণ কর্ত্তে হবে? এ অসীম আলস্য, ঔদাসীন্য নিশ্চেষ্টতা—জীবনের লক্ষণ নয়! দ্রাবিড়ের ব্রাহ্মণ বারাণসীর ব্রাহ্মণের সঙ্গে খায় না; সমুদ্র পার হলে' জাত যায়; জাতির প্রাণ যে ধর্ম্ম, তা আজ মৌলিক আচারগত মাত্র;—এ সব জাতীয় জীবনের লক্ষণ নয়! ভ্রাতায় ভ্রাতায় ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, অহঙ্কার,—এ সব জাতীয় জীবনের লক্ষণ নয়। —সেদিন গিয়েছে মহারাজ!

বিকানীর। আবার আসতে পারে, যদি হিন্দু এক হয়!

মানসিংহ। সেইটেই যে হয় না। হিন্দুর প্রাণ এতই শুষ্ক হয়েছে, এতই জড় হয়েছে, এতই বিচ্ছিন্ন হয়েছে,—আর এক হয় না।

গোয়ালীয়র। কখন কি হবে না?

মানসিংহ। হবে সেই দিন, যেদিন হিন্দু এই শুষ্ক শূন্যগর্ভ জীর্ণ আচারের খোলস হ'তে মুক্ত হয়ে, জীবন্ত জাগ্রত বৈদ্যুতিক বলে কম্পমান নবধর্ম্ম গ্রহণ কর্ব্বে।

মাড়বার। মানসিংহ সত্য কথা বলছেন।

মানসিংহ। মনে করেন কি মহারাজগণ!—যে আমি এই পরকীয় দাসত্বভার হাস্যমুখে বহন কচ্ছি? ভাবেন কি যে, এই যাবনিক সম্বন্ধরজ্জু আমি অত্যন্ত গর্ব্বভরে গলদেশে জড়াচ্ছি? অনুমান করেন কি যে, আমি রাণা প্রতাপের মহত্ত্ব বুঝি নাই? আমি এতই অসার!—কিন্তু না, মহারাজ, সে হবার নয়। যা নেই তার স্বপ্ন দেখার চেয়ে, যা আছে, তারই যোগ্য ব্যবহার করাই শ্রেয়ঃ।

দৌবারিক প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল

মানসিংহ। কি সংবাদ দৌবারিক!

দৌবারিক। বাদসাহের পত্র।

মানসিংহ। কৈ?—

এই বলিয়া পত্রগ্রহণ করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন

বিকানীর। আমি পূর্ব্বেই জান্তাম।

গোয়ালীয়র। আমি বলি নি?

বিকানীর। আমরা মানসিংহের সহায়তা চাহি না! আমরা প্রতাপ সিংহের সঙ্গে যোগ দিব। আমরা বিদ্রোহ কর্ব্ব।

মানসিংহ। মহারাজ! সম্রাট্ আপনাদের অভিবাদন জানিয়েছেন, এবং মন্ত্রণা-কক্ষে আপনাদের ডেকেছেন! আর এই কথা লিখেছেন—"কুমার সেলিমের শুভ বিবাহ উপলক্ষে যেন তাঁহারা আমার সর্ব্ব অপরাধ মার্জ্জনা করেন।"

চান্দেরী। আপ্যায়িত হলাম।

মাড়বার। আর এ শুভ বিবাহ উপলক্ষে সম্রাট কি কচ্ছেন?

মানসিংহ। এই শুভকার্য্য উপলক্ষে তিনি তাঁর সর্ব্বপ্রধান শত্রু প্রতাপ সিংহকে ক্ষমা কর্চ্ছেন! আর প্রতাপ সিংহের জীবদ্দশায় আমাকে ভবিষ্যতে পুনর্ব্বার মেবারে সৈন্য নিয়ে যেতে নিষেধ করেছেন। আমায় লিখেছেন—"দেখিবেন মহারাজ! ভবিষ্যতে কোন মোগল-সেনানী যেন সে বীরের কেশ স্পর্শ না করে। প্রতাপ সিংহ প্রধানতম শত্রু হইলেও, অদ্য হইতে আমার প্রিয়তম বন্ধু।"

বিকানীর। এ উদারতা দায়ে পড়ে' বোধ হয়।

মানসিংহ। আমাকে সম্রাট এই মুহূর্ত্তে আহ্বান করেছেন। আমাকে বিদায় দিন।

এই বলিয়া মানসিংহ সকলকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন

গোয়ালীয়র। আমরাও উঠি।

সকলে উঠিলেন

মাড়বার। যা'ই বল—সম্রাট মহৎ।

চান্দেরী। হাঁ, শত্রুকে ক্ষমা করেন।

গোয়ালীয়র। মার্জ্জনা চাহেন।

মাড়বার। হিন্দুরাজপুতগণকে শ্রদ্ধা করেন।

চান্দেরী। এ কথা মানসিংহ সত্য বলেছেন যে সম্রাট জেতা বিজেতার মধ্যে প্রভেদ রাখেন না!

মাড়বার। আর হিন্দু-ধর্ম্মের পক্ষপাতী।

গোয়ালীয়র। আর সত্য সত্যই হিন্দুর স্বাধীন হবার শক্তি নাই।

মাড়বার। বাতুলের স্বপ্ন।

সকলে চলিয়া গেলেন

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—রাজপথ। কাল—রাত্রি

রাজপথ আলোকিত। দূরে যন্ত্রসঙ্গীত। নানাবর্ণে রঞ্জিত পতাকা উড্ডীন। বহু সিপাহী রাজপথ দিয়া যাতায়াত করিতেছিল। এক পার্শ্বে কয়েকজন দর্শক দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছিল।

১ দর্শক। সোজা হয়ে দাঁড়ানা। (ধাক্কা)

২ দর্শক। আহা ঠেলা দাও কেন বাপু?

৩ দর্শক। এই চুপ, চুপ—সমারোহ আস্‌তে দেরী নেই বড়!

৪ দর্শক। এলে বাঁচি; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে' গেল।

৫ দর্শক। যুবরাজের বিয়ে হচ্ছে মানসিংহের মেয়ের সঙ্গে ত?

১ দর্শক। না না ভগিনীর সঙ্গে।

২ দর্শক। আরে দূর তা কখন হয়! মহারাজের মেয়ের সঙ্গে।

৩ দর্শক। না না ভগিনীর সঙ্গে।—আমি জানি ঠিক।

২ দর্শক। তবে এ কি রকম বিয়ে হোল—এ ত হ'তে পারে না।

১ দর্শক। কেন? বলি, হতে পারে না যে বল্লে—কেন?

২ দর্শক। সেলিমের ঠাকুর্দ্দা হুমায়ুন বিয়ে কল্লে ভগবানদাসের এক মেয়েকে, আবার সেলিম বিয়ে কল্লে আর এক মেয়েকে।

১ দর্শক। তা হোলই বা। তাতে ক্ষতিটা হয়েছে কি?

২ দর্শক। আর সেলিমের বাপ বিয়ে কল্লে ভগবানের বোনকে?

৪ দর্শক। সম্পর্কে ত বাধছে না। বাপ বিয়ে কল্লে ভগবানের বোনকে, আর ঠাকুর্দ্দা আর নাতি ভগবানের মেয়ে দুটোকে ভাগ করে নিলে।

৫ দর্শক। সুতোটা ভগবানদাসের চারিদিকেই জড়াচ্ছে।

১ দর্শক। ভাগ্যবান পুরুষ—ভগবান।

৩ দর্শক। হাঁ, এই—দশ চক্রে ভগবান ভূত—রকম আর কি!

২ দর্শক। মহারাজা মানসিংহ কিন্তু ভারি চাল চেলেছে।

৫ দর্শক। কিসে?

২ দর্শক। একেবারে এক দৌড়ে কুমার সেলিমের শালা।

৩ দর্শক। ভাগ্যির কথা বটে—সেলিমের শালা হওয়া ভাগ্যির কথা।

৫ দর্শক। ভাগ্যির কথা কিসে?

৩ দর্শক। আরে প্রথমে দেখ, শালা হওয়াই ভাগ্যি। তার উপরে সেলিমের শালা। শালা বলে' শালা।—আহা আমি যদি শালা হতাম!

৫ দর্শক। কি করবি বল্। ললাটের লিখন—

৩ দর্শক। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল রে, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল। এতেই পূর্ব্বজন্ম মান্‌তে হয়।

৫ দর্শক। মান্‌তে হয় বৈকি।

৩ দর্শক। শালা বলে' শালা!—সম্রাটের ছেলের শালা।

১ দর্শক। আচ্ছা, যুবরাজ সেলিমের এইটে নিয়ে কটা বিয়ে হোল?

২ দর্শক। একশ'র ওপর হবে।

৩ দর্শক। তা হবে বৈকি। আমরা ত মাসে একটা ক'রে বিয়ে দেখে আস্‌ছি।

৪ দর্শক। আহা যা'র এতগুলি স্ত্রী, সে ভাগ্যবান্ পুরুষ!

১ দর্শক। ভাগ্যবান্ কিসে?

৪ দর্শক। ভাগ্যবান্ নয়? বস্‌তে, শুতে, উঠতে, নাইতে, খেতে, যেতে,—সব সময়েই একটা মুখ দেখছে। যেন গোলাপ ফুলের বাগানে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে আর কি।

১ দর্শক। ঐ সমারোহ আস্‌ছে যে। আরে সোজা হয়ে দাঁড়ানা।

২ দর্শক। ওহে রাম সিংহ! তোমার মাথাটা অত্র নয়!

৩ দর্শক। মাথাটাকে বাড়ী রেখে আস্‌তে পারো নি?

৪ দর্শক। চুপ চুপ। সমারোহ এসে পড়েছে—

বিবাহ সমারোহ আসিল। এই সমারোহের বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। তাহা সম্রাটের পুত্রের বিবাহের উপযোগী সমারোহই হইয়াছিল।

১ দর্শক। ঐ সম্রাট রে, ঐ সম্রাট।

৩ দর্শক। আর ঐ বুঝি মেয়ের বাপ মানসিংহ।

২ দর্শক। না রে, মেয়ের ভাই—এতক্ষণ ধরে' মুখস্থ কল্লি, ভুলে গিয়েছিস্ এরি মধ্যে!

৪ দর্শক। সম্রাটের মত সম্রাট বটে।

৫ দর্শক। মানসিংহের মত মানসিংহ বটে।

১ দর্শক। ঐ নর্ত্তকীর দলরে, নর্ত্তকীর দল।

২ দর্শক। বাঃ বাঃ নাচ্‌ছে দেখ। নর্ত্তকী বটে।

৪ দর্শক। রাস্তায় নাচছে!

৩ দর্শক। নাচ্‌লেই বা—ও যে ময়ুর-পঙ্খী।

৫ দর্শক। বা, বেড়ে নাচছে কিন্তু—চল্!

১ দর্শক। চল্ চল্, বর বেরিয়ে গেল।

৪ দর্শক। আহা আমি যদি এ সময়ে সেলিম হতাম!

৩ দর্শক। বিয়ের বর দেখ্‌লে সকলেরই হিংসা হয়।

২ দর্শক। তা হবে না। কেমন হাওদা চড়ে' যাচ্ছে। বাদ্য বাজছে, লোক-জন সঙ্গে যাচ্ছে। বর ঘোড়ার ঘাস কাটলেও, সেদিন তার এক দিন। অমন দিন আর আসে না—

নেপথ্যে বন্দুকের আওয়াজ হইল। পথে বিরাট কোলাহল উত্থিত হইল। পরে আবার বন্দুকের শব্দ শ্রুত হইল।

১ দর্শক। এত কোলাহল কিসের?

ব্যক্তিত্রয় শশব্যস্তে প্রবেশ করিল

২ দর্শক। কি হে, ব্যাপার কি?

১ ব্যক্তি। গুরুতর।

১ দর্শক। কি রকম?

২ ব্যক্তি। এক পাগল, সেলিমের তিনটে বাহককে কেটে ফেল্লে।

৩ দর্শক। সে কি!

৩ ব্যক্তি। তার পর সেলিম মাটিতে পড়ে' গেলে, তাকে তিন লাথি।

২ দর্শক। বলিস্ কি?

১ ব্যক্তি। তারপর, তাকে ধর্ত্তে লোক ছুটলো; তাদের মার্লে না; তরোয়াল ফেলে, এমনি করে' পিস্তল নিয়ে নিজের মাথা উড়িয়ে দিলে।

২ দর্শক। কে সে?

৩ ব্যক্তি। এক পাগল।

২ ব্যক্তি। পাগল না রে।—রাণা প্রতাপের ভাই শক্ত সিংহ।

২ দর্শক। চিন্‌লে কেমন কোরে।

২ ব্যক্তি। দুই লাথি মেরে চেঁচিয়ে বল্লে যে, "আমি শক্ত সিংহ, সেলিম এই তোমার পদাঘাত—আর এই তার সুদ।"—বলে আর দুই লাথি।

১ দর্শক। বটে। বেটার সাহস কম নয় ত!

২ দর্শক। মরে গিয়েছে?

১ ব্যক্তি। ঢাউস হয়ে গিয়েছে।

৩ ব্যক্তি। দেখা যাক্, তাকে পোড়ায় কি গোর দেয়।

সকলে মিলিয়া চলিয়া গেল

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—চিতোরের সন্নিহিত জঙ্গল। কাল—সন্ধ্যা। প্রতাপ সিংহ মৃত্যুশয্যায় শায়িত, সম্মুখে কবিরাজ, রাজপুত-সর্দ্দারগণ, পৃথ্বীরাজ ও অমরসিংহ

প্রতাপ। পৃথ্বীরাজ! এও সহিতে হোল! সম্রাটের কৃপা!

পৃথ্বী। কৃপা নয়, প্রতাপ!—ভক্তি।

প্রতাপ। পৃথ্বী, অপলাপ কর্‌ছ কেন? ভক্তি নয়, কৃপা। আমি হতভাগ্য, দুর্ব্বল, পীড়িত, শোকাবসন্ন। সম্রাট তাই আমাকে আর আক্রমণ কর্ব্বেন না। শেষে মর্‌বার আগে এও সহিতে হোল! উঃ—গোবিন্দ সিংহ!

গোবিন্দ। রাণা!

প্রতাপ। আমাকে এই শিবিরের বাহিরে একবার নিয়ে চল। মর্‌বার আগে আমার চিতোরের দুর্গ একবার দেখে নেই।

গোবিন্দ কবিরাজের দিকে সপ্রশ্ন নয়নে চাহিলেন। কবিরাজ কহিলেন

"ক্ষতি কি।"

সকলে মিলিয়া প্রতাপ সিংহের পর্য্যঙ্ক বহিয়া দুর্গের সম্মুখে রাখিলেন। ইত্যবসরে গোবিন্দ জনান্তিকে কবিরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন

"বাঁচ্‌বার কোনও আশা নাই?"

কবিরাজ। কোন আশাই নাই।

গোবিন্দ মস্তক অবনত করিলেন

প্রতাপ শয্যায় অর্দ্ধোত্থিত হইয়া অদূরে চিতোর দুর্গোপরি চক্ষু স্থাপিত করিয়া কহিলেন

"ঐ সেই চিতোর। ঐ সেই দুর্জ্জয় দুর্গ, যা' একদিন রাজপুতের ছিল; আজ সেখানে মোগলের পতাকা উড়ছে—মনে পড়ে আজ আমার পূর্ব্বপুরুষ স্বর্গীয় বাপ্পারাওকে—যিনি চিতোরের আক্রমণকারী ম্লেচ্ছকে

পরাস্ত করে' তাকে গজনি পর্য্যন্ত প্রতাড়িত করে' গজনির সিংহাসনে নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রকে বসিয়েছিলেন! মনে পড়ে পাঠানের সঙ্গে সমর সিংহের সেই ঘোর যুদ্ধ, যা'তে কাগার-নদের নীল বারিরাশি ম্লেচ্ছ ও রাজপুত শোণিতে রক্তবর্ণ হয়েছিল। মনে পড়ে পদ্মিনীর জন্য মহাসমর, যাতে বীরনারী চন্দ্রাওৎ রাণী তাঁর ষোড়শবর্ষীয় পুত্র ও তার পুত্রবধূর সঙ্গে যবনের বিরুদ্ধে যুদ্ধেপ্রাণ ত্যাগ করেছিলেন!—আজ সে সব যেন প্রত্যক্ষবৎ দেখ্‌ছি। ঐ সেই চিতোর! তা উদ্ধার কর্ব্ব ভেবেছিলাম! কিন্তু পার্লাম না। কার্য্য প্রায় সমাধা করে' এনেছিলাম; কিন্তু তার পূর্ব্বেই দিবা অবসান হোল! কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেল।

পৃথ্বী। তার জন্য চিন্তা নাই প্রতাপ, সকল সময়ে কাজ একজনের দ্বারা সমাধা হয় না, অসম্পূর্ণ থেকে যায়; কখনও বা পিছিয়েও যায়! কিন্তু আবার একদিন সেই ব্রতের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী আসে যে সেই অসম্পূর্ণ কাজকে আগিয়ে নিয়ে যায়। ঢেউর পর ঢেউ আসে, আবার দিন আসে, আবার রাত্রি আসে; এইরূপে পৃথিবী-জীবন অগ্রসর হয়। অসীম স্পন্দন ও নিবৃত্তিতে আলোকের বিস্তার! জন্ম ও মৃত্যুতে মনুষ্যের উত্থান! সৃষ্টি ও প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ!—কোন চিন্তা নাই।

প্রতাপ। চিন্তা থাকৃত না, যদি বীর পুত্র রেখে যেতে পার্ত্তাম। কিন্তু—ওঃ—

এই বলিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন

গোবিন্দ। রাণার কি অত্যধিক যন্ত্রণা হচ্ছে?

প্রতাপ। হাঁ, যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু যন্ত্রণা দৈহিক নয় গোবিন্দ সিংহ! যন্ত্রণা মানসিক।—আমার মনে হচ্ছে যে, আমার মৃত্যুর পরে এ কাজ আবার অনেক পিছিয়ে যাবে।

গোবিন্দ। কেন রাণা?

প্রতাপ। আমার মনে হচ্ছে যে আমার পুত্র অমর সিংহ সম্মানের লোভে আমার উদ্ধৃত রাজ্য মোগলের হাতে সঁপে দেবে।

গোবিন্দ। সে ভয়ের কোন কারণ নেই, রাণা!

প্রতাপ। কারণ আছে গোবিন্দ সিংহ! অমর বিলাসী; এ দারিদ্র্যের বিষ সহ্য কর্ত্তে পার্ব্বে না—তাই ভয় হয় যে, আমি মরে' গেলে এ কুটীরস্থলে প্রাসাদ নির্ম্মিত হবে, আর মেবারের পরিখা মোগলের পদে বিক্রীত হবে। আর তোমরাও সে বিলাস প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিবে।

গোবিন্দ। বাপ্পার নামে অঙ্গীকার কচ্ছি তা কখনো হবে না।

প্রতাপ। তবে এখন আমি কতক সুখে মর্ত্তে পারি।—(পরে অমর সিংহের দিকে চাহিয়া কহিলেন)—অমর সিংহ কাছে এস—আমি যাচ্ছি। শোন। যেখানে আমি আজ যাচ্ছি, সেখানে একদিন সকলেই যায়।

—কেঁদ না বৎস! আমি তোমাকে একাকী রেখে যাচ্ছি না। আমি তোমাকে তাঁদের কাছে রেখে যাচ্ছি, যা'রা এতদিন সুখে, দুঃখে, পর্ব্বতে, অরণ্যে এই পঁচিশ বৎসর ধরে' আমার পার্শ্বে দাঁড়িয়েছিল। তুমি যদি তাদের ত্যাগ না কর, তা'রা তোমাকে ত্যাগ কর্ব্বে না। তা'রা প্রত্যেকেই প্রতাপ সিংহের পুত্রের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত।—আমি তোমাকে সমস্ত মেবার-রাজ্য দিয়ে যাচ্ছি—শুধু চিতোর দিয়ে যেতে পার্ল্লাম না, এই দুঃখ রৈল। তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি সেই চিতোর উদ্ধারের ভার, আর পিতার আশীর্ব্বাদ—যেন তুমি সে চিতোর উদ্ধার কর্ত্তে পারো। —আর দিয়ে যাচ্ছি এই নিষ্কলঙ্ক তরবারি—(অমরকে তরবারি প্রদান করিয়া কহিলেন) যার সম্মান, আশা করি তুমি উজ্জ্বল রাখ্‌বে। আর কি বল্‌ব পুত্র! যাও, জয়ী হও, যশস্বী হও, সুখী হও।—এই আমার আশীর্ব্বাদ লও।

অমর সিংহ পিতার পদধূলি লইলেন। প্রতাপ সিংহ পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে কহিলেন

জগৎ অন্ধকার হয়ে আসে!—কণ্ঠস্বর জড়িয়ে আসে। অমর সিংহ। —কোথায় তুমি!—এস—প্রাণাধিক! আরো—কাছে এস।—তবে—যাই—যাই—লক্ষ্মী! এই যে আস্‌ছি!

কবিরাজ নাড়ী দেখিলেন। দেখিয়া বলিলেন

"রাণার মানবলীলা শেষ হয়েছে। সৎকারের আয়োজন করুন।"

গোবিন্দ। পুরুষোত্তম! মেবার সূর্য্য!—প্রিয়তম! তোমার চিরসঙ্গীকে ফেলে কোথায় গেলে!

বলিতে বলিতে মৃত রাণার চরণতলে লুণ্ঠিত হইলেন

রাজপুত সর্দ্দারগণ নতজানু হইয়া মৃত রাণার পদধূলি গ্রহণ করিল

পৃথ্বী। যাও বীর! তোমার পুণ্যার্জ্জিত স্বর্গধামে যাও। তোমার কীর্ত্তি রাজপুতের হৃদয়ে, মোগল হৃদয়ে, মানব জাতির হৃদয়ে, চিরদিন অঙ্কিত থাক্‌বে; ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণ-অক্ষরে মুদ্রিত থাক্‌বে; আরাবলির প্রতি চূড়ায়, সানুদেশে, উপত্যকায় জীবিত থাকবে; আর রাজস্থানের প্রতি ক্ষেত্র, বন, পর্ব্বত, তোমার অক্ষয় স্মৃতিতে পবিত্র থাক্‌বে।

যবনিকা

মন্ত্র

আগন্তুক

কি গো! তুমি কে আবার! বলি কোথা হ'তে?
কি চাও?—কি মনে করে' এ বিশ্বজগতে?
এই দ্বন্দ্ব, এই অন্ধঅর্থলোলুপতা,
—এই স্বার্থ; এই শাঠ্য, এই মিথ্যা কথা,
এই ঈর্ষা-দ্বেষ-ভরা নীচ মর্ত্তভূমি
মাঝখানে—বলি—ওগো—কে আবার তুমি?

কি দেখিছ চারিদিকে চেয়ে আগন্তুক?
—এ শৌণ্ডিকালয়। এর দুঃখ এর সুখ
মাতালের।—দেখিছ না মদ্যপাত্র হাতে
কেহ হাঃ হাঃ অট্টহাসে? কেহ কা'র সাথে
করে বাগ্বিতণ্ডা কিংবা বাহুযুদ্ধ; কেহ
একধারে বিস্তারিয়া তার স্ফীত দেহ
প্রবল নাসিকাধ্বনি করি' নিদ্রা যায়;
কেহ বকে; কেহ কাঁদে; কেহ নাচে, গায়;
কেহ মদ্য খায়; তাহা কেহ বা উদ্গারে;
কেহ বা নিদ্রালু দূরে বসি' একধারে
মদ্য-পাত্র হাতে; কেহ কেশে ধরি' কার
লাঞ্ছনা করিছে বিধিমত।—এ আগার
প্রকাণ্ড শৌণ্ডিকালয়।—অতিথি! হেথায়
কেন তব আগমন?—শিশু! নিঃসহায়!

—কি এ সুরা? তীব্র ধনলিপ্সা। জন্য যার
এ অধম নর করে নিত্য হাহাকার,
দৌড়াদৌড়ি, হুড়াহুড়ি, শাঠ্য, সাধাসাধি,
খুঁজিতে বিলাস, নীচ সম্ভ্রম, উপাধি—
ব্যগ্র, উগ্র, করে ফৌজদারি, আদালত,
ভণ্ডামী।—ইহারই জন্য সংসার বৃহৎ
অরণ্য; মনুষ্য তায় হিংস্র জন্তু মত
উত্তম শিকারে শুদ্ধ ফিরিছে নিয়ত।

কোথা হ'তে ক্ষরিয়াছে মধু—অমনি এ
ব্যগ্র পিপীলিকাদল সারি সারি গিয়ে
চায় স্বাদ, মিটাইতে কাল্পনিক ক্ষুধা,
অমর হইবে যেন পিয়ে সেই সুধা!

কোথায় ক্ষরেছে ব্রণ—মক্ষিকার মত
ছুটিয়াছে ঝাঁকে ঝাঁকে সেই ব্রণক্ষত
লক্ষ্য করি'। (হায় নর! হা অন্ধ মানব!
এই চেষ্টা, এ বিপুল উদ্যম—এ সব
ভস্মে ঘৃত ঢালা।)—সেই সংসার-বিগ্রহে
যোগ দিতে এসেছ কি?

না না তাহা নহে;
তুমি শুদ্ধ, তুমি শান্ত। বল কি স্বর্গীয়
সন্দেশ এনেছ শুনি।—এস মম প্রিয়,
নেত্রাঞ্জন, হৃদয়রঞ্জন—এস নেমে
স্বর্গ হ'তে, সুকুমার, সুপবিত্র প্রেমে
বিরঞ্জিত, স্বর্গদুত! তুমি শুধু কহ—
"এসেছি, আমারে ভালবাস, কোলে লহ,
দুগ্ধ দাও"—তুমি বল,—"তোমরা কে তাহা
জানি না, চিনি না; তবু আমি চাহি যাহা
তাহা দিবে জানি—আছে সে টুকু মমতা।
আর, নাহি থাকে যদি—শোন এক কথা—
আমি এমনই মন্ত্র জানি—সারি সারি
কালসর্প সম সবে খেলাইতে পারি;
দংশিতে ভুলিয়া যাবে দংশিতেই আসি'
সেই মন্ত্রে।—সেই এক মন্ত্র মোর হাসি।

"আরও এক মন্ত্র জানি। সে কিন্তু ব্রহ্মাস্ত্র।
যদিও উল্লেখ তার কোন হিন্দুশাস্ত্র
খুঁজে পাব নাক! সেই দিব্যমন্ত্রবলে,
দিগ্বিজয়ী আমি; তাহা মাতৃবক্ষঃস্থলে
বাজে সর্ব্বাপেক্ষা; আর অন্যে নিরুপায়,
হাজারই বিরক্ত হোক, ভাবে খুব দায়;

হয় গৃহ বিপর্য্যস্ত মুহূর্ত্তে অমনি—
সে অস্ত্র এ ক্ষীণ কণ্ঠে ক্রন্দনের ধ্বনি।
যা চাই তা দিতে হ'বে, কোন তর্ক যুক্তি
নিষ্ফল, যা চাই দাও, তবে পাবে মুক্তি।"

কি দেখিছ? পরিচয় করিতে কি চাও
আমাদের সঙ্গে? যাঁর স্তন্যদুগ্ধ খাও
ইনি তোর মাতা; উনি মাসী, ইনি পিসী;
ইনি কাকী; উনি জ্যেঠী; যাঁর দাঁতে মিশি
উনি মামী; উনি দিদি; ইনি মাতামহী।
উনি পিতামহী; ইনি—না না আমি নহি,
এই ব্যক্তি বৃদ্ধ-মাতামহী; আর আমি—
আমরা—এহেম্—সব ওঁয়াদেরই স্বামী।

আজি শুয়ে মাংসপিণ্ডসম; ঊর্দ্ধে চাও,
চাও চারিদিকে; নাড়ো হস্ত পদ; দাও
করতালি; কর হাস্য; জ্বলিলে জঠরে
অগ্নি, কাঁদ মাতৃবক্ষঃস্তন্যদুগ্ধ তরে;
সব দুঃখ—দৈহিক যন্ত্রণা কিংবা ক্ষুধা;
সব সুখ—পান করা মাতৃস্তন্যসুধা;
ক্রীড়া—হস্তপদ সঞ্চালন একা একা;
কার্য্য—শুধু নিদ্রা কিংবা চক্ষু চেয়ে দেখা।

দ্বিতীয় অঙ্কেতে তুমি দাও হামাগুড়ি;
বেড়াও রে চতুষ্পদ ঘরময় জুড়ি'।
যা দেখ, তা নিতে চাও; যা নাও, তা নিয়ে
দাও মুখমধ্যে পূরে'। ভাবো পৃথিবী এ
খাদ্যের ভাণ্ডার।

তৃতীয় অঙ্কেতে গিয়া
একবারে চতুষ্পদ-অবস্থা ছাড়িয়া
দ্বিপদে উত্তীর্ণ তুমি। পড় শতবার,
আবার অধ্যবসায়ে উঠি চারিধার
কর পরিক্রম। কহি' বিবিধ বচন,—
'মা-মা, দা-দা,' স্বজনের আনন্দবর্দ্ধন

কর। কার্য্য—করা উদরের গর্ত্ত পূর্ণ;
দ্রব্যপ্রাপ্তিমাত্রে করা ছিন্ন কিংবা চূর্ণ,
মূল্য নাহি দিয়া।—অনন্ত আকাঙ্ক্ষাময়;—
পৃথিবীর দ্রব্যে শুদ্ধ আবদ্ধ সে নয়;
সূর্য্য চন্দ্র তারা,—তাও তোমার মৌরুষি!
না পাইলে সে ব্রহ্মাস্ত্র। কিসে থাকো খুসি
ভাবিয়া অস্থির সবে; সাধ্য কি অসাধ্য
সর্ব্ব ইচ্ছা তোর মোরা পূরাতেই বাধ্য!

চতুর্থ অঙ্কেতে জগতের এ নিষ্ঠুর
কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশের আয়োজন। দূর
নিভৃতে, সাজায় যত্নে পিতামাতা বসি',
দিয়া আগ্নেয়াস্ত্র, তীর-বর্ম্ম, চর্ম্ম-অসি;—
যাহার যা সাধ্য, কিংবা রুচি।—নব দীক্ষা
বালকের; মন্ত্রপাঠ, ব্যায়াম ও শিক্ষা;
উদ্যম ও কর্ম্ম; নীতি, ধর্ম্ম, জাগরণ—
কর সেই সমরের যোগ্য আয়োজন।

পঞ্চম অঙ্কেতে সেই নিষ্ঠুর সংগ্রাম
জীবিকার জন্য; সেই নিত্য অবিশ্রাম
দ্বন্দ্ব।—সেই অন্ধ দ্বন্দ্বে মাতা নহে মাতা;
পিতা?—অতীতের বস্তু। ভগ্নী কিংবা ভ্রাতা—
সে আবার কারে বলে? সে ত প্রকৃতির
খেয়াল। পুত্র ও কন্যা! নিত্যই অস্থির
তাদের বিবর্দ্ধমান সংখ্যায়; স্বীকার্য্য
তবে এত দূর যে, তাহারা অনিবার্য্য।
প্রেম? কারে বলে? সে ত দৈহিক পিপাসা;
বন্ধুত্ব ত দু'দণ্ডের হাসি ও তামাসা,
গল্প ও গুজব। ভক্তি স্নেহ? পড়ি বটে
উপন্যাসে; ভালো লাগে আমার নিকটে
কবিতা কি গল্পে।—তবে সত্য কি পদার্থ?
সত্য রৌপ্য, সত্য নিজ সুখ, সত্য স্বার্থ।
—অর্থ চাই অর্থ চাই—তাহার লাগিয়া
অনন্ত পিপাসা—মুখ ব্যাদান করিয়া—

ঊর্দ্ধকণ্ঠে তৃষ্ণাতুর চাতক যেমন
চায় জলবিন্দু ; চায় রৌপ্য নরগণ।
এ চীৎকার থামে শেষে সেই এক্কাকারে,
সেই নিত্য প্রধূমিত ঘন অন্ধকারে।

এস দিব্য, এস কান্ত, এস মিষ্টহাসি,
এস গৌরকান্তি, এস সুন্দর সন্ন্যাসী,
এস ধরাধামে বৎস। হেথা বিশ্বময়
সর্ব্বৈব কদর্য্য নহে। নহে সমুদয়
ঝটিকা, অশ্রান্ত-গর্জ্জী বজ্র, অন্ধকার,
কণ্টক, অরণ্য, শুষ্ক মরুভূমি সার।
—আছে ঊর্দ্ধে নীলাকাশ—শান্ত দিব্য স্থির,
অনন্তঅভয়ভরাস্নিগ্ধসুগভীর
স্নেহে, বক্ষে ধরি' ধরণীরে ; নিত্য তাহে
লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র করুণানেত্রে চাহে
অনন্ত অনুকম্পায় ধরণীর পানে।
এখানেও সূর্য্য ওঠে। বিতরে এখানে
চন্দ্র দিব্য রশ্মি। দূরে কল্লোলিয়া যায়
উচ্ছ্বসিত স্বচ্ছ নীল জলধি। হেথায়
হাসে শ্যামা ধরিত্রী। আলেখ্যবৎ তাহে
তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ রাজে ; অশ্রান্ত প্রবাহে
ধায় নদনদী ; ফোটে পুষ্প ; গায় পিক।
হেথা বহে বসন্তপবন দশ দিক
বিকম্পিত করি' মৃদু সুস্নিগ্ধ পরশে ;—
আসে একবার তাহা বরষে বরষে।

নহে সবই কালসর্প, কীট ও কণ্টক ;
নহে সবই প্লীহা, যক্ষ্মা, জ্বর, বিস্ফোটক
হেথা।—আছে বিশ্বে নব শৈশবের মত্ত
উচ্ছৃঙ্খল ক্রীড়া, যৌবনের চিরস্বত্ব—
প্রেমের রাজত্ব, বার্দ্ধক্যেও ক্ষীণ আশা ;—
আছে চিরপবিত্র মাতার ভালবাসা,
চিরপ্রবাহিত নির্ঝরের ধারাসম,
অবারিত, উৎসারিত, নিত্য মনোরম,

চিরস্নিগ্ধ ; যেই স্নেহ কভু নাহি যাচে
প্রতিদান।—হেথা দুঃখ আছে, সুখ আছে ;
মিথ্যা আছে, সত্য আছে ; উদ্বেগ ও ভয়
আছে ; শান্তি ও ভরসা আছে। বিশ্বময়
সব স্থানে তুঁষ মধ্যে ধান্য আছে ;- তবে
শুদ্ধ সেই টুকু, বৎস, বেছে নিতে হবে।

এস, এই বিমিশ্রিত সুখ দুঃখ মাঝে,
প্রিয়তম। আর আমি (ব্যস্ত বড় কাজে
বেশী অবসর নেই) তোরে বক্ষে ধরি'
কায়মনোবাক্যে এই আশীর্ব্বাদ করি—
সুখে থাকো সুখে রাখো ;—আর বেছে নিও
সংসারে গরল হ'তে যে টুকু—অমিয় !

হিমালয় দর্শনে

(দার্জ্জিলিঙে)

কে তুমি সহস্র যোজন জুড়িয়া, ব্রহ্মদেশ হ'তে তাতার,
অক্ষয় হীরকমুকুটের মত ভারতলক্ষ্মীর মাথার,
জ্বলিছ প্রদীপ্ত, পাইয়া উষার কনকচরণপরশ
তুষার-মণ্ডিত চূড়ায়, হিমাদ্রি ? ব্যাপি কত লক্ষ বরষ
আছ এইরূপ নিশ্চল, নিস্তব্ধ, ভেদিয়া নির্ম্মল গগন
উত্তুঙ্গ শিখরে, গিরিবর ? আছ, কোন্ মগ্ন ধ্যানে মগন,
মহর্ষি ? বিরাজে পদতলে দূরে কত রাজ্য শ্যাম, নবীন,
শিশুসম ; শুদ্ধ তুমিই একাকী, বসে' আছ কৃশ, প্রবীণ,
পাষাণপঞ্জর যেন ; দেখি দেহে আছে কয়খানি যা হাড় ;
কার্য্যময় এই ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে প্রকাণ্ড অকেজো পাহাড়।
দেখ, নিজ কার্য্য করে সকলেই—ইতর, মহৎ,—সবে ;—
শুদ্ধ কি একাকী বসিয়া রহিবে নিষ্কর্ম্মা, তুমিই ভবে ?

দেখ ঊর্দ্ধে, ঘুরে সূর্য্যগ্রহচন্দ্র অশ্রান্ত, উন্মত্ত, অধীর ;
অযুত নক্ষত্র ঘুরে মহানৃত্যে নিজমত্ততায় বধির।

পদতলে দেখ, শত নদী ধায় কি দিবায় কিবা নিশায়,
বনকান্তারের প্রান্ত দিয়া, শেষে সুদূর সাগরে মিশায়।
গহনে শিকারে ফিরে সিংহ ধীরে। ব্যাঘ্র সে পশুর রাজার
রাজত্বের ভাগ নিতে চায় কেড়ে। হরিণ কানন মাঝার
সভয়ে দৌড়ায়। ছাগকুল দেখে, উঠিয়া পর্ব্বত শিখর,
নীচের গভীর গহ্বর, বিস্ময়ে। বনের বানরনিকর
বৃক্ষে চড়ি' নিজ শ্রেষ্ঠতা (অন্ততঃ সে বিষয়ে) সবে দেখায়।
দীর্ঘ অজগর নির্ভয়ে দিবসে চলেছে বঙ্কিম রেখায়
মন্থর গমনে। বিহঙ্গ মেলিয়া বিবিধ রঞ্জিত পাখায়,
উড়ে সূর্য্যকরে। বৃক্ষলতাশত দুলায়ে শ্যামল শাখায়
নৃত্য করে হর্ষে পর্ব্বতের গায়ে প্রভাত-কিরণছটায়।
ভ্রমর গুঞ্জরি বেড়ায়, না জানি কাহার কি কুৎসা রটায়।
দূরে বংশবনে কে বসিয়া তার বাজায় মুরলী মধুর।
ডাকে ঘুঘু ঘন শালবনে। প্রেমী কোকিল, বসিয়া অদূর
তমালের ডালে, ডাকিছে বধূরে। কেতকীকদম্বতলায়
নাচিছে ময়ূর। দূরে অধিত্যকা ; ধান ও সরিষা, কলাই
ঢাকিয়া দিতেছে কোমল বসনে নগ্নতা উলঙ্গ জমীর ;
গাভীরা চরিছে, চাষারা গাইছে, বহিয়া যাইছে সমীর
নিকুঞ্জে। সবাই কিছুত করিছে ;—শুধু বিশ্বে, যায় দেখা,
অর্দ্ধেক এসিয়াপ্রস্থ জুড়ে' গিরি ! তুমিই ঘুমাও একা।

দেখ, এ ভারতে,—কেহ বা হাকিমি করিছে বিচারশালায় ;
কেহ বা তাঁহারি পার্শ্বে কিংবা দূরে বসি', হংসপুচ্ছ চালায় ;
কেহ ওকালতি করে, 'ক্রস্' করে শামলা পরিয়া মাথায়,
বাড়ীতে আসিয়া লেখে আয় ব্যয় জমাখরচের খাতায় ;
কেহ বা ডাক্তারি করিয়া দুপুরে করিছে একটু আরাম ;
কেহ বে-পসার 'ঘুরে ঘুরে' শুধু বেড়ায়, না গঙ্গা না রাম ;
কেহ বা চালায় সংবাদ-পত্রিকা ; কেহ বা লিখিছে কেতাব,
বহু কষ্ট করি' ; কেহ পায় কৃষ্ণ ;—কেহ বা পাইছে খেতাব ;
কেহ বা পৈতৃক সম্পত্তি উড়ায়ে সময়টা বেশ কাটায় ;
কেহ জমিদারি করে, কেহ টাকা ব'সে ব'সে শুধু খাটায়,
কেহ বা খুঁজিছে দলাদলি করি' জাতিটা মারিবে কাহার ;
কেহ তা' সত্বেও গোপনে 'হোটেলে' মুরগী করিছে আহার ;
কেহ বা বিশেষ কার্য্য না থাকায় ভাঙ্গিছে, গড়িছে সমাজ ;
কেহ বা করিছে ঠাকুরের পূজা ; কেহ বা পড়িছে নমাজ ;

সবার উপরে শ্বেতাঙ্গ শাসন করিছে ভারতভূমি ;—
বসিয়া কেবল অচল, অকেজো পাষাণ—একাকী তুমি।

তোমার ঘুমের এমনি মহিমা! তোমার কাছেতে শয়ন
কি উপবেশন করিলে, অমনি ঢুলে আসে ছুই নয়ন।
তোমার উত্তরে দেখিছ না চীন ঢুলিছে আপিঙ নেশায় ?
ঢুলিতে ঢুলিতে বসিয়া আপিঙে পেয়ারার পাতা মেশায় ;
আপন মহত্ত্ব ভাবিতে ভাবিতে করিছে আনন্দে চা-পান ;
এদিকে আসিয়া চরণে আঘাত করিয়া যাইছে জাপান।
তোমার দক্ষিণে সমানই অবস্থা প্রায় এ ভারত-মাতার ;
সমানই বিপন্ন আরব, তুরস্ক, পারস্য, তিব্বত, তাতার ;
সমস্ত 'এসিয়া' কি করিবে শুয়ে ভাবিয়া ভাবিয়া না পায় ;
যখন যুনানী স্বীয়-পদদাপে হুঙ্কারে মেদিনী কাঁপায়,
দলিয়া ধরণী, মথিয়া জলধি, বিদীর্ণ করিয়া গিরি ;—
সে সময় এঁরা ঘুমান, কভু বা এপাশ ওপাশ ফিরি।

একি ঘুম বাপ্ ! শুনিয়াছিলাম কুম্ভকর্ণ নামে ভীষণ
রক্ষঃ ছিল এক ; ছ'মাস করিয়া ঘুমাত সে রক্ষঃ ফি সন।
তবু সে জাগিত একদিনও। তুমি, ইতিহাস যতদিনের
পাওয়া যায়, এই একই ভাবে আছ। শোন মিনতি এ দীনের—
একবার জাগো !—শুধু একবার—হে কুড়ের বাদশাহ !
দেখি না ; অন্ততঃ একবার ভুলে নয়ন মেলিয়া চাহ।

—না না কাজ নেই—জানি জানি বেশ তোমাদের কারখানায়
—বাবারে ! কিরূপ তোমাদের জাগা আমার কি নেই জানাই ?
'বিস্বাবস্থ' কিংবা 'এটনার' মত যদি জাগো, যদি জ্বালোই
জাগরণে প্রলয়াগ্নি, তবে যত না জাগো ততই ভালোই।
—তোমাদের বটে তাহাতে আমোদ হ'তে পারে সম্ভবতঃই ;
কিন্তু ধ্রুব বলা যায় না অন্যের হয় কিনা ওটা অতই।
—সহর পুড়ায়ে, অরণ্য উড়ায়ে, ছাইয়ে ধূসর গগন
ধূমরাশি দিয়ে, প্রলয় আঁধারে মেদিনী করিয়া মগন,
লেলিহান অগ্নিজিহ্ব, চরাচর সঘন গর্জ্জনে কাঁপাও,
করাল কালিকা সমান, নির্দ্দয় ; ক্রোধে অন্ধ, ভেবে না পাও
কাহারে করিবে বিচূর্ণ, উড়ায়ে কাহারে ভস্মের সমান,
তোমার অসীম ক্ষমতা অসীম বিক্রম করিবে প্রমাণ ;

পর্জ্জন্যের বজ্রসম ছোড় তব বিনাশের অস্ত্র 'লাভা'
—বহ্নি নদ এক—সৃষ্টির সংহারে।—না না কাজ নেই বাবা!

—তুমি যেন বল "দেখ বাপু সব জানোত আমার প্রভাব;
কিন্তু তবু জেনো স্বভাবতঃ অতি নিরীহ আমার স্বভাব।
একটু উঁচুতে বসে' আছি; দূরে বসে' বসে' রোদ পোহাই,
বুড়োসুড়ে, লোক, তাই শীত লাগে; ঘাঁটিও না বেশী—দোহাই!
কোন কৌতূহল নাই, কারো গুপ্ত বিষয়ে খুঁটিয়া দেখায়;
কোন উচ্চাশা নাই; একধারে পড়ে আছি একা একাই;
কাহারো অনিষ্ট করি নাকো; আমি মাটীর মানুষ নেহাইৎ;—
কিন্তু জেনো যদি রাগাও, তা আমি, কাহাকে করিনা রেয়াৎ;
তখনি উদ্গারি ক্রোধের অনল, ভস্ম করি দশ দিশি;—
করে ভস্ম শাপে সবারে যেমতি ধ্যানভগ্ন মহা-ঋষি!

"আমি বসে' বসে' কি ভাবি, জানিতে মনে তোমাদের সবার,
কৌতূহল হতে' পারে বটে' আর কারণও আছে তা হ'বার;
—তা শোন, অন্তরে আমি করি যত কূটপ্রশ্ন অবতারণ,
—জগতের আদি জগতের অন্ত, জন্ম ও মৃত্যুর কারণ,
এত যে অনন্ত জীবন-কল্লোল উঠে পড়ে নিশি দিবাই;—
কোথা হতে আসে, কোথায় মিলায়, তাহার উদ্দেশ্য কিবাই।
ভাবিয়া কিছুই হয় না; মস্তক গরমটি হয় খালি,
দিবারাত্র তাই রাশি রাশি রাশি মাথায় বরফ ঢালি।

তোমরা এ উনবিংশতি শতাব্দীর শেষেত ভাবিবে, "কি ছাই
ও সব ভাবনা। মনুষ্যের ওই কূটচিন্তা সব মিছাই।"
তোমরা ভাবিছ উপায়, দুদিনে দুমাসের পথ যাওয়ার;
ভূতত্ত্ব, উত্তাপবিজ্ঞান, স্নায়ুর বিষয়, গঠন হাওয়ার;
তোমরা ভাবিছ বিদ্যুতে কিরূপে লাগাবে কার্য্যেতে আপন;
কি উপায়ে এই ষাট বর্ষ সুখে করা যায় কালযাপন।
ভাবিছ কিরূপে মিনিটে মিনিটে মারা যায় দশ হাজার;
তোমরা বসাতে চাও বিশ্বমাঝে এক বাণিজ্যের বাজার।
তা ভাব না, বেশ!—যুবার উচিত—রহিবে সে কর্ম্মরত—
বৃদ্ধের উচিত, কার্য্য যোগ, ধ্যান, সন্ন্যাস ও ধর্ম্ম ব্রত।

—কি? অস্তিত্বলোপ করিতে চাও কি আমার এ বিশ্ব মাঝেই?
এ সব কুঁড়েমি? এ বিশ্বের আমি লাগি না কি কোন কাজেই?

ফল শস্য কিছু পারি না'ক দিতে, পূরাতে জীবের উদর ;
পড়ে' আছি এক আলস্যের স্তূপ—কঠিন অনড় ভূধর ?
তাহার উপরে অগ্ন্যুৎপাতে কভু বিশ্বের অনিষ্ট ঘটাই ?
—কিন্তু ব্যোম হ'তে গঙ্গা নামে যবে কে ধরিয়াছিল জটায় ?
ব্যোমই সেই বিষ্ণু, আমিই ধূর্জ্জটী, সে জটা আমারই শিখর
লতা-গুল্মময় ।—সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র আদি নদ নদী নিকর
আমি বহাই না ক্ষেত্রে গ্রামে বনে ? আমি অনুর্ব্বর না হয়—
কিন্তু সুশ্যামল ক্ষেত্র দেখ যত, কে করে উর্ব্বর তাহায় ?
আমরা ভিজাই বসুধার ওষ্ঠ—বিদগ্ধ কিরণে রবির,—
নদ নদী দিয়া !—নিজে জীর্ণ, শীর্ণ, শুষ্ক, নিরাহার, স্থবির ।
ধ্যানে নব সত্য আবিষ্কার করি, ধরণীরে নিত্য শেখাই ;—
নিজে নিরানন্দ. নিঃসঙ্গ, পড়িয়া দূরে আছি একাই ।
কর্ত্তব্যের মূর্ত্তি আমরা জানি না ভক্তি প্রেম দয়া স্নেহে ;
বার্দ্ধক্যের রেখা আমরা ধরার শ্যামল কোমল দেহে ।"

দাঁড়াইয়া থাক ঋষিবর ! হেন অনন্তের ধ্যানে মগন,
মৌন হিমাচল ! অটল শিখরে স্পর্শিয়া সুনীল গগন,
হীরককিরীটী ! এমনই উজ্জ্বল কনক কিরণে উষার,
শৃঙ্গের উপর শৃঙ্গ তুলি' গর্ব্বে—তুষার উপরে তুষার ।
—কল্লোলিয়া যাক ঘটনার সম পদতলে জলনিধি ;
তুমি থাক দৃঢ়, দৃঢ় যেইমত আদি নিয়ম ও বিধি ।

দাঁড়াও

দাঁড়াও সুন্দরি ! চক্ষের সম্মুখে, ছায়াবাজিপ্রায়,
এই বিবর্ত্তিত ব্রহ্মাণ্ড জগৎ এসে চলে' যায় ;
তার মাঝে তুমি দাঁড়াও সুন্দরি !
একবার দেখি দুটি নেত্র ভরি',
প্রেমের প্রতিমা, প্রিয়ে, প্রাণেশ্বরী !
দাঁড়াও হেথায় ।

আমি তরঙ্গিত আবর্ত্তসঙ্কুল উন্মত্ত জলধি,
উচ্ছৃঙ্খল ;—করি তোমারে সতত নিপীড়ন যদি ;

তুমি স্নেহশ্যামা ধরিত্রী !—নীরব,
সহ্য কর ; বক্ষ প্রসারিয়া, সব
লাঞ্ছনা, ও অপমান, উপদ্রব,
সহ নিরবধি।

নিষ্ঠুর সংসার স্বার্থপর,—স্বার্থে নিমগ্ন থাকুক ;
তুমি দাও প্রেম, তুমি দাও শান্তি, স্নেহ, এতটুক ;
শূন্য অবসাদে, এস মাথা রাখি
ও কোমল অঙ্কে ; এস চেয়ে থাকি
ও আনত নেত্রে ; তুমিই একাকী
ফিরায়োনা মুখ।

সব দুঃখ হ'তে সব পাপ হ'তে, অন্তর ফিরাই
তোমা পানে যেন ; সেথা যেন সদা তোমারেই পাই।
তব ব্রত হোক, প্রীতিপুণ্যভরা,
ওগো শান্তিময়ি, ওগো শ্রান্তিহরা—
শুধু ভালবাসা, শুধু সহ্য করা,
নীরবে সদাই।

যত অপরাধ, যত অত্যাচার, যাহা করি নাক,
সব কর ক্ষমা ; হাস্যমুখে দেবি তুমি চেয়ে থাক।
পাতকী নারকী আমি যদি হই,
তবু ভালবাস তুমি প্রেমময়ি !
এ অধমে তবু সোহাগে চুম্বয়ি'
বুকে করে' রাখ !

নবদ্বীপ

গঙ্গাজলাঙ্গী সঙ্গমে নবদ্বীপপুর।
এই খানে গৌরাঙ্গের গম্ভীর মধুর
উঠেছিল সঙ্কীর্ত্তন ;—কোথায় অকূল,
বাত্যোৎক্ষিপ্ত সমুদ্রের সুনীল, বিপুল,
প্রমত্ত, প্রচণ্ড এক তরঙ্গের মত
আসি', ছেয়েছিল বঙ্গদেশ ;—শতশত

আবর্জ্জনাপূর্ণ গৃহাঙ্গন, পথ, মাঠ,
জীর্ণগৃহ, ভগ্নচূড় মন্দির, বিরাট
শ্মশান, বিধৌত করি' তাহার নির্ম্মল
নীল জলরাশি দিয়া ; করিয়া সরল,
অভিনব, সুপবিত্র, স্নিগ্ধ, শান্তিময়,
প্রেমপূর্ণ, ভক্তিনম্র,—মানব হৃদয় ;
কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা, লোভ, করি' দূর ;—
প্রিয়তমে !—এই সেই নবদ্বীপপুর।
আর তাও বলি, এই সেই নবদ্বীপ,
যেইখানে বীর আর্য্যকুলের প্রদীপ
বঙ্গেশ লক্ষ্মণ সেন, প্রবৃত্ত আহারে,
শুনি' সপ্তদশ সেনা উপনীত দ্বারে,
অত্যৎকৃতপ্রত্যুৎপন্নমতিত্বসহিত,
পশ্চাদ্দ্বার দিয়া, নৌকারূঢ়, পলায়িত,—
একেবারে না চাহিয়া দক্ষিণে ও বামে
দ্রুতবেগে উপনীত বারাণসী ধামে।

বঙ্গের গৌরব এই নবদ্বীপপুর ;
বঙ্গের কলঙ্ক এই নবদ্বীপ।—দূর
করি' সে কলঙ্ক, ধৌত করি' সে অখ্যাতি,
লজ্জার পুরীষপঙ্ক হইতে এ জাতি
উঠাইয়া স্ববলে, গৌরাঙ্গদেব তা'র
শুষ্ক, শূন্য, প্রেমহীন, সামান্য, অসার,
ক্ষুদ্রচিত্তে, জাগাইয়াছিলেন মহতী
আশা ও সান্ত্বনা।—হেথা সেই মহামতি
মাতিয়াছিলেন প্রভু, মানবের হিতে,
প্রমত্ত উদ্দাম এক প্রেমের সঙ্গীতে।

অবিশ্বাস করিতেছ ?—এই ক্ষুদ্র স্থান !
নদীতীরে কাঁচা পাকা বাড়ী কয়খানা—
অধিকাংশ চালাঘর ! ময়লার খনি
শীর্ণ গলি ! ওই সব মিষ্টান্নবিপণি !
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকানে বিলাতিদ্রব্যঘটা—
লণ্ঠন (তাহার মধ্যে হিঙক্সেরও ক'টা),

জুতা (চটী, বুট, আর বোধ হয় তায়
খুঁজিলে দুজোড় ডসনেরও পাওয়া যায়),
কাঁচি, ছুরি, পেনসিল, পেন, দেশলাই,
ঘাঘরা, প্যাণ্ট ও টুপি (যা'র যাহা চাই),—
পমেটম, নানাবিধ ফিতের প্যাকেট,
—আর সর্ব্বনাশ !—কুলবালার জ্যাকেট,—
কোথাও চেয়ার, বেঞ্চি, টেবিল, বিলাতি
আলমারি, আয়না, বুরুষ, ছড়ি, ছাতি,
গৃহাঙ্গনে 'কোপি', আরো দুই এক ঘরে
—হরি হরি !—একি দেখি—মুরগীও চরে !!!

পুরবাসীদেরই হায় একি ব্যবহার !
ধর্ম্ম কর্ম্ম ছাড়ি', করে সুখে নিদ্রাহার ;
ভুলিয়া গৌরাঙ্গদেবে, ভুলিয়া ঈশ্বরে,
গাঁজা, গুলি তাড়ি খায় ; কেনাবেচা করে।
ছেলেপিলে নদীজলে স্নান করে বটে ;
কিন্তু পূজা করা দূরে থাক্, নদীতটে
দন্তসম্মার্জ্জনসহ কেহ ধরিয়াছে
অতীব অশ্লীল গান, যাহা কারো কাছে
বলিতেও লজ্জা করে। কেহ মিথ্যা দ্বন্দ্বে
করিছে চীৎকার। কেহ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে
রটাইছে কুৎসা, আর মর্দ্দিছে স্বগাত্র ;
(সম্ভব ছেলেটা কোন কলেজের ছাত্র)
কেহ বা পড়িয়া জলে করে সন্তরণ,
কুটিলকটাক্ষসহ স্বল্পাবগুণ্ঠন
খর্ব্ব পীন স্নানরত কুলবধূপ্রতি।
কেহ দূরে কারো সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে অতি
করিছে সুবিস্তৃত কুৎসিত আলাপন।
কেহ অর্চ্চনানিরত, মুদ্রিতনয়ন,
বৃদ্ধের পশ্চাতে গিয়া, ভেঙচায় তারে,
বক্ষে পাণিযুগ রাখি, তা'র ব্যবহারে
সম তুষ্ট, কিন্তু উনমৌলক শিশুরা
করে হাস্য ; চমকিয়া চক্ষু মেলি' বুড়া
শিক্ষাদানহেতু তাহাদের পানে ধায় ;
ক্ষিপ্রতর পদক্ষেপে তাহারা পলায়।

সত্য বটে ; কিন্তু প্রিয়ে, তবু সত্য, এই,
এই সেই নবদ্বীপ ধাম ; এই সেই
তীর্থভূমি ; এই সেই চিরস্মরণীয়,
পঙ্কিল পবিত্র, কুৎসিত সুন্দর, প্রিয়
অক্ষয় স্মৃতির মঠ, চির অভিরাম,
—প্রেমের জনমক্ষেত্র—নবদ্বীপ ধাম।
—শ্রীগৌরাঙ্গ যে প্রেমের উন্মত্ত, অধীর,
দুনিবার টানে ; কৃষ্ণস্তব্ধরজনীর
অন্ধকারে ; উদ্‌ভ্রান্তচরণক্ষেপে ; ছাড়ি'
মাতা, দারা, পুত্র, বন্ধুবর্গ, ঘরবাড়ী ;
—(যাহা কিছু জগতের প্রিয়, মনোরম,
মনুষ্যের ;—যাহার কারণে করে শ্রম,
বহে দাসত্বের হল, সহে ক্ষুরধার
শত অপমানজ্বালা ; চাহিয়া যাহার
পানে—একবার শুদ্ধ চাহিয়া কেবল,
ভুলে এই দুঃখরাশি ; এই হলাহল
পান করে হাস্যমুখে, লঘুপ্রাণে, হায় ;)
মনুষ্যের সে আরাধ্য প্রিয় দেবতায়
ঠেলি' ফেলি' পায়ে অনাদরে ; করি' দুর
ফেনিল, অনিতিতিক্ত, তীব্র সুমধুর,
সুরাপাত্র অধর হইতে,—দীনবেশে,
নগ্নপদে, মুণ্ডিতমস্তকে ;—যেন ভেসে
চলিয়াছিলেন কোন্ অজানিত স্রোতে,
বৃন্দাবন পানে ;—এই নবদ্বীপ হ'তে।

বহুদিন পূর্ব্বে, একবার মনে পড়ে,
ভারতসীমান্তে, দূর সুদূর উত্তরে,
শৈলবনচ্ছায়ে, গিরিনির্ঝরপ্রপাতে,
রাজপুত্র এক, ঘন অন্ধকার রাতে,
এইমত, পরিবার, পুত্র-পরিজন
ত্যাগ করি' ; তুচ্ছ করি' রাজভোগ্য ধন,
রত্নরাশি, গজ, বাজী, প্রাসাদ, বিভব ;
—নিত্য নৃত্যগীত, নিত্য স্তাবকের স্তব,
রমণীর কলহাস্যপূর্ণঅন্তঃপুরে
নিত্য ক্রীড়া, নিত্য ভোগ,—ছুড়ে ফেলি' দূরে ;

হেন পদব্রজে হেন অধীর বিনিদ্র,
হেন অনশনে, হেন সামান্য দরিদ্র,
অতি দীনচিত্তে, অতি দীনতম বেশে,
— চলিয়াছিলেন দূর বন্ধুহীন দেশে।
কিন্তু সে বৈরাগ্যভরে ;—জটিল চিন্তার
কঠোর প্রচ্ছন্নবিষে নিত্য অনিবার
জর্জ্জরিত চিত্তে, ক্ষুব্ধ অশান্ত অন্তরে,
সংশয়ের অঙ্কুশ তাড়নে, শান্তিতরে ;—
মস্তক উপরে ঘোর ঝঞ্ঝা চারিদিক
অন্ধকার। যন্ত্রণায় ক্ষিপ্ত দার্শনিক
ছুটিয়াছিল সে, অন্ধঅধীরআগ্রহে,
অস্থিরআবেগভরে,— কিন্তু প্রেমে নহে।
মানব মাতিয়াছিল শুদ্ধ একবার
এইরূপ অনাবদ্ধ, মত্ত একাকার,
দুনিবার প্রেমে ;—মুগ্ধ ক্ষিপ্ত হরিনামে,
—আর তাহা শুদ্ধ এই নবদ্বীপ ধামে।

সে দিন এ নবদ্বীপে জীবন্ত জাগ্রত
ছিল মনুষ্যের আত্মা ; নিত্য ও নিয়ত
বাণীর বীণায় মৃদুমধুরঅস্থির
উঠিত ঝঙ্কার—স্বচ্ছ শ্যাম জাহ্নবীর
হিল্লোলকল্লোলসম। বিদ্যার অর্চ্চনা,
শাস্ত্রচর্চ্চা, তর্ক, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা,
স্বাধীন চিন্তার স্রোত মৃদুল তরঙ্গে
বহেছিল নবদ্বীপে প্রিয়ে তার সঙ্গে,—
অদ্য এই শুষ্ক মরুভূমে। অহরহ
সুদূর প্রয়াগ, কাশী, দাক্ষিণাত্য সহ
বহেছিল ভাবের বাণিজ্য ; অবিরত
আসিত বিদ্যার্থী জ্ঞানী, গুণী শত শত,
নদীয়ায়। প্রত্যেক গলিতে, বিদ্যালয়
পান্থশালা ছিল, এই নবদ্বীপময়।

পরে এক দিন এই পণ্ডিত-সমাজে ;
এই স্মৃতিশ্রুতিন্যায়নীতিচর্চ্চা মাঝে ;
এই কূট তর্কের আবর্ত্তে,—এক অতি
সুন্দর গৌরাঙ্গ যুবা, ভক্তির মহতী

দুর্দ্দামবন্যার মত, পড়িল আসিয়া,
ভৈরবমধুরস্বনে ; দিল ভাসাইয়া,
ভাঙিয়া, বিচূর্ণ করি'—নিয়ম, আচার,
সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি ও প্রথার
পুরাতন জীর্ণ বাঁধ। অমনি অধীর
পূর্ণবিকম্পিতবক্ষে ফিরিল নদীর
প্রবল চিন্তার স্রোত ; আসিল উন্মত্ত
উচ্ছৃঙ্খলউপদ্রবে প্রেমের রাজত্ব,
নবযৌবনের মত, কোথা হ'তে নেমে ;
অমনি উঠিল নৃত্য—মহানৃত্য প্রেমে ;
আর সেই সঙ্কীর্ত্তন—মধুর মৃদঙ্গে—
সুমধুর হরিনাম, ছাইল এ বঙ্গে।

আর তাও বেশীদিন নয়। কিন্তু হায়
সে আগ্রহ, প্রেমোন্মাদ, সে ধর্ম্ম কোথায়
আজি, প্রিয়তমে ?—তাহা বঙ্গভূমি হ'তে
কোথায় গিয়াছে ভাসি' ঘটনার স্রোতে।
তার স্থলে ভাবহীন প্রাণহীন সব
শুনিছনা বৈষ্ণবের শূন্য কলরব ?
সেই প্রেমরাশি অদ্য ভিক্ষাব্যবসার
পণ্য মাত্র।—আবার সে কঙ্কাল আচার,
ধর্ম্মের মুখস পরি', বিবেকের শূন্য
সিংহাসনে বসিয়াছে। ধর্ম্ম, নীতি, পুণ্য,
ভক্তি, স্নেহ, দয়া, ন্যায়—বিনম্র লজ্জায়
রক্তিম,—নোয়ায় শির গিয়া, তার পা'য়।
তার স্থলে দীর্ঘ ফোঁটা, দীর্ঘতর শিখা,
গলায় হরির মালা, কৃষ্ণ ও রাধিকা
বেচারির পথে ঘাটে অপমান নিত্য—
ভণ্ডামীর ভাণ্ড, বেশ্যাব্যবসার বিত্ত,
জুড়ি' চৈতন্যেরই সেই পুণ্য বঙ্গধাম।
—অহো কি ধর্ম্মের কি কঠোর পরিণাম !

তবু এই সেই নবদ্বীপ ; ধৌত করে
সেই গঙ্গা, সে জলাঙ্গী, আজও ভক্তিভরে,

তার পদরজ। প্রিয়ে, শিরে লও তুলি,
প্রেমে সুপবিত্র আজো তা'র স্বর্ণধূলি;
হোক সে পঙ্কিল আজি,—বিলুপ্তবিভব,
বিহীনসৌন্দর্য্যজ্ঞানপ্রতিভাগৌরব,
তবু চির পুণ্যময় তাহা, স্বর্গসম—
অবনত কর শির—প্রেয়সি, প্রণম।

কুসুমে কণ্টক

অনেকে লিখিল পদ্য নানাবিধ,—নব্য সদ্যঃ
শিশু হ'তে, অশীতিবর্ষীয়,—
প্রেমের বিষয়ে;—কিন্তু প্রেমতত্ত্ব এক বিন্দু
বোঝে নাই কেউ, দেখে নিও।
দেখো, যা'রা নব্য দুগ্ধপোষ্যসম, তা'রা মুগ্ধ,
তা'রা শুদ্ধ নারীজাতি খোঁজে;
হইলে প্রবীণ, শান্ত, প্রণয়ের আদ্যোপান্ত
গাঁজাখুরী, সেটা বেশ বোঝে।
অবশ্য অনেকে বিশ্বময় আছে প্রেমশিষ্য,
শেলি কিম্বা টেনিসনে ভোলে;
ভাবিয়া দেখিলে চিত্তে, প্রণয়ের ইতিবৃত্তে,
পড়ে কিন্তু ভয়ঙ্কর গোলে।
রমণীর মধুরাস্য; রমণীর কলহাস্য
রমণীর মুক্তাদন্তপাঁতি,
পীযূষভাণ্ডাররক্তঅধরের নীচে; ব্যক্ত
দুটী গণ্ডে কমলের ভাতি;
সুবঙ্কিম ভ্রূ আকর্ণ; দুটী চক্ষু পদ্মপর্ণ;
ভ্রমরসুকৃষ্ণ তারা দুটী,
তাহাতে বৈদ্যুত দৃষ্টি, তাহাতে অমিয়বৃষ্টি,
সৃষ্টিতে অতুল; পড়ে লুটি',
বিলম্বিত বেণী পৃষ্ঠে,— সর্পভ্রম হয় দৃষ্টে
কবিদের যাহে, আমি জানি;
মরাল গ্রীবাটী; বক্ষ পীন; আলিঙ্গনদক্ষ
মৃণালসুবাহু দুইখানি;—

আমি জানি তার মর্ম্ম, আমি জানি,—হা অধর্ম্ম !—
বলিতে সঙ্কোচ হয় মনে ;—
আমি জানি তার সূক্ষ্ম অর্থ, কিন্তু হায় দুঃখ !
সেই নিন্দা উচ্চারি কেমনে ?
হোথা বসি' ক'ববর্গ, নিজ মনে রচে স্বর্গ,
গড়িছে আকাশে হর্ম্ম্য সবে,—
ধাইবে ধরিয়া যষ্টি ;—তা যা করেন মা ষষ্ঠী—
আজি তাহা বলিতেই হবে !
এই প্রেম, এই ঈপ্সা—শুধু কাম, শুধু লিপ্সা,—
এ শুদ্ধ বিধির বিধি, ভবে
রাখিতে তাঁহার সৃষ্টি ; আর এই রূপবৃষ্টি—
প্রলোভনে বাঁধিতে মানবে।
মনুষ্যের আশা উচ্চ, বৈধ বিধি করি' তুচ্ছ,
আকাশে উঠিতে চায় যদি
সেই গন্ধময় মাধ্যাকর্ষণ করি' বাধ্য
সবলে তাহারে, নিরবধি,
সবদম্ভ করি খর্ব্ব, করি চূর্ণ সব গর্ব্ব,
টেনে আনে ধূলায় সবলে।
স্বর্গ আশা থাকি' মর্ত্তে ! অমৃতের পরিবর্ত্তে
তাই পাই তিক্ত হলাহলে।
যেই স্বপ্ন গড়ি হর্ষে—ঘটনাকঠিনস্পর্শে
টুটে যায় সেই স্বপ্নখানি ;
ভূপৃষ্ঠায় হায় সর্ব্ব ফুরায় প্রেমের পর্ব্ব,
না হ'তে অস্ফুট দুটো বাণী।

তাই এ হতাশা নিত্য বিশ্বময় ; তাই চিত্ত
সুগভীর নিরাশায় কাঁদে ;
নীরস, মলিন, ছিন্নমূল লতাসম, খিন্ন,
নু'য়ে পড়ে শীর্ণ অবসাদে।
আজি যাহা অতিরিক্ত মিষ্ট, কল্য তাহা তিক্ত,
কল্য তাহা কালকূটে ভরা ;
বুঝি শেষে, এ সুবর্ণ ধাতু নহে খাঁটি স্বর্ণ,
এ পিত্তল শুদ্ধ গিল্টি করা !
যাহা বক্ষে এইমাত্র পুষিয়াছি দিবারাত্র,
গোপনে আদরে রাখিয়াছি ;

বুঝি শেষে তার মূল্য ;—গর্দ্দভের ভারতুল্য
ফেলিতে পারিলে তাহা বাঁচি।
প্রেমপরিণয়ে দ্বন্দ্ব ;—প্রকোষ্ঠে অর্গলে বদ্ধ
থাকিতে চাহে না প্রেম ;—সুখে
তুলি পক্ষ নিরুদ্বিগ্ন, টুটি' সর্ব্ব বাধা বিঘ্ন
চলে' যায় শূন্যঅভিমুখে।
হায় মূর্খ ! হায় অন্ধ ! (চরণ শৃঙ্খলে বদ্ধ,)
ধূলায় নিলীন মর্ত্ত্যবাসী !
ভেবেছিলে লতাপুঞ্জে রচিবে প্রণয়কুঞ্জে
ধরাতলে ; পুষ্প রাশি রাশি
ফুটিবে মধুরগন্ধ ; কোকিলের গীতছন্দ
উঠিবে ঝঙ্কারি', শ্যামঘন
পল্লবিত অতি স্তব্ধ নিভৃতে, আয়াসলব্ধ
বিশ্রামে, ভুলিবে তীক্ষ্ণ ব্রণ,
বিষম যন্ত্রণা, মজ্জানিহিত দারিদ্র্যলজ্জা,
কুসুম শয্যায় ; মাথা রাখি'
মদিরাবিভোর চক্ষে একটি কোমল বক্ষে ;—
হা বিধাতা ! শেষে সব ফাঁকি !

রমণীর মুখকান্তি দেবীসম হয় ভ্রান্তি,—
উদ্দাম সঙ্গীত জেগে উঠে
চঞ্চলচরণভঙ্গে ; বিলাসশ্রী অঙ্গে অঙ্গে
তরঙ্গে তরঙ্গে তার ছুটে ;
চুম্বন, চাহনি, হাস্য, বিচিত্রবিভ্রমলাস্য,
দেহবল্লী অনুরাগশ্লথ ;
—ভিতরে মনুষ্যমাত্র ; ও বক্ষেও দিবারাত্র,
ঈর্ষা-দ্বেষ মানুষেরই মত।

ভূধর দুরধিগম্য, দূর হতে অতি রম্য,
ধূম্র নীল তুষারকিরীটী—
নিকটে বিকট, শীর্ণ, বন্ধুর কঙ্করকীর্ণ,
শুষ্ক,—যেন উকিলের চিঠি।

মিলন

(গান)

এস আঁখি ভরে' আজ দেখি হে তোমার
হাসিভরা মুখ খানি ;
এস, শ্রবণ ভরিয়ে শুনি ও মধুর
অধরে মধুর বাণী ;
এস, হৃদয় ভরিয়ে' করি নাথ, তব
পরশনসুধাপান ;
আজি, প্রাণভরে' ভালবাসি' গো, আমার
জুড়াই তাপিত প্রাণ।

বঁধু, জান কি, ছিলাম কত আশা কোরে,
এতদিন পথ চেয়ে ?
আজি, সে পুণ্যফলে কি পাইলাম স্বর্গ,
তোমারে নিকটে পেয়ে !
আজি তোমারি বিমল কিরণছটায়,
উজ্জ্বল নিখিল ধরা ;
আজি তোমারি মধুর কলকণ্ঠস্বরে,—
গগন সঙ্গীতভরা ;
আজি তোমারি ও অঙ্গ পরশে, আকুল
অধীর পবন চলে ;
আজি ফুটিছে সুগন্ধ ফুল রাশি রাশি
তোমার চরণ-তলে।

জানো, কতদিন আমি গোপনে হৃদয়ে
বরেছি তোমারে প্রভু ?
কত ভেবেছি অভাগী আমি এ জনমে
পাব কি তোমারে কভু ?
কত প্রভাত শিশিরে, সন্ধ্যার সমীরে,
নিশার তিমিরে, জাগি',
আমি রহিতাম কত উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ে
তোমার দরশ লাগি'।

শুনি স্তনিত জলদমন্দ্র, চমকিয়া
চাহিতাম তুলি' মুখ ;
দেখি' অরুণউদয় দুরু দুরু করি'
কাঁপিয়া উঠিত বুক ;
কত নবীন বসন্তে শিহরিতাম গো,
তব আগমন গণি' ;
কত চাহিতাম, শুনি' কিশলয়-দলে
মলয়ের পদধ্বনি।
—আজি সে তুমি আমার, মিটেছে গো সব
প্রাণের বাসনাগুলি ;
আজি জীবন আমার সফলকামনা,
পেয়ে তব পদধূলি।

না না, মিটেনি মিটেনি বাসনা, শুধুই
ভেঙ্গে গেছে তার বাঁধ ;
শুধু ফুটিয়া উঠেছে মুকুলিত মম
প্রাণের সকল সাধ ;
শুধু সুধা পেয়ে যেন বাড়িয়াছে ক্ষুধা,
ধন পেয়ে ধন আশা ;
তব পরশে হরষে জেগেছে প্রাণের
ঘুমন্ত এ ভালবাসা।
যদি পেয়েছি তোমারে প্রাণ ভরে' আজি
ডাকিব 'আমার' বলে' ;
আজি এ কোমল ভুজ বন্ধন দিব গো
পরায়ে তোমার গলে ;
আজি শুনাব নিভৃতে, হৃদয়ে রচিয়া
রেখেছি যে সব গান ;
আজি তোমারে ছাইয়ে দিব, নাথ, দিয়ে
প্রণয়ের অভিধান ;
মম ধরম করম বিকাইব তব
কমলচরণতলে ;
আজি হাসিব কাঁদিব মরিব ডুবি', এ
অগাধজলধিজলে।

সমুদ্রের প্রতি

(পুরীতে)

হে সমুদ্র ! আমি আজি এইখানে বসি' তব তীরে,—
ঠিক তীরে নয় ; এই সুপ্রশস্ত ঘরের বাহিরে,
বারান্দায়, আরাম-আসনে বসি', সুখে, এইক্ষণে,
'দুনিয়াটা মন্দ নয়' এই কথা ভাবিতেছি মনে।
হায় শুদ্ধ অন্নচিন্তা যদি না থাকিত, ও অন্তত:
দিবায় ছয়টি ঘণ্টা পরদাস্য না করিতে হ'ত ;

সে আরামাসনে বসি', নাসিকার অগ্রভাগ তুলি',
সংসারকে দেখাইতে পারিতাম জোরে বৃদ্ধাঙ্গুলি ;
ভুলিতাম দেশ, কাল, পাত্র, মর্ম্মদুঃখ শত শত,
ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সামাজিক মিথ্যা দ্বন্দ্ব যত,
প্রভুর তাড়না, স্ত্রীর অভিমান, সন্তানের রোগ,
ও তা'র আনুষঙ্গিক অন্য অন্য নানা কর্ম্মভোগ।

সত্যটি বলিলে লোকে চটে, তাই চেপে যাই সিন্ধু !
কিন্তু মনুষ্যত্বে আর ভক্তিশ্রদ্ধা নাই একবিন্দু ;
দেখি সকলেই বেশ আপনার আহারটি খোঁজে ;
আর সেটা পেতে হয় কি রকমে তাও বেশ বোঝে ;
কার কাছে কতখানি কি রকমে নিতে হয় কেড়ে,
'চেয়ে চিন্তে', 'ধরে' বেঁধে', 'ফাঁকি দিয়ে', তাও বোঝে 'বেড়ে'।

—না না এ ভাষাটা কিছু বেশী গ্রাম্য হয়ে গেল ঐ হে !
কিন্তু গ্রাম্য কথা গুলো মাঝে মাঝে ভারি লাগসৈ হে !
ভারি অর্থপূর্ণ ;—নয় ?—হে সমুদ্র !—বোলো ভাই, বোলো,
মাফ কোরো কথাগুলো ; অশ্লীলটা না হলেই হোলো,
তোমার যে প্রাপ্য মান্য তা'র আমি করিব না হানি ;—
যারে যেটা দেয়—সেটা—রত্নাকর ! আমি বেশ জানি।

শোন এক কথা ? তুমি বেড়াইছ সদা কারে খুঁজি' ?
কাহারো যে তক্কা তুমি রাখনাক সেটা বেশ বুঝি ;

কিন্তু তাই বলে' এই তোমার যে—'দিন রাত নাই'—
তর্জ্জনগর্জ্জন আর মত্তখেলা ভাল হচ্ছে ভাই ?
কাহার উপরে ক্রুদ্ধ সেইটেই বল নাহে খুলে ;
কেন ধেয়ে আস ঐ শুভ্রফণাফেনরাশি—তুলে ?

ধরণীর উপরে কি ক্রুদ্ধ ? যে সে তব ভার্য্যা হয়ে',
তোমার ও রাক্ষসী স্বভাব ছেড়ে, ধরিছে হৃদয়ে
স্নেহময়ী মাতৃসমা, দীনা সেই, সহিষ্ণু সে নারী,
ধরিছে হৃদয়ে—শস্যফলপুষ্পস্নিগ্ধমিষ্টবারি,
পালিছে সন্তানগুলি ধীরে সযতনে একমনে,
তোমার ও রুক্ষ বক্ষে এত প্রেম সহিবে কেমনে ?

কিংবা তব স্বেচ্ছাচার প্রেমে বুঝি চায় রোধিবারে ;
উত্তালতরঙ্গভঙ্গে, তাই ধাও বিচূর্ণিতে তারে ?
তাই গর্জ্জ দস্যুবর ? ইচ্ছা বুঝি গিয়া তারে গ্রাসো,
ক্ষুধা-অন্ধ হিংস্র জন্তুসম, তাই বুঝি ধেয়ে আসো
বার বার, বর্ব্বর ! ভাঙিতে তার অসহায় বুকে ?
—এত নির্য্যাতন, সিন্ধু ! তবু যা'র বাণী নাহি মুখে।

শোন। তুমি শুনি যে হে পৃথিবীর তিন পোয়া জুড়ে'
বসে' আছ, তা' কি ভাল ? হাঁ হাঁ, বটে তুমি নও কুড়ে,
সেটা মানি ;—শুদ্ধ ঘুরে' অহোরাত্র বেড়াইছ টো টো,
নির্ব্বিবাদে, বেখরচে, ইউরোপে আফ্রিকায় ছোটো,
তাও জানি। কিন্তু কোন্ কাজে লাগো, যাক্ দেখি শোনা ;
এত খানি নীল জল-রাশি বটে, কিন্তু সব লোনা।

দিনরাত ভাঙো শুধু বিশ্ব জুড়ি' বসুধার তীর ;
বালুরাশি দিয়ে ঢাকো শস্যশ্যামলতা পৃথিবীর ;
ক্রূর সম ঢেকে রাখো গিরিশৃঙ্গ তুঙ্গ কিংবা ক্ষুদ্র ;
—উপরেতে মোলায়েম, যেন কিছু জানোনা সমুদ্র ;
একটু বাতাসে মত্ত ; ঝটিকায় দেখোনা ত চক্ষে।
—অভাগা সে জাহাজ, যে সে সময়ে থাকে তব বক্ষে।

তুমি রত্নগর্ভ ? কিন্তু রাখো রত্নে দুর্গম গহ্বরে।
তুমি পোষ জল জীবে ? তা'রা কার উপকার করে ?

তুমি ভীমপরাক্রম? কিন্তু দেখি ব্যক্ত তাহা নাশে।
তুমি নীলবারিনিধি?—কিন্তু তা'তে কার যায় আসে;
কি!—তুমি অপরিসীম?—আকাশ ত তার চেয়ে বড়।
ও!—তুমি স্বাধীন?—তবে আর কি আমার ঘাড়ে চড়!

তুমি যে হে গর্জ্জিছই!—চট কেন? শোন পারাবার!
দুটো কথা বলি শোনো। তোমার যে ভারি অহঙ্কার!
শোন এক কথা বলি!—দিন রাত করিছ যে শোঁ শোঁ;
তোমার কি কাজ কর্ম্ম নাই?—আহা চট কেন? রোসো।
শুদ্ধ নিন্দাবাদী আমি? তবে শোনো দুটো স্তুতিবাণী;—
বলেছি "যা প্রাপ্য মান্য তাহা আমি করিব না হানি।"

—না না; তুমি ভাঙ্গো বটে; কর চূর্ণ যাহা পুরাতন;
কিন্তু তুমি নবরাজ্য পুনরায় করিছ সৃজন;
ব্যাপ্তিসম, কালসম, সৃজনের বীজমন্ত্রমত,
এক হাতে নাশ তব, এক হাত গঠনে নিরত;
যুগে যুগে বহে' যাও গম্ভীর কল্লোলি, নিরবধি;
ন্যায়সম নিঃসঙ্কোচে নিজ কার্য্য সাধিছ জলধি।

তুমি গর্ব্বী; তুমি অন্ধ; তুমি বীর্য্যমত্ত; তুমি ভীম;
কিন্তু তুমি শান্ত; প্রেমী; তুমি স্নিগ্ধ; নির্ম্মল; অসীম;
অগাধ, অস্থির প্রেমে আসো তুমি বক্ষে ধরণীর,
বিপুল উচ্ছ্বাসে, মত্তবেগে, দৈত্যসম তুমি বীর।
চাহ বক্ষে চাপিতে তাহারে ঘন গাঢ় আলিঙ্গনে;
বুঝ না সে ক্ষীণদেহা অত প্রেম সহিবে কেমনে?

কিংবা তুমি বুঝি কোন যোগিবর, দূরে একমনা
বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে; কোন মহাযোগ করিছ সাধনা;
ধর তব বিশাল হৃদয়ে আকাশের গাঢ়তম
ঘননীলছায়ারাশি যোগিচিত্তে মোক্ষ আশাসম;
কভু তুমি ধ্যানরত, মুদ্রিতনয়ন, স্থির, প্রভু!
সমুত্থিত মুখে তব মেঘমন্দ্রে বেদগান কভু।

দাও অকাতরে নিজ পুণ্য রাশি যাহা বাষ্পাকারে,
প্রার্থনায়, উঠি নীলাকাশে, পুনঃ পড়ে শতধারে,

দেবতার বরসম, প্লাবি' নদনদীহ্রদহ্রদি,
জাগাইয়া বসুধার শস্যপুষ্পরাজত্ব, বারিধি!
তুমি কভু বজ্রভাষী; তুমি কভু শান্ত, মৌন, স্থির;
অতল; অপরিমেয়; দিব্য; সৌম্য; উদার; গম্ভীর।

কল্লোলিয়া যাও সিন্ধু! চূর্ণ কর ক্ষুদ্রতার দম্ভ;
ধৌত কর পদপ্রান্তে ভূধরের মহত্বের স্তম্ভ;
সৃষ্টির সে প্রেমান্ধ সঙ্গীত তুমি যুগে যুগে গাও;
—যাও চিরকাল সমভাবে বীর কল্লোলিয়া যাও।

কার দোষ?

কহিলেন স্বামী—"এ কি অত্যধিক আশা?
কর্ম্ম হতে শ্রান্তদেহে ক্লান্তপদে ফিরি' গেহে,
ওই হাসি পান করি' মিটাব পিপাসা;
একি প্রিয়ে বড় বেশী আশা?
এ শুষ্ক নয়ন 'পরে চুম্বিয়া সোহাগভরে,
দিবে শান্তি, দিবে তৃপ্তি, দিবে ভালবাসা;
একি বড় বেশী আশা?"

"এত সুখ থায় না গো" কহিলেন প্রিয়া—
"কর্ম্ম হতে শ্রান্তদেহে ক্লান্তপদে ফিরি' গেহে!
রেখেছ আর কি তবে মাথাটি কিনিয়া!"
ব্যঙ্গভরে কহিলেন প্রিয়া।

"আমাদের কর্ম্ম নাই! আমরা বসিয়া খাই!
ঘুমাই সারাটি দিন ঘরে দোর দিয়া?"
তবে—কহিলেন প্রিয়া।
"তোমরা কি সদা তার লবে প্রতিশোধ?
স্খলিত চরণে যদি পড়ে' যাই;—নিরবধি
শত বিঘ্ন বাধা যা'র করে গতিরোধ;
তোমরা কি ল'বে প্রতিশোধ?

করি যদি একবার অপমান অত্যাচার
করি যদি অপরাধ আমরা অবোধ ;
তাই লবে প্রতিশোধ ?"

"খুব নেবো।—তোমরা কি ছেড়ে কথা কহ ?
স্খলিত চরণ যদি পড়ে' যাই নিরবধি !
আমাদের দোষ হ'লে— চুপ করে' রহ ?
বড় নাকি ছেড়ে কথা কহ ?
এক হাতে বাজে তালি ?—আমরাই বকি খালি ?
তোমরা নিরীহ জীব—জানো না কলহ !
বড় ছেড়ে কথা কহ ?"

কহিলেন পিতামহী—"হয়ে থাকে বটে ;
আমাদের সময়েও এইরূপ হ'ত সেও,
স্বামী স্ত্রীতে চিরকাল—পুরাণেও রটে ;—
এইরূপই হয়ে থাকে বটে।
তবে যেই রূঢ় কহে তার তত দোষ নহে ;
বেশী দোষ তার ভাই, যে তাহাতে চটে।
—তবে কিনা এরকম হয়ে থাকে বটে।"

স্বপ্নভঙ্গ

কেন আনিলে আমায় আবার এ মর্ত্ত্যভূমে
ত্রিদিব হইতে ? কেন ভাঙিলে সে মোহঘুমে,
সেই ক্ষুদ্র সুখস্বপ্নে ; দেখাইতে এ কঠিন
এ নীরস দৃশ্য ?

—সেই দিন আর এই দিন ;—
সেই চন্দ্রমুগ্ধ রাত্রি ; সেই কোকিলের গীত ;
সেই পুষ্পবিহসিত রম্য নিস্তব্ধ নিভৃত
কুঞ্জে, স্নিগ্ধ সমীরণ হিল্লোল ; চরণ তলে,
কল্লোলিত নীলসিন্ধু !

আর এই দিনগুলি ;—
এই বিকট চীৎকার ; এই শুষ্ক তপ্তধূলি
নীরস কান্তার ; এই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাভরা
বিজ্ঞানের কর্ম্মময় অভিশপ্ত শূন্য ধরা ;
—হা নিষ্ঠুর !

বুঝিয়াছি এ আমার নির্ব্বাসন ;
বুঝিয়াছি এই শুদ্ধ সেই মাধ্য আকর্ষণ,
যাহা তুচ্ছ করি' উচ্চে উঠিয়াছিলাম, মূঢ়
আমি ;—সেই আকর্ষণে আবার নিক্ষিপ্ত রূঢ়
নিষ্করুণ মর্ত্ত্যভূমে।

পড়ে গেছে যবনিকা ;
সাঙ্গ অভিনয় ; সাঙ্গ ক্ষুদ্র মধুর নাটিকা ;
সমাপ্ত সাবিত্রীসীতাকৃষ্ণা-উপাখ্যানভাগ ;—
উদার গভীর প্রেম ; নিঃস্বার্থতা ; আত্মত্যাগ
পরহিতব্রতে ; সাম্য ; সহিষ্ণুতা ; নিত্যজয়
ধর্ম্মের ;—সমাপ্ত আজি উপকথা অভিনয়।

এখন উঠেছে যবনিকা দীর্ঘ প্রহসনে ;—
সন্দেহে, ঈর্ষায় ; দ্বন্দ্বে ; পর কুৎসা-আলাপনে ;
কিরূপে দোকোড়ি আর পাঁচু, দুইজন মিলে
ফাঁকি দিলে সাড়ে পাঁচ শত মুদ্রা, চুণী শীলে ;
কিরূপে জ্যোতির স্ত্রী ও কেদারের ভার্য্যা নিত্য
কলহ করিত ; কেন যোগেন্দ্র বাবুর ভৃত্য
অমূল্য বাবুর ঝির এত প্রিয়পাত্র ;—আর
মতি ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ সোদরের পরিবার,
একান্নবর্ত্তিনীদ্বয়, নিবেদিত কেন স্বীয়
স্বীয় স্বামিসন্নিধানে, রাত্রে নিত্য, নাতিপ্রিয়
ভাষে, কোমল নিখাদে, ঈষদুষ্ণ অশ্রুজলে,—
এরূপ অনেক কথা যা' না বলিলেও চলে,
—মশারির মধ্যে ; কেন প্রত্যহ প্রভাতে মণি
সান্যালের ভার্য্যা, বিধান করিত সম্মার্জ্জনী
হতভাগ্য মণির ললাটে, কেন অকস্মাৎ
যদুর বিধবা কন্যা, শশী বড়ালের সাথ,

এক দিন আলোকিত পরিষ্কার বুধবারে,
হইল অদৃশ্য কোথা ; সে কথা বক্তিতাকারে
পরদিন গ্রামময় রাষ্ট্রমাত্র, কার মনে
কি ভাব উদিত ; বৃদ্ধ গোবিন্দ কুক্ষণে, ধরি'
দ্বাদশ-বর্ষীয়া এক বালিকা বিবাহ করি',
কি বিপদে পড়ে'ছিল ; চন্দ্রমুখীর বিবাহে
দ্বাবিংশ সহস্র মুদ্রা বরপক্ষ কেন চাহে ;—
—এ সব জটিল প্রশ্ন উদিত ও পরক্ষণে
হয় মীমাংসিত, প্রতিদিন এই প্রহসনে।
কি প্রভেদ! লীলাময়ী কল্পনার পরিবর্ত্তে
এই দৈনন্দিন গন্ধ!—এ প্রভেদ স্বর্গে মর্ত্ত্যে।
হায় সত্য! হা বিজ্ঞান! হা কঠোর! হা নৃশংস!
কাড়িয়া নিয়েছ সব জীবনের সার অংশ;
সুন্দর দেহের মাংস টানিয়া ছিঁড়িয়া, তার
কঙ্কাল রেখেছ খাড়া—শুদ্ধ শুষ্ক সভ্যতার।

হাঁ, মানি, দিয়াছ তুমি সম্ভোগ সামগ্রী নানা ;-
বনাত ও মখমলে ; পাখা ও বরফে ; খানা
রসাল রসনাতৃপ্তিকরী ; পুষ্প নিঙাড়িয়া
সুগন্ধ আতর ; অন্ধ খনিগর্ত্ত উখাড়িয়া
সমুজ্জ্বল হীরা ; মুক্তা সমুদ্রকন্দর হতে ;
দিয়াছ সুরম্য রাজপথ ; সুকোমল রথে,
হাঁকিয়া যাইতে সেই প্রশস্ত সরল বর্ত্মে',
অনন্ত আরামে ; সৌধমন্দিরমণ্ডিতমর্ত্তে
বাঁধিয়া দিয়াছ ক্ষণপ্রভা ; মনুষ্যের তরে
রেখেছ বাহকযুগ্ম—বরুণ ও বৈশ্বানরে ;
ফুটায়েছ চক্ষু ; সুখে দিয়াছ শৃঙ্খলা ; সত্য,
এ সব বিলাস, জ্ঞান—সভ্যতা! তোমারি দত্ত!

কিন্তু কোথা অবারিত প্রসারিত সে নিখিল ?
কোথায় দিগন্তব্যাপ্ত—গগন সে ঘননীল ?
কোথা সে উদার সিন্ধু ? কোথা হৈম আগমনী
প্রত্যহ উষার ? পুষ্পহাস্য পিককলধ্বনি-

মুখরিত কুঞ্জে ? কোথা সে মুক্ত শ্যামল ক্ষেত্র ?
সে বাতাস প্রেমময় ? সে চন্দ্র ? সে সূর্য্য ?—নেত্র-
প্রীতিকরী সে কৃষক বধূর সলজ্জ প্রীতি ?
সে মাঠে কৃষককণ্ঠে উচ্চ সুস্থ গ্রাম্যগীতি ?

পাঠক গিয়াছ ভুলি' মধুর চরিতাবলি
সেই সব পৌরাণিক ? দিয়াছ কি জলাঞ্জলি
ভক্তি, বিশ্বাসে ও স্নেহে ? মহত্ত্বউদারনীতি,
সৌন্দর্য্যগরিমা, পুণ্যকাহিনীর শ্যামস্মৃতি
নির্ব্বাসিতে চাও চিত্ত হতে ?—তবে কিবা কাজ
গাহিয়া সে গান যাহা শুনিবে না। যদি আজ
ওই সব অতীতের, অসত্যের, কল্পনার ;
থাকুক অতীত গর্ভে, তাহা গাহিব না আর ;
এস তবে নন্দলাল স্বদেশহিতৈষী ; আর
রাজাবাহাদুর এস ; এস ধর্ম্মগ্রন্থকার ;
প্রেমের প্রত্যহ গল্প—"খাসা পাত্র" ; "খাসা পাত্রী" ;
"কত টাকা" ? "বেশ বেশ" ;—বিবাহ ও বরযাত্রী,
ফলাহার ;—প্রণয়ের ছেলেখেলা দিন কত ;
বংশবৃদ্ধি ; দুজনের মুখ ক্রমে দীর্ঘায়ত ;—
যত বর্দ্ধমান সংখ্যা তত দীর্ঘায়ত মুখ ;
প্রেমিকের দাসত্বের কিম্বা ব্যবসার সুখ ;
শ্রম, অর্থ উপার্জ্জন, সংসার পত্তন ; আর
প্রেমিকার রন্ধনের ভাণ্ডারের অধিকার ;
স্বর্ণকার হিসাব, রজকবস্ত্রসংখ্যা পাত ;—
তাড়না, ক্রন্দন, "ও গো শোন" "বেশ ! এত রাত !"

দিব সত্য যত চাহো ;—উনবিংশশতাব্দীর
শেষভাগে সভ্যতার তীব্রালোকে, জানি স্থির
অন্যগান লাগিবে না ভালো !—তবে থাক্ সব,
সে করুণ, সে গম্ভীর, সে সুন্দর গীতরব,
সে গভীর প্রশ্ন —সেই জীবনের দুঃখ সুখ,
লুকায়ে নিভৃতে শুদ্ধ এ হৃদয়ে জাগরূক।

কতিপয় ছত্র

দিন যায়, দিন আসে, নব অনুরাগে
　　আবার সে জাগে ;
বসন্ত চলিয়া যায়, মলয় বাতাসে
　　আবার সে আসে ;
ঘুম আসে ধীরে, ছেয়ে দুটি আঁখি পুটে,
　　সেই ঘুমও টুটে ;
কিন্তু এক রাত্রি আসে ঘনাইয়া– তাহা চিরস্থায়ী ;
　　এক শীত আসে তার অবসান নাই ;
　　　একটি প্রগাঢ় নিদ্রা আসে,
　　　—আর ভাঙে না সে।

জীবন পথের নবীন পান্থ

১

অনিন্দ্য, পেলব, ক্ষুদ্র অবয়ব ;
　　অনিন্দ্যসুন্দর কোমল আস্য ;
ক্ষুদ্র কণ্ঠে তোর কলকণ্ঠরব ;
　　ক্ষুদ্র দন্তে তোর মোহন হাস্য ;
কচি বাহু দুটি প্রসারিয়া, ছুটি'
　　আসিস্, ঝাঁপিয়া আমার বক্ষে ;
ক্ষুদ্র মুষ্টি তোর ক্ষুদ্র করপুটে ;
　　দুষ্ট দৃষ্টি তোর উজ্জ্বল চক্ষে ;
ক্ষুদ্র দুটি ওই চরণবিক্ষেপে,
　　কক্ষ হ'তে কক্ষান্তরে প্রলম্ফ ;
ধরিয়া আমার অঙ্গুলিটি চেপে,
　　সোপান হইতে সোপানে ঝম্প।

২

আমি স্বপ্রকোষ্ঠে বসি' একা, দূরে
　　করি শুষ্ক কার্য্য নিবিষ্টচিত্তে ;

তুই এসে সব দিস্ ভেঙ্গে চুরে,
ও মনোমোহন মধুর নৃত্যে ;—
ফেলি' উলটিয়া মসীপাত্র, সুখে
লেখনীটি ভাঙি' ধরিয়া দন্তে,
হাতে মসী মাখি', মসী মাখি' মুখে,
পড়িয়া ছিঁড়িয়া কাগজ গ্রন্থে,
উলটি পালটি সাপটিয়া, রোষে
ফেলিস্ ছুঁড়িয়া, তুই নৃশংস !
নাদিরের মত, পরম সন্তোষে
চাহিয়া, দেখিস্ স্বকৃত ধ্বংস !

ব্যস্ত হয়ে' ডাকি জননীরে তোর,
"দেখ এসে, মোর স্বর্গের সূত্র
পুত্ররত্ন করে অত্যাচার ঘোর,
—নিয়ে যাও এসে তোমার পুত্র।"
তুই কিন্তু বসি' মেজের উপরে,
নির্ভীক, প্রশান্ত, স্থির, ঔদাস্যে ;
গান ধরে' দিস্, হর্ষে, তারস্বরে ;
মুগ্ধ করে' দিস্ চাহনি হাস্যে ;
গলদেশ ধরি', ধরি মোর শিরে
অনতিনিবিড় চিকুরগুচ্ছ ;
উপহাস করি' পিতা জননীরে
বারণ তাড়ন করিয়া তুচ্ছ।

কোথা হ'তে পেলি, বল্ বৎস মোর,
মোর পরিবারে দখলী পাট্টা ?
মায়ের সহিত নিত্য এই জোর ?
বাপের সহিত নিয়ত ঠাট্টা ?
ইঙ্গিতে করিস্ বিবিধ আদেশে,—
যেন আমি তোর অধীন ভৃত্য ;
পরাভব দেখি', খল খল হেসে,
করতালি দিয়া, করিস্ নৃত্য !

ও দুর্ব্বল দুটি সুকোমল করে
ভুবনবিজয়ী, কার সাহায্যে ?
উড়ে এসে জুড়ে বসি' বক্ষ' পরে,
কেড়ে কুড়ে নিস্ প্রেমের রাজ্যে !

৫

করি' দিবসের শুষ্ককার্য্য, হায়
দাসত্বের ধূলি মুছিয়া অঙ্গে,
ফিরি গৃহে, বৎস !—উৎসুক আশায়—
করিব আলাপ তোমার সঙ্গে ;—
বর্ষায় চড়িয়া বক্ষো'পরি, ফিরে',
চাহিয়া শুনিবি জীমূতমন্দ্রে ;
বসন্তে, গাহিবি মলয় সমীরে ;
শরতে. হাসিয়া ডাকিবি চন্দ্রে ;
উচ্চারিবি ধীরে অমিয়সম্ভার
সম্বোধনে, মিষ্ট বচনখণ্ডে ;
শুধু প্রশ্নে দিবি উত্তর কথার ;
দিবি সিক্ত চুমা ভরিয়া গণ্ডে।

৬

ভাঙিবি চূরিবি পাত্রদ্রব্য সব ;
দংশিবি নাসিকা ; মারিবি পৃষ্ঠে ;
মস্তুর মস্তিষ্কে, নিত্য, অভিনব
প্রচুর অনিষ্ট করিবি সৃষ্টি।
আমি যদি যাই ধেয়ে পানে তোর,
তাড়া দিতে তোরে এহেন ক্ষেত্রে ;
অমনি ভর্ৎসিবি ভর্ৎসনা কঠোর,
ছল ছল দুটি সজল নেত্রে।
অমনি ভুলিয়া সব উপদ্রব,
নাহি করি' আর কোন প্রতীক্ষা,
এ স্নেহ-গদগদ বক্ষে তুলে লব,
চুম্বনে চুম্বনে মাগিব ভিক্ষা।

৭

কি বন্ধনে তুই বেঁধেছিস্ মোরে,
এড়াতে পারি না এ চিরদাস্তে ;
কি ক্রন্দনে তুই সর্ব্বজয়ী, ওরে
ক্ষুদ্র বীর !—ওকি মোহন হাস্তে

করিস্ আলাপ : কি ভাষা অস্ফুট
শিখেছিস্, ও কি মধুর ছন্দ ;
চরণে কমল, হস্তে মুঠো মুঠো
কমল, আননে কমলগন্ধ ;
নিত্যই নূতন, নিত্যই সুন্দর ;—
সঙ্গীতময় ও চরণভঙ্গে,
বেড়াস্ গৃহের চন্দ্র, প্রিয়বর,
আপনার মনে, আপন রঙ্গে !

৮

দেখেছি সন্ধ্যায়, শান্ত হৈমকরে
রঞ্জিত মেঘের গরিমা দীপ্ত ;
দেখেছি উষায়, নীল সরোবরে
অমল কমল শিশিরলিপ্ত ;
নিদাঘে, নির্ম্মেঘ প্রভাতের ছটা ;
বসন্তের নব শ্যামল কান্তি ;
বর্ষায় বিদ্যুতে দীর্ণ ঘন-ঘটা ;
শরতে, চন্দ্রের স্বপনভ্রান্তি ;—
এ বিশ্বে সৌন্দর্য্য যেই দিকে চাই,
রাশি রাশি রাশি হয়েছে সৃষ্ট ;
তেমন সৌন্দর্য্য কিন্তু দেখি নাই,
শিশুর হাসিটি যেমন মিষ্ট !

৯

আমরা পতিত, বিশুষ্ক, নিরাশ,
অন্ধকারময় গভীর গর্ত্তে ;
পরী-পদক্ষেপে তুই চলে' যাস্
কিরণময় ও শ্যামল মর্ত্ত্যে ;
গান গেয়ে গেয়ে পাপিয়ার মত,
নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে, নিরবরুদ্ধ
নীলাম্বরে, উর্দ্ধ হতে উর্দ্ধে, রত,
নিমগ্ন, বিমুগ্ধ, বিভোর, শুদ্ধ
আপন সঙ্গীতে ; দেখিস্ কেবল
দিগন্তবিতান—সুনীল, শান্ত ;
স্নিগ্ধ সূর্য্যরশ্মি, উদ্ভাসি' নির্ম্মল
গগন হইতে গগনপ্রান্ত !

১০

আমরা পড়িয়া রহি পদতলে ;—
মলিন, নিলীন ধূলায়, ত্যক্ত,
দ্বন্দ্বরত, মগ্ন মিথ্যাকোলাহলে,
ভীত, শীর্ণ, ব্যগ্র, বিষয়াসক্ত।
এইরূপে দিন চলে' যায় ধীরে,
ক্রমে ঘনাইয়া আসে সে রাত্রি,—
থমকি' দাঁড়ায় যে ঘন তিমিরে
সকল পথিক, সকল যাত্রী।—
আমাদের লীলা সাঙ্গ হয়ে যায়,
এখন তুই রে, মধুর, কান্ত!
প্রিয়তম! তুই নেচে নেচে আয়,
জীবন-পথের নবীন পান্থ!

আশীর্ব্বাদ

আজি পূর্ণ ব্রত।
বালিকা জীবনে তুই নিত্য ও নিয়ত
যে কামনা যে অর্চ্চনা যে ধ্যান-নিরত
ছিলি ;—শত
উদ্বেগ, আশঙ্কা, আশাআকাশকুসুম ; শিশুজীবনের শত
সাধ, ভাঙ্গা গড়া কত, কত ইচ্ছা অসঙ্গত ;
আজি তাহা পরিণত
দৃশ্য স্পৃশ্যফলে ; আজি শান্ত সে বাসনা অসংযত ;
বালিকার একান্ত সাধনা সেই পতি মনোমত।
আজি তোর পূর্ণ সেই ব্রত।

২

আজি এই কোলাহলে ;
এ উৎসবে এ আনন্দরবে ; এই পুষ্প পরিমলে
এ মঙ্গলবাদ্যে ; এই চন্দ্রাতপতলে,
পশিছ, জানিও, এক সুপবিত্র মন্দিরে বিমলে!
পূর্ব্বজন্মকৃত পুণ্যফলে।

—আজি, শান্তিজলে
পবিত্রে! দাঁড়াও, নারীজীবনের এই সন্ধিস্থলে ;
আমি আশীর্ব্বাদ করি শান্তি ও কুশলে
থাক পরিণীতে! পতি সখী ও সচিব হও—আর সুমঙ্গলে!
ধন্য হও নিজপুণ্যবলে।

উদ্বোধন

১

এসেছিলে তুমি
বসন্তের মত মনোহর
প্রাবৃটের নবস্নিগ্ধ ঘন সম প্রিয়।
এসেছিলে তুমি
শুধু উজলিতে ; স্বর্গীয়,
সুন্দর!
কভু ভাবি মনে,
তুমি নও শীত
ধরণীর ;
কোন সূর্য্যালোক হতে এসেছিলে নেমে'
এক বিন্দু কিরণ শিশির ;
শুধু গাথা—গীত,
আলোক ও প্রেমে ;
লালিত ললিত এক অমর স্বপনে।

২

আগে যেন কোথা ভাল দেখিছি তোমারে—
কোথা বল দেখি?
মর্ম্মর প্রতিমা এক 'টাইবার' ধারে
দেখেছিনু ;—সেকি তুমি?
অথবা সে
তুমিই দিব্যালোকে দেবি আলোকি' ছিলে কি
রাফেলের প্রাণে,
যবে তাহা সহসা-উল্লাসে
বিকশিত হয়েছিল "কুমারী" বয়ানে?

কিম্বা শুনেছিনু বনলতা-
শকুন্তলাফুলময় কথা
কালিদাসমুখে, মনে পড়ে।—সে কি তুমি?

৩

হাঁ তুমিই বটে।
কিন্তু আসিয়াছ সত্য ও সুন্দরতম
আজি তুমি, আমার নিকটে
আসনি আজি সে বেশ পরি',—
মর্ম্মরে, সংগীতময় বর্ণে, কবিতার
স্কন্ধে ভর দিয়া।—
এসেছ ঢাকিয়া
মাংসের শরীরে আজি সোদ্বেগ তোমার
জীবন্ত হৃদয়;
—নয় কল্পিত সৌন্দর্য্যে; নয়
কবির নয়নে দেখা—পরীস্বপ্ন সম;
এসেছ প্রত্যক্ষ, স্বীয় দেবীরূপ ধরি'।

৪

আরো;—সে মধুরে
ছিল না জীবন যেন। অতীব সুন্দর মুখখানি;
কিন্তু যেন চক্ষু দুটি চাহিয়া রহিত কোথা' দূরে।
তখন কি জানি,
কিরূপ সে যেন উদাসীন চাহিত হৃদয়হীন প্রাণে।
চাহিত না অর্থপূর্ণ হেন মোর পানে।
তখন নক্ষত্র সম ছিলে দূরস্থায়ী!
তখন সৌন্দর্য্যে এসেছিলে, প্রেমে আস নাই।

৫

কিন্তু আজি যৌবন সোত্তম;
প্রভাতশিশির-
সম স্নিগ্ধ; বীণাধ্বনিসম
স্বর্গীয়; বিশ্বাসসম স্থির;
গাঢ়, নীল আকাশের মত;—
সে, দৃঢ়নির্ভরপ্রেমে মোরই পানে নত

আহা—
যদি কোন মন্ত্রবলে সুন্দর ধরণী
হইত আবদ্ধ এক স্বরে ;
যদি অপ্সরার সংমিলিত গীতধ্বনি
হ'ত সত্য ; নৈশনীলাম্বরে
প্রত্যেক নক্ষত্র যদি প্রাণোন্মাদী সুর
হইত ; অথবা যদি হেম
সন্ধ্যাকাশ অকস্মাৎ একটি দিগন্তব্যাপী হইত ঝঙ্কার ;
হইত আশ্চর্য্য তাহা ;
কিন্তু হইত না অর্দ্ধমধুরসংগীত তা'র,
যেমতি মধুর
স্বপ্নময়, কুহুময় 'প্রেম'।

নববধূ

বাপের বাড়ি এলাম ছাড়ি, যখন অতি শিশু ;
মায়ের কাছে শুতাম যবে, করিত কোলে বিশু ;
ভায়ের সনে বিবাদ করি, সইর সনে খেলা,
হাসির মত, স্রোতের মত, কাটিত যবে বেলা ;
স্বাধীন ভাবে বেড়াইতাম আপন গৃহে ভুলি,
কাননে, মাঠে, পথে ও ঘাটে, মাখিয়া গায়ে ধূলি ;
জুটিত যবে গাছের তলে' পাড়ার মেয়ে ছেলে ;
অপার সুখে কাটিত বেলা কতই খেলা খেলে ;
যেতাম যবে তুলিতে চাঁপা, খাইতে ফলমধু ;
—চলিয়া গেল সেদিন, আমি হ'লাম নববধূ।

একদা শেষ নিশীথে জাগি,' অর্দ্ধঘুমঘোরে
বাবার মা'র তর্করবে ভাঙ্গিল ঘুম ভোরে।
তখন মাঘ, সকাল বেলা, বিশেষ তাড়াতাড়ি
উঠিতে বড় ইচ্ছা নাই লেপের মায়া ছাড়ি ;
শুনিলাম যে কহেন মাতা—"হইল মেয়ে বড়,—
এখন তবে পাত্র দেখ, একটা কিছু কর।"
কহেন পিতা—"এত কি বেশী হয়েছে বড় মেয়ে ?"
কহেন মাতা—"তুমি কি জানো ? তুমি কি দেখ চেয়ে ?

সারাটি দিন বাহিরে থাকো, খেলিছ গিয়ে দাবা,
আমিই বসে পাহারা দেই" ; কহেন তবে বাবা—
সে কী গৃহিণী ? "মেয়েত মোটে পড়েছে এই দশে ;
কাহার ক্ষতি করিছে ? হেসে খেলেই বেড়ায় সে ;
থাকনা কেন বছর দুই।" জননী ক্রোধে তবে
শয্যা ছাড়ি, গাত্র ঝাড়ি, কহেন ঘোররবে
ঝঙ্কারিয়া,—"তোমার মেয়ে—আচ্ছা, বেশ, থাকো ;
কাটিতে হয় কাটো, কিম্বা রাখিতে হয় রাখো ;
আমার ভারি দায়টি ! আমি সহিতে নারি তবে
লোকের এই গঞ্জনাটি ;—তা' যা' হ'বার হবে ;
আমি ত হেথা টিকিতে নাহি পারিব, যথা তথা
চলিয়া যাই, খরচ দাও—এ বেশ সোজা কথা।"
কহেন বাবা—"কথাটি তুমি ভাবিছ সোজা যত,
তত সে সোজা নহে, গৃহিণী, নহে সে সোজা তত
বাপের বাড়ি চলিয়া যাও, নাহিক তাহে মানা,
যেথায় খুসী চলিয়া যাবে ?—অবাককারখানা !
—ছাড়িয়া যাবে কিরূপে তুমি, বুঝিতে নারি আমি,
সোণার ছেলে, সোণার মেয়ে, সোণার হেন স্বামী ;
কেবল স্বামী নয় সে প্রিয়ে—বলিলে নাহি ক্ষতি,—
পুরুত ডেকে দূর্ব্বা দিয়ে বিবাহ করা পতি ?"
কহেন মাতা—"যাবোই যাবো।" কহেন পিতা—"বটে ?
যাওনা যদি আমার সনে তোমার নাহি পটে ;
গর্ব্ব ভারি !— চলিয়া তুমি গেলেই সব মাটি !
চলিয়া গেলে অন্ধকার হইবে মোর বাটী !
চলিয়া গেলে, বিরহে আমি—হয়ত তুমি ভাবো,—
তোমার তরে—হতাশ হয়ে, পাগল হয়ে' যাবো !
কাঁদিয়া পথে ফিরিব শুধু, পৃথিবীময় চলে,'
কোথায় প্রিয়া কোথায় প্রিয়া কোথায় প্রিয়া বলে' !
যাবেত যাও, নিত্য ভয় দেখাও কেন সদা ?
মারোনা কোপ, এরূপ কেন জবাই করে' বধা ?"

অনেক কথা হইল পরে, নাহিক মনে দিদি,
কান্নাকাটি, ঝগড়াঝাঁটি,—কলহ যথাবিধি।
পরের দিন, মুখটি ভার করিয়া, মা ও মাসি
গোছান যত গহনা আর বস্ত্র রাশি রাশি ;

জনক মোর, আহার পরে, লইয়া হাতে লাঠি,
গেলেন চলে, রাত্রে নাহি ফিরেন নিজ বাটি।
দুদিন পরে বম্বে ট্রেনে এলেন তবে মামা,
এলেন মাতা, এলেন পিতা ;—হইল সুলোনামা—
বৈশাখে কি জ্যৈষ্ঠে, হয় প্রলয় যদি ভবে,
পাত্র দেখে একটা মোর বিয়ে দিতেই হবে।

—সে রাতি বড় সুখের রাতি! আমার বিয়ে দিতে
মাথার 'পরে ন'বৎ বাজে সাহানা রাগিণীতে ;
পাড়ার যত গৃহিণীদল জুটিল এসে তবে,
ভরিয়া গেল ভিতর বাড়ি তাদের কলরবে!
কেহবা বলে "ময়দা কৈ?" কেহবা ডাকে "শশী"!
কেহবা কহে "কোথায় জল?" "কোথায় বারাণসী?"
"সিঁদুর?"—"আহা বাগুটাকে বাজাতে বল রাজু;"
কেহবা কহে "তাবিজ কৈ? জসম কৈ? বাজু?"
বাহিরে গোল—"গেলাস কৈ?" "কর্ত্তা কৈ?" "কেন?"
"করো না চুপ"! "মিষ্টি কৈ?" "বৃষ্টি হবে যেন!"
"আরে ও মতি ভেড়ের ভেড়ে!"—"চেঁচাও কেন দাদা?"
"ফরাস বিছা" ; "সরিয়ে রাখ্ পাতার এই গাদা ;"
"তামাক কৈ?" "আনছে, খুড়ো থামাও না এ গোলে" ;
"এখনো বর এলো না!"—"আহা এই যে এলো বলে'!"

অমনি দূরে বাজনা বাজে প্রবল ঘন রবে,
হৃদয়খানি উঠিল নাচি পুলকে মোর তবে,
নেত্রপথে উদিত হল আলোক সারি সারি,
কতই লোক কতই গাড়ি—গণিতে নাহি পারি ;
লোহিত এক হাওদা' পরে, কেন্দ্র তার মাঝে,
মুকুট শিরে, ভূষিত তনু লোহিত নব সাজে,
আমার বর—দেবতা মোর—আমার ভাবী পতি,
সুখদুঃখবিধাতা মোর, চিরজীবনগতি!

সে রাতি বড় সুখের রাতি ;—শঙ্খ হুলুরবে
সসম্মানে পতিরে মোর আহ্বানিল সবে ;
আসিল এক জনতা ঘন বাহিরে, দলে দলে,
মিশিয়া গেল বাঁশির তান হর্ষকোলাহলে।

তাহার পরে সাজা'তে মোরে বসিল পুরনারী ;
খেলার সাথী বন্ধু সবে ঘেরিয়া, সারি সারি ;
তাহার মাঝে কেন্দ্র আমি, যেন রাণীর মত ;
আমার 'পরে হিংসাভরে সকল আঁখি নত।
—নারীর পোড়া জীবনে এই একটী দিন তবু
সুখের বড় ! এ হেন দিন আসে না আর কভু।

আসিলে বর ভিতরে, সবে যেখানে যা'রা ছিল,
করিল ঘন শঙ্খরব, উচ্চ হুলু দিল ;
তাহার পরে বন্ধন সে সপ্তপাকছলে ;
চারিচক্ষুসম্মিলন আচ্ছাদনতলে ;
ধূপ ও ধুনা, মন্ত্রপাঠ ; হোমদূর্ব্বাধানে,
অগ্নিদেবে সাক্ষী করি' সভার মাঝখানে,
হইল পরে—বর্ণনা কি করিব আর দিদি,
সে মধুরাতি, মোদের সেই বিবাহ যথাবিধি।

পরের দিন, বিদায় যবে নিলাম এই ভবে
মাতার কাছে পিতার কাছে স্বজন কাছে তবে,
দিলাম শোধি' পিতার ঋণ কড়ি ও ধান দিয়ে,
সহসা মনে প্রশ্ন মোর উঠিল—এই বিয়ে ?
আটটী মাস জঠরে যার গঠিত এই দেহ,
বৰ্দ্ধিত এ দীর্ঘ কাল পাইয়া যাঁর স্নেহ,
আজিকে সেই মাতার সেই পিতার কাছ ছাড়ি,'
কোথায় আজি, কাহার সনে, চলেছি কার বাড়ি ?
চিনিনা যারে, দেখিনি যারে, শুনিনি নাম কভু,
তিনি আমার দেবতা আজি ? তিনি আমার প্রভু ?
তাঁহার সনে চলিয়া যাবো ? ছাড়িয়া যাবো পিছু,
এ ছার নারীজীবনে ছিল মধুর যাহা কিছু ?

সে দিন বড় দুখের দিন, কাঁদেন পিতা এসে,
কাঁদেন মাতা ; অশ্রুসনে অশ্রুজল মেশে ;
খেলার মোর সাথীরা এসে দাঁড়ায় সারি সারি,
সবার মুখ মলিন—কেন বলিতে নাহি পারি :
ভাবিছে যেন চলিয়া আমি যেতেছি বনবাসে ;
নয়নে মোর সহসা গেল ভরিয়া জলরাশি ;

ভাবিলাম যে আমার মত দুঃখী নহে কেহ,
রহিল সব, আমিই ছেড়ে চলেছি নিজ গেহ ;
কহেন পিতা—"শঙ্কা কি মা ? দুদিন পরে গিয়ে
আসিবে লোকে আবার তোরে বাপের বাড়ি নিয়ে ;
বিয়ের পরে শ্বশুর বাড়ি যাইতে হয়" ; চুমি'
কহেন মাতা—"মাণিক মেয়ে লক্ষ্মী মেয়ে তুমি !"
গেলাম চলে নিঃসহায়, পতির সনে তবে,
পতির গৃহে, ভাবিয়া "পরে যাহা হবার হবে।"

তাহার পরে শ্বশুর ঘরে, কাহারে নাহি জানি—
বেড়াই গুরুজনের মাঝে ঘোমটা শিরে টানি ;
দেখিয়া যায় ঘোমটা খুলি প্রতিবেশিনী যত,
নীরবে রহি দাঁড়ায়ে, করি নয়ন অবনত ;
—কেহবা কহে দিব্যি বৌ কেহবা কহে 'ভালো'
কেহবা কহে 'মন্দ নহে,' কেহবা কহে 'কালো ;'
চলিয়া যায় বিবিধ সমালোচনা করি' হেন,
আমি একটা নূতন-কেনা ঘোড়া কি গরু যেন !
নিয়ত গুরুজনের সেবানিরতা আমি ভয়ে,
আদর, মৃদু তাড়না পাই তাহার বিনিময়ে ;
—পরের ঘর আপন করা, পরের মন নত,
নব বঙ্গবধূর মহা কঠিন সে ব্রত।

—কোথায় সেই পথের ধার ! কোথায় সেই ধূলি !
কোথায় সেই আম্রবন ! খেলার সাথীগুলি !
কোথায় ফল পাড়িয়া দিতে ভাইয়ে ধরে সাধা !
বিনা কারণে মায়ের সেই আঁচল ধরে' কাঁদা !
সন্ধ্যা হ'লে হাম্বারবে আসিত ফিরে গাভী !
কোথায় সেই মুক্তবায়ু !—এখন তাই ভাবি।

ক্রমশঃ দিন চলিয়া গেল সন্দেহে ও ভয়ে,
কাটিয়া গেল ভাবনা-ভীতি নিকট পরিচয়ে ;
বুঝিলাম যে আমার পতি, আমার সখা তিনি,
ভুবন 'পরে এমন আর কাহারে নাহি চিনি ;
পেয়েছি বটে মাতার প্রেম, পিতার এত স্নেহ,
বুঝেছি আমি এমন আর আপন নহে কেহ ;

পুরাজনমে তাঁহারি ধ্যান করেছি বলে' জানি ;
পরজনমে তাঁহারে মোর দেবতা বলে' মানি ;
এ দেহ মন দিয়াছি আমি তাঁহার পদে স'পি,'
জীবনে যেন মরণে যেন তাঁহারি নাম জপি।

সরলা ও সরোজ

সরলা সরোজ দুজনায় ছিল
এ আঁধার পাড়া করিয়া আলো ;
দুজনায় ছিল দুজনে মগন,
এমনি দুজনে বাসিত ভালো।
দুজনে দুজনে করিত খেলা
বেড়াত দুজনে প্রভাত বেলা ;
হাত ধরাধরি, কাননে, মাঠে,
ঘুরিয়া বেড়াত, পথে ও ঘাটে ;
গাইত কখন হরষ ভরে,
ধ্বনিয়া কানন মিলিত স্বরে।

বরিষার কালে একদা দুজনে
বেড়াইতে গেল নদীর কূলে ;
ভেসে যায় পদ্ম ; কহিল সরলা—
"এনে দাও ফুল, পরিব চুলে।"
ঝাঁপিয়া সরোজ পড়িল স্রোতে,
আনিতে সরোজে লহরী হ'তে ;
স্রোতে সে কুসুম ভাসিয়া যায়,
বহুদূর গিয়া ধরিল তায় ;
ফিরিতে চাহিল নদীর ধার,
অবশ শরীর এলনা আর।

কহিল সরোজ—"সরলা" "সরলা"-
অধরে কথা না সরিল আর ;
ডুবিল সরোজ, দেখিল সরলা,
মূরছি পড়িল নদীর ধার।

—সরলা চলিয়া গিয়াছে দূরে,
ধরণীর গৃহিণী অবনীপুরে;
পালিছে আপন সন্তানগুলি,
সরোজে তাহার গিয়াছে ভুলি';
মাঝে মাঝে হৃদে ভাসিয়া যায়,
কে যেন সরোজ স্বপন প্রায়।

এই ভাঙা বাড়ি সরোজের ঘর
ছিল এই ছোট উঠানমাঝ;
বাড়ির উপরে উঠেছে অশ্বত্থ;
উঠানে জঙ্গল জনমে আজ।
কতদিন এই উঠান 'পরে
সরোজের হাত সাদরে ধরে',
কহেছে সরলা, সরোজে 'তারি',
"তোরে কি সরোজ ভুলিতে পারি!"
সরলার আজ মুকুতা গলে,
সরোজ—আজ সে অতল জলে।

বাইরণের উদ্দেশে

হে কবি! গাহিয়াছিলে শতবর্ষ পূর্ব্বে তুমি, মিষ্ট তারস্বরে,
ইংলণ্ডের উপকূলে; শতবর্ষপরে আজি, দূর দেশান্তরে,
ভারতের শ্যামল সন্তান, সেই গীত শুনি', মুগ্ধ, কুতূহলী,
তোমার চরণতলে দিতেছে বিস্মিতমুগ্ধভক্তিপুষ্পাঞ্জলি।

২

উঠনি জ্যোৎস্নার মত তুমি;—উঠেছিলে তীব্র বিদ্যুতের ছটা
প্রাবৃট আকাশে; চতুর্দ্দিকে তব, ঘোরকুৎসাকৃষ্ণঘনঘটা
তোমারে ঘেরিয়াছিল; তুমি চালাইয়াছিলে তব রশ্মিরথ
তাহার উপর দিয়া, করিয়া চকিত স্তব্ধ বিস্মিত জগৎ।
তুমি গাহ নাই গীত, বসন্তের পিক সম ললিত উচ্ছ্বাসে,
কুঞ্জবনে; গেয়েছিলে তুমি কবি, পাপিয়ার মত নীলাকাশে,
প্রবল মধুর স্বনে। তোমার সঙ্গীত একাকী ইংলণ্ড নহে,
আয়র্লণ্ড, স্কটলণ্ড, ফরাস, জর্ম্মণী, রোম, বিমুগ্ধ বিস্ময়ে
শুনে'ছিল তাহা; আর যে যেখানে ছিল, করি' তব কাব্যপাঠ,—
তোমারে মানিয়াছিল, এক বাক্যে সবে, কাব্যজগতে সম্রাট।

তোমার কবিত্বরাজ্য সমুদ্রের মত।—তুমি কভু উপহাস
করিয়াছ; কভু ব্যঙ্গ; কভু ঘৃণা; ফেলিয়াছ বিষাদ নিঃশ্বাস
কভু; কভু অনুতাপ; গম্ভীর গর্জ্জন কভু ; কভু তিরস্কার;
আগ্নেয় গিরির মত দ্রবীভূত জ্বালা কভু করে'ছ উদ্গার;
কভু প্রকৃতির উপাসনা, যোড়করে, ক্ষুদ্র বালকের প্রায়;
পরের দেশের জন্য জ্বলিয়াছ কভু তীব্রমর্ম্মবেদনায়।

৪

ছিল তব নিন্দাবাদী।—তুমি হ্যানিবাল সম স্বীয় দুর্নিবার
বিক্রমে করিয়া তা'রে পরাস্ত, স্থাপিয়াছিলে রাজ্য আপনার।
গিয়াছিলে চলি' তুমি, প্রবল ঝঞ্ঝার মত, উড়াইয়া ধূলি—
প্রচণ্ড নিঃশ্বাসে চূর্ণ করি' হর্ম্ম্য, লতা-গুল্ম বিটপি উন্মূলি'।
ছিল তব নিন্দাবাদী। কহিয়াছে তা'রা তুমি নিরীশ্বর, আর
মানব-বিদ্বেষী, গাঢ় দুর্নীতিকলুষপ্লুত চরিত্র তোমার।
মানি সব। কিন্তু সেই নিন্দাবাদী, সম অবস্থায়, কয়জন
হইতে পারিত সাধু? কয়জন পেয়েছিল ও উন্নত মন,
ও অপরিমেয় তেজ? কয়জন পারিত বা অপরের তরে
স্বীয় অর্থ, অবসর, স্বাস্থ্য, পরে নিজ প্রাণ, দিতে অকাতরে—
দিয়াছিলে, কবিবর! পতিত গ্রীসের জন্য যেইরূপ তুমি?
—কয়জন পূজা করে হেন গাঢ়ভক্তিভরে নিজ জন্মভূমি?
তুমি ধনী, মান্য, যুবা, কন্দর্পের মত দিব্য, সুন্দর; সকলি,
অক্ষুণ্ণ উদার চিত্তে, সর্ব্বেব গ্রীসের পদে দিয়াছিলে বলি।

হাঁ নাস্তিক তুমি। কেন?—মানো নাই
শিশু সম গুরুবাক্যাবলি,'
অথবা সমাজ ভয়ে, ব্রহ্মে স্বতঃসিদ্ধবৎ; কুসংস্কার দলি'
নির্ভয়ে সবলে তুমি করিতে চাহিয়াছিলে ঈশ্বরে প্রত্যক্ষ,
স্পর্শ, অনুভব, চিত্তে,—বিবেক সহায় মাত্র, সত্য তব লক্ষ্য।
নির্লজ্জ লম্পট তুমি?—পত্নী তব পতিদ্বেষী; হেন ক্ষমাহীন,
পতিত চরণে যবে মার্জ্জনা চাহিছে পতি, তথাপি কঠিন!
মানব-বিদ্বেষী তুমি?—সমাজ তোমার প্রতি, নিত্য অহরহ
করিয়াছে অত্যাচার; তুমি ত মনুষ্য মাত্র, যীশুখ্রীষ্ট নহ।

৬

অতি সত্য কথা তুমি বলিয়াছিলে, হে কবি!—সর্ব্বব্যবসাই
শিক্ষাসাধ্য; আছে একটি ব্যবসা যাহে শিক্ষা প্রয়োজন নাই;
মূর্খ হইলেও চলে—সে সমালোচনা। অন্য সুবিধ'টী তা'র—
আছে তা'র চিরস্বত্ব, যত ইচ্ছা, মিথ্যাকথা করিতে প্রচার।

নিন্দাবাদ অতীব সহজ। কারে করা উপহাস, কিম্বা তুচ্ছ;
অপাঙ্গে কটাক্ষ করা; ওষ্ঠপ্রান্ত বক্র করা; স্কন্ধ করা উচ্চ।
বিজ্ঞভাবে শিরঃ সঞ্চালন করা,—যেন নিজে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু!
পাপের মোহানা দিয়ে যান নাই, তার ছায়া মাড়ান নি' কভু।

৮

সে হিসাবে এ সংসারে কয়জন পাপী? বিশ্ব সাধুত্বেই ভরা!
সাধু পঞ্চবিধ।—এক সাধু, যিনি অদ্যাবধি পড়েন নি ধরা';
দুই, ব্যবসায় সাধু; তিন, ভয়ে সাধু; চার সাধু, পৃথিবীতে,
আলস্যে, অনবসরে; পাঁচ (সত্য সাধু যিনি), সমাজের হিতে।

ইহাতেই মনুষ্যত্ব, মহত্ত্ব! নহিলে আপনারে কোন মতে
বাঁচাইয়া, এই ষষ্ঠি বর্ষ মাত্র, পিনাল কোডের ধারা হ'তে
জীবন ধারণ করা ধর্ম্ম নহে। পরকাল ভয়ে, নিন্দা ভয়ে,
ব্যয়ভয়ে, সসঙ্কোচে, নিশ্চল নির্জ্জীব থাকা,—তাহা ধর্ম্ম নহে!
আপনায় প্রবেষ্টিত আপনি, নিরুদ্ধবৎ উদ্ভিদের মত,
জীবন ধারণ করা ধর্ম্ম নহে!—নাহি যার পরহিতব্রত,
হোক না সে নিষ্পাপ, সে জীবনের উদ্দেশ্য কি আছে?
সংসারের কিবা যায় আসে, সে নিরীহ জীব মরে কিম্বা বাঁচে?

১০

দাও পুণ্য, দাও পাপ, পরমেশ! এই ক্ষুদ্র জীবনে আমার।
দাও সুখ, দাও দুখ, এ হৃদয়ে। দাও জ্যোতি, দাও অন্ধকার।
নিষ্পাপ, নিষ্পুণ্য, শক্তিহীন করি' রাখিও না এ বিশ্বে আমারে।
রাখিও না এ জীবনে নির্ব্বিকারদ্যুতিহীনশূন্য একাকারে;
দাও স্বাস্থ্য, দাও ব্যাধি; জড়জীব করি' মোরে দিওনাক রাখি'।
দাও শস্য, দাও গুল্ম; শুষ্কতপ্ত বালুকায় রাখিওনা ঢাকি'।

—ব্রহ্মাণ্ডে রহে না মিথ্যা, রহে সত্য ; রহেনাক পাপ রহে পুণ্য ;
মিথ্যার নিশীথ দিয়া, সত্যের দিবায়, চলে জগৎ অক্ষুণ্ণ।
প্রলয়ের মধ্য দিয়া, এইরূপে নরজাতি হয় অগ্রসর—
যুগ হ'তে সভ্যতার যুগে ; ধ্বংস দিয়া, জন্ম হ'তে জন্মান্তর।

জাতীয় সঙ্গীত

১

বিশ্বমাঝে নিঃস্ব মোরা, অধম ধূলি চেয়ে ;
চৌদ্দ শত পুরুষ আছি পরের জুতা খেয়ে ;
তথাপি ধাই মানের লাগি'   ধরণী মাঝে ভিক্ষা মাগি' !
নিজ মহিমা দেশবিদেশে বেড়াই গেয়ে গেয়ে !
বিশ্বমাঝে নিঃস্ব মোরা, অধম ধূলি চেয়ে।

২

লজ্জা নাই ! 'আর্য্য' বলি' চেঁচাই হাসিমুখে !
সুখে বলি তা', বাজে যে কথা বজ্রসম বুকে ;
ছিলাম বা কি হয়েছি এ কি !   সে কথা নাহি ভাবিয়া দেখি ;
নিজের দোষ দেখালে কেহ মারিতে যাই ধেয়ে !
বিশ্বমাঝে নিঃস্ব মোরা অধম ধূলি চেয়ে।

কেহই এত মূর্খ নয় ; সবাই বোঝে, জেনো,
হাজারি 'গীতা' পড়, তুমিও পয়সা বেশ চেনো ;
এ সব তবে কেন রে ভাই,   তুমিও যাহা আমিও তাই—
স্বার্থময় জীব !—কাজ কি মিছে চীৎকারে এ ?
বিশ্বমাঝে নিঃস্ব মোরা, অধম ধূলি চেয়ে।

৪

ব্যবসা কর, চাকরী কর, নাহিক বাধা কোন ;
ঘরের কোণে ক্ষুদ্র মনে রৌপাগুলি গো'ণ ;
চারটি কোরে খাও ও পর,   স্ত্রীর দুখানা গহনা কর,
আর্য্যকুল বৃদ্ধি কর, ও পার কর মেয়ে।
—বিশ্ব মাঝে নিঃস্ব মোরা অধম ধূলি চেয়ে।

তাজমহল

(আগ্রায়)

'খাসা'! 'বেশ'! 'চমৎকার'! 'কেয়াবাৎ'! 'তোফা'!—
কহিয়াছে নানাবিধ—সকলের বটে,
দেখিয়াছে, তাজ! কভু যে তোমার শোভা,
উপবনঅভ্যন্তরে, যমুনার তটে।
কেহ কহিয়াছে, তুমি "বিশ্বে পরীভূমি ;"
কেহ কহে "অষ্টম বিস্ময়" ; কেহ কহে
"মর্ম্মরে গঠিত এক প্রেমস্বপ্ন তুমি,"
আমি জানি, তুমি তার একটিও নহে ;
আমি কহি,—না না, আমি কিছু নাহি কহি,
আমি শুদ্ধ চেয়ে চেয়ে দেখি, আর স্তব্ধ হয়ে রহি।

২

কি ভালোই বাসিত, তোমারে সাজাহান,
মমতাজমহল! যে বাছি' এ নির্জ্জন,
নিস্তব্ধ, ঋষির ভোগ্য, এই রম্য স্থান ;
এ প্রান্তর ; এ কবিত্বপূর্ণ উপবন ;
এ কল্লোলময়ী স্বচ্ছশ্যামযমুনার
পুলিন ;—রচিয়াছিল সেথানে সুন্দর,
অপূর্ব্ব প্রাসাদ, শুদ্ধ রাখিতে তোমার
মর দেহ ; এ জগতে করিয়া অমর
তোমার রূপের স্মৃতি ; করি' মূর্ত্তিমতী
সম্রাটের অনিমেষ ভালবাসা সম্রাজ্ঞীর প্রতি।

৩

এত প্রেম আছে বিশ্বে ? এই বিসম্বাদী,
এই প্রবঞ্চনাপূর্ণ নীচ মর্ত্ত্যভূমে
হেন ভালবাসা আছে—হে শুভ্র সমাধি!—
যা'র নিষ্কলঙ্ক মূর্ত্তি হ'তে পার তুমি ?
তদুপরি ভারতসম্রাট—দিবানিশি
যাহার তমিস্র গূঢ়, অন্তঃপুরাবাসে,
রহিত রক্ষিত, বদ্ধ, সহস্র মহিষী,
বধ্য মেষপালসম ;—কদর্য্য বিলাসে,
লিপ্সায় মজ্জিত, প্লুত, দুর্গন্ধ জীবনে,
সে কি সত্য, এত ভালো বাসিতে পারিত একজনে ?

৪

তবু পারে নাই রক্ষা করিতে তোমারে,
হে সম্রাজ্ঞী! অনুপম সে সৌন্দর্য্য রাশি
পৃথিবীর রত্নরাজি ন্যস্ত একাধারে;
বিম্বিত সাগরবক্ষে শুক্লপৌর্ণমাসী;
তাহারো পশ্চাতে, মৃত্যু, দাঁড়ায়ে নীরবে,
অপেক্ষা করিতেছিল? স্পর্শে যা'র, সেও,—
সে সৌন্দর্য্য পরিণত পরিত্যজ্য শবে;
ক্রমে ক্রমে দুর্গন্ধ, গলিত সেই দেহ
ভক্ষে, আসি', মৃত্তিকার ঘৃণ্য কীটগুলি;
পরিণামে সেই দেহ—আবার সে—যে ধূলি সে ধূলি!

এই শেষ? মনুষ্যের এই খানে সীমা?
এত সুখ, এত প্রেম, এত রূপ, এত
ভোগ, এত বাঞ্ছা, এত ঐশ্বর্য্যমহিমা,
সব এই খানে শেষ! খ্যাত ও অখ্যাত,
উচ্চ নীচ, কুৎসিত সুন্দর, ঋষি শঠ,
জ্ঞানী মূর্খ, দুঃখী সুখী, সকলেরি শেষে
এখানে সাক্ষাৎ হয়; সুদূর নিকট,
মহাসৌরজগৎ ও কীট, হেথা এসে
মেশে একাকারে।—মৃত্যু কে বলে বিচ্ছেদ?
মৃত্যু এক প্রকাণ্ড বিবাহ, যাহে লুপ্ত বস্তুভেদ।

৬

সে বিবাহে প্রদীপ জ্বলে না; সে বিবাহে
সুগন্ধ পুষ্পের মালা দোলে না তোরণে;
নেপথ্যে উঠে না শঙ্খ হুলুধ্বনি তাহে;
নাহি জনকোলাহল; সেই শুভক্ষণে
বাজে না মঙ্গলবাদ্য সুমধুর রবে,
সিংহদ্বারে—সে বিবাহ সম্পাদিত হয়
গাঢ় অন্ধকারে, ঘন শুদ্ধ নিরুৎসবে;
যা'র সাক্ষী পরকাল মহাশূন্যময়;
যা'র পুরোহিত কাল;—আশীর্ব্বাদে তা'র,
ব্যাপ্তিসহ মেশে সৃষ্টি, জ্যোতিঃসহ মেশে অন্ধকার।

৭

—বিলাসের চরম করিয়া গেছে ভবে
মোগল।—গুলাবস্নান মর্ম্মর আগারে;
উজ্জ্বল বসন, পূর্ণ আতর সৌরভে;
পোলাও কালিয়া খাদ্য; মখমল ঝাড়ে
মণ্ডিত ভূষিত কক্ষ। ময়ূর আসন;
উদ্যান; নির্ঝর; প্রভাতে সন্ধ্যায় দূরে
মধুর ন'বৎ বাদ্য; নূপুর নিক্কণ,
সারঙ্গ, বিভ্রম নৃত্য, নিত্য অন্তঃপুরে;
মরণেরও জন্য চাই সুপ্রশস্ত কক্ষ;
মরণের পরে স্বর্গ,—তাও সেই রূপসীর বক্ষ।

৮

আর আর্য্যজাতি? ঠিক তার বিপরীত।—
রূপ—প্রকৃতির শোভা; রস—পৃথিবীর;
স্পর্শ—স্নিগ্ধ বায়ু; শব্দ—নিকুঞ্জ সঙ্গীত;
গন্ধ—যা' বহিয়া আনে উদ্যান সমীর।
পুণ্যনদীজলে স্নান; অঙ্গে—শুভ্রবাস;
আহার—তণ্ডুল ঘৃত; শয্যা—ব্যাঘ্রচর্ম্ম;
আবাস—কুটীরকক্ষ; চরম বিলাস
জীবনের—তীর্থযাত্রা; বিবাহও—ধর্ম্ম;
এ সংসার—মায়া; মৃত্যু—মোক্ষ দুঃখহীন
শ্মশানে, নদীর তটে; স্বর্গ—হওয়া পরব্রহ্মে লীন।

—হে সুন্দর তাজ! আমি জ্যোৎস্নায়, আলসে,
দেখে'ছি দাঁড়ায়ে, দূরে, ও মৌনমন্দির;
আগ্রায়, প্রাসাদ শিরে দাঁড়ায়ে, দিবসে
দেখে'ছি ও শুভ্রমূর্ত্তি; গিয়া সমাধির
অভ্যন্তরে, দেখে'ছি সুন্দর, তার পাশে,
পুষ্পবীথি, পয়োবাহ, নির্ঝর, ভিতরে;
ভেবে'ছি যে, কভু এ বিশ্বের ইতিহাসে,
হয়নি রচিত বর্ণে, ছন্দে, কিম্বা স্বরে,
এ হেন বিলাপ। ধন্য ধন্য সেই কবি,
প্রথম জাগিয়াছিল যাহার সুস্বপ্নে এই ছবি।

১০

সুন্দর অতুল হর্ম্ম্য! হে প্রস্তরীভূত
প্রেমাশ্রু! হে বিয়োগের পাষাণ প্রতিমা!
মর্ম্মরে রচিত দীর্ঘনিঃশ্বাস!—আপ্লুত
অনন্ত আক্ষেপে, শুভ্র হে মৌন মহিমা!
—এত শুভ্র, এত সৌম্য, এত স্তব্ধ, স্থির,
এত নিষ্কলঙ্ক, এত করুণসুন্দর,
তুমি হে কবর!—আজি তুমি সম্রাজ্ঞীর
স্মৃতি সঞ্জীবিত কর এ বিশ্বভিতর;
কিন্তু যবে ধূলিলীন হইবে তুমিও,
কে রাখিবে তব স্মৃতি? হে সমাধি! চিরস্মরণীয়!

রাধার প্রতি কৃষ্ণ

(প্রলাপ)

—ভুলিব? সে আমার প্রথম ভালবাসা?
সে প্রভাতশুকতারা জীবন আকাশে?
যা'র নির্ব্বাপিত হাস্য—আজি এ দুর্দ্দিনে,
দূরাগত বংশীধ্বনি সম মোর প্রাণে ভেসে আসে!

ভুলিব? এ জীবনের সৌন্দর্য্য গরিমা?
নব বসন্ত উদ্গমে স্নিগ্ধ মলয় বায়ুর সেই প্রথম উচ্ছ্বাস?
না সখি, না, পারিব না, যদিও কাঁদিতে হয় স্মরিয়া',—কাঁদিব;
সেও ভালো—তথাপি সে ক্রন্দনও বিলাস।

—আহা! সেই জীবনের প্রথম গভীর সুখদুঃখ;
সেই প্রথম আবেগ;
বিরহ, মিলন নব;—প্রথম জীবনে!
নবীন প্রাণের গাঢ়, গভীর উদ্দাম ভালবাসা,—
ঘন কুঞ্জবনচ্ছায়ে, নিস্তব্ধ নির্জ্জনে।

—কেন ভাল বাসিয়াছিলাম! জানিতাম যবে,
আমাদের মধ্যে, প্রিয়ে, যোজন অন্তর?
কেন পান করিয়াছিলাম সেই আপাতমধুর বিষ?
হইতে আমরণ সে বিষে জরজর।

—গাঢ় দুঃখময় স্মৃতি অশ্রুময় নয়নের পাশে ভেসে আসে;
পাগল হইয়া যাই স্বর্গীয় বিষাদে, প্রিয়ে!
এক দিন যে কিরণে অঙ্গ ঢালি' করিতাম স্নান,
অদ্য হেরি তাহা রহি' অবরুদ্ধ এই অন্ধ কারাগৃহে।

তবু দুঃখ নাই। ভাল বাসিয়াছি যদি এক দিনও তরে
হেন ভালবাসা—
হেন তন্ময় চিন্ময়, শুদ্ধ, গাঢ় ভালবাসা;
সেই অর্দ্ধ সুপ্তি, অর্দ্ধ জাগরণ;
আর সেই দীর্ঘ পান, তথাপি প্রাণের সেই অতৃপ্ত পিপাসা।

কভু মনে হয় সে কি স্বপ্ন? তুমি মোর পাশে;
দুলিত সমীরে, নীহারসজল বনে, মল্লিকা মালতী;
মস্তক উপরে বাসরপ্রদীপ সম পূর্ণিমার শশী;
পদতলে নিস্তব্ধ শ্যামল বসুমতী।

সম্মুখে বহিয়া যায় যমুনা; পাপিয়া গাহে দূরে,
একান্ত নির্জ্জন, স্তব্ধ, শান্ত কুঞ্জবনে;
মোদের মিলিতবক্ষকম্পসহ শত বীণাধ্বনি;
শত স্বর্গ কেন্দ্রীভূত একটি চুম্বনে।

—কাঁদিতেছ তুমি? কাঁদ!
তোমার অশ্রুর যদি আমিই কারণ, তবে কাঁদ, বিম্বাধরে!
তাহাতেও পাইব সান্ত্বনা; জুড়াইব এ তপ্ত হৃদয়;
বুঝিব, এখনো আমি জাগি ও অন্তরে।

নিতান্ত নিষ্ঠুর আমি! আজিও তোমারে তাই কাঁদাইতে চাই!
হাঁ আমি নিষ্ঠুর! যদি কহি সত্য কথা;
কে চাহে বিস্মৃত হ'তে? বিচ্ছেদে, অন্তর হ'তে চিরনির্ব্বাসন!
হানে বক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণতম ব্যথা।

"কেন ভালবাসিয়াছিলাম ?"

কেন বা আসিয়াছিলে সম্মুখে আমার—হে সুন্দরি !
তোমার ও শুভ্ররূপে, কলকণ্ঠে, সুবাস নিঃশ্বাসে,
নবজ্যোৎস্নাসম ঘননীলাম্বর পরি।

উষা কি হইবে ক্রুদ্ধ, যদি মেঘকুল তারি হৈমকিরণে রঞ্জিত
নিস্পন্দ নয়নে চাহে গাঢ় প্রেমভরে ?
চম্পক ফিরাবে মুখ ক্রোধভরে, যবে শত মধুমত্ত অলি
প্রাণময় প্রেম তা'র অর্পিবে অধরে ?

—তব প্রেমে প্রেমী আমি। তাই আছি কত অপবাদ,
কত মিথ্যাবাণী, কত তিরস্কার সয়ে';
কারণ—আমার প্রেম হয় নি পার্থিব;
হয় নি বিক্রীত, ক্রীত, বদ্ধ, পরিণয়ে।

প্রেম পরিণয় নহে। পার্থিব আলয় নহে তা'র;
তা'র গৃহ প্রভাতের উজ্জ্বল আকাশে।
মানে না সে ধনমান, দূরত্বের ব্যবধান;—
সঙ্গীত হইয়া যায়, প্রেম যাহে হাসে।

দূর স্থান, দূর কাল, ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ধর্ম্ম, ভিন্ন বর্ণ,
নাহি কিছু রাজত্বে ইহার;
ইহার রাজত্ব নয় গণনার; নিত্য ব্যবসার;—
প্রেম হৃদয়ের সমতান, সঙ্গীত আত্মার।

—আয় মোর প্রণয়িনি; আয় রাধে;
ঐ সন্ধ্যা মিলাইয়া যায়;—
এলাইয়া পড়ে দূরে কোকিলের ধ্বনি;
আঁধারিছে স্বর্ণমেঘ! নীলাকাশ হাসিল নক্ষত্রে;
নীরবে নীহারজলে কাঁদিল ধরণী।

ভ্রমরগুঞ্জন স্তব্ধ; বহে ধীর মলয় সমীর;
দিবার সমাধি' পরে ঝিল্লী গান গায়;
অধরে মধুর হাসি, নয়নে প্রেমের জ্যোতি,
হৃদয়ে আবেগ লয়ে,—আয়।

আয় তবে, প্রিয়তমে! আবার এ বক্ষে—
দুঃখের পাহাড় পরে স্বর্ণ ঢেউ প্রায় ;
তোর করে পরশি বিদ্যুৎ ; তোর স্বরে শুনি বীণাধ্বনি ;
আয় তবে—নিন্দুক জগৎ ;—রাধে! আয়।

সুখমৃত্যু

১

"আমি যবে মরিব, আমার নিজ খাটে গো,
'আয়েসে' মরিতে যেন পারি ;
চাকরির জন্য, যেন আমার নিকটে গো,
কেহ নাহি করে উমেদারি ;
পাচক ব্রাহ্মণ যেন ঝঙ্কার না করে গো,
উচ্চকণ্ঠে হুহুঙ্কাররোলে ;
শুনিতে না হয় যেন কলহ করিয়া গো,
মানভরে, ঝি গিয়াছে চলে' ;
অসহ্য উত্তাপ যদি, বাতাস করিও গো,
বরফশীতল দিও বারি ;
মশা যদি হয়, তবে খাটাইয়া দিও গো,
শ্যামবর্ণ নেটের মশারি ;
লেপি' চারু 'মাথাঘষা' কবরীকুন্তলে গো,
কাছে এসে বসে যেন প্রিয়া ;
একটি পেয়ালা পাই সুবর্ণ সুরভি, গো,
চা খাইতে, দুগ্ধ চিনি দিয়া ;
রূপসী শ্যালিকা পড়ে একটি কবিতা গো,
যা'র শীঘ্র অর্থ হয় বোধ ;
গাহিতে হাসির গান যেন সে সময় গো,
কেহ নাহি করে অনুরোধ!"

কোন এক ডেপুটির উক্তবৎ ইচ্ছা শুনি'
প্রিয়া তার কহে, হেসে উঠি'—
"এত সুখ একসঙ্গে যাহার কপালে, ওগো,
সে কি কভু হইত ডেপুটি!"

এত সুখ একসঙ্গে !—মরণ আর কি ! মরি !
কপালেতে ঝাঁটা, মুখে ছাই !
সহজ ভাষায় বল, আসল কথাটি যাহা,
মরিতে তোমার ইচ্ছা নাই"।
ডেপুটি 'ধপাৎ' করি', আকাশ হইতে যেন
পড়িলেন ভূমিতলে চিৎ ;—
"এমন সুখের স্বপ্নে বাধা দেওয়া প্রিয়তমে !
তোমার কি হইল উচিত ?
এ কথাটি এ সময়ে অতি গদ্যময়ী ;—ইহা
হাঁটিয়া আসিতে পথে, শেষে,
গ্যাসের থামের মত, লাগিল, আঘাত যেন,
মদিরাবিভোর শিরে এসে।
এই আর্য্য সতী !—অহো এই আর্য্য সতী বুঝি !
পতি যা'র আরাধ্য দেবতা !
সতী সাবিত্রীর কুলে উদ্ভবা কি এঁরা সব ?
তবে একি অশাস্ত্রীয় কথা !
"মরিবার ইচ্ছা নাই !" তবে বল, আমি বুঝি
মরিলেই, বাঁচ তুমি, ধনি !
উপরন্তু এ ব্যবস্থা, সতীর বদনে শুনি,—
পতির কপালে সম্মার্জ্জনী !"

"মরিবার ইচ্ছা নাই ! বল কি প্রেয়সী ? আপাততঃ
ইচ্ছা নাই বটে। কিন্তু সে অনিচ্ছা নহে কি সঙ্গত ?
মরিবার ইচ্ছা বল কার আছে ?—চিররুগ্নজন
পানাহারে অনাসক্ত ; বিহারে অক্ষম ; অনুক্ষণ
অবসাদে অবসন্ন ; যেন নাহি যায় দীর্ঘদিন ;
নাহি সুখ, নাহি আশা ; দীর্ঘ রাত্রি শান্তিসুপ্তিহীন ;—
সে বাঁচিতে চাহে। সেও ঔষধ সেবন করে উঠে'।
অতীব দরিদ্র—যা'র এক বেলা অন্ন নাহি জুটে,
নাহি 'চাল' নাহি চুলা ; পরিধানে শতগ্রন্থি চীর ;
শয্যা ছিন্ন কন্থা মাত্র, কিম্বা ধূলিমাত্র পৃথিবীর ;—
সে বাঁচিতে চাহে। দূর এণ্ডামানে চিরনির্ব্বাসিত
আত্মীয় স্বজন হতে বিচ্ছিন্ন ; একাকী অবস্থিত

বিশ্বমাঝে শূন্যসম ; জীবনে উদ্দেশ্য নাহি যা'র ;
কেহ নাহি এ বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে বলিতে আপনার ;
চেয়ে দেখে নীল ক্ষুব্ধ জলধির পানে, দেখে শুধু
তা'র জীবনের মত জলরাশি করিতেছে ধুধু,
যত দূর দেখা যায় ;—সেও চাহে বাঁচিতে প্রেয়সী !
আমিত ডেপুটি ! আমি মান্য ব্যক্তি ; এজলাসে বসি'
তবুত ফাটক দিতে পারি ; আমি এমনি কি হীন,
দুঃখী, তুচ্ছ, যে মরিব এত শীঘ্র, থাকিতে সুদিন ?

৪

"মরিবার ইচ্ছা নাই ! সত্যইত ইচ্ছা নাই । তবে সোজা ভাষা
বলিলেই হয় ; কেন ঘুরাইয়া বলি, তাই করিবে জিজ্ঞাসা ?
এইরূপই সর্ব্বত্র দেখিবে প্রিয়ে ! মানব সকলে
লজ্জার খাতিরে অতি সহজ অপ্রিয় সত্য ঘুরাইয়া বলে ।
নিমন্ত্রিত ব্যক্তি যদি গমনে অনিচ্ছু, কহে—'পীড়িত দুঃখিত' ;
'পার্শ্বে পাতে লুচি নাই' কহে বরযাত্রী । 'ত্রুটি মার্জ্জনা বিহিত
করিবেন নিজগুণে'—কহে কর্ত্তা অভ্যাগতে মার্জ্জিত বিনয়ে ।
'বড় টানাটানি' কহে কৃপণ, ভিক্ষুকে ।—'বাড়ী নাই' ঋণী কহে ।
ইহার কি অর্থ আছে ? ইহার সদর্থ টুকু বুঝিতে অন্যথা
হয় কি কাহারো কভু ?—শীলতার অন্যনাম 'শুভ্র মিথ্যা কথা' ।

৫

"মরিবার ইচ্ছা নাই—সত্য কথা—ধর
বলিলাম অকপটে ; কি করিবে কর ।
কেন বা মরিব ! কোন্ দুঃখে সোনামণি !
কে চাহে করিতে ত্যাগ এমন ধরণী,
এমন জগৎ আমাদের ?—শস্যভরা
পুষ্পভরা, সুগন্ধসুন্দরবসুন্ধরা ;
এই জ্যোৎস্না ; এই স্নিগ্ধ সমীর হিল্লোল ;
পক্ষীর কাকলি ; এই নদীর কল্লোল ;
বৃক্ষের মর্ম্মর ; শত ফল সুমধুর ;
নির্ঝরের মিষ্টবারি ; এ সুখ প্রচুর ।
তদুপরি যা'র ভাগ্যে ঘটে—জননীর
স্নেহ ; প্রেয়সীর প্রেম, দুহিতার স্থির,
সংযত সভক্তি সেবা ; পুত্রের মধুর
মুখচ্ছবি ; অকৃত্রিম প্রণয় বন্ধুর ?"

"তদুপরি—মরণের পাছে
কি জগৎ লুকায়িত আছে!
এই কৃষ্ণ জলধির পারে
কোন্ দেশ আছে! অন্ধকারে
আচ্ছন্ন, যে দেশ হতে কেহ
ফিরে নাই আর নিজ গেহ।
কিম্বা, এই খানে শেষ সব;—
এত আশা; প্রণয় বিভব;
এই বুদ্ধি; এ উগ্র প্রতাপ,
যাহা অনায়াসে পরিমাপ
করে পৃথিবীর ভার, প্রতি
গ্রহের নির্ণয় করে গতি,
তপনের আয়ুনিরূপণ,
নক্ষত্রের রশ্মিবিশ্লেষণ;
এই শক্তি;—হায় নাহি জানে
হয়ত বা সমাপ্ত এখানে!"

৭

—মরিবার ইচ্ছা নাই! সত্য, না মরিতে চাহি
তথাপি মরিতে হবে—সৃষ্টির নিয়ম।
জন্মিলে মরিতে হয়; তবে কেন এই ভয়?
এই শঙ্কা, এই দ্বিধা?—ভ্রম, ভ্রম, ভ্রম।
মরিয়াছে পিতৃগণ; মরিয়াছে সর্ব্বজন—
বুদ্ধ ও বিক্রমাদিত্য—পুণ্যাত্মা, মহৎ;
আমি কি সামান্য তুচ্ছ?— গেল দেশ কত, উচ্চ
গ্রীস, আসীরিয়া, রোম, মিসর, ভারত;—
কালের প্রবাহে, কত, জল বুদবুদের মত,
উঠি নব জীব জাতি অন্ত অধোগামী!
এ পৃথিবী লুপ্ত হবে; ওই সূর্য্য গুপ্ত হবে;
আমার মরিতে ভয়—তুচ্ছ জীব আমি?
না মরণে শঙ্কা নাই; আমিত প্রস্তুত ভাই;
যা'দের ছাড়িয়া শেষে যাব এই ভবে,
তারাও আসিছে পিছে, কার জন্ত শোক মিছে?
পরে যাহা আছে, আছে; ভাবিয়া কি হবে?

আর যদি, পরমেশ ! এ জগতে এই শেষ ;
এই ক্ষুদ্র জীবনের মৃত্যুই অবধি ;
যদি নাই পরলোক ; ।— তবে কে করিবে শোক,
মৃত্যুর অপর পারে আমি নাই যদি ?
আর যদি আমি থাকি, তাহাতেই দুঃখ বা কি ?
মৃত্যু যদি সুখশূন্য, মৃত্যু দুঃখহীন ।
বিনা সুখদুঃখভার একাকার, নির্ব্বিকার,
নির্ভয়ে হইয়া যাব পরব্রহ্মে লীন ।
তবে এক সাধ আছে— মরিব যখন, কাছে
রহে যেন ঘেরি প্রিয়া পুত্রকন্যাগণ ;
আর, বন্ধু যদি কেহ, করে ভক্তি, করে স্নেহ,
রহে যেন কাছে সেই প্রিয় বন্ধুজন ;
খুলে দিও দ্বার !—ভেসে পড়ে যেন মুখে এসে
নির্ম্মুক্ত বাতাস, আর আকাশের আলো ;
দেখি যেন শ্যাম ধরা শস্যভরা, পুষ্পভরা,
এতদিন যাহাদিগে বাসিয়াছি ভালো ;
আসে যদি মৃদুমন্দ পবনে, চামেলিগন্ধ ;
একবার বসন্তের পিকবর গাহে ;
হয় যদি জ্যোৎস্না রাত্রি ;— আমি ও পারের যাত্রী
যাইব পরম সুখে জ্যোৎস্নায় মিলায়ে !

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত

ও তৎলিখিত সুদীর্ঘ ভূমিকা সম্বলিত অন্যান্য রচনাসম্ভার

কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের

কান্তকবি-রচনাসম্ভার

গিরিশচন্দ্র ঘোষের

গিরিশ-রচনাসম্ভার

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের

ত্রৈলোক্য-রচনাসম্ভার

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

বঙ্কিম-রচনাসম্ভার

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের

বিদ্যাসাগর-রচনাসম্ভার

বিহারীলাল চক্রবর্তীর

বিহারীলাল-রচনাসম্ভার

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের

ভূদেব-রচনাসম্ভার

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল-রচনাসম্ভার

রমেশচন্দ্র দত্তের

রমেশ-রচনাসম্ভার

প্রকাশক

মিত্র ও ঘোষ : কলিকাতা ১২